বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

শচীশ-গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, - - - - - - - কলিকাতা

গ্রন্থাবলী সিরিজ

শচীশ  গ্রন্থাবলী

—(দ্বিতীয় ভাগ)—

১। বাঙ্গালীর বল, ২। অমরনাথ, ৩। মহাত্মা তুলসীদাস,
৪। শঙ্করনাথ, ৫। অন্তরীণের বধূ, ৬। সরলা, ৭। বিল্বতনয়া

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

বাঙ্গালীর বল

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

পরমারাধ্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পিতৃব্যদেব-চরণাম্বুজেষু—

কাকা,

আপনার নিকট শুনিয়াছি, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া যাহা আপনার নিকট শিখিয়াছি, তাহা আপনার চরণোদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

প্রণত সেবক—শ্রীশচীশচন্দ্র।

ভূমিকা

ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত।

গায়স-উদ্দীন, বীরসিংহ, ফতেসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সাদক খাঁ, ধ্রুব গোস্বামী, কাল্পনিক চরিত্র। ঘটনাক্ষেত্র আজও বর্ত্তমান। গড়খাই, রাণী-দহ, কালী-মূর্ত্তি আজও দৃষ্ট হয়।

কোনও সমালোচক পুস্তকখানি পড়িয়া কোনও সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছিলেন, পুস্তকে তিনটি ভাব দৃষ্ট হয়। যথা—ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক। সেটা বিবেচনার ভার পাঠকের উপর।

গ্রন্থকার।

বাঙ্গালীর বল

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া অজয় প্রবাহিত। এই অজয়ের তটে বর্দ্ধমানের দিকে, একটি শিব-মন্দির আছে। শিবের নাম পাণ্ডবেশ্বর। ঠাকুরের নামানুসারে স্থানের নামও পাণ্ডবেশ্বর। কথিত আছে, পঞ্চপাণ্ডব এই মহাদেব স্থাপনা করিয়াছিলেন। তা' হইতেও পারে। বনবাসকালে তাঁহারা এই পথে বিরাট গিয়াছিলেন।

মন্দির অনেক দিনের—খুব জীর্ণ। তবু সংস্কারগুণে আজও দাঁড়াইয়া আছে। যদি এই মন্দির প্রকৃতই পঞ্চপাণ্ডব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মন্দিরের বয়স অন্যূন পঞ্চ সহস্র বৎসর। এত প্রাচীন মন্দির, এমন কি, ভারতেও খুব কম আছে।

পাণ্ডবেশ্বর একা নহেন—দ্রৌপদীশ্বর প্রভৃতি আরও পাঁচটি শিবলিঙ্গ, পাণ্ডবেশ্বরের আশে-পাশে বিরাজ করিতেছেন। মন্দির এক্ষণে একটি নয়—দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় এ সব কিছুই ছিল না।

স্থানটি অতি সুন্দর। তিন দিকে নিবিড় শাল-গাছ, এক দিকে অজয়। চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধক্রোশের মধ্যে লোকালয় নাই। স্থানটি এত মধুর, এত নির্জ্জন যে, তাহা একবার দেখিয়া আর ভুলিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া পাখীর গান যেমন মিষ্ট শুনিয়াছিলাম, তেমনটা নিকটে বা দূরে কোথাও শুনি নাই। পাণ্ডবেশ্বরের পদ ধৌত করিয়া কলকল নাদে অজয় প্রবাহিত। পরপারে সুদূর-বিস্তৃত বালুকারাশি; তার পিছনে তৃণহীন কঙ্করময় অনন্ত প্রান্তর। প্রান্তরের পিছনে আকাশ; আকাশের গায় ধূসরবর্ণ মহাকায় পর্ব্বত-চূড়া। আকাশের গায় এই পর্ব্বত-শৃঙ্গ দেখিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, গগন-স্পর্শী দিগন্তবিস্তৃত বিটপীর গায় ধূসরবরণ ক্ষুদ্র-কায় মন্দিরচূড়া। আকাশের ছবি পৃথিবী-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আকাশের দেবতা মন্দিরমধ্যে আছেন ভাবিয়া মনে মনে একবার তাঁহাকে ডাকিলাম। আমার প্রাণের ডাক, বৃক্ষ-শাখায় পাখীর কণ্ঠে মুখরিত হইল—পাখীর গান আবার অজয়ের কলকল নাদে প্রতিধ্বনিত হইল। আমি বিভোর হইয়া এই গগন-প্রতিবিম্বিত চিত্রমধ্যে বসিয়া এই বিশ্ব-সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম।

অজয় অতি সুন্দর। কখন শান্ত, স্থির—কখন বা গম্ভীর, গর্জ্জনশীল। অজয় বা দামোদরকে আমি নদ বলিতে পারি না। নদ বলিতে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। স্রোতস্বতীমাত্রেই কোমলাঙ্গী,—কখন বালিকা, কখন বা পূর্ণযৌবনা; কখন ম্রিয়মাণা, কখন বা উচ্ছ্বাসময়ী। যা'র উচ্ছ্বাস আছে, অভিমান আছে—যা'র ঝঙ্কার আছে, কোমলতা আছে, তা'কে আমি কঠিন নামে অভিহিত করিতে পারি না। অজয় আমার কাছে ভাবাভিভূতা প্রেমময়ী বালিকা। এই অজয়ের কূলে বসিয়া এক দিন জয়দেব, বিল্বমঙ্গল প্রেম শিখিয়াছিলেন। সেই প্রেমগান আজিও অজয়ের তটে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—সেই প্রেমমন্ত্র অজয়ের তরঙ্গে তরঙ্গে আজিও মুখরিত হইতেছে। অজয় নদ বা নদী নয়,—অজয় অতীতের স্মৃতি—অজয় আমার শিক্ষাগুরু।

বনবাসকালে পাণ্ডবেরা যে এই প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার আরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। পাণ্ডবেশ্বরের ঠিক সম্মুখে—অজয়ের অপর তীরে—একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামের নাম 'ভীমগড়া'। শুনিতে পাই, এখানে ভীমের নির্ম্মিত গড় ছিল। থাকিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে তাহার চিহ্ন নাই। গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে। শিবের নাম ভীমেশ্বর। মন্দিরটি খুব প্রাচীন—ইষ্টকনির্ম্মিত। তবে পাণ্ডবেশ্বর ও ভীমেশ্বর এক সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। হয় ত বা বারংবার সংস্কার করিতে করিতে মন্দিরের সমুদায় অঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাত শত বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডবেশ্বরে এক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন; কিন্তু সকল সময় তিনি মন্দিরে থাকিতেন না,—সময়ে সময়ে কোথায় যাইতেন। কোথায় যাইতেন, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। তিনি কাহাকেও কিছু বলিয়া যাইতেন না। স্থানান্তরে যাইবার সময় এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেবসেবার জন্য মন্দিরে রাখিয়া যাইতেন।

সন্ন্যাসীর নাম ধ্রুব গোস্বামী। কিন্তু সে নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না,—সন্ন্যাসীঠাকুর বলিয়াই লোকে তাঁহাকে জানিত। তাঁহার বাড়ী কোথায়, জাতি কি, তাহাও লোকে অবগত ছিল না; অথচ সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত কত কাল তিনি পাণ্ডবেশ্বরে বাস করিতেছিলেন, তাহা প্রাচীনেরাও ঠিক বলিতে পারিত না। তাঁহার বয়স কত, তাহাও ঠিক নির্ণয় করা যায় না; তবে অশীতি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার উন্নত দেহ, জটামণ্ডিত মস্তক, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ কান্তি দেখিলে স্বতঃই মনে ভক্তির সঞ্চার হইত।

সন্ন্যাসী কখন্ কি আহার করিতেন, তাহা লোক দেখিতে পাইত না; অথচ সে সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প দেশমধ্যে রাষ্ট্র ছিল। কেহ বলে, সন্ন্যাসী ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতীত; কেহ বলে, তিনি শবদেহ ভক্ষণ করিয়া থাকেন; আবার কেহ বলে, নিশাকালে মহাদেব নানাবিধ আহার্য্য আনিয়া গোপনে সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইয়া থাকেন। কিম্বদন্তী সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, লোকের কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সন্ন্যাসীঠাকুর আপামর সাধারণের ভক্তির পাত্র ছিলেন।

লোকে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিত। সন্ন্যাসী প্রণাম গ্রহণ করিতেন না,—পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইতেন। কেহ পায়ের ধূলা লইতে চাহিলে সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখাইয়া দিতেন। কেহ প্রণামীস্বরূপ অর্থ দিতে চাহিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতেন। কেহ কোন রোগের ঔষধি চাহিলে ঠাকুরের নির্ম্মাল্য দিয়া তাহাকে বিদায় করিতেন।

সন্ন্যাসীকে হোম বা যজ্ঞ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই; তবু লোকে বলিত, সন্ন্যাসী দিবারাত্র যাগযজ্ঞ লইয়া আছেন। তন্ত্রোক্ত কার্য্য করিতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই, অথচ লোকে তাঁহাকে ঘোরতর তান্ত্রিক বলিয়া জানিত। তিনি যাহা করিতেন না, লোকে তাহাই তাঁহার ঘাড়ে চাপাইত; অথচ তিনি যাহা করিতেন, লোকে তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র আলোচনা করিত না।

যেখানে বিপদ্, সেখানে কান্না, সেইখানে সন্ন্যাসী। তাঁহার আগমনে বিপদ্ অন্তর্হিত হইত—কলহ মিত্রতায় পরিণত হইত। তাঁহাকে দেখিলে রোগী উঠিয়া বসিত, পরপীড়ক লজ্জায় সঙ্কুচিত হইত। তিনি বিপন্নের আশ্রয়, অত্যাচারীর ভীতি-স্থল। অথচ তিনি অর্থ দিয়া কখন কাহারও সাহায্য করেন নাই—অথবা রূঢ় বাক্যে কাহারও ভয় উৎপাদন করেন নাই। যাগযজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্র, অর্থসম্পদ্, লোকজন কিছুই তাঁহার ছিল না; তবু দেবতা জ্ঞানে লোকে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত।

তাঁহার বল-বীর্য্যও অসাধারণ। একবার একটা মহিষ একটি বালককে তাড়া করিয়া আসিয়াছিল, সন্ন্যাসী মহিষের শৃঙ্গ আকর্ষণ করিয়া তাহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। একবার একটা বাঘ একটা গাভীকে আক্রমণ করিয়াছিল, সন্ন্যাসী বাঘের গলা টিপিয়া ধরিয়া গাভীর উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। এইরূপ নানাপ্রকার জনশ্রুতি, সন্ন্যাসীর অসাধারণ শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিত।

সন্ন্যাসী মন্দিরমধ্যে একাকী বাস করিতেন। মন্দিরের পাশে, তালপাতার একখানি একচালা ছিল, সন্ন্যাসী তন্মধ্যে থাকিতেন। লোকে বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলে, সন্ন্যাসী হাস্যমুখে তাঁহার পর্ণকুটীর দেখাইয়া দিতেন;—লোকে নিরস্ত হইত।

সন্ধ্যার পর মন্দিরে কেহ থাকিত না। নিবিড় জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের মধ্যে কে থাকিবে? সন্ধ্যাকালে মন্দির যখন জনশূন্য হইত, তখন সন্ন্যাসী অজয়ে স্নান করিতেন, এবং স্নানান্তে ঠাকুরকে ভোগ দিয়া নিজে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইতেন। তার পর ঠাকুরকে শৃঙ্গার-বেশে সাজাইয়া ভক্তি-গদগদ-হৃদয়ে আরতি করিতেন। আরতি শেষ হইলে অজয়কূলে শিলাখণ্ডের উপর যোগাসনে বসিয়া সমাধিস্থ হইতেন এবং রাত্রিশেষে পর্ণকুটীরে ফিরিয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ মধ্যাহ্নে অজয়ে হড়্পা পড়িয়াছে। হড়্পাটা কি, আগে বলি। সচরাচর অজয় ক্ষীণ রজতরেখার ন্যায় দূর হইতে দৃষ্ট হয়। কোথাও কলহপ্রিয়া স্রোত-

রমণীর ন্যায় স্ফীতোদরা, কোথাও বা সরমপীড়িতা নব-বিবাহিতা বালিকার ন্যায় সঙ্কুচিতা। কিন্তু বর্ষা-সমাগমে? সে আর এক দৃশ্য। কূলপ্লাবিনী অজয় বালুকারাশি তুলিয়া, আছড়াইয়া ফেনমালা মাথায় জড়াইয়া উন্মত্তপাদবিক্ষেপে ছুটিয়া চলিয়াছে—যেন অভিমানিনী যুবতী রোষভরে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া, বকুল-ফুলের মালায় কেশভার ঢাকিয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে স্বামি-সম্ভাষণে ছুটিয়া চলিয়াছে।

হড়্পাটা কি বলিতেছিলাম। হড়্পা অর্থে হঠাৎ বান। বর্ষাকালে হড়্পা দৃষ্ট হয়। আজিকার ঘটনাটা বিবৃত করিলে হড়্পার প্রচণ্ডতা অনেকেই অনুমান করিতে পারিবেন।

আজ হড়্পা আসিবার পূর্ব্বে অজয় কূলে কূলে পূর্ণ। আকাশ স্থানে স্থানে মেঘাবৃত। বায়ু সলিল-কণা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; নদী চঞ্চল-হৃদয়ে দ্রুতগামিনী। গোরু, বাছুর তীরে চরিয়া বেড়াইতেছে—মানুষ নৌকা করিয়া, কোথাও বা হাঁটিয়া পারাপার হইতেছে—কেহ বা বক্ষ নিমজ্জিত করিয়া স্নান করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ স্রোতের বেগ বাড়িয়া উঠিল—নদীগর্ভস্থ বালুকাকণা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল,—ক্রমে দূরে হু হু শব্দ শ্রুত হইল। লোকে বুঝিল, হড়্পা আসিতেছে। তখন 'গেল' 'গেল' বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—নৌকা টানিয়া ডাঙ্গায় উঠাইতে লাগিল—গোরু-বাছুর ছুটিয়া পলাইতে লাগিল—স্নানার্থী জল হইতে উঠিয়া পলাইল—চারিদিকে আর্ত্তনাদ উঠিল। দেখিতে দেখিতে, অজয়বক্ষে হিমানী-মণ্ডিত ধবলকায় উচ্চ কুটীরের ন্যায় এক ফেনস্তূপ দৃষ্ট হইল। এই উত্তাল, উদ্দাম ফেনস্তূপই হড়্পা। চকিতের মধ্যে পবনগতিতে হড়্পা আসিয়া পড়িল। কেহ নৌকা টানিয়া তটোপরি উঠাইতে পারিল, কেহ পারিল না। গোরু বা মানুষ কেহ পলাইতে পারিল, কেহ বা পলাইতে সময় পাইল না। যে পলাইতে পারিল না, সে হড়্পার মুখে ভাসিয়া চলিল। গোরু বা মানুষ, নৌকা বা বাঁধ, প্রবল তরঙ্গ-তাড়নে ভাসিয়া চলিল।

তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া হড়্পার তাণ্ডব-নৃত্য দেখিতেছিলেন। সেই শান্তি-অধিষ্ঠিত শুভ্র-মন্দিরগাত্রে সন্ন্যাসীর সুবিমল সুবর্ণ-কান্তি অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। তাঁহার শুভ্র সুদীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠ-স্কন্ধ-বক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া, বৃক্ষশাখাবলম্বিনী ফণিনীর ন্যায় দুলিতেছিল। তাঁহার আবক্ষোবিলম্বিত শ্বেত-শ্মশ্রু আলোর সাগরে জোছনার তরঙ্গ উঠাইয়া মা-বায়ু-হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল।

সন্ন্যাসী একা ছিলেন না; তাঁহার পার্শ্বে আর এক জন ছিল—তিনি কেন্দুবিল্বের মোহান্ত। লোকে সচরাচর তাঁহাকে গোঁসাই বলিয়া ডাকে। এই দুই সন্ন্যাসী ব্যতীত সন্নিকটে অপর কোন মনুষ্য-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছিল না। উভয়ে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া হড়্পার তাণ্ডব-নৃত্য দেখিতেছিলেন। সহসা উভয়ে সচকিতে দেখিলেন, একখানি ছোট নৌকা তরঙ্গমুখে তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। নৌকা উল্টাইয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে আরোহী আছে কি না, জানিবার উপায় নাই। থাকিলেও জীবিত থাকা সম্ভবপর নয়। হড়্পা একবার মন্দির-প্রাঙ্গণে আছাড় খাইয়া, দেবতার চরণে শুভ্র মস্তক নমিত করিয়া, দস্যুর ন্যায় লোকের সর্ব্বনাশ সাধিতে চলিয়া গেল।

নৌকার অবস্থা দেখিয়া মোহান্ত, সন্ন্যাসীর মুখ-পানে চাহিলেন। সন্ন্যাসী তখন অন্যমনস্ক। দূরে—নৌকার অনেক পিছনে—একটা কি ভাসিয়া আসিতে-ছিল; সন্ন্যাসী তাহাই দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে সেটা নিকটে আসিল। তখন উভয়ে দেখিলেন, সেই ভাসমান বস্তু—একটি ক্ষুদ্র মনুষ্যদেহ। তদ্দৃষ্টে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি অজয়বক্ষে ঝম্পপ্রদান করিলেন।

মোহান্ত সন্ন্যাসীর কার্য্য দৃষ্টে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী চক্ষুর অন্তরাল হইলেন। কিছুই আর দেখা যায় না, সে ফেনস্তূপও অদৃশ্য হইয়াছে। হড়্পার পূর্ব্বে অজয়ের যে ভাব ছিল, এক্ষণে সেই ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে জল যেন আরও স্ফীত—স্রোতোবেগ যেন আরও দ্রুত—গর্জ্জন যেন আরও ভয়ঙ্কর। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তবু সন্ন্যাসীর দেখা নাই। তখন গুরুভার হৃদয়ে লইয়া মোহান্ত মন্দিরে ফিরিলেন।

ফিরিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া সন্ন্যাসীর মঙ্গল-কামনায় ঠাকুরের পায় মাথা কুটিতে লাগিলেন। মন কতকটা শান্ত হইল। তখন তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসী; তাঁহাকে দেখিবামাত্র মোহান্ত ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,"ঠাকুর আমার কথা শুনিয়াছেন।"

সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে একটি বালিকা ছিল! তাহার বয়স চারি পাঁচ বৎসর। মোহান্ত দেখিলেন, বালিকা সুলক্ষণা, অতুলনীয়া সুন্দরী। তাহার ললাট নিরীক্ষণ করিতে করিতে মোহান্ত বলিলেন—"এই বালিকা এক দিন রাজরাণী হইবে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"না, বালিকার ভাগ্যে সে সুখ নাই।"

মোহান্ত। বালিকা সুলক্ষণা।

সন্ন্যাসী। না, তা' নয়—বালিকা কুলক্ষণা; যা'র গৃহে যাবে,—যা'র সংস্পর্শে আসিবে, তা'র সর্ব্বনাশ করিবে।

মোহান্ত। তবে এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেখান হইতে আনিয়াছ, সেইখানে রাখিয়া আইস।

সন্ন্যাসী। অজয়ের জলে? তা' পারিব না।

মোহান্ত। তবে কি করিবে?

সন্ন্যাসী। এইখানে রাখিব।

মোহান্ত। তোমার গৃহে?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আবার গৃহ কোথা?

মোহান্ত। এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘরে আনিয়া কেন নিজের সর্ব্বনাশ করিবে?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কি আছে যে পুড়িবে?

মোহান্ত। ধন্ম।

উত্তরস্বরূপ সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন মাত্র। মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বালিকাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইবে?"

সন্ন্যাসী। যদি বালিকার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধান পাই, তা হ'লে বালিকাকে ফিরাইয়া দিব। নতুবা শিব সাক্ষী—আজীবন কন্যানির্বিশেষে বালিকাকে প্রতিপালন করিব।

মোহান্ত। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজশ্বশুর হও।

সন্ন্যাসী। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, বালিকার ভাগ্য মন্দ।

মোহান্ত। ভাল, দেখা যাবে কার গণনা সত্য হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তা'র পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। বালিকা এক্ষণে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া উন্মেষোন্মুখী যুবতী। বসন্তসমাগমে তরুলতা যেমন পত্র-পুষ্পে সমাচ্ছাদিত হয়, তেমনই নবযৌবন-সম্ভাষণে বালিকার দেহ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল। তা'র চোখে পবিত্রতা, হাসিতে সরলতা; তা'র মুখে মাধুর্য্য, চলন-ভঙ্গিমায় লাবণ্য; তা'র প্রত্যেক অঙ্গে রূপোচ্ছ্বাস,—সে অতুলনীয়া সুন্দরী।

সেই ক্ষুদ্র বালিকা এক্ষণে উন্মেষোন্মুখী যুবতী। কিন্তু প্রকৃতিতে আজও সে বালিকা। সংসারের ছলনা, প্রতারণা কিছুই সে জানে না। পাপ, তাপ, ভোগ-বিলাস কাকে বলে, তা' সে বুঝে না। সেই ধর্ম্মস্থাপিত কর্ম্মমন্দিরের পাপের দ্বার রুদ্ধ। বালিকা স্পৃহাশূন্যা, কামনাবর্জ্জিতা।

মাতা-পিতার কথা কিছুই তার মনে নাই। এইটুকুমাত্র স্মরণ আছে যে, এক দিন সে কাহার সঙ্গে জলপথে কোথায় যাইতেছিল। পথে কি ঘটিয়াছিল, তাহা তার স্মরণ নাই। পিত্রালয় বা মাতুলালয় কোথায় এবং ছিল কি না, তাহা সে জানে না। পিতার নাম, গোত্র বা জাতি কিছুই সে অবগত ছিল না। অনেক অনুসন্ধানেও যখন বালিকার আত্মীয়-স্বজনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সন্ন্যাসী বালিকার ভার গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসী বালিকার নাম মহামায়া রাখিয়াছিলেন। সচরাচর মায়া বলিয়া ডাকিতেন। বালিকা পাণ্ডবেশ্বরেই থাকে। অজয়ের কূলে ছুটাছুটি করিয়া, বনের ফুল কুড়াইয়া, ঠাকুরের পরিচর্য্যায় দিন কাটায়। সন্ন্যাসী নিজের কুটীরখানি বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিজে মন্দির-বাহিরে কোথাও পড়িয়া থাকেন। সন্ন্যাসী বালিকাকে পাইয়া সুখী; বালিকাও তাঁহাকে পাইয়া সুখী। সন্ন্যাসী তাহার পিতা-মাতা, সন্ন্যাসী তাহার ক্রীড়া-সহচর।

বালিকা সন্ন্যাসীকে পিতা বলিয়া জানিত; কিন্তু পিতাকে কিরূপ ভক্তি ও মান্য করিতে হয়, তাহা সে জানিত না। কখন সন্ন্যাসীকে কোলে শোয়াইয়া ছেলের মত আদর করিত—কখন বা নিজে সন্ন্যাসীর কোলে শুইয়া কল্লোলিনীর ন্যায় অর্থহীন ভাষায় কত কি বকিত। মায়া কখন চুল বাঁধিত না, চুল বাঁধা কাহাকে বলে, তাহাও সে জানিত না। কখন সে নিজের আলুলায়িত কুন্তল বিভূতি-মণ্ডিত করিয়া মাথায় জটা বাঁধিত; বনফুলের মালা সেই বিচিত্র জটায় জড়াইয়া, রুদ্রাক্ষমালা গলায় পরিয়া, সন্ন্যাসিনী সাজিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার অপূর্ব্ব সজ্জা সন্ন্যাসীকে দেখাইত। কখন বা সন্ন্যাসীর জটা নিজের চুলের মত এলাইয়া দিয়া, অঙ্গ হইতে বিভূতি-প্রলেপ ধৌত করিয়া, ফুলের মালা মাথায় জড়াইয়া দিয়া, মনোমত করিয়া সন্ন্যাসীকে সাজাইত। মায়ার একটি টগর-ফুলের গাছ ছিল; তাহাতে যখন মুকুল ধরিত, তখন মায়া সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া সেই মুকুল দেখাইত। মায়া একবার একটি সালঙ্কারা অবগুণ্ঠনাবৃত বালিকা-বধূ দেখিয়া, বধূ সাজিবার সাধ করিয়াছিল; সন্ন্যাসী তখন তাহার হাতে শাঁখা পরাইয়া, চুল জড়াইয়া দিয়া, ঘোমটা টানিয়া তাহাকে বধূ সাজাইয়া দিয়াছিলেন। ক্ষণকাল পরে বালিকা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া, ঘোমটা দূর করিয়া বলিল,—"আমি বউ সাজতে চাই না।"

মায়া প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া অজয়ে স্নান করিত। তাতে তার কত আনন্দ। অজয়ের কূলে কূলে বালির উপর কত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। কখন 'চুয়া' খুঁড়িয়া জল তুলিত—কখন বালির ঢিপ উঠাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিত—কখন বা মাটীর মহাদেব গড়িয়া বালির নৈবেদ্য ঠাকুরকে দিত—আবার পূজা সাঙ্গ করিয়া অজয়ের জলে ঠাকুরকে ডুবাইয়া দিত।

স্নানের পর ফুল তোলা। সে আনন্দ অসীম। বনে বনে ছুটিয়া এ গাছ সে গাছ হইতে ফুল তুলিতে বালিকার কত আমোদ! সে সময় কখন হাসিত, কখন নাচিত, কখন বা কাঁদিত। নানা গাছের নানা রকম নাম রাখিয়াছিল; তবে নামগুলা জগৎ-ছাড়া। যে গাছে খুব কাঁটা—তা'কে দুর্য্যোধন বলিত, যে গাছের ফুল বালিকা হাতে লাগাল পাইত না, সে গাছকে তাড়কা বলিয়া ডাকিত—করবীকে দুর্ব্বাসা নামে অভিহিত করিত। যে গাছ ফুল-ভরা, তার কাছে আসিয়া বালিকা নাচিত—যে গাছ ফুল-হীন, তা'র দুরবস্থা দেখিয়া বালিকা কাঁদিত। এইরূপে নানা গাছের তলায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া নানা ফুলে সাজি পূর্ণ করিয়া বালিকা মন্দিরে ফিরিত। সে নিজে পূজা করিত না; যাহারা পূজা করিতে আসিত, তাহাদের মধ্যে ফুল বিলাইয়া দিত। বালিকা, ঠাকুরের পাশে করজোড়ে, গললগ্নীকৃতবাসে বসিয়া থাকিত—লোকে পূজা করিত, তাহাই বসিয়া দেখিত। মধ্যাহ্নে সকলে চলিয়া গেলে, বালিকা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া মন্দির ত্যাগ করিত।

সন্ধ্যার পর বালিকা আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিত। সন্ন্যাসী যখন আরতি শেষ করিয়া, ফুলবেশে ঠাকুরকে সাজাইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিতেন, বালিকা তখন ঠাকুরের সঙ্গে বাক্যালাপ জুড়িয়া দিত। কত কথাই ঠাকুরকে বলিত। সমস্ত দিন যা' যা' করেছে, যা' যা' দেখেছে, সমস্তই অকপটচিত্তে ঠাকুরকে জানাইত। তবে আলাপটা এক পক্ষেই চলিত—ঠাকুর সম্ভবতঃ নীরব থাকিতেন। ঠাকুরকে নীরব দেখিয়াও বালিকা ভগ্নোদ্যম হইত না।—সমানে আলাপ চালাইত। কখন কখন ঝগড়াও করিত। ভাইয়ের সঙ্গে ভগিনী, পিতার সঙ্গে আদুরে মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী যেমন ঝগড়া করে, বালিকা তেমনি ঝগড়া করিত। দিবসে মনকে শান্ত রাখিয়া বালিকা, ঠাকুরকে প্রণাম করিত, সন্ধ্যার পর লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার মন্দিরগহ্বরে বসিয়া বালিকা, ঠাকুরকে কখন সাথী, কখন পিতা সম্বোধন করিয়া ঝগড়া করিত,—প্রণাম করিত না। অনেকক্ষণ ঝগড়ার পর মিটমাট করিয়া বালিকা হাসিতে হাসিতে শুইতে যাইত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রি এক প্রহর। পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ তখনও ডুবে নাই,—বৃক্ষশিরে, মন্দিরচূড়ায় শুভ্র চন্দ্রাতপ তখনও ধরিয়া রাখিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল—নক্ষত্র-কণ্টকিত। পৃথিবী নীরব—অলসময়ী। সব স্থির—গম্ভীর।

মন্দিরে তখন সন্ন্যাসী নাই; তিনি অজয়তটে একখণ্ড শিলার উপর উপবিষ্ট। সন্ন্যাসীর করে জপমালা; কিন্তু তিনি জপ করিতেছিলেন না। তাঁহার পদতলে এক যোদ্ধপুরুষ বালুকার উপর উপবিষ্ট। সন্ন্যাসী তাঁহারই সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিলেন।

যোদ্ধপুরুষের নাম বীরসিংহ, বয়স ত্রিশ বৎসর, মাথায় উষ্ণীষ, কটিতে তরবারি, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মণিময় হার। ভূষণাদি মূল্যবান্ হইলেও সামান্য সৈনিকের পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ সমাবৃত। বুঝি বা সামান্য বেশ ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যদি তাই হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। কেন না, তাঁহাকে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক অপূর্ব্ব মুখশ্রী, তেজোদীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, কপাট-বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সুগঠিত দীর্ঘাকার দেহ রাজকুলের পরিচয় দিতেছিল। সহস্র চেষ্টাতেও সে রূপ প্রচ্ছন্ন রাখা যায় না। পরিচ্ছদের কৃত্রিমতায় কবেই বা রূপ লুকান বা বাড়ান যায়?

বীরসিংহ সন্ন্যাসীর পদতলে সসম্ভ্রমে উপবিষ্ট। সন্ন্যাসী বলিতেছেন—"কেন এ সময় রাজধানী ছাড়িয়া আসিয়াছ, বীরসিংহ?"

বীরসিংহ। আপনার দর্শনাভিপ্রায়ে।

সন্ন্যাসী। এ সময় না আসিলে ভাল করিতে।

বীর। এ সময়টা আমার পক্ষে কি মন্দ?

স। তা' ঠিক নয়। তবে মুসলমানেরা যখন তোমার রাজ্য আক্রমণ করিতে চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন মুহূর্ত্তের জন্যও রাজধানী ত্যাগ করিয়া আসা ভাল হয় নাই।

বীর। আপনার আশীর্ব্বাদে মুসলমানকে ভয় করি না।

স। যখন শত্রু শিয়রে, তখন সতর্ক থাকা উচিত।

বীর। আমি সতর্ক আছি; শত্রু আজও সৈন্যোদ্যোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

স। তবে কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছ?

বীর। একটা পরামর্শ লইতে।

স। উত্তম—বল।

বীর। বলিতে আমার রসনা জড়িত হয়; আপনি ত সকলই বুঝিতেছেন।

স। ফতেসিংহের কথা বলিতেছ?

বীর। আজ্ঞা হাঁ।

স। ফতেসিংহ কি করিয়াছে?

বীর। শুনিতেছি, মুসলমানের সহিত যোগ দিয়াছে।

স। ভাইয়ের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে মুসলমানের সহিত যোগ দিয়াছে?

বীর। তাই শুনিতেছি।

স। তোমার ভাই এত নীচ হইতে পারে, তা' জানিতাম না।

বীর। তা'র দোষ নাই।

স। তবে দোষ কা'র?

বীর। দোষ আমার।

স। তোমার? তুমি কিসে অপরাধী?

বীর। আমি তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তা'কে তাড়াইয়া দিয়াছি।

স। আমারই আদেশে তুমি তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছ। তা'তে তোমার দোষ কি?

বীর। কেন এমন আদেশ করিয়াছিলেন?

স। খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বীরভূম প্রদেশ বিভক্ত থাকিলে দেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে,—মুসলমান-আক্রমণ হইতে কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। তাই সমগ্র বীরভূমি লইয়া একচ্ছত্রি রাজ্য গঠিত করাই আমার অভিপ্রায়।

বীর। যে কার্য্যে ভ্রাতৃহিংসা অনিবার্য্য, সে কার্য্য হইতে আমায় অবসর দিন।

স। একচ্ছত্রি রাজ্যের তুমিই উপযুক্ত অধীশ্বর,—তোমায় বিদায় দিতে পারি না।

বীর। দুই মন লইয়া কাজ করা চলে না,—ভাইয়ের দিকে আমার মন টানিতেছে, আমি কেমন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিব?

স। সে কেমন করিয়া তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিল?

বীর। সে বালক, ভ্রান্ত।

স। তুমি যুবক, অভ্রান্ত। অভ্রান্ত বলিয়াই তুমি স্থির করিয়াছ যে, দেশের চেয়ে তোমার ভাই বড়—লক্ষ লক্ষ প্রজার সুখ-দুঃখ চিন্তা অপেক্ষা তোমার ভাইয়ের ইষ্টানিষ্ট চিন্তা অধিকতর প্রিয়, অধিকতর গৌরবাত্মক। তবে ব্রত, প্রতিজ্ঞায় জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমানের পদতলে রাজ্য সমর্পণ করিয়া দেও—প্রজার সুখ-দুঃখ, দেশের স্বাধীনতা অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া দেশের গলায় শৃঙ্খল পরাইয়া দেও।

বীর। তা' পারিব না—জীবন থাকিতে তা' পারিব না।

স। তবে কি করিবে?

বীর। একবার ফতেসিংহকে বুঝাইয়া দেখিব।

স। কোথায় তার সাক্ষাৎ পাইবে?

বীর। সে এক্ষণে মুঙ্গেরে আছে,—তথায় যাইব।

স। শত্রুপুরীতে তোমায় যাইতে দিতে পারি না।

দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বীরসিংহ বলিলেন,—"হা ভগবান্, অবশেষে ভাইকে শত্রু মনে করিতে হইল!"

স। তোমার শত্রু না হইলেও সে তোমার দেশের শত্রু।

বীর। দেশের শত্রু! না, তা' নয়,—সে আমারই শত্রু। আমাকেই শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে সে দেশের শত্রু সাজিয়াছে।

স। যদি তাহাই বুঝিয়া থাক, তবে কেন তাহার মায়ায় ভুলিয়া দেশের স্বার্থ বলি দিতে চাও?

বীর। দেশের স্বার্থ বলি দিতে চাই না। ভাইয়ের আগে, আপনার আগে, সকলের আগে আমার দেশ। তাই বলিতেছিলাম—

স। কি বলিতেছিলে?

বীর। ফতেসিংহকে এই রাজ্য সমর্পণ করিয়া সকল বিবাদ নিবারণ করিব।

স। সে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে কি? তোমাদের কা'র বাহুতে কত বল, আমি তা সবিশেষ অবগত আছি।

বীর। সে দুর্ব্বল নয়।

স। শুধু বাহুবলেই দেশ রক্ষা হয় না,—হৃদয় চাই। হৃদয়বলে প্রজার প্রীতি আকর্ষণ করিতে না পারিলে রাজ্য গঠিত হয় না। তোমার যা' আছে, তা' ফতেসিংহ কোথায় পাইবে?

বীর। আমার কি আছে? হৃদয়? আমার আবার হৃদয় আছে?

স। আছে,—আছে বলিয়াই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে চাহিতেছ না।

বীর। সে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতেছে বলিয়াই তার হৃদয় নাই? সে আমায় না ভালবাসিতে পারে, কিন্তু প্রজা হয় ত তা'র প্রাণতুল্য হইবে।

স। তা' হ'তে পারে না; সংসারই ভালবাসা শিখিবার ক্ষেত্র। যে আত্মীয়-স্বজনকে ভাল না বাসিল, সে প্রজাকে ভালবাসিবে কি প্রকারে?

বীরসিংহ নিরুত্তর রহিলেন। ক্ষণপরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি আমাকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে হইবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"না, আমি তার উপায় করিব। এখন তুমি বিশ্রাম কর গে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বীরসিংহ সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিলেন। মন্দির-সন্নিকটে কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল না। তখন বীরসিংহ মন্দির ছাড়িয়া অজয়ের সৈকতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেখানেও সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন না। যখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি অজয়ের বালুকাভূমিতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, এক ক্ষুদ্র বালিকা মৃত্তিকার মহাদেব গড়িয়া ঠাকুরকে নানাবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিতেছে। নৈবেদ্যের আধার বৃক্ষপত্র—উপকরণও বিচিত্র। কোন আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড, কোনটায় বা ক্ষুদ্র বালুকাস্তূপ। বালিকা সিক্ত বস্ত্রে ভূমির উপর বসিয়াছিল; তাহার আসন বালুকা, ঠাকুরের আসনও বালুকা।

বীরসিংহ বালিকার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বালিকা তন্ময়চিত্তে পূজা করিতেছিল, সে তাহা দেখিল না। বীরসিংহ একাগ্রচিত্তে বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। ঊষার ছটা বালিকার দেহময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সদ্যঃস্নাত কেশরাশি পৃষ্ঠ বাহু আবৃত করিয়া বালুকার উপর লুটাইতেছে। পার্শ্বে অজয় ধীরে ধীরে প্রবাহিত, সম্মুখে, পশ্চাতে অনন্তবিস্তৃত বালুকারাশি। কোথাও মনুষ্য-সমাগম নাই, চারিদিক্ নীরব। এই নীরবতার মধ্যে সেই ক্ষুদ্র বালিকা-মূর্ত্তি। বীরসিংহ চিত্রার্পিতের ন্যায় বালিকার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহসা বালিকা ফিরিয়া দেখিল। বীরসিংহ নিকটেই ছিলেন; তাঁহার দিব্য কান্তি, বিশাল দেহ বালিকার নয়নে পড়িল। তাঁহার আপাদমস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বালিকা বীণানিন্দিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি রাজা?"

রাজা নিরুত্তর। উত্তর না পাইয়া বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি রাজা?"

বীরসিংহ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমি রাজা বীরসিংহ।"

বালিকা বলিল,—"বাবার নিকট শুনিয়াছি, তুমি আসিয়াছ; রাজা কখন দেখি নাই, আজ দেখিলাম।"

বীর। তোমার বাবা কে?

বা। কেন, বাবা।

বীর। তুমি কে?

বা। আমি মায়া।

বীর। মায়া! মূর্ত্তিময়ী মায়াই বটে!

বালিকা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে রাজার পানে চাহিয়া রহিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে কি করিতেছিলে, মায়া?"

বা। পূজা কর্‌ছিলাম।

বীর। মন্দিরে জাগ্রত দেবতা থাকিতে মাটীর শিব গড়ে কেন পূজা কর?

বা। ও ঠাকুর যে সকলের—সকলেই পূজা করে।

বীর। আর এ মাটীর ঠাকুর—

বা। এ ঠাকুর আমার,—আমি গড়ি, আমি পূজা করি, আবার আমিই জলে ডুবিয়ে দিই।

বীর। ঠাকুরকে লোকে চাল-কলার নৈবেদ্য দিয়া থাকে, তুমি এ কি দিতেছ?

বা। আমার যা' আছে, তাই দিতেছি।

বীর। তোমার বাড়ী কোথায়?

উত্তরস্বরূপ বালিকা মন্দির দেখাইয়া দিল। বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি মন্দিরে থাক?"

বা। মন্দিরেও থাকি, এখানেও থাকি।

বীর। সন্ন্যাসী তোমার বাবা?

বা। হাঁ।

বীর। তোমার বিবাহ হয়েছে?

বা। সে কা'কে বলে?

বীর। তা'ও তুমি জান না? কাহারও গলায় মালা দিয়াছ কি?

বা। ঠাকুরের গলায় অনেকবার দিয়েছি।

বীর। আর মানুষের গলায়?

বা। না।

বীরসিংহ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না—সুদূর আকাশপ্রান্তে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে ধীরপাদবিক্ষেপে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত। বীরসিংহ সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

বীর। অজয়তটে আপনার অনুসন্ধান করিতেছিলাম।

স। প্রয়োজন?

বীর। আপনার অনুমতি না লইয়া যাইতে পারি না।

স। বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছ; এক্ষণে সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।

বীরসিংহ উঠিলেন না। সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু বলিবার আছে কি?"

বীরসিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আজ্ঞে, আছে।"

স। কি বল।

বীর। অজয়-সৈকতে এক অপূর্ব্ব বালিকা দেখিলাম।

সন্ন্যাসী উত্তরস্বরূপ মস্তক একটু আন্দোলন করিলেন মাত্র।

বীরসিংহ বলিলেন,—"বালিকা সরল, পবিত্রচিত্তা।"

সন্ন্যাসী নীরব।

বীরসিংহ বলিলেন,—"বালিকা অবিবাহিতা।"

সন্ন্যাসী স্পন্দরহিত।

বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বালিকার জাতি-কুল অবগত আছেন কি?"

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত-প্রায়।

উত্তর-প্রতীক্ষায় বীরসিংহ সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী নীরব। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত, চক্ষু একটু উজ্জ্বল; ক্ষণপরে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—"বালিকার জাতিকুল অবগত নহি।"

বীর। বালিকাকে কোথায় পাইয়াছেন?

স। অজয়ের জলে।

বীর। কত দিন হইতে বালিকা আপনার আশ্রয়ে আছে?

স। নয় দশ বৎসর।

বীর। পিতামাতার সন্ধান পাইয়াছেন কি?

স। না।

বীরসিংহ ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তিনি যেন একটু অন্যমনস্ক, একটু চিন্তাকুল। ক্ষণপরে মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি?"

বীরসিংহ উত্তর করিলেন,—"এই মায়ার পুতুলটি আমি ভিক্ষা চাই।"

সন্ন্যাসী একটু রূঢ়স্বরে বলিলেন,—"বালিকাকে লইয়া তুমি কি করিবে?"

বীরসিংহ উত্তর করিলেন,—"ফতেসিংহকে দিব—সে অবিবাহিত।"

সন্ন্যাসীর অপ্রসন্নতা দূর হইল। ক্ষণেকের জন্য মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সে প্রফুল্লতাটুকু নিবিয়া গেল। তিনি কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—"বৎস, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। কিন্তু বালিকার জাতিকুল না জানিয়া ফতেসিংহকে বালিকা সমর্পণ করিতে পারি না। আপাততঃ তুমি বালিকার সংস্পর্শে আসিবে না।"

বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন এরূপ আদেশ করিতেছেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"তা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।"

এমন সময় রাজার কয়েক জন পরিচারক ছদ্মবেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাজা সন্ন্যাসীর পদ-ধূলি মাথায় লইয়া অশ্বারোহণে পাণ্ডবেশ্বর ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

'বীরভূমি' নামের উৎপত্তি লইয়া নানা মত শুনা যায়। কেহ বলেন, একদা বিষ্ণুপুরের রাজা শ্যেনপক্ষী লইয়া বীরভূমির পার্ব্বত্যপ্রদেশে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। একটা বক-পক্ষী নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র রাজা তাঁহার শিকারী বাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা কখন ঘটে নাই, তাহাই ঘটিল; বক না পলাইয়া বাজকে আক্রমণ এবং নিহত করিল। রাজা এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং যে দেশে এমন বলবান্ পক্ষী জন্মিতে পারে, সে দেশের মাটীর কোন অসাধারণ শক্তি আছে বিবেচনা করিয়া তিনি মাটীর গুণানুসারে দেশের নাম 'বীরভূমি' রাখিয়াছিলেন।

কেহ বলেন, সাঁওতালেরা "বীরভূম" নাম রাখিয়াছিল। তাহাদের ভাষায় বীর অর্থে জঙ্গল। তখন এ প্রদেশ জঙ্গলাবৃত ছিল। সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা পার্ব্বত্য-প্রদেশে বা উপত্যকায় বাস করিত। মুসলমান-শাসনকালে এ প্রদেশের নাম মান্দারণ ছিল বলিয়া আবুল ফজল উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে এবং পরে এ প্রদেশের নাম বীরভূমি ছিল। ক্ষুদ্র স্থানবিশেষের নাম মান্দারণ থাকিতে পারে।

আমাদের বিবেচনায় যে কারণে দেশ-বিশেষের নাম শিখরভূমি, বরাহভূমি, সিংহভূমি, মল্লভূমি হইয়াছে, সেই কারণানুসারে এ অঞ্চলের নামও বীরভূমি হইয়াছে। বীরভূমি পুরাকালে কামকোটি নামে অভিহিত হইত এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বীরভূমি এককালে বীরের জন্মভূমি ছিল। আজও সেই সব বীরের স্মৃতি ডুবে নাই। এই বীরভূমি এক দিন ইছাই ঘোষ, লাউসেন, বীরচন্দ্র, বীরসিংহ, মল্লার সিংহ প্রভৃতি মহাবীরের লীলাক্ষেত্র ছিল।

বীরসিংহ বীরভূমির প্রথম হিন্দু রাজা। তাঁহার নিবাস এ দেশে নয়, উদন্তপুরে। তিনি খড়্গহস্তে বীরভূমিতে আসিয়া অসভ্য জাতিদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন; এবং ভীমবিক্রমে ক্ষুদ্র রাজাদিগকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্রমে বীরভূমি রাজ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তরে মুঙ্গের এবং ভাগলপুরের পাদদেশ পর্য্যন্ত—দক্ষিণে বর্দ্ধমান ও পঞ্চকোট—পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোটি ও মুঙ্গের পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম বীরসিংহপুর।

বীরসিংহ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামানুসারেই রাজধানীর নামকরণ হইয়াছিল। এক্ষণে রাজ্য গিয়াছে, রাজা গিয়াছে, সকলই গিয়াছে, কেবল স্মৃতি আছে। যে স্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল, সে স্থান লোকে আজও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দেখিয়া আসে। সেখানে ইষ্টকস্তূপ ব্যতীত এক্ষণে আর কিছুই নাই। বীরসিংহপুরের পদ ধৌত করিয়া আজও ময়ূরাক্ষী প্রবাহিতা। কিন্তু তটোপরি সে রাজদুর্গের চিহ্নমাত্র নাই। স্থানে স্থানে পরিখার খাদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাও ভরাট হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। যেখানে রাজপ্রাসাদ ছিল, এক্ষণে সে স্থান বিল্ববনে সমাচ্ছাদিত।

সে গোপালমন্দির, সে কালীমন্দির এক্ষণে নাই;—মুসলমান তাহা ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর আজও আছেন। কোন মহাত্মা * নূতন মন্দির গড়িয়া বিগ্রহদ্বয়কে পুনরায় স্থাপন করিয়াছেন। †

বীরসিংহের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি 'ভাণ্ডীবন'। ভাণ্ডীবন এক্ষণে লোকালয় ও শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; সন্নিকটে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম। তাঁহার নামানুসারেই এই বৃন্দাবন-তুল্য অসংখ্য দেবমন্দির-পরিবৃত, সরোবর-উদ্যান-সমাকুল, বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের নাম 'ভাণ্ডীবন' হইয়াছিল। সে সব গিয়াছে, কেবল নামটুকু আছে। কোন ইতিহাসবেত্তা ‡ ভাণ্ডীবনকে ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ বৃন্দাবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাণ্ডীবন তখনও ছিল, এখনও আছে। বৃন্দাবন বলিয়া কোন স্থান এতদঞ্চলে এক্ষণে নাই, সুতরাং সম্ভবতঃ তখনও ছিল না।

সে ইতিহাস-বিখ্যাত 'রাণীদহ' দীর্ঘিকা আজও আছে; কিন্তু নামান্তরিত হইয়াছে। তাই বুঝি বা সে লজ্জায়, ঘৃণায়, মরমে মরিয়া শৈবালনিম্নে দেহ লুকাইতেছে। সে পাষাণ-গঠিত সোপানাবলী ধ্বংসপ্রায়, সে বিশালদেহ সঙ্কুচিত, সে কুসুমবন-পরিশোভিত উচ্চ পাহাড় এক্ষণে কণ্টকাকীর্ণ বিল্ববনে সমাচ্ছাদিত।

* রমানাথ ভাদুড়ী। † ১৫৭৮ শক।
‡ হাণ্টার সাহেব

সব গিয়াছে—ইট ধ্বংস হইয়াছে; দুর্গ পঞ্চভূতে মিলাইয়াছে, খাদ ভরাট হইয়াছে, তবু আজও ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশ-ভক্তের স্মৃতি আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বীরসিংহপুর সমৃদ্ধিশালী নগর না হইলেও আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। নগরের চারিদিকে পরিখা, পরিখার ধারে ধারে নগর বেষ্টন করিয়া উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর। প্রাচীরতলে সেনানিবাস। মধ্যস্থলে নগর। আবার নগরের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদ বলিলে যে সকল বিলাসিতার কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়, আমাদের এ রাজপ্রাসাদে তা'র বড় একটা কিছুই নাই। রাজপ্রাসাদ প্রস্তর-নির্ম্মিত, অনুচ্চ,—একটি দুর্গবিশেষ। চারিধারে প্রস্তর-বিনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের গায় চারিদিকে চারিটি পাষাণগঠিত ভীমকায় দ্বার। এই দ্বার ব্যতীত প্রাসাদ বা দুর্গে প্রবেশের অন্য পথ নাই।

নগর-নিম্নে ময়ূরাক্ষী; বর্ষাকালে কূলপ্লাবিনী—শীত-সমাগমে শীর্ণকায়া। নদীর অপর পারে 'চোরচো' জঙ্গল। জঙ্গল বহুক্রোশব্যাপী—'রাণীবহল' পাহাড়-শ্রেণীর পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শাল, তমাল প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষরাজি, নদীসৈকত হইতে ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে উঠিয়া সুদূর পাহাড়ের গায় মিলাইয়া গিয়াছে। নগরের উত্তর-পশ্চিমদিকে যতদূর দেখা যায়, ততদূর এই নিবিড় জঙ্গল। বিটপিনিচয় সমশীর্ষ নয়। একটির পিছনে আর একটি, তার পিছনে আর একটি মাথা তুলিয়া সম্মুখে দেখিতেছে—যেন অসংখ্য দর্শক রঙ্গক্ষেত্রে অভিনয় দর্শন করিতেছে।

অভিনেতা বীরসিংহ। বাঙ্গালার চক্ষু তাঁহার উপর। অসামান্য বীরত্ববলে দেশের পর দেশ জয় করিয়া তিনি বাঙ্গালায় নূতন হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান সহায় ধ্রুব গোস্বামী। গোস্বামীর জন্মভূমি এ দেশে নয়—পশ্চিমাঞ্চলে। কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই গৃহত্যাগী।

বীরসিংহের পিতামহ সুবোধ সিংহ, গোস্বামীর বাল্যবন্ধু। তিনি সিংহগড় ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। যখন মুসলমান-হস্তে সিংহগড় বিধ্বস্ত হইল এবং সুবোধ সিংহ পুত্রসহ নিহত হইলেন, তখন ধ্রুব গোস্বামী সিংহগড়াধিপতির পৌত্র প্রভৃতিদের লইয়া বীরভূম্যঞ্চলে পলায়ন করিলেন।

পৌত্র তিনটি, পালিতা কন্যা একটি। গোস্বামী তাহাদের একচক্রা গ্রামে লুকাইয়া রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই একচক্রা ভীমের কীর্ত্তিস্থান। এইখানে তিনি বকাসুর রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন। শিশুরা যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই এই অদ্ভুতকর্ম্মা পাণ্ডব-বীরের কীর্ত্তিগাথা শ্রবণানন্তর উৎসাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহারা যৌবন-প্রাপ্ত হইল, তখন ধ্রুব গোস্বামী তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করিলেন। অবশেষে তাঁহারই মন্ত্রণাবলে বীরসিংহ বীরভূমিতে হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। যখন রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, তখন গোস্বামী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বীরসিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

চৈতন্য সিংহ মধ্যম। তাঁহার সহিত এ আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ নাই।

ফতেসিংহ সর্ব্বকনিষ্ঠ। আত্মীয়স্বজন সচরাচর তাঁহাকে লালসিংহ বলিয়া ডাকিতেন। বীরত্বে তিনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহার রণকুশলতা দর্শনে বীরসিংহও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ফতেসিংহ কতিপয় অনুচরমাত্র সঙ্গে লইয়া আধুনিক মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত কতকটা প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং ক্রমে রাজ্য গঠিত করিয়া ফতেপুর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

ফতেসিংহ অস্ত্রকুশলী ও রণপণ্ডিত; তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং পরম রূপবান্। তিনি উদ্ধত, গর্ব্বিত ও চঞ্চল। তিনি কখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কখন বা দুর্ব্বলচিত্ত বালক। কখন দেবতা, কখন বা পশু। কখন আশ্রিত-রক্ষার্থ সর্ব্বস্ব পণ করিতেছেন, কখন বা দস্যুর ন্যায় পরস্ব অপহরণ করিতেছেন। তিনি কখন বিজ্ঞ রাজনীতিবিশারদ, কখন বা সুরাপানোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল লম্পট।

ফতেপুর-রাজ্য সংগঠনে বীরসিংহ ফতেসিংহের যথেষ্ট সাহায্য করিযাছিলেন। কিন্তু ফতেসিংহ অধীনতা স্বীকার করিয়া বীরসিংহকে কর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। বীরসিংহ তাহাতেও কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ফতেসিংহ যখন সাদক খাঁ নামক জনৈক সুচতুর মুসলমানের কুপরামর্শে ভুলিয়া বীরসিংহের অধীনস্থ নগর, গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, তখন বীরসিংহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না;—তিনি কতিপয় অনুচরসহ ফতেপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুতপ্ত ফতেসিংহ ভাইয়ের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। বীরসিংহ ভাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রফুল্লমনে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বীরসিংহ পিছন ফিরিলে সাদক খাঁ আবার মাথা তুলিল। তাঁহার মন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া দুর্ব্বলচিত্ত ফতেসিংহ

আবার বীরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এবার বীরসিংহ সাদক খাঁকে শাস্তি দিবার অথবা দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে ফতেপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সাদক খাঁ ফতেসিংহকে লইয়া মুঙ্গেরে পলাইল। ফতেপুর-রাজ্য বীরসিংহপুরের অন্তর্ভুক্ত হইল।

এইবার পালিতা কন্যার একটু পরিচয় দিব। তাহার নাম চন্দ্রবালা। লোকে সচরাচর তাহাকে বালা বলিয়া ডাকিত। আপনার বলিতে বালার কেহ ছিল না। যাহারা ছিল, তাহারা মুসলমান-হস্তে নিহত হইয়াছিল। তখন তাহার বয়স দুই বৎসর মাত্র। দুই বৎসর বয়সে বালা, মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন হারাইয়া সুবোধ সিংহের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। সুবোধ সিংহ তার কিছু পরে গতাসু হইলেন।

বীরসিংহ ও লালসিংহ, বালাকে ভগ্নীনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দুই চারি জন ছাড়া সকলে জানিত, বালা তাহাদের সহোদরা ভগিনী। বালা জানিত, বীরসিংহ তাহার সহোদর ভ্রাতা। কেহ তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দেয় নাই, ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই।

বালা ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরী-শিরোমণি; কিন্তু আজও তাহার বিবাহ হয় নাই। বীরসিংহ বিবাহ-প্রসঙ্গ চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। বালা স্নেহময়ী, ভ্রাতৃবৎসলা। ভাই ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহ নাই; সুতরাং ভাই ছাড়া সে আর কাহাকেও জানিত না। পিতৃ-মাতৃহীনা দুঃখিনী প্রাণ লুটাইয়া ভাইদের ভালবাসিত— সাধ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভাইদের সুখ-চিন্তা অবলম্বন করিয়াছিল। সে বীরসিংহকে ভয় ও ভক্তি করিত—কিন্তু লালসিংহকে প্রাণাধিক ভালবাসিত।

বালার চেয়ে লাল নয় বছরের বড়। শৈশবে বালা যখন খেলিয়া বেড়াইত, তখন তাহাকে লালসিংহ কত আম, জাম পাড়িয়া আনিয়া দিত—দুরারোহ প্রস্তর-চূড়ায় কতবার তাহাকে টানিয়া লইয়া উঠাইত—ক্ষীণকায় ময়ূরাক্ষীবক্ষে কূপ খনন করিয়া বালার স্নানোপযোগী জল করিয়া দিত। যখন বীরসিংহ রাজ্য লইয়া ব্যস্ত, তখন লালসিংহ নদীসৈকতে বসিয়া বালাকে সঙ্গীত শিখাইত। নিশীথে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন থাকিত, তখন লালসিংহ তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা দিত—কখন বা মহাভারতের গল্প বলিত। লালসিংহ যেখানে যা' সুখাদ্য পাইত, তাহা নিজে না খাইয়া বালাকে আনিয়া দিত। বালাকে কেহ তিরস্কার করিলে, লালসিংহ বালাকে লইয়া জঙ্গলে পলাইত। সে পীড়িত হইলে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া লালসিংহ দিবারাত্র অতিবাহিত করিত। তাহার চোখে জল দেখিলে লালসিংহ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত; কিন্তু কাঁদিত না—লালসিংহ কাঁদিতে জানে না,—না কাঁদিয়া, সে ক্রোধোন্মত্ত হৃদয়ে বিশ্ব ধ্বংস করিতে সমুদ্যত হইত। বালার বিন্দুমাত্র নয়নাশ্রুর বিনিময়ে যদি শত শত, লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তপাত করিতে হয়, তাহাতেও লালসিংহ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না। সে লালসিংহ এক্ষণে রাজ্য-তাড়িত, নির্ব্বাসিত। তাই বালা আজ কাতরা, শোকাভিভূতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বীরসিংহপুরের প্রান্ত হইতে পাদক্রোশ দূরে ভাণ্ডীবন অবস্থিত। ব্রজধাম বৃন্দাবনের অনুকরণে এই ভাণ্ডীবন কল্পিত। আমাদের এই ভাণ্ডীবন বড় ক্ষুদ্র স্থান নয়, আয়তনে প্রায় একখানি গ্রামের মত। চারিদিকে অরণ্য, মধ্যস্থলে ভাণ্ডীবন। এখানে রাধাকুণ্ড আছে, কদম্ববৃক্ষ আছে—পুলিন আছে, বিপিন আছে—দোলমন্দির আছে, রাসমঞ্চ আছে। কিন্তু সে যমুনা নাই, সে উচ্ছ্বাস নাই—সে প্রতিধ্বনি নাই, সে স্মৃতি নাই।

ভাণ্ডীবনের মূল বিগ্রহ গোপালজীউ। গোপাল জীউর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আরও অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দির নিচয় উচ্চপ্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের বাহিরে দক্ষিণদিকে সুবিস্তৃত অতিথিশালা, পশ্চিমে ভোগমন্দির, পূর্ব্বে দ্বার, উত্তরে পূজকগণের গৃহনিচয়।

পূজকগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্র-পরিবার লইয়া তথায় বাস করিতেছেন। যিনি প্রধান পূজক, তাঁহার বিবাহ হয় নাই, ঘটিবারও সম্ভাবনা খুব কম; কেন না, তিনি পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। তৃতীয় পূজকের নাম কিষণলাল। তাহাকে লইয়া আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। সুতরাং তাহার পরিচয় আবশ্যক।

কিষণলালের জন্মভূমি মগধ। মুসলমানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে; এবং এই দূরবর্ত্তী স্থানে হিন্দু রাজার আশ্রয়ে সপরিবারে বাস করিতেছে।

তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর। মুখ কেশ বর্জ্জিত, গলায় তুলসীর মালা। তাহার নাসাগ্রে ত্রিপুণ্ড্রক, ললাটে চন্দন। তাহার দেহ ক্ষুদ্র, প্রকৃতি রুক্ষ। কিষণলাল বন্দন করে না, পূজা করে। সে অকারণ

বৃত্তি ভোগ করে না, সে গীতাপাঠ করে। সে একটু স্বার্থপর; তা' সংসারে কে বা নয়? কিষণলালের স্ত্রী ও একটি কন্যা আছে। যে গৃহে তাহারা বাস করিতেছিল, সে গৃহখানি নদী হইতে বড় দূর নয়। গৃহখানি ক্ষুদ্র। দুইটি ছোট কুঠারী, একখানি রন্ধন-শালা, একটু ছোট উঠান, চারিদিকে মাটীর প্রাচীর।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে; কিষণলাল দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময়ে বাহির হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকিল, "কিষণলাল!" কিষণলাল চমকিত হইয়া দ্বারপানে চাহিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। যে ডাকিতে-ছিল, সে আবার ডাকিল, "কিষণলাল!" এবার কিষণলালের সন্দেহ দূর হইল; সে তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল; এবং উঠান পার হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরের দ্বার খুলিল। খুলিয়া দেখিল, দ্বারে সন্ন্যাসী ঠাকুর দণ্ডায়মান। কিষণলাল সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে আনিল।

সন্ন্যাসী একা ছিলেন না। তাঁহার সঙ্গে আর এক জন ছিল,—সে মায়া। সন্ন্যাসী কেন তাহাকে এতদূর আনিয়াছেন, তাহা সে জানে না। যখন পাণ্ডবেশ্বর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলিয়া আসিল, তখন সে কাঁদিয়াই আকুল। পাণ্ডবেশ্বর ছাড়া সে আর কিছু দেখে নাই, অন্ততঃ দেখিয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হয় না। পাণ্ডবেশ্বর তাহার সংসার, পাণ্ডবেশ্বর তাহার পৃথিবী। পাণ্ডবেশ্বর ছাড়া আর কিছু দেখিবার সাধ ছিল না। সেই পাণ্ডবেশ্বর ছাড়িয়া আসিতে তাহার বুক ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ছিঁড়িয়া গেলেও বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া, উদাস দৃষ্টিতে গ্রাম-নদী-বন দেখিতে দেখিতে বালিকা, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সারাদিন হাঁটিয়া আসিয়াছে। দুঃখ কাকে বলে—ব্যথা কাকে বলে, বালিকা তা' এতদিন জানিত না—আজ তা' জানিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া কিষণলালের স্ত্রী ও কন্যা উঠিয়া আসিল। কন্যার নাম জয়া। জয়া বিধবা—শ্যামবরণা, আয়ত-লোচনা। সে ষোড়শী, সুন্দরী।

জয়ার মা মিছা মানুষ। তিনি নিজের কাজ ফেলিয়া দিবারাত্র পরের কাজ লইয়াই ব্যস্ত। সরল উদার মন, পরদুঃখকাতর হৃদয় লইয়া এ স্বার্থতাড়িত সংসারে কি হইবে? স্বামী তাই মাঝে মাঝে স্ত্রীকে একটু একটু বুঝাইত। কিন্তু স্ত্রী বুঝিত না। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার কোমল প্রাণ ফাটিয়া যাইত। কেহ অন্ন ভিক্ষা চাহিলে তিনি অম্লানবদনে নিজের অংশ বিলাইয়া দিয়া অনাহারে দিনপাত করিতেন; কেহ বস্ত্র চাহিলে তিনি জীর্ণবাস পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্র ছাড়িয়া দিতেন। কেহ অর্থ চাহিলে তিনি যথাসর্ব্বস্ব দান করিতেন। প্রতিবেশীর কন্যা পীড়িত হইলে তিনি বুক দিয়া পড়িয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। কাহারও গৃহে লোকাভাব হইলে তিনি নিজের ঘরের কাজ ফেলিয়া তাহার কাজে দেহপাত করিতেন।

এতটা বাড়াবাড়ি কিষণলালের ভাল লাগিত না। সে একটু কৃপণস্বভাব; কাহাকেও অর্থ দেওয়া, বা দু'মুঠা চা'ল দেওয়া কিষণলালের সহ্য হয় না। সে এই জন্য সময় সময় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিত, জয়াও মাঝে মাঝে মায়ের কার্য্যে প্রতিবাদ করিত। তিনি নীরবে তিরস্কার, প্রতিবাদ শুনিতেন; কিন্তু নিজের কার্য্যে কখন বিরত হইতেন না; বিরত হইবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। পরের চোখে জল দেখিলে, পরের দুঃখের কথা শুনিলে তাঁহার প্রাণ গলিয়া যাইত, তিনি আত্মহারা হইতেন।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে বেশ চিনিতেন। চিনিতেন বলিয়াই আজ মায়াকে লইয়া তাঁহার দ্বারস্থ। কিষণ-লাল প্রণাম করিল, জয়া আসিয়া প্রণাম করিল করিল,—সন্ন্যাসী তাহাদের দিকে ফিরিয়াও দেখিলেন না। যখন জয়ার মা আসিয়া প্রণাম করিলেন, তখন সন্ন্যাসী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"মা, আশীর্ব্বাদ করি, যেন কখন ব্রত-ভ্রষ্ট না হও।"

জয়ার মা কিছু বুঝিলেন না; তিনি ফলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া কখন কাহারও উপকার করেন নাই। উপকার করায় ধর্ম্ম আছে, তাহাও তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আমি ত কোন ব্রত লই নাই বাবা!"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যে ব্রত লইয়াছ, তা'র বড় আর ব্রত নাই।"

জয়ার মা। আমার ব্রতটা কি বাবা?

সন্ন্যাসী। ব্রতটা কি জান না বলিয়াই তুমি দেবী।

জয়ার মা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"সে কথা যাক্, এখন যা বলিতে আসিয়াছি, তা' শুন। এই বালিকা অনাথা; ভগবান্ ছাড়া বিশ্ব-সংসারে বালিকার কেহ নাই। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য আমি স্থানান্তরে যাইব; বালিকাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি না। যত দিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন বালিকা তোমার নিকট রহিল। ফিরিয়া আসিয়া আবার লইয়া যাইব।"

জয়ার মা বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ন্যাসীর পদ-সান্নিধ্য ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বিগলিত-হৃদয়ে মায়াকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি মা অনাথা? আজ হ'তে তুমি আমার মেয়ে।"

কিষণলাল সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কোথায় যাইবেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"সম্ভবতঃ মুঙ্গেরে।"

কিষণলাল ভাবিল, সন্ন্যাসীর ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে; তত দিন মেয়েটা খাবেও অনেক। সন্ন্যাসীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেও সাহস হয় না; কেন না, তাঁহার ক্ষমতা অপরিসীম। সে ক্ষমতার কাছে রাজাও অবনত। যখন ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় পাইল না, তখন কিষণলাল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ফিরিতে কত বিলম্ব হ'বে?"

সন্ন্যাসী দীপালোক পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। প্রশ্নটা তাঁহার কাণে পেল কি না জানি না। কিন্তু তিনি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মায়াকে বলিলেন,—"মা, চলিলাম। যাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া গেলাম, তাঁহাকে মা বলিয়া জানিও। আমি আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।"

বালিকা উদাস-নয়নে চারিদিকে দেখিতেছিল,—কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। সন্ন্যাসীর বিদায়-ভিক্ষা, দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের প্রতিধ্বনি তুল্য মায়ার কানে বাজিল। সে ধীরে ধীরে বলিল,—"কেন বাবা, এমনটা হ'ল?"

সন্ন্যাসী সেখানে আর বসিলেন না,—দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে প্রাঙ্গণ পার হইয়া প্রাচীর-বাহিরে আসিলেন এবং মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া আকাশপানে চাহিয়া বলিলেন,—"নারায়ণ! এ কি করিলে! যে সন্ন্যাসী—যা'র কিছুই নাই, বালিকা তাহারও সর্ব্বনাশ করিল! এ বিষের অঙ্কুর, এ সর্ব্বনাশীকে আমার কাছে পাঠাইয়া জীবনের সন্ধ্যাকালে কেন আমাকে মায়ায় জড়াইতেছ, প্রভু?"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। জয়া আসিয়া সাদরে মায়াকে ধরিয়া লইয়া শোয়াইল। মায়া কখন তুলার বিছানায় শোয় নাই; কোমল শয্যায় শুইয়া সে শান্তি পাইল না,—অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। অন্ধকার কক্ষমধ্যে পাশাপাশি শুইয়া জয়া রাত্রি-শেষে মায়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি ভাই?"

"মায়া।"

জয়া। বাড়ী কোথায়?

মায়া। পাণ্ডবেশ্বর।

জয়া। তোমার মা আছেন?

মায়া। জানি না।

জয়া। বাপ?

মায়া। আছে।

জয়া। কে? সন্ন্যাসী?

মায়া। হাঁ।

জয়া। আর কেউ আছে?

মায়া। আছে।

জয়া। কে?

মায়া। পাণ্ডবেশ্বর।

জয়া। সে যে ঠাকুর; তা' ছাড়া আর কেউ আছে?

মায়া। আবার কে থাকিবে?

ক্ষণপরে উভয়ে বাহিরে আসিয়া মুক্তালোকে দাঁড়াইল। তখন জয়া দেখিল, বালিকা অপূর্ব্ব সুন্দরী। সে রূপের কাছে জয়াকে মলিন দেখাইল। জয়া নির্ব্বোধ নয়, সে তাহা বুঝিল। বুঝিয়া যেন কেমন একটু ম্রিয়মাণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নূতন স্থানে আসিয়া মায়া বড়ই অসুবিধায় পড়িল। লোকের কথা, আচার-ব্যবহার, বড় একটা সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জয়া তাই হাসে, ঠাট্টা করে। সংসারে মানুষ কেমন করিয়া সং সাজিয়া থাকে, মায়া কখন দেখে নাই; জয়া শিখাইতে চেষ্টা করিল, মায়া তবু সং সাজিতে পারিল না। যাহা আজীবন দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার কিছুই এখানে নাই। এখানে গোপালজী আছেন, কিন্তু সে পাণ্ডবেশ্বর নাই; ময়ূরাক্ষী আছে, কিন্তু সে অজয় নাই। নূতন লোক, নূতন দৃশ্য, নূতন আচার-ব্যবহার মায়ার প্রাণে বিষাদ ঢালিয়া দিল। শান্তির আকাঙ্ক্ষায় মায়া আশ্রয় খুঁজিল, জয়ার মা তাহাকে বুকে করিয়া লইলেন।

গৃহিণী মায়াকে কন্যাধিক স্নেহ করিতেন। মায়া প্রকৃতিতে শিশুতুল্যা, রূপে বিশ্ববিমোহিনী। মায়াকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু জয়া বাসিত না; বরং একটু ঘৃণা করিত। ঘৃণার একটা কারণও ছিল। জয়া যখন মায়াকে খেলিতে ডাকিত, মায়া তখন তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া গৃহিণীর নিকট রামায়ণ-মহাভারত শুনিতে বসিত। সে কালের ঐ গাঁজাখুরি বই দু'খানার কথা শুনিলে জয়ার হাড় জ্বলিয়া উঠিত;

সে ক্ষণকাল সেখানে তিষ্ঠিতে পারিত না। আবার যখন অপরাহ্ণে জয়া পাড়ার মেয়েদের লইয়া পুকুরে গা ধুইতে যাইত, তখন মায়া সহস্রবার অনুরুদ্ধ হইলেও তাহাদের সঙ্গে যাইত না; সে গৃহিণীর বাসনানুসারে গৃহে থাকিয়া ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা গাঁথিত। উঠানে দু'চারিটা টগর-ফুলের গাছ ছিল; কখন কখন তাহাদের মূলে জলসেচন করিয়া অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিত। জল-সেচনান্তে মল্লিকার পাশে বসিয়া, কখন ফুলের গায়ে কুসুমাধিক কোমল হস্ত ধীরে ধীরে বুলাইত, কখন বা কেমন করিয়া ক্ষুদ্রকায় মুকুল প্রস্ফুটিত হয়, তাহা স্থির-নয়নে দেখিত; কখন বা সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কত শত প্রশ্নাদি গাছকে জিজ্ঞাসা করিত। কখন বা পাণ্ডবেশ্বরের উদ্দেশে বিল্বতলায় মাথা খুঁড়িয়া বলিত, "ঠাকুর, আমার বাবাকে এনে দাও, আমি যে তাঁকে ফেলে আর থাকৃতে পারি না। তুমি এত কাল তাঁকে দেখছ, এত কাল তাঁর পূজা নিতেছ, তবু কি তাঁর জন্য তোমার মন কেমন করে না?"

মায়া, সন্ন্যাসীর চিন্তা বুকে ধরিয়া দিবারাত্র জয়ার মার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। তাঁহার দেখাদেখি সেও পরের মঙ্গলোদ্দেশে ঠাকুরের কাছে মাথা কুটিত,—নিজের ভাতের থালা কাঙ্গাল-গরীবকে প্রসন্নমনে বিলাইয়া দিত—পরের দুঃখ-অভাব দেখিলে প্রতীকার সাধিতে যত্নবতী হইত। কেন করিত, তা' সে জানিত না; আনন্দ পাইত বলিয়া বুঝি করিত।

মায়া প্রভাতে উঠিয়া জয়ার সঙ্গে, কখন বা একাকী নদীতে স্নানার্থ যাইত। যখন একাকী থাকিত, তখন তটোপরি বসিয়া যোড়-হাতে নদীকে বলিত,—"হে দেবতা, হে নদি, তুমি আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এস। যে দেশে তিনি আছেন, সে দেশে কি তুমি যেতে পার না? যদি পার, তবে যাও; তাঁকে বল গে, আমি তোমার তটে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।" নদী কল কল শব্দে কি বলিত, বালিকা তাহা বুঝিতে পারিত না; না বুঝিয়া ছল-ছল-নয়নে নদী পানে চাহিয়া থাকিত। কখন বলিত,—"তুমি কি বলিতেছ নদি? আমি যে তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না: আমাকে তোমার ভাষা শিখাইয়া দাও। আমিও তোমার মত বনের ভিতর দিয়ে অমনি ক'রে কুল কুল স্বরে ধীরে ধীরে গাহিয়া বেড়াইব। যেখানে যা' শিখিব, যেখানে যা' শুনিব, তাহা আমি সুর করিয়া গাহিব। আমাকে গাহিবার ভাষা, ডাকিবার ভাষা শিখাইয়া দাও, নদি!"

স্নানান্তে মায়া মাটী লইয়া মহাদেব গড়িত। ঠাকুরকে ফুল দিত না, অর্ঘ দিত না, শুধু জল দিয়াই পূজা করিত। পূজাশেষে ঠাকুর প্রণাম করিয়া বলিত,—"ঠাকুর, আমার বাবাকে এনে দাও। আমি আর কিছু চাহি না,—তোমাকেও চাহি না, তুমি আমার বাবাকে এনে দাও।"

মায়া পূজা শেষ করিয়া কোন কোন দিন নদী-পারে জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিত। বনে বনে বেড়াইয়া অঞ্চল ভরিয়া নানাবিধ বনফুল তুলিয়া গৃহে ফিরিত। যে সব ফুল পানে জয়া কখন ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিত না, মায়া সেই সব ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে বসিত। সযত্নে মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে দিবার জন্য মন্দিরে পাঠাইয়া দিত। মায়া বড় একটা মন্দিরে যাইত না। সেখানে যাইতে তাহার ভাল লাগিত না। জনতা, কোলাহল মায়ার সহ্য হইত না।

ময়ূরাক্ষীর বেলাভূমিতে ছুটাছুটি করিতে, জঙ্গল-মধ্যে ফুল খুঁজিয়া বেড়াইতে, পর্ব্বতকন্দরে চীৎকার করিয়া প্রতিধ্বনি শুনিতে মায়া বড়ই ভালবাসিত; মায়া সঙ্গী চায় না, সাথী চায় না। আকাশ, নদী, পৃথিবী তাহার সঙ্গী; গাছ, ফুল, পাখী তাহার সাথী। এই সব সঙ্গী, সাথী লইয়া মায়া দিন কাটাইতে ভালবাসিত।

মায়া এই সব সঙ্গী, সাথী ছাড়িয়া লোকালয়ে আসিয়া বড়ই কষ্টে পড়িল। প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া মায়া সেই সহস্র ছিদ্রযুক্ত পর্ণকুটীরের জন্য লালায়িত হইয়া কাঁদিত। জয়ার মা যখন মায়ার সেই আলুলায়িত কুন্তল আঁচড়াইয়া কবরী বাঁধিয়া দিলেন, তখন মায়ার বোধ হইল যেন কে তাহার মাথার উপর পাহাড় চাপাইয়া দিল; সে অন্তরালে গিয়া কবরী খুলিয়া চুল আবার এলাইয়া দিল। জয়ার মা যখন তাহার প্রকোষ্ঠে চুড়ি ও শাঁখা পরাইয়া দিলেন, তখন মায়ার অনুমান হইল, যেন কে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। মায়া হাত আর নাড়িতে পারিল না, অবশেষে পাথরে ঠুকিয়া চুড়ি ও শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মায়া ভাল করিয়া কাপড় পরিতে জানিত না, জয়ার মা তাহাকে কাপড় পরিতে শিখাইয়া দিলেন। মায়া স্তোত্র ভিন্ন গান জানিত না, জয়া তাহার কানে সঙ্গীতধারা ঢালিয়া দিল। জয়ার হাবভাব বিলাসিতা কিছুই সে বুঝিতে পারিত না; বিস্মিত নয়নে কেবল চাহিয়া থাকিত। এইরূপে নূতন দেশে লোকালয়ে আসিয়া মায়া বিষণ্ণ অন্তরে দিন কাটাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদা সন্ধ্যাকালে জয়া মায়াকে বলিল,—"ঠাকুরের আরতি দেখ্‌তে যাবি ?"

মায়া উত্তর করিল,—"কোন্‌ ঠাকুরের ?"

জয়া। কোন্‌ ঠাকুরের আবার ? গোপালজীর।

মায়া। সেখানে যাব না।

জয়া। কেন ?

মায়া। সেখানে যে অনেক লোক।

জয়া। থাকিলই বা।

মায়া। যেখানে অনেক লোক, সেখানে যেতে আমার ভাল লাগে না।

জয়া। কেন ভাল লাগে না ?

মায়া। তা জানি না।

জয়া। এখন চল্‌, গোপালজীর আরতি দেখি গে; আজ রাজা রাণী আসবেন।

উভয়ে উঠিল—হাত ধরাধরি করিয়া মন্দিরের দিকে চলিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু অন্ধকার হয় নাই। পাখীরা নীরব; পৃথিবী স্তব্ধ। কিন্তু একটা অস্ফুট কোলাহল—একটা অস্ফুট প্রতিধ্বনি গগনতলে জন্ম লইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে যখন এই প্রতিধ্বনির প্রবৃত্তি, তখন আমরা কল্যাণ গাই—ঠাকুরের আরতি করি; প্রত্যূষে যখন নিবৃত্তি, তখন আমরা ললিত গাই—আবাহন করি; এই প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের—আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতিধ্বনি। সমস্ত দিন আমরা যাহা করি বা বলি, এই অস্ফুট রব তাহারই প্রতিধ্বনি। এই প্রতিধ্বনি সমস্ত রজনী নৈশাকাশে ঘুরিয়া পাপ-পুণ্য-বিচারকের পাদদেশে শব্দাধারে সঞ্চিত হয়। তাই আমরা শব্দাধারকে পূজা করি—তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাই।

সেই অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে উভয়ে মন্দিরাভিমুখে চলিল। জয়া গান জানিত, সে মৃদু কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলিল। মায়া গান জানিত না, সে নীরবে শুনিতে শুনিতে চলিল। তোরণ-দ্বারে আসিয়া গান থামিল। তথায় মায়া বিস্মিত-নয়নে দেখিল, অসংখ্য নর-নারী নীরবে মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে। সেই জনস্রোতে গা ভাসাইয়া জয়া ও মায়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

দেউড়ীতে তখন নহবৎ বাজিতেছিল—হাম্বির, শ্যাম, কামোদী প্রভৃতি অলস রাগিণী আলাপ করিতেছিল—মিষ্টস্বরে নহবত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাহাকে ডাকিতেছিল। সে আসিল না দেখিয়া যেন মানভরে সুর চড়াইয়া কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, ভূপালী ধরিল। এ মান, এ ডাক ব্রজের প্রতিধ্বনি।

রাত্রি যত বাড়ে, মানও তত বাড়ে—সুরও তত চড়ে। তখন কল্যাণ ছাড়িয়া কানড়া, কানড়া ছাড়িয়া বিহাগ, বিহাগ ছাড়িয়া নটনারায়ণ; অবশেষে সোহিনী আসিয়া সান্ত্বনা দেয়—ললিত আসিয়া আশা জাগায়। ব্রজবালার ডাকই মান, মানই সুর। এমনটা আর কে ডাকিতে পারিয়াছে ?

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়; কিন্তু রাজা-রাণী তখনও মন্দিরে আইসেন নাই। সকলেই সমুৎসুক-নয়নে তাঁহাদের প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিয়াছে; পরিচারকেরা কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ প্রভৃতি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পুষ্পমালা লইয়া দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাজারাণীর দেখা নাই।

আরতির সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া প্রধান পুরোহিত আদেশ করিলেন,—"আরতি আরম্ভ কর।"

এ আদেশ পালনে কেহ কেহ সঙ্কুচিত হইল। কিষণলালের হস্তে দীপ ছিল, সে তাহা মাটীতে নামাইয়া বলিল,—"রাজার অনুপস্থিতিতে আরতি আরম্ভ করিতে পারিব না।"

প্রধান পুরোহিত দ্বিরুক্তি না করিয়া দীপ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অন্যান্য পুরোহিতেরা অনুসরণ করিল; কিন্তু কিষণলাল নড়িল না,—সে দূরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতে লাগিল।

যখন আরতি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন চতুর্দ্দোলে চড়িয়া রাজারাণী আসিলেন। রক্ষকেরা জনতা সরাইয়া দিল, তাঁহারা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

তথায় পূজকেরা ছাড়া আর অপর কোন পুরুষ ছিল না। না থাকিলেও স্ত্রীলোকে শ্রীমন্দির পূর্ণ। রাজারাণী কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটু স্থান করিয়া এক পাশে নীরবে দাঁড়াইলেন; প্রধান পুরোহিত, রাজা আসিয়াছেন বুঝিয়াও ফিরিয়া দেখিলেন না; জলপূর্ণ শঙ্খ লইয়া আরতি করিতে লাগিলেন। কিষণলাল সুযোগ বুঝিয়া রাজার সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা চাহিয়াও দেখিলেন না।

আরতি শেষ হইলে সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিল। রাজারাণীও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; রাজা প্রণামান্তে উঠিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে কিষণলাল। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পূজক, তুমি আরতিতে যোগ দাও নাই কেন ?"

কিষণলাল বলিল,—"আপনার অনুপস্থিতিতে আরতি আরম্ভ করিতে চাই নাই। তা' প্রধান পুরোহিত কিছুতেই শুনিলেন না; তিনি দীপ কাড়িয়া লইয়া আরতি আরম্ভ করিয়া দিলেন।"

রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন—কিন্তু কিছু বলিলেন না। কিষণলাল সে ভ্রূকুঞ্চনের অর্থ বুঝিল না; সে ভাবিল, এইবার প্রধান পুরোহিত পদচ্যুত হইবে এবং সে সেই পদে উন্নীত হইবে। তাহার আশা ও স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গেল।

রাণীর সন্নিকটে জয়া ও মায়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজার দৃষ্টি সহসা সেই দিকে পড়িল। দেখিবামাত্র তিনি মায়াকে চিনিলেন; চিনিয়া সহাস্যে তাহার সমীপস্থ হইলেন। কিষণলালও জয়া ও মায়ার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য, বালিকাদের পরিচয় দেওয়া অথবা নিজে পরিচিত হওয়া।

এমন সময় প্রধান পুরোহিত ডাকিলেন, "কিষণলাল!"

কিষণলাল ফিরিয়া দেখিল; কিন্তু সেখান হইতে নড়িল না। পুরোহিত আবার ডাকিলেন,—"কিষণলাল, জলপানি আন।"

তবুও সে নড়িল না, না নড়িয়া রাজার পানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, রাজার ললাটে ভ্রূকুটী। ভ্রূকুটীটা কিষণলালের ভাল লাগিল না—সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা বলিলেন,—"দেবকার্য্যে তোমার অবহেলা কেন?"

কিষণলাল দ্বিরুক্তি না করিয়া জলপানি আনিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যখন সে অদৃশ্য হইল, তখন রাজা আবার মায়ার পানে ফিরিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মায়া, তুমি এখানে কেন?"

মায়া বলিল,—"আরতি দেখিতে আসিয়াছি।"

রাজা। সন্ন্যাসী কোথায়?

মায়া। জানি না।

রাজা। এখানে কোথায় আছ?

মায়া জয়ার পানে চাহিল; কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইল না। জয়া তখন মায়াকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে অথবা রাজার সহিত দুটা কথা কহিবার আশায় বলিল,—"মায়া আমাদের বাড়ীতে আছে।"

রাজা কিছুই বুঝিলেন না; কেন না, তিনি জয়'কে চিনিতেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্ন্যাসী তোমাকে এঁদের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছেন?"

মায়া। হাঁ।

রাজা। কত দিন পাণ্ডবেশ্বর ছাড়িয়া আসিয়াছ?

মায়া। অনেক দিন।

রাণী এতক্ষণ নীরব ছিলেন—বিমুগ্ধ নয়নে মায়ার মুখপানে চাহিয়া এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাঁহার যেন প্রতীতি হইতেছিল, মায়াকে তিনি কোথায় দেখিয়াছেন। সেই ক্ষুদ্র মুখখানি পানে যতবার তিনি চাহিয়া দেখিতেছিলেন, ততবার তাঁহার বোধ হইতেছিল, মুখখানি যেন তাঁহার পরিচিত। কিন্তু কোথায় তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ, এ বালিকাটি কে?"

রাজা উত্তর করিলেন,—"কে, তা' জানি না।"

রাণী। পূর্ব্বে কোথায় বালিকাকে দেখিয়াছেন?

রাজা। পাণ্ডবেশ্বরে—সন্ন্যাসীর আশ্রমে।

রাণী। বালিকা আত্মপরিচয় কিছু জানে কি?

রাজা। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পার।

রাণী মায়াকে প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন হতাশ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। ক্ষণপরে কাহারও পানে না চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "মেয়েটি বেশ, কাছে রাখিতে সাধ হয়।"

সে কথা রাজার কানে গেল। তিনি বলিলেন,—"তা' ইচ্ছা করিলেই রাখিতে পার।"

কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই একটা কথা রাজার স্মরণ হইল। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, 'বালিকার সংস্পর্শে আসিবে না।' দূরাগত কঠোর নিয়তি-বাক্যের ন্যায় কথাটা স্মরণপথে উদিত হইল। মনে পড়িবামাত্র রাজা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"না, তা' হ'তে পারে না।"

রাণী একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন হ'তে পারে না মহারাজ?"

রাজা। সন্ন্যাসী যেখানে মায়াকে রাখিয়া গিয়াছেন, সেইখানেই মায়া থাক্।

রাণী। কেন, আমার নিকট কি মায়ার অযত্ন হবে?

রাজা। অযত্ন হবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে কথা সন্ন্যাসী জানিতেন। জানিয়া শুনিয়াও তিনি যখন বালিকাকে তোমার আমার নিকট না রাখিয়া অন্যত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে। আমরা সে উদ্দেশ্যের অন্তরায় হই কেন?

রাণী আর কিছু বলিলেন না। বলিলেন না বটে, কিন্তু একটু বিষণ্ণ হইলেন। রাজা তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অনতিবিলম্বে রাণীসহ মন্দির ত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিষণলাল ফিরিয়া দেখিল, রাজা মন্দির ত্যাগ করিয়াছেন। তখন সে জয়া ও মায়াকে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মায়া আগু আগু চলিল, পিতা ও কন্যা পিছনে গল্প করিতে করিতে চলিল।

মায়ার সম্বন্ধে রাজা ও রাণী কি বলিয়াছেন, জানিবার জন্য কিষণলাল ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতা তাহাকে অধৈর্য্য করিয়া তুলিল। তাহার আর কালবিলম্ব সহিল না;—সে পথিমধ্যেই জয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিল। জয়া সকল কথা বলিল, আর একটু রং চড়াইয়া রাজা রাণী যাহা বলেন নাই, তাহাও কল্পনাবলে পূরণ করিয়া কথাগুলি বেশ গুছাইয়া বলিল। কথাগুলা একবার শুনিয়া কিষণলালের তৃপ্তি হইল না,—সে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যখন তাহার কৌতূহল কতকটা মিটিল, তখন জয়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মায়া কোথায় আছে, তা বলেছ ?"

জয়া উত্তর করিল,—"তা, বলেছি বৈ কি।"

কিষণ। কি বলেছ ?

জয়া। বলেছি, মায়া আমাদের বাড়ীতে আছে।

কিষণ। আরে, তোকে কে চেনে! আমার নাম করেছিস্ ?

জয়া। না; বাপের নাম কি ক'রে ধরুব ?

কিষণ। এমন বোকা মেয়ে ত কোথাও দেখিনি। রাণী জিজ্ঞাসা করুলেও বাপের নাম বল্‌বিনি ?

জয়া একটু অপ্রতিভ হইল। তাহার ধারণা, সে বড় চতুর। চতুরও বটে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে পিতার অভিপ্রায় অবগত ছিল না, সুতরাং পরিচয় দিবার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা সে জানিত না। এক্ষণে সে পিতাকে স্তোক দিয়া বলিল,—"তুমি নিশ্চিন্ত থাক বাবা, রাণী-মা তোমার নাম জেনে নিয়েছেন। আরও দেখো, রাণীমা মায়ার সন্ধানে আজ রাতেই চারিদিকে লোক পাঠাবেন।"

কিষণলাল ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যি না কি ? রাণী-মা কিছু বলেছেন ?"

জয়া উত্তর করিল,—"বলেন নি আবার ? তবে আর বল্‌ছি কি।"

কিষণলাল ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলেছেন ? কি বলেছেন ?"

জয়া একটা ঢোক গিলিল। একবার চাহিয়া দেখিল, মায়া কতটা দূরে আছে। তার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"রাণী-মা বলেছেন, যেমন ক'রে পারি, মায়াকে আমার কাছে আনিব।"

কিষণ। শুনে রাজা কি বললেন ?

জয়া। রাজা ? রাজা কিছু বলেন নি। তিনি রাণীকে নিয়ে চ'লে গেলেন।

এমন সময়ে উভয়ে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কথাবার্ত্তা আর চলিল না। কেন না, সে সব কথা মায়ার সম্মুখে আলোচনা করা পিতাপুত্রীর অভিপ্রায় নয়। কন্যা জানে, সে দু'চারিটা মিথ্যা বলিয়াছে; পিতা জানে, মায়ার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র করিতেছে। সুতরাং উভয়ে নীরব রহিল।

কিষণলাল অন্যমনস্ক, চিন্তাকুল; কোন রকমে আহারাদি সারিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইল বটে, কিন্তু ঘুমাইল না—ভাবিতে লাগিল। সে স্থির করিয়াছে, মায়াকে বেচিবে—রাণীর কাছে বেচিবে। মূল্য কি হাঁকিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে প্যারে নাই। তবে প্রধান পুরোহিতের পদটা তাহার লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে আরও যদি কিছু আসে, তা হ'লে মন্দ কি ?

কিরূপে বেচিবে, তাহা কিষণলাল স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভয় জয়ার মাকে, ভয় সন্ন্যাসীকে। তবে যদি রাণী উপযাচিকা হইয়া মায়াকে লইয়া যাইতে চাহেন, তাহা হইলে জয়ার মা কোন আপত্তি করিতে পারিবে না—সন্ন্যাসীরও তর্জ্জন-গর্জ্জনের ভয় থাকিবে না। কিন্তু রাণী যদি মায়ার সন্ধান না পান ? তা' হলে ? কিষণলালের মন বড়ই দুশ্চিন্তাপূর্ণ হইল।

সহসা একটা কথা কিষণলালের মনে পড়িল। সে ভাবিল, হয় ত বা মায়ার অনুসন্ধানে ইতিমধ্যেই চারিদিকে লোক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কথাটা মনে উদয় হইবামাত্র সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। কক্ষদ্বার খুলিয়া ক্ষিপ্রপদে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিল এবং প্রাচীর-দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাত্রি তখন দেড় প্রহর, চারিদিকে অন্ধকার। তবে অন্ধকার তত গাঢ় নয়। কিষণলাল বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। দ্বারে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল সে অপেক্ষা করিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিল, অনুসন্ধানকারী, কিষণলালের গৃহ স্থির করিতে পারিতেছে না। এই আশঙ্কা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিবামাত্র কিষণলাল কণ্ঠধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া কণ্ঠধ্বনি করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইত কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু

উপস্থিত কণ্ঠ ফাটিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। কণ্ঠ বেচারা আর কখনও এতাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত হয় নাই। সে কাঁদিয়া রুধিরাক্ত হইল; তবু কিষণলালের নিবৃত্তি নাই। অবশেষে ভগবানের দয়া হইল;—জনৈক প্রতিবেশী বিকৃত কণ্ঠস্বর শ্রবণানন্তর কৌতূহলী হইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

আগন্তুক একটু দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে হে তুমি?" কিষণলাল দেখিল, একটা মনুষ্যমূর্ত্তি। দেখিবামাত্র হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে স্থির করিল, এই ব্যক্তি রাণীর প্রেরিত; নতুবা এত রাত্রে কিষণলালের গৃহ-সান্নিধ্যে কে ঘুরিয়া বেড়াইবে? অতএব কিষণলালের পায়া বাড়িয়া উঠিল; কেন না, রাত্রে যখন লোক আসিয়াছে, তখন রাণীর গরজ বেশী। দরটা খুব চড়া হাঁকিবে স্থির করিয়া গম্ভীরভাবে কিষণলাল উত্তর করিল,—"হুম্।"

আগন্তুক। হুম্‌টা কে?

কিষণলালের গলা বসিয়া গিয়া মোটা ও বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার তালু শুষ্ক, হৃদয় উন্মত্ত। গলা একটু পরিষ্কার করিয়া কিষণলাল উত্তর করিল,—"আমি হে।"

আ। আমিটা কে হে?

কি। আমি, আমি।

আ। তুমি, তুমি? তবে ত সব পরিচয় পাইলাম।

কি। তুমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, আমি সেই।

আ। আমার বক্‌না গাইটা খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি কি তাই?

কি। না হে না। তুমি যার জন্য ব্যস্ত, আমি সেই।

আ। আমি আমার গৃহিণীর জন্য ব্যস্ত, তুমি কি আমার গৃহিণী?

কি। আঃ, জ্বালালে বাবা। এখানে ত আর কেউ নেই, তবে আর লুকোচুরি কেন?

আ। লুকোচুরি খেলাটা অনেক দিন ছেড়েছি মাণিক; এ রাতে সে খেলাটা খেলিবার সাধ নাই।

আগন্তুকের ধারণা, লোকটা চোর; সুতরাং কাছে আসিতে সাহস হইল না,—কি জানি, যদি খোঁচাইয়া দেয়। কিষণলালও অগ্রসর হইল না; কেন না, তাহা হইলে তাহাকে খেলো হইতে হইবে। অগত্যা উভয়ে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব রক্ষা করিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিল।

কিষণ। কাছে এগিয়ে এস, তা' হ'লেই টের পাবে আমি কে।

আগ। আগে লোক ডাকি, তার পর এগিয়ে যাব;—একা যাচ্ছি না, ধন।

কিষণ। লোক আবার কেন? তুমি ত বড় বোকা হে।

আ। বোকাটা হয়ে পড়া গেছে, কি করব বল?

কি। তোমাতে আমাতে চুপি চুপি একটা ঠিক করি, এস।

আ। কিছু ভাগ দেবার মতলব আছে না কি?

কি। না হয়, তাই দেব।

আ। মাইরি, এতটা দয়া ক'রে ফেল্‌বে?

কি। না এস, তবে আমি চল্লুম।

আ। আরে, কর কি? রাগ ক'রে যেও না; আগে লোক ডাকি, তার পর যা' হয় ক'রে ফেল।

কি। আবার লোক ডাক্‌বার কথা বল্‌ছ? তবে এবার আমি সত্যি সত্যি চল্লুম।

আ। উঁহু, উঁহু, এমন কাজ করো না—একটু অপেক্ষা কর।

বাক্যান্তে আগন্তুক চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,—"কিষণলাল ঠাকুর—ও কিষণলাল ঠাকুর!"

কিষণলাল ঠাকুর মহা বিরক্ত হইয়া বলিল,—"কি হে বাপু, চীৎকার করছ কেন?"

আগন্তুক উত্তর করিল,—"কেন করছি, তা' এখনি জান্‌তে পারবে। ঠাকুর বড় সোজালোক নয়।"

আগন্তুক আবার চীৎকার আরম্ভ করিল,—"কিষণলাল, তোমার বাড়ী চোর এসেছে—শীঘ্র এস।"

কিষণলাল বলিল,—"কেমন ক'রে তুমি জান্‌লে, চোর এসেছে? তুমি ত বাপু এখান থেকে একপা নড়নি।"

আ। না নড়িলেও তোমায় ত চিনিতে পারি, ধন।

কি। চেন, বেশ কর। এখন এখানে হাল্লা করো না—ঘরে যাও।

আ। যে আজ্ঞা, প্রভু—আদেশ শিরোধার্য্য।

এমন সময় তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে জয়া। জয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে বাবা? গোলমাল কেন?"

কিষণলাল বলিল,—"দেখ না, এক বেটা বদ্‌মায়েস এসে আমার বাড়ীর কাছে হাল্লা করছে।"

হাল্লাকারী এতক্ষণে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। সে কিষণলালকে বেশ চিনিত। সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ একটু অগ্রসর হইয়া, কিষণলালকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল। যখন সন্দেহ রাখিবার আর ঠাঁই পাইল না, তখন সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—"ঠাকুর, তোমায় চিনিতে পারি নাই; ভেবেছিলাম, বুঝি বা চোর।

তা' কি ক'রে জান্‌ব বল, তুমি এত রাত্রে দোরে দাঁড়িয়ে গলা ভাঁজিবে।"

কিষণলালও লোকটাকে চিনিল; সে এক জন নবনিয়োজিত পুরোহিত। চিনিয়া, রাণীর অনুচর নয় জানিয়া কিষণলাল আরও রাগিয়া উঠিল; বলিল—"আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে যা' খুসী তাই করব, তুই বেটা বল্‌বার কে ?"

জয়া বলিল,—"বাবা, উনি যে পুরোহিত।"

কিষণলাল বলিল,—"হলই বা পুরোহিত। আমি শীঘ্রই দেবতা হব; তখন বেটাকে দেখে নেব।"

প্রধান পুরোহিতকে লোকে দেবতা বলিয়া ডাকিত। আগন্তুক-পুরোহিত কথাটা ভুলিল না,—যথা-সময়ে অন্যান্য পুরোহিতের কর্ণগোচর করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কিষণলাল ঠাকুরবাড়ী চলিল। পথিমধ্যে এক কলুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিষণলাল আজ অনেক আশা মনে পুষিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু সহসা এবম্বিধ অশুভ যাত্রার সাক্ষাৎলাভ ঘটায় ঠাকুর মহাশয় গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং নিরপরাধ তৈলিকনন্দনের মস্তকোপরি মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষায় অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কলু-কুলধুরন্ধর ভাবিল, সাক্ষাৎ দেওয়া তাহার পক্ষে অতি গর্হিত হইয়াছে। অতএব ঠাকুরকে প্রসন্ন করা উচিত। এই ভাবিয়া সে বলিল,—"ঠাকুর মশায়, আমি আপনাকে খুঁজছিলাম।"

ঠাকুরের রাগ মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল—যেন প্রজ্বলিত দীপশলাকা ফুৎকারে কে নিবাইয়া দিল। কিষণলাল ভাবিল, "এই কলুনন্দন রাণীর প্রেরিত; নতুবা যে কখন আমাকে খুঁজে না, সে আজ সহসা আমার অন্বেষণে ঘুরিবে কেন ?"

যুক্তি অকাট্য। সুতরাং আশা-উৎফুল্ল-হৃদয়ে কিষণলাল কলুকুমারের নিকটবর্ত্তী হইল এবং প্রশান্ত-বদনে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন হে ?"

যুক্তকরে তৈলকার উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, আপনাকে কিছু ত্যাল দেব—তুমি আমায় ঠাকুরের পেসাদ দেবেন।"

কিষণলাল জ্বলিয়া উঠিল। অন্য দিন হইলে জ্বলিত না, কিন্তু আজ জ্বলিয়া উঠিল। এবার ভাষার রুচি রক্ষা হইল না,—কিষণলাল অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সেখানে গিয়াও কিষণলালের শান্তি নাই। শম্ভুরাম—গতরাত্রে হাল্লাকারী—'দেবতা' 'দেবতা' করিয়া কিষণলালের পিছু লাগিল। কিষণলাল চটিল দেখিয়া আরও দুই এক জন এই রহস্যে যোগ দিল। কিষণলাল তখন মন্দির ছাড়িয়া বাহিরে দেউড়ির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

উদ্দেশ্য দুইটা। প্রথম, শম্ভুরামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ; দ্বিতীয়, রাণী-প্রেরিত দূতের অনুসন্ধান। যেখানটায় কিষণলাল দাঁড়াইয়াছিল, তার পাশে দেউড়ি, উপরে নহবৎখানা। সেখান দিয়া অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছিল। কিষণলাল প্রত্যেক পথিকের মুখ উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি মন্দিরপ্রবেশকালে কিষণলালের পানে দৈবক্রমে চাহিয়া দেখিল। আর তার রক্ষা নাই,—কিষণলাল অমনি তাহাকে আত্ম-পরিচয় দিতে অগ্রসর হইল। অনুগৃহীত ব্যক্তি, "পরিচয়ের কোন আবশ্যক নাই" বলিয়া চলিয়া গেল। এক জন সৈনিক পুরুষ যাইতেছিল,—কিষণলাল তাহাকে পাকড়াও করিয়া বলিল,—"আমার কাছে তোমাকে কি কেউ পাঠিয়েছেন ? আমার নাম কিষণলাল।" অস্ত্রধারী গোঁফে একটু চাড়া দিল—গর্ব্ব-পূর্ণ দৃষ্টিতে কিষণলালের আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিল—তার পর ধীরে ধীরে বিনা বাক্যব্যয়ে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। এইরূপে অনেকেই কিষণ-লালকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিল। কিন্তু কিষণলাল অপমান বা লজ্জা গায়ে মাখিল না; সে আপন খেয়ালে মত্ত রহিল।

যখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণপ্রায়, তখন কিষণলাল নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিল; মন্দিরে আর গেল না—ঠাকুরের পূজাও করিল না।

গৃহে আসিয়া কিষণলাল নীরবে আহারে বসিল। তার মনের ও মাথার অবস্থা আজ ভাল নয়,—সে বড়ই রাগিয়াছে। রাগটা যেন জয়ার উপর কিছু বেশী বেশী। তার অপরাধও গুরুতর;—রাণী কেন মায়াকে লইতে লোক পাঠান নাই ? রাগিলেও কিষণ-লালের কিছু বলিবার যো নাই; কেন না, তাহা হইলে গৃহিণীর কানে সকল কথা উঠিবে। গৃহিণী ঘুণাক্ষরে কিছু জানিতে পারিলে আর রক্ষা নাই,—সকল চক্রান্ত মুহূর্ত্তে পণ্ড হইবে।

কিষণলাল মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারিল না। আহারান্তে পাণ ও দোক্তা লইয়া সদর দ্বারে বসিল। অনেকগুলি তামাকের পাতা পানের সঙ্গে উদরস্থ হইল, তবু কিষণলাল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই

স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অপরাহ্ণ হইয়া আসিল,—গ্রাম্য সুন্দরীরা কলসী-কক্ষে জল আনিতে চলিল। কিষণলাল তবুও দ্বারের উপর উপবিষ্ট। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কিষণলাল নড়িল না—মন্দিরেও গেল না।

সহসা একটা কথা তাহার মনোমধ্যে উদয় হইল। উদয় হইবামাত্র সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আপনাকে বিশেষিত করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "আমি কি বোকা! মাযার সন্ধানে রাণী সৈনিক কেন পাঠাবেন? পাঠাতে হয় ত দাসী পাঠিয়ে থাক্‌বেন। আমি এটাও বুঝ্‌তে পারি নি, ছি ছি!"

কিষণলাল গৃহমধ্যে দ্রুতপদে ফিরিল এবং একখানা উত্তরীয় কাঁধে ফেলিয়া গৃহনিষ্ক্রান্ত হইল। যে পথ নগরের দিকে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিল। জনৈক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক কাপড়ের বোঝা পিঠে ফেলিয়া নগব হইতে আসিতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র কিষণলাল উত্তরীয়খানা এ কাঁধ হইতে ও কাঁধে ফেলিল এবং একটু গলা পরিষ্কার করিয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ?"

স্ত্রীলোকটা ধোবা-জাতীয়, বড়ই দুর্মুখ। রসনা দমন করিতে শিখে নাই। জিহ্বা ছুটাইবার এবম্বিধ সুযোগও এ বয়সে সচরাচর ঘটে না। সুতরাং সে অকথ্য ভাষায় মনের সাধে গালি আরম্ভ করিল। লোকও অনেক জড় হইল। কিষণলাল বেচারী অকস্মাৎ বাক্য-প্রবাহে প্লাবিত হইয়া বিস্মিত হইল এবং মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বস্ত্রধৌতকারিণীর মুখের দিকে বিহ্বল-নয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অপরাধ কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এমন বাছা বাছা গালি খাইতেও আর পারে না। সুতরাং পলাইবার উদ্দেশ্যে গৃহাভিমুখে পা বাড়াইল। কিন্তু পলাইতে পারিল না;—তাহার গন্তব্য পথের উপর—শম্ভুরাম।

শম্ভুরাম টিপি টিপি হাসিতেছিল। সে কিষণলালকে দেখিয়া বলিল, "কি দেবতা, কোথায় যাচ্ছ? একটু রসালাপ কর।"

কিষণলাল আর দাঁড়াইল না, মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। শম্ভুরামও চলিয়া গেল; কিন্তু ঘটনাটি পুরোহিত-মণ্ডলীমধ্যে সালঙ্কারে বিবৃত করিতে বিস্মৃত হইল না। ক্রমে তাহা প্রধান পুরোহিতের কানে উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিষণলাল আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না; দর বাড়াইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এক্ষণে উপযাচক হইয়া মায়াকে বিক্রয় করিবে স্থির করিল। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিল না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কিষণলাল মায়ার অনুসন্ধানে নদীর দিকে চলিল। পথিমধ্যেই তাহার সাক্ষাৎ পাইল। কিষণলাল বলিল,—"মায়া, আমার সঙ্গে এস।"

মায়া। কোথায় যাব?

কিষণ। নগরে।

মায়া। কেন?

কিষণ। রাণী ডাকিয়াছেন।

মায়া। আমাকে?

কিষণ। হাঁ।

মায়া। এখনি ফিরিতে পাইব?

কিষণ। হাঁ।

মায়া। তবে চল।

উভয়ে নগবমধ্যে প্রবেশ করিল। মায়া পূর্ব্বে কখন নগরে আসে নাই, কোন নগরও দেখে নাই। সে বিস্মিত-নয়নে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে চলিল। অসংখ্য নর-নারী, অগণিত বিপণি, সংখ্যাতীত গৃহ, এত অল্পস্থানের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়া মায়া সাতিশয় বিস্মিত হইল। ভাবিল, "কেন এত লোক এক জায়গায় আছে? পৃথিবীতে কি স্থানের অভাব? এমন সুন্দর মাঠ থাকিতে লোকে কেন গায়ে গায়ে ঘর তৈয়ারী করিয়া বাস করিতেছে?"

সত্বরই উভয়ে রাজপ্রাসাদ-সন্নিকটে উপস্থিত হইল। দেউড়ি অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে কিষণলাল একটু ইতস্ততঃ করিল। মায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কার বাড়ী?"

"রাজার।"

"তবে দাঁড়ালে কেন?"

কিষণলাল মায়াকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু সেখান হইতেও রাজ-গৃহ অনেকটা পথ। দেউড়ীর পর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, তার পর রাজবাটী। কিষণলাল প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রাঙ্গণ নর-নারীতে পূর্ণ। তার অধিকাংশই ভিক্ষার্থী, অথবা রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী। রাজদ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত ছিল। কাঙ্গাল-গরীবের কথা শুনিতে রাজার বিরক্তি ছিল না।

তখনও দরবার বসে নাই; রাজা প্রাতর্ভ্রমণে

বহির্গত হইয়াছেন। মায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এত লোক এখানে কেন?"

কিষণ। দরবার করিতে আসিয়াছে।

মায়া। দরবারে কি হয়?

কিষণ। সেখানে রাজা সকলের প্রার্থনা শুনেন।

মায়া। শুধু শুনেন? পূরণ করেন না?

কিষণ। সাধ্যমত পূরণ করেন।

মায়া। আমি যদি আমার বাবাকে চাই, রাজা কি এনে দেন না?

কিষণ। তা' জানি না।

মায়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। কিষণলাল বলিল,—"মায়া, তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও—আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

মায়া। কোথায় যাইতেছ?

কিষণ। রাণীর নিকট সংবাদ প্রেরণ আবশ্যক; নতুবা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পাইব না।

মায়া। শীঘ্র ফিরিও—আমি দরবারে যাব।

কিষণ। আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ কোথাও যাইও না।

কিষণলাল চলিয়া গেল। মায়া, জনতা হইতে একটু দূরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

অকস্মাৎ মায়া পিছনে একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। ফিরিয়া দেখিল, অনেক মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া রাজবাড়ীর দিকে আসিতেছে। সকলের আগে রাজা। মায়া তাঁহাকে চিনিল। রাজাও মায়াকে চিনিলেন। মায়াকে দেখিবামাত্র রাজার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি অশ্বমুখ ফিরাইয়া মায়ার দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু দুই চারি পদ যাইতে না যাইতে একটা কথা সহসা রাজার মনে উদয় হইল,—তিনি অশ্বগতি রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজাকে থামিতে দেখিয়া মায়া অগ্রসর হইল। রাজা আর ফিরিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ মায়া?"

মায়া। দরবার করিতে।

রাজা। তোমার প্রার্থনা কি?

মায়া। আমার বাবাকে আনিয়া দেও।

রাজা। তিনি কোথায়?

মায়া। তা' জানি না।

রাজা। তবে কেমন করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিব?

মায়া। বুঝেছি, তোমার দরবার মিথ্যা।

রাজা। মিথ্যা কেন হবে মায়া?

মায়া। যে দরবার শুধু লোকের প্রার্থনা শুনে, পূরণ করে না, সে দরবার মিথ্যা।

রাজা। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার পিতাকে আনিয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

রাজা আর দাঁড়াইলেন না; সন্ন্যাসীর নিষেধবাক্য স্মরণ করিয়া মায়ার সান্নিধ্য সত্বর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁর পিছনে পিছনে সকলেই চলিয়া গেল। মায়া একাকী রহিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল না। জনৈক স্ত্রীলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি গা?"

মায়া। মায়া।

স্ত্রী। আমার সঙ্গে এস।

মায়া। কেন?

স্ত্রী। রাণী-মা ডাক্‌ছেন।

মায়া প্রাসাদ-পানে নেত্রপাত করিল। প্রাসাদ দ্বিতল, কিন্তু অনুচ্চ। দ্বিতলে সারি সারি গবাক্ষ। একতম গবাক্ষে মায়া দুইটি রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। দুই জনের এক জনকে মায়া চিনিল। তিনি রাণী! মায়া নীরবে স্ত্রীলোকের অনুবর্ত্তিনী হইল।

ক্ষণপরে কিষণলাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, যেখানে মায়াকে রাখিয়া গিয়াছিল, সেখানে মায়া নাই। বিস্মিত হইয়া চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল; কিন্তু কোথাও মায়াকে দেখিতে পাইল না। সন্নিকটস্থ লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিল; কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না। তখন সে প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে ছুটাছুটি করিয়া মায়ার অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইল না। অবশেষে প্রাসাদ ছাড়িয়া বাজারে আসিল। বাজার ছাড়িয়া মায়ার প্রিয়স্থান নদীতীরে আসিল। সেখানেও মায়া নাই। গোপাল-মন্দির, কুঞ্জবন প্রভৃতি সকল স্থানে মায়াকে খুঁজিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইল না। অবশেষে ছুটিয়া গৃহে আসিল। সেখানে আসিয়া দেখিল, গৃহিণী মায়ার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। কিষণলাল কাহাকেও কিছু বলিল না; নীরবে আবার নগরে ফিরিয়া আসিল।

তখন মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। প্রাসাদ-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ জনশূন্য। ক্ষণকাল তথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিফল-মনোরথে কিষণলাল আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু গৃহে নয়—নদীর ঘাটে। ঘাট অতি ক্ষুদ্র; কেবল কয়েকটি প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানমাত্র। হতাশ-হৃদয়ে, বিরস-বদনে কিষণলাল ঘাটে আসিয়া বসিল। এমন

সময় পিছন হইতে কে বলিল,—"কি দেবতা, ধোবানীকে ডেকে দেব? বিরহটা দেখ্‌ছি খুব লেগেছে।"

কিষণলাল ফিরিয়া দেখিল, শম্ভুরাম।

শম্ভুরামই বটে। ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া সে রাজ-বাড়ীতে গিয়াছিল; প্রত্যাবর্ত্তনকালে কিষণলালকে দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। অকারণ নয়—একটা উদ্দেশ্য ছিল।

শম্ভুরাম নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘাটে আর কেহ ছিল না। কিষণলাল তাহাকে দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাট ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিল। তদ্দৃষ্টে শম্ভু বলিল,—"যাও কোথা দেবতা? একটা কথা আছে,—ব'স।"

কিষণ। কি বলিবে, বল।

শম্ভু। বল্‌ছিলাম কি, তুমি যে বাড়ীতে বাস করিতেছ, সে বাড়ীটা বেশ।

কিষণ। আর কিছু বলিবার আছে?

শম্ভু। আছে বৈ কি দেবতা! ব্যস্ত হও কেন?

কিষণ। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।

শম্ভু। কোথায় যাচ্ছ?

কিষণ। বাড়ী।

শম্ভু। আমিও সেই কথাই বল্‌ছি। বাড়ীটা এক্ষণে আমার।

কিষণ। তোমার! কি রকম?

শম্ভু। বাড়ী দেবোত্তর সম্পত্তি—সেবাইত প্রধান পুরোহিত; তুমি কর্ম্মোপলক্ষে তথায় বাস করিতেছ মাত্র।

কিষণ। তা আমি অবগত আছি।

শম্ভু। ভালই করিয়াছ। তোমায় এক্ষণে বাড়ীটা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে।

কিষণ। কেন?

শম্ভু। যে জোরে বাড়ীতে ছিলে, সে জোর ঘুচিয়াছে।

কিষণ। কিসে ঘুচিল?

শম্ভু। তোমার কর্ম্মটুকু গিয়াছে।

কিষণ। কর্ম্ম গিয়াছে? মিথ্যা কথা।

শম্ভু। সত্য মিথ্যা এখনি দেবতার কাছে শুনিতে পাইবে।

কিষণলাল স্তম্ভিত! বজ্রের উপর বজ্রাঘাত! পূর্ব্বে শাবক বিনষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে নীড় ভাঙ্গিল। যে আশাটুকু বুকে চাপিয়া কিষণলাল গিরি-চূড়ায় সুখের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, সে আশাটুকু ধ্বংস হইয়াছে; এক্ষণে দাঁড়াইবার স্থলটুকুও ভগ্ন-চূড়ার পেষণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কিষণলাল ধীরে ধীরে সোপানোপরি বসিয়া পড়িল।

শম্ভু বলিল,—"কি দেবতা, এত বিরস কেন? তোমার সে বীররস, সে প্রেমরস, এখন কোথায় গেল? ঘরে ব'সে দেবতা সাজ, প্রেম বিলিয়ে রাস্তার মাঝে কৃষ্ণঠাকুর হও, রসে ডুবে সেবা ভুলিয়া যাও,—এখন তোমার সে সব কবিত্ব গেল কোথা? প্রধান-পুরোহিত সব শুনেছেন। এখন লক্ষ্মীর মত ঘরখানি আমায় ছেড়ে দিয়ে দেশে চ'লে যাও। এ অঞ্চলে আর তোমায় মুখ দেখাতে হবে না।"

শম্ভু চলিয়া গেল। কিষণলাল তদবস্থায় বসিয়া রহিল। সূর্য্য গড়াইয়া চলিল; ক্রমে অপরাহ্ণ হইল; কিন্তু কিষণলাল সেইখানে, সেই ভাবে।

নবম পরিচ্ছেদ

মায়া ঠিক দেখিয়াছিল,—রাণীই বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একা ছিলেন না, তাঁহার পাশে চন্দ্রবালা ছিল। উভয়ে গবাক্ষ হইতে মায়াকে দেখিতে পাইয়া ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন।

মায়া আসিয়া রাণীর সম্মুখে দাঁড়াইল। দাসী প্রণাম করিতে বলিল; কিন্তু মায়া নড়িল না। দাসী পুনঃ পুনঃ বলিল; তবুও মায়া প্রণাম করিল না। সে যে মানুষকে প্রণাম করিতে শিখে নাই।

মায়ার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া বালার প্রাণ উছলিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া গিয়া মায়াকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল; জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি মায়া?"

"হাঁ, আমি মায়া।"

"এখানে কেন এসেছ?"

"তোমরা ডেকে এনেছ, তাই।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মায়া, তুমি আমার কাছে থাকিবে?"

মায়া। না।

রাণী। কেন?

মায়া। বাবাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।

রাণী। তোমার বাবা কে? সন্ন্যাসী?

মায়া। হাঁ।

রাণী। যদি তোমার বাবাকে এখানে পাও?

মায়া। তা হ'লেও থাক্‌তে পার্‌ব না।

রাণী। কেন?

মায়া। পাণ্ডবেশ্বরকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌ব?

রাণী। তবে তুমি আমায় ভালবাস না?

মায়া। না।

রাণী। আমার কাছে থাক্‌তে চাও না?

মায়া। না।

বালা হাসিয়া উঠিল, রাণী হাসিলেন। দুই জনেই সরলপ্রাণা, উচ্চহৃদয়া; তবে রাণী একটু গর্ব্বিতা, একটু তেজস্বিনী।

দাসী তখনও সেখানে ছিল, চলিয়া যায় নাই। সে মায়াকে বলিল,—"ও মা, তুমি এমন বোকা মেয়ে! রাণীমার কাছে থাক্‌তে চাও না! আমার চোদ্দপুরুষে এমন কথা শুনি নি।"

"তোর আবার চোদ্দটা পুরুষ আছে না কি?" বলিয়া বালা হাসিতে হাসিতে দাসীর ঘাড় ধরিয়া তাহাকে গৃহ-বাহির করিয়া দিল।

রাণী বলিলেন,—"মায়া, তুমি আমায় আর কখন দেখেছ কি?"

মায়া। দেখেছি।

রাণী। কোথায়?

মায়া। মন্দিরে—রাজার পাশে।

রাণী। তা'র আগে কোথায় দেখেছ?

মায়া। না।

রাণী। পাণ্ডবেশ্বর ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলে কি?

মায়া। না; এই প্রথম এসেছি।

রাণী বিস্মিতা হইলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস, এই বালিকাকে কোথায় তিনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন; কিন্তু স্থান কাল কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলেন না। রাণী একটু অন্যমনা হইলেন।

মায়া বলিল,—"এবার আমি যাই?"

রাণী। কোথায় যাবে?

মায়া। যেখানে আমি থাকি।

রাণী। কোথায় থাক?

মায়া। তা জানি না।

রাণী। কা'র সঙ্গে যাবে?

মায়া। যার সঙ্গে এসেছি।

রাণী। তার নাম কি?

মায়া। জানি না।

রাণী। তাকে এখন কোথায় পাবে?

মায়া। প্রাঙ্গণে।

রাণী। তবে তুমি আমার কাছে থাকবে না?

মায়া। না।

রাণী। কেন, ঠিক ক'রে বল দেখি?

মায়া। বাবা যেখানে আমায় রেখে গেছেন, সেইখানে আমি থাক্‌ব।

রাণী। মাঝে মাঝে আমায় দেখ্‌তে আসবে?

মায়া। আস্‌ব।

রাণী দাসীকে ডাকিয়া মায়ার সঙ্গে দিলেন। মায়া চলিয়া গেল।

বালা বলিল,—"আমার সাধ হয়——"

রাণী। কি সাধ হয়?

বালা। ছোট দাদার সঙ্গে মায়ার বিবাহ দিই।

রাণী। সহসা মায়ার উপর এতটা দয়া কেন?

বালা। মায়ার মত সরল, নিষ্পাপ, সুন্দর মেয়ে কখন আমি দেখি নাই।

রাণী। তাই বুঝি তাহাকে এক জন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের গলায় পরাইতে চাও?

বালা। উচ্ছৃঙ্খল?

রাণী। সহস্রবার উচ্ছৃঙ্খল।

কথাটা বালার প্রাণে লাগিল; কিন্তু কিছু বলিল না। সে বাতায়নে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"মায়া যার সঙ্গে এসেছিল, সে লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

রাণী। তবে তুমি মায়ার সঙ্গে যাও।

দাসী। কোথায় যাব?

রাণী। যেখানে মায়া থাকে।

দাসী। কোথায় থাকে, আমি জানি না।

রাণী। তুমি না জান্‌তে পার—মায়া জানে।

দাসী। মায়া বাড়ী চেনে—পথ চেনে না।

রাণী। যা'র বাড়ীতে থাকে, তা'র নাম জানে না?

দাসী। না।

রাণী গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, মায়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলনয়নে চারিদিক্ দেখিতেছে। রাণী দাসীকে আদেশ করিলেন,—"মায়াকে নিয়ে এস।"

মায়া আবার আসিল। রাণী বলিলেন,—"মায়া, আমার কাছে থাক।" মায়া ঘাড় নাড়িল।

রাণী। তবে কি কর্‌বে?

মায়া। পথ খুঁজে বাড়ী যাব।

রাণী। যদি বাড়ী না পাও?

মায়া। তখন ফিরে আস্‌ব।

রাণী। যাও, কিন্তু আবার তোমায় ফিরে আস্‌তে হবে।

মায়া। কেন?

রাণী। কেন, তা' জানি না। মনে হয়, তুমি আবার এখানে আস্‌বে।

মায়া কোন উত্তর করিল না; নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাণী বলিলেন,—"তা' ছাড়া আরও একটা কথা আছে।"

মায়া। কি?

রাণী। আমার—আমার মনে হয়, তোমার সহিত আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

বালা আর থাকিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় রাজা তথায় আসিয়া দেখা দিলেন। রাণীকে দেখিবামাত্র রাজার নয়ন আনন্দে হাসিয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্রভাবে রাণীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাণী মায়ার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন,—"দেখ, কে এসেছে!"

রাজার নজর তখন মায়ার উপর পড়িল; তিনি বলিলেন, "এ কি, মায়া? তুমি কখন্ এলে?"

রাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমি মায়াকে এনে দিলে না, কিন্তু ভগবান্ মায়াকে এনে দিলেন।"

রাজা। তিনিই ত দেবার কর্ত্তা।

রাণী। তোমার গৃহে—তোমার রাজ্যেও কি তুমি কর্ত্তা নও?

রাজা। না। তা' যদি হ'তাম——

রাণী। তা' হলে কি হ'ত?

রাজা উত্তর না দিয়া মায়ার পানে চাহিলেন।

বালা নীরবে বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজার মনোভাব কতকটা বুঝিয়া এক্ষণে সে অগ্রসর হইল এবং মায়াকে বলিল,—"চল মায়া, আমরা খেলা করি গে। আমার হরিণের কেমন ছানা হয়েছে, দেখ্‌বে এস।"

মায়া নড়িল না। কিন্তু বালাও ছাড়িল না;—সে মায়াকে টানিয়া লইয়া গেল।

যখন মায়া অদৃশ্য হইল, তখন রাণী বলিলেন,—"কি বলিতেছিলে?"

রাজা উত্তর করিলেন,—"আমি যদি কর্ত্তা হ'তাম, তা' হ'লে আজ মায়া আমার গৃহে আস্‌ত না।"

রাণী। কেন?

রাজা। আমার অনিচ্ছা।

রাণী। অনিচ্ছা কেন?

রাজা। তা'ও বল্‌তে হবে?

রাণী। নিশ্চয়।

রাজা। আচ্ছা, আগে আমার একটা কথার উত্তর দেও

রাণী। কি, বল।

রাজা। মায়াকে গৃহে আনিতে তোমার এতটা ইচ্ছা কেন?

রাণী। কেন, তা' ঠিক জানি না।

রাজা। এতটা প্রবল ইচ্ছা, অথচ কেন, তা'

রাণী উত্তর দিবার আগে একটু ভাবিলেন। ভাবিয়া একটু অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন,—"আমার মনে হয়, যেন মায়াকে কোথায় দেখেছি; কিন্তু কোথায় দেখেছি, তা' কিছুতেই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। তা'র জন্মবৃত্তান্তও কেহ অবগত নয়,—সে যেন আমার কাছে প্রহেলিকা।"

রাজা। প্রহেলিকা বলেই কি তুমি কাছে রাখ্‌তে চাও? ভগবান্ জানেন, তোমার এ কৌতূহল কখন চরিতার্থ হবে কি না।

রাণী। এখন আমার কথা বলেছি, তোমার কথা বল।

রাজা। আমার কি কথা?

রাণী। মায়াকে রাখ্‌তে তোমার অনিচ্ছা কেন?

রাজা। গুরুদেবের আদেশ,—তাই আমার অনিচ্ছা।

রাণী। তাঁ'র কি আদেশ?

রাজা। মায়ার সংস্পর্শে আস্‌তে গোস্বামী নিষেধ কর্‌ছেন।

রাণী বিস্মিত হইয়া রাজার পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে হাসিয়া বলিলেন,—"বুঝেছি,—গোস্বামীর নিষেধের অর্থ বুঝেছি।"

রাজা। কি বুঝেছ?

রাণী। তা' আমি বল্‌তে পারব না।

রাজা। না বল, কপালের টিপ্ তুলে ফেলে দেব, চোখের কাজল মুছে দেব।

রাণী। তা'তে কার ক্ষতি?

রাজা। আমার।

রাণী। তবে?

রাজা। যা'তে আমার ক্ষতি, তা'তে তোমারও ক্ষতি।

রাণী। আমি ক্ষতি মনে কর্‌ব না—মুছে দেও।

রাজা। তামাসা রাখ, কথাটা কি বল।

রাণী। এটাও বুঝ্‌ছ না? গোস্বামীর আশঙ্কা, পাছে তুমি মায়ার রূপে মুগ্ধ হও।

রাজা। যে তোমায় পেয়েছে, তা'র আবার অন্য রমণীতে সাধ!

রাণী। এ সব বিষয়ে গোস্বামীর যেমন বিদ্যা, তেমনি তিনি বলেছেন।

রাজা। গোস্বামীর যেমনই বিদ্যা হ'ক, তাঁ'র আদেশ লঙ্ঘন কর্‌ব না।

রাণী। মায়াকে তাড়াইয়া দিবে?

রাজা। হাঁ।

। সে কোথায় যাবে?

রাজা। কেন, যেখানে ছিল, সেখানে যাবে।

রাণী। কোথায় ছিল, তা' সে জানে না, পথও চিনে না।

রাজা। অনুসন্ধান করব।

রাণী। যতক্ষণ না অনুসন্ধান হয়?

রাজা। ততক্ষণ এখানে থাক্।

পরদিন রাজা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যে গৃহে মায়া ছিল, সে গৃহের সন্ধান হইল, কিন্তু যাহার কাছে ছিল—তাহার সন্ধান হইল না। কিষণলাল প্রত্যুষে উঠিয়া সপরিবারে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। তখন মায়ার ভার অগত্যা রাজার ঘাড়ে পড়িল। মায়া, রাজা-রাণীর কাছে থাকিয়া—বালার সহিত হাসিয়া খেলিয়া রাজপুরীমধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

তা'র কয়েক দিন পরে একদা সন্ধ্যাকালে রাজা ও রাণী অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মায়া অদূরে হরিণশিশুর গলায় ঘুঙ্গুর পরাইতেছিল। বালা একাকী নীরবে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। কাহার গলায় পরাইবে, তা' সে জানে না। গাঁথিয়াই তা'র সুখ।

রাণী ক্লান্ত হইয়া প্রস্তর-বেদীর উপর উপবেশন করিলেন। রাজাও পাশে বসিলেন। মায়া হরিণ-শিশু ছাড়িয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সসঙ্কোচে রাজারাণীর সমীপস্থ হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মায়া?"

মায়া। কাছে যাব?

রাজা। স্বচ্ছন্দে এস।

মায়া। রাগ করবে না?

রাজা। কেন রাগ করব, মায়া?

মায়া। আমি কাছে আসিলে তুমি যে বিরক্ত হও।

রাজা। বিরক্ত হই?

মায়া। হাঁ, বিরক্ত হও।

রাজা। কে তোমায় বলিল, আমি বিরক্ত হই?

মায়া। কেহ বলে নাই—আমি বুঝেছি।

রাজা। কিসে বুঝিলে?

মায়া। আমি যেখানে থাকি, তুমি সেখানে এস না; আমি যেখানে যাই, তুমি সেখানে থাক না।

রাজা নীরব, নিরুত্তর। মায়ার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণপরে একটু গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন,—"তোমায় দেখ্‌লে বিরক্ত হয়, এমন মানুষ ত আমি সংসারে দেখি না।"

মায়া। কেন, আমি কি?

রাজা। তুমি? তুমি কি, তা' ত জানি না, মায়া।

মায়া কথাটা ঠিক বুঝিল না; না বুঝিয়া নীরব রহিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি বলিতে আসিয়াছ?"

মায়া। বলিব?

রাজা। স্বচ্ছন্দে বল। এত সঙ্কোচ কেন?

মায়া। আমার দরবারের কথা মনে আছে কি?

রাজা। তোমার দরবার?

মায়া। হাঁ, আমার দরবার।

রাজা। কিসের জন্য দরবার করেছিলে?

মায়া। আমার বাবাকে—

রাজা। ওঃ, মনে হয়েছে।

মায়া। এত দিন কি মনে ছিল না?

রাজা। না;—ভুলে গিয়েছিলাম।

মায়া। এখন মনে পড়েছে? তবে আমার বাবাকে এনে দেও।

রাজা। আজি তোমার পিতার অন্বেষণে লোক পাঠাইব।

মায়া প্রস্থানোদ্যত হইল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মায়া, তোমার বাবা আসিলে তুমি চ'লে যাবে?"

মায়া। হাঁ।

রাণী। কোথায় যাবে?

মায়া। পাণ্ডবেশ্বরে।

রাণী। এখানে থাকিতে ভাল লাগে না?

মায়া। না।

রাণী। কেন?

মায়া। পাচীলঘেরার ভিতর থাক্‌তে আমার ভাল লাগে না।

রাণী। চ'লে গেলে আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে?

মায়া। করবে।

রাণী। তবে তুমি আমায় ভালবাস?

মায়া। বাসি।

রাণী, মায়াকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন। বালা কোথা হইতে কথাটা শুনিতে পাইল। সে ছুটিয়া আসিয়া মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"মায়া, তুমি আমায় ভালবাস না?"

মায়া উত্তর করিল না, কেবল একটু হাসিল—অধর টিপিয়া অতি সুন্দর, অতি মৃদু হাসি হাসিল। সে নয়নের হাসি—সে সমস্ত মুখের হাসি দেখিয়া বালা মুগ্ধ হইল; অনিমিষ-নয়নে মায়ার মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে বলিল,—"মায়া, তুই কি?"

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী এতটা পথ হাঁটিয়া মুঙ্গেরে আসিলেন, কিন্তু নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না, তা বলিতেছি।

যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, সে সময় গৌড়, অযোধ্যা, মগধ, কান্যকুব্জ, দিল্লী ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু বীরভূমি, বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোটী তখনও অটল—কামরূপ, যাজপুর, সোনার গাঁ তখনও স্বাধীন। হতভাগ্য গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের বংশধর মাধব সেন তখনও নবদ্বীপে স্বাধীন রাজা।

বীরভূমি নব রাজ্য। গৌড় হারাইয়া বাঙ্গালী বীরভূমিতে সমবেত হইয়াছে; এবং বীরসিংহপুর-দুর্গপ্রাকারে হিন্দুপতাকা উড়াইয়া বাঙ্গালা স্বাধীন করিবার আশা করিতেছে। বীরসিংহ তাহাদের উপযুক্ত নায়ক—ধ্রুব গোস্বামী উপযুক্ত উপদেষ্টা।

বাঙ্গালী-সংগঠিত এই নবরাজ্য ধ্বংস করিবার মানসে, বাঙ্গালা-বিহারের রাজা সুলতান গায়সউদ্দীন ১২২৬ খৃষ্টাব্দে রণসাজে সাজিতেছিলেন। এত দিন তিনি বীরসিংহকে দমন করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট্ আলুতমাসের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তা ছাড়া বীরসিংহকে দমন করাও বড় সহজ নয় জানিয়া সুলতান মুঙ্গেরে শিবির স্থাপন করিয়া বিপুল সেনোদ্যোগ করিতেছেন।

এই বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হায়দার আলি। তিনি ভেদনীতি বেশ বুঝিতেন। বুঝিতেন বলিয়াই সাদক খাঁ নামক এক জন চতুর ও কার্য্যকুশলী সেনানীকে ফতেসিংহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সাদক খাঁ কার্য্যসিদ্ধি করিয়া ফতেসিংহ-সমভিব্যাহারে মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

হায়দার আলি দেশমধ্যে রাষ্ট্র করিলেন যে, ফতে-সিংহ রাজ্য-বিতাড়িত হইয়া মুসলমানের নিকট বিচার ও সাহায্যপ্রার্থী। তাই মুসলমান, অপরাধীকে শাস্তি দিতে, দুর্ব্বলকে হৃতসিংহাসনে বসাইতে রণসাজে সাজিতেছে।

কিন্তু মুসলমান এখনও সম্পূর্ণ সজ্জিত হইতে পারে নাই। আরও সৈন্যের প্রয়োজন। বীরসিংহ সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কয়েকবার হারিয়া মুসলমান সে কথা বেশ বুঝিয়াছে।

যেটা আয়োজনের প্রধান অঙ্গ, সেটা সম্পন্ন হইয়াছে,—ফতেসিংহ মুঙ্গেরে আনীত হইয়াছেন। কিন্তু বন্দিরূপে নয়, সম্মানিত অতিথিরূপে; অন্ততঃ ফতেসিংহ তাহাই জানিতেন। বিশাল অট্টালিকা তাঁহার বাসগৃহের জন্য নির্দ্দিষ্ট; অগণিত দাস-দাসী, রূপযৌবনসম্পন্না নর্ত্তকীর দল তাঁহার ভোগার্থে নিয়ো-জিত; উৎকৃষ্ট দ্রব্যনিচয়ে তাঁহার বিলাসগৃহ পূর্ণ। তাঁহাকে সকলই দেওয়া হইয়াছে, কেবল একটি জিনিস দেওয়া হয় নাই; সেটি স্বাধীনতা। কিন্তু ফতেসিংহ সে কথা অবগত ছিলেন না। মুসলমানেরা তাঁহাকে মদিরা ও রমণীতে এমনই উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, ভোগ-বিলাস ছাড়া আর কোন দিকে তাঁহার মন ছিল না।

ফতেসিংহ চতুর, কিন্তু সাদক খাঁ তদধিক চতুর। ফতেসিংহকে সে এমন ষড়যন্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, তিনি কোনমতে তাঁহার বন্দিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। ফতেসিংহ যখন যাহা চাহিতেন, সাদক খাঁ অবনত-মস্তকে তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইত। ফতেসিংহ শিকারে যাইতে চাহিলে, সাদক খাঁ শত প্রহরী লইয়া পিছনে পিছনে তাঁহার শরীররক্ষক-স্বরূপ যাইত। ফতেসিংহ নর্ত্তকীদল লইয়া নৌকাবিহারে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে, সাদক খাঁ বিশখানা ছিপ লইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইত। ফতেসিংহ উদ্যান-ভ্রমণে বহির্গত হইলে, সাদক খাঁ অলক্ষ্যে পাহারা দিত। নিশাকালে সাধক খাঁ অট্টালিকার চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া স্বয়ং দেউড়ীতে সজাগ থাকিত। ফতেসিংহ সে সব কিছুই জানিতেন না; তিনি সুরাপানে উন্মত্ত থাকিয়া ভাবিতেন, মুসলমান তাঁহাকে সমাদর ও সম্মান করিতেছে।

কেন যে মুসলমান এতটা সম্মান দেখাইত, তাহা ফতেসিংহ ঠিক বুঝিতেন না। একদা কৌতূহলী হইয়া তিনি সাদক খাঁকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। সাদক খাঁ ভূমি স্পর্শ করিয়া সসম্মানে বলিয়াছিল,—"জনাব, আপনি দেশের রাজা। আপনাকে সম্মান দেখান আমাদের কর্ত্তব্য।"

ফতেসিংহ তচ্ছ্রবণে হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি এক জন ভিখারী মাত্র, আমায় রাজা বল কেন?" সাদক উত্তর করিয়াছিল,—"আমরা আর কাহাকেও রাজা বলিয়া চিনি না। আপনিই প্রকৃত রাজা, বীর-সিংহ দস্যুমাত্র। তা' ছাড়া আপনার রাজ্যে যে সুখে

আমি বাস করিয়াছিলাম, তা' জীবনে বিস্মৃত হইব না। সামান্য সম্মান দেখাইয়া সে উপকারের কি শোধ দিব?" বলিতে বলিতে সাদক কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

সত্য সত্যই আদর-যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। অট্টালিকার ভিতরে ফতেসিংহের সেবার্থ অসংখ্যক হিন্দু দাস-দাসী নিযুক্ত ছিল; দ্বারে, প্রাসাদবাহিরে সংখ্যাতীত পাঠান তাঁহার দেহরক্ষার্থ সতর্ক থাকিত। পাছে বীরসিংহ-প্রেরিত কোন গুপ্তচর অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ লাভ করে, এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া সাদক খাঁ নিয়ম করিয়াছিল যে, তাহার অনুমতি-পত্র ব্যতীত প্রাসাদমধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না। কোন আগন্তুক—হিন্দু বা মুসলমান—সাদক খাঁর অনুমতি ব্যতীত প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না।

নর্ত্তকীদলের জন্য, অট্টালিকা-বাহিরে স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহারা যখন ভবনমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সাদক খাঁ স্বয়ং দ্বারে উপস্থিত থাকিত। নির্গমনকালেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না।

এতটা কড়াকড়ি পাহারা দেখিয়া ফতেসিংহের একবার একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্য;—সাদক খাঁর চটুল কথায়, রমণীর কটাক্ষে সে সন্দেহটুকু মুহূর্ত্তমধ্যে ধ্বংস হইয়াছিল। ধ্বংস হইলেও সাদকের একটু শিক্ষা হইয়াছিল,—সে আরও সাবধানে চলিত।

সাবধানে চলিত, কেন না, ফতেসিংহের সন্দেহ একবার উদ্দীপ্ত হইলে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা মুসলমানের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ফতেসিংহ পাঠান পক্ষে থাকিলে অনেক হিন্দু, বীরসিংহের দল ছাড়িয়া ফতেসিংহকে সাহায্য করিতে পারে; অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকিতে পারে।

এই সব অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া সাদক খাঁ তাহার সম্মানিত অতিথিকে নগরমধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়াছে। নগরটি যেন একটা বৃহৎ কারাগার। সাদক খাঁর অনুমতি ব্যতীত নগরমধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তবে মুসলমান সৈনিক সম্বন্ধে এ নিয়ম ছিল না। তাহারা ইচ্ছামত যাইতে আসিতে পারিত।

সৈনিকেরা পারিত; কিন্তু নগরবাসীরা পারিত না। তাহাদের যাইতে আসিতে হইলে অনুমতির প্রয়োজন হইত। অনুমতি যদিও সচরাচর মিলিত, তথাপি নিয়মটা তাহাদের বড়ই কঠিন বলিয়া ঠেকিত।

হিন্দু অধিবাসীদের ত কথাই ছিল না। তাহারা আজ অনুমতি চাহিলে সপ্তাহ পরে অনুমতি মিলিত। তখন হয় ত বাহিরে যাইবার প্রয়োজনই থাকিত না। পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াও যখন তাহারা ফল পাইল না, তখন তাহারা একে একে নগর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। ক্রমে নগর হিন্দুশূন্য হইল।

নগর আপাততঃ হিন্দুশূন্য করাই মুসলমানের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছিল। ইতর-জাতীয় দুই চারি জন ছাড়া নগরে বড় একটা হিন্দু ছিল না। তাহারা নগর ছাড়িয়া যাইতে চাহিলে মুসলমান বাধা দিত না; কিন্তু প্রবেশ করিতে চাহিলে পাঠান দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইত।

যখন নগর-দ্বার রুদ্ধ, তখন সন্ন্যাসী মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়া দেখিলেন, নগরমধ্যে হিন্দুর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নগর-দ্বারে সন্ন্যাসীর দিন কাটিতে লাগিল,—নগরমধ্যে কোনমতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। ফতেসিংহের কাছেও যে সংবাদ পাঠাইবেন, সে উপায়ও নাই। কে তাঁহার কাছে যাইবে? মানুষ কোন্ ছার, পশু-পক্ষীরও তথায় যাইবার ক্ষমতা নাই। তবু সন্ন্যাসী হতাশ হইলেন না।

নগরের উপকণ্ঠে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে সন্ন্যাসী আশ্রয় লইয়াছিলেন। গ্রামখানি মুসলমান অধিকারভুক্ত। গ্রামের নাম পূর্ব্বে যাহাই থাকুক না কেন, মুসলমান-বিজয়ের পর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সেরপুর হইয়াছে। গ্রামে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী, তবে দুই চারি ঘর মুসলমান যে ছিল না, এমন নহে। এই সকল মুসলমান কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, এক্ষণে ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। কেন করিয়াছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে যে সকল মুসলমান এখন দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্বপুরুষ, খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। সে কথা এখন যাক্।

এক দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সন্ন্যাসী গ্রামপ্রান্তে একটা বটবৃক্ষতলে বসিয়া দূর হইতে নগর-দ্বার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তখনও সূর্য্য ডুবে নাই, নগরদ্বারও বন্ধ হয় নাই। এমন সময় পিছনে অকস্মাৎ একটা আর্ত্তনাদ উঠিল। আর্ত্তনাদ রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত বলিয়া সন্ন্যাসীর প্রতীতি হইল। তিনি চকিতের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, অদূরে দুই জন

মুসলমান সৈনিক একটি দুর্ব্বল বালিকার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বালিকা মুসলমানী; কলসীকক্ষে জল আনিতে আসিয়া এই বিপাকে পড়িয়াছে। পাপিষ্ঠদ্বয় আসিয়া যখন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, তখন সে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিলেন।

সন্ন্যাসীকে আসিতে দেখিয়া সৈনিকেরা বিরক্ত হইল; কিন্তু বালিকার হাত ছাড়িল না। সন্ন্যাসী অপ্রতিহত তেজে তাহাদের মধ্যে পতিত হইলেন এবং চকিতের মধ্যে বালিকাকে ছিনাইয়া লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। এক জন সৈনিক উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সন্ন্যাসীর প্রতি ধাবমান হইল। সন্ন্যাসী, বালিকাকে বলিলেন,—"মা, তুমি এই সুযোগে পলায়ন কর।"

বালিকা বলিল,—"তোমার কি হবে, বাবা?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—"সন্ন্যাসীর কি মৃত্যু আছে?"

বালিকা আশ্বস্ত হইয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। এক জন সৈনিক তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু যে প্রাণভয়ে অথবা ধর্ম্মভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছে, তাহাকে ধরা সহজসাধ্য নয়,—বালিকা মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

তখন দুই জনে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে ধরিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মার, কাট—ক্ষতি নাই; কিন্তু একটা কথা শুন।"

সৈনিক। কাফেরের আবার কি কথা আছে?

সন্ন্যাসী। তোমরা রাজা, প্রজা মার কেন?

সৈনিক। আমাদের খুসী।

স। খুসী বলিলে চলিবে কেন? মুসলমান বীরজাতি, রাজগুণে বিভূষিত। কেন সে নামে কলঙ্ক ঢাল?

সৈ। তুই বেটা তা' বলবার কে?

স। আমি প্রজা,—রাজাকে বুঝাইবার, রাজার মঙ্গল খুঁজিবার আমার অধিকার আছে। তাই বলিতেছি, যে জাতি বীরশ্রেষ্ঠ, যে জাতি হয় ত এক দিন সমগ্র পৃথিবীর রাজা হইবে, সে জাতির নাম কলঙ্কিত কর কেন?

সৈ। বেটা যেন পয়গম্বর; মার বেটাকে।

কিন্তু মারা সহজ হইল না। পাঁচ সাত জন হিন্দু গ্রামবাসী কোথা হইতে লগুড়-হস্তে আসিয়া সিপাহীদের ঘিরিয়া ফেলিল। সৈনিকদ্বয় তরবারি উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু লাঠির কাছে তরবারি কি করিবে? মুহূর্ত্তমধ্যে সৈনিকদ্বয় অস্ত্রহীন হইল; লগুড়ধারী হিন্দুরা তবু ছাড়িল না; যে নিরস্ত্র, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন সন্ন্যাসী বিবাদকারীদের মধ্যে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"যে লাঠি মারিতে চাও, আমাকে মার। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মরিলে কাহারও ক্ষতি নাই।"

উভয়পক্ষ বিস্মিত ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। মুসলমান ভাবিল, "যাহাকে মারিতে চাহিয়াছিলাম, সে আমাদের রক্ষা করে কেন? নিশ্চয় বেটার কোন মতলব আছে।" হিন্দুরা যাহা ভাবিল, তাহা মুখেই ব্যক্ত করিল। এক জন অগ্রগামী হইয়া বলিল,—"সরে দাঁড়াও, ঠাকুর। তোমাকে আমরা মারতে চাই না,—যে তোমার শত্রু, মেয়েমানুষের শত্রু, তাকে আমরা মারতে চাই।"

স। তোমরা মারিবার কে?

হিন্দু। আমরা কে?

স। হাঁ, তোমরা কে? যে অপরাধী, তা'কে শাস্তি দিবার তোমাদের কি অধিকার আছে?

হিন্দু। আমাদের গাঁয়ের মেয়েছেলে বে-ইজ্জত করলে আমরা শাস্তি দিব না? এ কি বলছ ঠাকুর? আমরা শাস্তি না দিলে শাস্তি দেবে কে?

স। যে কর্ত্তা, সেই দিবে।

হিন্দু। কর্ত্তা কে?

স। কর্ত্তা—দেশের রাজা; কর্ত্তা—ভগবান্। তুমি আমি কে?

হিন্দু। ও সব কথা শুনি না। কর্ত্তা আমার হাতের লাঠি।

স। হাতে লাঠি থাকে, বাহুতে বল থাকে—দেশের রাজা হও; রাজা হয়ে অপরাধীর শাস্তি দাও। যতক্ষণ না তা' হ'তে পার, ততক্ষণ রাজার উপর শাস্তি দিবার ভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাক।

হিন্দু। আমরা মুসলমান রাজা মানি না।

স। না মান, হিন্দুরাজ্যে গিয়া বাস কর। কিন্তু যতক্ষণ তা না কর, ততক্ষণ তুমি যা'র রাজত্বে বাস করছ—তাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করবে।

হিন্দু। মুসলমান আবার দেবতা!

স। হাঁ, দেবতা। যে রাজা, সেই দেবতা। যে বাহুবলে দেশের পর দেশ জয় করতে পারে—যে দিল্লী, কান্যকুব্জ, মগধ, গৌড় প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ধ্বংস ক'রে ইসলাম-পতাকা উড্ডীন করতে পারে—সে দেবতা।

হিন্দু। সে অসুর।

স। বীর্য্যে অসুর—রাজগুণে দেবতা। সে কথা এখন যাক। তোমরা যদি মাথা ফাটাতে চাও, তবে আমার মাথা ফাটাও। কেহ কিছু বলবে না।

এই দুর্ব্বৃত্ত দু'জনকে মার, তোমাদের গ্রাম এখনই শ্মশানে পরিণত হবে।

গ্রামবাসীরা লাঠি নামাইয়া শান্তভাবে দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী মুসলমানদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তোমরা এখন দুর্গে ফিরিয়া যাইতে পার।"

জনৈক সৈনিক অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আমরা শুধু যাব না—তোদেরও যেতে হবে। সব বেটাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আজ দেখাব, সুলতানের ফৌজের গায়ে হাত তুললে কি শাস্তি হয়।"

এক জন হিন্দু হাসিয়া বলিল,—"ধ'রে নিয়ে যাবার ভার কার উপর দিয়েছ, খাঁ সাহেব?"

সিপাহী। ফৌজ ডেকে গ্রামশুদ্ধ লোক ধ'রে নিয়ে যাব।

সন্ন্যাসী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—"অপরাধ যদি কেহ করিয়া থাকে, তবে আমি করিয়াছি, গ্রামবাসীদের কেন শাস্তি দিবে? গ্রামবাসীরা তোমাদের উপর অত্যাচার করে নাই, তোমরা বরং তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছ।"

পূর্ব্ববক্তা মুসলমান বলিল,—"এ সন্ন্যাসী বেটা বিদ্রোহী; এই বেটাকে ধ'রে নিয়ে চল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তোমাদের ইচ্ছায় বাধা দিবার ক্ষমতা আমার নাই। অপরাধ করিয়া থাকি—শাস্তি দেও। কিন্তু স্মরণ রাখিও, তোমাদের মত নরাধমের পাপে রাজার নাম কলঙ্কিত হয়—রাজ্য রসাতলে যায়। রাজ্য গড়িতে চাও—ধর্ম্মপথে চল।"

এক জন মুসলমান অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীর হাত ধরিল। গ্রামবাসীরা বলিল,—"আমাদের গাঁ হ'তে সন্ন্যাসীকে ধ'রে নিয়ে যেতে দেব না।"

সন্ন্যাসী তাহাদের নিরস্ত করিয়া বলিলেন,—"আমার জন্য কেন সমস্ত গ্রাম বিপন্ন করিবে? আমাকে যাইতে দেও—স্ত্রী-পুত্র রক্ষা কর।"

স্ত্রী-পুত্রের নামে গ্রামবাসীরা নিরস্ত হইল। তখন মুসলমানেরা সন্ন্যাসীকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

এবার নগর-প্রবেশের কোন আপত্তিই হইল না; কেন না, সন্ন্যাসী বিদ্রোহী, বন্দী। নগররক্ষকের আদেশে সন্ন্যাসী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী এক্ষণে কারাগৃহে। কিন্তু অনাহারে; মুসলমান-স্পৃষ্ট অন্ন-জল তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না—জীবনরক্ষার জন্যও নয়। সুতরাং অনাহারে দিন কাটিতে লাগিল।

যে গৃহমধ্যে সন্ন্যাসী আবদ্ধ, সেটা অতি ক্ষুদ্র। প্রাচীর ও হর্ম্ম্যতল প্রস্তর-বিনির্ম্মিত। অতি উচ্চে পক্ষি-প্রবেশোপযোগী একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। দ্বার প্রস্তর-গঠিত। দ্বারের পিছনে প্রহরী। পলায়নের কোন উপায় নাই।

কিন্তু সে জন্য সন্ন্যাসী চিন্তিত নহেন। নিজের জন্য চিন্তা করিতে কখন তিনি শিখেন নাই। যে কার্য্যের জন্য তিনি পাণ্ডবেশ্বর ছাড়িয়া এত দূর আসিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য তাঁর যা' কিছু চিন্তা। কিন্তু চিন্তায় কোন ফল নাই; সন্ন্যাসীও তাহা বুঝিয়াছেন। বুঝিয়া, ভগবানের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত।

দুই রাত্রি কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে কারাধ্যক্ষ দ্বারে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি বৃদ্ধ এবং দয়ালু। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করে। বস্তুতই তিনি সম্মান-ভক্তির পাত্র। তাঁহার ভয়ে কেহ অযথা বন্দীদের পীড়ন করিতে পারে না; এমন কি, সেনাপতিও না। তাঁহার আদেশের উপর কাহারও আদেশ চলিত না। সমগ্র পাঠান-শিবিরমধ্যে কে কারাধ্যক্ষ এমদাদ আলিকে চিনিত না? কে তাঁহার আজ্ঞা সসম্মানে প্রতিপালন করিত না?

এমদাদ আলি স্বয়ং বন্দীদের অনুসন্ধান লইয়া বেড়াইতেন। বন্দীও অনেক। যে গৃহে সন্ন্যাসী আবদ্ধ ছিলেন, সেই গৃহ-দ্বারে আসিয়া কারাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ঘরে কে আছে?"

প্রহরী উত্তর করিল,—"এক জন হিন্দু।"

কারা। কেন বন্দী হইয়াছে?

প্র। সে বিদ্রোহী।

কারা। কবে আসিয়াছে?

প্র। পরশ্ব সন্ধ্যাকালে।

কারা। সুস্থ আছে?

প্র। আজ্ঞে হাঁ।

কারা। আহারাদির ত্রুটি হয় নাই?

প্র। আজ্ঞে, সে আহার করে নাই।

কারা। দুই দিন আহার করে নাই?

প্র। আজ্ঞে না।

কারাধ্যক্ষের প্রাণে ব্যথা লাগিল; তিনি আদেশ করিলেন,—"দ্বার খোল—আমি দেখিব।"

প্রহরী ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার খুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কারাধ্যক্ষ গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারময় কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া এমদাদ প্রথমে বড় একটা কিছু দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে কে আছ?"

উত্তর হইল,—"এক জন বৃদ্ধ—হিন্দু।"

প্রশ্ন। আহার হইয়াছে?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। কেন হয় নাই?

উ। যবন-স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে পারি না।

প্র। অনাহারে কয় দিন বাঁচিবে?

উ। না বাঁচি, মরিব।

প্র। কেন তুমি আত্মহত্যায় উদ্যত?

উ। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন আত্মহত্যা নয়।

প্র। যবন-স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে কি ধর্ম্ম নষ্ট হইবে?

উ। সে তর্ক বিধর্ম্মীর সহিত করিতে ইচ্ছা নাই।

এমদাদ আলি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি রাঁধিতে পার?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"আজীবন রাঁধিয়াই আসিতেছি।"

কারা। উত্তম, আমি এক জন পরিচারক পাঠাইয়া দিতেছি।

স। সে হিন্দু?

কারা। হাঁ, হিন্দু।

কারা-বাহিরে আসিয়া এমদাদ আলি জনৈক কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন,—"এক জন হিন্দু-পরিচারক আনিয়া দাও।"

কর্ম্মচারী। হিন্দু এ নগরে নাই।

কারা। নগর-বাহির হইতে আনিয়া দাও।

কর্ম্ম। বাহিরের লোক ভিতরে আসিতে চায় না।

কারা। তবে রাজা ফতেসিংহের প্রাসাদ হইতে আনিয়া দাও।

কর্ম্ম। পরওয়ানার প্রয়োজন।

কারা। কা'র উপর পরওয়ানা চাই?

কর্ম্ম। সাদক খাঁর উপর।

কারাধ্যক্ষ পরওয়ানা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে হিন্দু-পরিচারক আসিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

উত্তর। পরিচারক।

প্রশ্ন। তুমি কোন্ বর্ণ?

উ। আমি হিন্দু—ক্ষত্রিয়।

প্র। তুমি ক্ষত্রিয় হয়ে মুসলমানের সেবা কর?

উ। সেবা করি না—দাসত্ব করি।

প্র। দাসত্বই বা কর কেন?

উ। দেশ বিজিত—আমি উপায়হীন।

প্র। অস্ত্র ধরিতে জান?

উ। কোন্ ক্ষত্রিয় অস্ত্র ধরিতে জানে না?

প্র। তবে হিন্দু রাজার দাসত্ব কর না কেন?

উ। আপাততঃ তাহাই করিতেছি।

প্র। কার দাসত্ব করিতেছ?

উ। রাজা ফতেসিংহের।

সন্ন্যাসী নীরব হইলেন। ভৃত্য অস্পষ্টালোকে দেখিল, তাহার প্রশ্নকারী এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। পরিচারক তখন ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

"রামদেও।"

"ভাল, রামদেও, আমার আহারের ব্যবস্থা কর।"

রামদেও চাল, ডাল, জল আনিয়া আহারের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইল। একটা চুলাও আনিল। কেন না, গৃহবাহিরে বন্দীর যাইবার হুকুম নাই—পাথরের মেঝেতেও আখা কাটিবার উপায় নাই। মহা উৎসাহে রামদেও আয়োজনাদি করিতে লাগিল।

চুলায় হাঁড়ি চড়াইয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামদেও, তোমার বয়স কত?"

রাম। চল্লিশ হবে।

স। তোমার বাড়ী কোথায়?

রাম। ক্ষমা করিবেন।

স। রামদেও, আমি হিন্দু—সন্ন্যাসী। আমার কাছে কথা গোপন করিতেছ কেন?

রাম। আমার পরিচয় এ জীবনে কাহাকেও দিব না স্থির করিয়াছি।

স। আমি কতকটা জানি।

রাম। কি জানেন?

স। তুমি শিক্ষিত—সম্ভ্রান্তবংশীয়।

রামদেও নিরুত্তর রহিল। চুলার আগুনে রামদেওর মুখখানা খুব লাল দেখাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী সেই মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।"

রামদেও চমকিয়া উঠিল। পর-মুহূর্ত্তে আত্মসংযম করিয়া বলিল,—"আমার বাসনা?"

সন্ন্যাসী। হাঁ, তোমার বাসনা।

রাম। প্রভুর কল্যাণ ব্যতীত পরাধীন ভৃত্যের আবার কি বাসনা আছে, ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। আমার সহিত ছলনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সাবধান রামদেও, অক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যে লিপ্ত হইও না।

বিস্মিত-নয়নে ক্ষণকাল সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া থাকিয়া রামদেও বলিল,—"আপনি কে, প্রভু?"

সন্ন্যাসী। যখন তোমার পরিচয় পাইয়াছি, তখন

তোমার নিকট কিছুই লুকাইবার প্রয়োজন দেখি না। আমি বীরসিংহপুর হইতে আপাততঃ আসিতেছি।

রাম। আপনিই কি সেই দেশবিখ্যাত ধ্রুব গোস্বামী?

সন্ন্যাসী সম্মতি জানাইলেন। রামদেও তখন সন্ন্যাসীর পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল,—"আজ আমার জীবন সার্থক হইল। কিন্তু প্রভু, আপনি এখানে কেন?"

সন্ন্যাসী। আমি ফতেসিংহকে লইতে আসিয়াছি।

রাম। এ অসাধ্য কার্য্যে কেন ব্রতী হইয়াছেন?

সন্ন্যাসী। ব্রতী না হইয়া কি মুসলমানের হাতে রাজ্যটা তুলিয়া দিব?

রাম। ঠিক্ বলিয়াছেন; যবনের ছলনা-জাল হইতে ফতেসিংহের উদ্ধার না হইলে হিন্দুরাজ্যের আর কল্যাণ নাই।

সন্ন্যাসী। হিন্দুরাজ্যের কিছুতেই আর কল্যাণ নাই। প্রবল বন্যাপ্রবাহ বালির বাঁধে রোধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

রাম। তবে এ পণ্ডশ্রম কেন?

সন্ন্যাসী। দেশের জন্য পণ্ডশ্রম করিয়াও সুখ।

রামদেও নিরুত্তর রহিল। কাহারও মুখে কথা নাই—উভয়েই চিন্তাকুল। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কয় জন হিন্দু এখানে আছে?"

রাম। যে কয় জন রাজাজীর সঙ্গে বাঙ্গালা হইতে আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী। তা' ছাড়া আর কেহ নাই?

রাম। আমারই মত দুই চারি জন আছে।

সন্ন্যাসী। ফতেসিংহের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়?

রাম। হয়।

সন্ন্যাসী। গোপনে?

রাম। না।

সন্ন্যাসী। গোপনে সাক্ষাৎ করিতে পার?

রাম। আপনার আদেশ হইলে পারি।

সন্ন্যাসী। কাজটা কি গুরুতর?

রাম। অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সন্ন্যাসী। কেন?

রাম। সাদক খাঁ এতই সতর্ক।

সন্ন্যাসী। তবে উপায়?

রাম। আপনার আশীর্ব্বাদে উপায় করিয়া লইব।

সন্ন্যাসী। একখানা পত্র ফতেসিংহকে দিতে পারিবে?

রাম। লিখিয়া দিন্—চেষ্টা দেখিব।

সন্ন্যাসী। লিখিবার উপকরণ আছে?

রাম। কাছে নাই—এক্ষণে আনিবার উপায় নাই।

সন্ন্যাসী। কাল আনিও।

রাম। যে আজ্ঞা।

অন্ন প্রস্তুত হইল; কিন্তু সন্ন্যাসী তাহা স্পর্শ করিলেন না। রামদেও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আহার করিবেন না?"

"না।"

"কেন?"

"ঠাকুরের প্রসাদ ভিন্ন আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

"তবে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দিন।"

"মুসলমানের গৃহে মুসলমানের অন্ন ঠাকুরকে দিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।"

"তবে কি অনাহারে থাকিবেন?"

"তদ্ভিন্ন উপায় কি?"

"কত দিন অনাহারে থাকিবেন?"

"যত দিন পারি।"

"তার পর?"

"তার পর? তার পর কি হবে, ভগবান্ জানেন?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন সন্ধ্যাকালে ফতেসিংহের বিলাস-গৃহে ভরপুর মজলিস। বীণার ঝঙ্কারে, পাখওয়াজের বোলে, রমণীর পদশব্দে—গৃহ প্রকম্পিত। শত শত উজ্জল দীপে—তদধিক উজ্জ্বল রমণী-কটাক্ষে সেই বিলাস-মন্দির আলোকিত; আর সদ্যচয়িত ফুলের গন্ধে সেই বিশালকক্ষ আমোদিত।

সেই শত দীপ ম্লান করিয়া ফতেসিংহ মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্মুখে নর্ত্তকীর দল। দুই পার্শ্বে মোসাহেববৃন্দ। পিছনে দুই চারি জন পরিচারক। সাদক খাঁও সেখানে আছে। তবে মোসাহেবগণের মধ্যে নয়; ফতেসিংহের পদতলে বসিয়া সে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে।

মজলিসে সরাপের অপ্রতুলতা নাই। এক জন ভৃত্য আশু হইয়া সরাপ যোগাইতেছিল। সকলেই সরাপ খাইয়াছে, কেবল সাদক খাঁ খায় নাই। খাইবার ভাণ করিয়াছিল, কিন্তু গলাধঃ করে নাই।

নর্ত্তকীদের মধ্যে এক জনের পরিচয়ের একটু প্রয়োজন। তাহার নাম বেলা বিবি। সে যুবতী—সুন্দরী। বেলা বিবি, মুসলমানী বলিয়া

জগতে পরিচিত। তাহার বাড়ী কোথায়, কেহ তা' জানে না; তবে ইহা জানে যে, সে সম্প্রতি দিল্লী হইতে আসিয়াছে। ফতেসিংহ তাহাকে একটু অনুগ্রহ করিতেন। সে চরিত্রহীনা বেশ্যা ছিল না। তখনকার দিনে নর্ত্তকীমাত্রেই বেশ্যা হইত না। এখন এ দেশে নর্ত্তকীমাত্রেই বেশ্যা। তখন দরিদ্র মাতাপিতা পেটের দায়ে আপন পুত্রকন্যা বেচিত। তাহারাই ভদ্রসংসারে প্রতিপালিত হইয়া, কেহ কুতবুদ্দীনের মত নাম ও যশঃ কিনিত—কেহ বা নর্ত্তকীদলভুক্ত হইয়া অবশেষে আমীর ওম্‌রাহ বিবাহ করিত।

বেলা বিবির চরিত্র ও স্বভাব নির্ম্মল। কিন্তু সে বড় দুষ্ট—লোককে জ্বালাতন করিতে অদ্বিতীয়। তবু লোকে তাহাকে ভালবাসিত—সে জ্বালাতনটুকুও মিষ্ট মনে করিত। বেলার দেখাদেখি গহরজান বিবি যখন রহস্য বা বিদ্রূপের উদ্যম করিত, তখন লোকে বিরক্ত হইত। অথচ দুই জনের সমান বয়স, সমান রূপ।

বেলা গান ধরিল,—

"এস এস হে হৃদয়-রতন।
(হ'ক) মধুর বসন্তে মধুর মিলন॥
লয়ে দূর-মুখরিত কোকিল-তান,
লয়ে তটিনী-তরঙ্গিত কুল-কুল গান;
এস চির-বাঞ্ছিত, জীবন পূজিত,
অরুণ চরণ, কমল-বরণ।
লয়ে তরুণ উষার হাসি
লয়ে তারা শশী সুশোভনা জোছনা-রাশি;
এস এস হে, হৃদয়-নিকুঞ্জে একবার ব'স হে,
এস সুরভি-সমীরে ভেসে— ভুবনমোহন বেশে
বঁধু আমার জুড়াও জীবন॥" *

গানটা বাঙ্গালা। সুতরাং ফতেসিংহ ছাড়া বড় একটা কেহ বুঝিল না। সাদক খাঁ বাঙ্গালা গানে চটিত; কেন না, যদিও সে বাঙ্গালা ভাষা কতকটা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল, কিন্তু গান এক কালে বুঝিত না। সাদক খাঁ জিজ্ঞাসা করিল—"বাঙ্গালা গান কোথায় শিখলে বিবি?"

বেলা উত্তর করিল,—"নর্ত্তকীদের নানারকম গান শিখতে হয়, সাহেব।"

সাদক গহরজানের পানে চাহিয়া বলিল,—"তুমি একটা গান ধর।"

গহরজান গায়িল,—

কাঁহা মেরা পিয়া কাঁহা মেরা জান্।
কাঁহা চলি গেলি হামার পরাণ॥
তাহার লাগিয়ে
সরম খোয়ায়ে,
আশাতে যাতাসু এ পোড়া পরাণ॥
সো ফিরি না আয়ল,
আশা সব ঘুচল,
কেন মিছা জ্বালনু অনল নিবাণ॥

গীতবাদ্য থামিল। ফতেসিংহ বলিলেন,—"বেলা বিবিকে সরাপ খাইতে দেখি নাই।"

বেলা উত্তর করিল,—"কবে বেলা বিবিকে সরাপ খাইতে দেখিয়া থাকেন?"

ফতে। তুমি কি সরাপ খাও না?

বেলা। এত দিনে কি সেটা জানিলেন?

ফতে। দেখ বিবি, এমন সরাপ বাঙ্গালা মুলুকে নাই। আমার দোস্ত সাদক খাঁ মেহেরবানি করিয়া তোমাদের দেশ হইতে আনাইয়া দিয়াছেন। তোমাদের সরাপ তোমরা খাবে না কেন?

বেলা। জনাব, শুঁড়ীতে কি মদ খায়? আমি খাই না—আপনার দোস্তও খান না।

ফতে। তোমরা শুঁড়ী নও—এ সরাপও মদ নয়।

বেলা। খাঁ সাহেবের হাতে পড়লে মদও সরাপ হয়—শুঁড়ীও নাচ্‌নিওয়ালী হয়।

ফতেসিংহ ছাড়া এ রহস্যে বড় একটা কেহ হাসিল না—হাসিতে সাহস করিল না। ফতেসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার দোস্তের কি এতই ক্ষমতা?"

বিবি বলিল,—"ক্ষমতা না থাকিলে আপনি কেন—"

আরক্তনয়নে সাদক খাঁ বেলার পানে চাহিল। সুতরাং বেলা যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহা আর বলা হইল না। কথাটা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। ফতেসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিতেছিলে?"

বেলা উত্তর করিল,—"বল্‌ছিলাম যে, খাঁ সাহেবের ক্ষমতা না থাক্‌লে আপনি কেন গহরজানের মত শুঁড়ীকে নাচ্‌নিওয়ালী মনে করবেন?"

বেলা কথাটা উল্টাইল; কেহ কেহ তাহা বুঝিল, কিন্তু গহরজান বুঝিল না,—সে কোঁস করিয়া উঠিল।

কলহ—রসিকতা—গীতবাদ্য চলিতে লাগিল। সকলেই প্রফুল্ল, কেবল সাদক খাঁ নিরানন্দ। সে বড়ই চটিয়াছে; রাগটা বেলার উপর। সাদক খাঁ ভাবিতেছিল,—"বেলা কোন্ দিন হয় ত অসতর্ক

---

* এই গীতটি আমার প্রিয় সুহৃদ্ রাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী রচিত।

অবস্থায় ফতেসিংহের কাছে কি বলিয়া ফেলিবে; ফতেসিংহ হয় ত তাঁহার বন্দিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তা হলেই বিপদ্। অতএব এ সরল-প্রাণা অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী বালিকাকে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাকে দূরীভূত করা কঠিন; কেন না, সে ফতেসিংহের অনুগ্রহ-পাত্রী। তবে সাদক খাঁ যে কাজে হাত দেয়, সে কাজে নিষ্ফলতা নাই। পরক্ষণে আবার ভাবিল,—"হয় ত তাহাকে দূরীভূত করিবার প্রয়োজন হইবে না—সাবধান করিয়া দিলেই চলিতে পারে।"

রাত্রি দ্বিপ্রহরে মজলিস্ ভাঙ্গিল। সকলে গেল, কেবল বেলা গেল না। সে ফতেসিংহের অনুসরণ করিবার উপক্রম করিতেছিল; এমন সময় সাদক খাঁ তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। সে আর উঠিতে পারিল না। ফতেসিংহ টলিতে টলিতে একাকী শয়ন-কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জনৈক ভৃত্য আগু হইয়া শয্যাগৃহের দ্বার খুলিয়া দিল। যে দ্বার খুলিল, সে রামদেও। অন্য দিন সাদক খাঁ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেয় এবং গৃহাভ্যন্তর উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভিবাদনান্তে বিদায় গ্রহণ করে। আজ সাদক আসিতে পারে নাই; কেন না, বেলা বিবিকে একটু সতর্ক করিয়া দিবার জন্য মজলিস্-গৃহে তখনও তাহাকে থাকিতে হইয়াছে। এই সুযোগে রামদেও দ্বার খুলিয়া প্রভুর আগে আগে দীপ-হস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ফতেসিংহ টলিতে টলিতে আসিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন।

রামদেও তখন বলিল,—"প্রভুর একখানা পত্র আছে।"

দুইবার বলিবার পর ফতেসিংহ কথাটা প্রণিধান করিলেন। তখন জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে দিয়াছে?"

রাম। আজ্ঞে, ধ্রুব গোস্বামী।

ফতে। গহরজানের চিঠি আমি চাই না—বেলা বিবিকে বোলাও।

রাম। গহরজান নয়—ধ্রুব গোস্বামী।

ফতে। চুপ রহো—গহরজান হাম্ নাহি মাঙ্গতা।

পত্রখানা ফতেসিংহের হাতে দিয়া রামদেও প্রস্থানোদ্যোগ করিল। এমন সময় সহসা ছাদের উপর পদশব্দ শ্রুত হইল। রামদেওর অনুমান হইল, কে যেন ধীরপাদবিক্ষেপে ছাদের উপর হাঁটিতেছে। রামদেও আর দাঁড়াইল না—সন্দিগ্ধচিত্তে কক্ষ ত্যাগ করিল।

তার একটু পরেই সাদক খাঁ কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার তীক্ষ্ণনয়নে চারিদিক্ দেখিয়া নিদ্রালু ফতেসিংহের সমীপস্থ হইল এবং তাঁহার হস্তমধ্যস্থিত পত্রখণ্ড বিদ্যুদ্বেগে উঠাইয়া লইয়া দীপা-লোকে পাঠ করিতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল;—

"লালসিংহ, কি অবস্থায় এখানে আছ, বুঝিতে পারিতেছ কি? তোমাকে সোণার খাঁচায় পুরিয়া, হীরার দাঁড়ে বসাইয়া বিষ খাওয়াইতেছে। এই বিষ এক দিন না এক দিন উদ্গিরণ করিতে হইবে; তখন কি সেই বিষানলে ভাইকে পুড়াইয়া মারিবে?—দেশের স্বাধীনতা জ্বালাইয়া দিবে? ইতি—ধ্রুব গোস্বামী।"

পত্র পড়িয়া সাদক খাঁ স্তম্ভিত হইল। ভাবিল,—কে পত্র দিয়া গেল? এ গৃহের মধ্যে—সহস্র প্রহরিবেষ্টিত এই কারাগারমধ্যে কে এই পত্র দিয়া গেল? মানুষটাকে ঠিক্ দেখিতে পাইলাম না—ছাদের উপর আমার পদশব্দ পাইয়া হয় ত পলাইয়া গিয়াছে। আমি অসতর্ক—আমি—মূর্খ—এত দিনের পরিশ্রম বুঝি মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু একবার দেখব, কোথায় সে ভণ্ড তপস্বী ধ্রুব গোস্বামী—কোথায় সে মৃত্যু-আলিঙ্গনেচ্ছু গুপ্তচর লুকাইয়া আছে।

এমন সময় পিছন হইতে কে বলিল,—"কি ভাবছ, খাঁ সাহেব?" চমকিত হইয়া খাঁ সাহেব ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, হাস্যমুখী বেলা বিবি। সাদক খাঁ একটু কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখানে কতক্ষণ আসিয়াছ?"

বেলা। তুমি যখন পত্রপাঠে নিযুক্ত, তখন আসিয়াছি।

সাদক। পত্রে কি লেখা আছে, দেখিয়াছ কি?

বেলা বিবি হাসিয়া বলিল,—"ভয় নাই, গহর-জানকে কিছু বলিব না।"

সাদক খাঁ আশ্বস্ত হইল।

বেলা বলিল,—"রাজাজী আজ বড় মাতোয়ারা হয়েছেন—মাথায় একটু গোলাব ঢালি।"

বেলা গোলাবজল লইয়া ফতেসিংহের মাথায় ছিটাইতে লাগিল। সাদক খাঁ জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কখন্ যাবে?"

বেলা। কোথায়?

সাদক। বাসায়।

বেলা। যে সময় রোজ যাই, সেই সময় যাব।

সাদক। রাত্রি তিন প্রহরে?

বেলা। হাঁ।

সাদক। আজ সে সময় যেতে পাবে না।

বেলা। কেন?

সাদক। কাল সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে কেহ এ প্রাসাদ ত্যাগ করিতে পাইবে না।

বেলা। তবে কোথায় থাকিব?

সাদক। কেন, এইখানে?

বেলা। এই শয্যায়?

সাদক। হাঁ।

বেলা। এই শয্যায় শুইতে পারিব না।

সাদক। আজও সঙ্কোচ?

বেলা। যত দিন না এই শয্যায় শুইবার ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার জন্মে, তত দিন শুইব না।

সাদক। অধিকার কখন জন্মিবে কি?

বেলা। না জন্মে, শুইব না।

সাদক। হিন্দুকে বিবাহ করিতে হইলে হিন্দু হইতে হইবে। রাজি আছ?

বেলা। প্রয়োজন হয়, হিন্দু হইব।

সাদক। ছিঃ!

বেলা। ছিঃ কেন? যে ধর্ম্মে রাজা ফতেসিংহ দীক্ষিত, সে ধর্ম্ম কখন ঘৃণিত হইতে পারে না।

সাদক। তুমি এতটা ভালবাস?

বেলা কোন উত্তর করিল না, কেবল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল মাত্র। সাদক মনে মনে বলিল,—"বেলা বিবি, এত দিনে তোমার অন্নজল উঠিল। যে ফতেসিংহকে ভালবাসিবে, সে এ গৃহে স্থান পাইবে না।"

সাদক খাঁ চলিয়া গেল। প্রস্থানকালে বলিয়া গেল,—"মজলিস-গৃহে রাত্রিযাপন করিও; আমিও তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতেছি।"

বেলা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ফতেসিংহের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনেক যত্ন ও চেষ্টার পর ফতেসিংহের চৈতন্যসঞ্চার হইল। যখন বেশ জ্ঞান হইল, তখন তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। বেলা বিবি শয্যাপার্শ্বে ভিন্নাসনে উপবিষ্টা।

ফতেসিংহ বলিলেন,—"বেলা, আমার কাছে এস।"

বেলা করযোড়ে বলিল,—"ক্ষমা করিবেন।"

ফতে। বেলা, তুমি কি আমার হবে না?

বেলা। আপনার দাসী হবার জন্য এ অধীনা প্রস্তুত।

ফতে। তবে কাছে এস।

বেলা। ক্ষমা করিবেন—এখন নয়।

ফতে। তবে কখন্?

বেলা। যখন আপনি দয়া ক'রে আমায় দাসী করিবেন।

ফতে। তবে বুঝি এ জীবনে তোমায় আর পাইলাম না।

বেলা। কেন জনাব, দাসী ত চিরদিনই আপনার।

ফতে। যে আমার দাসী হইবে, সে আমার আদেশে ছুটিয়া আসিবে।

বেলা। জীবনে মরণে আমি আপনার দাসী; একবার কেন, সহস্রবার আপনার দাসী। কিন্তু যত দিন না মোল্লার আদেশ পাই, তত দিন ঐ শয্যাপ্রান্তে স্থান গ্রহণ করিব না।

ফতে। তুমি কি আমায় ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে চাও? একে ত সব হারাইয়াছি, ধর্ম্মটুকু মাত্র আছে, তাও কি লইতে চাও?

বেলা। আপনার কিছুই আমি লইতে চাই না—আমারই সর্ব্বস্ব আপনাকে দিতে চাই। ধর্ম্ম চান, তাও দিব; হিন্দু হইতে বলেন, এখনি হইব।

ফতে। বেলা, বেলা, আমার হৃদয়রত্ন! কেমন করিয়া তোমায় পাইব?

বেলা নিরুত্তর রহিল।

ফতেসিংহ কহিলেন, "বেলা, বেলা, আমি ম্লেচ্ছের অন্নদাস।" ক্ষণপরে একটু উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"কিন্তু বেলা, আমি যে পরাধীন থাকিবার জন্য—ম্লেচ্ছের অন্নদাস হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। আমার বাহুতে যে বল আছে, মাথায় যে শক্তি আছে, আমি মনে করিলে বাঙ্গালার মস্‌নদে বসিতে পারি—মুসলমানকে সিন্ধুপারে রাখিয়া আসিতে পারি।"

বেলা। তবে নিশ্চেষ্ট কেন?

ফতে। কেন—কেন, তা' ত বুঝিতে পারি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসী রামদেওকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চিঠি দিয়াছ?"

রামদেও উত্তর করিল,—"দিয়াছি বটে, কিন্তু—"

সন্ন্যা। কিন্তু কি?

রাম। কিন্তু পত্রখানি তিনি পড়েন নাই।

সন্ন্যা। তবে কে পড়িল?

রাম। সাদক খাঁ।

সন্ন্যা। সাদক খাঁ?

রাম। হাঁ। আমি জানিতাম না যে, পাপিষ্ঠ ছাদের উপর ছিদ্র করিয়াছে।

সন্ন্যা। ছিদ্রমধ্য দিয়া পত্র দিতে তোমাকে দেখিয়াছিল?

রাম। দেখিতে পাইলে আজ আমার মাথা থাকিত না। না দেখিয়াই সে যে রকম হুলস্থুল

কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, বুঝি বা আমাদের মাথা আর থাকে না।

সন্ন্যা। তোমরা যদি আপনাদিগকে বিপন্ন বিবেচনা কর, তাহা হইলে বীরভূমে চলিয়া যাও।

রাম। রাজা ফতেসিংহকে নিঃসহায় রাখিয়া যাইব?

সন্ন্যা। যদি তিনি বিপদে পড়েন, তোমরা তাঁহার কি করিতে পার?

রাম। তা' সত্য, কিন্তু আপনার কি হইবে?

সন্ন্যা। আপনার জন্য কখনও ভাবিতে শিখি নাই।

রাম। না ভাবিলে চলিবে কেন, প্রভু? আপনি যে দেশের ভরসা!

সন্ন্যা। ভরসা ভগবান্—আমি কে?

রাম। আপনিই সব। তাই বলিতেছি, কেন আত্মহত্যা করেন?

সন্ন্যা। আত্মহত্যা! আত্মহত্যা করিতেছি?

রাম। আত্মহত্যা নয় ত কি। অনাহারে কয়দিন আর জীবন থাকিবেন?

সন্ন্যা। মুসলমানের কারাগারে আমি অন্ন স্পর্শ করিতে পারি না।

রাম। না পারেন, কারাগার-বাহিরে চলুন।

সন্ন্যা। কিরূপে যাইব?

রাম। প্রহরিগণকে মারিয়া প্রহরীর বেশ ধরিয়া অন্ধকারে পলায়ন করুন।

সন্ন্যা। ছিঃ!

রাম। ছি বলিলে চলিবে না; সন্ধ্যার পর অস্ত্রাদি লইয়া আসিব।

সন্ন্যা। যদি তা' কর, তবে আমায় জীবিত দেখিবে না।

বলিয়া সন্ন্যাসী সমাবিষ্ট হইলেন। রামদেও আর কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। কিন্তু অট্টালিকায় ফিরিল না,—বেলা বিবির বাস-গৃহের দিকে চলিল। তাহার একটা মতলব ছিল। মতলবটা কি, সন্ন্যাসীর কাছে ভাঙ্গে নাই। বিবির বাসায় গিয়া দেখিল, বিবি তখনও নিদ্রিত। রামদেও অপেক্ষা করিয়া রহিল। যখন তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়, তখন বিবির নিদ্রাভঙ্গ হইল। একজন ভৃত্য আসিয়া এত্তেলা করিল, রামদেও আসিয়াছে। বিবি তাহাকে উপরে আসিতে আদেশ দিলেন। রামদেও দ্বিতলে উঠিল।

যে ঘরে বিবি বসিয়াছিলেন, সে ঘরটি ছোট। ছোট হইলেও বেশ সাজান। বড় বড় আয়না, বড় বড় ছবি, বড় বড় ফুলের তোড়া ঘরের চারিদিকে সাজান রহিয়াছে। মেঝের উপর একখানি ঘরজোড়া কারপেট, তাহার উপর বসিয়া বিবি প্রসাধনে নিবিষ্ট-চিত্ত। বিবির নিদ্রা সদ্য ভাঙ্গিয়াছে; বেশটা একটু আলুথালু; কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুখখানি বেশ; তাতে যেন হাসি ছড়ান—কমনীয়তা মাখান। চোখ দুটি আরও ভাল—বেশী বড় নয়, কিন্তু টানা; বেশী তীব্র নয়, কিন্তু উজ্জ্বল।

রামদেওকে দেখিয়া বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রামদেও?"

রাম। আজ্ঞে, বিদায় লইতে আসিয়াছি।

বেলা। বিদায়? কোথায় যাইবে?

রাম। কোথায় যাব, তার ঠিক নাই; দেশ নাই যে সেখানে যাব।

বেলা। দেশ নাই, কোথায় যাবে, তার ঠিক নাই,—অথচ যেতে হবে?

রাম। আমি একা যাব না—আমরা যে কয়জন হিন্দু আছি—সকলেই যাব।

বেলা। সকলে? কেন? কি হয়েছে?

রাম। কেন, তা' বলিতে পারিব না।

বেলা। দিব্যি লাগে, তোমায় বলিতেই হবে।

রাম। বলিলে আমার প্রাণ যাবে।

বেলা। আল্লার কসম্—আমি কাহাকেও কিছু বলিব না।

রামদেও উত্তর না করিয়া ঘরের চারিদিকে একবার ভাল করিয়া দেখিল; ছাদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ নয়নে চাহিল। তার পর দ্বার খুলিয়া একবার বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিল। কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না। তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিবির সন্নিকটে আসিল এবং অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"দেখ বিবি, কথা যদি প্রকাশ হয়, তা হ'লে আমরা ত মরিবই; কিন্তু তোমায় না মারিয়া মরিব না।"

বেলা। আল্লার কিরে করিয়াছি, তবু বিশ্বাস করিতেছ না?

রাম। তোমার কিরে-টিরে রেখে দাও—আমি জানি, তুমি মুসলমানী নও।

বেলা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তোমাকে সে কথা বলিল?"

রাম। ভয় নাই, আমি প্রকাশ করিব না।

বেলা। প্রকাশের ভয় বেলা বিবি রাখে না। এখন কি বলিতে আসিয়াছ, বল।

রাম। কথাটা অতি গুরুতর; তুমি রাজাজীকে ভালবাস, তাই তোমায় বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি,

নতুবা তোমার কিরেতে নির্ভর করিয়া এমন গুরুতর কথা প্রকাশ করিতাম না।

বেলা। রাজাজীর কথা? কি কথা? শীঘ্র বল।

রাম। গত রাত্রে মজলিসের পর রাজাজীর হাতে কে একখানা পত্র দিয়া গিয়াছিল। সে পত্রখানা—

বেলা। কে দিয়া গিয়াছিল?

রাম। লোকটা ধরা পড়ে নাই।

বেলা। তার পর?

রাম। তার পর পত্রখানা রাজাজীর দ্বারা পঠিত না হইয়া খাঁ সাহেবের দ্বারা পঠিত হইয়াছিল।

বেলা। রাজাজী পড়েন নাই কেন?

রাম। তিনি তখন মাতোয়ারা ছিলেন।

বেলা। পত্র কে লিখিয়াছিল?

রাম। রাজা বীরসিংহ।

বেলা চমকিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল,—"রাজাজীর ভাই?"

রাম। হাঁ।

রামদেও একবার তীক্ষ্ণনয়নে বেলার মুখপানে চাহিল; তার পর অতি মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল,—"পত্রে লেখা ছিল, 'ফতেসিংহ, তুমি কেন কারাবদ্ধ থাকা গৌরব মনে করিতেছ? গৃহে এস—রাজ্য দিব'।"

বেলা। কারাবদ্ধ? ফতেসিংহ কারাবদ্ধ?

রাম। পত্রে যা' লেখা ছিল, তাই বলিতেছি।

ফতেসিংহ কারারুদ্ধ? এতদূর যে দাঁড়াইবে, বেলা তাহা ভাবে নাই। পূর্ব্বাবধি সে বুঝিয়াছিল যে, কোন গূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনার্থ সাদক খাঁ ফতেসিংহকে সুরা ও রমণীতে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেছে। কিন্তু যাহাকে সিংহাসন দিবে বলিয়া আনিয়াছে, তাহাকে প্রতারণা করিয়া অবশেষে বন্দী করিবে, বেলা তা' ভাবে নাই—এতটা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

গত রাত্রির কথাও বেলা বিবির স্মরণপথে উদয় হইল। রাজাজীর শয্যাগৃহে খাঁ সাহেবের হাতে একখানা পত্র দেখিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে পত্রখানা রাজা বীরসিংহের প্রেরিত। নতুবা সাদক খাঁ ঝটিতি তাহা লুকাইবে কেন? তা' ছাড়া আরও অনেক কথা ছিল। একে একে বেলা সব আলোচনা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তা রাজা, ভাইকে পত্র লিখেছেন ব'লে তোমরা কেন প্রভুকে ফেলিয়া পলাইতেছ?"

রাম। সাধে পলাইতেছি না—খাঁ সাহেবের তাড়নায় পলাইতেছি।

বেলা। তাড়না? কেন?

রাম। তাঁর বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে কেহ গুপ্তচর আছে, নতুবা ওই পত্র কিরূপে আসিবে? তাই আমাদের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন চলিতেছে। শেষকালে যে কোনমতে প্রাণটা লইয়া পলাইতে পারিব, এমন আশাও খুব কম।

বেলা। তা' আমার কাছে এসেছ কেন? আমি কি করিব?

রাম। প্রভুকে বলিয়া আমাদের অব্যাহতি দিয়া দেও।

বেলা। দু' চারি দিন এখন থাক। সকলে চলিয়া গেলে রাজাজীর বড় কষ্ট হবে।

রাম। দু' চার দিন মাথা থাকিবে ত?

বেলা। তা' দেখা যাবে।

রামদেও তখন প্রফুল্লমনে বিদায় হইল।

অতঃপর সন্ধ্যার পর রামদেও, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কারাগৃহে আসিল। তথায় আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর ঘরে অনেক লোক; স্বয়ং কারাধ্যক্ষও উপস্থিত। এক জন প্রহরীকে রামদেও জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে?"

প্রহরী বলিল, "কয়েদী মর্ গিয়া।"

সত্যই কয়েদী মরিয়া গিয়াছে। কেন যে মরিল, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিল না। গায় অস্ত্রাঘাত নাই, কোন দাগও নাই,—অথচ মারা গিয়াছে। হাকিম আসিয়া দেহ পরীক্ষা করিল। পরীক্ষান্তে বলিল, "মর্ গিয়া!—দু'চার ঘড়ি আগাড়ি মর্ গিয়া।" কারাধ্যক্ষের কাছে সংবাদ গেল; তিনি স্বয়ং আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া আদেশ দিলেন, "লাস্ লে যাও।" কিন্তু কে লইয়া যায়? মুসলমানেরা হিন্দুর শব স্পর্শ করিবে না,—কবরও দিবে না। তখন এমদাদ আলি একটু চিন্তিত হইলেন। এমন সময় রামদেও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া এমদাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি হিন্দু? ভাল জাত?"

"হাঁ।"

"তুমি লাস্ নিয়ে গিয়ে কবর দাও।"

তখন চারিদিক্ হইতে আপত্তি উঠিল। কোন পাঠান বলিল, "মুসলমানের পাশে হিন্দুর মাটী হ'তে পারে না।" কেহ বলিল, "আমাদের নগরমধ্যে কাফেরের কবর হ'তে পারে না।" রামদেও বলিল,—"হুজুর, আমরা হিন্দু; শব দাহ করি—মাটী দিই না।"

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে স্থির হইল যে, লাস দাহ করা বিধেয়। মুসলমান দাহ করিবে না।

সুতরাং সে ভার রামদেওর উপর ন্যস্ত হইল। রামদেও করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"হুজুর, লাস কি গঙ্গাতীরে নিয়ে যাব?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন,—"হাঁ, নগর-বাহিরে।"

"একা নিয়ে যেতে পার্‌ব না, হুজুর।"

"ক'জন হ'লে পার?"

"ছয় জন।"

"ভাল, ছয় জনেই নিয়ে যাও। অনুমতি-পত্র দিতেছি।"

পরদিন প্রত্যূষে যখন নগর-দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন রামদেও প্রভৃতি ছয় জনে শব-স্কন্ধে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাহারা নিষ্ক্রান্ত হইল, তাহারা আর নগর-ভিতরে ফিরিয়া আসিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রামদেও শব-স্কন্ধে নগর ত্যাগ করিয়া যাইবার ক্ষণকাল পরে সাদক খাঁ অনুসন্ধানে জানিল যে, ধ্রুব গোস্বামী কয়েক দিন পূর্ব্বে নগরমধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। কিরূপে প্রবেশ-লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা সাদক জানিতে পারিল না;—কোথায় এক্ষণে অবস্থান করিতেছেন, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সাদক রোষে ক্ষোভে গর্জ্জিয়া উঠিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও গুপ্তচরবৃন্দকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহারা অপমানিত হইয়া পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

যখন অপরাহ্ণ, তখন সাদক সংবাদ পাইল যে, গোস্বামী কারাগারে আবদ্ধ আছেন। সংবাদ পাইবামাত্র খাঁ সাহেব কারাগার অভিমুখে ধাবিত হইল। গিয়া দেখিল, পাখী পলাইয়াছে।

কারাগৃহে যে ব্যক্তি ছিল, সে যে ধ্রুব গোস্বামী, সে বিষয়ে সাদক খাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে যে মরিয়া গিয়াছে, তাহাও সাদক বিশ্বাস করিল না; কেন না, সে গোস্বামীকে চিনিত। চিনিত বলিয়া, সাদক খাঁ ব্যস্ত হইয়া নগর-বাহিরে সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে লোক পাঠাইয়া দিল।

কিন্তু কে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করিয়াছিল? কে তাঁহার পত্র বহিয়া ফতেসিংহকে দিয়া আসিয়াছিল? যে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর পরিচারণায় নিযুক্ত ছিল, সম্ভবতঃ সেই ব্যক্তিই এই দৌত্য গ্রহণ করিয়া থাকিবে। সে কে? সে যে কে, তাহাও সাদক অনুসন্ধানে জানিল। তখন রামদেওর তলব হইল।

এমন সময় জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজাজ্ঞী নৌকা-ভ্রমণে বহির্গত হইতেছেন এবং সঙ্গে বেলা বিবি ছাড়া আর কাহাকেও লইতেছেন না। সাদক একটু চিন্তিত হইল। একটু ভাবিয়া বলিল,—"আজ আমি একটা কাজে ব্যস্ত—তাঁর সঙ্গে যাইতে পারিব না; সুতরাং তাঁহারও যাওয়া হইতে পারে না।"

কর্ম্মচারী বলিল,—"কি বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিব?"

সাদক উত্তর করিল, "বল গে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; এ অবস্থায় নৌকাভ্রমণ বিপজ্জনক।"

কর্ম্মচারী চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"রাজাজ্ঞী কিছুতেই নিরস্ত হইতেছেন না; এতক্ষণ হয় ত তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়াছেন।"

সাদক। তবে তুমি তাঁহার সঙ্গে যাও—অগ্রবর্ত্তী হইয়া নগরদ্বার খুলিয়া দেও।

কর্ম্মচারী। তিনি একাকী যাইতে চাহিতেছেন।

সাদক। তা হইতে পারে না; তুমি এক শত ফৌজ লইয়া অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ কর। তাঁহাকে যদি নিরাপদে ফিরাইয়া আনিতে না পার, তবে তোমার মাথা যাবে।

কর্ম্মচারী হুকুম তামিল করিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বস্তুতঃ ফতেসিংহ নৌকা-ভ্রমণে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—বাতাস প্রবল—অপরাহ্ণ অতীত-প্রায়, তবুও আজ বেড়াইতে যাওয়া চাই। কেন চাই, তা'র একটা কারণও ছিল। কারণটা কি, এখনই তা' প্রকাশ পাইবে।

বজরা যখন ঘাট ছাড়িয়া মাঝগাঙ্গে পৌছিল, তখন ফতেসিংহ গঙ্গাবক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বেলা বিবিকে বলিলেন,—"দেখ, তোমার কথা মিথ্যা; আমি বন্দী নই।"

বেলা। কিসে তা' জানিলেন?

ফতে। আমি যদি বন্দী হইতাম, তাহা হইলে ছিপ লইয়া শত ফৌজ আমার পিছু পিছু আসিত। কিন্তু দেখ, কোন দিকে কেহ নাই।

বেলা। তবু বলিতেছি—আপনি বন্দী।

ফতে। বন্দী কি না, পরীক্ষা করিতেই ত আজ এসেছি। যদি তোমার অনুমান সত্য হইত, তা হ'লে সাদক আমায় সহজে ছাড়িয়া দিত না; যদি ছাড়িয়াও দিত—নজরবন্দী রাখিত।

বেলা। আপনাকে আমি কি বুঝাইব? কিন্তু আমার বোধ হয়, পিছনে অলক্ষ্যে ছিপ আসিতেছে।

ফতে। কৈ, আমি ত কিছুই দেখতে পাইতেছি না। যাই হউক, আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি।

বেলা। আমার বিবেচনায় ফিরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য; কেন না, আকাশে ঝড় উঠিয়াছে।

ফতে। আমি কাছে থাকিতে তোমার ভয় কি, বেলা?

বেলা। আপনার জন্যই আমার ভয়; নতুবা আমার জন্য ভাবি না।

ফতে। কেন ভাব না, বেলা?

বেলা। কেন ভাবিব? আমার জীবনের মূল্য কি?

ফতে। মূল্য নাই? তোমায় না পাইলে আমি কি লইয়া থাকিতাম বেলা?

বেলা। আপনার বিনোদনার্থে যেটুকু আমার জীবনের প্রয়োজন, সেইটুকুই আমার জীবনের মূল্য।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। পূর্ব্বদিন বেলা বিবি রামদেওর নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহা রাজাজীর নিকট প্রকাশ করে নাই। তবে তিনি যে বন্দী, এ কথা বার বার জিদের সহিত জানাইয়াছিল।

ক্ষণপরে ফতেসিংহ বলিলেন,—"বেলা, আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না—একটা গান গাও। তোমার গানে আমার মন সকল সময়ে প্রফুল্ল হয়।"

তখন বেলা গান ধরিল;—

নীল আকাশ-পটে কে আঁকিল মন-কথা।
যে এঁকেছে সে জেনেছে মোর প্রাণে কত ব্যথা॥
হৃদে যা লুকান ছিল,
তুলে তাহা কে আঁকিল,
ছোট বড় দুঃখ-গাথা সাঁজের আকাশ-গায়;
দুঃখেরই স্মৃতি যত,
হয়ে সব কণ্টকিত,
ফুটেছে আকাশ-তলে তারকারূপেতে হায়।
যবে নিরাশার ঝড়,
করি হৃদি তোলপাড়,
তোলে মেঘ হৃদাকাশে, স্মৃতি সব নিবে যায়।
আঁখিবারি-ধারা মুখে সব মোর ভেসে যায়॥

গান থামিতে না থামিতে সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠিল। জলও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠাইয়া গম্ভীর গর্জ্জনে ডাকিল। অলস, ক্লান্ত সূর্য্য ভীত-ত্রস্ত-চিত্তে পর্ব্বতান্তরালে লুকাইল। বিরহাকুল জলরাশি হৃদয় খুলিয়া মেঘকে ডাকিতে লাগিল। মেঘও আর থাকিতে পারিল না—পত্নীবক্ষে গলিয়া ঢলিয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে মেঘবিহারিণী দামিনীলতা অবিশ্বাসী প্রণয়ী জলদকে কটাক্ষ-অনলে দগ্ধ করিতে লাগিল। কটাক্ষের পর হুঙ্কার, গর্জ্জন। কিন্তু মেঘ কিছুতেই বারণ মানিল না।

মেঘের সেই গর্জ্জন শুনিয়া বেলা ভীতচিত্তে ফতেসিংহের নিকটবর্ত্তিনী হইল। ফতেসিংহের কিন্তু ভয় নাই। প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলা দৃষ্টে ভয় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার আনন্দ যেন আরও উছলিয়া উঠিল। তিনি বেলার হাত ধরিয়া বজরার ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেখানে আসিয়া একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, নিকটে কোন নৌকা নাই; যাহারা ছিল, তাহারাও তীরের দিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। কেবল একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ নৌকা কিনারা ছাড়িয়া গঙ্গাপার হইবার চেষ্টা করিতেছিল। নৌকাখানি কখন তরঙ্গশিরে উঠিয়া নাচিতেছিল, কখন বা তরঙ্গান্তরালে লুকাইতেছিল। হেলিতে দুলিতে, ভাসিতে ভাসিতে নৌকাখানি ক্রমে বজরার সন্নিকটবর্ত্তী হইল। ফতেসিংহ দেখিলেন, নৌকায় চারি পাঁচ জন আরোহী। যাহারা আরোহী, তাহারাই দাঁড়ী। কেবল এক জন বজরার দিকে পিছন ফিরিয়া নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট ছিল। সকলেরই অঙ্গ, মস্তক ও মুখের ভূবিভাগ বস্ত্রাচ্ছন্ন। নৌকা বহুকষ্টে বজরার নিকটে আসিল। যখন খুব নিকটে আসিল, তখন অকস্মাৎ নৌকাখানি ডুবিয়া গেল।

এমন সময় আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। মাথার উপর বজ্রের পর বজ্র কড়-কড় নাদে ডাকিয়া উঠিল। সূর্য্য অস্তগত—বাতাস প্রবল; উপরে মেঘাবৃত আকাশ—নীচে উত্তাল-তরঙ্গমালা; চারিদিকে ছিন্নভিন্ন জলকণা। সেই বিভীষিকাময় অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র নৌকাখানি ডুবিয়া গেল।

যাহারা নৌকায় ছিল, তাহারা স্রোততাড়নে ভাসিয়া চলিল। কেবল এক জন—যে নিশ্চেষ্ট ভাবে নৌকার উপর বসিয়াছিল—সে পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া বজরার সন্নিকটে আসিবার প্রয়াস পাইতেছিল। ফতেসিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি ছাদ হইতে গঙ্গাবক্ষে লাফাইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে বিপন্ন ব্যক্তিকে লইয়া বজরায় উঠিলেন।

বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টি; তাই উভয়ে উন্মুক্ত স্থান ছাড়িয়া কামরার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তথায় আরও অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতর এক জন অপরকে ডাকিল,—"লালসিংহ!"

ফতেসিংহ চমকিয়া উঠিলেন; সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি—আপনি—কে?"

"আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, লাল ?"

এবার ফতেসিংহের আর সন্দেহ রহিল না,—তিনি অন্ধকারমধ্যে অপরিচিতের পাদদেশে লুটাইয়া পড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"গোস্বামী—প্রভু—পিতা।"

হাত ধরিয়া গোস্বামী লালসিংহকে উঠাইলেন। লালসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এখানে কেন ?"

গোস্বামী। তোমার দর্শনাভিপ্রায়ে।

লাল। আমার দর্শনাভিপ্রায়ে এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আসিয়াছিলেন ?

গো। নইলে কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব ?

লাল। কেন, আমার প্রাসাদে।

গো। দুই মাস চেষ্টা করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিতে পারি নাই।

লাল। কেন পারেন নাই ?

গো। তোমার প্রাসাদ একটি কারাগার-বিশেষ ; সাদক খাঁর অনুমতি ব্যতীত সেখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।

লাল। কারাগার ! আমার প্রাসাদ কারাগার ?

গো। হাঁ, কারাগার ; তুমি সেই কারাগারের বন্দী।

লালসিংহ নিরুত্তর রহিলেন। গোস্বামী বলিলেন,—"তুমি বন্দী কি না, এখনি তাহা জানিতে পারিবে—বজরা ফিরাইতে আদেশ দাও।"

লালসিংহ তাহাই করিলেন,—বজরা মুঙ্গের অভিমুখে ফিরিল।

গোস্বামী বলিলেন,—"লালসিংহ, দুই মাস নগরদ্বারে বসিয়াছিলাম—নগরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। অবশেষে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দিরূপে মুঙ্গেরে প্রবেশ করিলাম।"

লাল। আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী !

গো। বিস্ময়ের কোন কারণ নাই ; তুমি যখন নিজেই বন্দী, তখন তোমার হিতার্থীরা বন্দী হইবে না কেন ?

লাল। এ কি শুনিতেছি ! আপনি কারাগারে ছিলেন, অথচ আমি জানিতে পারি নাই !

গো। তুমি জানিলে কি করিতে, লাল ?

লাল। আপনাকে তদ্দণ্ডে মুক্ত করিতাম।

গো। পারিতে না। মুক্ত করা দূরে থাক্, সাদক খাঁ যদি জানিতে পারিত যে, তোমার সাক্ষাৎলাভার্থে আমি মুঙ্গেরে আসিয়াছি, তাহা হইলে আমায় আর জীবিত দেখিতে পাইতে না।

লাল। তবে কিরূপে আপনি মুক্তিলাভ করিলেন ?

গো। ভগবানের দয়ায়। সমাধিস্থ ছিলাম, মুসলমানেরা আমার অচৈতন্য অবস্থা দৃষ্টে আমাকে মৃত মনে করিয়াছিল। অদ্য প্রাতে বাহক-স্কন্ধে বাহিত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। সেখানে আসিয়া বায়ু ও বারি স্পর্শে আমার সমাধিভঙ্গ হইল। তার পর অপরাহ্ণে একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া তোমার বজরার অনুসরণ করিলাম।

এমন সময় বজরার মাঝিরা হাঁকিল,—"ছিপ, তফাৎ।"

বস্তুতই কয়েকখানা ছিপের মধ্যে বজরা আসিয়া পড়িয়াছিল।

ছিপের লোকেরা অন্ধকারে বজরা দেখিতে পায় নাই। সহসা বজরার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়া তাহারা ক্ষণকালের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। তার পর যখন তাহারা ফতেসিংহের বজরা চিনিতে পারিল, তখন তাহারা ছিপের মুখ ফিরাইয়া মুঙ্গের অভিমুখে ধাবিত হইল।

গোস্বামী বলিলেন,—"এ কার ছিপ, বুঝিতে পারিতেছ ? সাদক খাঁ এই ছিপ লইয়া তোমায় পাহারা দিতেছে। ছিপ একখানা নয়,—দশ খানা। প্রহরী এক জন নয়—একশত জন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহারা অলক্ষ্যে তোমার বজরার অনুসরণ করিতেছিল।"

লালসিংহ কামরার বাহিরে আসিলেন। তখন ছিপ আর দেখা যাইতেছে না কিন্তু দাঁড়ের শব্দ শুনা যাইতেছিল। লালসিংহ মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার ছিপ ?"

"সবকারের ছিপ।"

"ক'খানা ?"

"আট দশখানি হবে।"

"ছিপে কে আছে ?"

"সিপাহী।"

"তাহারা কোন্ দিকে গেল ?"

"নগরের দিকে।"

"কোথা হইতে আসিতেছিল ?"

"নগর হ'তে।"

লালসিংহ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে বেলা বিবি ধীরে ধীরে আসিয়া লালসিংহের পাশে দাঁড়াইল এবং মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—"রাজাজী !"

লালসিংহ চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"রাজাজী!"

উত্তর নাই।

"রাজাজী!"

"কি?"

উত্তরটা কিছু কর্কশ।

"কামরার ভিতরে কে আছে?"

"তোমার জানবার প্রয়োজন নাই।"

উত্তরটা রূঢ় ও কঠিন। বেলার প্রাণে আঘাত লাগিল; সে নীরবে সরিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্ত পরে লালসিংহ আপন রূঢ়তার জন্য একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"বেলা, বেলা, আমায় ক্ষমা কর—আমার মাথার স্থিরতা নাই।"

বেলা নিকটে আসিল, কিন্তু কিছু বলিল না; লালসিংহ একটু অগ্রসর হইয়া বেলার হাত ধরিলেন। বেলা বিস্মিত হইয়া রাজাজীর মুখপানে চাহিল। লালসিংহ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"বেলা, আমি বন্দী।"

বেলা। আমি তা অবগত আছি।

লাল। এ অপমানের প্রতিশোধ লইব।

বেলা। আগে প্রাণরক্ষা করুন, তা'র পর প্রতিশোধ।

লাল। আগে প্রতিশোধ—তার পর প্রাণরক্ষা।

বেলা। চঞ্চল হইবেন না, মুক্তির উপায় স্থির করুন।

লাল। মুক্তির উপায় শত সহস্র আছে। আমি এখন পলাইলে কে আমার গতি রোধ করিতে পারে?

বেলা। কিন্তু নগরে প্রবেশ করিলে সে উপায় আর থাকিবে না।

লাল। না থাকে, সেও ভাল, তবু সাদক খাঁকে শাস্তি না দিয়া পলাইব না।

বেলা। কেন আপনাকে অকারণ বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছেন?

লাল। তোমরা কি বুঝ, জানি না; কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয়—বৈরিনির্য্যাতন জীবন অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করি।

এমন সময় কামরার ভিতর হইতে গোস্বামী ডাকিলেন, "লাল!" লালসিংহ গোস্বামীর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ডাক শুনিবামাত্র দ্রুতপদে কামরার ভিতরে আসিয়া দেখা দিলেন।

গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইবার বুঝিয়াছ তুমি বন্দী?"

লাল। বুঝিয়াছি।

গো। তবে আর এখানে কেন?

লাল। কোথায় যাইব?

গো। ভ্রাতৃ-গৃহে।

লাল। সেখানে আর নয়।

গো। কেন?

লাল। কি বলিয়া ভাইকে আবার মুখ দেখাইব?

গো। তুমি তবে বীরসিংহকে চেন না।

লাল। চিনি বলিয়াই তাঁহার কাছে যাইতে লজ্জিত হইতেছি। তিনি আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

গো। এবারও ক্ষমা করিবেন।

লাল। তা' আমি বেশ জানি।

গো। তবে এত সঙ্কোচ কেন?

লাল। তিনি যদি আমায় ক্ষমা না করিয়া ভর্ৎসনা করিতেন—স্নেহ না করিয়া কারারুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে আমার এতটা সঙ্কোচ থাকিত না।

গো। ভাল, ভাইয়ের কাছে মুখ দেখাইতে যদি কুণ্ঠিত হও, তবে নিজের রাজ্যে চল।

লাল। আমার আবার রাজ্য কোথা? আমি নিজ কর্ম্মদোষে এক্ষণে মুসলমানের দ্বারস্থ—বন্দী।

গো। তোমার রাজ্য, বীরসিংহ তোমায় প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। তা' ছাড়া আরও কিছু দিয়াছেন।

লাল। কি?

গো। তাঁহার নিজের রাজ্য।

লালসিংহ ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রভু, ক্ষমা করিবেন—আমি বাঙ্গালায় আর যাব না।"

গো। বালাকে দেখিতেও না?

লালসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালা,—বালা কেমন আছে?"

গো। ভ্রাতৃ-পরিত্যক্তা কেমন থাকিতে পারে?

লাল। ক্ষমা করুন—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

গো। কবে?

লালসিংহ উত্তর না করিয়া বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন, বজরা ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছে। তখন আবার কামরার ভিতর ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, "কাল না পারি, পরদিন যাইব।"

গো। কেন, এখন?

লাল। এখন আর সুবিধা হইবে না—ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছি।

গো। যখন সুবিধা করিতে পার, তখন আসিও। বাহিরে তোমার জন্য সকল সময় অশ্ব প্রস্তুত থাকিবে।

তা' ছাড়া বীরসিংহপুরের পথে স্থানে স্থানে অশ্ব দেখিতে পাইবে। অশ্ব-রক্ষকেরা তোমার পুরাতন ভৃত্য, দেখিলেই চিনিবে। আমি চলিলাম, আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।

লাল। আপনি কোথায় চলিলেন?

গো। আমি এক্ষণে সেবপুরে থাকিব; যখন দেখিব—তুমি নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াছ, তখন আমি বীরসিংহপুর অভিমুখে যাত্রা করিব।

সন্ন্যাসী কামরার বাহিরে আসিলেন; এবং বজরার গা বহিয়া সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে নামিলেন। তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে বেলা এক প্রহরের সময় বেলা বিবি সাদক খাঁর সাক্ষাতাভিলাষে প্রাসাদে আসিল। তাহাকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া খাঁ সাহেব একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ যে বড় সকাল সকাল ঘুম ভেঙ্গেছে; মতলবটা কি বিবি?"

অভিবাদন করিয়া বিবি বলিল,—"আপনারই কাছে আমার প্রয়োজন আছে; একটু অন্তরালে চলুন।"

উভয়ে একটা নিভৃত কক্ষমধ্যে আসিল। তখন বেলা বিবি বলিল,—"খাঁ সাহেব, আমায় বিদায় দিন্।"

সাদক। (সহ্লাদে) সে কি, বিবি?

বেলা। এখানে আর থাকিব না।

সাদক। সহসা এ দুর্জ্জয় অভিমান কেন?

বেলা। আমি মক্কা যাইব।

সাদক। এই বয়সে?

বেলা। যে বয়সের চটকে মানুষ ভুলে না, সে বয়স নিয়ে কি কর্‌ব?

সাদক। কেন রাজাজীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে না কি?

বেলা। তিনি বড়লোক, তাঁর সঙ্গে আবার ঝগড়া কি?

সাদক। তবে যাওয়াটা কি ঠিক্?

বেলা। হাঁ।

সাদক। কবে যাবে?

বেলা। কাল প্রত্যুষে।

সাদক। কয়জনের জন্য অনুমতি-পত্র চাই?

বেলা। পাঁচ জনের।

সাদক। এত?

বেলা। বেলা বিবি দরিদ্র নয়, তাহার দাস-দাসী আছে।

সাদক। ভাল, সন্ধ্যার পর অনুমতি-পত্র পাইবে।

বেলা। আর একটি প্রার্থনা আছে।

সাদক। কি?

বেলা। কথাটা যেন অপ্রকাশ থাকে।

সাদক। কেন?

বেলা। রাজাজীর কানে উঠিলে আমার আর যাওয়া হবে না।

বেলা চলিয়া গেল। সাদক খাঁ সানন্দে অনুমতি-পত্র লিখিতে বসিল। সানন্দে, কেন না, তাহার চক্ষুঃশূল বেলা বিবি আজ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ফতেসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এত সহজে যে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাহা সাদক খাঁ ভাবে নাই।

সন্ধ্যার পর বেলা বিবি যখন প্রাসাদে আসিল, তখন সাদক খাঁ তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া অনুমতি-পত্র ও কিছু অর্থ দিল। অর্থ ফিরাইয়া দিয়া বেলা পত্র কয়খানি কাছে রাখিল এবং রাজাজীর অন্বেষণে মজলিসগৃহে আসিল। দেখিল, সেখানে রাজাজী নাই। বেলা একটু বিস্মিত হইল। অনুসন্ধানে জানিল, রাজাজী অসুস্থ। তখন একটু উদ্বিগ্নহৃদয়ে বেলা রাজাজীর শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু সেখানেও রাজাজী নাই। এ-ঘর, সে-ঘর খুঁজিল—সিঁড়ি, ছাদ দেখিল; কিন্তু কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না। অবশেষে বেলা হতাশ হইয়া একটা উন্মুক্ত স্থানে জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া রহিল।

যখন রাত্রি দুই প্রহর, তখন বেলা সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিতে পাইল। ফিরিয়া দেখিল,—রাজাজী। বেলা উঠিয়া তাঁহার নিকটে আসিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় ছিলেন?"

"উদ্যানে।"

"একাকী?"

"অবশ্য সঙ্গে প্রহরী ছিল।"

বেলা আর কোন উত্তর করিল না। উভয়ে নীরবে আসিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"পলাইবার কোন উপায় স্থির করিয়াছেন কি?"

ফতেসিংহ। কিছুই করি নাই।

বেলা। আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি।

ফতেসিংহ। সাদক খাঁকে শাস্তি না দিয়া পলাইব না। যা হোক্, তোমার উপায়টা কি?

এমন সময় ছাদের উপর পদশব্দ হইল। কিন্তু

ফতেসিংহ বা বেলা কেহই তাহা লক্ষ্য করিলেন না। উভয়ে তখন নিবিষ্ট-চিত্ত। বেলা বলিল,—"আমি নগর ত্যাগ করিবার অনুমতি-পত্র পাইয়াছি।"

ফতেসিংহ। ভাল।

বেলা। অদ্য রাত্রিশেষে যাত্রা করিব।

ফতে। উত্তম!

বেলা। কিন্তু একা যাইব না।

ফতে। আর কে সঙ্গে থাকিবে?

বেলা। চারি জন দাস-দাসী।

ফতে। বেশ।

বেলা। কিন্তু চারি জন দাস-দাসী আমার নাই।

ফতে। কয় জন আছে?

বেলা। তিন জন। কিন্তু আপনি সে চতুর্থ স্থান পূরণ করিতে পারেন।

ফতে। ভৃত্যের বেশে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিব? এমন জীবনের প্রয়োজন কি, বেলা?

বেলা। তবে আমার বেশ গ্রহণ করুন।

ফতে। স্ত্রীলোকের বেশ! আরও ভাল।

বেলা। কেন, তাতে দোষ কি?

ফতে। তুমি যেমন বুঝিয়াছ, তেমনি বলিতেছ। কিন্তু স্থির জানিও বেলা, রমণী-বেষ্টিত থাকিয়াও আজও নারীত্ব প্রাপ্ত হই নাই।

বেলা হর্ষকণ্টকিত-নয়নে ফতেসিংহের পানে চাহিল। ফতেসিংহ তখন পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন। ভ্রমণবেশ তখনও ত্যাগ করেন নাই। কটিতে কোষনিবদ্ধ অসি, মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ, অঙ্গে গাত্রাবরণ,—সকলই ছিল। বেলা সেই বীরমূর্ত্তি পানে বিহ্বল-নয়নে চাহিয়া রহিল।

সহসা ফতেসিংহ বেলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বেলা, তুমি চলিলে?"

বেলা। আপনাকে ফেলিয়া নয়।

ফতে। বেলা, আমার আশা ছাড়িয়া দাও।

বেলা। দেখিবার আশা ছাড়া আর কোন আশা রাখি না; রাজাজী সেটুকুও কি ছাড়িতে বলেন?

ফতে। বেলা, শপথ করিতেছি, যদি কখনও এ নরক হইতে উদ্ধার পাই, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।

বেলা সে কথা পরে হবে, এখন উদ্ধারের উপায়?

ফতে। আমার মাথা এখন ঠিক নাই, কাল যা' হয় করিব।

বেলা। কাল এ সুযোগ থাকিবে না।

ফতে। না থাকে, অন্য উপায় করিব; কাল কেহ আমাকে এখানে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

ছাদের উপর থাকিয়া সাদক খাঁ সকল কথা শুনিতেছিল। সে অশ্রাব্য কণ্ঠে ফতেসিংহের কথার উত্তর করিল,—"তা দেখা যাবে, কেমন ক'রে পালাও, আমার নাম সাদক খাঁ।"

মনের আবেগে সাদক খাঁ সশব্দে নড়িয়া উঠিল; কিন্তু সে শব্দ নীচে কেহ শুনিতে পাইল বলিয়া বোধ হইল না। উভয়ে নিবিষ্ট-চিত্ত—আপন আপন চিন্তারাশি লইয়া উভয়েই বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত।

ক্ষণপরে সাদক শুনিল, এক জন ডাকিতেছে,—"রাজাজী!" অপরে উত্তর করিল, "কি?"—"স্থির হইয়া বসুন।" উত্তর হইল, "আমার মাথা গরম হইয়াছে—বসিতে পারিতেছি না।"

ক্ষণকাল সাদক খাঁ আর কিছু শুনিতে পাইল না। ছিদ্রে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় ছাদের উপর পড়িয়া রহিল। ছিদ্রটি ক্ষুদ্র, আবরণযুক্ত; কিন্তু এক্ষণে আবরণ উন্মোচিত। এমনই কৌশলে ছিদ্র ও আবরণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ছাদের উপর সহস্রবার বেড়াইলেও এই ছিদ্রের অস্তিত্ব কেহ অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারিত না।

ক্ষণকাল সাদক খাঁ এই ভাবেই পড়িয়া রহিল; কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না। সহসা শুনিল, ছাদের উপর অতি নিকটে কে বলিতেছে,—"কে তুমি?" সাদক খাঁ চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফত্যাগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রশ্নকারী ফতেসিংহ। তিনি মুক্ত জ্যোৎস্নালোকে পরিভ্রমণ-মানসে ছাদের উপর আসিয়াছিলেন। সঙ্গে আর কেহ ছিল না।

সাদক খাঁ যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন জ্যোৎস্নালোকে তাহার মুখাবয়ব স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। ফতেসিংহ তাহাকে চিনিলেন, এবং গভীর নিশীথে এরূপ অবস্থায় তাহাকে থাকিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খাঁ সাহেব, এমন সময় এ অবস্থায় এখানে কেন?"

খাঁ সাহেব কি উত্তর দিবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না; সুতরাং নীরব রহিল। তদ্দৃষ্টে ফতেসিংহ আরও বিস্মিত হইলেন। সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার নয়নাকর্ষণ করিল। তিনি দেখিলেন, একটি আলোক-রেখা সাদক খাঁর পায়ের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া সরলভাবে উপরে উঠিয়াছে। তিনি কৌতূহলী হইয়া একটু অগ্রসর হইলেন। তখন সেই ছিদ্র-পথ তাঁহার নয়নে পড়িল। দেখিয়া তিনি সকলই বুঝিলেন; এবং

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া দূরাগত বজ্রনির্ঘোষ-প্রতিধ্বনি তুল্য গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত দিন হইতে খাঁ সাহেব প্রবঞ্চক গুপ্তচর সাজিয়াছ ?"

সাদক খাঁ বুঝিল, সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং লুকোচুরি নিষ্প্রয়োজন। ইহা স্থির করিয়া সে উত্তর করিল,—"যত দিন হইতে রাজা ফতেসিংহ ছদ্মবেশে মুঙ্গের ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।"

ফতে। ফতেসিংহ কখনও শৃগালভয়ে ছদ্মবেশ গ্রহণ করে না।

সাদক। আমরা শৃগাল! রাজাজীর হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যাহারা এই বিপুল আয়োজন করিতেছে, তাহারা শৃগাল? আর যিনি রাজ্য-বিতাড়িত, পরাশ্রয়-প্রার্থী, তিনি সিংহরাজ? রাজাজীর বিবেচনাশক্তি অনিন্দনীয়!

ফতে। অবস্থার উপর গৌরব নির্ভর করে না। মামুদ ঘোরী বা বক্তিয়ার খিলিজি মসনদে বসিলেও তাহারা দিগ্বিজয়ী দস্যু বৈ বিক্রমকেশরী সম্রাট্ নয়।

এবার সাদক খাঁর নয়ন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—"খিলিজি দস্যু ? পরান্নভোজী বন্দীর মুখে এ কথা শোভা পায় না।"

ফতে। তবু ভাল, আজ চাতুরী ছাড়িয়া বন্দী ব'লে স্বীকার করেছ।

সাদক। যখন সকলি প্রকাশ হ'য়েছে, তখন আর লুকোচুরির প্রয়োজন নেই। শুন রাজা, তুমি আমাদের বন্দী। তোমাকে বন্দী করবার উদ্দেশ্যেই তোমার রাজধানীতে গিয়েছিলাম। তুমি দুর্ব্বলচিত্ত বালক, আমার কথায় ভুলে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করেছ ; অবশেষে রাজ্য হারিয়ে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছ। তুমি আমাদের বুদ্ধিবলে পরাস্ত হয়েছ ব'লে কি আমরা দোষী ?

ফতেসিংহ অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ প্রয়োজন সাধনার্থ আমাকে বন্দী করিয়াছ ?"

ঈষদ্ধাস্যের সহিত সাদক খাঁ উত্তর করিল,—"তা'ও বুঝ্‌তে পারছ না ? তোমাদের ভায়ে ভায়ে বিবাদ বাধাতে না পারলে—তোমাকে আমাদের পক্ষে আনতে না পারলে বীরভূমি-বিজয় সহজসাধ্য হবে না। তাই ছলে কৌশলে তোমাদের গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। তোমার যে দশা ঘটেছে, অচিরে বীরসিংহেরও সেই দশা ঘটবে ;—উভয়ে রাজ্যহারা হয়ে ভিক্ষার্থিরূপে আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান হবে।"

ফতেসিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন—"আগে দেখ, বিশ্বাসঘাতক প্রতারকের কি দশা ঘটাই ; তার পর বঙ্গরাজ্যের ভাগ্যবিধাতৃর আসন গ্রহণ করিও! কটিতে তরবারি আছে, আত্মরক্ষা কর।"

সাদক খাঁ হাসিয়া বলিল,—"কেন এ বাতুলতা রাজা সহেব ? এত অল্পবয়সে কেন জীবনটা বিসর্জ্জন দিতে বাসনা করিয়াছ ? আমার শিক্ষক কে জান ?

ফতে। জানতে চাই না ; অস্ত্রমুখে পরিচয় দাও।

সাদক। আমার শিক্ষক স্বয়ং বক্তিয়ার খিলিজি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণাবতীতে নাই।

ফতে। যে খিলিজির শিষ্য, সে দস্যুতা জানে—বিশ্বাসঘাতকতা জানে ; শস্ত্রবিদ্যার কি বুঝে ?

সাদক। বুঝে কি না বুঝে, এখনি তা'র পরিচয় পাবে। প্রহরী ডাকিয়া তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারতাম ; কিন্তু যে আমার কাছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ-প্রয়াসী—তা'কে আমি নিরাশ করি না—অগ্রসর হও।

উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সাদক খাঁর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে ; তথাপি তাহার বাহুতে হস্তীর বল ; শিক্ষাও অদ্ভুত। তবে ইদানীং কিছু স্থূলকায় হইয়া পড়িয়াছে—শরীর আর তত সহজে ঘুরে ফিরে না। ফতেসিংহ দীর্ঘকায়, অল্পবয়স্ক যুবক। তাঁহার অস্ত্রকুশলতা অসাধারণ—প্রতিভা দেশবিখ্যাত। উভয়ে উভয়ের সমকক্ষ ; তবে ফতেসিংহ আজও বালক।

প্রথম সংঘর্ষে ফতেসিংহ বুঝিলেন, শত্রু সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর—চন্দ্র পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। ফতেসিংহ সেটা লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া, সহসা ঘুরিয়া, তিনি চাঁদের দিকে পিছন করিয়া দাড়াইলেন। তাহাতে একটু বিশেষ সুবিধা হইল। চন্দ্ররশ্মি চোখে আর লাগিল না ; তা' ছাড়া শত্রু-তরবারির গতি লক্ষ্য করিবার একটু সুবিধাও হইল। এক পক্ষের সুবিধায় অপর পক্ষের অসুবিধা। সাদক খাঁ সত্বরই সেটা উপলব্ধি করিল। সে সাবধানতা সহকারে অসিচালনা করিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল যুদ্ধ চলিল ; কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিল না। উভয়ে ক্লান্ত, রুধিরাক্ত। তবু যুদ্ধের বিরাম নাই, সমানে চলিতে লাগিল। এমন সময় সাদক খাঁ দেখিল, একটি রমণীমূর্ত্তি দ্রুতপদে আসিয়া ফতেসিংহের পিছনে দাড়াইল। মুহূর্ত্তের জন্য সাদক খাঁ অন্যমনস্ক হইল। সেই মুহূর্ত্তেই ফতেসিংহের তরবারি খাঁ সাহেবের বক্ষোমধ্যে প্রোথিত হইল।—সে লুটাইয়া ছাদের উপর পড়িয়া গেল।

ফতেসিংহ বলিলেন,—"কেমন সাদক খাঁ, এইবার তোমায় কে রক্ষা করে ?"

জড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে সাদক খাঁ উত্তর করিল,—"মারিয়া ফেল; আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার মঙ্গল নাই।"

ফতেসিংহ বলিলেন,—"তোমার সাধ্যমত করিও, ফতেসিংহ তাহাতে ডরায় না। কিন্তু নিরস্ত্র শত্রুকে মারিতে সে ঘৃণা বোধ করে।"

সাদক খাঁর কথা কহিবার আর শক্তি নাই, সে অচিরে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ফতেসিংহ তখন উষ্ণীষ ছিঁড়িয়া ক্ষতমুখ বাঁধিয়া দিলেন। রক্তস্রাব কতকটা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই জ্ঞানসঞ্চার হইল না। তখন হতাশ হইয়া ফতেসিংহ উঠিয়া দাড়াইলেন; দেখিলেন, পাশে বেলা বিবি। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ?"

বেলা উত্তর করিল—"আমি আসিবার পরই খাঁ সাহেব পড়িয়া গেল।"

"নীচে চল!"

উভয়ে নামিয়া আসিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে নীরব। অনেকক্ষণ নীরবতার পর ফতেসিংহ বলিলেন—"বেলা, আমি চলিলাম—এ নরকাগার ত্যাগ করিয়া জন্মের মত চলিলাম।"

বেলা। কোথায় যাইবেন?

ফতে। বীরসিংহপুরে।

বেলা। আমিও যাইব!

ফতে। কোথায়?

বেলা। দিল্লী।

উভয়ে আবার নীরব। ভাবী বিচ্ছেদ-যাতনা সম্ভবতঃ উভয়ের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। ক্ষণপরে ফতেসিংহ বলিলেন,—"জানি না—কখন আমাদের মিলন ঘটিবে কি না; কিন্তু—কিন্তু বেলা, যদি কখন শুন যে, আমি রাজ্য পাইয়াছি, তখন—তখন দিল্লী ছাড়িয়া বাঙ্গালায় একবার আসিবে কি?"

"রাজাজী!"

"কি, বেলা?"

বেলার আর কথা ফুটিল না—কি বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলা হইল না। তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল—চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ফতেসিংহ উঠিয়া বেলার নিকটে আসিলেন এবং কণ্ঠ হইতে মণিময় হার উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"বেলা, আমি দরিদ্র—তোমাকে দিবার উপযুক্ত আমার কিছুই নাই। এই হারমাত্র দিলাম। ফুলের মালা তোমার কণ্ঠে দিতে পারিলে আজ আমার জীবন সার্থক হইত। ভগবান্ জানেন, সে সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে আছে কি না।"

বেলা পালঙ্ক হইতে নামিয়া মেঝের উপর নতজানু হইয়া বসিল; ফতেসিংহ তাহার কণ্ঠে সযত্নে হার পরাইয়া দিলেন। তখন বেলার বক্ষ গণ্ড প্লাবিত করিয়া আঁখিধারা ছুটিতেছিল। চক্ষু মুছিবার অভিপ্রায়ে সে দ্রুতপদে পাশের ঘরে উঠিয়া গেল।

যখন আবার ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার চক্ষু শুষ্ক, নয়ন প্রফুল্ল। সে বলিল,—"রাজাজী, রাত্রি প্রভাতপ্রায়—আর বিলম্ব করিবেন না।"

ফতে। আমি এখন যাব না।

বেলা। কেন?

ফতে। চোরের ন্যায় অন্ধকার-সাহায্যে পলাইব না।

বেলা। অন্ধকার কোথা? বাহিরে আসিয়া দেখুন—উষার ছটা দেখা দিয়াছে।

ফতে। তবে চল।

বেলা। কিন্তু একটা কাজ এখনও বাকী আছে।

ফতে। কি?

বেলা। আপনি অস্ত্র-শস্ত্র এখনও গ্রহণ করেন নাই।

ফতে। তরবারি আছে, আবার কি চাই?

বেলা। কিন্তু বস্ত্র কৈ?

বলিয়া বেলা বিবি নিজ হস্তে ফতেসিংহের অঙ্গে বস্ত্র পরাইয়া দিল; মাথায় শিরস্ত্রাণ দিল। চোখ ও নাক ছাড়া সকল অঙ্গ ঢাকা পড়িল। তখন উভয়ে কক্ষত্যাগ করিয়া নীচে নামিলেন। সদর দ্বার রুদ্ধ। বেলা বিবি আগু হইয়া প্রহরীকে জাগাইল। প্রহরী বেলা বিবিকে চিনিবামাত্র উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বেলা তখন তাহাকে দুইখানা অনুমতি-পত্র দেখাইল। সে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

উভয়ে যখন দুর্গদ্বারে পৌঁছিলেন, তখন প্রভাত হইয়াছে। ফতেসিংহকে পিছনে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বেলা বিবি দ্বারসন্নিকটে অগ্রসর হইল। সেখানে চারি জন প্রহরী ও এক জন কর্মচারী ছিল। তাহারা অনুমতি-পত্র চাহিল। বেলা দুইখানা পত্র দেখাইয়া ইঙ্গিতে ফতেসিংহকে ডাকিল। কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিল—"এ লোকটা কে?"

বেলা মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল,—"মেরা খসম।"

কর্মচারী প্রহরি-বৃন্দকে আদেশ দিল,—"দ্বার ছাড়িয়া দেও।"

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। ময়ূরাক্ষী কল-কল-নাদে প্রবাহিতা। এক্ষণে নদী আর শীর্ণা নয়,—স্বামি-সম্মিলিতা যুবতীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়াছে। আনন্দে অধীর হইয়া, বীরসিংহপুরের পদ ধৌত করিয়া, গরবে ফুলিয়া নদী দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

একদা অপরাহ্নে নদীতীরে বৃক্ষতলে একখণ্ড শিলার উপর মায়া উপবিষ্ট। নিকটে আর কেহ নাই। সম্মুখে ময়ূরাক্ষী—পিছনে দুর্গ—আশে-পাশে শালগাছ। নদীর অপর পারে অনন্তবিস্তৃত জঙ্গল। জঙ্গলের পিছনে মেঘবরণ পর্ব্বতচূড়া, তার পিছনে পর্ব্বতবরণ মেঘ। মেঘের পিছনে কি আছে, মায়া দেখিতে পাইল না; দেখিবারও প্রয়োজন নাই,—মেঘ দেখিয়াই মানুষের সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা মিটে। মায়া অনেক মেঘ দেখিয়াছে, কিন্তু এমন সুন্দর মেঘ সে কখনও দেখে নাই। নীল চন্দ্রাতপতুল্য, অনন্তব্যাপী, প্রীতি-ভরা মেঘ, পৃথিবীর এক প্রান্তে জন্ম লইয়া অপর প্রান্তে পর্ব্বত-বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মেঘ ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত আকাশ সমাচ্ছন্ন করিল। মেঘের গায় কোথাও ছিদ্র নাই, আলোক নাই; সূর্য্য, আকাশ সব ঢাকিয়া গিয়াছে। মায়া এই আকারহীন, বৈচিত্র্যহীন সৌন্দর্য্যপানে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া রহিল।

এমন সময়ে আকাশ হুহুঙ্কারে ডাকিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। বাতাস কোথায় কোন্ পর্ব্বতকন্দরে লুকাইয়াছিল, সে এক্ষণে সময় বুঝিয়া শোঁ শোঁ শব্দে ছুটিয়া আসিল। নদীও সেই ডাকে যোগ দিল। সব এক সুরে বাঁধা,—এক জন ডাকিয়া উঠিল বলিয়া সকলেই ডাকিয়া উঠিল। মায়া আকাশ ছাড়িয়া পৃথিবীর পানে চাহিল। দেখিল, বৃষ্টিধারা ঘাট-মাঠ প্লাবিত করিয়া সহস্র ধারায় ছুটিয়াছে। বিটপিনিচয় আশ্রয়শূন্য বিধবার ন্যায় অবনত-মস্তকে ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিতেছে। চারিদিকে শব্দ, গর্জ্জন; কিন্তু সব সুরে বাঁধা। মায়া সেই সুরের মধ্যে অলসচিত্তে একাকিনী বসিয়া রহিল।

মেঘ অবিরাম প্রীতি-ধারা ঢালিতে লাগিল; গাছপালা, ঘাট-মাঠ সেই প্রীতিধারায় স্নাত হইয়া প্রেমময়ী মায়ের কোলে প্রেম-প্রবাহ ছুটাইল;—চারিদিক্ হইতে জলধারা আসিয়া নদী-হৃদয়ে পড়িতে লাগিল। ময়ূরাক্ষী উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে এই প্রেম-প্রবাহ বহিয়া লইয়া কোথায় কাহার উদ্দেশে ছুটিল।

স্থাবর-জঙ্গমের এই প্রেম-পূজা দেখিয়া মায়া ভাবিল, "আমিও কেন এই প্রেম-প্রবাহে আমার আঁখিজল ঢালি না?" মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যে বৃক্ষতলে বসিয়াছিল, সেই বৃক্ষের একটি পত্র লইয়া তাহাতে নখ দ্বারা কয়েকটি রেখা পাড়িল; মুখে বলিল, "বাবা, তুমি কোথায় আছ—শীঘ্র এস।" মায়ার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। অবশেষে সে পত্র-হস্তে নদীর জলে আসিয়া দাঁড়াইল। আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া মায়া আঁখিজলে পত্রখানি সিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। পত্রখানি মায়ার প্রাণের কথা লইয়া ভাসিতে ভাসিতে, তরঙ্গশিরে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিল। যতক্ষণ পত্র দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ মায়া সেই ভাবে দাঁড়াইয়া অনিমেষ-নয়নে পত্র পানে চাহিয়া রহিল। যখন আর দেখা গেল না, তখন মায়া জল ছাড়িয়া তটোপরি আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্রমে বৃষ্টি মন্দীভূত হইয়া আসিল। মায়া দুর্গমধ্যে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সবিস্ময়ে দেখিল, এক জন বর্ম্মাচ্ছাদিত অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে নদী পার হইতেছে। জলস্রোত, ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বারোহী স্বল্পকালমধ্যে নদী পার হইল এবং যেখানে মায়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া উঠিল। অশ্বারোহীর আপাদমস্তক বর্ম্মাচ্ছাদিত; নাসারন্ধ্র, ওষ্ঠ ও চক্ষুর্দ্বয় ছাড়া দেহের কোন অংশ দৃষ্ট হইতেছিল না।

অশ্বারোহী তটোপরি আসিয়া মায়ার সম্মুখে দাঁড়াইল। মায়ার কেশ বস্ত্র সিক্ত; চুল বহিয়া শতধারে জল ছুটিতেছে। বৃষ্টিস্নাত মল্লিকা-ফুলের ন্যায় তাহার রূপ যেন আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। অঙ্গের বরণ সিক্ত বস্ত্রমধ্য হইতে শুভ্রমেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রের ন্যায় আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। প্রকোষ্ঠে বা গাত্রে কোথাও একখানি অলঙ্কার নাই। অলঙ্কার যে নাই, সে অভাব এককালে বুঝা যাইতেছিল না। তদবস্থায় একাকী দেখিয়া পথিকের ক্ষণেকের জন্য ভ্রম হইল, বুঝি বা জলদেবী, ময়ূরাক্ষী ছাড়িয়া তটে উঠিয়াছেন। পথিক স্তম্ভিত হইয়া সেই দেবী-লাঞ্ছিত রূপরাশি পানে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে যখন মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন পথিক দেখিল, এ মূর্ত্তি দেবীর নয়—রমণীর। ক্রমে বিস্ময়ও অন্তর্হিত হইল; তখন পথিক দেখিল, এ মূর্ত্তি রমণীর নয়, বালিকার। জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে?"

মায়া নির্ভয়ে উত্তর করিল, "আমি মায়া।"

পথিক। মায়া? তুমি কোথায় থাক?

মায়া। পাণ্ডবেশ্বরে।

পথিক। পাণ্ডবেশ্বর কোথায়?

মায়া। যেখানে পাণ্ডবেশ্বর শিব আছেন।

পথিক। সে স্থান এখান হ'তে কত দূরে?

মায়া। অনেক দূরে।

পথিক। তবে তুমি এখানে কেন?

মায়া। বাবার সঙ্গে এসেছি।

পথিক। তোমার বাবা কে?

মায়া। সন্ন্যাসী।

পথিক। সন্ন্যাসী কে?

মায়া। আমার বাবা।

এমন সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে—বালা। বালা মাঝে মাঝে দোলা বা শিবিকায় উঠিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে আসিত। কিন্তু এক্ষণে ভ্রমণোদ্দেশে আসে নাই—মায়ার অনুসন্ধানে আসিয়াছিল। ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই মায়াকে দুর্গ-মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। মায়ার পলায়ন কিছু নূতন নহে; এমন মাঝে মাঝে ঘটিত। মায়া বন্দিনী হইয়া থাকিতে পারিত না। নদীর জন্য, বনের জন্য যখন তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইত, তখন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া নদীর ধারে একাকী ছুটিয়া আসিত। বালা তা' জানিত। তাই যখন ঝড়-বৃষ্টি মন্দীভূত হইল, তখন সে মায়ার অনুসন্ধানে নদীর ধারে আসিল।

বালা আসিয়া মায়াকে দেখিল, আরও এক জনকে দেখিল। সে যে কে, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল; সে একটি কথার অপেক্ষায় অশ্বারোহীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অশ্বারোহী এতক্ষণ বালাকে দেখে নাই; তাহার মন ও চক্ষু মায়াতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। যখন বালাকে দেখিল, তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বালা, বালা আমার!"

বালার সন্দেহ মুহূর্ত্তে দূরীভূত হইল; সে অশ্বারোহীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল,—"দাদা, দাদা আমার!"

অশ্বারোহী চকিতমধ্যে অশ্ব হইতে লম্ফত্যাগে ভূতলে দাঁড়াইলেন এবং শিরস্ত্রাণ ক্ষিপ্রহস্তে উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ফতেসিংহের অনিন্দনীয় মুখাবয়ব বালার নেত্রপথে পড়িল। সে চিরবাঞ্ছিত মুখখানি এত দিন পরে দেখিতে পাইয়া তাহার মুখে কথা সরিল না,—সে নীরবে ফতেসিংহের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। হৃদয়ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া আঁখিদ্বয়ে প্রবাহিত হইল।

ফতেসিংহের চক্ষুও অশ্রুশূন্য নয়। বালা তাঁহার হৃদয়-ধন। শৈশবে মাতা-পিতা হারাইয়া লালসিংহ বালাকে আশ্রয় করিয়াছিল। যখন বীরসিংহ রাজ্য-সংগঠনে ব্যস্ত, তখন লাল বালাকে লালন-পালন করিয়া, লেখাপড়া শিখাইয়া হৃদয়ের ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা মিটাইত। বালা সকল বিষয়ে লালের উপর নির্ভর করিত। নির্ভর করিত বলিয়াই বালাকে সে আপন সম্পত্তি মনে করিত।

অতঃপর নবরাজ্য সংস্থাপিত করিয়া লালসিংহ বালাকে আপন ঐশ্বর্য্য, বিভব সমস্ত দেখাইল। দেখাইয়া বালার নয়নে আনন্দ ফুটাইয়া লালসিংহ তৃপ্তিলাভ করিল। কিন্তু বীরসিংহ বালাকে ফতেপুরে বেশী দিন রাখিলেন না। বালা চলিয়া গেল। লালসিংহের উৎসাহ-আনন্দ নিবিয়া গেল। তখন সে হৃদয়ের অবলম্বন হারাইয়া সাদক খাঁর প্রবোচনায় চরিত্র ও ধর্ম্ম পদদলিত করিল।

মুঙ্গেরে সন্ন্যাসীর মুখে বালার নাম শুনিয়া লালসিংহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; আর থাকিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধ-নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় ছুটিয়া আবার বালার কাছে ফিরিয়া আসিল। যখন বালাকে সম্মুখে দেখিল,—জীবনের যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষিত, তাহা পাইল, তখন লালসিংহ কথা কহিতে পারিল না,—নীরবে সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত মুখখানি পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কখন বা বালার কেশগুচ্ছ লইয়া, কখন বা তাহার হাতের অঙ্গুলি কয়টি লইয়া বালকের ন্যায় খেলা করিতে লাগিল।

বালা যখন বাক্যালাপের শক্তি ফিরিয়া পাইল, তখন জিজ্ঞাসা করিল,—"এত দিন এস নাই কেন দাদা?"

লালসিংহ উত্তর করিলেন,—"বালা কি আমার পথপানে চাহিয়াছিল?"

বালা। তুমি কি তোমার বালাকে চেন না, দাদা?

লাল। চিনি; তবু এক কথা বার বার শুনিতে ইচ্ছা করে। বল বালা, তুমি আমার পথপানে চাহিয়া

বসিয়াছিলে—বল, তুমি আমার অদর্শনে কাতর হইয়া দিবানিশি কাঁদিতে।

বালা। কাঁদিতাম—সময়ে সময়ে অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতাম। বুঝি এত দিন তোমায় না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না, যদি—

লাল। যদি কি, বালা?

বালা। যদি মায়াকে না পাইতাম

লাল। মায়া? মায়া কে বালা?

বালা। মায়া কৈ? এই যে এখানে ছিল।

মায়া তখন দুর্গাভিমুখে বীরপাদবিক্ষেপে চলিয়াছে; কিন্তু তখনও দৃষ্টির বহির্ভূত হয় নাই। বালা ডাকিল,—"মায়া!" মায়া ফিরিয়া দেখিল। বালা আবার ডাকিল,—"মায়া, এখানে এস।" মায়া ফিরিল। লালসিংহ বালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বালিকাটি কে?"

বালা। বালিকার নাম মায়া।

লাল। তাহা ত আমিও জানি।

বালা। তবে আমি যতটা জানি, তুমিও প্রায় ততটা জান।

লাল। মায়া কোথায় থাকে?

বালা। রাজবাড়ীতে।

লাল। তোমরা কোথায় তাহাকে পাইলে?

বালা। সে অনেক কথা—এর পর বলিব।

এমন সময় মায়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বালা লালসিংহের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া মায়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কে বল্ দেখি।"

"তোমার ছোট দাদা।"

"কেমন ক'রে তুই জান্‌লি?"

মায়া সে কথার কোন উত্তর দিল না। বালা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই এই ঝড় বৃষ্টিতে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছিলি কেন, মায়া?"

মায়া। ঝড়-বৃষ্টি আমার ভাল লাগে।

বালা। ঝড়-বৃষ্টি ভাল লাগে! কেন বল্ দেখি?

মায়া। ঝড় কত দূর হ'তে এসে আমার অঙ্গ স্পর্শ করে—বৃষ্টি কত দূর হতে এসে আমার মাথার উপরে পড়ে। দূরের জিনিস স্পর্শ কর্‌তে আমার বড় সাধ হয়।

বালা। কেন তোর এমন সাধ হয়?

মায়া। কেন হয়, তা' জানি না।

বালা। কেন, তা জান বৈ কি। বিনা কারণে তুমি কিছুই কর না।

মায়া। আমার—আমার মনে হয়, ঝড়-বৃষ্টির সময় যখন দূরের বাতাস, দূরের জল আমাদের কাছে আসে—স্পর্শ করে, তখন যাঁহারা দূরে আছেন, তাঁহারাও আমাদের কাছে আসিতে পারেন।

বালা। তোর মত বাপের জন্য এতটা কাতর হ'তে আমি আর কাকেও দেখি নি।

লালসিংহ এতক্ষণ মুগ্ধনয়নে মায়ার পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। মায়ার বাপের নাম হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাপ কে?"

বালা। গুরুদেব।

লাল। তিনি ত মুঙ্গেরে। গুরুদেব আমার মুক্তির উপায় না করিলে আজও হয় ত আমায় মুঙ্গেরে থাকিতে হইত।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমার বাবাকে দেখেছ? তিনি কবে তাঁর মায়ার কাছে আসিবেন?"

লালসিংহ বলিলেন,—"তিনি হাটিয়া আসিতেছেন, দুই চারি দিনের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন।"

তখন তিন জনে দুর্গাভিমুখে ফিরিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালার আর আনন্দ ধরে না,—সে যাহা চায়, তাহা পাইয়াছে। ঠাকুরের কাছে কত মাথা কুটিয়া কত দুঃখের পর আজ তার প্রাণের ভাইকে পাইয়াছে। লালসিংহ যখন দূরে, তখন বালা কত কথা তাঁহাকে বলিবে সঙ্কল্প করিয়াছিল—কত দুঃখগাথা তাঁহার কানে ঢালিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু এখন তাঁহাকে পাইয়া বালা সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

আজ দুই দিন হইল লালসিংহ গৃহ-প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই দুই দিন বালা দিবারাত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে—দিবারাত্র পক্ষিণীর ন্যায় অর্থহীন ভাষায় কত কথা তাঁহাকে শুনাইয়াছে। অন্য সময় হইলে বালার এই সোহাগ, এই গুঞ্জন লালসিংহকে মুগ্ধ করিত। কিন্তু আজ এ সব কিছুই লালসিংহের ভাল লাগিল না। তাঁহার মন আজ চঞ্চল, অশান্ত;—মায়ার অসামান্য রূপরাশি তাঁহার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় বাসনানল জ্বালাইয়াছে।

অপরাহ্নে উদ্যানে বসিয়া বালা লালসিংহকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। কেমন করিয়া তিনি মুঙ্গেরে সময় অতিবাহিত করিতেন—কেমন করিয়া তিনি শত্রুপুরী হইতে মুক্তিলাভ করিলেন—বালাকে কখন মনে পড়িত কি না, এই সকল কথা সে বারংবার লালসিংহকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। লালসিংহ দুই একটি অসম্বদ্ধ কথায় বালার সংখ্যাতীত প্রশ্নের উত্তর

দিতেছিলেন। যে বালার সরল সুন্দর মুখখানি দেখিবার আশায়—সোহাগমাখা দুটা কথা শুনিবার অভিপ্রায়ে তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে ছুটিয়া আসিয়াছেন, আজ সেই বালার মুখখানি দেখিবার তাঁহার আর সাধ নাই—কথা শুনিবার আর আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহার মন এখন অন্যদিকে। উদ্যানের একাংশে যেখানে বসিয়া মায়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখা রোপণ করিতেছিল, লালসিংহের নয়ন-মন সেইখানে।

মায়া এক বৃক্ষতলে একটি অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। মন্দিরের উচ্চতা এক হস্ত-পরিমিত। ছোট-বড় পাথর সাজাইয়া, কাদা দিয়া গাঁথিয়া মায়া স্বহস্তে এই মন্দির প্রস্তুত করিয়াছে। মন্দিরের ভিতরে-বাহিরে গোময় ও মৃত্তিকা দিয়া উত্তম করিয়া লেপিয়া দিয়াছে। মন্দিরের একটি দ্বার আছে; দ্বার-সম্মুখে স্বল্প-বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্রকায় প্রস্রবণ। মন্দিরের চারিদিকে মায়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখা রোপণ করিয়াছে। সপত্র শাখা-শির মন্দিরের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। উপরে বৃক্ষপত্রের শ্যামল চন্দ্রাতপ। সপুষ্প শ্যামলতা লবঙ্গলতা বৃক্ষদেহ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ভুজঙ্গমালার ন্যায় মন্দিরচূড়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে।

মন্দিরাভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময়মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি মানুষের কি দেবতার, তা' ঠিক বলা যায় না। তবে পৃষ্ঠে সুদীর্ঘ জটাভার—আবক্ষোবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু—কটিতে গৈরিক বস্ত্রখণ্ড দেখিলে, ব্রতচারী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। মায়া প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পুষ্প-চন্দন উপহারে এই মূর্ত্তির পূজা করিত। মায়া দুই বেলা মন্দির-প্রাঙ্গণ সযত্নে মার্জ্জনা করিত এবং পত্রপুষ্প সাজাইয়া স্নেহভরে মন্দিরটিকে ঢাকিয়া রাখিয়া দিত। এই মৃন্ময়মূর্ত্তি মায়ার ক্রীড়া-সহচর—এই নির্ঝরিণী-প্রফুল্ল প্রাঙ্গণ মায়ার সংসার—এই মন্দির মায়ার সম্বল।

মায়ার রোপিত বৃক্ষশাখাগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, তাই আজ অপরাহ্ণে মায়া সেগুলি উঠাইয়া ফেলিয়া নবশাখা রোপণ করিতেছে। এমন সময় লালসিংহ ও বালা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মায়া ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু নড়িল না। লাল বলিলেন,—"মায়া, তোমার খেলাটি বেশ!"

মায়া বিস্মিত-নয়নে লালসিংহের মুখপানে একবার চাহিল; কিন্তু কোন উত্তর করিল না।

বালা বলিল,—"মায়ার এ খেলা নয়—পূজা।"

লাল। পূজা? কা'র পূজা?

বালা। পূজা আবার কা'র?—কেন, ঠাকুরের।

লাল। মন্দিরের ভিতর ঠাকুর ত দেখ্‌ছি না।

বালা। তবে কি দেখ্‌ছ?

লাল। এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখ্‌ছি।

বালা। ঐ সন্ন্যাসি-মূর্ত্তিই মায়ার ঠাকুর।

লাল। ঠাকুরের এমন মূর্ত্তি ত কোথাও দেখি নাই।

বালা। সন্ন্যাসী কে জান?

লাল। কে?

বালা। মায়ার পিতা—ধ্রুব গোস্বামী।

লাল। গোপালজী ছাড়িয়া মায়া সন্ন্যাসীর পূজা করিতেছে?

বালা। তুমি যদি স্ত্রীলোকের হৃদয় বুঝিতে, তা হ'লে বিস্মিত হইতে না।

লালসিংহ কথাটা তলাইয়া বুঝিলেন না। তিনি মায়ার সন্নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মায়া, দেবতা ছাড়িয়া মানুষের পূজা কর কেন?"

মায়া আপন কার্য্যে বিরত না হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"দেবতা কেমন, কখন দেখি নাই; কিন্তু আমার বাবাকে দেখিয়াছি।"

লাল। যাহাকে দেখিয়াছ, তাঁহার দোষও দেখিয়াছ; কিন্তু যাহাকে দেখ নাই, তাঁহার বিন্দুমাত্র দোষ বা অপূর্ণতা দেখ নাই।

মায়া। তুমি আমার বাবার দোষের কথা বলিতেছ? তবে তুমি আমার বাবাকে দেখ নাই।

লাল। তাঁহাকে শতবার দেখিয়াছি—তাঁহার মহৎ হৃদয়ের শত পরিচয় পাইয়াছি। তবুও বলি, তিনি সেই ঈশ্বরের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

মায়া একটু বিরক্ত হইল। ভাবিল, লালসিংহ বুঝি তাহার পিতৃনিন্দা করিতেছেন। পিতৃনিন্দা তাহার সহনাতীত; সে উত্তর করিল,—"আমি তোমার ঠাকুর-দেবতা চাহি না—আমার ক্ষুদ্র বাবাই ভাল।"

লালসিংহের হৃদয়ে কেমন একটু হিংসার সঞ্চার হইল; তিনি বলিলেন,—"সন্ন্যাসী তোমার প্রতিপালক মাত্র—পিতা নন।"

মায়া সচকিতে মাথা তুলিয়া লালসিংহের পানে চাহিয়া দেখিল। তাহার চোখে একটু ঘৃণা, একটু রাগ। মায়া একটা বৃক্ষশাখা রোপণ করিতেছিল, তাহা ফেলিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনোভাব বালা বুঝিল। বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বলিল,—"তুমি ঠিক জান না, ছোট দাদা,—সন্ন্যাসী ঠাকুর মায়ার পিতা।"

এমন সময় জনৈক পরিচারিকা আসিয়া লালসিংহকে সংবাদ দিল, মহারাজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

লালসিংহ বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুতপদে উদ্যান পরিত্যাগ করিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন,—"কথাটা বলিয়া মায়াকে মনঃপীড়া দেওয়া ভাল হয় নাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লালসিংহ আসিয়া দেখিলেন, মহারাজ এক নিভৃত কক্ষে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি একাকী ছিলেন না, সেখানে আরও এক ব্যক্তি ছিল। সে—রামদেও। লালসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামদেও, তুমি এখানে কেন?"

রামদেও উত্তর করিল,—"আপনার মুঙ্গের হইতে পলায়নকালে নগর-বাহিরে আমি ঘোড়া ধরিয়াছিলাম। এক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আদেশমত এখানে আসিয়াছি।"

লাল। তিনি এখন কোথায়?

রাম। তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছেন।

লাল। এই কি তীর্থ-পর্য্যটনের উপযুক্ত সময়? মুসলমান রণসাজে সাজিয়াছে—দেশময় আতঙ্কের তরঙ্গ প্রবাহিত, এক্ষণে কি তাঁহার তীর্থভ্রমণ শোভা পায়?

বীরসিংহ বলিলেন,—"লাল, তুমি আজও বালক—গোস্বামীকে চেন না। না চিনিয়া তাঁহার কার্য্যাকার্য্যের বিচার করা ধৃষ্টতামাত্র।

লাল। কার্য্য দেখিয়াই বিচার।

বীর। তাঁহার কার্য্যের কি পরিচয় পাইয়াছ?

লাল। তিনি ভীরু, দুর্ব্বল। যখন মুসলমান আক্রমণোদ্যোগী, তখন তিনি পলাতক।

এত বড় মিথ্যা কথা, এত বড় শক্ত কথা, লালসিংহ আর কখন বলেন নাই। বাসনানল হৃদয়ে জ্বলিলে মানুষের হিতাহিতজ্ঞান ভস্মীভূত হয়। মায়ার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া লালসিংহ উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছিলেন—মায়ার নিকট হইতে এক বিন্দু ভালবাসা পাইবার আশায় তিনি সতৃষ্ণহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু বিন্দুমাত্রও স্নেহ মিলিল না। বারি না মিলিয়া উত্তপ্ত বালুকা মিলিল। তিনি দেখিলেন, মায়ার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর—ধ্রুব গোস্বামী। তার হৃদয় পিতৃময়, তথায় অপর কাহারও স্থান নাই। তাই আজ লালসিংহের এতটা রাগ। রাগটা সন্ন্যাসীর উপরেই বেশী।

লালসিংহের উত্তর শুনিয়া বীরসিংহের প্রাণে ব্যথা লাগিল। তিনি একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—"লালসিংহ, তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ, এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? যখন পৃথিবীতে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, তখন কে আমাদের আশ্রয় দিয়া শত্রু-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল? তরবারি ধরিতে জানিলেই লোকে বীর হয় না। যদি বাঙ্গালায় কেহ স্বদেশভক্ত থাকেন, তিনি ধ্রুব গোস্বামী।"

লাল। তা হ'তে পারে। কিন্তু তাঁহার এ কার্য্য দেখিয়া কি বুঝিব?

বীর। তাঁহার এ কার্য্য দেখিয়া বুঝিবে যে, তিনি দেশরক্ষার্থ সৈন্যসংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন।

লালসিংহ বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইলেন। যাঁহার এত উদ্যোগ, তাঁহার উপর আবার অনুযোগ! লালসিংহ অবনত-বদনে বলিলেন,—"আমার অপরাধ হইয়াছে।"

বীরসিংহ বলিলেন,—"সে কথা যাক্—এখন তুমি তোমার রাজধানীতে প্রত্যাগমন কর। বর্ষা-অবসানে মুসলমান দেশ আক্রমণ করিবে। এখন হইতে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও।"

লাল। সেখানে যাইতে আমার আর প্রবৃত্তি নাই।

বীর। সে কি কথা! শত্রু দেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আর তুমি রাজধানী ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে দূরে বসিয়া থাকিবে?

লাল। ফতেপুর আমার আর ভাল লাগে না।

বীর। তবে তুমি এইখানে থাক—আমি সেখানে যাই। সে দূরপ্রদেশে তোমার বা আমার এক জনের থাকা চাই।

লাল। আমি এখানে থাকিব? এ কি বলিতেছেন?

বীর। হাঁ, তুমি এখানে থাক, আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ নয়—বীরসিংহপুরের রাজ্যেশ্বর হইয়া এখানে থাক।

লালসিংহ বিস্মিত হইয়া বীরসিংহের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বীরসিংহ বলিলেন,—"বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, লাল। রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুরই আমি প্রার্থী নই—আমি চাই দেশের মঙ্গল। তুমি বা আমি দেশের সেবা করিতে আসিয়াছি মাত্র। সেবা করিয়া দুই দিন বাদে চলিয়া যাইব। রাজ্যের এক জন কর্ত্তা থাকা চাই, তাই আমি রাজা, আমি রাজা না হইয়া তুমি যদি রাজা হও, তা'তে ক্ষতি কি?"

লাল। তবে এ রাজ্য গঠিত করিলেন কেন?

বীর। গঠিত করিয়াছি ভোগ-বিলাসের জন্য নহে—অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য।

লাল। এ অত্যাচার-স্রোত কি মুসলমান-রাজা রোধ করিতে পারে না?

বীর। না। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর

সর্ব্বস্ব হিন্দু রক্ষা করিবে। এ কাজ হিন্দুর—মুসলমানের নয়।

লালসিংহ নীরব রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। ক্ষণপরে উঠিয়া তিনি ধীরে ধীরে গবাক্ষ-সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষ-পথ দিয়া সুদূর পর্ব্বতচূড়া দেখা যাইতেছিল। পর্ব্বতের আশে-পাশে চারিদিকে অনন্ত-বিস্তৃত জঙ্গল। বিটপীশ্রেণী ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উঠিয়া ক্রমে পর্ব্বতগাত্র সমাচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্ব্বতচূড়ায় একটি প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষ। বিটপী অনন্ত গগনতলে এক সুদীর্ঘ শাখা প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—যেন অঙ্গুলিসঙ্কেতে জগৎকে বলিতেছে, "আমার কাছে আসিতে হইলে—আমাকে পাইতে ইচ্ছা করিলে, ধাপে ধাপে একটু একটু করিয়া আসিতে হয়। এস, আমার কাছে এস,—আমার পানে লক্ষ্য রাখিয়া, পিছনে না চাহিয়া, ধীরে ধীরে এস,—তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।"

লালসিংহ অনিমেষ-নয়নে বৃক্ষ পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে অন্ধকার টিপি টিপি আসিয়া গিরি বন ঢাকিয়া ফেলিল। বৃক্ষদেহ তখনও লুকায় নাই;—নীল আকাশপটে কে যেন সেই বাহুবিস্তারী বিটপী তখনও চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে একটু একটু করিয়া বৃক্ষ-পদ, বৃক্ষ-হস্ত, ক্রমে বৃক্ষদেহও অন্ধকার-কোলে লুকাইল। কিন্তু লালসিংহের মানস-চক্ষুর অন্তরালে সেই ব্যোম-বিস্তারী বৃক্ষশাখা লুকাইতে পারিল না। তিনি যেন দেখিতেছিলেন, তরুরাজ হস্তসঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি যেন স্পষ্ট শুনিতেছিলেন—তরুবর কোমল ঝঙ্কারে পৃথিবী, আকাশ পরিপূরিত করিয়া, মধুময়-কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছে;—'এস, আমার কাছে এস—আমার পানে লক্ষ্য রাখিয়া, পিছনে না চাহিয়া ধীরে ধীরে এস,—তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।'

লালসিংহ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকারাবৃত বৃক্ষ পানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া যখন চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল, তখন তিনি গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া বীরসিংহের কাছে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরসিংহ তখন রামদেওকে বলিতেছিলেন—"রামদেও, তোমায় যখন সন্ন্যাসী ঠাকুর আমার কাছে পাঠাইয়াছেন, তখন তুমি আমার বিশ্বাসের পাত্র। তোমাকে অশ্বারোহী সৈন্যপদে নিযুক্ত করিলাম। ভবিষ্যৎ-উন্নতি তোমার হাতে।"

রামদেও অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বীরসিংহ ধীরে ধীরে উঠিয়া লালসিংহের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার প্রকোষ্ঠ নিজ হস্তমধ্যে সাদরে গ্রহণ করিলেন। লালসিংহ অবনতবদনে নীরব—যেন একটু অন্যমনস্ক। বীরসিংহ স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"লাল!"

লালসিংহ মুখ তুলিয়া ভাইয়ের পানে চাহিলেন, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। বীরসিংহ বলিলেন,—"লাল, তোমার হাতে রাজ্য-ভার সমর্পণ করিয়া আমি চলিলাম—সাবধানে দেশ রক্ষা করিও।"

লাল। কোথায় যাইবেন?

বীর। ফতেপুরে।

লাল। সেখানে কেন?

বীর। সেখানে তোমার বা আমার এক জনের থাকা চাই।

লাল। তবে সেখানে আমিই যাইব।

বীর। তুমি ত ফতেপুরে যাইতে ইচ্ছা কর না।

লাল। এখন আমার মনের গতি ফিরিয়াছে—আমার ভ্রম বুঝিয়াছি।

বীর। কি বুঝিয়াছ?

লাল। আগে বুঝিয়াছিলাম, আমরা রাজ্যভোগ করিতে আসিয়াছি—সংসারে নাম কিনিতে আসিয়াছি। এখন আমার সে ভ্রম ঘুচিয়াছে।

বীর। এখন কি বুঝিয়াছ?

লাল। এখন বুঝিয়াছি যে, আমরা দেশের সেবা করিতে আসিয়াছি—ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া দেশের মঙ্গলকামনায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি।

বীর। এখন তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। দেশের পূজা আমাদের লক্ষ্য, আমাদের ধর্ম্ম। রাজ্য আমাদের সংসার—প্রজা আমাদের সন্তান। অস্ত্র ও অর্থ পূজার উপকরণ—রাজ-পরিচ্ছদ কৌষিক বস্ত্র। বীরসিংহপুর বা ফতেপুর—পর্ণকুটীর বা তরুতল আমার পক্ষে সব সমান।

লাল। এ ভাবে কখনও আমি দেশকে দেখি নাই; আজ আমি নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম।

বীর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এ পরিবর্ত্তিত মনোভাব যেন স্থায়ী হয়।

লালসিংহের চিত্ত চঞ্চল; তাই এ আশঙ্কা। লালসিংহ তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এবার কিছুতেই তিনি ব্রতচ্যুত হইবেন না। মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"দাদা, আগামী কল্য প্রত্যূষে আমি যাত্রা করিব।"

বীরসিংহ উত্তর করিলেন,—"উত্তম। তোমার সঙ্গে যাইবার জন্য তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত আছে। বালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে কি ?"

লালসিংহ একবার একটু ভাবিলেন। বালার সঙ্গে মায়াও যাইতে পারে। লোভ বড় প্রবল। কিন্তু তাহা দমন করিয়া তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"না, আমি একাই যাব।"

বীরসিংহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন লাল, তুমি একা যাইতে বাসনা করিতেছ ?"

লালসিংহ উত্তর করিলেন,—"বালা আমার কাজের অন্তরায় হইতে পারে। আগে শত্রু-আক্রমণ নিবারণ করি, তার পর বালাকে লইয়া যাইব।"

বীরসিংহ সানন্দে ভাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"লাল, তোমার দৃঢ়ব্রত দেখিয়া সুখী হইলাম। বস্তুতই এখন আমাদের আমোদ-প্রমোদের সময় নয়,—এখন আমাদের কাজ করিবার সময়।"

লালসিংহ নিরুত্তরে বিদায় হইলেন ; সে দিন তিনি বালা বা মায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া লালসিংহ ফতেপুর অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অশ্ব প্রস্তুত। কিন্তু তিনি অশ্বে না উঠিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, মায়ার নিকট বিদায় গ্রহণ করা। সকলের নিকট বিদায় লওয়া হইয়াছে, কিন্তু মায়ার নিকট বিদায় লওয়া হয় নাই। তাহাকে দু'টা কথা না বলিয়া—আর একবার না দেখিয়া যাওয়া হইতে পারে না। তাই মায়ার অনুসন্ধানে লালসিংহ উদ্যানে আসিয়া দেখা দিলেন। তথায় মায়ার দর্শনও পাইলেন।

মায়া তখন পূজায় নিবিষ্টচিত্ত। দক্ষিণে পদ্ম-পত্রোপরি স্তূপীকৃত ফুল—বামে মৃন্ময়পাত্রে ধূপধুনা ; সম্মুখে সেই ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি। অঞ্জলিপূর্ণ ফুল লইয়া মায়া, সন্ন্যাসীর পদতলে ঢালিতেছে। যখন পুষ্পনিচয় স্তূপীকৃত হইয়া সেই ক্ষুদ্রমূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিল, তখন মায়া পূজা ছাড়িয়া মুদিত-নয়নে ধ্যাননিমগ্না হইল। মায়া এই ভাবেই প্রত্যহ পূজা করে। তবে কোন দিন কাঁদিয়া ফেলে, কোন দিন কাঁদে না। আজ মায়া কাঁদিতেছিল,—দুই চক্ষু, গণ্ড বহিয়া অজস্রধারে জল গড়াইতেছিল।

মায়ার পরিধানে পট্টবস্ত্র, প্রকোষ্ঠে শঙ্খ। অঙ্গে ভূষণ বা অলঙ্কার কিছুই নাই। আগুলফলম্বিত কুন্তল-রাশি পৃষ্ঠ-বাহু-বক্ষ আচ্ছাদিত করিয়া ভূমির উপর লুটাইতেছে। সেই কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশরাশির মধ্যে মায়ার জ্যোতিঃপূর্ণ অনিন্দনীয় ক্ষুদ্র মুখখানি, তমসাচ্ছন্ন নিশিতে বৃক্ষপত্র-মধ্যস্থ উজ্জ্বল দীপবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

লালসিংহ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া এই অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। মায়ার সংজ্ঞা নাই—লালসিংহেরও জ্ঞান নাই। তিনি বিহ্বল, মুগ্ধ, রূপের আকর্ষণে আত্মহারা। সেই সৌন্দর্য্য-হিল্লোলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্যজ্ঞান সব ভাসিয়া গেল।

এমন সময় পিছন হইতে সহসা কে বলিল,—"মায়া কি সুন্দর !"

চমকিত হইয়া লালসিংহ ফিরিয়া চাহিলেন ; দেখিলেন, বালা। বালা বলিল,—"মায়াকে দেখিতে-ছিলে, ছোট দাদা ? আমি এত দিন ধ'রে তাহাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবু আজও আমার সাধ মিটে নাই,—এতই তা'র রূপ।"

লালসিংহ মায়ার পানে ফিরিয়া চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"এত রূপ—এত সৌন্দর্য্য কখন আমি দেখি নাই।"

বালা বলিল,—"মায়ার রূপের চেয়ে গুণ বেশী। এমন মেয়ে—এমন নিষ্পাপ, এমন সরল—সংসারে আর নাই।"

লালসিংহ একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"গুণ আছে কি না, তা' আমি জানিতে চাই না ; আমি গুণের প্রত্যাশী নই। আমি রূপ চাই ; মায়ার রূপ আমাকে আকুল ক'রে তুলেছে।"

বালা বলিল,—"মায়াকে বিয়ে করবে, ছোট দাদা ?"

লালসিংহ বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বালার মুখের উপর আকাঙ্ক্ষা-প্রদীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় স্থাপিত করিয়া বলিলেন,—"কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, বালা ?"

বালা উত্তর করিল,—"মায়াকে বিয়ে করবে ?"

লালসিংহ একটু থামিয়া—চিত্তবেগ একটু সংযত করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—"মায়াকে যদি পাই, তা হ'লে সংসারে আর আমি কিছু চাহি না।"

উত্তর শুনিয়া বালা প্রাণে ব্যথা পাইল। বালা ভাবিল, "আজ তিন দিন মাত্র ছোট দাদা মায়াকে দেখিয়াছেন। মায়াকে দেখিয়া এই তিন দিনে তিনি আমাদের ভুলিলেন ; আমাদের চেয়ে মায়া তাঁর কাছে বড় হ'ল ? একে কি ভালবাসা বলে ? যদি তাই হয়, তা হ'লে ছোট দাদা কখন আমাদের ভালবাসেন নাই।"

মায়ার সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার সম্বন্ধে এত কথা হইতেছিল, মায়া তা' জানে না। সে তখন ধ্যান-নিমগ্না। তাহার চক্ষু বহিয়া জল গড়াইতেছিল। তদ্দৃষ্টে বালা বলিল,—"দেখ, মায়ার গণ্ড বহিয়া মুক্তা-মালা গড়াইতেছে। এত ভক্তি, এত ভালবাসা আমি কোথাও দেখি নাই। ভগবান্‌ও এ উপহার পাইলে কৃতার্থ হইতেন।"

কথাটা লালসিংহের ভাল লাগিল না। তাঁহাকে ছাড়া মায়া আর কাহাকেও ভালবাসে, এটা তাঁহার অসহ্য। তা'র উপর আবার আঁখিধারা! মায়ার এ ভক্তি-প্রবাহ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—"মায়া!" উত্তর নাই। "মায়া!" মায়ার শরীর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। "মায়া!" মায়া একটু হাসিল; সে তখনও আচ্ছন্ন—স্থূল দেহে তখনও সে ফিরিয়া আসে নাই; আসিবার উপক্রম করিতেছে মাত্র। লাল পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"মায়া!"

মায়া এবার চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া দেখিল বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। লালসিংহ বলিলেন,—"মায়া, আমি চলিলাম। আর কখন দেখা হইবে কি না, বলিতে পারি না। তাই—তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

উত্তর-প্রতীক্ষায় মায়ার মুখপানে চাহিয়া লালসিংহ দাঁড়াইয়া রহিলেন। মায়া উত্তর দিতে পারিল না—কথাটাও ঠিক সে বুঝিল না। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে সদ্য-সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

লালসিংহ আবার বলিলেন,—"শুনেছ, মায়া! আমি চলিলাম, তোমাতে আমাতে আর কখনও দেখা না হ'তে পারে।"

এবার মায়া কথাটা বুঝিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাইতেছ?"

"ফতেপুরে।"

"কবে আসিবে?"

"আসিবার আর ইচ্ছা নাই।"

"না আসিলে বালা কাঁদিবে।"

"তুমি কাঁদিবে না? যেমন করিয়া কিছু পূর্ব্বে কাঁদিতেছিলে, তেমন করিয়া কাঁদিবে না?"

"না।"

"আমি ফিরিয়া না আসিলে তুমি কি একটুও প্রাণে ব্যথা পাইবে না?"

"পাব বৈ কি।"

লালসিংহ সানন্দে দুই পা অগ্রসর হইলেন। বলিলেন,—"মায়া, তবে তুমি আমাকে ভালবাস?"

মায়া উত্তর করিল,—"বাসি,—তোমায় দেখিবার আগে হ'তে তোমায় ভালবাসি।"

লাল। আমাকে দেখিবার আগে হ'তে ভালবাস?

মায়া। হাঁ।

লাল। কেন?

মায়া। তোমাকে যে বালা ভালবাসে—তোমাকে যে আমার বাবা ভালবাসেন।

লালসিংহের বুকের ভিতর আবার জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"খাতিরে ভালবাসা! এ ভালবাসা আমি চাই না।"

তিনি সেখানে আর দাঁড়াইলেন না; দ্রুতপদে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে ফতেপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লালসিংহ চলিয়া গেলেন; বালা যেখানে ছিল, সেইখানেই বিমর্ষবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। মায়া বুঝিল, কি একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কি, তা' সে বুঝিল না। না বুঝিয়া, পূজা ফেলিয়া মায়া বালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই হাতে বালার হাত দুইটি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে, বালা?"

বালা কোন উত্তর করিল না। মায়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কি তোমার ছোট দাদাকে কোন রূঢ় কথা বলেছি? তিনি কেন বিরক্ত হয়ে চ'লে গেলেন?"

বালা বলিল,—"তুমি ছোট দাদাকে ভালবাস না কেন?"

মায়া। বাসি, তা ত বলেছি।

বালা। আমার খাতিরে—তোমার বাপের খাতিরে তুমি তাঁকে ভালবাস?

মায়া। হাঁ।

বালা। তা হ'লে তুমি তাঁহার জন্য তাঁহাকে ভালবাস কৈ?

মায়া। তাঁহার জন্য তাঁহাকে ত আমি ভালবাসি না।

বালা। না বাসিলেও তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য কথাটা বলিলে দোষ কি ছিল?

মায়া। মিথ্যা বলিব?

বালা। একটা মিথ্যা বলিলে যদি এক জন সুখী হয়, তা'তে দোষ কি?

মিথ্যা কথায় দোষ নাই শুনিয়া মায়া বিস্মিত হইল এবং বালার মুখপানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বালা একটু বিরক্ত, একটু বিমর্ষ।

একটা কথা আপন হ'তে মায়ার মনে উদয় হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি তাঁকে ভালবাসি না বাসি, তা'তে তাঁর কি আসে যায়?"

বালা বলিল,—"তিনি যে তোমায় ভালবাসেন।"

মায়া। এক জন ভালবাসিলে কি আর এক জনকে ভালবাসিতে হয়?

বালা। হাঁ।

মায়া। আমি আমার বাবাকে ভালবাসি, কৈ, তিনি ত আমায় ভালবাসেন না।

বালা। বাসেন বৈ কি।

মায়া। বাসিলে তিনি এত দিন আমায় ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন না।

বালা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল,—"মায়া, তুই ছোট দাদাকে বিয়ে কর্‌বি?"

মায়া। না।

বালা। কেন?

মায়া। আমি কাকেও বিয়ে কর্‌ব না।

বালা। পাগলের মত তুই এ কি বলছিস্? স্ত্রীজন্ম গ্রহণ কর্‌লে বিবাহ না ক'রে উপায় কি?

মায়া। যার একবার বিবাহ হয়েছে, তাকে আবার বিবাহ কর্‌তে হয়?

বালা। দূর ক্ষেপি, তা' হবে কেন?

মায়া। তবে আমাকেও আর বিয়ে কর্‌তে হবে না।

বালা। কেন?

মায়া। আমার বিবাহ হয়েছে।

বালা। কা'র সঙ্গে লা? আমার সঙ্গে না কি?

মায়া। না, পাণ্ডবেশ্বরের সঙ্গে।

বালা। সে আবার কি?

মায়া। রাজার কাছে শুনেছি, গলায় মালা পরাইয়া দিলে বিবাহ করা হয়; আমি পাণ্ডবেশ্বরের গলায় কতবার মালা দিয়েছি।

এমন সময় বালা অদূরে রাজাকে দেখিতে পাইল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলা হইল না; যে দিক্ হইতে রাজা আসিতেছিলেন, সেই দিকে ত্রস্তপদে অগ্রসর হইল।

মায়া নড়িল না,—যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে সেইভাবেই রহিল। সে যখন দেখিল, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে না—কেহ তাহাকে খুঁজিতেছে না, তখন সে ফিরিয়া আসিয়া পূজায় চিত্ত নিবিষ্ট করিল।

রাজা কিন্তু মায়ার কাছে আসিলেন না; বালার প্রতীক্ষায় অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বালা যখন কাছে আসিল, তখন তিনি মায়ার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বালাকে বলিলেন,—"বালা, তোমাকে একটা কথা বলিব বলিয়া খুঁজিতেছিলাম।"

বালা সে কথা কানে না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ছোট দাদা চ'লে গেছেন?"

"হাঁ।"

বালার আশা ফুরাইল; সে বিমর্ষবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। বীরসিংহ বলিলেন,—"বালা, চিত্তবেগ দমন কর—আত্মচিন্তা এ সময় বিস্মৃত হও।"

বালা কিছু বুঝিল না; সে জিজ্ঞাসু হইয়া রাজার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বীরসিংহ বলিলেন,—"কথাটা বুঝিতে পারিলে না, বালা? তবে সব কথা খুলিয়া বলি। মুসলমান আমা'দের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে, শুনিয়া থাকিবে। ক'জন আসিতেছে, তা' জান? দু'জন নয়, দশজন নয়,—তা'রা অনেক। যে সৈন্যসাগর লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড় প্লাবিত করিয়াছিলেন, তা'র চেয়ে অনেক বেশী সৈন্য লইয়া সুলতান গায়স-উদ্দীন বাঙ্গালীর শক্তি ধ্বংস করিতে বীরসিংহপুরে আসিতেছেন। সুলতান স্বয়ং এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা; তাঁহার সৈন্য সম্প্রতি দিল্লীর সম্রাট্ আলতামাসকে পরাস্ত করিয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য বীরসিংহপুর ভস্মীভূত করিতে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই,—আরও সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে। দিল্লীর সম্রাটকে পরাস্ত করিতে যত সৈন্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, বাঙ্গালীর ক্রোড় হইতে দক্ষিণ-বাঙ্গালা কাড়িয়া লইতে তাহার দ্বিগুণ সৈন্য সমরসাজে সাজিতেছে। এ সময়—দেশের এ বিপদের সময় আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা কি উচিত? স্ত্রীলোকের অথবা আত্মীয়-স্বজনের সোহাগ-আদর পাইবার আশায় অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ থাকা কি কর্ত্তব্য? যদি তা' না হয়, তবে কেন এ সময় কাঁদিয়া কাটিয়া লালসিংহের হৃদয় দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছ?"

বালা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি ছোট দাদার হৃদয় দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছি?"

বীরসিংহ বলিলেন,—"হাঁ, তুমিই করিতেছ। তুমি ভিন্ন তাহার হৃদয় দুর্ব্বল করিতে আর কে পারে?"

বালা একটু তেজের সহিত বলিল,—"পারে—আর এক জন পারে। আমি যা' পারি না, সে তা' পারে।"

কথাটা স্বীকার করিতেও যেন বালার প্রাণে কষ্ট হইল।

বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কে ?"

বালা উত্তর না দিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মায়াকে দেখাইয়া দিল। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে, মায়া ?"

বালা বলিল,—"হাঁ, মায়া। মায়া তাহার বিশ্ব-বিমোহন রূপ লইয়া ছোট দাদার হৃদয়ে ঝড় তুলিয়াছে।"

রাজা বিস্ময়-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"মায়া সুন্দরী! তা ত জানিতাম না।"

বালা। তুমি কি মায়ার মুখপানে কখন চাহিয়া দেখ নাই ?

বালা। সহস্রবার দেখিয়াছি। মায়া প্রিয়দর্শন, এই পর্য্যন্ত জানি; কিন্তু সে মুখে যে অসামান্য সৌন্দর্য্য আছে, তাহা কখনও লক্ষ্য করি নাই।

বালা। তবে এত দিন কি লক্ষ্য করিয়াছিলে ?

বীর। তাহার গুণ;—তাহার সরলতা, তাহার পবিত্রতা।

উভয়ে ফিরিয়া মায়াকে দেখিলেন। মায়ার চিত্ত তখন পূজায় নিবিষ্ট। উভয়ে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া মায়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। মায়ার চক্ষু মুদ্রিত,—সে ধ্যান-নিমগ্না। কখন তাহার সমস্ত দেহ ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, যেন ভূকম্পনে বাপীবক্ষ কম্পিত হইতেছে। কখন বা তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের উপর ক্ষণেকের জন্য ঈষৎ হাসি ভাসিয়া যাইতেছে,—যেন পদ্মদলগত জলকণা চন্দ্রকিরণে ক্ষণেকের জন্য প্রতিভাত হইয়া পদ্মগর্ভে অন্তর্হিত হইতেছে। গণ্ড বহিয়া মুক্তার ন্যায় অশ্রুধারা গড়াইতেছে। বক্ষের উপর হস্তদ্বয় সম্বদ্ধ। রক্ত কৌষিক বস্ত্রের উপর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি এলাইয়া পড়িয়াছে। তরুণ অরুণ-কিরণ মায়ার মুখের উপর, বস্ত্রের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর পড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে,—যেন কোন দেববালা আকাশ হইতে নামিয়া মায়ার অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে।

মায়াকে দেখিতে দেখিতে, মায়ার সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া বালা বলিল,—"তুমি কি না বল মায়ার রূপ নাই!"

বীরসিংহ কিন্তু মায়ার রূপ দেখিতেছিলেন না, তিনি শুধু তাহার ভক্তি দেখিতেছিলেন। বলিলেন,—"মরি, মরি, কি ভক্তি! যে এমন করিয়া কাঁদিতে পারে, স্বর্গ তা'র করায়ত্ত।"

বালা বলিল,—"মায়া স্বর্গ চায় না,—সে তা'র বাবাকে চায়।"

বীর। তা'র বাবাও ধন্য। আর যে ঠাকুরের উদ্দেশে মায়ার এই আঁখি-প্রবাহ ছুটিতেছে, তিনিও ধন্য।

বালা। কা'র উদ্দেশে, তা' বুঝি জান না? এই মন্দিরের ভিতর মায়ার বাপের মূর্ত্তি আছে।

রাজা বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তার পর নিজের অজ্ঞাতসারে মায়ার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইলেন। বেশী কাছে গেলেন না;—সে পুণ্যময় স্থান স্পর্শ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ আসিল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া তিনি মায়ার পূজা দেখিতে লাগিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। এক স্থানে কেবল স্তূপাকার পুষ্পরাশি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, এই পুষ্পরাশিমধ্যে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে।

এমন সময় মায়া চক্ষু খুলিল। দেখিল, পার্শ্বে রাজা দণ্ডায়মান। রাজার উপর তাহার নয়ন পড়িবামাত্র ক্ষীণ হাস্যরেখা তাহার ওষ্ঠের উপর ভাসিয়া গেল। রাজা মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, মায়া, যেন আমি জন্মান্তরে তোমার মত কন্যা, তোমার মত ভগিনী—"

কথাটা শেষ না করিয়া রাজা দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফতেপুর ক্ষুদ্র রাজ্য,—একটি জমীদারীবিশেষ। ক্ষুদ্র হইলেও জনসংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বর্ত্তমান ফতেপুর পরগণা ছাড়া আরও কতকটা প্রদেশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কতটা ছিল, তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। তবে বর্ত্তমান জঙ্গীপুর, রুদ্রনগর প্রভৃতি কয়েকটা গ্রাম এই রাজ্য-অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

রাজধানীর নাম ফতেপুর। নগরের চারিদিকে মৃন্ময় প্রাচীর। প্রাচীর-নিম্নে পরিখা। প্রাচীর তত উচ্চ নয়—নগর তত বড় নয়। ক্ষুদ্র রাজ্যের সকলই ক্ষুদ্র। সকলই ক্ষুদ্র হইলেও রাজার আকাঙ্ক্ষা বা আশা ক্ষুদ্র নয়। তাঁহার বাসনা—বাঙ্গালা ও মগধ হইতে বিদেশীদের তাড়াইয়া দিয়া পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে উপবেশন করা। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা বা উদ্যোগ কখন তিনি করেন নাই। শুধু কল্পনা আঁটিয়াছেন মাত্র।

অতঃপর বীরসিংহের নিকট উপদেশ পাইয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, দেশের জন্য চেষ্টামাত্রেই পুণ্য আছে। কৃতকার্য্যতা আমাদের লক্ষ্য নয়,—দেশের সেবা আমাদের লক্ষ্য। আজ সেই লক্ষ্য হৃদয়ে ধরিয়া ফতে-সিংহ নিজ রাজ্যমধ্যে কয়েক মাস পরে আবার প্রবেশ করিয়াছেন।

এখন সকলই তিনি নূতন ভাবে দেখিতেছেন। আগে ভাবিতেন, রাজ্যের সকলই তাঁহার ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। এখন বুঝিলেন, রাজ্যের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার মহাপূজার উপকরণ মাত্র। তিনি রাজা ন'ন, তিনি মাতৃপূজার নিয়োজিত এক জন সেবকমাত্র। এই নব ভাব হৃদয়ে ধরিয়া ফতেসিংহ রাজ্যরক্ষার্থ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

পরিখা জলপূর্ণ হইল—প্রাচীরের সংস্কার হইল। দেশবিদেশ হইতে ইস্পাত আনীত হইয়া তীর ও বর্শা প্রস্তুত হইতে লাগিল। সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য-জাতির হাতে তীর-ধনুক দেওয়া হইল—ডোম-বাগ্দীরা লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইল—বাঙ্গালীরা বর্শা ও তরবারিতে সজ্জিত হইল। যে সকল নীচজাতির সহিত বাঙ্গালী কখন মিশে নাই, সেই সকল জাতিদের, বাঙ্গালী আজ ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করিল। দেশময় মহাকোলাহল, মহা উৎসাহ। বাঙ্গালীর হৃদয়ে নব ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে সাঁওতাল, কোল, বাগ্দী, ডোম, বাঙ্গালী, বিহারী আসিয়া ফতেসিংহের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এক মাসের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত ও সজ্জিত হইল।

এতটা আয়োজনের কথা চাপা রহিল না। মুঙ্গেরে সুলতান গায়স-উদ্দীন শুনিলেন, পলাতক ফতেসিংহ সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিপুল সৈন্যোদ্যোগ করিতেছেন। শুনিয়া তিনি একটু চিন্তিত হইলেন। দিল্লীতে সম্রাট্ আলতামাসও এই সংবাদ পাইলেন। বিদ্রোহী সুলতানের বিপদ্ দেখিয়া তিনি একটু সুখী হইলেন। এই সুযোগে বাঙ্গালা ও বিহার বিদ্রোহীর হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য সম্রাট প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দিল্লীতে সমরসজ্জার ধুম পড়িয়া গেল। বেলা বিবি তথায় থাকিয়া সকল কথা শুনিল। সে-ও বাঙ্গালায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

প্রাবৃট্ অবসানপ্রায়। সময় অল্প। অল্প হইলেও ফতেসিংহের উৎসাহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মধ্য বাঙ্গালা জ্বালাইয়া তুলিল। নিত্য দলে দলে লোক আসিয়া ফতেসিংহের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ফতে-সিংহ স্বয়ং তাহাদেব সমরশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

যাহা সমাধা করিতে অপরের এক বৎসর লাগিত, ফতেসিংহ তাহা এক মাসে শেষ করিলেন। যখন কার্য্য ফুরাইল, তখন তাঁহার উৎসাহও নিবিয়া গেল। নূতনের দিকে আবার তাঁহার মন ঝুঁকিল,—বিস্মৃত-প্রায় মায়া হৃদয়মধ্যে আবার জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নদৃষ্ট দেবি-প্রতিমার ন্যায় মায়ার সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি একটু একটু করিয়া মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে সমস্ত হৃদয়টা মায়াময় হইয়া উঠিল। ফতেসিংহ অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেই দেবী-লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার লালসা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। রাজকার্য্য, স্বদেশসেবা সব ভাসিয়া গেল। ফতেসিংহ তন্ময়চিত্তে মায়াকে ভাবিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহাকে একটিবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এক দিন প্রভাতে উঠিয়া ফতেসিংহ অশ্ব লইয়া প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কোলাহলময় নগর ছাড়িয়া অশ্বারোহণে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখনকার কালে অরণ্য খুঁজিতে হইত না—লোকালয় খুঁজিতে হইত। জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম বসাইতে হইত—

নিবিড় বন কাটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য পথ প্রস্তুত হইত।

তিনি একাকী—সঙ্গে কেহ নাই। ভাগ্য বিনা কেবা কবে সঙ্গে থাকে? তিনি ভাগ্যকে সঙ্গে লইয়া সেই জনশূন্য অরণ্যমধ্যে অশ্বারোহণে প্রবেশ করিলেন। যখন নিবিড় জঙ্গল তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি অশ্ব হইতে নামিলেন; নামিয়া এক বৃক্ষপাদমূলে উপবেশন করিলেন।

সেখানে মানুষ নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য পাখী আছে। সপ্তগ্রাম পরাস্ত করিয়া সেই অসংখ্য পাখীর অসংখ্য কণ্ঠধ্বনি, সেই বহুদূর-বিস্তৃত অরণ্য মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। মাথার উপর পত্রের চন্দ্রাতপ। শাল, তমাল, মহুয়া, জাম প্রভৃতি অসংখ্য গাছ আকাশ-পথে মাথা তুলিয়া এক প্রকাণ্ডকায় পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছে। যাহাদের আশ্রয় নাই,—আহার জুটাইবার সামর্থ্য নাই, দয়াময় বিশ্বরচয়িতা তাহাদের এই পুরী-মধ্যে আশ্রয় দিয়া নিয়ত আহার যোগাইতেছেন। অসংখ্য ফল, অসংখ্য ফুল বৃক্ষদেহে থরে থরে ঝুলিতেছিল। অসংখ্য কীট-পতঙ্গ, অসংখ্য পশু-পক্ষী এই বৃহৎ পুরী নিয়ত সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল।

ফতেসিংহ অরণ্যের শোভা দেখিতেছিলেন না,—অরণ্য তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। তবে নির্জ্জনতা-টুকু তাঁহার ভাল লাগিতেছিল। এই জনশূন্য অরণ্য-মধ্যে বসিয়া তিনি মায়াকে চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন। মায়ার চোখ দু'টি, মায়ার হাসিটুকু, মায়ার মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "মায়া আমাকে ভালবাসুক বা না বাসুক, তাহাকে দেখিতে আমার ইচ্ছা হয়।" তখনই কানের কাছে কে বলিল, "ছুটিয়া একবার দেখিয়া এস না কেন?"

যে বলিল, সে কি ভাগ্য? সে যেই হউক, ফতে-সিংহ তাহার কথা শুনিবামাত্র উঠিলেন—উৎসাহ-ভার হৃদয়ে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অশ্ব নিকটে ছিল, লম্ফত্যাগে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া বীরসিংহপুর-অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ফতেসিংহ এইবার স্বরাজ্যের নিকট জন্মের মত বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা বীরসিংহের অনুমান যথার্থ;—সন্ন্যাসী তীর্থ-পর্য্যটনে যান নাই, সৈন্য-সংগ্রহার্থ দেশভ্রমণ করিতে-ছিলেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া, আশ্রয়চ্যুত, সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠিত বাঙ্গালীদের বীরসিংহপুরে প্রেরণ করিতে-ছিলেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রকারিতাবলে সন্ন্যাসী সত্বর কার্য্য সমাধা করিয়া বীরসিংহপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

যখন রাজধানীতে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। সে সময়ে রাজার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া মায়ার অনুসন্ধানে, যে গৃহে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, সে গৃহে কিষণলাল নাই, মায়া নাই। দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র এক জন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার নিকট যখন শুনিলেন যে, সে গৃহে মায়া নাই—মায়া কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ অবগত নয়, তখন তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে রাত্রিতে মায়ার অনুসন্ধান সম্ভব নয় বুঝিয়া তিনি গোপালজীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া সন্ন্যাসী রাজ-দর্শন অভিপ্রায়ে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি নগরকে যেমনটি দেখিয়া গিয়াছিলেন, এখন নগর আর তেমনটি নাই। নগরে এখন অসংখ্য দোকান বসিয়াছে। আগে যে রাস্তায় দশজন লোক চলা-ফিরা করিত, এখন সেখানে শত জন নিয়ত যাতায়াত করিতেছে। রাস্তায় অস্ত্রধারী পুরুষের ঠেসাঠেসি,—নগরে লোক আর ধরে না। নগরের বাহিরে একটা উপনগর বসাইতে হইয়াছে। অসংখ্য গো-যান আহার্য্য লইয়া নিয়ত যাতায়াত করিতেছে। আহার্য্য সঙ্কুলান হইতেছে না। ধান, গম সৈন্যপোষণার্থ রাজভাণ্ডারে যাইতেছে; সুতরাং আহার্য্যের কিছু টানাটানি পড়িয়াছে।

সন্ন্যাসী চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে রাজপুরী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আরও ভীড়। হাট-বাজারে যত লোক নাই, রাজপুরীমধ্যে তত লোক। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া, সন্ন্যাসী ভীড় ঠেলিয়া অতিকষ্টে দরবারগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিলেন, রাজা বীরসিংহ মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, চারিদিকে মূল্যবান্ আসবাব; মাথার উপর রাজ-ছত্র। দক্ষিণে, বামে অমাত্য-নিচয়; চারিদিকে সুসজ্জিত প্রহরী। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, এ আড়ম্বর লোকের ভক্তি কুড়াইবার

জন্য। যে রাজা অর্থহীন, জাঁকজমকপরিশূন্য, লোক তাহাকে ততটা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না। তাই রাজা রাজবেশ পরিয়া সহৃদয় বক্ষের অন্তর লইয়া সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনের উপর বিচার করিতে বসিয়াছেন।

তিনি এখন সকল সময় রাজকার্য্যে ব্যাপৃত; আহার-বিহার, আরাম-বিরাম সকলই এখন তিনি এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রজার অভাব দূর করিতে—প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে—সৈন্য পরিদর্শন করিতে তাঁহার সকল সময় অতিবাহিত হয়।

এক জন প্রার্থী আসিয়া সিংহাসন-নিম্নে দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি চাও?"

"কর্ম্মচ্যুত হইয়াছি—আমি কর্ম্ম চাই।"

"কে তোমায় কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন?"

"সেনাপতি।"

"তোমার অপরাধ কি?"

"কার্য্যে অবহেলা।"

"আমি তোমায় কর্ম্ম দিতে পারি না।"

"মহারাজ দয়ার সাগর; আমার অপরাধ কি এমনই গুরুতর যে, সাগরও আজ শুকাইয়া গেল?"

"তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আছে কি না, জানি না।"

প্রার্থী সরিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার স্থান লইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি চাও?"

প্রার্থী। আমি কর্ম্মপ্রার্থী।

রাজা। তোমার বাড়ী কোথায়?

প্রা। নবদ্বীপ।

রাজা। নাম কি?

প্রা। রুদ্রনারায়ণ মিত্র।

রাজা। অস্ত্র ধরিতে জান?

প্রা। না; কিন্তু শিখাইলে শিখিতে পারি।

রাজা। শিখাইবার সময় নাই।

প্রা। সাত দিনও কি সময় নাই?

রাজা। সাত দিনে অস্ত্রচালনা শিখিতে পার?

প্রা। চেষ্টা দেখিতে পারি; বাঙ্গালী কি না পারে?

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"সমর-বিদ্যা তত সহজ নয়,—আমি পচিশ বৎসরেও শিখিতে পারিলাম না।"

প্রা। মহারাজ যদি শিখিয়া না থাকেন, ভবে জানি না, আর কেহ শিখিয়াছে কি না।

রাজা। সে যাই হউক, আমি তোমায় কর্ম্ম দিতে পারি না—কিছু বৃত্তি দিতে পারি।

প্রা। আমি বৃত্তি-বেতনের লোভে আসি নাই।

রাজা। তবে কি জন্য আসিয়াছ?

প্রা। শুনিয়াছি, মুসলমান দেশ লুঠিতে আসিতেছে; তাই দেশের জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছি।

উত্তর শুনিয়া রাজার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল—নয়ন জলভারাকুল হইল। কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন।

প্রার্থী বলিল,—"আমার নিজের জীবন ছাড়া আরও কিছু দিতে আসিয়াছি। আমার কিছু ধন-সম্পত্তি আছে। শস্যপূর্ণ কয়েকখানি নৌকা, দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা মাতৃপূজায় উপহার দিতে আসিয়াছি। তা' ছাড়া আমার আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য, প্রজা, শতাধিক ব্যক্তি জীবন পণ করিয়া দেশ-রক্ষার্থ আসিয়াছে। উপহার গ্রহণ করিবেন কি?"

রাজা তথাপি নীরব। কিন্তু তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইতে লাগিল।

রাজাকে নীরব দেখিয়া প্রার্থী বলিল,—"মহারাজ, আমার আর কিছুই নাই; যাহা ছিল, সকলই দিলাম। আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না?"

রাজা বলিলেন,—"তোমার উপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু তোমায় সৈন্য-মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না।"

প্রা। কেন মহারাজ?

রাজা। যে অস্ত্র ধরিতে অক্ষম, সে সৈনিক পদের অযোগ্য। তোমার জন্য সমস্ত সৈন্য বিশৃঙ্খল করিতে পারি না।

প্রা। যদি অল্পদিনমধ্যে অস্ত্রচালনা শিখিতে পারি?

রাজা। তখন তোমায় সাদরে গ্রহণ করিব।

প্রার্থী বিদায় হইল। তখন সন্ন্যাসী ভীড় ঠেলিয়া সিংহাসন-নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। অমাত্য-নিচয় আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইল। রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, কি আজ্ঞা?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"আমার একটি পালিতা কন্যা ছিল; তাহার নাম মায়া। কিষণলালের বাটীতে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলাম। সে কন্যা এক্ষণে কোথায়?"

রাজা। রাজ-অন্তঃপুরে।

স। কে তাহাকে রাজ-অন্তঃপুরে আনিল?

রাজা। আমি আনি নাই—সে আপনি আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী আর কিছু বলিলেন না। চিন্তাকুল অন্তরে দরবারগৃহ ত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দরবার-গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন যে, মায়া উদ্যানে আছে। মায়া জানে না, সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সে তখন উদ্যানমধ্যে সেই মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া সন্ন্যাসীর আরাধনায় নিরত।

উদ্যানে চারিদিকে অসংখ্য গাছ; অসংখ্য গাছে অসংখ্য ফুল, অসংখ্য ফুলে অসংখ্য পতঙ্গ। বড় বড় গাছের মাথায় অসংখ্য পাখী—অসংখ্য শাখায় অসংখ্য ফল—অসংখ্য পাতায় অসংখ্য চিত্র। সেই অসংখ্য ফলফুল-পরিশোভিত, বিহঙ্গম-মুখরিত, মলয়ানিল-সেবিত, চিত্রোজ্জ্বল উদ্যানমধ্যে মায়া একা। চিত্রের মধ্যে চিত্র—সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য।

সন্ন্যাসী আসিয়া মায়ার সম্মুখে দাড়াইলেন। কিন্তু মায়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল না; সে তখন চক্ষু মুদিয়া তাঁহারই ধ্যানে বিভোর ছিল। তাহার দেহ ঈষৎ দুলিতেছিল—ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছিল—গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছিল। সন্ন্যাসী তাহার ভক্তি ও একাগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি আরও একটু অগ্রসর হইয়া মায়ার পাশে আসিয়া দাড়াইলেন। তখন মন্দিরাভ্যন্তর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, তথায় এক জটাজূটধারী, গৈরিক-পরিহিত সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তির পদতলে চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পরাশি, গলায় রুদ্রাক্ষমালা। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, এ মূর্ত্তি তাঁহারই। তখন সন্ন্যাসীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—চক্ষু জলভারাকুল হইল। তিনি ডাকিলেন,—"মা!" উত্তর নাই।

"মা, আমি এসেছি।" মায়া নিরুত্তর।

"মায়া, আমি এসেছি।"

এবার মায়া চক্ষু খুলিল। চক্ষু খুলিয়া সম্মুখে পুষ্পভার-পীড়িত মৃন্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। কিন্তু জীবন্ত মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল না। তখন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"কৈ, বাবা?"

"এই, যে মা!"

"বাবা এসেছ?"

মায়া ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর বুকের উপর পড়িল। মুখে কথা নাই, কিন্তু কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। নীরবে, আনন্দে মায়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসীরও চক্ষু শুষ্ক ছিল না,—তিনিও কাঁদিতেছিলেন; মনের ভিতর কিন্তু ঝঙ্কৃত হইল,—"ভগবান্, এ কি করিলে?"

যখন কাঁদিয়া উভয়ের আনন্দ-প্রবাহ একটু প্রশমিত হইল, তখন মায়া ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, এত দিন তোমার মায়াকে ছাড়িয়া থাকিতে হয়?"

স। কি করিব মায়া? আমার যে অনেক কাজ।

মায়া। কাজই যদি তোমার বড় হয়, তবে তোমার মায়াকে আগে মেরে ফেল। আমি এমন ক'রে আর থাকৃতে পারি না।

স। তোমায় ছেড়ে এখন আর কোথাও যাব না।

মায়া। এখন না যাও, পরে ত যাবে?

স। যদি যাই, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব।

মায়ার আশঙ্কা অভিমান তখন দূর হইল। সে হাস্যমুখে সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া উদ্যানমধ্যে বেড়াইতে লাগিল। উদ্যানে যাহা কিছু সুন্দর, অসুন্দর ছিল, সন্ন্যাসীকে একে একে সকলই দেখাইতে লাগিল। পক্ষিণীর ন্যায় কোমল কণ্ঠে প্রয়োজন অপ্রয়োজনে কত কথাই সন্ন্যাসীকে বলিতে লাগিল। কখন পাগলিনীর ন্যায় উচ্চহাস্যে গগন-তল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, কখন বা কল্লোলিনীর ন্যায় উচ্ছ্বাস তুলিয়া, সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া কত দুঃখ পাইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল। সব বলিল, সব দেখাইল, কেবল তাহার পূজার কথা বলিল না—সে মন্দিরটিও দেখাইল না।

অনেকক্ষণ পরে মায়া সহসা বলিল,—"বাবা, পাণ্ডবেশ্বরে চল।"

সন্ন্যাসী। কেন, এখানে ত বেশ আছ।

মায়া। না, বাবা, এখানে থাকিতে আমার ভাল লাগে না।

স। কেন, মায়া?

মায়া। এটা যে আমাদের বাড়ী নয়, বাবা!

স। পাণ্ডবেশ্বর কি আমাদের বাড়ী?

মায়া। হাঁ, তোমার বাড়ী, আমার বাড়ী।

স। সেখানে আমাদের কে আছে মায়া?

মায়া। কেন, পাণ্ডবেশ্বর আছেন; আবার কে থাকবে?

সন্ন্যাসী মুগ্ধচিত্তে নীরব রহিলেন। মায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"চুপ ক'রে রইলে যে? বাড়ী চল।"

স। আচ্ছা মায়া, তুমি যদি পাণ্ডবেশ্বরে থাকতে পাও, তা হ'লে আর কিছু চাও না?

মায়া। চাই বৈ কি,—তোমায় চাই। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকৃতে পারি না।

স। এ বুড়োকে নিয়ে কি হবে মা? আমি আর ক'দিন আছি?

মায়া। কোথায় যাবে, বাবা?

স। যেখান হ'তে এসেছি, সেখানে যাব।

মায়া। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

স। তুমি কোথায় যাবে মা?—তোমার যাবার অনেক বিলম্ব। কিন্তু আমার দিন নিকট হয়ে এসেছে।

মায়া। তুমি ত বলেছ বাবা, আমায় ছেড়ে কোথাও যা'বে না।

এ কথার কি উত্তর দিবেন? সন্ন্যাসী নীরব রহিলেন। ক্ষণপরে কহিলেন,—"মায়া, তোমার বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধ অবসানে তোমার বিবাহ। শ্বশুর-ঘর পাইলে পাণ্ডবেশ্বর আর মনে স্থান পাইবে না। তখন—তখন এ বুড়োকেও ভুলে যাবে।"

কথাটা বলিতেও সন্ন্যাসীর বুক ফাটিয়া গেল। মায়া তাঁহাকে ভুলিবে! হা ভগবান্, অদৃষ্টে কি অবশেষে তাই আছে?

মায়া বলিল,—"বাবা, আমি বিবাহ করিব না।"

স। কেন, মায়া?

মায়া। আমার বিবাহ হয়েছে।

স। কার সঙ্গে?

মায়া। পাণ্ডবেশ্বরের সঙ্গে। পাণ্ডবেশ্বর আমার স্বামী—পাণ্ডবেশ্বর আমার শ্বশুর-ঘর: তুমি আমার বাবা—অজয় আমার মা। তোমাদের ছেড়ে আমি কোথায় যাব বাবা?

স। আমরা যে তোমার মিছে বাপ-মা মায়া। এ সব খেলা-ধূলা ছেড়ে দিয়ে এখন সংসারে প্রবেশ কর। সংসারী হ'লে বুঝ্‌বে, পাষাণকায় পাণ্ডবেশ্বর অপেক্ষা স্বামী কত সুন্দর—জড়সম এ বাপ-মা অপেক্ষা ছেলে-মেয়ে কত মিষ্ট।

মায়া। পাণ্ডবেশ্বরের চেয়ে সুন্দর, তোমার চেয়ে মিষ্ট যদি কিছু থাকে, তা' হ'লে তাহাও আমি চাই না। আমি যা' পেয়েছি, তাই যেন আমার চিরকাল বজায় থাকে।

সন্ন্যাসী আবেগভরে বলিলেন,—"কেন মা, এই বয়সে যোগিনী সাজিবে?"

এমন সময় এক জন সন্নিকট হইতে বলিল,—"আমি মায়াকে যোগিনী সাজিতে দিব না—আমি তাহাকে সংসারী করিব।"

উভয়ে ফিরিয়া দেখিলেন, বালা। বালা অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে বলিল,—"ঠাকুর, আমরা কি কেহ নই? মায়াই কি সব?"

স। কেন, বালা?

বা। আমাদের দেখা না দিয়া, মায়ার উদ্দেশ্যে উদ্যানে চলিয়া আসিলেন!

স। মায়া অনাথা, আমি ছাড়া তাহার আর যে কেহই নাই।

বা। আপনি ছাড়া তার অনেক আছে। আপনি যদি জানতেন, রাণী মায়াকে কত যত্ন করেন—ছোট দাদা মায়াকে কত ভালবাসেন, তা' হ'লে আপনি এ কথা বলতেন না।

স। তোমার ছোট দাদা মায়াকে ভালবাসেন?

বা। হাঁ, ভালবাসেন। মায়ার জন্য তিনি উন্মত্ত—মায়ার কাছে দুটা মিষ্ট কথা না পেয়ে তিনি অভিমান-ভরে চ'লে গেছেন। ঠাকুর, আপনার পায়ে পড়ি, মায়ার সঙ্গে ছোট দাদার বিয়ে দিয়ে দিন্।

স। মায়া কি তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত?

বা। না; মায়া সম্মত নয়।

স। মায়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিবাহ দিতে পারি না।

বা। তবে কি মায়াকে যোগিনী সাজাবেন? সে বিবাহ করতে না চাইলে তাকে চিরকাল অবিবাহিত রাখবেন?

স। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহার অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে?

বা। মায়ার অদৃষ্টে যাই থাকুক, ছোট দাদাকে কিন্তু চিরকাল কাঁদিয়া দিন কাটাইতে হইবে।

স। তাই ব'লে এক জনের তৃপ্তির জন্য অপরের জীবন বিষময় করিতে পারি না।

বা। বিষময়?

স। হাঁ, বিষময়।

বালা সেখানে আর দাঁড়াইল না—প্রস্থানোদ্যত হইল। মায়া ছুটিয়া গিয়া বালার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"তোমার ছোট দাদাকে বিবাহ করিলে যদি তিনি সুখী হন—তুমি সুখী হও, তা' হ'লে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব। কিন্তু—কিন্তু আমার কি আবার বিবাহ হ'তে পারে?"

বালা সক্রোধে উত্তর করিল,—"যে ভিখারিণী, বংশপরিচয় দিবার যাহার কিছুই নাই, ছোট দাদা তাহার কাছে কৃপাপ্রার্থী নহেন।"

বালার এতটা রাগ মায়া কখন দেখে নাই। সে দুই পা পিছাইয়া গিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল,—"আমি কি করেছি, বালা? আমার অপরাধ কি?"

বালা উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিল,—"তোমার আবার অপরাধ কি? যাহারা তোমার মত অজ্ঞাত-কুলশীলা ভিখারিণীর সংস্পর্শে আসিয়াছে, অপরাধ তাহাদের।"

মায়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বালা বিদ্যুৎ-ভরা নবীন মেঘখণ্ডের ন্যায় গর্ব্বভরে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"কাঁদ কেন, মা ?"

"কেন কাঁদি, তা' ত জানি না, বাবা ; কান্না যে আপনি আস্‌ছে।"

সন্ন্যাসী একটু অগ্রসর হইয়া মায়াকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন এবং চোখের জল মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"মায়া, তুমি ত সত্যই ভিখারিণী। যা'র মা অজয়, বাপ সন্ন্যাসী, সে ভিখারিণী নয় ত কি ?"

মায়া। আমি ত সে জন্য কাঁদ্‌ছি না, বাবা। বালা আমাকে শতবার ভিখারিণী বলুক, তা'তে আমার দুঃখ নাই।

স। তবে দুঃখটা কি জন্য ?

মায়া। তুমি যা'র বাপ, সে অজ্ঞাত-কুলশীল কেন হ'ল, বাবা ?

স। বালা আমাকে চিনে না ; সে যখন শিশু—বীরসিংহ যখন বালক, তখন তাহারা উদন্তপুর ছাড়িয়া এ দেশে আসিয়াছে। আমার ত এটা দেশ নয় ; আমি ভিখারী, সন্ন্যাসী,—দেশদেশান্তর ভিক্ষার আশায় ঘুরিয়া বেড়াই।

মায়া। তবে চল, বাবা—এ রাজপুরী ছাড়িয়া চল। দেশদেশান্তরে আমরা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব —কাহারও আশ্রয়ে আর যাইব না।

স। এখনও তোমার অভিমান যায় নাই ত মায়া ; যেখানে অভিমানি কুড়াইয়া পাইয়াছ, সেইখানে অভিমান রাখিয়া চল,—সঙ্গে লইয়া এক পাও চলিও না।

মায়া। অভিমান কা'কে বলে, তা ত বুঝি না, বাবা।

এমন সময় রাজা ও রাণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরসিংহ তখনও রাজবেশে সমাচ্ছাদিত, ললাটে হীরকোজ্জ্বল মুকুট, অঙ্গে মণিমুক্তা-খচিত গাত্রাবরণ, কটিতে রত্নমণ্ডিত তরবারি। রাণীর মাথায় মুকুট নাই ; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হীরক-খচিত রত্নালঙ্কারে পরিশোভিত।

উভয়ে আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর পাদবন্দনা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বীরসিংহ, দরবার ছাড়িয়া এখানে কেন ?"

বীরসিংহ। আপনাকে একবার দেখিতে আসিলাম।

সন্ন্যাসী। বৎস, তোমাকে উপদেশ দিবার কিছুই নাই। সৈন্য পাইয়াছ, অর্থ পাইয়াছ, এক্ষণে দেশ রক্ষা কর। তোমার উপর লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। এ সময় আত্মপরিজনের চিন্তা বিস্মৃত হও। স্মরণ রাখিও, আমার চেয়ে—তোমার চেয়ে—সকলের চেয়ে—দেশ বড়।

বীর। যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি, জানি না, আমি তা'র উপযুক্ত কি না। ভরসা আপনার আশীর্ব্বাদ।

স। তোমার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি বাঙ্গালায় আছে কি না, জানি না। সে যা-ই হ'ক, আমি এক্ষণে মায়াকে লইয়া পাণ্ডবেশ্বরে চলিলাম।

বীরসিংহ নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু রাণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; বলিলেন,—"বাবা, আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

স। কি ভিক্ষা, মা ?

রাণী। আমি মায়াকে চাই।

স। মায়াকে লইয়া কি করিবে ?

রাণী। মায়ার বিবাহ দিব ; তাহাকে দেখিব—কাছে রাখিব।

স। এত দিন দেখিলে, তবুও কি তৃপ্ত হও নাই ?

রাণী। তৃপ্তি যে হয় না, বাবা ! মায়াকে যত দেখি—যত তা'র কথা শুনি, ততই তাহাকে দেখিতে —তাহার কথা শুনিতে সাধ হয়। আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না—সাধ মিটে না। এত দিন মায়া কাছে রহিল, তবু সে যে কি, সে যে কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাবা, মায়া ভিক্ষা চাই; দিবে কি ?

স। এখন নয়—যুদ্ধান্তে। যখন দেশ শত্রুমুক্ত হইবে, তখন সে কথা বিবেচনা করিব।

রাণী। যত দিন না যুদ্ধ শেষ হয়, তত দিন মায়াকে পাব না ?

স। না।

রাণী। তোমার কথা থাকিবে না, বাবা ;—যুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব্বে আবার আমি মায়াকে পাব ; কেহ রাখিতে পারিবে না,—তুমিও না, মায়াও নয়। সে কথা যাক, এখন আমার একটা সন্দেহ দূর ক'রে দাও বাবা।

স। কি সন্দেহ ?

রাণী। বল দেখি, বাবা, মায়া এখানে আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে আমি কোথায় দেখিয়াছি ?

স। সে কথা তুমি ভাল জানিবে।

রাণী। কিন্তু আমার তা' স্মরণ হয় না। সে যেন বহুদিনের কথা। বহুদিন পূর্ব্বে কোথায় যেন মায়াকে দেখিয়াছিলাম।

স। মায়াকে শৈশবে কোথাও দেখিয়াছ কি ?

রাণী। না ; মায়াকে এই বয়সে, এমনিতর কোথায় দেখিয়াছি।

রাজা ও মায়া বিস্মিত নয়নে রাণীর পানে চাহিয়া রহিলেন। মায়া দুই পা অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে রাণীকে বলিল—"আমি ত পাণ্ডবেশ্বর ছাড়িয়া কখন কোথাও যাই নাই; এই আমি প্রথম আসিয়াছি। আমি তোমায় পূর্ব্বে কখন দেখি নাই; তবে তুমি আমায় কেমন করিয়া দেখিলে ?"

রাণী বলিলেন,—"কেমন করিয়া দেখিলাম, তাহাই ত বুঝিতে পারিতেছি না, মায়া।"

সন্ন্যাসী গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন,—"আজ বুঝিতে না পার, এক দিন তাহা বুঝিতে পারিবে। এখন মায়াকে জানিবার অথবা বুঝিবার চেষ্টায় উন্মত্ত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না। দেশপালক রাজার যেমন ধর্ম্ম আছে, রাণীরও তেমনি ধর্ম্ম, তেমনি কর্ত্তব্য আছে। তোমার ধর্ম্ম তুমি পালন কর—মায়াকে এ সময় ভুলিয়া যাও। আমি এখন চলিলাম,—প্রয়োজন হইলে আবার আসিব।"

রাজা ও রাণী উভয়ে অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। মায়া মানুষকে কখন প্রণাম করে নাই—প্রণাম করিতেও শিখে নাই। সে ধীরে ধীরে রাণীর কাছে আসিয়া বলিল,—"দিদি, চলিলাম।"

রাণীর চোখে জল আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবার আসিবে ?"

"আসিব;—যখন বাবা আসিবেন, তখন আসিব।"

রাণী বলিলেন,—"এবার যখন আসিবে, তখন তোমায় আর আমি ছাড়িয়া দিব না।"

মায়া হাসিয়া বলিল,—"তবে আর আসিব না।"

রাণী। কেন ?

মায়া। আমি পাণ্ডবেশ্বরকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারি না।

রাণী। আমার কাছেও নয় ?

মায়া। না।

রাণী। মায়া, কি করিলে তোমার মন পাওয়া যায় ?

মায়া সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে রাজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা তখন আকাশপ্রান্তে একখণ্ড মেঘের পানে চাহিয়াছিলেন। মেঘ ক্রমে বড় হইতেছিল। রাজা বুঝি তাহাই দেখিতেছিলেন। মায়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; রাজা দেখিয়াও দেখিলেন না। মায়া বিদায় চাহিতে, একটা কথা কহিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না,—কেমন বাধিয়া যাইতে লাগিল, কেমন ভয় করিতে লাগিল। কি বলিবে, তাহাও খুঁজিয়া পাইল না। রাজা মায়ার পানে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না, তাহার সহিত একটা কথাও কহিলেন না। মায়া ক্ষণকাল রাজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সন্ন্যাসীর কাছে আবার ফিরিয়া আসিল। তখন উভয়ে ধীরে ধীরে উদ্যান ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তার তিন দিন পরে লালসিংহ বীরসিংহপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতে যে অশ্বে উঠিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, সে অশ্ব নগরপ্রবেশের পূর্ব্বেই গতাসু হইয়াছিল। লালসিংহ মৃত অশ্ব ছাড়িয়া পদব্রজে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন অপরাহ্ন।

লালসিংহের পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন; অঙ্গময় কর্দ্দম; সুদীর্ঘ কেশ উচ্ছৃঙ্খল। নগরের জনতা, উন্নতি, কিছুই তিনি লক্ষ্য করিলেন না। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় জনতা ভেদ করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; অভিপ্রায়ও তা নয়। মায়াকে একবার চুপি চুপি দেখিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। কিন্তু মায়া কোথায় ? রাজ-অন্তঃপুরের দ্বারে দেখিলেন, অনেক ভিখারী সমবেত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, রাণী অনাথা রমণীদের মধ্যে তণ্ডুল ও বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। লালসিংহ তথায় আর দাঁড়াইলেন না। উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন—বালা মায়ার সযত্ননির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। ভাঙ্গিতে বালার হাতে ব্যথা লাগিতেছে, তবু বালা কার্য্যে বিরত হইতেছে না। লালসিংহ পিছন হইতে ডাকিলেন,—"বালা!"

বালা চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, লালসিংহ। দেখিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া লালসিংহের সমীপস্থ হইল। তাহার মুখে চো'খে আনন্দ। লালসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বালা, মায়া কৈ ?"

বালা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইল না।

"মায়া কৈ, বালা ?"

"তুমি কি মায়ার খোঁজে আসিয়াছ ?"

"হাঁ।"

"মায়াকে আর পাবে না।"

"পাই আর নাই পাই, পরে বুঝিব; এখন মায়া কোথায় বল।"

বালার আনন্দ নিবিয়া গেল; মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। যেখানে চাঁদ ছিল, সেখানে মেঘ আসিয়া দেখা

দিল। বালা ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"মায়া পাণ্ডবেশ্বরে গিয়াছে।"

লাল। পাণ্ডবেশ্বরে গিয়াছে?

বালা। হাঁ, পাণ্ডবেশ্বরে গিয়াছে; এখানে সে আর আসিবে না।

লাল। আমিও তবে চলিলাম।

বালা। কোথায়?

লাল। পাণ্ডবেশ্বর—যেখানে মায়া আছে, সেখানে।

বালা। আমি তোমাকে মায়ার কাছে যাইতে দিব না।

লাল। কেন?

বালা। সে তোমাকে ঘৃণা করে।

লাল। শতবার করুক, আমার তাতে ক্ষতি নাই।

বালা। তাহাকে বিবাহ করিতে চাও?

লাল। সহস্রবার চাই।

বালা। সে তোমাকে বিবাহ করিবে না। তবে যদি—

লাল। তবে কি?

বালা। তবে যদি তুমি তাহার নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পার, তাহা হইলে সে দয়া করিতে পারে।

লাল। তা-ও করিব,—মান, অভিমান সব জলাঞ্জলি দিয়া তা-ও করিব।

বালা এক পা পিছাইয়া গেল। তাহার অন্তরে তখন আগুন জ্বলিতেছিল। সে বলিল,—"ওঃ, এতটা? একটা সামান্য বালিকার জন্য এতটা?"

লাল। সে সামান্য নয়।

বালা। সে গর্ব্বিতা।

লাল। যাহার রূপ আছে, তাহারই গর্ব্ব আছে।

বালা। সে ভিখারিণী।

লাল। যা'র মুখমণ্ডলে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য একত্রিত, সে আবার ভিখারিণী?

বালা। তবে অধঃপাতে যাও।

"মায়াকে লইয়া অধঃপাতে যাইতে পারিলেও সুখ আছে"—বলিয়া লালসিংহ প্রস্থান করিতেছিলেন, বালা তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আমি তোমায় যেতে দিব না।"

লালসিংহ ভ্রূকুটি বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "তোমার কি অধিকার চন্দ্রবালা?"

বালা উত্তর করিল, "আমার কি অধিকার?"—কথাটা বলিতেও বালার কণ্ঠস্বর কাঁপিল—"আমার কি অধিকার? আমি তোমার আশ্রিতা, ভগিনী—"

লাল। আশ্রিতা হ'তে পার, কিন্তু ভগিনী নও।

বালা। ভগিনী নই?

লাল। না, তুমি আমাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছ মাত্র—রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই।

বালা। সত্য?

লাল। লালসিংহ আর যা' করুক, কখন মিথ্যা বলে না।

বালা ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল। লালসিংহ প্রস্থান করিলেন এবং অশ্ব সংগ্রহ করিয়া লইয়া পাণ্ডবেশ্বরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মায়া আবার পাণ্ডবেশ্বরে আসিয়াছে। সে যাহা চায়, তাহা সে পাইয়াছে। সেই নীরব, ক্ষুদ্র মন্দির, সেই ফুলভরা বন—সেই প্রেমময়ী অজয়। মায়ার চারিদিকে শৈশবের স্মৃতি, যৌবনের সাথী। মায়ার আনন্দ-উৎস আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মায়া আসিয়া পাণ্ডবেশ্বরকে কত আদর করিল—নির্জ্জনে ঠাকুরকে কত কি বলিল। অজয়-গর্ভে নামিয়া কত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল—ঘাড়-মুখ নাড়িয়া অজয়ের সঙ্গে কত কি বকিল।

মায়া কাহাকেও ভুলিল না; সকলের কাছে গেল, সকলকে আদর করিল। অজয়কূলে যে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেন, মায়া সে শিলাপৃষ্ঠ ধৌত ও মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে সস্নেহে আদর করিল। যে মৃগ-চর্ম্মের উপর শুইয়া সন্ন্যাসী নিশা-যাপন করিতেন, মায়া সেই মৃগচর্ম্ম ঝাড়িয়া, মুছিয়া, বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে মায়া একটি করবী রোপণ করিয়াছিল, বর্ষার জল পাইয়া এখন সে কত বাড়িয়া উঠিয়াছে; মায়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার পাতা নিজের মুখে চো'খে কত বুলাইল—গোড়া হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে আদর করিল।

জঙ্গলের ধারে কত গোরু, কত মহিষ চরিতে আসিত; মায়া তাহাদের প্রত্যেককে চিনিত, প্রত্যেকেই মায়াকে চিনিত; মায়া ডাকিলে তাহারা না আসিয়া থাকিতে পারিত না, তাহারা ডাকিলে মায়াও না গিয়া থাকিতে পারিত না। একটি গো-বৎস মায়াকে বড় ভালবাসিত; সে তাহার মাকে ফেলিয়া মায়ার পিছু পিছু ঘুরিত,—মায়ার গা চাটিত—মায়াকে বেষ্টন করিয়া লাফাইত, ঝাঁপাইত; মায়া দূর্ব্বাদল তুলিয়া, গাছের কোমল পাতা ভাঙ্গিয়া তাহাকে কত খাওয়াইত। যে বালক গোরু-মহিষ চরাইতে আসিত, সে মায়াকে দেখিলেই প্রণাম করিত—মায়ার কাছে একটা মহিষী লইয়া গিয়া মায়াকে সযত্নে তাহার উপর চড়াইত; মহিষী সগর্ব্বে মায়াকে পৃষ্ঠে লইয়া ধীরে ধীরে যাইত; মায়াও টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে সিংহবাহিনীর ন্যায় দুলিতে দুলিতে চলিত। তখন মহিষ, গোরু মায়াকে ঘিরিয়া, মায়ার পানে চাহিয়া মায়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিত; রাখাল-বালক ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া মায়াকে প্রণাম করিত।

মায়া যে দিন সহসা পাণ্ডবেশ্বর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে দিন তাহারা আর মায়াকে দেখিতে পাইল না। বনের ধারে আসিয়া গোরু, বাছুর মায়ার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মায়া আসিল না। মায়া জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়াছে ভাবিয়া, গোরু মহিষ তন্ন তন্ন করিয়া মায়াকে ঝোপের অন্তরালে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইল না। রাখাল-বালক আর থাকিতে পারিল না, সে মায়ার অনুসন্ধানে ছুটিয়া মন্দিরে আসিল। সেখানে শুনিল, মায়া চলিয়া গিয়াছে—কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ জানে না—কবে ফিরিবে, তাহাও কেহ বলিতে পারিল না।

তার পর প্রতিদিনই গোরু মহিষ জঙ্গলের ধারে আসিয়া মায়ার প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণনয়নে দাঁড়াইয়া থাকিত; মায়াকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিত। রাখাল-বালক প্রতিদিন মন্দিরে গিয়া মায়ার সন্ধান লইত। যে সব নবজাত বৎসেরা মায়াকে কখন দেখে নাই, তাহারাও দেখাদেখি বনের ধারে দাঁড়াইয়া মায়ার প্রতীক্ষা করিতে শিখিল—"মা" "মা" বলিয়া সকাতরে ডাকিতে শিখিল। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল; কিন্তু মায়া আসিল না। মানুষে হয় ত মায়াকে ভুলিয়া যাইত, কিন্তু গোরু মহিষ মায়াকে ভুলিল না।

যে দিন মায়া পাণ্ডবেশ্বরে ফিরিল, সে দিন সে কাহাকেও দেখিতে পারিল না। পাণ্ডবেশ্বরে পৌঁছিতে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছিল। পরদিন মধ্যাহ্নে মায়া বনের ধারে আসিয়া লুকাইয়া রহিল। গোরু-মহিষ বনের ধারে আসিয়া প্রতিদিন যেমন প্রতীক্ষা করিত, সে দিনও তেমনই মায়ার প্রতীক্ষা করিতেছিল—সে দিনও তেমনই "মা" "মা" বলিয়া ডাকিতেছিল। মায়া আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। মায়াকে মুহূর্ত্তে সকলেই চিনিল। চিনিবামাত্র তাহাদের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। মহানন্দে তাহারা গগন ফাটাইয়া "মা" "মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। যে যেখানে ছিল, সে সেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া মায়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ মায়ার গা চাটিতে লাগিল—কেহ বসন চিবাইতে লাগিল—কেহ বা মায়ার অঙ্গের ঘ্রাণ লইতে লাগিল।

যে মায়ার সন্নিকটে স্থান পাইল না, সে দূরে দাঁড়াইয়া কাতর দৃষ্টিতে মায়ার পানে চাহিয়া রহিল। যে সব নবজাত বৎসেরা মায়াকে কখন দেখে নাই, তাহারা একবার কাছে আসে, আবার তখনই ছুটিয়া পলায়। যে মহিষীর পৃষ্ঠে উঠিয়া মায়া বন-ভ্রমণ করিত, সে মহিষী কাছে আসিয়া মায়াকে পৃষ্ঠে উঠিবার জন্য মস্তক দ্বারা বারংবার ইঙ্গিত করিতে লাগিল। কখন মায়ার অঙ্গে শৃঙ্গ ঘষিতে লাগিল, কখন বা মায়ার চরণতলে শুইয়া পড়িতে লাগিল। মায়া মহিষীর ইঙ্গিত বুঝিয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার পৃষ্ঠে উঠিল। মহিষী গরবে ফুলিয়া মায়াকে লইয়া চলিল। অন্যান্য গো-মহিষও মায়াকে ঘিরিয়া মায়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু মহিষী কাহাকেও কাছে আসিতে দিল না; যে আসে, তাহাকেই শৃঙ্গ দ্বারা আক্রমণ করে; রাখাল-বালক এতক্ষণ কাছে আসিবার অবসর পায় নাই, সে দূরে দাড়াইয়া মায়াকে দেখিতেছিল। মায়া যখন তাহার পানে চাহিল, তখন সে কাছে আসিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া মায়াকে প্রণাম করিল। বালকের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছিল। মায়ারও তাই;—তাহার মুখে হাসি, চোখে জল।

এইরূপে মায়া পাণ্ডবেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া সকলকে দেখিল। কাহাকেও ভুলিল না—সকলকে আদর করিল। মায়ার কাছে ছোট বড় সব সমান। মায়া কখন পাণ্ডবেশ্বরকে লইয়া, কখন বা অজয়কে লইয়া—কখন সন্ন্যাসীকে লইয়া,—কখন বা গোরু-মহিষ লইয়া মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। এইরূপে সাত দিন কাটিল। তার পর সহসা তাহার সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লালসিংহ যখন বীরসিংহপুর ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবেশ্বর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পথ অনেকটা, তা'ও আবার অজ্ঞাত। অন্ধকার আসিয়া সত্বর চারিদিক্ ঘিরিল। তখন পথ চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। দুঃসাধ্য হইলেও লালসিংহ বিরত হইলেন না। তাঁহার বাসনা-সিদ্ধির পথে যত প্রতিবন্ধক আসিয়া জুটিতে লাগিল, ততই তাঁহার চিত্তবেগ আরও দুর্দমনীয়—সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল।

অন্ধকারে পথ লক্ষ্য হইতেছিল না; অশ্ব আপন ইচ্ছামত চলিতেছিল। পথে কোন পথিক নাই, পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার উপায়ও নাই। লালসিংহ একবার ভাবিলেন, "ঘনান্ধকার রাত্রিতে আসিয়া ভাল করি নাই—কাল প্রাতে আসিলেই চলিত।" পরক্ষণেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "অন্ধকারের ভয়ে সঙ্কল্প হইতে পিছাইব? কখনই না। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব আমার আর সহিতেছে না—মায়াকে না দেখিয়া আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেছি না। একবার তাহাকে দেখিয়া, স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইব।"

সহসা অশ্ব থামিল। লালসিংহ দেখিলেন, সম্মুখে নিবিড় বন। পথ নির্ণয় করা দূরে যাক্, বৃক্ষের কাণ্ডও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। গাছপালা কিছুই চেনা যায় না,—সব অন্ধকার-কোলে লুকাইয়াছে। চারিদিক্ হইতে অন্ধকার আসিয়া বনের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে যতটা অন্ধকার, বাহিরে ততটা নয়।

অশ্ব এবং আরোহী বহু চেষ্টাতেও পথ নির্ণয় করিতে পারিল না। তখন লালসিংহ হতাশ হইয়া অশ্ব ফিরাইলেন। তখন রাত্রি বেশী নয়,—এক প্রহর হইবে। লালসিংহ ফিরিয়া গ্রামের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে লোক লইয়া পথ নির্ণয় করিয়া লইবেন। বনের প্রান্তভাগে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল; সেখানে একটা আলোও জ্বলিতেছিল। লালসিংহ সেই আলো লক্ষ্য করিয়া অশ্বচালনা করিলেন এবং যেখানে আলো জ্বলিতেছিল, সত্বর সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন।

আলোটা আর কিছু নয়,—একটা ধুনির আলো। বড় বড় কাঠ ধুনিতে পুড়িতেছিল। সেই আলোকে লালসিংহ দেখিলেন, নিকটে একখানি গৃহস্থ-কুটীর। কুটীর-প্রাঙ্গণ বেশ সুমার্জ্জিত; তাহার মধ্যস্থলে একটা বড় গাছ। সেই গাছের তলায় ধুনি জ্বলিতেছে। নিকটে তিন জন সন্ন্যাসী শয়ান রহিয়াছে। তাহারা বলবান্, দীর্ঘাকার। মাথায় জটাজুট, পরিধানে কৌপীন। গৃহস্বামী সন্ন্যাসীদের কাছে বসিয়া তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেছিল। তখনকার কালে লোকে সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। নিজে না খাইয়া সন্ন্যাসীদের খাওয়াইত। এখন নিজে খাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলেও লোকে সন্ন্যাসীদের খাওয়ায় না। দোষটা ঠিক যে আমাদের, তা' নয়। এখন সাধু ও প্রবঞ্চক চিনিতে পারা ভার। এখন আমরা লোক দেখিলে উচ্চকণ্ঠে হরি বলি, অন্তরালে গিয়া সুন্দরীর প্রতি কটাক্ষ হানি। এখন আমরা উপাসনা ছাড়িয়া অঙ্গে ছাইমাখা সার করিয়াছি—কর্ম্ম ছাড়িয়া বক্তৃতা সম্বল করিয়াছি। এখন আমরা কৌপীন পরিয়া স্বর্ণ-ভিক্ষা

করিতেছি—তরুতল অবলম্বন করিয়া শাল, বনাত চাহিয়া বেড়াইতেছি। করি এক, লোককে বুঝাই আর। যাহা আমাদের নাই, তাহা আছে বলিয়া জগৎময় ডঙ্কা মারিয়া বেড়াইতেছি।

আগে যে প্রতারণা, ভণ্ডামী আদৌ ছিল না, তা' নয়। তবে এতটা ছিল না। এই যে তিন জন জটাজূটধারী সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালিয়া শয়ান রহিয়াছে, তাহারা যে প্রতারক ভণ্ড নয়, তাহা কে বলিতে পারে? লালসিংহের মনেও সেই রকম একটা সন্দেহ জন্মিল। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক জনকে কোথাও দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল; কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা ঠিক স্মরণ করিতে পারিলেন না। সন্দেহভঞ্জনার্থ আরও একটু অগ্রসর হইলেন। তখন অশ্বপদশব্দে চমকিত হইয়া সন্ন্যাসীরা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া বসিল। গৃহস্বামী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে বাপু, এত রাতে?"

প্রশ্নটা লালসিংহের কানেও গেল না। তিনি একাগ্রচিত্তে সন্ন্যাসীদের বদন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় ধুনি একবার খুব জ্বলিয়া উঠিল। আলো বেশ স্পষ্ট, উজ্জ্বল। সেই আলোকরশ্মি সন্ন্যাসীদের মুখের উপর পড়িল। লালসিংহের সন্দেহ তিরোহিত হইল,—তিনি যাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিতেছিলেন, তাহাকে চিনিতে পারিলেন। চিনিয়া, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন —"সাদক খাঁ!"

"রাজা ফতেসিংহ!"

"সাদক খাঁ সন্ন্যাসী?"

"রাজা ফতেসিংহ নিশীথে একাকী?"

বিস্মিত গৃহস্বামী, সন্ন্যাসীর পদতল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন,—"আমি ভাবিয়াছিলাম —তুমি মরিয়াছ, সাদক খাঁ।"

সাদক। পাঠান প্রতিশোধ না লইয়া মরিতে পারে না; আমি কবর হইতে উঠিয়া আসিয়াছি।

ফতে। এবার কবর না দিয়া ধুনিতে জ্বালাইব; দেখিব পাঠান কি করিয়া বাঁচে।

সাদক। তৎপূর্ব্বে রাজা ফতেসিংহের ভাবা উচিত যে, তিনি একা—আমরা তিন জন।

ফতে। তিন জন হ'লেও তোমরা অস্ত্রশূন্য।

সাদক। রাজা ফতেসিংহ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরা অস্ত্রশূন্য নই।

ফতে। গোয়েন্দারা অস্ত্র ধরে, তা' আমি জানিতাম না।

সাদক খাঁর মুখ লাল হইয়া উঠিল। ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিল,—"রাজা ফতেসিংহ, তুমি বা আমি এক জন আজ মরিব।"

ফতে। মরিতে তোমার সাহস আছে? যে প্রাণভয়ে সন্ন্যাসীর পবিত্র বেশ অবলম্বন করিয়াছে—বিপদের আশঙ্কায় আল্লা ছাড়িয়া হরিনাম বলিতেছে—বীরবেশ ছাড়িয়া গোয়েন্দার জঘন্য বেশ ধারণ করিয়াছে, তা'র আবার মরিতে সাহস আছে?

সাদক। বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই—আত্মরক্ষা কর।

বলিয়া কম্বলের ভিতর হইতে তিনখানা তরবারি টানিয়া বাহির করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তিন জনেই অসিহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ফতেসিংহ অশ্ব হইতে নামিবার উদ্যোগ করিলেন। তদ্দৃষ্টে সাদক খাঁ বলিল,—"নামিতেছ কেন?"

ফতে। তোমাদের ঘোড়া নাই; আমি কেন অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া যুদ্ধ করিব?

সাদক। তুমি বিস্মৃত হইতেছ, আমরা তিন জন, তুমি একা।

ফতে। তোমরা তিন জনে একসঙ্গে আক্রমণ করিবে?

সাদক। করিব—যেমন করিয়া পারি শত্রু মারিব। আমাদের সময় অল্প—ধীরে-সুস্থে যুদ্ধ করিবার অবসর নাই। আমরা যেমন তিন জন আছি, তোমার তেমনি অশ্ব ও বর্শা আছে।

ফতে। তবে তিন জনেই এস।

বলিয়া তিনি অশ্ব ঘুরাইয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন; এবং সাদক খাঁর ললাট লক্ষ্য করিয়া বর্শা ত্যাগ করিলেন। সাদক খাঁ সুচতুর—সে সরিয়া দাঁড়াইল। বর্শা ব্যর্থ হইল—সন্ সন্ শব্দে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। ফতেসিংহ তখন প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হইয়া সাদক খাঁকে কাটিতে তরবারি তুলিলেন। সাদক খাঁ সে আক্রমণ তরবারির উপর গ্রহণ করিল। তখন তিন জনে ফতেসিংহকে ঘিরিবার উদ্যোগ করিল। ফতেসিংহ সরিয়া দাঁড়াইলেন; এবং সুবিধামত অশ্ব ছুটাইয়া শত্রুদের আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল যুদ্ধ চলিল। ফতেসিংহ ও তাঁহার অশ্ব ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন ফতেসিংহ নিরুপায় হইয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন।

সাদক খাঁ প্রভৃতি তিন জনে দেখিল, অশ্ব ছুটিয়া আসিতেছে—ফতেসিংহের উত্তোলিত তরবারি সাদক খাঁর মস্তক লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। সাদক খাঁ আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। কিন্তু উত্তোলিত তরবারি সাদক খাঁর মাথার উপর না পড়িয়া পার্শ্বস্থিত অপর এক জনের মস্তকোপরি পড়িল।

সাদক খাঁ ফতেসিংহের চতুরতা বুঝিল। বুঝিয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া ভীমদর্পে ফতেসিংহের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু ফতেসিংহ তাহাকে আক্রমণ না করিয়া অশ্ব ফিরাইলেন; এবং যেখানে সাদক খাঁর সহচর অসিহস্তে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল, সেখানে নিমেষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। সে বেচারি ক্ষুদ্রপ্রাণী, ফতেসিংহের আক্রমণবেগ সহ্য করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। সাদক খাঁ সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিবার পূর্ব্বেই হতভাগ্য গতাসু হইয়া ভূমিতে লুটাইল।

তখন ফতেসিংহ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বীরদর্পে বলিলেন,—"এইবার সাদক খাঁ, তোমায় একা পাইয়াছি; দেখিব, কে তোমায় রক্ষা করে।"

সাদক। দু'টা পশু মারিয়া এত গর্ব্ব? একবার নিজের দেহপানে চাহিয়া দেখ দেখি,—সমস্ত অঙ্গ রুধিরাক্ত, হস্ত অবসন্ন, তরবারি ধরিবার শক্তিও নাই। এ অবস্থায় আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছ কোন্ সাহসে?

ফতে। যে সাহসে ও শক্তিতে এক দিন তোমায় পরাস্ত করিয়াছিলাম, আজ সেই সাহসে ও শক্তিতে তোমায় আহ্বান করিতেছি।

সাদক। সে দিন তুমি অক্ষত ছিলে—আজ তুমি অবসন্ন, রুধিরাক্ত।

ফতে। তোমাকে মারিব—নিশ্চয় মারিব; না মারিলে হিন্দুর কল্যাণ নাই।

সাদক। হিন্দুর কিছুতেই কল্যাণ নাই। যে জাতি দেশের উপর নারীকে স্থান দেয়—কর্ত্তব্যের চেয়ে প্রাণকে বড় জ্ঞান করে, সে জাতি আমাদের সম্মুখে কিছুতেই তিষ্ঠিবে না।

ফতে। তুমি এখন তিষ্ঠিতে পার কি না, আগে তাই দেখ।

আবার যুদ্ধ বাধিল। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর ফতেসিংহ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; তরবারি ঘুরাইবার শক্তিও ক্রমে লোপ পাইল। তখন তিনি দেখিলেন, আর নিস্তার নাই—সাদক খাঁর হাতে অবশেষে প্রাণ দিতে হইল। একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে ফতেসিংহ সাদক খাঁকে কাটিতে দুই হাতে তরবারি উঠাইলেন। সে বেগ সাদক খাঁ সহ্য করিতে পারিত কি না বলা যায় না; কেন না, সেও আহত ও ক্লান্ত। কিন্তু তরবারি আর নামিল না,—অশ্ব কাঁপিতে কাঁপিতে সহসা ভূতলে পড়িয়া গেল। ফতেসিংহও অশ্বতলে পড়িলেন।

তখন সাদক খাঁ তরবারি হস্তে ফতেসিংহের উপর ব্যাঘ্রবৎ লাফাইয়া পড়িল। সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি ফতেসিংহের নাই। তাঁহার তরবারি হস্তচ্যুত—দেহাংশ অশ্বতলে বিমর্দ্দিত। তিনি দেখিলেন, আর রক্ষা নাই। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার রক্ষার উপায় করিলেন। সাদক খাঁর দক্ষিণ হস্তের উপর সহসা প্রচণ্ড লগুড়াঘাত হইল। ফতেসিংহ ফিরিয়া দেখিলেন, গৃহস্বামী যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে আরও কয়েক জন গ্রামবাসী সাদক খাঁকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সাদক খাঁ আর দাঁড়াইল না—ছুটিয়া বনের দিকে পলাইল। গ্রামবাসীরাও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। কিন্তু অন্ধকারে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। তখন সকলে ফিরিয়া আসিয়া অচৈতন্য ফতেসিংহকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিল্লীতে থাকিয়া বেলা বিবি যখন শুনিল যে, রাজা ফতেসিংহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, তখন সে বাঙ্গালায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। উদ্যোগে বিলম্ব হইল না; দুই এক দিনের মধ্যেই কিছু অর্থ ও দুই চারি জন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বেলা বিবি দোলারোহণে যাত্রা করিল।

পথমধ্যে তাহার এক সঙ্গিনী জুটিল। বেলা বিবি যখন বিহার অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তখন একটা বনের ধারে জনৈক দরিদ্র রমণী ভূতলে শয়ান রহিয়াছে দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিয়া বেলা বিবি দোলা হইতে নামিল। নিকটে আসিয়া দেখিল, রমণী সংজ্ঞাশূন্যা। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি; দেখিয়া বোধ হয় যেন সুখে ঘুমাইতেছে। অঙ্গে কোথাও আভরণ নাই, বসন মলিন ও ছিন্ন। দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ। তবু তাহাকে দেখিয়া বেলা বিবির উপলব্ধি হইল যে, এ রমণী সামান্যা নয়। শুশ্রূষায় রমণীর চৈতন্যসঞ্চার হইল। তখন বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

রমণী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল,—"শান্তি—লোকে জয়ার মা বলিয়া ডাকে।"

বেলা। তোমার জয়া কৈ?

শান্তি। সে খাইতে না পাইয়া এক জন মুসলমান সেনানীর আশ্রয় লইয়াছে।

বেলা। তোমার স্বামী আছে?

শান্তি। আছেন।

বেলা। কোথায় ?

শান্তি। তা' জানি না ; পাগল হইয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইয়াছেন।

বেলা। তুমি এখন একা ?

শান্তি। আপাততঃ তাই বটে।

বেলা। জঙ্গলের ধারে কি করিতে আসিয়াছিলে ?

শান্তি। জনমানবশূন্য নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অনশনক্লিষ্ট মুমূর্ষুকে ভগবান্ রক্ষা করেন কি না, তাহাই দেখিতে আসিয়াছিলাম।

বেলা। এখন কি দেখিলে ?

শান্তি। দেখিলাম, তাঁহার দয়া অপরিসীম—উপায় দুর্ব্বোধ্য।

বেলা বিবি আকাশপানে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "ভগবান্, আমার উপায় কি করিবে না ? এ অনন্ত আঁধারে তুমি পথ না দেখাইলে, পথ যে দেখিতে পাইতেছি না, প্রভু ! কোথায় দয়াময় দীননাথ, আমিও যে বনের ধারে অনশনক্লিষ্টা অনাথা, তোমার করুণার আশায় পড়িয়া আছি—দয়া কি মিলিবে না ? যে লোভে ছুটিয়াছি, তাহা কি পাইব না, দেবতা ?"

জয়ার মাকে খাওয়াইয়া, সুস্থ করিয়া বেলা বিবি দোলায় উঠাইয়া লইল। বেলা তাহাকে আর ছাড়িল না,—সঙ্গে করিয়া বাঙ্গালায় লইয়া আসিল।

ফতেপুরে আসিয়া বেলা বিবি দেখিল, রাজধানীতে রাজা নাই। অনুসন্ধানে জানিল, রাজা সেই দিন প্রাতঃকালে রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিল, তিনি বীরসিংহপুরে গিয়াছেন। শুনিবামাত্র বেলা বিবি, তল্পী-তল্পা বাঁধিয়া, জয়ার মাকে সঙ্গে লইয়া, বীরসিংহপুর-অভিমুখে যাত্রা করিল।

সেখানে আসিয়া বেলা বিবি ফতেসিংহের কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। সে বিপুল জনাকীর্ণ নগরীমধ্যে সন্ধান করিয়া উঠাও সম্ভব নয়। অবশেষে বেলা বিবি হতাশ হইয়া জয়ার মার শরণাগত হইল। জয়ার মা জিজ্ঞাসা করিল,—"রাজা ফতে-সিংহকে তোমার কি প্রয়োজন ?"

"তাঁহার সঙ্গে আমার কিছু দেনা-পাওনা আছে।"

"ঋণী কে ?"

"তিনি।"

"কোথায় ঘটনা হইল ?"

"মুঙ্গেরে।"

"তিনি মুঙ্গেরে ছিলেন ?"

"হাঁ ; বন্দিস্বরূপ মুসলমানের গৃহে ছিলেন।"

"কে তাঁকে উদ্ধার করিল ?"

"আমি।"

জয়ার মা তখন প্রফুল্লচিত্তে ফতেসিংহের সংবাদ লইতে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সেখানে আসিয়া রাজভগ্নী চন্দ্রবালার অনুসন্ধান করিল। শুনিল, তিনি উদ্যানে। জয়ার মা উদ্যানাভিমুখে চলিল।

চন্দ্রবালা তখন উদ্যানমধ্যে বেদীর উপর উপবিষ্টা। মাথার উপর পত্রপুষ্পের চন্দ্রাতপ—সম্মুখে অস্তপ্রায় লাল রবি। চন্দ্রবালা চিন্তামগ্ন। মাথার উপর অতৃপ্ত বাসনার উচ্ছ্বাস উঠাইয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল। চন্দ্রাবালা ভাবিল, "আমার হৃদয় প্লাবিত করিয়া কোথা হইতে এ বন্যা-প্রবাহ ছুটিয়া আসিল ? হৃদয়ের ভিতরেই কি এ তরঙ্গ লুকান ছিল ? লালসিংহ তখনও ছিল, এখনও আছে ; আমিও তখন ছিলাম, এখনও আছি। তবে—তবে এ পরিবর্ত্তন কেন ? আগেও আমি লাল-সিংহকে ভালবাসিতাম, এখনও বাসি। তবে ?"

বালা উত্তর খুঁজিতে লাগিল। উত্তর স্থির করিবার পূর্ব্বে আর এক জনকে তাহার মনে পড়িল। গেল ; বালা অমনই গর্জ্জিয়া উঠিল ; বলিল, "কিন্তু সেই সর্ব্বনাশিনী, সর্পিণী মায়া ! সে যে আমার সকল বাসনার অন্তরায়। সে থাকিতে আমার শান্তি কোথায় ?"

বালা চিন্তামগ্ন হইল। এমন সময় জয়ার মা আসিয়া সে চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া দিল। বালা বিরক্ত হইল ; কিন্তু উপায় নাই। দুই চারিটা কথার পর জয়ার মা জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা ফতেসিংহ কোথায় ?"

বালা তীক্ষ্ণনয়নে জয়ার মার পানে চাহিল ; একটু ভাবিল ; পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

জয়ার মা। এক জন পাওনাদার খোঁজ করিতেছিল।

বালা। পাণ্ডবেশ্বরে গিয়াছেন।

জ-মা। কবে গিয়াছেন ?

বালা। তিন চারি দিন পূর্ব্বে।

জ-মা। কবে ফিরিতে পারেন ?

বালা। তা' বলিতে পারি না।

জ-মা। তাহার উদ্দেশ্য কি ? রাজকার্য্য অথবা তীর্থদর্শন ?

বালা। তা' আমি জানি না।

জ-মা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি, রাজভগ্নি ?

বালা। কি, বল।

জ-মা। পাণ্ডবেশ্বরে কি ধ্রুব গোস্বামী আছেন ?

বালা। আছেন—সম্প্রতি গিয়াছেন

জ-মা। একটি বালিকা তাঁহার কাছে ছিল, সেও কি সেখানে আছে ?

বালা। বালিকার নাম কি?

জ-মা। মায়া।

বালা। হাঁ, সেও পাণ্ডবেশ্বরে আছে।

তখন জয়ার মা বিদায় হইল। বালা ভাবিল, "আমিও তবে লালসিংহের অন্বেষণে যাই না কেন! আমি একা এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে বসিয়া থাকি কেন? এখানে আমার কে আছে? আমি আমার সর্ব্বস্বকে ছাড়িয়া কোন্ সুখের আশায় এখানে থাকি?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। গৃহে গৃহে দীপ জলিতেছে? বনে দীপ জ্বালিবার কেহ নাই,—ভগবান্ সেখানে খদ্যোত জ্বালাইয়াছেন। আকাশ অন্ধকারময়,—তাই সেখানে পথের মাঝে দয়াময় বিধাতা নক্ষত্র জ্বালাইয়াছেন। মাঠে, জলাশয়ের মাঝে অন্ধকার,—তাই বিশ্বরচয়িতা সেখানে আলেয়া জ্বালাইয়াছেন। গৃহে, বনে, আকাশে, মাঠে এত আলো, তবু পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেন এমন হয়? পৃথিবীটা অনন্ত বলিয়া কি? আলোকও ত অসংখ্য, তবু অন্ধকার কেন? লালসিংহ শয্যায় শুইয়া অন্ধকার পানে চাহিয়া তাহাই ভাবিতেছিলেন।

তিনি আজও দুর্ব্বল, উত্থানশক্তিরহিত। ক্ষত সারে নাই—জ্বরও ত্যাগ হয় নাই। সন্ধ্যাতে যে কুটীর-মধ্যে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সে কুটীর আজও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সংবাদ লইয়া বীরসিংহপুরে রাজার নিকট জনৈক গ্রামবাসী প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজার নিকট সে পৌছিতে পারে নাই; সেখানে পৌছান বড় কঠিন। সেই বহু জনাকীর্ণ নগরীমধ্যে সহস্র প্রহরিপরিবৃত রাজার সমীপস্থ হওয়া পল্লীগ্রামবাসীর পক্ষে সহজ নয়। যে ব্যক্তি গিয়াছিল, তাহার নাম রামু, লোকে তাহাকে রামুখুড়া বলিয়া ডাকিত। সে রাজার সন্ধান না পাইয়া ছেলে-মেয়ের জন্য কাপড় কিনিয়া গৃহে ফিরিল।

রামু খুড়ার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন অকৃতকার্য্য হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি নগরে পাঠান নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং গ্রামবাসীরা নিরস্ত হইল। নিরস্ত থাকিল বটে, কিন্তু লালসিংহের সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি করিল না। ঘরে যাহা কিছু ছিল, তাহা আনিয়া দরিদ্র গ্রামবাসীরা যোগাইতে লাগিল।

গাছ-গাছড়ার প্রলেপে ক্ষত অনেকটা সারিয়া আসিল, কিন্তু জ্বর বন্ধ হইল না। প্রতিদিন বৈকালে জ্বর বৃদ্ধি পায়—রাত্রিশেষে আবার কমিয়া আসে। জ্বরের প্রবল অবস্থায় লালসিংহ কখন সচেতন, কখন বা অচেতন থাকেন। এইরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল।

আজি সন্ধ্যাকালে লালসিংহ কক্ষমধ্যে শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। গৃহকোণে অনুজ্জ্বল দীপ। সম্মুখে দ্বার। দ্বার-পশ্চাতে অন্ধকার। অন্ধকার তখনও তত গাঢ় হয় নাই,—প্রাঙ্গণ, বৃক্ষ, আকাশ তখনও দেখা যাইতেছিল। লালসিংহ আকাশ-পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, "এ কি করিলে, পাণ্ডবেশ্বর? তোমার কাছে যাইতেছিলাম, পথমধ্যে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে কেন প্রভু?"

বিকারগ্রস্ত লালসিংহ শুনিলেন, সহসা যেন ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া প্রশ্ন হইল,—"তুমি কি আমাকে দেখিতে যাইতেছিলে?"

লালসিংহ উত্তর করিলেন—"না, তোমাকে দেখিতে যাই নাই পাণ্ডবেশ্বর। কিন্তু যে তোমার চেয়ে সুন্দর, স্বর্গ অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত, আমি তাহাকে দেখিতে যাইতেছিলাম।"

বিকৃত-মস্তিষ্ক লালসিংহ শুনিলেন, যেন আকাশ হইতে প্রশ্ন আসিল,—"তবে আমায় ডাকিতেছিলে কেন?"

লালসিংহ উত্তর করিলেন,—"বড় অন্ধকার, পথ দেখিতে পাই নাই, তাই তোমাকে ডাকিতেছিলাম।"

এমন সময় গৃহ-প্রাঙ্গণে কে ডাকিল,—"এ গৃহে কে আছ?" কণ্ঠটা অতি মধুর, যেন কোন রমণীর অথবা কিশোরবয়স্ক বালকের।

গৃহস্বামী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

উত্তর হইল,—"আমি পথিক,—অন্ধকারে পথ হারাইয়াছি—আশ্রয়প্রার্থী।"

গৃহস্বামী দেখিল—আগন্তুক কোমলবয়স্ক বালক; বলিল,—"এস, ভাই, গৃহে উঠিয়া এস।"

"আমি একা নই।"

"কয় জন আছ?"

সম্ভবতঃ গৃহস্বামীর মনে সাধক বাবার কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই গৃহস্বামী একটু সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কয় জন আছ?"

আগন্তুক উত্তর করিল—"আমার সঙ্গে আমার মা আছেন। তা' ছাড়া আর কয়েক জন বাহক ও ভৃত্য আছে।"

গৃহস্বামীর মন হইতে সন্দেহ দূর হইল। সে

তাহাদের সাদরে সম্ভাষণ করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া আসিল। কিন্তু যে কক্ষে লালসিংহ শয়ান ছিলেন, সেখানে নয়, পার্শ্বস্থিত অপর এক ক্ষুদ্র কক্ষে তাহাদের আনিল।

হাঁকাহাঁকির পর রামু খুড়ো একটা আলো আনিল। তদালোকে গৃহস্বামী দেখিল যে, আগন্তুকের মুখ ও অঙ্গসৌষ্ঠব অনিন্দনীয়। চোখের চাহনি স্ত্রীলোকের ন্যায় সলজ্জ। গোলাববিনিন্দিত অধরে মৃদুমধুর হাসি। অঙ্গুলিনিচয় চম্পক-কলি সদৃশ ক্ষুদ্র ও সুন্দর। বেশভূষার জাঁকজমকটা যেন কিছু বেশী বেশী;—মাথায় প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, গায়ের উপর নিষ্প্রয়োজনে কতকগুলা বস্ত্র, কোমরে কটিবন্ধ-সম্বদ্ধ তরবারি। সে সিংহী-কটি জিনি' কোমর কখন যে কটিবন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না—সে পুষ্পদল-তুল্য কোমল করকমল কখন যে অস্ত্র ধরিয়াছে, তাহা বিশ্বাস হয় না। চোখের কোণে যেন সুরমার ঈষৎ দাগ; অথবা চক্ষুর্দ্বয় বুঝি স্বভাবতই এমনই;—নীল পদ্মের উপর কৃষ্ণ-ভ্রমর। গৃহস্বামী মুগ্ধচিত্তে বালকের অসামান্য সুন্দর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

বালক মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কি এই ঘরে থাকিব?"

"হাঁ।"

"বাহকেরা কোথায় থাকিবে?"

"উঠানে গাছের তলায় থাকিতে পারে।"

সেইরূপই বন্দোবস্ত হইল। তখন গৃহস্বামী আহারাদির উদ্যোগে ব্যাপৃত হইল।

কিন্তু রামু খুড়ো বালকের নিকট রহিল। কথা কহিবার একটা নূতন লোক পাইয়া সে আর নড়িল না। তখনকার দিনে গুড়ুক-তামাক উঠে নাই, সুতরাং রামু বিনা কর্ম্মে বসিয়া রহিল। তাহার বাস নিকটে; কিন্তু নিজের বাড়ীতে বড় একটা থাকে না। পরের বাড়ীতে থাকিয়া পরের কাজে দিন কাটায়। নিজের কাজ করিতে হইলে সে আর নড়িতে পারে না, পরের কাজের বেলায় লাফাইয়া হাঁটে। গৃহিণী এজন্য তাহাকে নিয়ত তিরস্কার করে; কিন্তু খুড়ো সে সব ঝঞ্ঝাবাত নীরবে মাথার উপর গ্রহণ করিয়া থাকে। ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া সহিয়া মাথাটা এখন পাহাড় সদৃশ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; তথায় এক্ষণে বাক্যবাণ অথবা অশ্রুধারা কোনরূপ অঙ্কপাত করিতে পারে না।

রামু খুড়া বেশ মনের সুখে দিন কাটাইতেছে; যাহার বাড়ীতে কাজ—যেখানে বিপদ, রামু খুড়া সেনানে; কেহ তাড়াইলেও খুড়া সেখান হইতে নড়ে না। রাজা ফতেসিংহের আগমন হইতে রামু তাঁহার কাছ হইতে নড়ে নাই। কিন্তু সেখানে গল্প করিবার সুবিধা ছিল না; গল্প করিতে না পারিলে খুড়ার পেট ফাঁপে। বিশেষতঃ সম্প্রতি সে নগর দেখিয়া আসিয়াছে। নগরের গল্প কাহারও কাছে বিশদভাবে করা হয় নাই। তাই আজ বিদেশী বালককে পাইয়া খুড়ার অপার আনন্দ। খুড়া সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি হে?"

বালক একবার তাহার মায়ের দিকে চাহিল; দেখিল, তিনি নিদ্রিত। তখন উত্তর করিল,—"আমার নাম গণেশলাল।"

খুড়া। বেশ নামটি ত। আমার একটি গোরু ছিল, তাহার নাম গণেশ রেখেছিলাম। তোমার বাড়ী কোথা?

বালক। অনেক দূরে—মগধে।

খুড়া। তুমি সহর-টহর কখন দেখেছ?

বালক। দু' একটা দেখেছি বৈ কি।

খুড়া। বীরসিংহপুর দেখেছ?

বালক। বীরসিংহপুব? কৈ, বীরসিংহপুর দেখি নাই।

খুড়া। তবে তুমি কিছুই দেখ নি। এমন নগর দুনিয়ায় নেই।

বালক নীরব রহিল। তদ্দৃষ্টে রামু খুড়া বলিল, "শুনেছ? এমন নগর দুনিয়ায় নেই।"

বালক। তা' হ'তে পারে।

খুড়া। হ'তে পারে শুধু নয়,—আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

বা। বটে? তা' বেশ করেছ।

খুড়া। বেশ করেছ বল্‌লেই চুকে গেল?

বা। তবে আমায় কি কর্‌তে হবে বল?

খুড়া। জিজ্ঞেস কর, সহরটা কেমন দেখে আস্‌লাম।

বালক একটু হাসিল। সে হাসির অর্থ সরল-স্বভাব রামু বুঝিল না। হাসি দমন করিয়া খুব গম্ভীরভাবে বালক জিজ্ঞাসা করিল,—"সহরটা কেমন দেখ্‌লে?"

খুড়া তখন জাঁকিয়া বসিল। দুই চারিবার গলা পরিষ্কার করিয়া চিন্তাকুল-বদনে রামু বলিল,—"নগরের কোন্ কথাটা আগে বল্‌ব? দু'এক কথায় ত এত বড় নগর বুঝান যায় না।"

বালক বলিল,—"তোমার যা' ইচ্ছা ব'লে যাও।"

খুড়া তখন অদ্ভুত গল্প ফাঁদিল। সে সব বিচিত্র

উপাখ্যানে আমাদের প্রয়োজন নাই। পল্লীগ্রামবাসীরা এক্ষণে কলিকাতা হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া সে রকম অনেক গল্প করিয়া থাকেন। নানা প্রকার গল্পের পর রামু বলিল,—"মশায় গো, বলুব কি—ছেলে-মেয়ের জন্য দুখানা কাপড় কিন্‌তে গিয়ে দোকানে কাপড় পাই নে।"

বা। কেন?

খুড়া। সব দোকানে সোনা-রূপা—কাপড় কোথা?

বা। তুমি কি কাপড় কিনতে নগরে গিয়েছিলে?

খুড়া। না গো, না; আমি রাজার কাছে গিছ্‌লাম।

বা। রাজার কাছে? সেখানে কেন?

খুড়া। বড় লোকের খবর নিয়ে।

বা। বড় লোকটা কে?

খুড়া। রাজা ফতেসিংহ।

বা। রাজা ফতেসিংহ? তিনি কোথায়?

খুড়া। এইখানেই আছে।

বা। এইখানে? কোথায়?

অঙ্গুলিসঙ্কেতে খুড়া পাশের ঘর দেখাইয়া দিল। গণেশলাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি এখানে কেন?"

খুড়া। তুমি বুঝি লড়াইয়ের খবর জান না? তা' জানুবেই বা কি ক'রে, তুমি ত আর সহর-টহর যাও না।

গণেশ। তুমি লড়াইয়ের খবর কোথায় পেলে?

খুড়া। কোথায় আবার পাব? আমার চোখের সামনে এই উঠানে লড়াই হ'লো—আমি দেখ্‌লুম, যুদ্ধ কর্‌লুম, আর আমি খবর আন্‌তে বুঝি তোমার ছাতুখোরের দেশে যাব?

গণে। লড়াই কে কর্‌লে?

খুড়া। কর্‌বে আবার কে? আমি কর্‌লুম। আমি না থাক্‌লে ফতেসিংহ কোত হ'ত।

গণে। কার সঙ্গে লড়াই কর্‌লে?

খুড়া। তিন বেটা দাড়ীগোঁপওয়ালা সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

গণে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে?

খুড়া। হাঁ গো হাঁ; তা'রা ঠিক্ সন্ন্যাসী নয়।

গণে। তবে কি?

খুড়া। মুসলমানের গোয়েন্দা।

খুড়া যাহা কিছু জানিত, একে একে সকলই বলিল। তচ্ছ্রবণে গণেশলাল বড়ই চিন্তাকুল হইল। রামু অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু গণেশলালকে আর কথা বলাইতে পারিল না। তখন খুড়া মহাশয় মহারোষে গণেশলালকে বর্ব্বর ছাতুখোর নামে অভিহিত করিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহস্বামী আসিলে গণেশলাল বলিল,—"শুনিলাম, রাজা ফতেসিংহ এখানে আছেন?"

গৃহস্বামী উত্তর না করিয়া সন্দিগ্ধ-নয়নে বালকের পানে চাহিল।

গণেশলাল বলিল,—"তিনি আহত ও অসুস্থ।"

গৃহস্বামী তথাপি নিরুত্তর।

গণেশলাল কহিল,—"তাঁহাকে বীরসিংহপুরে পাঠান উচিত ছিল।"

"কেন?"

"তাঁহার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক গিয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। মহারাজ বীরসিংহ তজ্জন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিত।"

গৃহস্বামী সন্দেহ করিবার আর অবসর পাইল না; সে একটু ভীত হইয়া বলিল,—"তা' আমি কি করুব? আমি ত পাঠাতে চেয়েছিলাম, রাজা যে সেখানে যেতে চান না।"

গণেশ। তিনি কোথায় যেতে চান?

গৃহস্বামী। পাণ্ডবেশ্বরে।

গণেশ। ভাল, আমি তাঁহাকে সুস্থ করিয়া পাণ্ডবেশ্বরে লইয়া যাইব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি তাঁহার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলাম।

গৃহস্বামী কোন আপত্তি করিল না, আপত্তি করিবারও কিছু নাই। তখন গণেশলাল কক্ষান্তরে আসিয়া ফতেসিংহের পার্শ্বে নীরবে, নিঃশব্দে দাঁড়াইল। গৃহকোণে ক্ষুদ্র মৃন্ময় দীপ জ্বলিতেছিল।

ফতেসিংহের নিদ্রা নাই; জ্বরের জ্বালায় শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। কখন একটু ঘুম আসিতেছিল, কিন্তু তখনই তাহা আবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কখন স্বপ্নে মায়াকে দেখিতেছিলেন, কখন বা বিকারঘোরে তাহাকে ডাকিতেছিলেন। যখন গণেশলাল আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তখন ফতেসিংহ জাগরিত ছিলেন। আগন্তুককে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

গণেশলাল ভাঙ্গা গলায় উত্তর করিল,—"আমি পথিক।"

ফতে। একটু আগে তুমিই কি ডাকাডাকি করুছিলে?

গণেশ। হাঁ।

ফতে। এস, আমার কাছে ব'স, তোমার কণ্ঠস্বরটি বেশ মিষ্ট।

গণেশলাল নীরবে পৃথগাসনে বসিল। ফতেসিংহ বলিলেন,—"তুমি হয় ত কি ভাবিবে, কিন্তু একটা কথা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না।"

গণে। কি বলুন।

ফতে। তোমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, বহুদিন-বিস্মৃত একটি কণ্ঠস্বর আমার মনে পড়িয়া গেল। তুমি যখন উঠানে দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে ডাকিতেছিলে, তখন আমার মনে হইয়াছিল, তোমার কণ্ঠস্বর যেন পূর্ব্বে শুনিয়াছি।

গণে। কোথায় শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হয়?

ফতে। মুঙ্গেরে।

গণে। আমি মুঙ্গেরে কখন যাই নাই।

ফতে। না; সে তুমি নও,—সে আর এক জন।

গণে। সে কে মহারাজ?

ফতে। সে এক জন নাচ্‌ওয়ালী—যবনী।

গণে। তা'র কথা ভাবিবেন না, আপনি এখন নিদ্রা যান।

রাজা ফতেসিংহ আর কিছু বলিলেন না—বলিবার ক্ষমতাও তাঁহার বড় একটা ছিল না; তিনি সত্বর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন গণেশলাল উঠিয়া গৃহবাহিরে আসিল এবং আলোক-সাহায্যে জঙ্গল হইতে কতকগুলা পাতা-লতা ছিঁড়িয়া আনিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ফতেসিংহ তখনও নিদ্রিত। তখন সে পাতার রস লইয়া নিদ্রিত ফতেসিংহের ললাটে ও ক্ষতস্থানে ধীরে ধীরে লেপন করিতে লাগিল।

ফতেসিংহ স্বপ্নে অনুভব করিতেছিলেন, যেন মায়া সাগর-গর্ভ হইতে উঠিয়া শীতল স্পর্শে তাঁহার উত্তপ্ত দেহ শীতল করিতেছিল। সেই সুখময় স্পর্শে তাঁহার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি মোহ-ঘোরে ডাকিলেন,—"মায়া!"

গণেশলাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকে ডাক্‌ছেন?"

"মায়াকে।"

"মায়া কে?"

"মায়া কে, জান না? মায়া আমার সর্ব্বস্ব। ইহকালে পরকালে যাহা কিছু আমার আকাঙ্ক্ষিত, প্রার্থিত, মায়া আমার তাই।"

"মায়া কোথায় আছে?

"পাণ্ডবেশ্বরে!"

"তাহাকে দেখিতে কি আপনি পাণ্ডবেশ্বরে চলিয়াছেন?"

"হাঁ; নতুবা পাণ্ডবেশ্বর আমার কে?"

গণেশলাল আর কিছু বলিল না। ফতেসিংহ আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন। গণেশলাল নীরবে ললাটে ঔষধ লেপিতে লাগিল। সহসা ফতেসিংহ বিকারঘোরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গণেশলাল চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে?"

ফতেসিংহ ভীত-কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"সর্ব্বনাশ হয়েছে—সুবর্ণপ্রতিমা রাক্ষসীতে গ্রাস করিতেছে।"

"সুবর্ণপ্রতিমা কোথায় দেখিলেন?"

"ঐ দেখ, ঐ নীল আকাশ-পটে দ্বাদশ-রাশির মাঝখানে চেয়ে দেখ। অনন্ত ব্যোম উদ্ভাসিত করিয়া ঐ দেখ সেই সুবর্ণপ্রতিমা। দ্বাদশরাশি মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—নক্ষত্রনিচয় পদতলে লুটাইতেছে—নবগ্রহ অদৃশ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মালার ন্যায় কণ্ঠে দুলিতেছে। জীবজন্তু, জড়-উদ্ভিদ্‌, সংসার-ব্রহ্মাণ্ড, সেই সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমার পদতলে পুষ্পোপহার দিতেছে,—সপ্ততল পৃথিবী আকৃষ্ট হইয়া প্রতিমার দিকে ছুটিয়াছে—আমিও প্রতিমার গলায় পুষ্পমালা পরাইতে মহা উৎসাহে ছুটিয়াছি। ঐ দেখ, অকস্মাৎ কে এক জন সূর্য্যমণ্ডল হইতে জন্ম লইয়া বিস্তৃত বদনে সুবর্ণপ্রতিমাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে। কোথায় কে আছ, রক্ষা কর—রাক্ষসীর কবল হইতে প্রতিমাকে রক্ষা কর।"

ফতেসিংহ ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া নীরব হইলেন। গণেশলাল স্তব্ধ-হৃদয়ে অপূর্ব্ব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার দেহ কণ্টকিত হইল—ললাটে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। সেও যেন কল্পনায় সেই দ্বাদশরাশিমধ্যবর্ত্তিনী সুবর্ণপ্রতিমা দেখিতে পাইতেছিল। গণেশলাল বাহ্যজ্ঞান বিরহিত; আকাশ পানে ভীত ও উৎকণ্ঠিত নয়নে চাহিয়া রাক্ষসী-মূর্ত্তির অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় ফতেসিংহ বিকারঘোরে সহসা উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —"দেখ—রাক্ষসী এখন দেবীপ্রতিমা ছাড়িয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমাকে গ্রাস করিবে, সয়তানি? এস—গ্রাস করিবে এস। আমাকে মেরে ফেল, গিলে ফেল, আমি ভয় করি না; কিন্তু যে আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, পৃথিবীর চেয়ে সুন্দর—তার কাছে তুমি যেও না।"

ফতেসিংহ নীরব হইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য,—তখনই আবার গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমার হাত হইতে মালা কাড়িয়া লইতে চাও, রাক্ষসি? যে মালা সুবর্ণপ্রতিমার গলায় দোলাইব বলিয়া যাইতেছি,

সেই মালা তুমি নিজের গলায় পরিতে চাও? এত স্পর্দ্ধা? এ কি, এ ত রাক্ষসী নয়—"

গণেশলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে, মহারাজ?"

ফতেসিংহ অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-সুষুপ্তাবস্থায় উত্তর করিলেন, "এ আমার জীবনের বিস্মৃত-প্রায় সুখ-স্বপ্ন! যখন আমি বিলাসে মত্ত থাকিয়া জীবনের কর্ত্তব্য, উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তখন আকাশের মূর্ত্তি আমার হাতে অস্ত্র দিয়া বলিয়াছিল, 'রাজাজী, নিশ্চেষ্ট কেন?—ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন কর।' যখন আমি সুরাপানোন্মত্ত-পুরুষ-রমণীপরিবেষ্টিত, ইন্দ্রিয়-লালসাপরায়ণ, উদ্দেশ্যহীন, উদ্যমহীন, তখন—যাহাকে আমি রাক্ষসী বলিতেছি, সেই প্রহরণধারিণী, জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে অঙ্গুলিসঙ্কেতে, পিচ্ছিল পথ হইতে আমাকে দূরে রাখিয়াছিল; যখন সময় উপস্থিত হইল, তখন সে স্বহস্তে আমাকে বর্ম্ম, অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল।"

গণেশলাল কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কে মহারাজ?"

"বেলা বিবি।"

"সে কি আপনাকে ভালবাসিত?"

এবার সজ্ঞানে ফতেসিংহ উত্তর করিলেন, "বাসিত,—প্রাণ লুটাইয়া ভালবাসিত। সে আমাকে বরণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার মালা গ্রহণ করি নাই।"

গণে। কেন করেন নাই?

ফতে। সে বিধর্ম্মী; ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ভিন্ন তাহাকে পাইবার উপায় ছিল না।

গণে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে তখন প্রস্তুত ছিলেন কি?

ফতে। কতকটা ছিলাম।

গণে। এখন?

ফতে। এখন? এখন স্বতন্ত্র কথা।

গণে। স্বতন্ত্র কেন?

ফতে। এখন আমি মায়াকে পাইয়াছি।

গণে। মায়াকে পাইয়া বেলাকে ভুলিয়াছেন?

ফতে। হাঁ।

গণে। বেলাকে আর চান না?

ফতে। না।

গণেশলাল নীরব হইল—নীরবে ভাবিতে লাগিল। ক্ষণপরে তৈলশূন্য দীপ একবার জ্বলিয়া সহসা নিবিয়া গেল। তখন সে উঠিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন—আকাশ মেঘময়। ভিতরে যত অন্ধকার, বাহিরেও তত। গাছপালা, আকাশ-পৃথিবী, সব অন্ধকার-কোলে লুকাইয়াছে। চারিদিকে নিবিড় সূচীভেদ্য অন্ধকার। গণেশলাল সেই অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া দাড়াইল।

এস অন্ধকার, চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আমার কাছে এস; আমাকে ঘিরিয়া ফেল—তোমার হৃদয়-মধ্যে আমাকে মিশাইয়া লও। অন্ধকার, তুমি এত সুন্দর, তা' আমি কখন ভাবি নাই। তোমাতে বিকার নাই, ছিদ্র নাই,—তুমি অনন্ত, অসীম। এস, তোমার সোহাগের হিল্লোল উঠাইয়া—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটাইয়া এস অন্ধকার, আমার কাছে এস। হিল্লোলে আমাকে ভাসাইয়া লও—তরঙ্গে আমাকে ডুবাইয়া লও, আমি তোমার গর্ভে লুকাইয়া যাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে উঠিয়া গণেশলাল সদলে বিদায় লইল। বিদায়কালে গৃহস্বামীকে ফতেসিংহের চিকিৎসাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিল। গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে কিছু দিন থাকবে বলেছিলে, এখন যাচ্ছ কেন?"

গণেশ উত্তর করিল, "সহসা আমার গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে—আমি আর থাকিতে পারিতেছি না।"

গণেশলাল চলিয়া গেল। মা'কে দোলায় উঠাইয়া নিজে পদব্রজে পাণ্ডবেশ্বরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

যখন পাণ্ডবেশ্বরে পৌছিল, তখন মধ্যাহ্ন। দলবল দূরে রাখিয়া গণেশলাল একাকী মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া মায়াকে খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন অজয়কূলে অন্বেষণ করিবার অভিপ্রায়ে পথান্তর গ্রহণ করিল। এমন সময় সহসা সম্মুখে দেখিল, এক জটাজূটধারী দীর্ঘাকার সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি। ধবল শ্মশ্রুভার তপ্তকাঞ্চনসদৃশ গৌরবরণ বক্ষের উপর দুলিতেছে। ললাট প্রশান্ত, নয়ন উজ্জ্বল। সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র গণেশলাল স্থির হইয়া দাড়াইল এবং ভক্তিপূর্ণ-নয়নে সন্ন্যাসীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃপূর্ণ পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে গণেশলালের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল;—গণেশলাল লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সেই দেশবিখ্যাত ধ্রুব গোস্বামী?"

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "বাছা, আমি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র।"

গণেশ। আপনি যদি সামান্য হ'ন, তবে সংসারে বড় কে?

সন্ন্যাসী। যে চিত্তজয়ী, সে বড়।

গণেশ। এক বিচিত্র কথা শুনিলাম; আপনি চিত্তজয়ী ন'ন?

সন্ন্যাসী। বাছা, চিত্তজয়ী বলিয়া আগে আমার দর্প ছিল; এখন সে দর্প চূর্ণ হইয়াছে।

গণেশ। কিসে চূর্ণ হইল?

সন্ন্যাসী। সে অনেক কথা, এক্ষণে তাহাতে প্রয়োজন নাই।

গণেশ। একটু প্রয়োজন আছে—আছে বলিয়াই অনেক দূর হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

সন্ন্যাসী। কোথা হইতে আসিতেছ?

গণেশ। মগধ হইতে।

সন্ন্যাসী। তোমার নাম কি?

গণেশ। গণেশলাল।

সন্ন্যাসী। মিথ্যা কথা—তুমি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক।

গণেশ। কিসে বুঝিলেন?

সন্ন্যাসী। ছদ্মবেশ বা মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিও না,—ভুলিবার বয়স এক্ষণে আমার নাই।

গণেশলাল একটু লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল অধোমুখে চিন্তা করিল; ভাবিল, "যিনি দেবতাতুল্য পুণ্যময়, কেমন করিয়া তাঁহার কাছে মিথ্যা বলিলাম? আমাকে ধিক্। কিন্তু কি করিব? মিথ্যা প্রতারণা ভিন্ন আমার যে উপায়ান্তর নাই। হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় আমার কর্ত্তব্য ভুলি কেন? প্রয়োজন হইলে, একবার কেন, শতবার মিথ্যা বলিব—সহস্রবার প্রতারণা করিব।" চিন্তান্তে ছদ্মবেশী গণেশলাল মাথা তুলিয়া বলিল, "আপনি ঠিক ধরিয়াছেন, আমি স্ত্রীলোক।"

সন্ন্যাসী। এখানে আসিয়াছ কেন?

গণেশ। আপনার দর্শনাভিপ্রায়ে।

সন্ন্যাসী। প্রয়োজন?

গণে। শুনিলাম, মায়া নামে আপানার এক কন্যা আছে।

স। বলিয়া যাও।

গণেশ। সে অতুলনীয়া সুন্দরী।

স। তার পর?

গণেশ। সে মনোমুগ্ধকরী।

স। স্বীকার করিলাম,—কিন্তু এত কথার প্রয়োজন কি?

গণেশ। মায়া আপনার চিত্তের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, আপনার হৃদয় দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তাহা আমি অবগত আছি; তোমার বলিবার প্রয়োজন নাই।"

গণেশ। অবগত থাকিয়াও প্রতীকারের চেষ্টা করেন না কেন?

স। ইচ্ছা নাই।

গণেশ। হায়, এ কি দেখিলাম!—জগদ্বিখ্যাত ধ্রুব গোস্বামীর অধঃপতন দেখিতে হইল!

স। তাহাতে কা'র কি ক্ষতি, বাপু?

গণেশ। ক্ষতি নাই? দেশ যে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে।

স। আমি সামান্য ব্যক্তি, আমার দ্বারা দেশের কোন্ উপকার সাধিত হইতে পারে?

গণেশ। আপনি সামান্য হইলেও দেশ আপনার মুখ চাহিয়া আছে—সমগ্র বাঙ্গালা আপনার উৎসাহের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সন্ন্যাসী নিরুত্তর রহিলেন। গণেশলাল বলিতে লাগিল, "আপনি কি বিস্মৃত হইতেছেন, বাঙ্গালায় কে স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইয়াছে?—কে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া মুসলমানের গতি প্রতিরোধ করিয়াছে? একবার বাঙ্গালা পানে চাহিয়া দেখুন দেখি—উত্তর-পশ্চিম হইতে পঙ্গপালের ন্যায় মুসলমান আসিয়া বাঙ্গালা ঘিরিয়া ফেলিতেছে—অত্যাচারে সোনার দেশ নিপীড়িত করিতেছে। আপনি যাহাকে বসনভূষণে সযতনে সজ্জিত করিয়াছেন, মুসলমান তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পদতলে দলিত করিতেছে। বাঙ্গালার এ দুর্দ্দশা দেখিয়াও কি আপনার ক্রোধ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে না? হৃদয় কি দুঃখে, তাপে ফাটিয়া যায় না?"

স। দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি জানিবে বালিকা, আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া আমার বুকের উপর কত ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া চলিয়াছে।—আমার কত আশা—আমার কত কল্পনা ঝড়মুখে তৃণতুল্য উড়িয়া গিয়াছে।

গণেশ। যদি দেশহিতব্রত আপনার লক্ষ্য হয়, তবে এ সময় নিশ্চেষ্ট কেন?

স। বুড়ো সন্ন্যাসী কি করিবে? যাহা রাজার কার্য্য, তাহা রাজা করিবেন।

গণেশ। রাজা অপরিণামদর্শী, অসাবধান।

আপনি এ সময় তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া চালনা না করিলে রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে।

সন্ন্যা। তাঁহার অসাবধানতার কিছু পরিচয় পাইয়াছ কি ?

গণে। পাইয়াছি।

সন্ন্যা। কি ?

গণে। সাদক খাঁ ছদ্মবেশে রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অথচ রাজা বা তাঁহার অনুচরবর্গ কেহই সে কথা অবগত ন'ন।

সন্ন্যা। তুমি সাদক খাঁকে চেন ?

গণে। চিনি।

সন্ন্যা। তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে, সাদক খাঁ বীরসিংহপুরে প্রবেশ করিয়াছে ?

গণে। তাহার অস্ত্রলেখা দেখিয়া বুঝিলাম।

সন্ন্যা। অস্ত্রলেখা কোথায় দেখিলে ?

গণে। রাজা ফতেসিংহের মস্তকে।

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হইলেন। একবার একটু সন্দেহ হইল, বালিকা মিথ্যা বলিতেছে ; কিন্তু বালিকার ব্যথিত, চিন্তাকুল মুখ পানে তীক্ষ্ণনয়নে চাহিবামাত্র সন্ন্যাসীর সে ভ্রম দূর হইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি তাঁহাকে কোথায় দেখিয়া আসিয়াছ ?"

গণে। চন্দ্রভাগা-উপকূলে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম-মধ্যে।

সন্ন্যা। রাজ্য ছাড়িয়া তিনি সেখানে আসিলেন কেন ?

গণে। তিনি পাণ্ডবেশ্বরে আসিতেছিলেন।

সন্ন্যা। কেন ?

গণে। মায়ার দর্শনাভিলাষে।

সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন,— "রাজা বীরসিংহ এ সংবাদ অবগত আছেন ?"

গণে। না।

সন্ন্যা। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে এ সংবাদ দেয় নাই কেন ?

গণে। দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাজার কাছে পৌঁছিতে পারে নাই।

সন্ন্যা। তবে আমি চলিলাম।

গণে। কোথায় ?

সন্ন্যা। রাজার কাছে ; পথমধ্যে ফতেসিংহকে দেখিয়া যাইব।

গণে। উত্তম। কিন্তু মায়াকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন ?

সন্ন্যা। হা ভগবান্, মায়ার কথা ত ভাবি নাই।

গণে। তাই বলিতেছিলাম, মায়া আপনার হৃদয় দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে—মায়া আপনার মহৎ কার্য্যের অন্তরায় হইতেছে। কেন মহাপুরুষ, এক ক্ষুদ্র বালিকার স্নেহে মুগ্ধ হইয়া স্বদেশ-সেবা বিস্মৃত হইতে-ছেন ?

সন্ন্যাসী কোন উত্তর করিলেন না—নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। গণেশলাল বলিল,—"কি ভাবিতে-ছেন, প্রভু ? মায়াকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন কি না ভাবিতেছেন ? যদি তাই হয়, তবে সে সঙ্কল্প পরি-ত্যাগ করুন। নতুবা যে আগুন নিবাইতে চলিয়াছেন, তাহা আরও জ্বালাইয়া তুলিবেন।"

সন্ন্যাসী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"কিন্তু মায়াকে এই বনের মধ্যে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব ?"

গণেশলাল বলিল,—"সে ব্যবস্থা ভগবান্ করিবেন —আপনি মন্দিরে ফিরিয়া যান।"

গণেশলাল বিদায় হইল ; এবং নিকটস্থ গ্রামে গিয়া সদলে আশ্রয় লইল। কিন্তু যাহাকে মা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহাকে সন্ন্যাসীর কাছে মন্দিরে পাঠাইয়া দিল। সে যে জয়ার মা, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়ার মা আসিয়া সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি, শান্তি ! তুমি কোথা হইতে আসিলে ? একাই বা কেন ?" জয়ার মা তখন একে একে নিজের পরিচয় দিতে লাগিল। সকল কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"ভাগ্য-লিপি কে খণ্ডাইতে পারে, মা ? জানি না, ভগবান্ কোন্ উদ্দেশ্যসাধনার্থ তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যাহা হউক, আপাততঃ তুমি এক কঠিন দায় হইতে আমাকে রক্ষা করিলে। আমি স্থানান্তরে যাইব স্থির করিয়াছি ; মায়াকে কোথায় রাখিয়া যাইব ভাবিতে-ছিলাম। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। মায়া তোমার কাছে রহিল। আমি চলিলাম।"

জ-মা। মায়াকে ত দেখিতেছি না, সে কোথায় ?

স। কোথায় বনে বনে খেলা করিয়া বেড়াই-তেছে।

জ-মা। তাহাকে কিছু বলিয়া যাইবেন না ?

স। না ; তাহা হইলে আমার যাওয়া হইবে না।

জ-মা। আপনাকে না দেখিয়া যখন সে কাঁদিবে, তখন তাহাকে আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ?

স। বলিবে যে, (সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল)—বলিবে যে, যত দিন না যুদ্ধ শেষ হয়, তত দিন আমি ফিরিব না।

সন্ন্যাসী আর দাঁড়াইলেন না—পাণ্ডবেশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বীরসিংহপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ক্ষণপরে আলুলায়িত-কুন্তলা বিস্রস্তবসনা মায়া নাচিতে নাচিতে আসিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে দাড়াইল। নিকটে জয়ার মা প্রস্তরাসনে বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র মায়া ছুটিয়া আসিল; এবং দুই চারিটা কথার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"জয়া কৈ?"

জ-মা। জয়া নাই।

মায়া। নাই কি? বাঁচিয়া নাই?

জ-মা। প্রায় তাই বটে।

মায়া। সে কি রকম?

জ-মা। তোমার শুনিয়া কাজ নাই।

মায়া ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ—দক্ষিণে কলনাদিনী অজয়—বামে সুদূরবিস্তৃত অরণ্য—সম্মুখে পাণ্ডবেশ্বর। মায়া একবার চারিদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কৈ, তুমি ত কাঁদ্‌ছ না?"

জ-মা। কাঁদব কেন, মায়া?

মায়া। জয়াকে হারাইয়া তুমি কি প্রাণে ব্যথা পাও নাই?

জ-মা। ব্যথা বুঝি পাই নাই। ভগবান্ আমাকে যেমন রাখিবেন, আমি সানন্দে তেমনই থাকিব। আমি স্বামী হারাইয়াছি, কন্যা হারাইয়াছি,—আমার যা' কিছু ছিল, সকলই গিয়াছে, তবু আমি এক দিনের জন্যও বলি নাই "ভগবান্, কেন আমার এমন করিলে?" তাঁহার সন্তোষে আমার সন্তোষ—তাঁহার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা।

মায়া। তোমার মত স্নেহশূন্য হৃদয় আমি ত কখন দেখি নাই। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার অদর্শনে কি বুক ফাটে না? কান্না আসে না?

জ-মা। আমি যে সকলকেই ভালবাসি, মায়া। তোমাকে যেমন বাসি—জয়াকে যেমন বাসি, এই ক্ষুদ্র পতঙ্গকেও তেমনি ভালবাসি। তোমাকে হারাইয়া প্রাণে যতটা ব্যথা পাইয়াছিলাম, জয়ার অদর্শনেও প্রাণে ততটা ব্যথা লাগিয়াছিল। কিন্তু সে বেদনা মুহূর্তের জন্য; ভগবানের পায় সুখ-দুঃখ ঢালিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি।

মায়া কিছু বলিল না, নদীপানে চাহিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, "আমি কি বাবাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি? বাবা যদি চলিয়া যান, তা' হলে আমি কি করিয়া থাকিব? বাবাকে যে অনেকক্ষণ দেখি নাই,—বাবা কোথায়?"

হায়, অভাগিনি, কোথায় তোমার বাবা? স্নেহ-ভরা হৃদয় লইয়া সংসারে কাঁদিতে জন্মিয়াছ, কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইবে। ভাগ্যের ইঙ্গিতে-আঘাতে, তরঙ্গের উত্থান-পতনে যাহার হৃদয় ভাঙ্গে-গড়ে, সে সংসারে কেন আসিয়াছে? যত দিন না ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে, তত দিন তোমায় কাঁদিতে হইবে, অবশেষে কান্নার বোঝা মাথায় করিয়া ফাটা প্রাণ চাপিয়া ধরিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবে।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা কোথায়?"

জয়ার মা নিরুত্তর; কেমন করিয়া, কি বলিয়া মায়াকে নিদারুণ সংবাদ দিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া মায়ার উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"বাবা কোথায়?"

মায়ার এ চীৎকার, দূরে গণেশলালের কানে পৌঁছিল। সে বৃক্ষান্তরালে দাড়াইয়া মায়াকে অনিমেষ-নয়নে দেখিতেছিল। মায়ার চীৎকার শুনিয়া সে মনে মনে বলিল,—"চীৎকার কর, চীৎকার করিয়া মন্দির ফাটাও—কাঁদিয়া জল-স্থল প্লাবিত কর, তবু তোমার বাপকে পাইবে না, মায়া। আমি তাঁহাকে সরাইয়াছি—যত দিন না দেশের কার্য্য সাধিত হয়, তত দিন তুমি তাঁহাকে পাইবে না। কার্য্য সাধিতে তোমাকে যদি সংহার করিতে হয়, তাহাতেও আমি পিছাইব না,—তোমার রূপ দেখে নয়,—তোমার বয়স দেখেও নয়।"

গণেশলাল চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গণেশলাল মায়ার অনুসন্ধানে অজয়-তীরে আসিল। কিন্তু এবার ছদ্মবেশে নয়, নিজের বেশে। পরিধানে সাটী, অঙ্গে কাচুলি, কাচুলির উপর নীলরঙের ওড়না। বেশ দেখিয়া তাহাকে পশ্চিমাঞ্চলীয়া রমণী বলিয়া অনুমান হয়। গণেশলাল যখন ছদ্মবেশ ছাড়িয়াছে, তখন তাহাকে আর কৃত্রিম নামে পরিচয় না দিয়া, এখন হইতে বেলা বিবি বলিয়া ডাকিব। বেলা বিবি যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পথমধ্যে রাজা ফতেসিংহের শুশ্রূষা করিয়াছিল এবং পরে পাণ্ডবেশ্বরে আসিয়া সন্ন্যাসীর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন; অতএব পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

অজয়-তীরে আসিয়া বেলা বিবি দেখিল, মায়া

একখণ্ড শিলার উপর বসিয়া সুদূর পর্ব্বত-চূড়াপানে চাহিয়া রহিয়াছে। বেলা ডাকিল,—"মায়া!"

মায়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল; মুহূর্ত্তের জন্য মনে আশা জাগিয়াছিল, সন্ন্যাসী বুঝি ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। মায়া সম্মুখে সন্ন্যাসীকে না দেখিয়া একটি অপরিচিতা বালিকার মূর্ত্তি দেখিল; তখন হতাশ হইয়া নয়ন ফিরাইয়া লইল। বেলা আবার ডাকিল,—"মায়া!"

মায়া। কে তুমি?

বেলা। আমি তোমায় নিতে এসেছি।

মায়া। কোথায় নিয়ে যেতে এসেছ?

বেলা। যেখানে তোমার বাবা আছেন।

মায়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা কি তোমায় পাঠাইয়াছেন?"

বেলা। হাঁ।

মায়া। বাবা কোথায়?

বেলা। সম্ভবতঃ বীরসিংহপুরে। পথি-মধ্যে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ;—তিনি তোমায় বীরসিংহপুরে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

মায়া। চল—এখনই চল; আমার আর বিলম্ব সহিতেছে না।

বেলা। জয়ার মাকে একবার বলিয়া যাইবে না?

মায়া। না,—বলিয়া যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

বেলা। তবে চল।

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া পাণ্ডবেশ্বর ত্যাগ করিয়া চলিল। বেলার ভৃত্যবৃন্দ অদূরে দোলা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাহারা দোলা আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন বেলা ও মায়া দোলায় উঠিল। মায়া কখন দোলায় উঠে নাই, দোলায় উঠিয়া কেমন ভয় করিতে লাগিল; সকাতরে বলিল,—"আমায় নামাইয়া দেও—আমি হাঁটিয়া যাইব।"

বেলা কর্কশ কণ্ঠে উত্তর করিল,—"তুমি বন্দী—নামিতে পাইবে না।"

সরোদনে মায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে তবে বাবার কাছে লইয়া যাইতেছ না?"

বেলা বলিল,—"না।"

মায়া তখন চৈতন্য হারাইয়া বেলার অঙ্কে লুটাইয়া পড়িল।

সপ্তম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ষা অবসান হইয়াছে; শরৎও অতীত-প্রায়। মুসলমান সৈন্যতরঙ্গ অবরোধ-মুক্ত জলপ্রপাতের ন্যায় বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছে। দেশের পর দেশ তাহাদের করতলগত হইতে লাগিল। কেহ তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। সে তেজ ও সাহসের সম্মুখে পাহাড়-পর্ব্বত, দুর্গ ও জঙ্গল তৃণবৎ উড়িয়া গেল। হায়, মুসলমান, এক্ষণে কোথায় তোমার সে বীর্য্য—সে বাহুবল? যে শক্তি দেখিয়া এক দিন য়ুরোপীয়গণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, যে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পৃথিবীর হিংসা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, অনুগ্রহ-লাভার্থী হইয়া বিদেশিগণ তোমার পদতলে করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিত,—এক্ষণে তোমার সে ঐশ্বর্য্য, সে শক্তি কোথায়? সিংহাসন হারাইয়া এক্ষণে ভিখারী সাজিয়াছ, অস্ত্র, কোরাণ ছাড়িয়া লেখনী ধরিয়াছ। যে এক দিন তোমার দ্বারে ভিক্ষার্থী ছিল, আজ তুমি তাহারই কাছে ভিক্ষা চাহিতেছ।

সব উড়িয়া গেল—মুসলমান বীর্য্য-সম্মুখে সব উড়িয়া গেল। কিন্তু বীরসিংহ উড়ে নাই; তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটেও মুসলমান অগ্রসর হইতে পারে নাই। যে সকল প্রদেশ অরক্ষণীয়, বীরসিংহ তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুলতান আসিয়া দেখিলেন, এই সকল পরিত্যক্ত গ্রামে জনমানব নাই, আহার্য্য নাই, গোরু-মহিষ নাই। আহার্য্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা সুলতান পূর্ব্বেই করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সবিশেষ চিন্তিত হইতে হইল না। যাহা হউক, তিনি ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মুসলমান-সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। মধ্যভাগের সেনাপতি হায়দার আলি ভাগলপুরের পথ অবলম্বন করিলেন; স্বয়ং সুলতান দ্বিতীয় ভাগ লইয়া রাজমহলের পথে প্রবেশ করিলেন; তৃতীয় ভাগের অধিনায়ক সাদক খাঁ পঞ্চকোটি রাজ্য ও পরেশনাথ শৈলমালা দক্ষিণে রাখিয়া বরাকর নদীতীর বহিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বীরসিংহ নিজের সৈন্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ নগররক্ষার্থ রাখিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ হায়দার আলি ও সাদক খাঁকে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণে ও বামে প্রেরণ করিলেন; এবং চতুর্থ ভাগ লইয়া তিনি স্বয়ং সুলতানের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। সমতল ভূমি ছাড়িয়া দিয়া বীরসিংহ কখন পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া, কখন বা নিবিড় জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন; সুবিধা পাইলে রসদ লুণ্ঠন করিতেও বিরত হইতেন না। নদী পার হইবার সময় মুসলমান উচ্চকিত নয়নে দেখিত, সহসা অসংখ্য তীর আসিয়া তাহাদের দলমধ্যে পড়িতেছে; মুসলমান যুদ্ধোদ্যোগ করিলে বাঙ্গালী অদৃশ্য হইত। পথমধ্যে কোথাও কূপ, কোথাও বা অসংখ্য গর্ত্ত খনন করাইয়া বীরসিংহ শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

ব্যতিব্যস্ত হইলেও সুলতান সমানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীরসিংহ কিছুতেই তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে সুলতান বাঁশলতি * নদী পার হইয়া ফতেপুর রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন বীরসিংহ বন-জঙ্গল ছাড়িয়া ফতেপুর নগরমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

নগরে রাজা নাই। তিনি যে কোথায়, তাহাও কেহ অবগত নয়। যে গ্রামমধ্যে রাজা ফতেসিংহ আহত হইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া তিনি যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে, অথচ রাজ্যে রাজা নাই। সুতরাং নগরমধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ডোম-বাগ্দীরা বেতন না পাইয়া—খাইতে না পাইয়া পলাইতে লাগিল; বাঙ্গালীরা—যাহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছিল, তাহারা উপযুক্ত নেতার অভাবে আত্ম-কলহ বাধাইয়া অবশেষে একে একে গৃহে ফিরিতে লাগিল। নাগরিকগণ আক্রমণোদ্যত মুসলমানের ভয়ে ভীত হইয়া, রাজা-শূন্য রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল।

এমন সময় রাজা বীরসিংহ আসিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে বিশৃঙ্খলা কতকটা নিবারিত হইল; কিন্তু মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া অগণিত মুসলমানের গতিরোধ করা অসম্ভব। বীরসিংহ সৈন্য ও নগর পরিদর্শন করিয়া আসিয়া সেনাপতিকে বলিলেন,—"নগর রক্ষা করিবার চেষ্টা বৃথা,—পরিখা শুষ্ক, অধিকাংশ সৈন্য পলাতক। এ অবস্থায় নগর ছাড়িয়া বন-জঙ্গলের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য।"

---

* বাঁশলতি—আধুনিক বাঁশলাই।

সেইমতই কার্য্য হইল। পলাইবার সময় থাকিতে সকলে নগর ছাড়িয়া অরণ্যমধ্যে আশ্রয় লইল। মুসলমান যখন আসিল, তখন তাহার গতিরোধ করিতে জনপ্রাণীও নগরে রহিল না; সে নির্ব্বিরোধে নগর অধিকার করিল।

নগর অধিকার করিয়া মুসলমান বড়ই ফাঁপরে পড়িল। নগরের চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল। নগর হইতে বাহির হইতে হইলে জঙ্গল-মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; বীরসিংহ এই পথ অবরোধ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। শত্রুকে অসতর্ক দেখিলে টিপিয়া মারিতেন; অথবা নিশীথে নগর আক্রমণ করিয়া শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতেন। শত্রু জাগরিত কিংবা সতর্ক থাকিলে মুহূর্ত্তমধ্যে পলাইয়া আসিয়া আবার জঙ্গলমধ্যে আশ্রয় লইতেন।

তা ছাড়া মুসলমানের আরও একটা অসুবিধা হইল। রসদ আনিতে হইলে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। মুসলমান তাহা জানিত এবং তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছিল। প্রতিদিন মুঙ্গের অথবা লক্ষ্মণাবতী হইতে ভূরি ভূরি আহার্য্য পাঠান-শিবিরে প্রেরিত হইতেছিল। হিন্দুরা পথমধ্যে তাহা লুঠিয়া বাগ্দী-ডোমের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল। ফল এই হইল যে, মুসলমানেরা রসদ অভাবে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে লাগিল; আর এ দিকে বাগ্দী-ডোমেরা রসদের লোভে ধনুক ও লাঠি লইয়া মুসলমানের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সুলতান গায়স-উদ্দীন শঙ্কিত হইলেন না; সে বীর-হৃদয়ে শঙ্কা থাকিতে পারে না। তিনি রণপণ্ডিত এবং কার্য্য-কুশলী। বাঙ্গালীর সে দুর্দ্দিনে, বাঙ্গালার মসনদে যদি গায়স-উদ্দীন না থাকিয়া আর কেহ থাকিতেন, তাহা হইলে হয় ত বাঙ্গালায় হিন্দু-রাজ্য এককালে লোপ পাইত না।

গায়স-উদ্দীনের বুদ্ধি ও চতুরতা অসাধারণ। তিনি হায়দার আলির নামে একখানা পত্র লিখিয়া জনৈক দূতহস্তে প্রেরণ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল:—

"আগামী কল্য রাত্রি এক প্রহরের সময় দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ দিকের পথ ধরিব। তুমি কিছু সৈন্য লইয়া জঙ্গলের পথ রক্ষা করিবে।"

দূত পথমধ্যে ধৃত হইয়া বীরসিংহের নিকট নীত হইল। তাহার বস্ত্রমধ্যে পত্রখণ্ডও পাওয়া গেল। সে যে ধৃত হইবে, তাহা গায়স-উদ্দীন জানিতেন। জানিয়া শুনিয়াও তিনি কেন এমন গুরুতর পত্র সামান্য দূতের হস্তে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে।

পত্র লুণ্ঠন করিয়া বীরসিংহ অরণ্যমধ্যে সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন। অপর দিকে নগরমধ্যে সুলতানও সাজিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাদক খাঁ যে প্রদেশ দিয়া সসৈন্যে আসিতেছিল, সে অঞ্চলে হাহাকার উঠিল। গায়স-উদ্দীন দয়ালু ও ধর্ম্মপরায়ণ; কিন্তু সাদক খাঁ দয়া-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত। সুলতানের সম্মুখে সে বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না; কিন্তু তাঁহার নয়নান্তরালে পাশবিক অত্যাচারে হিন্দুদের কাঁপাইয়া তুলিত। সাদক চরিত্রহীন, বিবেকশূন্য; কিন্তু অস্ত্রকুশলী ও রণপণ্ডিত। সে লম্পট, রমণী-সঙ্গ-প্রিয়; কিন্তু প্রবৃত্তির দাস নহে। আমরা যেমন অনুক্ষণ বেশ পরিবর্ত্তন করি, সেও তেমনই এক নারী ছাড়িয়া অন্য নারীতে অনুরক্ত হইত। দুই দিন পরে আকাঙ্ক্ষা মিটিলে, জীর্ণবাসের ন্যায় তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিত।

সকল দোষ সত্ত্বেও সাদক খাঁ সৈন্যদের মধ্যে প্রিয় ছিল। কেন না, সে তাহাদের লুণ্ঠন করিবার সুযোগ দিত। ভারতবর্ষে সুযোগের অভাব ছিল না,—যুদ্ধ লাগিয়াই রহিয়াছে। যুদ্ধ না থাকিলেও লুণ্ঠনে আপত্তি ছিল না। হিন্দুদের দেশ, হিন্দুদের ধন লুঠিলেই হইল।

সাদক খাঁ যুদ্ধ করিতে আসিয়া পথমধ্যে আগে লুঠপাট আরম্ভ করিল। গ্রামের পর গ্রাম লুঠিয়া, জ্বালাইয়া, শোণিতরঞ্জিত করিয়া, সাদক খাঁ ভীমবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিছনে, পর্ব্বত-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া হাহাকার উঠিল—ভস্মীভূত গ্রামসমূহ হইতে ধূমরাশি ঘুরিয়া ফিরিয়া গগনতল সমাচ্ছন্ন করিল; সাদক খাঁ ফিরিয়াও দেখিল না,—সহাস্য-বদনে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বরাকর নদীতীরে আসিয়া সাদক খাঁ ছাউনি করিল। পিছনে অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল ধূম দেখা যাইতেছিল। অনেক গ্রাম পুড়িয়াছিল; তন্মধ্যে একখানি গ্রামের উল্লেখে আমাদের প্রয়োজন। গ্রামখানি ক্ষুদ্র—নাম কর্ণাতোড়; ছাউনি হইতে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামের এক্ষণে কোন চিহ্ন নাই, সব পুড়িয়া গিয়াছে। সব গিয়াছে বটে, কিন্তু একখানি গৃহ পুড়ে নাই। সেখানি অন্যান্য গৃহ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত; বোধ হয়, সেই কারণে আগুন লাগে নাই।

গৃহ আছে, কিন্তু গৃহস্বামী নাই; ভীত অথবা বিতাড়িত হইয়া সপরিবারে কোথায় পলাইয়াছে। গ্রাম জনশূন্য—শ্মশান। এই শ্মশান হইতে অনল-হুঙ্কার, আহতের রোদন, মুমূর্ষুর কাতর-ধ্বনি আকাশ-পথে উঠিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে ছুটিল। অপর দিকে—কিছু দূরে, পাঠান-শিবির-সমুত্থিত আনন্দকোলাহল ও সঙ্গীত-ধ্বনি শব্দাধারে সঞ্চিত হইয়া মোগল-অভ্যুদয়ের সূচনা করিল। পাঠান আমাদের যা' করিয়াছে, মোগল পাঠানদের তদধিক করিয়াছিল।

সে কথা এখন যাক্, যে গৃহস্থের কথা বলিতে-ছিলাম, আগে তাহারই কথা বলি। যা'র ঘর, সে ঘরে নাই,—এক জন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। যে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সে বড় সামান্য লোক নয়; সে জয়া—সাদক খাঁর অনুগ্রহপাত্রী।

জয়া কেমন করিয়া সাদক খাঁর সহিত মিলিত হইল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঘটনাক্রমে সে একদা সাদক খাঁর নয়নে পড়িয়াছিল; খাঁ সাহেব তাহার রূপ-যৌবন দেখিয়া তাহাকে শয্যাপ্রান্তে স্থান দিয়াছিলেন। তদবধি জয়া সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল; কিন্তু শিবিরমধ্যে জয়ার স্থান হইত না; অগত্যা তাহাকে বাধ্য হইয়া ভস্মাবশেষ কোন গৃহমধ্যে আশ্রয় লইতে হইত। সুবিধাক্রমে সেনাপতি আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেন।

কিন্তু জয়া একা থাকিত না; এক জন দাসী ও এক জন প্রহরী তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। আহার্য্য ও অর্থের অভাব ছিল না। তবুও জয়া নিরানন্দ। বাল্যকালের কথা, বাল্য-সঙ্গিনীদের কথা, দেবীতুল্যা জননীর কথা সতত মনে পড়িত। জয়ার আবার সেই দারিদ্র্য-পূর্ণ গৃহে ফিরিবার বাসনা হইত। কিন্তু ফিরিবার আর উপায় নাই,—একবার গৃহত্যাগ করিলে ফিরিবার আর উপায় থাকে না; তুমি কাঁদিয়া পাহাড় ভাসাইয়া দাও—মাথা কুটিয়া বসুন্ধরা কাঁপাইয়া তোল, তবু আর সে গৃহে ফিরিতে পাইবে না।

আজ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জয়া সেই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা আলোচনা করিতেছিল; কখন বা অনুচ্চস্বরে গান করিতেছিল। এমন সময় কে দ্বারবাহির হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "এ গৃহে কেহ আছ? থাক ত শীঘ্র দ্বার খোল।"

জয়া চমকিয়া দাঁড়াইল; দ্বার-সন্নিধানে আসিয়া একটু উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। বাহির হইতে আবার সেই প্রশ্ন আসিল,—"এ গৃহে কে আছ?"

জয়া কক্ষভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

"আমি বিপদগ্রস্ত পথিক।"

জয়া বুঝিল, কণ্ঠস্বর রমণীর। সে তখন দ্বার খুলিয়া দিতে প্রহরীকে আদেশ দিল। দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র পথিক ত্বরিতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে একা ছিল না, তা'র সঙ্গে আরও কয়েক জন লোক ছিল। যে অগ্রবর্ত্তিনী, সে বেলা বিবি। বেলার পশ্চাতে মায়া; তার পিছনে চারি জন বাহক ও দুই জন ভৃত্য। তাহারা কেমন করিয়া এখানে আসিল, সে পরিচয় একটু দিতেছি।

বেলা, মায়াকে লইয়া পলাইয়া মুঙ্গেরের পথ ধরিয়াছিল। উদ্দেশ্য, তাহাকে মুঙ্গেরে অথবা দিল্লীতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা। যুদ্ধ শেষ না হইলে অথবা ফতেসিংহের হৃদয় হইতে মায়ার স্মৃতি মুছিয়া না গেলে, তাহাকে বাঙ্গালায় আসিতে দিবে না। এই মতলব আঁটিয়া বেলা বিবি মুঙ্গেরের পথ ধরিয়া চলিতেছিল।

কিন্তু যুদ্ধের সময় পথ হাঁটা বিপজ্জনক। তাহাতে আবার সঙ্গে এক জন বন্দী। তা' ছাড়া, বেলা বিবি যে পথ ধরিয়া চলিয়াছিল, সাদক খাঁও সসৈন্যে সেই পথ অবলম্বন করিয়া মুঙ্গের হইতে আসিতেছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বেলা বিবি পথ ছাড়িয়া গ্রামান্তরে গিয়া সদলে আশ্রয় লইল। অভিপ্রায়, মুসলমান চলিয়া গেলে আবার পথ ধরিবে।

কিন্তু মুসলমান এত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল যে, এই গুপ্তাশ্রয়ে বেলা বিবির অনেক দিন কাটিয়া গেল। যখন দেখিল, মুসলমান বরাকর-তীরে আসিয়া ছাউনি করিল, তখন বেলা আশ্রয় ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু পথে আবার এক বিপদ্। কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে চারি জন পাঠানসৈন্য তাহাদের পিছু লাগিল। পাঠানেরা ছাউনি করিয়া, শিকার বা লুণ্ঠন লোভে দলে দলে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারই এক দল বিলাবিবির দোলা দেখিতে পাইয়া পশ্চাদনু-সরণ করিল। বেলা বিবি দেখিল, তাহারা আক্রমণ করিলে বাধা দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তখন সে অনন্যগতি হইয়া, দোলা ছাড়িয়া, মায়ার হাত ধরিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। পাঠানেরাও পশ্চাতে ছুটিল। সহসা বেলা সম্মুখে একখানি গৃহ দেখিতে পাইল। নিরুপায় হইয়া গৃহদ্বারে আশ্রয়প্রার্থী হইল। গৃহস্বামিনী জয়া দ্বার খুলিয়া আশ্রয় দিল। প্রবেশান্তে বেলা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল।

পাঠানেরা ছাড়িল না; তাহারা 'আল্লা' 'আল্লা' রবে চীৎকার করিয়া গৃহ আক্রমণ করিল। দ্বার জীর্ণ ছিল, পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল; দস্যুদল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহে একজন প্রহরী ছিল; সে সশস্ত্র হইলেও আক্রমণকারী পাঠানদের সম্মুখে তৃণবৎ উড়িয়া গেল। ভৃত্য ও বাহকেরা ভীত হইয়া যে, যে দিকে পারিল সে সেই দিকে পলায়ন করিল। দাসী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। জয়া প্রথমে তর্জ্জন-গর্জ্জন, পরে কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। মায়া—নির্ব্বিকার;—একপার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান।

কিন্তু বেলার আর এক মূর্ত্তি; এমন মূর্ত্তি কেহ কখনও দেখে নাই,—বাম পদ ঈষৎ অগ্রে স্থাপন করিয়া সিংহীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া, খড়্গহস্তে বেলা ভৈরবী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা। নীল ওড়না অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে—লাল কাঁচুলি, উন্নত বক্ষের আন্দোলনে ছিঁড়িয়া যাইতেছে—ভুজঙ্গিনী তুল্য কৃষ্ণ-কুঞ্চিত আলুলায়িত বেণী পৃষ্ঠোপরি দুলিতেছে। মুক্তা-বিনিন্দিত দশনে পক্কবিম্ব তুল্য অধর চাপিয়া, দীর্ঘায়ত নীল লোচনে বিদ্যুত্তুল্য জ্যোতিঃ স্ফুরণ করিয়া, হীরক-মণ্ডিত কর্ণভূষা দোলাইয়া বেলা প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা। সেই বিভীষিকাময় সৌন্দর্য্য পানে চাহিয়া, সেই সৌন্দর্য্যময়ী বিভীষিকা-জড়িত মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া, লালসা-তাড়িত পাঠানেরাও ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তদ্দৃষ্টে বেলা, উত্থিত কৃপাণ শূন্যে আন্দোলিত করিয়া জলদবৎ গর্জ্জিয়া বলিল,—"কে আসিবে, এস।"

মুসলমানদের চমক ভাঙ্গিল। একজন এক পা অগ্রসর হইয়া ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি আনিয়া, আধা বাঙ্গলা আধা হিন্দিতে বলিল,—"কেসা খাপ্‌সুরৎ বিবিজান, হাম্‌কো দুষমন না ভাবিয়ে খসম্ ভাবিয়ে।"

দেখাদেখি আর একজন গোঁফে চাড়া দিয়া, দাড়ি দোফাঁক করিয়া বলিল,—"এসা চিজ্ মিলেতো হাম্ তুরক্ ছোড়্‌কে বাঙ্গলামে রহনে সেক্‌তা।"

তৃতীয় ব্যক্তি কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু হাসিতে লাগিল। চতুর্থ ব্যক্তি কিছু না বলিয়া বেলাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। বেলা আবার তেমনই গভীর গর্জ্জনে বলিল,—"সাবধান, যে অগ্রসর হইবে, সে-ই মরিবে।"

চতুর্থ ব্যক্তি শুনিল না, সে অগ্রসর হইতে লাগিল। বেলা আবার তাহাকে সাবধান করিল; কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বেলার সমীপস্থ হইল। তখন বেলা কৃপাণ উঠাইয়া তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল। পাঠান সে আঘাত অবলীলাক্রমে প্রতিহত করিয়া হাসিতে হাসিতে বেলার হাত ধরিল। তখন জয়া ভীতা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওগো, কোথায় কে আছ, আমাদের রক্ষা কর।"

যে ব্যক্তি, বেলার হাত ধরিয়াছিল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এ শ্মশানে কে আছে, বিবিজান?"

জয়া উত্তর করিল,—"ভগবান্ আছেন—শ্মশান-বাসিনী মা কালী আছেন। মা, কখন তোমায় ডাকি নাই, এ বিপদে রক্ষা কর মা! খাঁড়া হাতে ক'রে ছুটে এ'সে ডাকাতগুলোকে কেটে ফেল মা।"

পাঠান বলিল,—"কেউ তোকে রক্ষা করতে আস্‌বে না। আমরা তোকে কুচি কুচি ক'রে আগুনে ফেলে কাবাব বানাব।"

জয়া এবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল,—"কোথায় কে আছ গো, রক্ষা কর।"

প্রত্যুত্তর স্বরূপ বাহির হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "ভয় নাই—ভয় নাই।" বাক্য অবসান হইতে না হইতে এক জন সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বেলা তাহাকে দেখিবামাত্র বিস্মিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"একি! এ যে রাজা ফতেসিংহ!—ভবিতব্য!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যই রাজা ফতেসিংহ। তিনি রোগমুক্ত হইয়া মায়ার অনুসন্ধানে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে কর্ণাতোড় গ্রামের ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে আসিতেছিলেন; আসিতে আসিতে জয়ার কাতর চীৎকার শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিপন্নকে রক্ষা করিতে বিদ্যুদ্বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে দেখিলেন, এক দিকে কয়েকজন অনাথা স্ত্রীলোক, অপরদিকে অত্যাচারপরায়ণ সশস্ত্র পাঠান-চতুষ্টয়। চকিতের মধ্যে দেখিয়া লইয়া, তিনি লম্ফত্যাগে পাঠানদের সম্মুখীন হইলেন; এবং যে ব্যক্তি বেলাবিবির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, তাহাকে পদাঘাতে ভূশায়ী করিলেন। তখন অপর তিন জন "আল্লাহো আকবর" রবে তরবারি হস্তে ফতেসিংহকে আক্রমণ করিল। ফতেসিংহ, গৃহপ্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অল্পস্থানের মধ্যে তিন জনের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। ফতেসিংহ অসাধারণ অস্ত্রকুশলী হইলেও সত্বর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন

বেলাবিবি কৃপাণ-হস্তে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল; এবং জনৈক অসতর্ক পাঠানের গ্রীবাদেশে সজোরে আঘাত করিল। সে ছিন্ন পাদপের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল। ফতেসিংহ সাহায্য পাইয়া, অবশিষ্ট দুই জনকে স্বল্পকাল মধ্যে নিরস্ত্র করিলেন। তখন তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন-পর হইল। যাহারা ভূপৃষ্ঠে লুটাইতেছিল, তাহারাও এই বীরোচিত কার্য্যে যোগ দিল। অতঃপর গৃহ শত্রুমুক্ত হইল।

তখন ফতেসিংহের সহসা মনে পড়িল যে, তিনি বাহিরে ঘোড়া রাখিয়া আসিয়াছেন—শত্রুরা তাহা লইয়া পলাইতে পারে। আশঙ্কা মনোমধ্যে জাগিবামাত্র তিনি ঝটিতি গৃহবাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন তাঁহার আশঙ্কা সত্য;—জনৈক পাঠান অশ্বপৃষ্ঠে উঠিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু ফতেসিংহ আসিয়া পড়ায়, খাঁ সাহেব অপহরণে বাধা পাইলেন। তখন তিনি চতুষ্পদ ছাড়িয়া দ্বিপদের উপর নির্ভর করিলেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন।

অতঃপর ফতেসিংহ, অশ্বকে সযতনে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন; এমন সময় পিছন হইতে রমণীকণ্ঠে কে ডাকিল,—"রাজাজি!"

ফতেসিংহ সবিস্ময়ে ফিরিয়া উত্তর করিলেন,—"একি, এ যে বেলার কণ্ঠ!"

রমণী বলিল,—"রাজাজির অনুমান মিথ্যা নয়।"

ফতেসিংহ, বেলার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—"বেলা তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে?"

বেলা উত্তর করিল,—"জাঁহাপনা যেখানে, বাঁদীও সেখানে।"

রাজাজি নীরব। তিনি কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত। তদ্দৃষ্টে বেলা বলিল,—"রাজাজি, এখানে আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না,—একটু দূরে চলুন।"

ফতে। কোথায় যাব? চারিদিকে যে শ্মশান।

বেলা। শ্মশানই আমাদের কথাবার্ত্তার উপযুক্ত স্থান।

ফতেসিংহ দ্বিরুক্তি না করিয়া বেলাবিবির পিছু পিছু চলিলেন। উভয়ে কিয়দ্দূর আসিয়া একটা অর্দ্ধদগ্ধ বটবৃক্ষমূলে বসিলেন। তখন বেলা বলিল, —"রাজাজি, অনেক দিনের পর আজ দেখা।"

ফতেসিংহ বলিলেন,—"হাঁ অনেক দিনের পর আজ দেখা।"

উভয়ে নীরব। বলিবার কেহ কিছু খুঁজিয়া পাইল না। হায় রে, যাহাদের মধ্যে কিছুদিন আগে কথা বলিয়া ফুরাইত না, আজ তাহারা বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না।

ক্ষণপরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"যুদ্ধের সময় রাজাজি রাজ্য ছাড়িয়া এখানে কেন?"

ফতে। প্রয়োজন আছে।

বেলা। জনরব শুনিয়াছি, ফতেপুরে শত্রুকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে।

ফতে। আমিও সেই রকম একটা কি শুনিতেছিলাম।

বেলা। তবে আপনি এখানে কেন?

ফতে। যাহার রাজ্য নাই, সে কোথায় যাইবে?

বেলা। সে, শত্রু মারিবে—হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবে; না পারে, প্রাণ দিবে।

ফতে। প্রাণ দিলেও রাজ্য আর ফিরিয়া পাইব না।

বেলা। চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন কি?

ফতে। না।

বেলা। তবে কেমন করিয়া জানিলেন, প্রাণ দিলেও হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে না?

ফতে। আমার সৈন্য নাই।

বেলা। সহস্র সহস্র সৈন্য উপযুক্ত নেতার অভাবে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আপনি না পারেন, আমি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

ফতে। আমার অর্থ নাই।

বেলা। যত অর্থের প্রয়োজন হয়, আমি দিব।

ফতে। (সবিস্ময়ে) তুমি দিবে! তুমি অর্থ কোথায় পাইবে?

বেলা। আমার এক নিকটাত্মীয়ের সম্প্রতি কাল হইয়াছে। তাঁহার সঞ্চিত বিপুল অর্থ আমি পাইয়াছি।

ফতে। বেলা—বেলা, তুমি দেবী; কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবে।

বেলা। কেন রাজাজি?

ফতে। তোমার অর্থ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

বেলা। অর্থও কি আমার স্পর্শে কলুষিত হইয়াছে?

ফতে। তা' নয় বেলা; আমি তোমার দান গ্রহণের যোগ্য নই।

বেলা। যোগ্য কি না সে বিচার আমি করিব আপনি করিবার কে?

ফতে। বেলা, তুমি জান না আমার মনের গতি এখন কত পরিবর্ত্তিত। তোমাকে আমি আজীবন ভগিনী বোধে স্মরণ রাখিব, কিন্তু স্ত্রীভাবে কখন গ্রহণ করিতে পারিব না।

বেলা। সে প্রত্যাশাও আমি রাখি না। ভাবিবেন না, আপনার স্নেহাভিলাষী হইয়া আপনাকে আমি অর্ঘ দিতে আসিয়াছি। আমি যবনী, নর্ত্তকী, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—আমি কোন্ সাহসে, কোন্ স্পর্দ্ধায় আপনার প্রণয় যাচ্ঞা করিব? আমি কোনও প্রত্যাশায় আপনার কাছে আসি নাই—প্রত্যাশী হইয়া আপনাকে খুঁজিয়াও বেড়াই নাই। আজ যদি আপনি আমাকে কালভুজঙ্গিনী বোধে পদদলিত করিয়া চলিয়া যান্—যবনী, নর্ত্তকী বোধে শত ধিক্কার দেন, তাহা হইলেও আমার সর্ব্বস্ব, কাল আপনার চরণে ঢালিতে আসিব। আপনার কিছু লইতে আমি আসি নাই, আমারই সর্ব্বস্ব আপনাকে দিতে আসিয়াছি।

ফতে। বেলা—বেলা, তুমি এত বড় তা' আমি জানিতাম না। তোমার তুলনা বুঝি সংসারে নাই। তবুও বলি বেলা, আমি তোমার দান গ্রহণ করিতে পারিব না।

বেলা। কোন্ অপরাধে আমার কিছুই গৃহীত হইবে না, রাজাজি?

ফতে। তোমার আবার অপরাধ? অপরাধ আমার—সহস্রবার আমার।

বেলা। রাজাজি—

ফতেসিংহ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জান কি বেলা, আজ কেন আমি রাজ্য ছাড়িয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি?"

বেলা। জানি।

ফতে। জান? কি জান, বেলা?

বেলা। জানি, আপনি কাহার অনুসন্ধানে রাজ্য, মান, যশ, লজ্জা, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া ফকীরী বেশে, অনশনে, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কি বলিব, রাজাজি! সকলই ভাগ্য। নতুবা যাঁহার প্রতাপে পাঠান ভীত, সাদক খাঁ শঙ্কিত, তিনি কেন এক ক্ষুদ্র বালিকার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া মুসলমানের হাতে আজ রাজ্য তুলিয়া দিবেন? হা, ঈশ্বর, রাজা ফতেসিংহের এ অধঃপতন দেখিতে হইল!

ফতেসিংহ নিরুত্তর রহিলেন। কথাগুলা বুঝি তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তোমার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য; কিন্তু আমি কি করিব, বেলা? আমি অনেক বুঝিয়াছি, কিন্তু কোন মতেই চিত্তবেগ দমন করিতে পারি নাই।"

বেলা। আমি দমন করিতে বলিতেছি না—সংযত রাখিতে বলিতেছি। আগে দেশের কার্য্য সাধিয়া, পরে স্বার্থ চিন্তা করিলে ক্ষতি কি ছিল? মায়া একদিনে পলাইতে ছিল না, কিন্তু দেশ যে এক দিনে হাতছাড়া হইয়া গেল।

ফতে। সবই আমার হাতছাড়া হইয়াছে। আমার রাজ্য গিয়াছে, মায়াও গিয়াছে। আমি একদিনে দুই-ই হারাইলাম—হা ভগবান্, আমি একদিনে দুই-ই হারাইলাম।

বেলা। আবার একদিনে দুই-ই পাইবেন। যে দিন আপনি সিংহাসনে বসিবেন, সে দিন আপনি মায়াকেও পাইবেন।

ফতে। আর কি কখন সিংহাসনে বসিব?

বেলা। কেন বসিবেন না? আমি আপনাকে সৈন্য দিতেছি, অর্থ দিতেছি,—রাজ্যোদ্ধার করুন।

ফতে। সিংহাসনও যদি পাই, মায়াকে আর পাইব না।

বেলা। আমি মায়াকে আনিয়া দিব। মৃত বা জীবিত যেখানে মায়া থাকুক, আমি তাহাকে আনিয়া দিব।

ফতে। তুমি তাহাকে আনিয়া দিবে?

বেলা। হাঁ, আমিই তাহাকে আনিয়া দিব, আল্লার কিরে—পাণ্ডবেশ্বরের দিব্য, আপনি সিংহাসনে বসিলে আমি তাহাকে আনিয়া দিব।

ফতে। বেলা, তুমি দেবী কি মানবী, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তুমি জান কি বেলা, আমি মায়াকে পাইলে তোমার পানে আর ফিরিয়াও দেখিব না—ঘৃণা বই তোমাকে এইটুকুও স্নেহ দিব না।

বেলা। আমি আপনার—(এবার বেলার কণ্ঠ কাঁপিল)—আমি আপনার স্নেহের প্রত্যাশী নই। আপনি সুখী হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

ফতে। তবে বেলা আমি চলিলাম—তোমার পরামর্শমত রাজ্যোদ্ধার করিতে চলিলাম।

বেলা। প্রতিজ্ঞা করুন, যতদিন না রাজ্যোদ্ধার করিতে পারেন, ততদিন মায়ার পানে ফিরিয়াও চাহিবেন না?

ফতে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি। এখন আমি চলিলাম।

বেলা। এত রাত্রিতে কোথায় যাইবেন? আজ এইখানে থাকুন।

ফতে। এইখানে? এই বৃক্ষতলে?

বেলা। ক্ষতি কি?

ফতে। কেন ঐ গৃহে।

বেলা। সেখানে আপনার স্থান হইতে পারে না।

ফতে। কেন?

বেলা। কয়েকটি বালিকা ভিন্ন গৃহে আর কেহ নাই। তা' ছাড়া স্থানাভাব।

ফতে। ভাল, এইখানেই যেন থাকিলাম; কিন্তু একটা কথার উত্তর দিবে কি?

বেলা। কি, বলুন।

ফতে। ক্ষণপূর্ব্বে একটি বালিকা আমার পাশে থাকিয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল; সে বালিকাটি কই?

বেলা। তাহাকে আপনার প্রয়োজন কি?

ফতে। সে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল; তাহাকে দেখিলে সুখী হইতাম।

বেলা। সে—সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

বলিয়া বেলা অন্ধকারমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে মনে মনে বলিল, "সব ছাড়িয়া শেষে কিনা কৃতজ্ঞতাটুকু লইব?"

দণ্ডেক পরে বেলা আবার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু এবার সে একা নয়। সঙ্গে, এক জন হিন্দু-দাসী কিছু আহার্য্য লইয়া আসিয়াছিল। ফতেসিংহ সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া দাসীকে বলিলেন,—"গৃহস্বামিনীকে বলিবে, আমি পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলাম।"

আহার করাইয়া দাসী চলিয়া গেল। বেলা তখন একখানা কম্বল আনিয়া শয্যা রচনা করিল। রাজাজির অশ্বিনীকেও ভুলিল না;—আহার্য্য দিয়া নিকটে বাঁধিয়া রাখিল। যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সকলই আনিয়া দিল। সকল দিয়াও বেলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না,—দূরে অদৃশ্য থাকিয়া ফতেসিংহের পাহারায় সতর্ক রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ শারদাকাশে ধীরে ধীরে উঠিতেছে। বেলা জাগ্রত, সতর্ক। দূরে, বৃক্ষতলে ফতেসিংহ নিদ্রিত। চারিদিক্ নীরব। বেলা শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া উদয়োন্মুখ শশধর পানে চাহিয়াছিল। কখন মৃদু কণ্ঠে গায়িতেছিল, কখন বা চাঁদকে কত কি বলিতেছিল। চাঁদ যখন বৃক্ষচূড়ায় উঠিল, তখন বেলা চাঁদকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কে তুমি আকাশের গায় ধীরে ধীরে উঠছ? পরের দুঃখ দেখে হাসতে হাসতে উঁকি মারছ? ভাবছ কি কখন প্রাবৃট্ আসবে না? কখন তোমায় কাঁদতে হবে না? তবে কেন? যখন বাঙ্গালা কাঁদছে—দেশে হাহাকার উঠছে—রুধিরস্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত হতেছে, তখন তুমি হাসতে হাসতে আকাশ-গায় উঠছ? বাঙ্গালার চাঁদ ডুবে গেছে—বাঙ্গালার চাঁদ নিবে গেছে—ওই বৃক্ষতলে ধূলায় পড়ে বাঙ্গালার চাঁদ লুটাচ্ছে; তবে কে তুমি রাক্ষসী, অদ্ধকায়া, বিভীষণা—বাঙ্গালার সৌভাগ্য গ্রাস করতে ধীরপদে অগ্রসর হচ্ছ?"

ক্ষীণপ্রভ, বিকলাঙ্গ চাঁদ ধীরে ধীরে আকাশ-পথে উঠিতে লাগিল। বেলা যখন দেখিল, রজনী প্রভাত-প্রায়, তখন সে বৃক্ষতলে আসিয়া ডাকিল,—"রাজাজি!"

রাজাজি তখনও বিনিদ্র। বেলা আবার ডাকিল,—"রাজাজি!"

উত্তর নাই। বেলা তখন হাটু গাড়িয়া রাজাজির চরণ সমীপে বসিল। বসিয়া ধীরে ধীরে অতি কোমল-কণ্ঠে ডাকিল—"রাজাজি।"

তথাপি উত্তর নাই। বেলা তখন ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া বদন অবনত করিল। ওষ্ঠদ্বয় যখন রাজাজির চরণ সমীপস্থ হইল, তখন বেলা প্রণয়-বিহ্বল চিত্তে সেই ফুলদলতুল্য কোমল চরণোপরি, ফুল্লকমলদল তুল্য রক্তিমাভ ওষ্ঠ স্থাপন করিল। সেই আকাঙ্ক্ষিত চরণ স্পর্শ করিবামাত্র বেলার সমস্ত দেহ, বাড়বানল-তাড়িত জলধির ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। বেলা পা দু'খানি বুকের ভিতর ধরিয়া লুটাইয়া পড়িল।

চিত্তবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে বেলা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিল, "আজ আমার রমণীজনমের সাধ মিটিল—সকল পিপাসার শান্তি হইল।"

বেলা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুজল মুছিয়া আবার ডাকিল, "রাজাজি!" ফতেসিংহ এবার নয়ন উন্মীলন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বেলা বলিল,—"রাজাজি, রজনী প্রভাত-প্রায়।"

ফতেসিংহ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"চলিলাম বেলা—কিন্তু যদি কখন রাজ্যোদ্ধার করিতে পারি, তা'হলে বেলা?—"

বেলা। তা'হলে আমি আপনার সিংহাসন-সমীপে মায়াকে পৌছাইয়া দিয়া আসিব।

ফতে। পৌছাইয়া দিয়া তুমি কোথায় যাবে বেলা?

বেলা। আমি? আমার কত শত স্থান আছে। নর্ত্তকীর আবার স্থানের অভাব কি?

ফতে। ফতেপুরে আমার কাছে থাকিবে না?

বেলা। নাচিতে? গাইতে?

ফতে। না। তুমি যদি আমার কাছে থাক তা'হলে, বেলা—

বেলা। আপনি বিস্মৃত হইতেছেন, আমি যবনী।

ফতেসিংহ নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বেলা বলিল, "সে সব কথায় এখন কাজ নাই। সূর্য্য উঠিতে চলিল, এক্ষণে অশ্বারোহণ করুন।"

বেলা দুইটি সজ্জিত অশ্ব আনিয়া যোগাইল। ফতেসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুইটি কেন?"

বেলা। একটি আমার।

ফতে। তুমি অশ্ব কোথায় পাইলে?

বেলা। গ্রামে অশ্বের অভাব নাই—মানুষেরই যা' অভাব।

ফতে। তুমি কোথায় যাইবে?

বেলা। আপনার সহিত কিয়দ্দূর যাইব।

ফতে। তবে চল।

উভয়ে অশ্বে উঠিলেন। বেলা পথ দেখাইয়া চলিল। গ্রামের নীচে বরাকর নদী। নদীপারে শালবন। উভয়ে সেই বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা বেলা অশ্ববেগ সংযত করিয়া বলিল,—"আপনি এইখানে ক্ষণকাল অবস্থান করুন।"

ফতে। কেন? তুমি কোথায় যাইবে?

বেলা। আমি একটু আগু হইয়া দেখিয়া আসি, পথ শত্রুমুখ কি না।

ফতে। আমি পুরুষ মানুষ হইয়া লুকাইয়া থাকিব, আর তুমি স্ত্রীলোক হয়ে শত্রুমুখে অগ্রসর হইবে?

বেলা। আপনি বিস্মৃত হইতেছেন, যাহারা আপনার শত্রু, তাহারা আমার মিত্র—আমার স্বজাতি।

ফতে। তা'হলেও তোমাকে একা ছাড়িয়া দিতে পারি না।

বেলা। কেন আপনার জীবনকে অকারণ বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? অনর্থক বিপদ্‌ আহ্বান করা বীরত্ব নয়। নিজের জন্য না হোক, দেশের জন্য জীবনটা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ফতে। বেলা, তোমার কি শক্তি আছে জানি না; কিন্তু তুমি আমায় বালকের ন্যায় সকল সময় পরিচালিত কর।

বেলা। আপনার মেহেরবাণি—আপনার দয়া; আমার আবার শক্তি কি?

একটু চিন্তা করিয়া ফতেসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ফিরিতে কত বিলম্ব হইবে?"

বেলা। তা' ঠিক বলিতে পারি না; সম্ভবতঃ মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ফিরিব। আপনি এইখানে থাকিবেন—কোথাও যাইবেন না।

বেলা তখন অশ্বে কশাঘাত করিয়া অদৃশ্য হইল। বেলা যাইতে যাইতে ভাবিতেছিল, "মায়ার কাছে আসিতে দিব না—মায়াকে দেখিতেও দিব না। মায়াকে দেখিলে প্রতিজ্ঞা, মনুষ্যত্ব সব ভাসিয়া যাইবে। তাই বনের ভিতর লুকাইয়া রাখিলাম। এখন দেখিয়া আসি, পথ শত্রুমুখ কি না।"

মনুষ্যের ব্যবস্থা ভগবান্‌ উল্টাইয়া দেন; বেলা যাহা ভয় করিল, তাহাই হইল;—মায়াতে ও রাজাজিতে সাক্ষাৎ ঘটিল। কিরূপে, তা' বলিতেছি।

মায়া প্রভাতে উঠিয়া গৃহ-বাহিরে আসিল। ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া সে যেন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। ফাঁকা জায়গায় আসিয়া, গাছপালার মুখ দেখিয়া সে যেন বাঁচিল।

গ্রামে ভস্মরাশি ও দগ্ধ প্রাচীর ভিন্ন আর কিছুই নাই। কোথাও মনুষ্য অথবা গো-মহিষাদির দগ্ধ কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে—কোথাও বা দগ্ধীভূত গৃহ হইতে ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। চারিদিকে শ্মশান; এই শ্মশানে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়াছে—ধন, ধান্য পুড়িয়াছে—আর দাহকারীর দয়া, ধর্ম্ম পুড়িয়াছে। শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটা অর্দ্ধদগ্ধ বৃক্ষ পরিদৃষ্ট হইতেছিল। বিটপীর পাতা-লতা সব পুড়িয়া গিয়াছে; তবু সে হস্ত, পদ বিস্তারপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আশা গিয়াছে। সুখ গিয়াছে—যাহা কিছু জীবনের সম্বল ছিল, সকলই শুকাইয়া গিয়াছে; তবু সে মরিতে পারিতেছে না,—আকাশ আঁকড়াইয়া দগ্ধপ্রাণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মায়া এই শ্মশান-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষে জল আসিল—প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে আর গ্রামে তিষ্ঠিতে পারিল না,—ছুটিয়া নদীতীরে আসিল।

নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া, ঘুরিয়া-ফিরিয়া বিসর্পিত হইয়া চলিয়াছে। কোথাও রজতহারের ন্যায় কোন উপলখণ্ডের কণ্ঠ লগ্ন হইয়াছে—কোথাও বা অভিমানে ফুলিয়া শিলা হইতে শিলাওরে লাফাইয়া পড়িতেছে। অভিমানিনী বুঝে নাই, পাষাণের চরণে মাথা কুটিয়া আঁখিজলে ভাসাইয়া দিলেও সহজে পাষাণে অশ্রুপাত হয় না।

তটিনীকে পাইয়া মায়া শোক-দুঃখ সব ভুলিয়া গেল। কোমল আকাশের মত কোমল জল তুলিয়া

কখন মায়া খাইতে লাগিল, কখন বা সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইতে লাগিল। কখন শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া, দ্বিতীয় শিলাখণ্ডের উপর পা রাখিয়া, প্রহ্লাদিনীর কল্লোলের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে লাগিল—কখন বা কমল-দলতুল্য কোমল চরণে বালুকারাশি ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত করিয়া চঞ্চল জলদের পাছু পাছু বিদ্যুতের মত—মাধুর্য্যের পিছু পিছু সৌন্দর্য্যের মত তটিনীর গতি অনু-সরণ করিয়া কূলে কূলে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তটিনী এক স্থানে শালবনের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া গিয়াছে। মায়া তট বাহিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে শালবনের ভিতর আসিয়া পড়িল। নদী এখানে কিছু অপ্রশস্ত, তবে গভীর। গভীর জল পাইয়া মায়া মনের উল্লাসে সাঁতার কাটিয়া এ-দিক ও-দিক বেড়াইতে লাগিল। কখন কূলে উঠে, কখন বা জলে নামে। অবশেষে মায়া পুষ্পান্বেষণে নদী পার হইয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

চারিদিকে বড় বড় গাছ। গাছের গায়ে লতা—গাছের মাথায় পাতা। পাতায় পাতায় মিশামিশি—ডালে ডালে জড়াজড়ি। মায়া তটিনী দেখিবে, কি বন দেখিবে, ভাবিয়া ঠিক পাইল না।

এমন সময় মায়া সবিস্ময়ে দেখিল, একজন যোদ্ধ-পুরুষ লতাকণ্টক পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। তিনি যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন মায়া তাঁহাকে চিনিল। চিনিয়া বলিয়া উঠিল;—"রাজা লালসিংহ!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"না মায়া, এখন আমি রাজা নই—এখন আমি ভিখারী।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখানে কেন?"

লাল। তোমারই অন্বেষণে।

মায়া। কেন আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ? বাবা কি তোমাকে পাঠাইয়াছেন?

লাল। না। সন্ন্যাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

মায়া। বাবা কোথায়?

লাল। সম্ভবতঃ বীরসিংহপুরে।

মায়া। তুমি আমাকে বাবার কাছে লইয়া যাইবে?

লাল। যাইব; আগে আমাকে বিবাহ কর।

মায়া নিরুত্তর রহিল। তদ্দৃষ্টে লালসিংহ আশা উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বল মায়া, বল আমাকে বিবাহ করিবে?"

মায়া উত্তর করিল,—"না; বিবাহ করিব না।"

লালসিংহ সহসা যেন বজ্রাহত হইয়া এক পা পিছাইয়া গেলেন। দুঃখে ক্ষোভে অভিভূত হইয়া বলিলেন,—"মায়া—নিষ্ঠুর মায়া—মায়া-বিবর্জ্জিত মায়া, তোমার কি ধর্ম্ম নাই?—তোমার কি দয়া নাই? অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি আমার সম্মুখে ধরিয়া, অনন্ত বাসনা আমার হৃদয়ে জাগাইয়া, এখন আমাকে নিরাশায় ডুবাইতে চাও? উন্মত্ত করিয়া অবশেষে ঘৃণাভরে পদদলিত করিতে চাও? মায়া যা' কিছু আমার ছিল, সকলই তোমার জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছি,—মান, যশ, রাজ্য, ধন, আত্মীয়স্বজন, সব খোয়াইয়া তোমার আশায় কক্ষভ্রষ্ট উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইতেছি; তবু কি তোমার দয়া হয় না, মায়া?"

মায়া। তুমি আমাকে ভালবাস?

লাল। ভালবাসি কি না এখনও জিজ্ঞাসা করি-তেছ? তোমার জন্য সব খোয়াইয়াছি, তবু আমার ভালবাসায় তোমার বিশ্বাস হয় না? বল মায়া, তোমাকে আর কি দিব? তোমাকে দিবার আমার আর কি আছে?

মায়া। যদি আমি বিবাহ না করি?

লাল। তা' হ'লে এই ভিখারীর বেশে পর্ব্বতে কাননে আজীবন ঘুরিয়া বেড়াইব। দেশে আর ফিরিব না—লোকালয়ে আর মুখ দেখাইব না।

মায়া। বিবাহ করিলে কি তুমি সুখী হও?

লাল। তাহাও আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমাকে পাইলে যত সুখী হই, পৃথিবীর সিংহাসন—স্বর্গের সিংহাসন পাইলেও তত সুখী হই না।

মায়া। যদি বিবাহ করি তা' হ'লে পাণ্ডবেশ্বরে বাবার কাছে থাকিতে দিবে?

লাল। দিব—যা' চাও তাই দিব।

মায়া নিরুত্তর রহিল; অন্যমনে বৃক্ষপত্র ছিঁড়িতে লাগিল। আশা-উৎফুল্ল হইয়া লালসিংহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল মায়া, আমাকে বিবাহ করিবে?"

মায়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"করিব।"

লালসিংহ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া মায়ার হাত দুই-খানি চাপিয়া ধরিলেন। মায়া হস্তদ্বয় ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া বলিল,—"এইবারে আমাকে বাবার কাছে লইয়া চল।"

লাল। একটু অপেক্ষা কর; আগে আমাদের বিবাহ হউক।

মায়া। বাবার কাছে গিয়া বিবাহ হ'বে।

লাল। না মায়া, তা' হ'বে না; এইখানে, এই

জঙ্গলে, এই দণ্ডে তোমাতে আমাতে বিবাহ হ'বে। ভাগ্য আমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে,—তোমাকে পাইয়া আর ছাড়িতেছি না।

মায়া। আমি ত বলিয়াছি বিবাহ করিব; তবে এত তাড়াতাড়ি কেন?

লাল। তাড়াতাড়ি কেন, তা' তুমি কি বুঝিবে, মায়া? আমার ভালবাসা, আমার হৃদয় লইয়া যদি তুমি ভাবিয়া দেখিতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে তোমাকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য আমার এত ব্যাকুলতা কেন?

মায়া। বাবাকে না জানাইয়া কেমন করিয়া বিবাহ করিব?

লাল। এ বিবাহে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

মায়া। তুমি ঠিক জান?

লাল। জানি বই কি।

মায়া। তবে আমারও কোন আপত্তি নাই।

লালসিংহ তখন হৃষ্টান্তঃকরণে বিবাহ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। আয়োজনের মধ্যে পুষ্প সংগ্রহ। অরণ্যে পুষ্পের অভাব ছিল না। বেলমল্লিকা না হইলেও অনেক ফুল মিলিল।

যিনি ঘটক, তিনিই বর। তিনিই আবার প্রয়োজনানুসারে বরকর্ত্তা ও পুরোহিত সাজিলেন। দুই ছড়া মালা গাঁথিয়া ফতেসিংহ বলিলেন,—"তুমি এক ছড়া মালা লইয়া গলায় পর, মায়া। তোমার গলার মালা আমার গলায় দেও, আমার গলার মালা তোমার গলায় দিই।"

মায়া। তা' হ'লেই কি আমাদের বিবাহ হ'ল?

লাল। তা' হ'লেই আমাদের বিবাহ হ'ল।

মায়া। বিবাহ ত বড় সহজ।

মায়া এক ছড়া মালা লইয়া গলায় পরিল।

নহবতের অভাব হইল না,—কল্লোলিনী নহবত ধরিল। অসংখ্য পাখী সেই সুরে যোগ দিয়া শঙ্খনিনাদ করিয়া উঠিল। বিটপী প্রণয়িযুগলের মস্তকোপরি পত্র সঞ্চালন করিয়া মাঙ্গলিক আচার করিতে লাগিল। মারুত কুসুম-সৌরভ বহিয়া আনিয়া ধূপ-ধূনার অভাব পূরণ করিল। মাথার উপর কুসুম-প্রফুল্ল পত্র-পল্লব গঠিত চন্দ্রাতপ; পদতলে নীলাকাশ তুল্য কোমল দূর্ব্বাদল। উভয়ে সেই কোমল দূর্ব্বাদলের উপর উপবেশন করিলেন।

লালসিংহ স্বীয় কণ্ঠ হইতে মালা উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"মায়া, মালা খুলিয়া হাতে ধর।"

মায়া তাহাই করিল। লালসিংহ পুনরায় কহিলেন,—"এবার আমার গলায় পরাইয়া দেও।"

মালা পরাইতে মায়া হাত বাড়াইল; এমন সময় সহসা সম্মুখে দেখিল, কে যেন নদীকূল বহিয়া, অশ্বারোহণে ছুটিয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্তে সে নিকটস্থ হইল, তখন মায়া তাহাকে চিনিল,—সে বেলা, তাহার ক্রোধ-দীপ্ত, প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ মূর্ত্তি দেখিয়া মায়া ভীত হইল। তাহার হাতের মালা হাতে রহিয়া গেল।

অশ্বপদধ্বনিতে পদদলিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শব্দে—পাখীর ডাক, কল্লোলিনীর সঙ্গীত শিহরিয়া ডুবিয়া গেল। কুসুম-সৌরভ কোথায় লুকাইল। মারুত, ঝড় উঠাইয়া চন্দ্রাতপ ছিন্নভিন্ন করিল। লালসিংহ উদ্বিগ্ন-চিত্তে ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন পশ্চাতে বেলা।—পুষ্প-মাল্য হস্তমধ্যে কাঁপিয়া উঠিল।

বেলা, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া লালসিংহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং বাড়বানল-হুঙ্কারের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জনে বলিল,—"এ কি, রাজাজি?"

রাজাজি নিরুত্তর।

বেলা বলিল, "রাজাজি কি ব্রত, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন?"

লাল। কিসে বিসর্জ্জন দিলাম, বেলা বিবি?

বেলা। যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বাক্য রক্ষা করেন না—সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশের কার্য্য অবহেলা করেন, তাঁহার আবার ব্রত কোথায়? ধর্ম্ম কোথায়?

লাল। আমি মায়াকে লইয়া—মায়াকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবার বাসনা করিয়াছি। আমি রাজ্য চাই না; সন্ন্যাসী সাজিয়া পাণ্ডবেশ্বরে মায়ার নিকট থাকিব।

বেলা এবার গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল,—"এই কি বীরকুলভূষণ রাজা ফতেসিংহের উপযুক্ত কাজ? রমণীর প্রণয়ে উন্মত্ত হ'বার এই কি উপযুক্ত সময়? গৃহে গৃহে হাহাকার—অনল-হুঙ্কারে কর্ণ বধির—প্রজার আর্ত্তনাদে গ্রাম, প্রান্তর প্রতিধ্বনিত—এ সময় রমণীর পায়ে প্রাণ লুটান কি বীরকুল-চূড়ামণি ফতেসিংহের শোভা পায়? এই ধন-ধান্যপরিপূর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র, এই গিরি-বন-নদী-উপত্যকা-পরিশোভিত বিশাল রাজ্য আপনার পদতলে লুণ্ঠিত; এখন আপনার এই করচুম্বনেচ্ছু রাজদণ্ড বিমর্দ্দিত করিয়া—রমণীর অঞ্চল ধরাই কি আকাঙ্ক্ষিত হইল?—দেশের সেবা ছাড়িয়া বানরীর সেবা কি বাঞ্ছনীয় হইল? হা ধিক্, এ দৃশ্যও আমাকে দেখিতে হইল!"

ফতেসিংহের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মালা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বেলা, সে দিকে লক্ষ্য করিল না; সে বলিতে লাগিল,—"বাঙ্গালার পানে একবার ফিরে দেখ, রাজা! কতদূর হতে মুসলমান

এসে তোমার দেশ কাড়িয়া লইতেছে—তোমার আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করিতেছে—তোমার ধনধান্য লুঠিয়া নিজের দেশে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। তোমার গৃহ অনলে পুড়াইতেছে—তোমার দেবমন্দির বিধ্বস্ত, পদদলিত করিতেছে—তোমার বিলাসস্থল রুধিরে রঞ্জিত করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়াও কি তোমার প্রাণ ফাটে না? পাষাণে তাড়িত ছুটে না? ওই শুন, মহারাজ,—পর্ব্বত-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া বঙ্গমাতার রোদনধ্বনি উঠিতেছে, শুন মহারাজ!—'কে কোথায় আমার সন্তান আছ, আমাকে রক্ষা কর—বিদেশী বিধর্ম্মী আমার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া গেল'।"

ফতেসিংহের অসি কোষমধ্যে বাজিয়া উঠিল; তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া আধার হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিলেন এবং শূন্যে অসি আস্ফালন করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—"আর শুনিতে চাহি ন', বেলা; আমি চলিলাম—মাকে রক্ষা করিতে চলিলাম। যদি কখন দস্যু-কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারি, তবেই আবার ফিরিব, নতুবা এই শেষ।"

বেলা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে তখন উন্মত্ত, বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত,—তাহার অঙ্গ হইতে ওড়না খসিয়া পড়িতেছে; দেহ, স্রোততাড়িত লতিকার ন্যায় কম্পিত হইতেছে। মাথার উপর কুসুমিত লতিকা পবন-হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, সপত্র পল্লব অঙ্গের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। ললাটের শিরা স্ফীত, ভ্রূ কুঞ্চিত, অধর দংশিত। বিদ্যুদ্দীপ্ত নীলমেঘের ন্যায় নীল নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বহ্নিনিঃসারিণী পর্ব্বত-গুহাতুল্য নাসারন্ধ্র ফুলিয়া উঠিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। বেলা উন্নত মস্তক ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, হংসীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া, ত্রিভুবন-বিমোহিনী মূর্ত্তিতে ফতেসিংহের সম্মুখে দাঁড়াইল। দূরে পর্ব্বতচূড়া দেখা যাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলী হেলাইয়া বেলা বলিতে লাগিল,—"ওই দেখ, ওই পর্ব্বতচূড়া পানে চেয়ে দেখ, আলুলায়িতকুন্তলা, বিস্রস্তবসনা, রুধিররঞ্জিতা বঙ্গমাতা হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া কাতরে ডাকিতেছেন, 'কে কোথায় আমার সন্তান আছ, আমাকে রক্ষা কর'। ওই দেখ, মুসলমান তাঁহার বস্ত্র অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া বিবসনা করিতেছে, বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ধর্ম্মনষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে। কে কোথায় মহাপ্রাণ আছ, ছুটিয়া যাও, বঙ্গমাতাকে রক্ষা কর—প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে রক্ষা কর।"

ফতেসিংহ বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত। তিনিও যেন সুদূর পর্ব্বতচূড়ার উপর শত্রু-পরিবেষ্টিতা বঙ্গমাতাকে দেখিতে পাইতেছিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উলঙ্গ কৃপাণ শূন্যে আস্ফালন করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই—ভয় নাই মা, আমি প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে রক্ষা করিব।"

বলিতে বলিতে তিনি উন্মত্ত চরণে পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন।

অষ্টম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ সুলতান গিয়াসুদ্দীন ফতেপুর নগরমধ্যে আবদ্ধ। চারিদিকে জঙ্গল; জঙ্গলের পথ শত্রু কর্তৃক অধিকৃত। পথও মুসলমানের তেমন জানা নাই। এত সৈন্য লইয়া চুপি চুপি পলায়ন করাও অসম্ভব। সসৈন্য রাজা বীরসিংহ ব্যাধের ন্যায় চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়া অরণ্যমধ্যে বসিয়া আছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুলতান, সেনাপতি হায়দার আলিকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানা হায়দার আলির হাতে না পড়িয়া, বীরসিংহের হাতে পড়িয়াছিল। এমনটা ঘটিবে, সুলতান তাহা জানিতেন।

রাজা বীরসিংহ নির্ব্বোধ নহেন; পত্রসহ দূতকে ধরিয়া তিনি বুঝিলেন, সুলতানের একটা মতলব আছে। মতলব না থাকিলে, তিনি কেন এমন গুপ্তপত্র, শত্রুশিবির ভেদ করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা বীরসিংহ পত্রনির্দ্দিষ্ট দক্ষিণ দিকের জঙ্গল ছাড়িয়া বামভাগে সৈন্য সমাবেশ করিলেন।

জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলি পথ আছে। তন্মধ্যে একটিতে আমাদের প্রয়োজন। পথটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। দুই জন অশ্বারোহী কোন রকমে একত্র যাতায়াত করিতে পারে। পথ ঘুরিয়া-ফিরিয়া তটিনীর ন্যায় আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে। এই পথের ধারে ধারে বীরসিংহ বহুদূর পর্য্যন্ত সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। কিন্তু পথ রোধ করিলেন না,—পথ মুক্ত। গাছের উপর মানুষ, তলায় মানুষ। পথের দুই পাশে অস্ত্র-হস্তে অসংখ্য সৈন্য। সৈন্যের পুরোভাগে বাঙ্গালীরা বর্শা ও তরবারি লইয়া দাঁড়াইল। সারি দিয়া দাঁড়াইবার সুবিধা নাই। সুতরাং যে যেমন সুবিধা পাইল, সে তেমনই এক একটি বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইল। গাছের উপর সাঁওতালেরা তীর-ধনুক লইয়া বসিল। ঝোপের অন্তরালে ডোম-বাগ্দীরা টাঙ্গি ও লাঠি লইয়া লুকাইয়া রহিল। পথমুখে, কেহ কেহ মাটীতে কান পাতিয়া পড়িয়া রহিল। বীরসিংহ অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এ অংশে বন তত বিস্তৃত নয়। বিস্তৃত না হইলেও বড় অন্ধকারময়। গাছগুলি প্রাচীন এবং ঘনবিন্যস্ত। অন্ধকার ভিন্ন উপরে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, পত্রান্তরালে লুক্কায়িত।

রাত্রি এক প্রহর। সব নিস্তব্ধ। কোথাও আলো নাই—শব্দ নাই। জীব-জন্তু সব নীরব। ব্যাঘ্র, শৃগাল বন ছাড়িয়া কোথায় পলাইয়াছে। পক্ষিগণ ভয়ে নীরব। বনমধ্যে অসংখ্য মনুষ্য, তবু সব নিস্তব্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শ্রুত হইতেছে না।

এমন সময় সহসা সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া শৃগাল-কণ্ঠ-ধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া যাহারা গাছের তলায় ছিল, তাহারা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। গাছের উপর ধানুকীরা ধনুক আকর্ষণ করিল। বীরসিংহ পথ ছাড়িয়া বৃক্ষাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সকলে উদগ্রীব হইয়া সম্মুখে দেখিতে লাগিল; কিছুই দেখিতে পাইল না। জনৈক সৈনিক ধীরপদে অগ্রসর হইয়া, যেখানে রাজা বীরসিংহ লুক্কায়িত ছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক সুদীর্ঘ রজ্জুর এক প্রান্ত রাজার হস্তে এবং অপর প্রান্ত সৈনিকের হস্তমধ্যে নিহিত ছিল। সুতরাং রাজা কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, সৈনিক তাহা সহজে জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রাজা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সংবাদ, রুদ্রনারায়ণ?"

সৈনিক অন্যের অশ্রাব্য স্বরে উত্তর করিল,—"শত্রুরা নগর ত্যাগ করিয়াছে।"

রাজা। শৃগালকণ্ঠ-ধ্বনিতে পূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়াছি।

সৈনি। কয়েক জন মুসলমান অগ্রগামী হইয়া বনপথ দেখিতে আসিতেছে।

রাজা। কিরূপে জানিলে?

সৈনি। যে ব্যক্তি শৃগাল-কণ্ঠধ্বনি করিয়াছিল, সেই আমাকে এ সংবাদ দিল।

রাজা। সে কিরূপে বুঝিল?

সৈনি। ভূপৃষ্ঠে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া বুঝিয়াছে।

রাজা। প্রতীকারের কি উপায় করিতেছ?

সৈনি। আমার ইচ্ছা, তাহাদের নিঃশব্দে টিপিয়া মারিয়া ফেলি, এবং তাহাদের বেশভূষা পরিয়া শত্রুদের এই পথে লইয়া আসি।

রাজা। নিঃশব্দে মারিতে পারিবে না, অনর্থক গোল হইয়া পড়িবে।

সৈনি। যদি এ উপায় অবলম্বন না করি, তাহা

হইলে শত্রু আমাদের অবস্থান বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইতে পারে।

রাজা। অবস্থান না-ও বুঝিতে পারে। এক্ষণে সকলে নীরব থাক।

সৈনি। মহারাজের অনুমতি হয় ত একটা কথা নিবেদন করি।

রাজা। কি, বল।

সৈনি। আমার বিশ্বাস, সুলতান অধিকাংশ সৈন্য-সহ অন্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন।

রাজা। আমারও তাই মনে হয়।

এমন সময় আবার শৃগাল-কণ্ঠধ্বনি হইল। রুদ্র-নারায়ণ বুঝিলেন, অগ্রগামী শত্রুদল বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বস্তুতই কয়েক জন মুসলমান অরণ্যপথে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধীরে ধীরে সতর্কপদে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের হাতে বর্শা, কটিতে তরবারি। সুদীর্ঘ বর্শা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া পথ নির্ণয় করিতেছিল। পথমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাহারা কেমন একটু ভয় পাইল; এতটা অন্ধকার তাহারা পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। চারিদিকে নিবিড় স্তূপাকার অপরিজ্ঞাত অন্ধকার। অন্ধকারের গায়ে অন্ধকার—অন্ধকারের আশে-পাশে অন্ধকার—অন্ধকারকে জড়াইয়া অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভিতর কি আছে, কে জানে? মুসলমানেরা ভয় পাইয়া দাঁড়াইল।

সকলের পশ্চাতে যে ছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "দাঁড়ালি কেন, চাচা?"

চাচা উত্তর করিলেন,—"এ ঠাঁই বড়ি আঁধেরা।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—"এইক্ষণ কি বাতি জ্বালি আস্‌ছিলি?" চাচা চাপ্ পাইয়া উত্তর করিলেন,—"না রে না, এ ঠাঁই হেঁদু নাই।" চতুর্থ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,—"কেম্‌নে জান্‌লি?"

চাচা। আরে, এ ঠাঁই যম থাকৃতে নারে, তা হেঁদু কোন্ ছার।

তৃতীয় ব্যক্তি। তুই তবে হেঁদুদের চিনিস্ না।

চাচা। কি, হামি চিনি না! এত হেঁদু ফৌত কর্‌লাম—তাদের কবিলা বেইজ্জত কর্‌লাম, আমি আবার তাদের চিনি না!

তৃ-ব্য। মাটীর নীচে যম জ্যান্ত থাকতে পারে?

চাচা। কাবাব রোটী মিলে—হাওয়া মিলে তো আলবাৎ থাকৃতে পারে।

তৃ-ব্য। হেঁদুরা কিছু না নিয়ে বরষভোর থাকৃতে পারে।

চাচা। তোবা! তোবা!

তৃ-ব্য। এখন তোবা রাখ্—আগু চল্।

চাচা দুই পা অগ্রসর হইলেন। এমন সময়ে একটু দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। চাচা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পশ্চাতের ব্যক্তিদিগকে বলিলেন,—"তু' লোক বড়ি বোকা আছিস্। শুন্‌ছিস্ না, এখানে গিধ্বর চিল্লাছে? এখানে কোই হেঁদু নাই—ফিরে চল্।"

ভাইপো-মহাশয় তখন চাচাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"হাঁ, হাঁ; এ তো ঠিক্ বাত্। যাহা মানুষ আছে, তাঁহা গিধ্বর নাহি আছে।"

তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তি এ যুক্তি অকাট্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কেন না, তাঁহারাও ভয় পাই-য়াছিলেন। ভয়টা যে শুধু অন্ধকারের অথবা গিধ্বরের, তা' নয়,—লক্ষড়ের ভয়টাও মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তখন বীরচতুষ্টয় যে পথে আসিয়া-ছিলেন, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং অচিরে প্রায় পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া, অকুতোভয়ে প্রবিশ্যমান ভেকবৎ সেই অরণ্য-পথে প্রবেশ করিলেন।

দুই দুই জনে সারি দিয়া মুসলমানেরা চলিল। পূর্ব্বপরিচিত বীরচতুষ্টয় বর্শা-সঞ্চালনে পথ নির্ণয় করিতে করিতে আগু আগু চলিতে লাগিল। সকলে নীরব। পদদলিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইতেছিল না।

ক্রমে ক্রমে যখন সেই সমস্ত সৈন্য অরণ্য-পথে প্রবেশ করিল, তখন অরণ্যানী প্রকম্পিত করিয়া সহসা তূর্য্যধ্বনি হইল। পাঠানেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে বনাংশ আলো-কিত করিয়া শত মশাল মুহূর্ত্তমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোক-সাহায্যে পাঠানেরা দেখিল, পথের দুই ধারে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে শত্রু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাঠানেরা যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিল—আত্মরক্ষা করিতে তাহাদের সময়ও দেওয়া হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না;—সেই পঞ্চ সহস্র মুসলমান স্বল্পকালমধ্যে বিগতপ্রাণ হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। এক জনও বাঁচিল না—সকলেই মরিল।

বীরসিংহ তখন সসৈন্যে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্রুতপদে নগরের দিকে ধাবিত হইলেন। পথ-প্রদর্শক আগু আগু পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। নগরে পৌঁছিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। তথায় আসিয়া দেখিলেন, সুলতান পলাইয়াছেন। দুই এক সহস্র মাত্র সৈন্য নগর-রক্ষার্থ দুর্গমধ্যে ছিল। বীর-সিংহ তাহাদের মারিয়া নগর পুনরুদ্ধার করিলেন; এবং ক্ষণকালও বিশ্রাম গ্রহণ না করিয়া, সুলতান

যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া সসৈন্যে ছুটিলেন।

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। কৃষ্ণা দ্বাদশীর ক্ষীণ-চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে। কর্ণাতোড় গ্রামে বেলা বিবি এই চাঁদ দেখিয়াছিল। চাঁদ উঠিল দেখিয়া, বীরসিংহ উন্মুক্ত প্রান্তর ছাড়িয়া অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দক্ষিণ ভাগের অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, বনের অপর প্রান্তে মুসলমান তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিয়া বীরসিংহ দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

রাত্রি যখন প্রভাত-প্রায়, তখন বীরসিংহ অরণ্য-প্রান্তে মুসলমানের সাক্ষাৎ পাইলেন। এই সৈন্যদলের পরিচালক স্বয়ং সুলতান গায়স-উদ্দীন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রাজা বীরসিংহ দক্ষিণের পথ ছাড়িয়া বামের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবেন। ঘটিলও তাই। রাজা বীরসিংহ যখন বামদিকে ফাঁদ পাতিয়া শিকার আশায় বসিয়াছিলেন, তখন সুলতান গায়স-উদ্দীন দক্ষিণদিকের জঙ্গলমধ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন।

সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারময় পথে সৈন্য লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার, সুলতান তাহা বেশ বুঝিলেন। কাহারও বৃক্ষকাণ্ডে মাথা ঠুকিয়া যাইতেছে, কেহ বা পড়িয়া যাইতেছে, কেহ বা কাঁটায় বস্ত্র লাগাইয়া টানাটানি করিতেছে, এইরূপে অবসন্ন-প্রায় সৈন্য লইয়া জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। যে মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সুলতান ভাবিলেন যে, তিনি নিরাপদ, সেই মুহূর্ত্তে পিছন হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া ক্লান্ত, অবসন্ন মুসলমানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অরণ্য-পথে তখনও কিছু সৈন্য ছিল। সুলতান তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিয়া ব্যূহ রচনা করিতে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু অন্ধকারে অসংখ্য সৈন্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ব্যূহ রচনা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়।

বীরসিংহ শত্রুকে মুহূর্ত্তমাত্র সময় না দিয়া অসি-হস্তে শত্রুর উপর লাফাইয়া পড়িলেন। শৃঙ্খলাবিহীন মুসলমান আত্মরক্ষা করিতে অবসর পাইল না। কেহ দাঁড়াইয়া প্রাণ দিতে লাগিল, কেহ বা পলাইয়া প্রাণ-রক্ষা করিতে লাগিল।

বাঙ্গালী-সৈন্যের ভূরিভাগ তখনও অরণ্যপথে। মুসলমান-ব্যূহ রচিত হইবার পূর্ব্বে যদি তাহারা অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে সেই সমবেত পাঠান সৈন্যের কেহই জীবিত থাকিত না,— বাঙ্গালীর বীরত্ব-গাথাও আজ দেশ-বিদেশে পরি-কীর্ত্তিত হইত। কিন্তু তাহা ঘটিল না; বাঙ্গালীরা অরণ্য হইতে সময়ে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিল না। গায়সউদ্দীন সত্বর ব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মনুষ্যের যাহা সাধ্য-বীরসিংহ তাহা করিলেন। প্রায় চারি সহস্র পাঠান সৈন্য মহেশপুর-প্রান্তরে * পড়িয়া রহিল।

সুলতান সে দিন যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা তিনি সহজে ভুলিলেন না। রাত্রিমধ্যে প্রায় দশ হাজার সৈন্য হারাইয়া তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ভীত সৈন্য সহ ব্রাহ্মণী নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। নদী পার হইয়া একাকী অগ্রসর হইতে আর সাহস হইল না; হায়দার আলি ও সাদক খাঁর অপেক্ষায় তিনি বসিয়া রহিলেন। অল্পদিনমধ্যে হায়দার আলি আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু সাদক খাঁর কোন সংবাদ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরাকর নদীতীরে সৈন্যদিগকে দুই দিন বিশ্রাম দিয়া সাদক খাঁ যখন শিবির উঠাইবার উদ্যোগ করিল, তখন সে সবিস্ময়ে দেখিল যে, অপর পারে কাতারে কাতারে হিন্দুসেনা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চরমুখে আরও যখন শুনিল যে, এই সেনাদল, রাজা ফতেসিংহ ও দেশবিখ্যাত সেনাপতি বলরাম বর্ম্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত, তখন সাদক খাঁ সহসা নদী পার হইতে সাহস করিল না। তবে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল না,—শত্রুর বলনির্ণয়ে যত্নবান্ হইল।

সেনাপতি বলরামের অধীনে দশ হাজার বৈ সৈন্য নাই। তিনি এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া প্রায় চল্লিশ হাজার মুসলমান সৈন্যের গতিরোধ করিতে বরাকর-তীরে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন।

সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও তিনি ফতেসিংহের সাহায্য পাইয়াছিলেন। সে সাহায্য বড় কম নয়। ফতেসিংহ দেশবিখ্যাত রণপণ্ডিত। পাঠান, হিন্দু সকলেই তা' জানে। জানে বলিয়াই মুসলমান চিন্তা-কুল-হৃদয়ে শত্রুর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

যেখানে হিন্দুরা শিবির সংস্থাপন করিল, সেখান হইতে কর্ণাতোড় গ্রাম বড় বেশী দূর নয়। শিবিরের অনতিদূরে কিছু পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত। শৈলের নাম চরণি। এই পর্ব্বতপদ-নিম্নে বহুদূর-বিস্তৃত নিবিড়

* ফতেপুরের সন্নিকটস্থ গ্রামবিশেষ

জঙ্গলের এক প্রান্তে কর্ণাতোড়, অপর প্রান্তে চরণি। আমরা দুই দিন আগে, এই জঙ্গলে বেলা, মায়া ও রাজা ফতেসিংহকে দেখিয়াছিলাম। আমরা তখন দেখিয়াছিলাম যে, বেলার উত্তেজনায় রাজা প্রদীপ্ত হুতাশনবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া যবন-কবল হইতে বঙ্গমাতাকে উদ্ধার করিতে পর্ব্বতাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। পর্ব্বত-পদতলে বলরাম-পরিচালিত হিন্দুসৈন্যের সাক্ষাৎ পাইয়া রাজা ফতেসিংহ সাদক খাঁকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে বরাকর তীরে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাদক খাঁকে ধ্বংস করা বড় সহজ নয়। সাদক খাঁ যোদ্ধা ও কৌশলী। বিপদের সম্মুখে, শক্রর সম্মুখে সাদক খাঁ, বিলাস ও আত্মচিন্তা বিস্মৃত হয়। সে যখন দেখিল, নদীপারে হিন্দু-সেনা সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সে বিশ্রাম-বিলাস ত্যাগ করিয়া শক্রকে আক্রমণ করিতে দিবারাত্র চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু ফতেসিংহের সাবধানতায় বার বার অকৃতকার্য্য হইল। অবশেষে সাদক খাঁ নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

নদী তটিনী মাত্র। কোথাও ক্ষীণা, কোথাও বা প্রবলা। কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও বা প্রশস্ত। এখন বর্ষা নাই—নদী এক্ষণে বৃদ্ধার ন্যায় শুকাইয়া গিয়াছে। তবু তেজ আছে, গভীরতা আছে। সকল স্থানে হাঁটিয়া পার হইতে মানুষ সাহস করে না। কিন্তু সাদক খাঁ সাহস করিল।

একদা নিশীথে সাদক খাঁ চুপি চুপি অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া নদীগর্ভে নামিল। তবে এক স্থানে নয়, নানা স্থানে ছড়াইয়া নামিল। উদ্দেশ্য, সুপ্ত ও অসতর্ক শক্রকে ঘিরিয়া মারিয়া ফেলা। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। যখন পাঠানেরা জল ঠেলিয়া অর্দ্ধপথে উপস্থিত, তখন সহসা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া তাহাদের লণ্ডভণ্ড করিয়া তুলিল। কেহ ফিরিয়া পলাইল, কেহ বা আহত হইয়া স্রোত-তাড়নে ভাসিয়া চলিল। যে সাহস করিয়া নদী পার হইল, সে শক্র কর্ত্তৃক বন্দী অথবা নিহত হইল। সাদক খাঁ দেখিল, শক্র মারিতে আসিয়া নিজেই সদলে মরিতে বসিয়াছে। তখন সে তূর্য্য-নিনাদ করিল;—সৈন্য ফিরিয়া গিয়া শিবিরে উঠিল।

তার দুই দিন পরে নদী পার হইতে সাদক খাঁ পুনরায় চেষ্টা করিল। তবে এবার অন্ধকারে নয়, দিবালোকে। এরূপ চেষ্টা হইবে, ফতেসিংহ পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া অন্ধকার নিশীথে সহস্র সহস্র বৃক্ষশাখা কাটিয়া নদীকূলে রোপণ করিয়াছিলেন। নদীর ধারে ধারে অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত বৃক্ষশাখা রোপিত হইয়াছিল। এই পত্র-পল্লব-বিশিষ্ট প্রকাণ্ডকায় শাখাগুলি নদীর পরপার হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। রজনী-প্রভাতের পূর্ব্বে ফতেসিংহ এই সকল শাখার অন্তরালে ধানুকী সৈন্য লুকাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসহ পশ্চিমদিকে দূরে অপসৃত হইলেন।

নিশা অবসানে সাদক খাঁ দেখিল, শক্ররা দূরে পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়াছে। তখন সে পূর্ব্বদিকে নদী পার হইবার উদ্যোগ করিল। এখানটায় নদী কিছু প্রশস্ত। প্রশস্ত হইলেও সাদক খাঁ সসৈন্যে এই স্থানে অবতরণ করিল।

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া, পাঠানেরা নদীজল ঠেলিয়া হাঁটিয়া চলিল। দূরে ফতেসিংহের দিকে সকলের দৃষ্টি, সম্মুখে কাহারও দৃষ্টি নাই। যখন মুসলমানেরা অর্দ্ধপথে উপনীত, তখন সম্মুখ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে সহস্র সহস্র তীর আসিয়া নিশ্চিন্তপ্রায় পাঠানদিগকে বিস্ময়-বিহ্বল করিয়া তুলিল। পাঠান সম্মুখে চাহিয়া দেখিল,—বৃক্ষপত্র ভিন্ন কিছুই নয়নগোচর হইল না। সাদক খাঁ বুঝিল, শক্র বৃক্ষপত্রাশ্রয়ে লুক্কায়িত আছে।

সে তখন নিজের তীরন্দাজ সৈন্য ডাকিয়া, শাখা-স্তরালস্থিত শক্রর উপর শর নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিল। ধনুকধারী প্রভুরা পিছনে ছিলেন; তাঁহারা অগ্রগামী হইয়া কার্ম্মুকে শর যোজনা করিবার পূর্ব্বে শত শত পাঠান বাণাহত হইয়া জলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

তীরন্দাজেরা আসিয়াও বড় একটা কিছু করিতে পারিল না। শক্র অদৃশ্য; সুতরাং বৃক্ষশাখার উপর শর নিক্ষেপ ভিন্ন তাহাদের উপায়ান্তর নাই। তাহাতে শক্রর বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। এ দিকে হিন্দু-সৈন্যেরা বাছিয়া বাছিয়া অব্যর্থ সন্ধানে পাঠান মারিতে লাগিল। পাঠানেরা তবু ছাড়িল না—অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজা ফতেসিংহ তখন অশ্বারোহী সৈন্য সহ ছুটিয়া আসিয়া ধানুকীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

তদ্দৃষ্টে সাদক খাঁ ধনুর্দ্ধারীদের পিছাইয়া দিয়া অশ্বারোহী সৈন্য সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিল। অশ্বপদ বালুকায় বসিয়া যাইতে লাগিল—শত শত যোদ্ধা বাণাহত হইয়া নদীজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তবু পাঠান পিছাইল না—অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ম্মাচ্ছাদিত সাদক খাঁ উলঙ্গ কৃপাণহস্তে সকলের আগে আগে চলিয়াছে। শত শত তীর বারিধারার মত তাহার অঙ্গের উপর পড়িতেছে; কিন্তু তাহার দৃক্‌পাত নাই। সে অদম্য উৎসাহে, অপ্রতিহত তেজে অগ্রসর

হইতে লাগিল ; অবশেষে দুই চারি শত অশ্বারোহী লইয়া কূলে উঠিল। তখন ফতেসিংহ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া সাদক খাঁর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

সাদক খাঁ নীচে, বালুকার উপর—ফতেসিংহ উচ্চে, তটের উপর। হিন্দুরা সুবিধা পাইল। তটের উপর দাঁড়াইয়া তাহারা শত্রুর উপর অজস্রধারে শর ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বীরকুলভূষণ মুসলমানেরা দাঁড়াইয়া একে একে প্রাণ দিতে লাগিল, তবু হটিল না। অশ্বের উপর অশ্ব গতজীবন হইয়া বালুকার উপর লুটাইয়া পড়িতে লাগিল—যোদ্ধার উপর যোদ্ধা আহত, অথবা বিগত-প্রাণ হইয়া ধরা চুম্বন করিতে লাগিল ; তবু তাহারা অমিততেজে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে সাদক খাঁ বুঝিল, অগ্রসর হইলে মুসলমানের আর রক্ষা নাই ; তখন সে বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্রোধে ক্ষোভে ফুলিতে ফুলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দুই তিন সহস্র পাঠান বালুকার উপর, নদীর জলে গতপ্রাণ হইয়া পড়িয়া রহিল।

ইহার পর দুই চারি দিন সাদক খাঁ নড়িল না। দুই চারি দিন পরে নদী পার হইবার আবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এবার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সমস্ত সৈন্য বিসর্জ্জন দিতে হয়, সেও স্বীকার, তবু সে হটিবে না।

ফতেসিংহ শত্রুকে বাধা দিবার জন্য এবার অপূর্ব্ব আয়োজন করিয়াছেন। মুসলমান-শিবিরের পশ্চিমে পাঁচ সাত ক্রোশ দূরে কর্ণাতোড় গ্রাম। গ্রামের নীচে পূর্ব্ববাহিনী নদী। নদী এখানে অপ্রশস্ত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত গভীর। নদীর খানিকটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ফতেসিংহ এইখানে আসিয়া বড় বড় গাছ—বড় বড় পাথর ফেলিয়া বাঁকের মাথায় নদীর গতি রোধ করিলেন। জলপ্রবাহ এককালে রুদ্ধ না হইলেও অনেকটা বন্ধ হইল। নিরুদ্ধ জলরাশি ফুলিয়া উঠিয়া অবরোধমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃক্ষ ও প্রস্তর সকল এমনই কৌশলে নদীগর্ভে স্থাপিত হইল যে, ইচ্ছা করিলে অল্পসময়ের মধ্যে অপসৃত করা যাইতে পারে। ফতেসিংহ এইরূপে আয়োজন সমাধা করিয়া সন্ধ্যার সময় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরিচ্ছেদ

পরদিন সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে ফতেসিংহ চরণি পর্ব্বত-তলে জাতীয় পতাকা হস্তে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও লোক ছিল। তাহাদের নিকট অশ্ব রাখিয়া ফতেসিংহ পর্ব্বতারোহণ করিলেন। পর্ব্বত তত উচ্চ অথবা দুরারোহণীয় নয়। এমন কি, স্ত্রীলোকেও উঠিতে পারে। ফতেসিংহ পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া সুদীর্ঘ বংশখণ্ড প্রোথিত করিলেন এবং তদগ্রে বাঙ্গালীর জাতীয় পতাকা বাঁধিয়া দিলেন। পতাকা সগর্ব্বে পত্ পত্ শব্দে আকাশে উড়িতে লাগিল।

পতাকাটি অতি সুন্দর। নীল রেশমের উপর সোনায় কাজ ; ধারে ধারে মুক্তার ঝালর। মধ্যস্থলে একখানি সুবর্ণময় উজ্জ্বল চিত্র। চিত্রের নিম্নভাগে ধান্য-শীর্ষগুচ্ছ। শীর্ষোপরি চতুর্ভুজা দেবী-মূর্ত্তি। দেবী রত্নভূষণ-মণ্ডিতা, কিন্তু আলুলায়িত-কুন্তলা। তাঁহার দক্ষিণ করদ্বয়ে বেদ ও শঙ্খ, অপর হস্তদ্বয়ে পুষ্পমাল্য ও খড়্গ। মাথার উপর রবিকিরণোজ্জ্বল নীল আকাশ, পদনিম্নে কমল-প্রফুল্লা হিল্লোলিতা তরঙ্গিণী। ধান্য-শীর্ষমূলে সম্পৃক্ত মুক্তাক্ষরে লিখিত ছিল :—

> তুমি মা আরাধ্যা তুমি মা ব্রত,
> তোমারি সেবায় থাকিব নিরত ;
> তোমারি বেদনা স্মরণে সতত,
> রাখিয়া গাহিব, 'জয়তি ভারত'।
> নিয়ত গাহিব, 'জয়তি ভারত'॥

পতাকা প্রোথিত করিয়া ফতেসিংহ একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন। দূরে পশ্চিম-দক্ষিণে কর্ণাতোড় গ্রাম। গ্রামের অর্দ্ধদগ্ধ বৃক্ষাবশেষমাত্র দৃষ্ট হইতেছিল। গ্রাম-নিম্নে নদী। নদীর সকল স্থান নয়নে পড়িল না। পূর্ব্বদিন ফতেসিংহ নদীর যে স্থান অবরোধ করিয়াছিলেন, সে স্থান জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ; সুতরাং নয়নগোচর হইল না। না হইলেও, তন্নিকটে বৃক্ষ-শাখারূঢ় কয়েকটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। তাহারা কি সঙ্কেত করিল, জানি না, কিন্তু ফতেসিংহ আশ্বস্ত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে হিন্দু-শিবির পানে ফিরিয়া চাহিলেন।

হিন্দুরা তখন রণসাজে সাজিতেছিল। দূরে দাঁড়াইয়া সেনাপতি বলরাম শত্রুর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, শত্রুরা দশ দশ সারি দিয়া ক্রোশৈক পথ জুড়িয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। ফতেসিংহও তাহা দেখিলেন ; দেখিয়া একটু চিন্তিত হইলেন।

ফতেসিংহের অজ্ঞাতসারে এক জন সৈনিক ধীর-পাদবিক্ষেপে আসিয়া তাঁহার পিছনে দাঁড়াইল। সৈনিকের বয়স অল্প ; কিন্তু বৃদ্ধ সাজিবার জন্য সে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছে। তাহার পায়ে পায়জামা, অঙ্গে কাবাই। সমস্ত দেহ লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত।

মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড শিরস্ত্রাণ। তাহাতে ললাটের ভূরিভাগ ঢাকিয়া পড়িয়াছে। শ্মশ্রুর নিবিড় অরণ্যমধ্যে মুখের নিম্নভাগ লুক্কায়িত। সৈনিকের বাম হস্তে বর্শা, কটিতে তরবারি। বেশ-ভূষার বৈচিত্র্য কিছুই নাই, তবু তাহাকে দেখিলে সন্দেহ হয়, যেন সে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছে।

ফতেসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া সৈনিক জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাবিতেছেন, রাজা?"

ফতেসিংহ বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া সৈনিকের পানে চাহিলেন, এবং তাহাকে তীক্ষ্ণ-নয়নে দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি যুবক, এ কয় দিন আমার পাছু পাছু দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

সৈনিক। আমি—আমি এক জন সৈনিকমাত্র।

সৈনিকের গলাটা যেন কিছু ভারি ভারি। ফতেসিংহ বলিলেন,—"তুমি সৈন্যদলভুক্ত নও—সৈনিকের পোষাকও তোমার নাই। অথচ তুমি সেনা-নিবাসে থাকিয়া সকল সময়ে আমার পাশে পাশে থাক।"

সৈনিক। আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে দলভুক্ত করিয়া লইতে পারেন।

ফতে। পারি,—কিন্তু তার আগে তোমার পরিচয় চাই।

সৈনিক। পরিচয়ের প্রয়োজন?

ফতে। তুমি যদি শত্রুর গুপ্তচর হও?

সৈনিক। গুপ্তচরের ভয়ে মহারাজা ফতেসিংহ কি এতই শঙ্কিত?

ফতে। আমার নিজের জন্য শঙ্কা না থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের জন্য শঙ্কা আছে।

সৈনিক। যদি দেশের জন্যই আপনি ভীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাদক খাঁ যখন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাজধানীর সন্নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন আপনি কি করিয়াছিলেন?

সৈনিক কিরূপে সে সংবাদ অবগত হইল, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া ফতেসিংহ একটু তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "তখন আমি আমার যথাসাধ্য করিয়াছিলাম।"

সৈনিক। আপনার যথাসাধ্যটা কি?

ফতে। ছদ্মবেশীকে মারিতে আমার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছিলাম।

সৈ। এই আপনার যথাসাধ্য? যুদ্ধব্যবসায়িমাত্রেই আপন জীবন পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত করে।

ফতে। জীবনের বেশী দিবার মানুষের আর কি আছে?

সৈ। কি আছে? আত্মচিন্তা-বিসর্জ্জন আছে। আপনি তাহা দিয়াছিলেন কি?

ফতে। না, দিই নাই,—তখন আমি মোহাচ্ছন্ন ছিলাম।

সৈ। উত্তম। এক্ষণে তবে আমাকে সৈনিকপদে নিযুক্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ফতেসিংহ নিরুত্তর রহিলেন; নীরবে অবনতবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তুমি কে, জানি না, যুবক; কিন্তু তোমাকে যত দেখি, ততই দেখিতে সাধ হয়—ততই তোমাকে ভালবাসিতে বাসনা হয়। তোমাকে দেখিতে—তোমার কথা শুনিলে আর এক জনকে আমার মনে পড়ে।"

সৈনিক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন আমাকে আর গুপ্তচর বলিয়া মনে হয় না?"

ফতে। তুমি গুপ্তচর? তোমাকে আমি সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি।

সৈ। তবে একটু আগে আমাকে গুপ্তচর বলিয়াছিলেন কেন?

ফতে। তোমার পরিচয় জানিবার অভিপ্রায়ে।

সৈ। সে সব কথা যাক্; এখন সম্মুখে চাহিয়া দেখুন—শত্রুরা শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে।

বস্তুতঃই শত্রুরা সারি দিয়া নদীকূল বহিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছে।

তদ্দৃষ্টে ফতেসিংহ আর দাঁড়াইলেন না,—পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। সৈনিক বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাইতেছেন?"

ফতে। শত্রুকে বাধা দিতে।

সৈ। বাধা না দিয়া আপনারা আরও পশ্চিমে সরিয়া আসুন।

ফতে। কেন?

সৈ। কর্ণাতোড়ের নীচে নদীকে বাঁধিয়াছেন, মনে আছে কি?

ফতে। আছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার সে সব আয়োজন বৃথা হইল।

সৈ। বৃথা হইবে না; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ফতে। তুমি বুঝিতেছ না। শত্রু নয়নান্তরাল হইলে কোন্ সময় তাহারা নদীপার হইতেছে, আমি জানিতে পারিব না; না জানিতে পারিলে নদী-অবরোধকারীদের কোনও সঙ্কেত করিতে পারিব না।

সৈ। তাই বলিতেছিলাম, আপনারা আরও পশ্চিমে সরিয়া আসুন।

ফতে। তাহা হইলে কি হইবে?

সৈ। শত্রুরা পূর্ব্বদিকে আর অগ্রসর হইবে না।

ফতেসিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তোমার কথা ঠিক।"

বলিয়া পতাকান্দোলনে সঙ্কেত করিলেন। তদ্দৃষ্টে বলরাম সৈন্য-সহ পশ্চিমে হটিয়া আসিলেন।

ফতেসিংহ বলিলেন,—"যুবক, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। আমরা হটিয়া আসিয়াছি দেখিয়া শত্রুরা আর অগ্রসর হইতেছে না। সম্ভবতঃ এইবার নদী-গর্ভে নামিবে।"

সৈ। আপনারা না হটিলেও, শত্রু আপনার দৃষ্টির বাহির হইত না।

ফতে। কিরূপে জানিলে?

সৈ। সাদক খাঁ আপনাকে চোখে চোখে রাখিবে—নয়নান্তরাল করিবে না। সুতরাং সে আপনারও নয়নান্তরাল হইবে না।

ফতে। কে তুমি যুবক, আমার চক্ষু ফুটাইলে? —আমাকে আজ যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা দিলে?

ফতেসিংহ আবেগভরে হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক সৈনিককে আলিঙ্গন করিলেন। পথমধ্যে সহসা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পথিক যেরূপ ব্যাঘ্রকবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে, সৈনিকও সেইরূপ ফতেসিংহের বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস পাইল। সে উদ্যমে সৈনিকের কৃত্রিম শ্মশ্রু খসিয়া পড়িল,—বেলা বিবির লাজরঞ্জিত অনিন্দনীয় মুখখানি প্রকাশ পাইল। তাহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া ফতেসিংহ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কে, বেলা বিবি—তুমি?"

বেলা বিবি অধোবদনে নিরুত্তর।

ফতেসিংহ বলিলেন,—"বেলা, আমার জীবনাধিক বেলা—"

"রাজাজী!"

"কি বেলা?"

"এই কি প্রেমের সময়?"

ফতেসিংহ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, এই-ই প্রেমের সময়। তুমি কি জান না বেলা, আমি তোমাকে ভালবাসিয়া দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি!"

বেলা। অথবা দেশকে ভালবাসিয়া আমাকে আজ ভালবাসিতে শিখিয়াছেন।

এই সময়ে পাঠানেরা 'আল্লা' 'আল্লা' রবে গগন বিদীর্ণ করিয়া নদীগর্ভে নামিল। দু'চারি দিন পূর্ব্বে যেখানে নামিয়াছিল, কতক সৈন্য আজও সেইখানে নামিল; কতক সৈন্য পূর্ব্বদিকে আরও হটিয়া গিয়া নামিল। আজ নদী পার হইবার একটু সুবিধাও ছিল। পাঠানেরা দেখিল, নদী শুকাইয়া গিয়াছে,—হাটু-জলের বেশী কোথাও নাই। তা' ছাড়া তটোপরি হিন্দুরা যে সকল বৃক্ষশাখা রোপণ করিয়াছিল, তাহা শুকাইয়া পত্রশূন্য হইয়াছে। শুষ্ক শাখান্তরালে শত্রু লুক্কাইত নাই, পাঠান তাহা বেশ দেখিতে পাইল। পদতলে শুষ্ক নদী—সম্মুখে শত্রুশূন্য উন্মুক্ত প্রান্তর। পাঠান নির্ভয়ে নদীগর্ভে নামিল।

চরণি-পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া ফতেসিংহ যখন দেখিলেন, দু'চার হাজার পাঠান জলে নামিয়াছে, তখন তিনি 'জয়তি ভারত' পতাকা আন্দোলিত করিলেন। দূরে কর্ণাভোড় গ্রাম-নিম্নে এক দল লোক পতাকা পানে লক্ষ্য রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা যখন দেখিল, পতাকা আন্দোলিত হইল, তখন তাহারা ক্ষিপ্রহস্তে নদীর অবরোধ মুক্ত করিয়া দিল। তদ্দৃষ্টে ফতেসিংহ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন; এবং পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন।

দু'চারি হাজার পাঠান, নদী পার হইয়া কূলে উঠিয়াছে—দু'চারি হাজার কূলে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, সাত আট হাজার অর্দ্ধপথে, এমন সময় দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। গর্জ্জনশব্দে আকাশ, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। পাঠানেরা ভাবিল, বুঝি আকাশ মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাহারা ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া, যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অগ্রসর হইবে কি পিছাইবে, কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সাদক খাঁ দক্ষিণ তীরে দাঁড়াইয়া সৈন্য চালনা করিতেছিল। সে এই মেঘগর্জ্জনবৎ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া দূরে শত্রু পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুরা ব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

ঘোর গর্জ্জনশব্দ ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল—পদতলে বসুন্ধরা সশব্দে কাঁপিয়া উঠিল—বালুকা-কণা দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ঘোর আহবে মৃত্যু-সম্মুখে যে সকল বীরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে নাই, আজ তাহারা এই দূরাগত গর্জ্জনশব্দে অজ্ঞাত-ভয়ে পিষ্ট হইয়া স্তব্ধ-হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

গর্জ্জন ক্রমে নিকটতর হইল। তখন গর্জ্জনের কারণও প্রত্যক্ষ হইল। পাঠানেরা দেখিল, নদীর দুই কূল জুড়িয়া উত্তাল, উদ্দাম জলরাশি উন্মত্তবৎ ছুটিয়া আসিতেছে। হিমানীমণ্ডিত পর্ব্বত-তুল্য ফেনময়ী তরঙ্গমালা নবোদিত সূর্য্যকিরণে প্রতিভাত হইয়া জলিতে জলিতে ক্ষিপ্র-চরণে অগ্রসর হইতেছে। পাঠানেরা যে পারিল, সে ছুটিয়া গিয়া কূলে উঠিল—যে পারিল না, সে স্রোতোমুখে ভাসিয়া চলিল।

যে সকল পাঠান নদী পার হইয়া তটের উপর দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আবার এক নূতন বিপদে পড়িল। জলোচ্ছ্বাস অপসৃত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা শত্রুকর্ত্তৃক তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইল। পাঠানেরা কেহ জলে লাফাইয়া পড়িল, কেহ বা যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিল। একে একে প্রাণ দিল, তবু বন্দিত্ব স্বীকার করিল না।

অপর পারে দাঁড়াইয়া সাদক খাঁ গর্জ্জিতে লাগিল: কিন্তু অনুচরবর্গের রক্ষার কোনও উপায় করিতে পারিল না। মধ্যে ধ্বংসময়ী ভয়ঙ্করী নদী। কে নদী পার হইয়া সঙ্গীদের সাহায্য করিবে? কেহ নড়িল না। অপর পারে বীরেন্দ্রকুলভূষণ পাঠনেরা একে একে মরিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় সাদক খাঁ গণনা করিয়া দেখিল, এক দিনে সে পনর হাজার সৈন্য হারাইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দশ দিন পরে সাদক খাঁ আবার নদী পার হইবার উদ্যোগ করিল। এবার কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

পার হইয়া সাদক খাঁ হিন্দুসৈন্য আক্রমণ করিল। ফতেসিংহ দেখিলেন, যুদ্ধে জয়ী হইবার আশা নাই। বিশ বাইশ হাজার পাঠান যোদ্ধার বিরুদ্ধে আট নয় হাজার হিন্দু কি করিবে? তবু ফতেসিংহ ছাড়িলেন না—যুদ্ধ করিলেন।

প্রথম দিনের যুদ্ধে বাঙ্গালী জিতিল; কিন্তু পাঠানকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধাবসানে জয়-পরাজয় কিছুই নির্ণীত হইল না। উভয় পক্ষের অনেকেই মরিল, কিন্তু কেহ এক পা হটিল না। তৃতীয় দিবস রজনী-প্রভাতে, ব্যূহ রচনা দেখিয়া উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দ বুঝিল, আজ যুদ্ধের শেষ দিন।

অশ্বারোহী সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া ফতেসিংহ স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"বেলা!"

বেলা সৈনিকবেশে অশ্বারোহণে ছিল; কাছে আসিয়া উত্তর করিল,—"কি, রাজাজী?"

ফতে। বেলা, আজ আমার মরিবার দিন।

বেলা। অমূলক আশঙ্কা।

ফতে। অমূলক নয়। আজ যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত, অতএব আমাকে মরিতে হইবে।

বেলা। যদি মরিতেই হয়, তাতেই বা ভয় কি?

ফতে। ভয় কিছু নাই; কিন্তু—কিন্তু একটা দুঃখ রহিয়া গেল।

বেলা। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া গৌরবের কথা; তবে দুঃখ কেন?

ফতে। কেন, শুনিবে বেলা? তবে আর একটু সরিয়া এস।

বেলা নিকটে সরিয়া গেল। উভয়ের অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইল। ফতেসিংহ বলিলেন,—"আমার দুঃখ কি শুনিবে বেলা? নিকটে শীতল বারিপূর্ণ কূপ ছিল, আমি সে দিকে না চাহিয়া মরণোন্মুখ মৃগের ন্যায় জলের আশায় মরুভূমি পানে ছুটিলাম। তৃষ্ণা মিটিল না, শুধু হাহাকার করিয়া সংসারময় বেড়াইলাম। আমার দুঃখ বুঝিলে কি?"

বেলার প্রাণ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল; কিন্তু সে কাঁদিল না। উচ্ছ্বাস-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে হৃদয় ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল, তবু কাঁপিল না। ধীরে ধীরে বলিল,—"শত্রু সম্মুখে; এখন ও সব কথা কেন রাজাজী?"

ফতেসিংহ বলিলেন,—"আজ আমার জীবন-যাত্রার শেষ দিন; তাই সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলাম। জল-বুদ্‌বুদের মত আসিয়া সমুদ্র-নীরে মিশিয়া গেলাম,—চিহ্ন রহিল না।"

বেলা এবার আর আঁখিবারি চাপিয়া রাখিতে পারিল না,—তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলভারাকুল হইল। বেলা মুখ ফিরাইয়া নয়ন মুছিতে মুছিতে মনে মনে বলিল, "আজ আমারও জীবনের শেষ দিন।" তার পর গলা পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ্যে বলিল,—"যাহারা দেশের জন্য প্রাণ দেয়, তাহারা মরিয়াও মরে না,—অনন্তকাল তাহাদের স্মৃতি থাকিয়া যায়।"

ফতেসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বেলা, একটা কথা কয় দিন হইতে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছিলাম। বলিবে কি?"

বেলা। আদেশ করুন।

ফতে। বেলা, তুমি যবনী; তবু বাঙ্গালার জন্য—বাঙ্গালীর জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে কেন?

বেলা। আমি যবনী নই; আমি হিন্দু—বাঙ্গালী।

ফতে। (সবিস্ময়ে) তুমি হিন্দু! হায়, এত দিন বল নাই কেন, বেলা?

বেলা। বলিলে কি হইত রাজাজী?

ফতে। বলিলে আমাকে আজ মরীচিকার আশায় দেশে দেশে কাঙ্গালের ন্যায় বেড়াইতে হইত না।

বেলা। তবে আপনি আমাকে ভালবাসেন নাই। আমি সর্ব্বধর্ম্মের উপর আপনাকে স্থাপন করিয়াছিলাম।

ফতে। তুমি কি ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত ?

বেলা। না ; কিন্তু লোকে আমাকে যবনী বলিয়া জানে ; আপনিও তাই জানিতেন।

ফতে। তোমার ইতিহাস জানিতে বাসনা হয়।

বেলা। আমার ইতিহাস কিছুই নাই। লক্ষ্মণাবতী আমার জন্মস্থান। বখ্‌তিয়ার খিলিজির হস্তে আমার পিতামহ নিহত। পাঠান-অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া মাতাপিতা অবশেষে দেশত্যাগ করিলেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে দেশবিদেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইলাম। অবশেষে মাতাপিতাও নিহত হইলেন। আমি তখন দাসীরূপে বিক্রীত হইলাম। জনৈক উচ্চহৃদয় ওমরাহের আশ্রয়ে কন্যারূপে প্রতিপালিত হইয়া অবশেষে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছি।

ফতে। তবে তোমাকে নর্ত্তকীবেশে মুঙ্গেরে দেখিলাম কেন ?

বেলা। আমার কর্ম্মফল। বৃদ্ধ ওমরাহ যখন সিন্ধুদেশে যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন তাঁহার যুবতী স্ত্রী ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমি নর্ত্তকী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম।

ফতে। হায়, তোমাকে চিনিয়াও চিনিলাম না, বেলা ! মঙ্গলঘট উপেক্ষা করিয়া ডাকের সাজ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইলাম !

বেলা। দাসীর প্রতি আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট।

এমন সময় তূর্য্যধ্বনি হইল। ফতেসিংহ বলিলেন,—"বেলা, তুমি এখান হইতে যাও।"

বেলা। কেন, মহারাজ ?

ফতে। তোমাকে পতাকা রক্ষার ভার দিলাম ; তুমি পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া পতাকা রক্ষা কর গে।

বেলা। পতাকা রক্ষার ভার মায়া লইয়াছে,—চাহিয়া দেখুন।

ফতেসিংহ চাহিয়া দেখিলেন, সুদূর পর্ব্বতশিখরোপরি দুইটি বালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের মাথার উপর পতাকা দুলিতেছে—পতাকা যেন বিষাদভরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ফতেসিংহ মায়াকে চিনিলেন ; কিন্তু অপরকে চিনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মায়ার পাশে কে ?"

বেলা। জয়া। আপনি তাহাকে চিনিবেন না।

ফতে। বেলা, তুমিও ওদের কাছে যাও।

বেলা। কেন মহারাজ, আমাকে দূর করিয়া দিতেছেন ?

ফতে। আজিকার যুদ্ধে আমাদের কাহারও নিস্তার নাই আমরা সকলেই মরিব। তুমি কেন প্রাণ দিবে, বেলা ?

বেলা। আমার জীবন কি এতই মূল্যবান্, রাজা ? আপনারা প্রাণ দিতে পারেন, এ ক্ষুদ্র বালিকা কি প্রাণ দিতে পারে না ?

ফতে। তুমি ক্ষুদ্র নও, বেলা। তোমার মত বালিকা যে দিন ভারতের ঘরে ঘরে জন্মাইবে, সে দিন ভারতে এক জনও যবন থাকিবে না।

এমন সময় কয়েক জন পাঠান আসিয়া ফতেসিংহকে আক্রমণ করিল। ফতেসিংহ শত্রুর আঘাত প্রতিহত করিতে করিতে বলিলেন,—"এখনও সময় আছে বেলা ; পথ করিয়া দিতেছি—পলাইয়া যাও।"

বেলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"পলাইব না—এখান হইতে নড়িব না।"

এক জন পাঠানকে নিহত করিয়া ফতেসিংহ বলিলেন, "কেন বেলা, আমার প্রাণে ব্যথা দাও ?"

বেলা উত্তর করিল,—"দাসী কখন কোন প্রার্থনা করে নাই, আজ তাহাকে বিমুখ করিবেন না।"

ফতে। প্রার্থনা কি ? মরিতে চাও ?

বেলা। না।

ফতে। তবে কি ?

বেলা। আপনার কাছে থাকিতে চাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফতেসিংহ বাক্যালাপ করিবার আর অবসর পাইলেন না ; চারিদিক হইতে শত্রু আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

বলরাম নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি পদাতিক সৈন্য লইয়া অমিততেজে শত্রুর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিলেন। সে তেজের সম্মুখে পাঠান তিষ্ঠিতে পারিল না,—দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

তখন ফতেসিংহ ও বলরাম বিভক্ত দলকে মাঝে ফেলিয়া টিপিয়া মারিতে লাগিলেন। সাদক খাঁ দেখিল, সমূহ বিপদ্। তখন সে অপরার্দ্ধ সৈন্য লইয়া ফতেসিংহের পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করিল।

ফতেসিংহের সম্মুখে শত্রু—পশ্চাতে শত্রু ; তবু তিনি ভয়শূন্য। কেবল বেলার জন্য একটু চিন্তিত ; বলিলেন,—"বেলা, এইবার পলায়নের পথ রুদ্ধ হইল।"

বেলা প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল,—"ভালই হইল। আসুন, এইবার আমরা শত্রু মারিয়া মরি।"

ফতেসিংহ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"না বেলা, তোমাকে মরিতে দিব না। পাঠান মারিয়া স্তূপীকৃত শবদেহে যদি দ্বিতীয় চরণি পাহাড় সৃষ্টি করিতে হয়, তা'ও করিব—তবু তোমাকে মরিতে দিব না।"

বলিয়া ফতেসিংহ বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। সে বেগ পাঠানেরা সহ্য করিতে পারিল না; ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল।

তখন সাদক খাঁ সবিশেষ চিন্তিত হইল। সে ভাবিয়া স্থির করিল, "ফতেসিংহকে মারিতে না পারিলে জয়ের কোন আশা নাই! অতএব তাহাকে যেমন করিয়া হউক মারিতে হইবে।" অতঃপর এক দল অশ্বারোহীকে ডাকিয়া বলিল,—"যে ব্যক্তি ফতেসিংহের ছিন্ন মস্তক আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি ইনাম দিব—জায়গীর দিব।"

শত যোদ্ধা উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে মহা উল্লাসে ছুটিল। আসিয়া দেখিল, ফতেসিংহের তখন রুদ্রমূর্ত্তি। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ বহিয়া রুধির-ধারা ছুটিতেছে। শিরস্ত্রাণে রক্ত—সমস্ত দেহে রক্ত। দংশিত অধর রুধিরচর্চ্চিত; বিদ্যুন্নিক্ষেপী নয়ন, রুধির-প্রতিবিম্বিত। বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন; অসির অগ্রভাগ ভগ্ন। ত্রিপুরান্তক মহাদেবের ন্যায় রণস্থল মন্থন করিয়া তিনি ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। তেজস্বিনী অশ্বিনী বীরশ্রেষ্ঠকে পৃষ্ঠে ধরিয়া, গর্ব্বে ফুলিয়া উল্কার ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

বেলা ছায়ার মত ফতেসিংহের পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে; সে যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল ফতেসিংহের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতেছে। তাহার সমস্ত অঙ্গ রক্তাক্ত। শ্রান্তি ও দুর্ব্বলতায়, বায়ুতাড়িত পতাকার ন্যায় তাহার দেহলতা কম্পিত হইতেছে—হস্ত হইতে শূল খসিয়া পড়িতেছে; তবু সে ফতেসিংহের সঙ্গ ত্যাগ করিতেছে না।

শত যোদ্ধা আসিয়া যখন ফতেসিংকে ঘিরিল, তখন তাঁহাকে রক্ষা করিতে অনেক হিন্দু ছুটিয়া আসিল। সুতরাং শৃঙ্খলতা ভঙ্গ হইল; যে যেখানে সুবিধা পাইল, সে সেখানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই গোলমালের সময় জনৈক পাঠান চুপি চুপি পিছনে আসিয়া ফতেসিংহকে কাটিতে তরবারি উঠাইল। বেলা বিবি চকিতমধ্যে তাহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল।

ফতেসিংহ মুহূর্ত্তের জন্য একবার বেলার পানে চাহিয়া দেখিলেন। শত্রু মারিতে মারিতে অন্যের অশ্রাব্য কণ্ঠে বলিলেন, "বেলা, কিছুতেই আজ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

বেলা উত্তর করিল,—"রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্। তিনি রাখিলে কাহার সাধ্য মারে?"

ফতে। ভগবান্ আজ আমায় রক্ষা করিবেন না, বুঝিয়াছি। সে জন্য আমি দুঃখিত নই, বরং কৃতজ্ঞ। তাঁহার দয়া অসীম। জীবনের শেষ দিনে, শত্রুর সম্মুখে তিনি আমার ভুজে মত্তহস্তীর বল দিয়াছেন। আমার সম্মুখে আজ শত্রুর নিস্তার নাই, কিন্তু আমারও পরিত্রাণ নাই।

এমন সময় জনৈক পাঠান ফতেসিংহকে মারিতে বর্শা তুলিল। তদ্দৃষ্টে ফতেসিংহ বলিলেন,—"বৃথা চেষ্টা, পাঠান! সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেহ আজ আমাকে মারিতে পারিবে না।" বলিতে বলিতে তিনি চকিত-মধ্যে ছুটিয়া গিয়া পাঠানকে দ্বিখণ্ড করিলেন। আবার দুই জন পাঠান অসিহস্তে অগ্রসর হইয়া ফতেসিংহকে আক্রমণ করিল। ক্ষণমধ্যে তিনি তাহাদিগকে অস্ত্রাহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। তখন সাদক খাঁ স্বয়ং অগ্রসর হইল।

তাহাকে দেখিয়া ফতেসিংহ বলিলেন,—"খাঁ সাহেব, যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, তবে আজ আমার সম্মুখে আসিও না।"

সাদক। শৃগাল মারিয়া এত স্পর্দ্ধা! দেখা যাবে রাজা সাহেব, কে কাহাকে মারে।

ফতে। তোমার সৈন্যেরা শৃগাল নহে; তুমিই শৃগাল। তোমার বীরত্বের পরিচয় পূর্ব্বে দুইবার দিয়াছ; আজ শেষ দিন; আজ আর তোমার পরিত্রাণ নাই।

উভয়ে যুদ্ধ বাধিল। হিন্দু, মুসলমান সরিয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। বেলা ফতেসিংহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষণকালমধ্যে যুদ্ধের অবসান হইল। ফতেসিংহের উন্মত্ত আক্রমণ-সম্মুখে সাদক খাঁ তিষ্ঠিতে পারিল না। —ভগ্নাস্ত্র হইয়া অশ্বশূন্য হইল। তখন ফতেসিংহ তাহাকে কাটিতে দুই হাতে খড়্গ উঠাইলেন। নিরস্ত্র সাদক খাঁ মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া একবার শাহান্ শাহা আল্লাকে ডাকিল। খোদা তাহাকে রক্ষা করিলেন।

সাদক খাঁর বিপদ্ দেখিয়া জনৈক পাঠান দূর হইতে ফতেসিংহকে লক্ষ্য করিয়া শূল উঠাইল। বেলাবিবি তাহা দেখিল। দেখিয়া, ছুটিয়া আসিয়া ফতেসিংহের সম্মুখে হস্ত বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। নিয়তি-প্রেরিত শূল বেলাবিবির স্কন্ধ ভেদ করিয়া ফতেসিংহের বক্ষ বিদীর্ণ করিল। ফতেসিংহ কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন।

বেলাবিবি নিজের ক্ষত চাপিয়া ধরিয়া ফতেসিংহের পদতলে আসিয়া বসিল। বেলার শিরস্ত্রাণ কোথায় পড়িয়া গিয়াছে,—ছিন্ন বর্ম্ম অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে —বন্ধন-মুক্ত নিবিড় কেশরাশি বক্ষে পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বেলা আর বসিতে পারিল না—ঢলিয়া

ফতেসিংহের অঙ্গের উপর পড়িয়া গেল। যেন কুসুম-স্তবক কুসুম-স্তবকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

ফতেসিংহ ধূলায় শায়িত, রক্তাক্ত, শূলবিদ্ধ। কিন্তু বাক্‌শক্তিরহিত বা অচৈতন্য নহেন। ধূলি-ধূসরিত, কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, রুধির-রঞ্জিত মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেন অসংখ্য ভুজঙ্গশিশু অমৃত-লালসায় কমলোপরি হেলিয়া পড়িয়াছে। মুখের জ্যোতি ঢাকিয়াও ঢাকা পড়িতেছে না,—পত্রাচ্ছাদিত গোলাপের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছিল। ছিন্ন পুষ্পমাল্য-তুল্য ফতেসিংহের দেহলতা ধূলার উপর লুটাইতেছিল,—যেন আশ্রয়চ্যুত মৃণাল, হিল্লোলতাড়নে নদী-হৃদয়ে কাঁপিতেছিল।

আকাশের চাঁদকে ধূল্যবলুণ্ঠিত দেখিয়া হিন্দুরা হাহাকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ফতেসিংহ নিকটে আসিতে ইঙ্গিতে তাহাদের নিষেধ করিলেন। হিন্দু, মুসলমান সব সরিয়া গেল। তখন ফতেসিংহ ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন,—"বেলা!"

বেলা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল,—"কি, রাজাজী?"

ফতে। বেলা, চলিলাম।

বেলা। তাতে দুঃখ কি?

ফতে। দুঃখ? দুঃখ অনেক রহিয়া গেল।

বেলা। কেন, জন্মান্তর ত আছে।

ফতে। বেলা, আমার সকল সাধ অপূর্ণ রহিয়া গেল।

বেলা। আমার সকল সাধ আজ মিটিল।

ফতে। বেলা, যদি জন্মজন্মান্তরে, যুগ-যুগান্তরের পর কখন তোমার সাক্ষাৎ পাই—

বেলা। সাক্ষাৎ পাইব নিশ্চয়; কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না।

ফতে। তখন বেলা আমার সাধ মিটাইব।

বেলা কোন উত্তর না দিয়া কণ্ঠ হইতে এক ছড়া মণিময় হার উন্মোচন করিল এবং ফতেসিংহের নয়ন-সমীপে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ হার চিনিতে পারেন কি?"

ফতে। না।

বেলা। এ হার এক দিন আপনি আমাকে দিয়াছিলেন। যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার কণ্ঠে আজ পরাইয়া দিই।

ফতে। সে কি, বেলা!—তুমি আমাকে বরণ করিবে? যে তোমাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে তুমি বরণ করিবে?

বেলা। আমি আপনার ঘৃণা দেখি নাই, উপেক্ষা দেখি নাই।

বেলার কণ্ঠ ক্ষীণতর হইয়া আসিল—নীলোৎপল-তুল্য নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। বেলা অস্ফুটস্বরে ডাকিল,—"রাজাজী!"

ফতেসিংহ অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"কি বেলা?"

বেলা। কৈ আপনি?—আমি যে আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না।

ফতে। এই যে বেলা, আমি তোমার পাশেই আছি।

বেলা। সরিয়া আসুন—হার পরাইয়া দিই।

ফতেসিংহ উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ধীরে—অতি ধীরে, অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"বেলা, এ জন্মে বুঝি হার পরা হ'ল না।"

কথা কয়টি বেলা শুনিল। শুনিয়া, হার পরাইবার জন্য একবার শেষ উদ্যম করিল। কিন্তু পারিল না,—ফতেসিংহের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। অতি কোমল, অতি মৃদুকণ্ঠে একবার ডাকিল,—"স্বামিন্—প্রভু—হৃদয়-দেবতা!" আর বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইল না। বেলা বলিতে বলিতে, ফতেসিংহ শুনিতে শুনিতে অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চবণি-পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া জয়া মায়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মায়া, সহসা যুদ্ধ থামিল কেন?"

মায়া কোন উত্তর দিল না। বুঝি কথাটা তাহার কানেও গেল না। সে তখন রণক্ষেত্র-পানে পিছন ফিরিয়া বিহ্বলপ্রাণে বনশোভা দেখিতেছিল। বিটপি-নিচয় পর্ব্বতপদতল হইতে উঠিয়া সুদূর নদীতীর পর্য্যন্ত সবুজ গালিচার ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সবুজ গালিচার উপর নীল নির্ম্মল শারদীয় আকাশের চন্দ্রাতপ। মায়া বিহ্বল-নয়নে একবার আকাশপানে, একবার বনপানে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া জয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"মায়া, সহসা যুদ্ধ থামিল কেন?"

এবার কথাটা মায়ার কানে গেল। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া রণক্ষেত্রপানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে যুদ্ধ দেখিতে আসে নাই; পাহাড় দেখিবার লোভে জয়ার সঙ্গে আসিয়াছিল। জয়া পাহাড় দেখিতে আসে নাই, যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিল। যে যাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, সে তাহা প্রাণ ভরিয়া দেখিল।

কিন্তু যুদ্ধ সহসা থামিয়া যাওয়াতে জয়া বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইল। সে আবার বলিল,—"দেখ না মায়া, —যুদ্ধ যে থামিয়া গেল।"

মায়া উত্তর করিল,—"ভালই হইল। এ কাটা-কাটি দেখিতে কেন তুমি আমাকে এখানে আনিয়া-ছিলে, জয়া? জনহীন কর্ণাতোড়ে বেশ ছিলাম।"

জয়া। কাটাকাটি ত সব দেখেছিস্; কেবল গাছ গণিয়া সময়টা কাটাইলি।

মায়া। গাছের মত স্বার্থত্যাগী কে আছে? সে তোমাকে সব দেয়, কিন্তু তোমার কাছে কিছু চায় না। তুমি তা'র পাতা ভাঙ্গ—ফুল লও—ফল লুঠ, সে অকাতরে সর্ব্বস্ব তোমাকে বিলাইয়া দেয়; কিছু বলে না—কিছু চায় না।

জয়া। তোর পাগলামি রাখ্; আমার কাছে ও সব বিদ্যে খরচ করিস্ না। এখন সামনে চেয়ে দেখ,—হিন্দুরা দুইটা শব কাঁধে ক'রে নদীর দিকে চলেছে, মুসলমানেরা ভারে ভারে কাঠ এনে নদীতীরে ফেলছে। ব্যাপারটা কি?

মায়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। জয়া নদী-সৈকত পানে অঙ্গুলি হেলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"শব, দেখতে পাচ্ছ?"

মায়া। পাচ্ছি।

জয়া। ওই দেখ,—মুসলমানেরা কাঠ এনে যোগাচ্ছে, হিন্দুরা চিতা সাজাচ্ছে।

মায়া। শব দুইটি আপাদমস্তক শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত

জয়া। এইবার চিতার উপর উভয়কে পাশাপাশি শোয়াইল।

মায়া। আহা, কি সুন্দর! হিন্দু-মুসলমান একত্রে মিলে চিতার উপর অঞ্জলিপূর্ণ ফুল ঢালছে।

জয়া। এইবার চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল।

মায়া। চিতা জ্ব'লে উঠছে।

এমন সময় পিছন হইতে কে এক জন প্রতিধ্বনি উঠাইয়া গভীর গর্জ্জনে বলিল,—"হাঁ, চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।"

উভয়ে—জয়া ও মায়া চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পিছনে চন্দ্রবালা।

চন্দ্রবালার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। নিবিড় নীরদতুল্য আলুলায়িত কেশরাশি, বায়ু-সঞ্চালিত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বিস্রস্ত বসনাঞ্চল মাটীর উপর লুটাইতেছে। ললাট ফাটিয়া শোণিতধারা ছুটিতেছে, রক্তজবাতুল্য নয়নদ্বয় বিদ্যুদ্বিক্ষেপ করিতেছে, ফুলদল-তুল্য কোমল চরণ প্রস্তরাঘাতে ফাটিয়া রুধির-রঞ্জিত হইয়াছে।—অঙ্গে অলঙ্কার নাই। অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে বামহস্তে উলঙ্গ কৃপাণ। নিরাভরণা, অর্দ্ধনগ্না চন্দ্রবালা পূর্ণ উন্মাদিনী-মূর্ত্তিতে মায়ার সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া মেঘমন্দ্রবৎ গভীরকণ্ঠে বলিল,—"হাঁ, চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।"

বালার উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, জয়া ভয় পাইল। সে শৈলান্তরালে লুকাইল। কিন্তু মায়া দাঁড়াইয়া রহিল, পলাইল না। অতি সকরুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"বালা, তুমি এ বেশে এখানে কেন?"

দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বালা উত্তর করিল,— "এখানে কেন? এখানে তোমারই অন্বেষণে আসিয়াছি।"

মায়া কিছু বুঝিল না; বালার ভাব-ভঙ্গীও তাহার ভাল লাগিল না। সে কেমন একটু ভীত হইয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিল। বালা ছুটিয়া আসিয়া দৃঢ় হস্তে মায়ার হাত ধরিল।

মায়া এবার প্রকৃতই ভীত হইল; কিন্তু কথা কহিল না, নড়িল না। বালা বজ্রনির্ঘোষতুল্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"সম্মুখে চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, দেখিতে পাইতেছ কি?"

মস্তকান্দোলনে মায়া সম্মতি জানাইল।

বালা। চিতায় কার দেহ পুড়িতেছে জান?

মায়া। না।

বালা। জান না? রাজা ফতেসিংহের।

মায়া বিস্মিত, নীরব। বালা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তাঁহাকে যৌবন-প্রারম্ভে আজ এই চিতায় পোড়াইল জান?"

কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ মায়া উত্তর করিল,—"না।"

বালা। তুমি—তুমিই তাঁহাকে পোড়াইলে।

মায়া। আমি?

বালা। হাঁ, তুমি। তুমি এক দিন তাঁহাকে রূপের অনলে পোড়াইয়াছিলে, আজ চিতার অনলে পোড়াইলে।

মায়া নিরুত্তর; বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে বালার মুখপানে চাহিয়া নীরব রহিল। বালা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি জান?"

মায়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি?"

বালা। মৃত্যু।

মায়া নীরব।

বালা। মরিতে প্রস্তুত হও। আমার অবসর অল্প। তোমাকে মারিয়া ঐ জ্বলন্ত চিতায় আমাকে পুড়িয়া মরিতে হইবে।

মায়া। আমাকে মারিও না; বাবাকে না দেখিয়া আমি মরিতে পারিব না।

অট্ট অট্ট হাস্যে দিগন্ত কম্পিত করিয়া বালা হাসিয়া উঠিল। মায়া অব্যক্ত, অজ্ঞাত ভয়ে পিষ্ট হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

বালা বলিল,—"আজ তুমি মরিবে—তোমার বাবাকে না দেখিয়া আজ তুমি মরিবে; কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

মায়া। আমাকে মারিও না, বালা—আমি কোন অপরাধ করি নাই।

বালা এবার জ্বলিয়া উঠিল; তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"তুমি অপরাধ কর নাই! কি বলিয়া বুঝাইব, তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ? ঐ রূপের শিখায় তুমি আমাকে পোড়াইয়াছ—আমার লালসিংহকে পোড়াইয়াছ—সংসারে যা কিছু আমার সুখের ছিল, সকলই সেই অনলে ভস্মীভূত করিয়াছ। তুমি আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ইহকাল-পরকাল, সব বিনষ্ট করিয়াছ। ঐ দেখ, সম্মুখে লালসিংহের চিতা জ্বলিতেছে—বাঙ্গালার চাঁদ ভস্মীভূত হইতেছে—আমার সাধ-আশা, গৃহ-সংসার পুড়িয়া যাইতেছে। এ চিতা কে জ্বালাইয়াছে জান? মায়া, তুমি—মায়া, তুমিই এ চিতা জ্বালাইয়াছ। তুমি আবার অপরাধ কর নাই?"

মায়া নিরুত্তর। কি বলিয়া উন্মাদিনীকে বুঝাইবে, সে কোন অপরাধ করে নাই? তাহার কান্না আসিল। কিছু স্থির করিতে না পারিয়া একবার মনে মনে সকাতরে সন্ন্যাসীকে ডাকিল,—"বাবা, তোমার মায়াকে রক্ষা কর। মরি, তা'তে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাকে না দেখিয়া যেন মরি না। কৈ বাবা—কোথায় বাবা—একবার এস।"

মায়ার গণ্ড বহিয়া অজস্র ধারে আঁখিজল গড়াইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বালা গভীর গর্জ্জনে বলিল,—"কাঁদ, কাঁদিয়া পাহাড় ভাসাইয়া দাও—নদীতে তরঙ্গ উঠাও, তবু তোমার পরিত্রাণ নাই! সন্ন্যাসীকে ডাক—ভগবান্‌কে ডাক, কেহ তোমাকে আজ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

বলিয়া বালা খড়্গ উঠাইল,—দক্ষিণ হস্তে মায়ার বাম প্রকোষ্ঠ ধরিয়া বামহস্তে বালা কৃপাণ উঠাইল। উত্থিত খড়্গ দৃষ্টে মায়া ভীত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পলাইবার পথ নাই; পিছনে গভীর পর্ব্বতগহ্বর, বামে দুরারোহণীয় পর্ব্বত-শৃঙ্গ, দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। এই দক্ষিণদিকে—মায়ার হাতের নিকট—পতাকাদণ্ড প্রোথিত ছিল। পতাকা উড়িতেছিল না, বিষাদভরে ধীরে ধীরে দুলিতেছিল। মায়াও এই পতাকাদণ্ড দক্ষিণহস্তে আকর্ষণ করিয়া প্রাণরক্ষার্থ একবার শেষ চেষ্টা করিল। তাহার দেহে যত বল ছিল, সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া মায়া বাম হস্ত আকর্ষণ করিল। বালা কিছুতেই হাত ধরিয়া রাখিতে পারিল না;—হস্ত অচিরে মুক্ত হইল। বালা সেই বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া সম্মুখস্থ গভীর গহ্বরমধ্যে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পতাকাদণ্ড মায়ার আকর্ষণে উৎপাটিত হইয়া পতাকাসহ সশব্দে অন্ধকারময় অতলস্পর্শ গহ্বরমধ্যে পড়িয়া গেল। মানুষ ও পতাকা কিছুই আর দৃষ্ট হইল না। চন্দ্রবালা চিরকালের মত অন্ধকারে লুকাইল; কিন্তু পতাকা? পতাকা কি আর কখন উঠিবে না?

নবম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"রাণি!"

"কি, মহারাজ?"

"লালসিংহ ইহ-জগতে নাই।"

রাণী, নীরব। ক্ষণপরে রাজা আবার বলিলেন,—"রাণী এবার আমার পালা।"

রাণী। তা'তেই বা ভয় কি? দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া ত গৌরবের কথা। কয়টা লোক সে গৌরব—সে অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়? তবে কেন তুমি কাতর হইতেছ, রাজেশ্বর?

রাজা। আমি আমার জন্য কাতর নহি,—আমি দেশের জন্য কাতর। লালসিংহ গেল—আমি চলিলাম, দেশের কি হইবে রাণি?

রাণী। কি হইবে, তা' কে বলিতে পারে? এখন পরিণাম চিন্তা করিয়া অবসন্ন হও কেন? তুমিই হয় ত এক দিন দেশ হইতে মুসলমান তাড়াইয়া ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পার। শোক, চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া যোগীর ন্যায় নির্লিপ্ত-চিত্তে কার্য্য কর—সন্তানের ন্যায় মায়ের সেবা কর।

রাজা। আর যে তা' পারিতেছি না, রাণি। লালসিংহ আমার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে।

রাণী। এই কি শোকের সময়, রাজা? যে তোমার ভাইকে মারিয়াছে—যে তোমার রাজ্য লুঠিয়া তোমার প্রজাকে মারিতে সগর্ব্বে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাকে শাস্তি না দিয়া—প্রজাকে রক্ষা না করিয়া, শোকবিহ্বল চিত্তে গৃহে বসিয়া থাকা কি তোমার শোভা পায়, রাজা? আত্মচিন্তা বিস্মৃত হইয়া তরবারি গ্রহণ কর; ভ্রাতৃহন্তাকে শাস্তি দাও—দেশকে রক্ষা কর।

রাজা। নর্ম্মদা, তুমি যথার্থই রাণী। তুমি আমার বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি ঢালিয়া দিলে। মুসলমান অচিরে বুঝিবে, বীরসিংহ আজও দুর্ব্বল হয় নাই।

মুসলমান তাহা অচিরে বুঝিল। বীরসিংহ ব্রাহ্মণী নদীতীরে ফিরিয়া আসিয়া, সুলতান ও হায়দার আলির সম্মিলিত সৈন্যকে বারংবার আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। সুলতান কিছুতেই নদী পার হইতে পারিলেন না। অবশেষে ছিন্নভিন্ন অবসন্ন সৈন্য লইয়া লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল, সাদক খাঁ ফতেসিংহকে মারিয়া বিজয়ী সৈন্যসহ অজয়তীরে উপস্থিত হইয়াছে। সাদক খাঁর উপর সুলতানের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। তিনি একবার তাহাকে লইয়া শেষ চেষ্টা করিতে মনস্থ করিলেন।

সাদক খাঁ আসিতেছে শুনিয়া বীরসিংহ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে পাঠান সৈন্য দলিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন জনরব শুনিলেন যে, মায়া সাদক খাঁ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে, তখন তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সে কুসুমকলিকা লম্প-স্পর্শে কলঙ্কিত হইবে? তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—সত্য মিথ্যা অবগত হইবার জন্য সেনাপতি বলরামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি সাদক খাঁকে নির্ব্বিবাদে এতদূর অগ্রসর হইতে দিলে কেন?"

সেনাপতি। আমার সাধ্যমত আমি সাদক খাঁকে বাধা দিয়াছি।

রাজা। ভাল, মুসলমান-শিবিরে কোনও স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলে?

সেনা। শিবিরে দেখি নাই। তবে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে চরণি-পাহাড়ের উপর দুইটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলাম।

রাজা। তাহাদের চিনিতে পারিয়াছিলে কি?

সেনা। এক জনকে চিনিয়াছিলাম।

রাজা। সে কে?

সেনা। মায়া।

রাজা। সে কোথায় গেল?

সেনা। তা' বলিতে পারি না।

রাজা। মুসলমানেরা বন্দী করিয়াছে কি?

সেনা। তা' করিতেও পারে।

বীরসিংহ চিন্তামগ্ন হইলেন। চিন্তান্তে বলিলেন,—"আমি অজয়তীরে সাদক খাঁর গতিরোধ করিতে চলিলাম। এখানকার সৈন্যভার তোমার উপর রহিল। সতর্ক থাকিবে।"

সেনা। এখানে মুসলমান প্রবল, আপনি এখানে থাকুন। সাদক খাঁকে দমন করিতে আমি যাইতেছি।

রাজা। তুমি একবার চেষ্টা করিয়া পার নাই। এবার আমি দেখিব।

সেনাপতি নিরস্ত হইলেন। বীরসিংহ দুই সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া অজয়তীরে যাত্রা করিলেন।

তথায় আসিয়া দেখিলেন, সাদক খাঁ অজয় পার হইয়াছে। পার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আর সে উৎসাহ নাই—সে তেজ নাই; সব যেন নিবিয়া গিয়াছে। সাদক খাঁ বরাকর-তীরে ত্রিশ হাজার সৈন্য হারাইয়া চকিত হরিণের মত ভীত নয়নে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

তাহার সৈন্যেরাও শ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ। যখন তাহারা শুনিল যে, বীরসিংহ স্বয়ং তাহাদের দমন করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহারা ভীত হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল। কিন্তু বীরকুলচূড়ামণি সাদক খাঁ অনেক কষ্টে তাহাদের সংযত করিয়া বীরসিংহকে যুদ্ধদান করিলেন।

সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল; কোন পক্ষ হটিল না। বীরসিংহ অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। যখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, তখন তিনি সুপ্ত শত্রুকে ধ্বংস করিবার মানসে পনর শত মাত্র সৈন্য লইয়া পাঠান-শিবিরে লাফাইয়া পড়িলেন। শত্রু জাগ্রত ও সতর্ক ছিল। বীরসিংহ বন্দী করিতে আসিয়া নিজে বন্দী হইলেন।

যখন এই সংবাদ দেশমধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন বাঙ্গালীরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া জয়াশা পরিত্যাগ করিল। তাহারা ক্রমে ক্রমে হটিয়া নগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল, পাঠানেরা যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতিয়া অবশেষে ময়ূরাক্ষী-তীরে উপনীত হইল। রাণী অবরোধ ত্যাগ করিয়া সৈন্যদের প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন,—ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, দেশের দোহাই দিয়া সৈন্যদের অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না;—অনেক সৈন্য দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মায়া বন্দী হয় নাই। যাহারা মায়ার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা পাঠান-শিবিরে জবাকে দেখিয়া স্থির করিয়াছিল যে, মায়া বন্দী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অমূলক জনরবের আর কোন কারণ ছিল না।

লোকের পর লোক পাঠাইয়াও যখন মায়া ও বালার সন্ধান হইল না, তখন সন্ন্যাসী স্বয়ং তাহাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে চরণি-পাহাড়ের উপর মায়ার সাক্ষাৎ পাইলেন। কিন্তু বালাকে আর জীবন্ত পাইলেন না।

সন্ন্যাসী মায়াকে লইয়া বীরপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বিপদের সময় রাজধানীতে না থাকিলে চলে না; মায়াকেও শত্রুসঙ্কুল পাণ্ডবেশ্বরে নিরাশ্রয় রাখিয়া আসা হইতে পারে না। তা' ছাড়া মায়াও সন্ন্যাসীকে ফেলিয়া একাকী পাণ্ডবেশ্বরে থাকিতে সম্মত হইল না। সুতরাং সন্ন্যাসীর সঙ্গে আবার সে বীরসিংহপুরে আসিল।

যে দিন তথায় আসিয়া পৌঁছিল, সেই দিন সংবাদ আসিল যে, রাজা বীরসিংহ সাদক খাঁর হস্তে বন্দী হইয়াছেন। রাজ-পুরীতে তখন শোকোচ্ছ্বাস উঠিল। রাজা নাই, রাণী শোকাভিভূতা—কে কাহাকে আদর করে? মায়ার পানে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

ধ্রুব গোস্বামী মহা চিন্তিত। রাজাকে মুক্ত না করিলে রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়। সাদক খাঁর কবল হইতে তাঁহাকে মুক্ত করাও বড় সহজ নয়। তথাপি সন্ন্যাসী হতাশ হইলেন না; বলরাম ও রুদ্রনারায়ণকে ডাকিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। মন্ত্রণায় একটা যুক্তি স্থির হইল: কিন্তু সে দিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় ছিল না। পরদিবস প্রাতঃকালে সেনাপতি বলরাম পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া সাদক খাঁকে কোপা নদীতীরে আক্রমণ করিলেন।

সাদক খাঁ শিবির উঠাইয়া অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছিল; সুতরাং সে প্রস্তুতই ছিল। সে অবিলম্বে যুদ্ধ দান করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। অবশেষে হিন্দুরা হটিয়া আসিতে লাগিল। সাদক খাঁ সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। হিন্দুরা ক্রমে পিছাইয়া আসিয়া এক জঙ্গলমধ্যে আশ্রয় লইল। সাদক খাঁ জঙ্গলে প্রবেশ করিতে সাহস পাইল না—বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সে শিবির হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

এ দিকে রুদ্রনারায়ণ পঞ্চশত সৈন্যসহ পাঠানশিবির হইতে কিছু দূরে বনের ভিতর লুকাইয়া ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, সাদক খাঁ বলরামের পিছু পিছু ছুটিয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি পাঠান শিবিরের উপর ব্যাঘ্রবৎ লাফাইয়া পড়িলেন। শিবিরে কয়েকজন মাত্র রক্ষক ছিল—আক্রান্ত হইয়া তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

রুদ্রনারায়ণ তখন শিবিরে শিবিরে রাজার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বীরসিংহ সে সময় একটা ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাসমধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তখনও তিনি রাজবেশে ভূষিত, কিন্তু কটিতে তরবারি নাই। মুখমণ্ডলে সে পবিত্রতা, নয়নে সে তেজ তখনও দীপ্ত হইতেছিল; কিন্তু সব যেন বিষাদাচ্ছন্ন—যেন পূর্ণচন্দ্র রাহু-কবলিত।

গোলমাল শুনিয়া বীরসিংহ বুঝিলেন, হিন্দুরা শিবির আক্রমণ করিয়াছে। বুঝিয়া, হিন্দুদের সহিত

যোগ দিবার অভিপ্রায়ে কটিতে তরবারি অন্বেষণ করিলেন; দেখিলেন, তথায় তরবারি নাই। ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন,—চরণে শৃঙ্খল বাধিয়া পড়িয়া গেলেন।

এমন সময় রুদ্রনারায়ণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"রুদ্রনারায়ণ—আমার পুত্র—আমার মিত্র—রুদ্রনারায়ণ এসেছ?"

রুদ্রনারায়ণ বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"এসেছি প্রভু; কিন্তু হায়, কেন দুই দিন আগে আসিলাম না!"

রাজা। তাহা হইলে কি হইত রুদ্রনারায়ণ?

রুদ্র। তাহা হইলে সৈন্যেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলাইত না।

রাজা। সৈন্যেরা কি পলাইয়াছে?

রুদ্র। সকলে পলায় নাই। যাহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছে, তাহারা পলাইবে কেন?

রুদ্রনারায়ণ তখন রাজার চরণ হইতে শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে লাগিলেন। রাজা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মায়াকে পাইয়াছ?"

রুদ্র। মায়া কে?

রাজা। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কন্যা।

রুদ্র। তিনি ত রাজধানীতে আছেন।

রাজা। রাজধানীতে?

রুদ্র। হাঁ, রাজধানীতে? তিন দিন আগে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। সাদক খাঁ তাহাকে বন্দী করে নাই?

রুদ্র। না।

রাজা। হা ভগবান্, অনর্থক রাজাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলাম।

রাজা মুক্ত হইয়া কটিতে তরবারি বাঁধিলেন——মাথায় আবার শিরস্ত্রাণ পরিলেন। জনৈক হিন্দু অশ্ব আনিয়া যোগাইল। বীরসিংহ লম্ফত্যাগে অশ্বে উঠিয়া, যে দিকে সাদক খাঁ গিয়াছিল, সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

সাদক খাঁ তখনও জঙ্গল-বাহিরে সসৈন্যে দণ্ডায়মান, বীরসিংহ পঞ্চশত অশ্বারোহী সহ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া পাঠানকে আক্রমণ করিলেন। তখন জঙ্গল-মধ্যে অবস্থিত পঞ্চসহস্র হিন্দুসৈন্যও সুযোগ বুঝিয়া পাঠানের পুরোভাগ আক্রমণ করিল। সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হইয়া পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; এবং যে যে দিকে পারিল, সে সেই দিকে ছুটিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

কিন্তু সাদক খাঁ মরিয়াও মরিল না। কিছুদিন পরে কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া সুলতানের সহিত ময়ূরাক্ষীতীরে সম্মিলিত হইল।

সুলতান তাহাকে পাইয়া বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন; এবং অত্যল্পকালমধ্যে নদী পার হইয়া নগর আক্রমণ করিলেন। হিন্দুরা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না; আক্রমণও সহ্য করিতে পারিল না। নগর অচিরে মুসলমানের করতলগত হইল। কিন্তু দুর্গচূড়ে তখনও হিন্দু-পতাকা উড্ডীয়মান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার আশাটুকু ভেঙ্গ না প্রভু! সব গিয়াছে—যা' কিছু লইয়া সংসারে আসিয়াছিলাম, সে সব গিয়াছে, শুধু আশাটুকু বুকের মাঝে জাগাইয়া রাখিয়াছি, সেটুকু কাড়িয়া লইও না, দয়াময়!

তুমিই ত আমার হৃদয়ে আশা জাগাইয়াছ; এখন নিষ্ঠুর হইয়া দাঁড়াও কেন, করুণাধার? শৈশবে মায়ের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া গগন স্পর্শ করিবার আশা কে জাগাইয়াছিল, বিশ্বনাথ? যৌবনে সংধর্ম্মিণী জুটাইয়া দিয়া কে আমার হৃদয়ে অনন্ত প্রেমময়ীর ধ্যান আঁকিয়া দিয়াছিল? জ্ঞান-ভক্তি-প্রবাহ প্রাণে ঢালিয়া দিয়া মায়ের দুঃখ দূর করিবার আশা কে আমার হৃদয়ে জাগাইয়াছিল? সারা পথ যাহারে সাথী করিয়া দিয়াছ, এখন তাহারে কাড়িয়া লও কেন, ইচ্ছাময়?

কোটি কোটি বৃক্ষদেহে কোটি কোটি পত্র দেখিয়া যখন অশ্রুবিগলিত-নয়নে বিশ্বরচয়িতাকে খুঁজিলাম, তখন কে আমার প্রাণে আশা জাগাইয়া বলিয়া দিল, 'আমি বৃক্ষে বৃক্ষে পত্রে পত্রে আছি, আমাকে ডাকিলেই পাইবে।' কৌমুদী-প্রফুল্ল মলয়ানিলচুম্বিত নদীহৃদয়ে হিল্লোল উঠাইয়া কে আমার হৃদয়ে আশার উচ্ছ্বাস তরঙ্গে তরঙ্গে বাহিত করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, 'আমি জ্যোৎস্নায় আছি—প্রত্যেক জলকণায় আছি—অদৃশ্য বায়ুতে মিশাইয়া আছি, আমাকে ডাকিলেই পাইবে।' কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আকাশপথে দোলাইয়া অমানিশার ঘোরান্ধকার রজনীতে কে আমার হৃদয়ে আশালোক ফুটাইয়া দিয়া বলিয়া দিল, 'আমি কোটি কোটি বিশ্বের অণুতে অণুতে মিশাইয়া আছি,—আমাকে ডাকিলেই পাইবে।'

তোমাকে ডাকিতেছি, প্রভু!—কোথায় আছ, এ সময় একবার দেখা দাও। যে আশা হৃদয়ে ঢালিয়া

দিয়াছ, সে আশা মিটাইয়া দেও, নাথ! সব খোয়াইয়া কূল হারাইয়া আশাটুকু হৃদয়মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছি; এ আশা ধ্বংস করিও না, দয়াময়!

জীবন-ভোর অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইলাম, যাহাদের অবলম্বন ধরিয়াছিলাম, তাহাদের একে একে পথের মাঝে হারাইলাম। এখন কূলহীন সিন্ধুতীরে, অবলম্বন-শূন্য মহাশূন্যে দাড়াইয়া, তুমি ছাড়া আর কাহাকে ধরিব, বিভো?

দুর্গচূড়ার উপর পতাকা-পাদমূলে বসিয়া রাজা বীরসিংহ গদগদলোচনে ভগবান্‌কে ডাকিতেছিলেন। তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই—তখনও উষার ছটা আকাশ-গায়ে লাগে নাই। নিশি তৃতীয় প্রহর মাত্র।

বীরসিংহ একাকী। দুর্গনিম্নে ময়ূরাক্ষী। নদী ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। তাহার আর সে উল্লাস নাই—সে যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাস নাই,—নীরবে, নিঃশব্দে বিষাদিত অন্তরে বহিয়া চলিয়াছে। নগরমধ্যে—দুর্গের চারিদিকে পাঠান-শিবির। শিবিরে শিবিরে কত আলো জ্বলিতেছে—কত উল্লাস, কত আনন্দ বহিয়া যাইতেছে। সুদূর পর্ব্বতের গায় ম্লান চন্দ্র ঢলিয়া পড়িতেছে। চাঁদ অস্তমিত হইতেছে দেখিয়া নক্ষত্র-নিচয় গগনমধ্যে চাঁদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। ভাবিতেছে, তাহাদের কখন বুঝি অস্ত যাইতে হইবে না। পর্ব্বত, অরণ্য—নীরব, তমসাচ্ছন্ন। বীরসিংহ তাহাদের কত ভালবাসিতেন, তাহারাও বীরসিংহকে কত ভালবাসিত। তাহাদের দেখিতে দেখিতে—তাহাদের নিকট চিরবিদায় লইতে লইতে তিনি কত অশ্রুমোচন করিলেন।

বীরসিংহ ফিরিয়া একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, গ্রাম, নদী, প্রান্তর, গিরি, বন, উপত্যকা সব এখন মুসলমান-অধিকৃত। প্রাণ-তুল্য প্রিয় রাজধানী মুসলমানের হাস্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। ইস্‌লাম পতাকা চারিদিকে উড়িতেছে—মুসলমান-পদচিহ্ন জলস্থল-ব্যোমে অঙ্কিত রহিয়াছে। বীরসিংহের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল।

বীরসিংহ ভাবিলেন, "যাহাদের লইয়া মাতৃসেবায় ব্রতী হইয়াছিলাম—যাহাদের লইয়া এই বিশাল রাজ্য গড়িলাম, তাহারা সব একে একে চলিয়া গিয়াছে। আত্মীয়স্বজন গিয়াছে, সৈন্য-সেনাপতি গিয়াছে; রাজ্য গিয়াছে—রাজাও গিয়াছে! শুধু নিরাশায় বুক বাঁধিয়া, এই পতাকা হৃদয়ে ধরিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছি। আজ বুঝি আমারও শেষ। হা ভগবান্‌, দয়া হ'ল না!"

এমন সময় ধ্রুব গোস্বামী নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া ডাকিলেন,—"বীরসিংহ!"

বীরসিংহ মাথা তুলিয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিলেন—ভক্তিগদগদচিত্তে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ধ্রুব গোস্বামী বলিলেন,—"বীরসিংহ, এখন কাঁদিবার সময় নয়।"

বীর। না কাঁদিয়া আর কি করিব, গুরুদেব?

ধ্রুব। আর কি কোন উপায় নাই? সব কি শেষ হইয়াছে?

বীর। না, সব শেষ হয় নাই—এখনও আমি আছি।

ধ্রুব। যা' আছে, তাহা রক্ষা করিতে হইবে।

বীর। এ মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে নিষেধ করেন কেন?

ধ্রুব। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে হিন্দুর সকলই রহিল আবার আমরা নব রাজ্য স্থাপন করিব—হিন্দুপতাকা আবার উড়াইব। নিরাশ হও কেন, বীরসিংহ?

বীরসিংহ নিরুত্তর রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বীরসিংহ, দুর্গনিম্নে বহুদূরব্যাপী সুড়ঙ্গপথ আছে। দুর্গ যখন গঠিত হয়, তখন এই পথ আমি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম। আমি ছাড়া এ পথের অস্তিত্ব আর কেহ অবগত নয়। বীরসিংহ—পুত্রাধিক বীরসিংহ,—এস, এই সুড়ঙ্গপথে এস—সময় থাকিতে আমরা পলায়ন করি।"

বীরসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; একটু উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"পলায়ন করিব? এ জীবনে নয় প্রভু!"

সন্ন্যাসী। কেন ভুল বুঝিতেছ? শুন, বীরসিংহ—

বীর। আর কিছু শুনিতে চাই না—আমায় আর বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন না। যেখানে আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সৈন্য-সেনাপতি রহিল, সেখানে আমিও থাকিব। যাহারা আমার জন্য—দেশের জন্য প্রাণ দিল, তাহাদের ফেলিয়া—সহস্র সহস্র নরহত্যা করিয়া অবশেষে আমি প্রাণ লইয়া পলাইব? ছি, ছি!

সন্ন্যাসী বুঝিলেন, বীরসিংহ অটল। অতএব তিনি নিরস্ত হইলেন। কিন্তু এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাঁহার সমস্ত দেহ বাড়বানল-সংক্ষুব্ধ জলধি-তুল্য কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "হিন্দুর আশা-ভরসা এইবার অন্তর্হিত হইল।"

অনেকক্ষণ নীরবতার পর সন্ন্যাসী সহসা জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"সুলতানকে ছাড়িয়া সাদক খাঁকে অজয়-তীরে আক্রমণ করিতে কেন গিয়াছিলে, বীরসিংহ?"

বীর। মায়াকে উদ্ধার করিতে।

সন্ন্যা। মায়াকে?

বীর। হাঁ, ভাবিয়াছিলাম, সাদক খাঁ মায়াকে বন্দী করিয়াছে।

উত্তর শুনিয়া সন্ন্যাসী বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন। তাঁহার বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একটা কথা মনে পড়ে কি, বীরসিংহ?"

বীর। কি কথা, প্রভু?"

সন্ন্যা। সেই যে দিন তুমি পাণ্ডবেশ্বরে মায়াকে প্রথম দেখ, সেই দিন তোমাকে কি বলিয়াছিলাম, মনে আছে কি?

বীর। কৈ, কিছুই ত মনে হইতেছে না।

স। মায়ার সংস্পর্শে আসিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম।

বীর। কেন নিষেধ করিয়াছিলেন?

স। এখনও তা' বুঝ নাই? মায়া সর্ব্বনাশিনী,—যে তাহার সংস্পর্শে আসিবে, তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে।

বীর। মায়া সর্ব্বগুণবতী, পাপশূন্যা বালিকা।

স। তথাপি সে সর্ব্বনাশিনী।

রাজা আর সেখানে বসিলেন না,—অরুণোদয়ের বড় বেশী বিলম্ব নাই দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পথমধ্যে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজা নীরবে রাণীর হাত ধরিয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে। রাজা রাণীকে লইয়া প্রস্তরাসনের উপর উপবেশন করিলেন।

উভয়ে নীরব। ক্ষণপরে রাজা অতি কোমলকণ্ঠে ডাকিলেন,—"নর্ম্মদা!"

সে কোমল ঝঙ্কারে বীণার তার কাঁপিয়া উঠিল,—রাণী উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে উত্তর করিলেন,—"কি, হৃদয়নাথ?"

রাজা। তোমাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।

রাণী। বিদায় লইতে আসিয়াছ? বিদায় তোমাকে অনেক পূর্ব্বে দিয়াছি। এক্ষণে এস, তোমাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করি।

রাজা। বিদায় মাগিতে আসি নাই, নর্ম্মদা; একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।

রাণী। কি কথা?

রাজা। এত দিন তোমাকে তা' বলি নাই—আজ বলিব।

রাণী। বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বলিতে আসিয়াছ, আমি তা' অবগত আছি।

রাজা। অবগত আছ? অসম্ভব। আমিই যে বহুদিন তাহা অনবগত ছিলাম, নর্ম্মদা!

রাণী। তুমি তাহা না জানিতে পার, কিন্তু আমি জানিতাম। তোমার ভাব দেখিয়া আমি বহুপূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম, তুমি মায়াকে ভালবাস।

রাজা। সত্যই আমি মায়াকে ভালবাসি। রাণি, আমার অপরাধ—

রাণী। তোমার আবার অপরাধ! আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তুমি পদে পদে বীরের ন্যায় যুঝিতেছিলে। যা'র এতটা হৃদয়বল, তার আবার অপরাধ!

রাজা। রাণি—

রাণী। কেন এত সঙ্কোচ, রাজা? ভালবাসিয়াছ, বেশ করিয়াছ। আমিও যে আপন ভুলিয়া মায়াকে ভালবাসিয়াছি।

রাজা। রাণি, কেন তুমি মায়াকে স্থানান্তরিত কর নাই?

রাণী। কেন করিব? যাহাকে তুমি ভালবাস, কেন তাহাকে দূর করিব?

রাজা। নর্ম্মদা, নর্ম্মদা! আমি তোমার এ ভালবাসার অযোগ্য।

রাণী। তুমি অযোগ্য? মনে হয়, যদি ভগবান্ আমাকে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতেন—আমার হৃদয়ে আরও শক্তি, আরও ভালবাসা দিতেন—তাহা হইলে একবার সব তোমার পায়ে ঢালিয়া দেখিতাম, আমি তোমার যোগ্য হইতে পারি কি না।

রাজার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে রাণীকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। সে সুখস্পর্শে রাণীর সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইল। কিন্তু তখনই সে ভুজপাশ ছিন্ন করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইলেন; এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"রাজা, দ্বারে শত্রু—অস্ত্রগ্রহণ কর।"

রাজা। আজন্ম যুদ্ধ করিয়া কাটাইলাম, তোমার পানে কখন ফিরিয়া চাহিলাম না, নর্ম্মদা।

রাণী। রাজকার্য্যের উপর আমি? ছি, ছি! এমন প্রণয় আমি কামনা করি না।

বলিয়া রাণী গমনোদ্যতা হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কোথা যাও?"

"আসিতেছি" বলিয়া রাণী দ্রুতপদে প্রস্থান্

করিলেন ; এবং অনতিবিলম্বে মায়াকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাণীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি—নয়নে একটু গর্ব্ব।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে কে, রাণি? মায়া? মায়াকে আনিয়াছ, বেশ করিয়াছ।"

রাজার কথা শুনিয়া মায়া সাহস পাইল ; সে বলিল, "তুমি আমাকে খুঁজিতেছিলে, রাজা? আমি যে ভয়ে তোমার নিকট আসিতে পারিতেছিলাম না।"

রাজা। ভয় কেন, মায়া?

মায়া। পাছে তুমি বিরক্ত হও।

রাজা। কেন বিরক্ত হব?

মায়া। আগে ত হইতে।

রাজা। এখন আর সে দিন নাই।

রাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কথা পরে হবে। এখন যা' বলিতে আসিয়াছি, তাহা শুন।"

বলিয়া রাণী মায়ার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার নয়ন হইতে গর্ব্ব অন্তর্হিত হইল—ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে হাসি সরিয়া গেল ;—নীলাকাশ-প্রতিবিম্বিত স্থির জলধির ন্যায় সমস্ত মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রাণী প্রশান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া, বিবাহ করিবে?"

মায়া। কেন?

রাণী। মর্ত্ত্যে স্বর্গভোগ করিতে।

মায়া কিছু বুঝিল না, সে রাণীর মুখপানে বিস্মিত-নয়নে চাহিয়া রহিল।

রাণী বলিলেন,—"মায়া, অনেক দিন পূর্ব্বে তোমার বিবাহ দিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে সে অবসর দেন নাই। স্থির করিয়াছিলাম, যুদ্ধান্তে তোমার বিবাহ দিব ; কিন্তু—কিন্তু যুদ্ধান্তে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ না-ও ঘটিতে পারে। তাই আজ তোমার বিবাহ দিতে বাসনা করিয়াছি। মায়া, বিবাহ করিবে?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রাণী স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে হীরকমণ্ডিত বলয় উন্মোচন করত মায়ার প্রকোষ্ঠে পরাইয়া দিলেন—কণ্ঠ হইতে মণিময় হার খুলিয়া মায়ার গলায় দোলাইয়া দিলেন—ললাট হইতে রত্নখচিত মুকুট উন্মোচন করিয়া মায়ার ললাটে পরাইয়া দিলেন। সমস্ত পরাইয়া দিয়া পরিশেষে বলিলেন, "মায়া, যে রত্ন বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ, তাহা এখনও তোমাকে দিই নাই। স্থির হইয়া ব'স—তাহাও তোমাকে দিব।"

মায়া কিছুই বুঝিল না—প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল, নিস্তব্ধ। অলঙ্কার পরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধা হরিণীর ন্যায় করুণনয়নে একবার রাণীর পানে, একবার রাজার পানে চাহিল। অস্পষ্ট দীপালোকে সে কাতরদৃষ্টি কেহ লক্ষ্য করিল না। মায়া সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাণী আবার তাহাকে বসিতে বলিলেন। মায়া এবার বসিল—রাজার পদতলে কঠিন প্রস্তরের উপর বসিল। রাণী তাহার পাশে বসিলেন। বসিয়া, মায়ার দুই হাত লইয়া রাজার চরণের উপর স্থাপন করিলেন।

রাজা বিস্মিত, নির্ব্বাক্।

রাণী বলিলেন, "মায়া, যে দেবতার পূজা করিয়া জগতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী, তোমাকে আজ সে দেব-সেবার অংশ দিলাম। এক দিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই চরণে আশ্রয় পাইলে তোমার জীবন সার্থক। নারীজন্মে যাহা কিছু ঈপ্সিত, তাহা ভাগ্য আজ তোমাকে দিল—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দেব-পূজার উপযুক্ত হও!"

রাজা সহসা চরণদ্বয় মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "রাণি, তোমার কাজ তুমি করিলে—এবার আমার কাজ আমি করি।"

বলিয়া তিনি মায়ার হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং তাহাকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "মায়া, আজ হইতে তুমি আমার জননী, আমি তোমার পুত্র ; তুমি আমার কন্যা, আমি তোমার পিতা। মায়া—আমার প্রাণাধিকা মায়া, এত দিনে আমার ভ্রম ঘুচিল—ভয়, সঙ্কোচ দূর হইল।"

রাণী রাজার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "দাসীর উপহার গ্রহণ করিলে না প্রভু?"

রাজা। তোমারই উপহার গ্রহণ করিলাম, হৃদয়-রাণি। তবে পত্নীরূপে নয়, জননীরূপে গ্রহণ করিলাম।

রাণী, মায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মায়া, স্বামিভাবে অথবা পুত্রভাবে, যে ভাবেই পাও, তুমি আজ বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ রত্ন পাইলে। রাজাকে অস্ত্র, শস্ত্র, বর্ম্মে সজ্জিত কর—আমি দেবী-মন্দিরে চলিলাম।"

বলিয়া রাণী কক্ষত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"আমি বুঝি তোমার মা হইতে পারিলাম না।"

"কেন, মা?"

মায়া বলিল, "আমি যে তোমাকে অস্ত্র-শস্ত্রে সাজাইতে পারিলাম না।"

রাজা। সাজাও না কেন?

মায়া। আমি যে সাজাইতে জানি না।

রাজা। আমি তোমাকে শিখাইয়া দিব।

মায়া। তবে আগে মুকুটভূষণ আমার অঙ্গ হইতে খুলিয়া লও।

রাজা। কেন, মা?

মায়া। আমি যে নড়িতে পারিতেছি না।

রাজা মায়ার অলঙ্কার খুলিয়া লইলেন—রাণী যাহা পরাইয়াছিলেন, রাজা তাহা একে একে খুলিয়া লইলেন। মায়া তখন প্রফুল্লবদনে বলিল—"এইবার অস্ত্র আনি?"

কিন্তু মায়া আনিতে পারিল না। অস্ত্র-সন্নিধানে গিয়া ভয় পাইল। রাজা সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অস্ত্র দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন?"

মায়া। তুমি কি খড়্গ দিয়া মানুষ মার?

রাজা। তাতে দোষ কি মায়া?

মায়া। তোমার প্রাণ কাঁদে না?

রাজা। কাঁদিলে কি করিবে? শত্রুকে না মারিলে শত্রু যে আমাকে মারিবে।

মায়া। তবে মার—সহস্রবার মানুষ মার; আর আমার দুঃখ নাই। এবার ভয় করিব না—প্রফুল্লচিত্তে তরবারি আনিয়া তোমার কোমরে বাঁধিয়া দিব।

রাজা। না মায়া, আর তোমায় তরবারি আনিতে হইবে না—আমি নিজেই আনিতেছি।

এমন সময় একটা গোল উঠিল। জনৈক দাসী ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল, রাণী দেবী-মন্দিরে মূর্চ্ছিতা। রাজা উদ্বিগ্নচিত্তে দাসীর অনুসরণ করিলেন।

রাণী যথার্থই মূর্চ্ছাপন্না। তিনি দেবীমন্দিরে রাজার মঙ্গলকামনায় পূজা করিতে আসিয়া অস্বাভাবিকরূপে ভয় পাইয়াছেন। রাণী যখন নিমীলিত-নয়নে ধ্যানস্থা হইয়া বরাভয়দাত্রীর রূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তিনি দেখিতে পান, যেন কালিকার পদতলে রাজার সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড লুণ্ঠিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি ভীতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকাতরে ডাকিলেন,—"বিপদের দিনে তোমার দাসীকে কেন মা, ভয় দেখাইতেছ? জ্ঞান হওয়া অবধি তোমার পূজা করিয়া আসিতেছি—আজ কেন বিপাকে ফেলিয়া ভয় দেখাইতেছ, মা?"

রাণী চক্ষু মুছিয়া আবার ধ্যানস্থা হইলেন। আবার সেই বীভৎস দৃশ্য মনশ্চক্ষু-সম্মুখে প্রকটিত হইল। এবার রাণীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল,—তিনি জ্ঞান হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন।

রাজা আসিয়া দেখিলেন, নর্ম্মদাসুন্দরী ধুলাবলুণ্ঠিতা। তিনি সযত্নে রাণীর মস্তক স্বীয় ঊরুর উপর উঠাইয়া লইলেন এবং শিরোপরি জলধারা সেচন করিতে লাগিলেন।

অল্পকালমধ্যেই রাণীর চৈতন্যসঞ্চার হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"এত দিনে আমার স্মরণ হইয়াছে।"

রাজা। কি স্মরণ হইয়াছে, নর্ম্মদা?

রাণী। মায়াকে কোথায় দেখিয়াছি, এত দিন কিছুতেই মনে করিতে পারি নাই—আজ মনে হইয়াছে।

রাজা। কোথায় তাহাকে দেখিয়াছিলে?

রাণী। স্বপ্নে।

রাজা। স্বপ্নে? কবে দেখিয়াছিলে?

রাণী। আমার বিবাহের দিন নিশিশেষে।

রাজা। কি দেখিয়াছিলে?

রাণী। মায়াকে এমনই দেখিয়াছিলাম।

রাজা। এমনই দেখিয়াছিলে? অসম্ভব। যে সময়ের কথা বলিতেছ, সে সময় মায়া সম্ভবতঃ জন্মগ্রহণ করে নাই।

রাণী। জন্মগ্রহণ করুক্ বা না করুক্, তাহাকে আমি বিবাহ-রাত্রিতে এমনই দেখিয়াছিলাম।

রাজা। কি অবস্থায় দেখিয়াছিলে?

রাণী। দেখিয়াছিলাম, যেন মায়া চন্দ্রাধিক সৌন্দর্য্য লইয়া পশ্চিম-গগনপ্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে মধ্যাকাশে উঠিতেছে; পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণচন্দ্র আকাশ ব্যোম উদ্ভাসিত করিয়া উঠিতেছিল। দুই গগনে দুই চন্দ্র সমুদিত দেখিয়া মুগ্ধ-নয়নে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, মায়ার মূর্ত্তি যেন আরও প্রোজ্জ্বল, আরও শোভাময়; কিন্তু আলোকময়ী হইয়াও মায়া আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল না। ক্ষণপরে মধ্যগগনে মায়া চন্দ্রের সমীপস্থ হইল। তখন সে আরও মনোহারিণী মূর্ত্তি ধরিয়া চন্দ্রকে আকর্ষণ করত পদনিম্নস্থ অনন্ত-স্পর্শী সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিল। চন্দ্রবিহনে পৃথিবী আকাশ অচিরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তখন সেই অন্ধকারমধ্যে, জলস্থল প্রকম্পিত করিয়া ভৈরবকণ্ঠে মন্দ্রিত হইল,—'সাবধান, নর্ম্মদাসুন্দরি! এই মায়া এক দিন তোমার রাজ্য নষ্ট করিবে—বাঙ্গালা ধ্বংস করিবে।"

বলিতে বলিতে রাণীর দেহ কণ্টকিত হইল। যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতে তিনি প্রয়াস পাইতেছিলেন, সেই দৃশ্য তাঁহার মানসপটে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। রাণী কাঁপিয়া উঠিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

রাজা উঠিয়া রাণীর হাত ধরিলেন। সে সুখময় স্পর্শে রাণীর দেহ শিহরিয়া উঠিল,—তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া রাজার পানে চাহিয়া দেখিলেন। রাজা সস্নেহে তাঁহাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন,

—রাণীর ওষ্ঠের উপর—পদ্মের বুকে জ্যোৎস্না-তুল্য মৃদু মধুর হাসি ভাসিয়া গেল।

রাণীকে কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত কথা সহসা আজ কেমন করিয়া মনে পড়িল নর্ম্মদা?"

রাণী উত্তর করিলেন,—"একটু আগে মূর্চ্ছিতাবস্থায় আবার সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিয়া, সেই বহুদিন-বিস্মৃত স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে।"

উভয়ে নীরব—অনেকক্ষণ নীরব। অনেকক্ষণ পরে রাজা বলিলেন,—"স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনামাত্র। মায়া শিশু-তুল্য সরল—দেবীতুল্য নিষ্পাপ;—মায়া আমার জননী।"

রাণী বলিলেন,—"স্বপ্ন মিথ্যা নয়—ও কি!"

রাণী চমকিত হইয়া ভীতি-বিহ্বল-নয়নে দেবী-প্রতিমা পানে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রতিমা যেন ঈষৎ দুলিতেছে—প্রতিমা-পদতলে যেন রাজার ছিন্ন মুণ্ড লুণ্ঠিত হইতেছে—যেন দেবীর লোলরসনা রাজরক্ত পানে অধীর হইয়াছে। রাণী সকাতরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বরাভয়দাত্রি, কেন শরণাগত ভক্তকে হত্যা কর মা? যে তোমার আশ্রিত—যে একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে সংহার করিয়া কি সন্তোষ পাইবে, জননি? জীবনে কখন কোন প্রার্থনা করি নাই, আজ আমি তোমার চরণে স্বামী ভিক্ষা চাহিতেছি। নিরাশ করিও না—ভবিতব্যতা বুঝাইয়া তোক দিও না। আমি জানি, তোমার ইচ্ছায় ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়—ধ্বংসোন্মুখ বিশ্ব পুনর্জ্জীবিত হয়। তবে তুমি আমার গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া কেন আমার সর্ব্বস্ব হরণে সমুদ্যত হইয়াছ? এ কি! আবার সেই দৃশ্য! দয়া হ'ল না, পাষাণি? এত কাল ধরিয়া তোমার পূজা করিলাম—এত তোমায় ডাকিলাম—তবু দয়া হ'ল না! রক্ত চাও? তবে খড়্গ উঠাও—আমাকে বধ কর; আমার রক্তে তোমার লোল রসনার শান্তি কর।"

বলিয়া রাণী অবনত-মস্তকে খড়্গ-নিম্নে দাঁড়াইলেন। খড়্গ উঠিল না—প্রতিমা নড়িল না। রাণী এবার বাণাহত ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"কি, আমার রক্তে তৃপ্তি হবে না? রাজ-রক্ত চাও? যে তোমাকে স্থাপনা করিল—যে তোমার পূজা দেশময় প্রচার করিল, তুমি তার রক্ত চাও? যে বঙ্গের ভরসা, রূপে-গুণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, বীরত্বে অদ্বিতীয়, তা'র রক্ত না পাইলে তোমার তৃপ্তি হবে না? তবে তুমি আর এখানে কেন? দূর হও।"

বলিতে বলিতে রাণী পাষাণময়ী প্রতিমা* দুই হাতে ধরিয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাম্রকুণ্ড, কোষা, টাট, ফুল, মাল্য, নৈবেদ্য দূরে ফেলিয়া দিলেন—মঙ্গলঘট পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

রাজা বিস্মিত, স্তম্ভিত। যখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তখন তিনি ছুটিয়া আসিয়া উন্মাদিনীকে ধরিলেন।

তখন রাণীর দেহ বায়ুতাড়িত পতাকার ন্যায় কম্পিত হইতেছিল। তাঁহার বেণী উন্মুক্ত—বসন বিস্রস্ত। গণ্ড বহিয়া আঁখিজল গড়াইতেছে, রক্ত-কমল-তুল্য নয়ন হইতে অনলকণা বিচ্ছুরিত হইতেছে। সেই জ্বলন্ত পাবকরূপিণী রমণীমূর্ত্তি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া রাজা নিরাশা-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ করিলে রাণি, সর্ব্বনাশ করিলে!"

রাণী চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আমাকে ছেড়ে দাও—আমি প্রতিমা বিসর্জ্জন দিব।"

রাজা সকাতরে বলিলেন,—"কেন অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতেছ, রাণি?"

রাণী। রক্ত-লোলুপা পাষাণী প্রতিমা বিসর্জ্জনে অমঙ্গল? কে তোমাকে এ কথা শিখাইল, রাজা?

রাজা। হিন্দুনারী হয়ে কোন্ প্রাণে তুমি দেবীপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে চাও?—কোন্ প্রাণে তুমি মনুষ্যত্বে, হিন্দুত্বে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বধর্ম্ম পদদলিত করিতে চাও?

রাণী। তুমি আমার সর্ব্বধর্ম্ম—তুমি আমার সর্ব্বকর্ম্ম—তোমার উপর কাহাকেও আমি স্থান দিই নাই। যে দেবী তোমাকে রক্ষা না করিয়া সংহার করে, সে দেবী নয়—পিশাচী,—সে আমার শত্রু।

রাজা। নর্ম্মদা, নর্ম্মদা, আর কিছুতেই নিস্তার নাই; রাজ্য গেল—আমরাও চলিলাম।

রাণী। তুমি যাইবে? কে তোমাকে মারে? কার সাধ্য তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে?

রাজা। যে আমাদের রক্ষা করিত, তাহাকে তুমি হতাদরে বিসর্জ্জন দিয়াছ; আর কে আমাদের রক্ষা করিবে নর্ম্মদা?

রাণী। আমি করিব। আমি তোমাকে স্বহস্তে বীরসাজে সাজাইব। প্রয়োজন হয়, ঐ নরমুণ্ড-মালিনীর সর্ব্বসংহারক খড়্গ লইয়া তোমার পিছু পিছু ফিরিব—দেখিব, কার সাধ্য তোমাকে সংহার করে।

রাজা। নর্ম্মদা, বৃথা গর্ব্ব। প্রতিমা গেল—

* এই পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা আজও বীরসিংহপুরে দৃষ্ট হয়।

আমরাও চলিলাম, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-স্বাধীনতাও বুঝি যুগ-যুগান্তরের মত অস্তমিত হইল।

রাণী। বৃথা গর্ব্ব? আমি জীবিত থাকিতে তুমি মরিবে? তবে শুন রাজা,—চন্দ্র সূর্য্য তেত্রিশ কোটি দেবতা যে যেখানে আছ,শুন—জল,স্থল, ব্যোম,আকাশ পৃথিবী, তোমরা সকলে শুন, আমি যদি সতী হই—পাতিব্রত্যে যদি শক্তি থাকে,—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ঈশ্বর সকলের উপর যদি স্বামীকে কায়মনোবাক্যে স্থান দিয়া থাকি, তাহা হইলে সকলে দেখিও, আমি জীবিত থাকিতে আমার স্বামীর কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল যদি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় রাজা, স্বয়ং চামুণ্ডা যদি তোমার বিপক্ষ হ'ন, তাহা হইলেও আমার বাক্য অন্যথা হইবে না। এখন এস, তোমাকে বর্ম্মে অস্ত্রে সজ্জিত করি।

বলিয়া রাণী গর্ব্বভরে মন্দির ত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চারিদিক্ হইতে দুর্গ আক্রান্ত হইল। বীরসিংহ মুষ্টিমেয় হিন্দু সৈন্য লইয়া অসংখ্য পাঠানের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

দুর্গ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র হইলেও পাষাণ-গঠিত। চারিদিকে ভীমকায় উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর-গাত্রে চারিদিকে চারিটা দ্বার। দ্বার অপ্রশস্ত—পথ সঙ্কীর্ণ।

প্রাচীরনিম্নে জলপূর্ণ পরিখা। মুসলমানেরা স্থানে স্থানে সেতু বাঁধিয়া পরিখা পার হইল। হিন্দুরা বাধা দিল—অনেক পাঠান পরিখার জলে ডুবিয়া মরিল; তবু মুসলমান ছাড়িল না—অদম্য উৎসাহে পরিখা পার হইয়া প্রাচীরতলে দাঁড়াইল।

তখন মধ্যাহ্ন। আক্রমণের বেগটা পশ্চিমদিকেই কিছু বেশী; বীরসিংহ সেই দিক্ রক্ষা করিতেছিলেন। রুদ্রনারায়ণ, রামদেও ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল।

পাঠানেরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমদ্বার আক্রমণ করিল। দ্বার কঠিন—লৌহনির্ম্মিত। কঠিন হইলেও পাঠান-কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন অবরোধ-মুক্ত জলপ্রবাহের ন্যায় পাঠান-সৈন্য সেই দ্বারপথে প্রবেশ করিল।

তদ্দৃষ্টে বীরসিংহ কুঠারহস্তে পথমুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার একটু সুবিধাও ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পথ সঙ্কীর্ণ। দুই জনের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তরবারি চালনার সুবিধা নাই। শত শত পাঠান দ্বারপথে প্রবেশ করিল; কিন্তু একাধিক পাঠান বীরসিংহকে এক সময়ে আক্রমণ করিতে পারিল না।

মুসলমানেরা একে একে অগ্রসর হইতে লাগিল—বীরসিংহ তাহাদের একে একে সংহার করিতে লাগিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে বীরসিংহকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিল না; এক জন মরে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার স্থান অধিকার করে—দ্বিতীয় ব্যক্তি আহত হয়, তৃতীয় ব্যক্তি তাহার স্থান গ্রহণ করে। এইরূপে পাঠানের পর পাঠান আসিতে লাগিল—পাঠানের পর পাঠান মরিতে লাগিল। মুসলমান কিছুতেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

তখন সাদক খাঁ দ্বার ছাড়িয়া প্রাচীরগাত্রে সিঁড়ি লাগাইল। হিন্দুরা সিঁড়ি ফেলিয়া দিল—পাঠানেরা আবার লাগাইল। বার বার বিফলমনোরথ হইয়াও পাঠানেরা নিরস্ত হইল না। অবশেষে বেলা যখন সার্দ্ধ তিন প্রহর, তখন মুসলমানেরা সিঁড়ি বহিয়া দুর্গমধ্যে নামিল।

বীরসিংহ তখন ছুটিয়া প্রাঙ্গণে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, শতাধিক পাঠান দুর্গমধ্যে নামিয়াছে।

তখন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই শতাধিক পাঠানের মধ্যে ব্যাঘ্রবৎ লাফাইয়া পড়িলেন; এবং দুই হস্তে কুঠার ধরিয়া যবন নিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার দেহের উপর চারিদিক হইতে অজস্র ধারায় শূল, শর আসিয়া পড়িতে লাগিল—তিনি অচল অটল ভূধরের ন্যায় অক্ষত-দেহে অঙ্গোপরি তাহা ধারণ করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা শত চেষ্টাতেও তাঁহার কবচ ভেদ করিতে পারিল না—তাঁহাকেও ভূপাতিত করিতে পারিল না; ব্যাঘ্রসম্মুখে মেষের ন্যায় দাঁড়াইয়া একে একে মরিতে লাগিল।

এ দিকে দ্বার মুক্ত দেখিয়া সাদক খাঁ কতিপয় অনুচরসহ অশ্বারোহণে দ্বারপথে প্রবেশ করিল। পথরোধ করিবার বড় একটা কেহ ছিল না। যাহারা ছিল, তাহারা সাদক খাঁর সম্মুখে তৃণবৎ উড়িয়া গেল।

সাদক খাঁ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যেখানে বীরসিংহ শত শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া অভিমন্যুর ন্যায় একাকী কুঠারহস্তে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বীরসিংহের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, "ফতেসিংহকে দেখিয়াছি—আজ বীরসিংহকে দেখিলাম। দুই ভাই একত্র অস্ত্র ধরিলে কাহার সাধ্য বাঙ্গালা জয় করে?"

সাদক খাঁ দেখিল, বীরসিংহ আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল পাঠান মারিতেছেন। তাঁহার

চারিদিকে শবদেহ স্তূপীকৃত হইয়াছে। দীপ্ত উল্কাবৎ কুঠার অবিরত ঘুরিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে পাঠান-শির লুটাইয়া পড়িতেছে। সাদক খাঁ বীরশ্রেষ্ঠ হইয়াও বীরসিংহের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। সে ভাবিল, "দ্বন্দ্বযুদ্ধে বীরসিংহকে কেহ আজ পরাস্ত করিতে পারিবে না; অতএব কপটতা অবলম্বন করিয়া তাহাকে মারিব। কিন্তু এত বড় যোদ্ধাকে প্রাণে মারিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু উপায় কি? বীরসিংহ না মরিলে পাঠানের মঙ্গল নাই।"

চিন্তান্তে সাদক খাঁ বীরসিংহের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে শূল উঠাইল। শূল মৃত্যু মুখে করিয়া সন্ সন্ শব্দে ছুটিল; কিন্তু বীরসিংহের বক্ষের উপর পড়িল না—এক জন মধ্যপথে বুক পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিল। যে গ্রহণ করিল, সে—রুদ্রনারায়ণ। মহাপ্রাণ রুদ্রনারায়ণ শূলাহত হইবামাত্র বৃন্তচ্যুত পদ্মের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন।

বীরসিংহ একলম্ফে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন —"রুদ্রনারায়ণ—মহাপ্রাণ রুদ্রনারায়ণ—আমার জন্য প্রাণ দিলে?"

মুমূর্ষু মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল,—"আমি আপনার জন্য প্রাণ দিই নাই—দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছি। আজ আমার জীবন সার্থক।"

বলিতে বলিতে নরকুল-গৌরব রুদ্রনারায়ণ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

বীরসিংহ তখন শাবকহৃতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"যে নরাধম গুপ্ত আঘাতে এই বীরশ্রেষ্ঠকে হত্যা করিল, তাহার আর নিস্তার নাই—অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

দূর হইতে সাদক খাঁ উত্তর করিল,—"তোমারই উদ্দেশে শূল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, রাজা বীরসিংহ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমাকে না মারিয়া মশক মারিলাম

মেঘগর্জ্জনবৎ হুঙ্কারশব্দে বীরসিংহ বলিলেন,—"দ্বিতীয় শূল গ্রহণ কর—দেখিব, তোমার বাহুতে কত শক্তি।"

সাদক খাঁ দ্বিতীয় শূল গ্রহণ করিল তখন রামদেও করযোড়ে রাজার নিকট নিবেদন করিল,—"প্রভু, ক্ষুদ্রকে মারিয়া হস্ত কলঙ্কিত করেন কেন? দাসের প্রতি আদেশ হউক, নরকুলকলঙ্ক সাদক খাঁকে মারিয়া ধরণীর ভার লাঘব করি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রামদেও ব্যাঘ্রবৎ সাদক খাঁর উপর লাফাইয়া পড়িল; এবং তাহাকে অশ্ব হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভূপাতিত করিল। সাদক খাঁ অস্ত্রচালনা করিবার অবকাশ পাইল না; কিন্তু রামদেও সে সুযোগ গ্রহণ করিল না, না করিয়া, সে নিজের হাতের তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিল।

উভয়ে রিক্তহস্ত, ভূশায়িত, পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ। সাদক খাঁ অপেক্ষাকৃত বলবান্, কৌশলী; কিন্তু রামদেও প্রতিহিংসাপরায়ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাদক খাঁ অচিরে পরাস্ত হইল। তখন রামদেও তাহার বুকের উপর উঠিয়া গলা চাপিয়া ধরিল এবং দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল,—"আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, খাঁ সাহেব?"

সাদক। তুমি কে?

রাম। আমাকে জান না? আমি সীতাপতি। তুমি আমার মাতাপিতাকে হত্যা করিয়াছ—আমার ভগ্নীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ—আমার দুর্গ ভস্মীভূত করিয়াছ। তোমার পাশবিক অত্যাচারে দেশ ছাড়িয়া স্ত্রী-কন্যা লইয়া পলাইলাম—অজয়গর্ভে স্ত্রী-কন্যাকে বিসর্জ্জন দিলাম—সর্ব্বস্ব হারাইয়া অবশেষে তোমার পিছু লইলাম। এত দিন সুযোগ ঘটে নাই—আজ ঘটিয়াছে। তোমার সৈন্যদের ডাক—তোমার আল্লাকে ডাক—দেখ, তোমাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে কি না।

সাদক খাঁ বুঝিল, আর নিস্তার নাই। তখন সে মনে মনে খোদাকে ডাকিয়া বলিল, "আল্লা, আজীবন অনেক পাপ করিয়াছি, কখন তোমাকে ডাকি নাই। ভাবিতাম, তুমি মিথ্যা—তোমার নাম মিথ্যা। এখন অনন্ত সাগরকূলে দাঁড়াইয়া স্থির বুঝিয়াছি, তুমি সত্য —তোমার বিচার সত্য।"

আল্লাকে ভাবিতে ভাবিতে সাদক খাঁ আল্লার নিকট চলিয়া গেল। তাহার প্রাণ দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া কত দূরে চলিয়া গেল, তবু রামদেও তাহাকে ছাড়িল না। পাঠান সৈন্যেরা অবশেষে রামদেওকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, তাহার কঠিন আলিঙ্গনপাশ হইতে সাদক খাঁর মৃতদেহ মুক্ত করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকের দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল। জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় মুসলমান-সৈন্যতরঙ্গ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাণী নর্ম্মদাসুন্দরী পূর্ব্বদিকে থাকিয়া সৈন্যদের উৎসাহিত করিতেছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, মুসলমানেরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল—বাঙ্গালীরা শত

শত পাঠান মারিয়া অবশেষে একে একে সকলে প্রাণ দিল, তখন তিনি প্রাসাদমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা, এখনও সময় আছে—পলায়ন কর।"

রাণী। রাজাকে ফেলিয়া পলাইব? কখনই নয়।

স। রাজাকে আনিতেছি—সুড়ঙ্গপথে চল, মা।

রাণী। আপনি মায়াকে লইয়া পলায়ন করুন। যেখানে প্রজারা থাকিল, সেখানে রাজরাণীও থাকিবে।

সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন।

অতঃপর রাণী প্রাসাদ-চূড়ায় উঠিলেন। শিখর-দেশ তত উচ্চ না হইলেও তথা হইতে সমস্ত রণক্ষেত্র পরিদৃষ্ট হইতেছিল। রাণী দেখিলেন, রাজা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একাকী কুঠারহস্তে যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাকে সাহায্য করে, এমন কেহই নাই; যাহারা ছিল, তাহারা একে একে গতাসু হইয়াছে। চারিদিকে অসংখ্য পাঠান তাঁহাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তথাপি কেহ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। তদ্দৃষ্টে রাণী গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"ধন্য বীরত্ব! যত দিন বাঙ্গালায় মনুষ্যত্ব থাকিবে—বীরত্বের আদর থাকিবে, তত দিন রাজা বীরসিংহ, তোমার কীর্ত্তিগাথা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গীত হইবে—তোমার মূর্ত্তি গড়িয়া বাঙ্গালী ঘরে ঘরে পূজা করিবে।"

বাঙ্গালী করিয়াছিল তাই—আজও কতকটা করিতেছে। বীরভূমি অঞ্চলে বীরসিংহের কীর্ত্তিগাথা আজও স্থানে স্থানে শ্রুত হয়—তাঁহার মৃন্ময়মূর্ত্তি গঠিত হইয়া প্রদর্শনীতে আজও প্রদর্শিত হয়।

সে কথা যাক্। রাণী যখন যুদ্ধদর্শনে নিবিষ্ট-চিত্ত, তখন কয়েক জন পাঠান নীরবে আসিয়া তাঁহার পিছনে দাঁড়াইল। যে অগ্রগামী, সে রাণীকে সম্বোধন করিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল,—"কাহার জন্য ভাবিতেছ, বিবি? যা' আদেশ করিবে, এ গোলাম তামিল করিতে এখনই প্রস্তুত।"

রাণী বিদ্যুদ্‌গতিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত জনৈক পাঠান পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তাহার কটিবন্ধে রত্ন—কণ্ঠে মণিময় হার—ললাটে উজ্জ্বল হীরক। পাঠানের পিছনে—একটু দূরে আরও কয়েক জন পাঠান।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

পাঠান উত্তর করিল,—"আমি সুলতান গায়স্‌উদ্দীন।"

রাণী। তুমিই সুলতান? শুনিয়াছি, তুমি বীর; তবে যুদ্ধ ছাড়িয়া এখানে কেন?

সুলতান। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? দুর্গে আর হিন্দু নাই।

রাণী। সকলকেই কি মারিয়াছ?

সুলতান। মারিয়াছি—অস্ত্রধারণক্ষম যে যেখানে আছে, সকলকেই মারিয়াছি।

রাণী। মিথ্যা কথা। রাজাকে এখনও মারিতে পার নাই। ঐ দেখ, তিনি ইন্দ্রতুল্য দাঁড়াইয়া দৈত্যবংশ নির্ম্মূল করিতেছেন।

সুলতান অগ্রসর হইয়া দেখিলেন; দেখিলেন, রাণীর কথা প্রকৃত;—পাঠান-অরণ্যমধ্যে রাজা বীর-সিংহ কুঠারহস্তে সংহারমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান।

ইত্যবসরে—সুলতান যখন যুদ্ধদর্শনে নিবিষ্টচিত্ত, তখন রাণী সরিয়া আসিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। সুলতান তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কোথায় পলাইতেছ, বিবি? জান্ দিব—তবু তোমাকে ছাড়িব না।"

রাণী। এই কি তোমার বীরত্ব, কাপুরুষ? প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখ হইতে শৃগালের ন্যায় পলাইয়া আসিয়া রমণীসমাজে শৌর্য্য প্রকাশ করিতেছ?

সুলতান। শত্রুভয়ে গায়স-উদ্দীন কখন ভীত নহে। কিন্তু সুন্দরি, আজ আমি তোমার ভয়ে ভীত;—আশঙ্কা হয়, পাছে তুমি আমার প্রতি বিরূপ হও।

রাণী। শুনিয়াছিলাম, তুমি ধার্ম্মিক; এক্ষণে দেখিতেছি, তুমি নরপিশাচ।

সুল। কেন, আমার অপরাধটা কি? দুর্গজয় করিয়াছি—দুর্গমধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমার। শুন বিবি, তুমি আমাকে নিকা কর—ক্ষুদ্র রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালার মসনদে বসিবে চল। তোমার মত সুন্দরী——

রাণী। দূর হও, রাজকুল-কলঙ্ক!

সুল। বুঝিয়াছি, তুমি রাণী; নতুবা এত তেজ, এত স্পর্দ্ধা কাহার? কিন্তু কে দূর করিয়া দিবে, রাণি? তোমার অনুচরবর্গ গতাসু—স্বামী মৃতপ্রায়। কাহার আশায় বুক বাঁধিয়া এখনও আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? শুন রাণি, এখনও তোমার সম্মান রাখিয়াছি,—যদি সহজে সম্মত না হও, তাহা হইলে—

রাণী। তাহা হইলে কি করিবে, নরাধম?

সুল। বল-প্রয়োগ করিব।

রাণী। হিন্দুসতীর অঙ্গ আজও বলে স্পৃষ্ট হয় নাই।

সুল। হয় কি না, আজ তা' দেখাইব।

বলিতে বলিতে সুলতান সরোষে অগ্রসর হইলেন। রাণী তদ্দৃষ্টে আরও পিছাইয়া আসিয়া ছাদের ধারে দাঁড়াইলেন। আর পিছাইবার স্থান নাই ; নীচে—অনেক নীচে বিপুলকায়া দীর্ঘিকা। রাণী একবার দীর্ঘিকা পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—দীর্ঘিকার জল নীল, স্বচ্ছ, গভীর—অনন্ত আকাশের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহাকে যেন অনন্তে মিশাইতে আহ্বান করিতেছে। রাণী একবার স্বামীকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তার পর সুলতানের দিকে ফিরিলেন ; দেখিলেন, সুলতান দ্রুতপদে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তদ্দৃষ্টে রাণী চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"স্থির হও, নরাধম ; অনলমুখী পতঙ্গের ন্যায় সতীরমণীর ক্রোধানলে ঝাঁপ দিও না। এখনও পশুপ্রবৃত্তি দমন কর, নতুবা সবংশে বিনষ্ট হইবে।"

সুলতান। বিনষ্ট হই—রাজ্য যায়, সেও ভাল—তবু তোমাকে ছাড়িব না। তোমার দর্প চূর্ণ করিব ; তার পর বীরসিংহের প্রেয়সী মহিষীকে বাজারে বাজারে দেখাইয়া আনিব।

রাণীর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"এত স্পর্দ্ধা! তবে শুন গায়স-উদ্দীন, এই পাপে তোমার রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে—তুমিও বিনষ্ট হইবে। তুমি যেমন বৃথা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ, তেমনই অচিরে তোমারও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইবে। তুমি আজ সর্ব্বধর্ম্ম পদদলিত করিয়া আমার ধর্ম্ম অপহরণে সমুদ্যত, সেই পাপে তোমার স্ত্রী-কন্যা এক দিন সর্ব্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নগরে নগরে দেহ বিক্রয় করিয়া বেড়াইবে।"

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া সুলতান বলিলেন,—"এখন দেখা যাউক, তোমার দেহ কে রক্ষা করে।"

রাণী দেখিলেন, মৃত্যু ভিন্ন ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর নাই। তখন তিনি মনে মনে স্বামীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "সখা—প্রাণাধিক—হৃদয়দেবতা, চলিলাম। আবার অনন্তধামে তোমাতে আমাতে সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু—কিন্তু বাঙ্গালার কি হইবে? হা বঙ্গভূমি—"

বলিতে বলিতে রাণী, বাপীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

রাণীর এই অভিসম্পাত কতদূর সত্য হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে রাজার কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল। তখন রাজা একটু একটু করিয়া পিছাইয়া আসিয়া প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুসলমানেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

এমন সময় একটা গোল উঠিল। লোকমুখে চারিদিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"রাণী দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

কথাটা রাজার কানেও গেল। তিনি বিষাদভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"এইবার আমার সব—সব শেষ হ'ল ; একটু দাঁড়াও, নর্ম্মদা—আমিও যাইতেছি ; একবার জন্মের মত মাকে দেখিয়া আসি।"

বলিয়া রাজা একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের লৌহনির্ম্মিত কপাট ; রাজা ভিতর হইতে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন।

দেবীপ্রতিমা তখনও হর্ম্ম্যতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল। প্রতিমাপানে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে রাজার চোখে জল আসিল। তিনি জলভারাকুল-নয়নে বলিলেন,—"মা, মা, যে তোমাকে স্থানচ্যুত করিয়াছিল—যে তোমার উপর স্বামীকে আসন দিয়াছিল, সে আর এ সংসারে নাই ; এখন মা, তুমি একবার বেদীর উপর উঠিয়া বইস—তোমাকে জন্মের মত বারেক নয়ন ভরিয়া দেখি।"

বলিতে বলিতে রাজা দুই হাতে প্রতিমা ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু উঠাইতে পারিলেন না। হস্ত অবশ—দেহ বলহীন ;—প্রতিমা উঠাইবার শক্তিও আর তাঁহার নাই। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "উঠিলে না, মা? এই ভাবে কত কাল পড়িয়া থাকিবে? আমরা যে একে একে সকলেই চলিলাম—আর কে তোমাকে উঠাইয়া বসাইবে মা? কি? বাঙ্গালীর পূজা আর গ্রহণ করিবে না? বাঙ্গালীর অপরাধ কি মা? বাঙ্গালী ধ্রুব গোস্বামী গৌড় হইতে তোমাকে কুড়াইয়া আনিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিল—বাঙ্গালী বীরসিংহ সর্ব্বস্ব ঢালিয়া আজীবন তোমার পূজা করিল, তবু তোমার দয়া হ'ল না? কেন মা? তাহাদের কি কোন অপ-রাধ পাইয়াছ? যদি তাই হয়, তবে তাদের অপ-রাধে—গৌড়াধিপতির অপরাধে সমগ্র বাঙ্গালী-জাতির সর্ব্বনাশ সূচিত হয় কেন মা?"

বাক্য শেষ হইতে না হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দে কপাট

ভাঙ্গিয়া পড়িল,—মুসলমানেরা 'ক্ষতসেতুবন্ধন' জল-প্রবাহের ন্যায় মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া কুঠার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কুঠার-চালনার শক্তি আর নাই। তাঁহার মুণ্ড অচিরে ছিন্ন হইয়া দেবীপদতলে লুণ্ঠিত হইল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; চারিদিক্ হইতে বিরাট অন্ধকার ছুটিয়া আসিয়া বাঙ্গালা আচ্ছন্ন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

তার পর কত কাল অতীত হইয়াছে। কত কাল পরে আবার মায়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সন্ন্যাসীর আর সে তেজ নাই, সে বল নাই—জরা ও বার্দ্ধক্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার বর্ষা আসিয়াছে। অজয়ের আর সে সঙ্কোচ নাই—সে এক্ষণে কূল-পরিপ্লাবিনী। শৈশব গিয়াছে—যৌবন ফুটিয়াছে। অজয় উচ্ছ্বাসময়ী নবযৌবনপ্রফুল্লা কিশোরীর ন্যায় ফুলের মালা মাথায় বাঁধিয়া, গর্ব্বভরে হেলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। মেঘদর্শনে তাহার উচ্ছ্বাস আবার জাগিয়া

কিন্তু মায়া আর তাহার সঙ্গে তেমন করিয়া কথা কয় না। অজয় কত ভুলাইতে চেষ্টা করে—মায়াকে বুকে জড়াইয়া কত সোহাগ করে—মায়ার কানে কানে কত কথা বলে; কিন্তু মায়া তাহার সঙ্গে কথাটিও কয় না—নীরবে, জলভারাকুল-নয়নে তাহার পানে শুধু চাহিয়া থাকে।

দুঃখে অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া অজয়, পাণ্ডবেশ্বরের চরণে মায়ার নামে কত কথা লাগাইয়াছে; পাণ্ডবেশ্বর মায়াকে কত বুঝাইয়াছেন—গোরু মহিষ কত কথা মায়াকে বলিয়াছে। কিন্তু মায়া কাহারও কথা শুনে না, পাণ্ডবেশ্বরের সঙ্গে কথাও কয় না—গরু-মহিষের পানে ফিরিয়াও চায় না।

মায়া আর তেমন করিয়া সন্ন্যাসীর জটা এলাইয়া দিয়া তাঁহাকে গৃহস্থ সাজায় না। নিজেও আর তেমন করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজে না। মায়া আর সাজি ভরিয়া ফুল তুলে না, টগর-সেফালিকার সঙ্গে তেমন করিয়া কথা কয় না। মায়া সব ছাড়িয়াছে।

সব ছাড়িয়া মায়া অজয়গর্ভে সমুচ্চ বালুকাস্তূপের উপর এক ক্ষুদ্র মন্দির গড়িয়াছে; মন্দির গড়িয়া তন্মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র মৃন্ময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। প্রাতে উঠিয়া, মূর্ত্তি দুইটির সম্মুখে স্থান গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তি দুইটির পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকে। দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইয়া ক্রমে মধ্যাহ্ন সমাগত হয়, তবু মায়া উঠে না—নড়ে না,—সেইখানে—সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের সম্মুখে নীরবে, সাশ্রুনয়নে বসিয়া থাকে।

আজও মায়া তেমনই করিয়া মন্দির-সম্মুখে চরের উপর বসিয়াছিল। চারিদিকে জল—মধ্যস্থলে বালুকা-স্তূপ। জল কোথাও গভীর নয়—মানুষ হাঁটিয়া পারাপার হয় চর তত উচ্চ নয়—বান্ বা হড়্পা আসিলে ডুবিয়া যায়। বান্ বা হড়্পা সচরাচর আসে না; আসিলেও, বেশীক্ষণ থাকে না; ধ্বংস করিতে আসিয়া ক্ষণেকের মধ্যে ধ্বংস করিয়া চলিয়া যায়।

মায়া চরের উপর বসিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে মৃন্ময় মূর্ত্তিদ্বয়—একটি রাজা বীরসিংহের, অপরটি রাণী নর্ম্মদাসুন্দরীর। মূর্ত্তি দুইটি মায়া স্বহস্তে গড়িয়াছে—স্বহস্তে বসন-ভূষণে সাজাইয়াছে। মায়া মূর্ত্তিদ্বয়ের পূজা করে না—শুধু সম্মুখে রাখিয়া মূর্ত্তিপানে চাহিয়া থাকে।—কথা বলে না, প্রণাম করে না—শুধু চাহিয়া থাকে। যতক্ষণ না সন্ন্যাসী আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যান, ততক্ষণ মায়া একই ভাবে নীরবে বসিয়া থাকে।

মায়া আজও বসিয়াছিল। তখন প্রাতঃকাল, পশ্চিমে পূর্ণচন্দ্র অস্ত যাইতেছে—পূর্ব্বগগনে উষা সমুদিত হইতেছে। সহসা আকাশ মেঘসমাচ্ছন্ন হইল। ঘনঘোর আড়ম্বর দেখিয়া উষা ভীত হইয়া লুকাইল—চন্দ্রমা অবগুণ্ঠন টানিয়া পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লইল। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত আকাশ একখানি অচ্ছিদ্র নিবিড় মেঘে আবৃত হইল, যেন নীল বারিধি-বক্ষের উপর একখানি কৃষ্ণ বসন কে টানিয়া দিল।

মায়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, পৃথিবী স্থির, গম্ভীর,—যেন আকাশ পানে চাহিয়া নীরবে, সন্ত্রস্তচিত্তে দণ্ডায়মান। দূরে, নীলিমা-মণ্ডিত পর্ব্বতচূড়া উদ্বিগ্ননয়নে পাণ্ডবেশ্বর পানে চাহিয়া দেখিতেছে। স্থাবর-জঙ্গম দয়া ও আশ্রয় কামনায় পর্ব্বত-পদতলে নীরবে পত্রপুষ্পোপহার ঢালিতেছে। নদী সংহারিণী প্রকৃতির ছবি বুকে ধরিয়া, নীলবসন দেহের উপর টানিয়া বাঁধিতেছে।

মায়া একবার নিকটে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, বিটপি-পরিবেষ্টিত ধবলকায় মন্দির, কৃষ্ণমেঘদেহে শুভ্র মরালবৎ ফুটিয়া রহিয়াছে। মন্দিরে কোলাহল নাই—কলরব নাই, সব স্থির, নিস্তব্ধ। পশুপক্ষী স্তব্ধ, ভয়চকিত। পাপিয়া দোয়েল—সে সুমধুর ঝঙ্কার, সে সুললিত তান বিস্মৃত হইয়া নীরব, নিঃশব্দ। তটোপরি গো-মহিষ আহার ছাড়িয়া

একবার আকাশ পানে, একবার মন্দির পানে চাহিয়া দেখিতেছে। জীবজন্তু, জড়, উদ্ভিদ সব ভীত, ত্রস্ত—অজ্ঞাত, অব্যক্ত ভয়ে মুহ্যমান।

এমন সময় সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠিল। বিটপি-নিচয় মন্দির-প্রাঙ্গণে আছাড় খাইয়া দেবতার চরণে মাথা কুটিতে লাগিল। নদী কাঁপিতে কাঁপিতে ঝড়ের প্রতিধ্বনি তুলিল—আকাশ কড় কড় নাদে ডাকিয়া উঠিয়া সেই শব্দের সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলাইল—জীবজন্তু সন্ত্রস্তচিত্তে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রলয়ের ডাক ধরণীপৃষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তব্যাপী এক ভয়ঙ্কর শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিল। মায়া সেই শব্দতরঙ্গের মধ্যে নির্ভীক-হৃদয়ে একাকিনী বসিয়া রহিল।

জয়ার মা কূল হইতে ডাকিল—"মায়া, উঠিয়া এস।"

মায়া, নদীগর্ভ হইতে উত্তর করিল,—"কেন?"

জয়ার মা। বৃষ্টি আসিতেছে।

মায়া। বৃষ্টিতে আমার কি করিবে? বাবা কোথায়?

জয়ার মা। যোগমন্দিরে।

মায়া। তুমি যাও, আমি এখন যাব না।

জয়ার মা চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে বায়ুমুখে জলকণা ছুটিল—আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। চারিদিকে কিছুই আর দেখা যায় না,—সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার অসময়ে জন্ম লইয়া প্রভাতের আকাশ-পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিল। মায়া সেই অন্ধকারমধ্যে আকাশের জল মাথায় ধরিয়া মূর্ত্তি দুইটির সম্মুখে বসিয়া রহিল।

সহসা নদীকূল কাঁপাইয়া আবার এক শব্দ উঠিল। মায়া অনুভব করিল, যেন পাদনিম্নে পৃথিবী কাঁপিতেছে। মাথার উপর মেঘের হুঙ্কার—স্থলে-ব্যোমে বায়ুর চীৎকার—পদতলে জলের গর্জ্জন। সে সব শব্দ ডুবাইয়া পিছনে এক ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল। মায়া নিঃশঙ্কচিত্তে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না;—সমস্ত আকাশ, পৃথিবী ধূম্রবর্ণ যবনিকায় সমাচ্ছাদিত—পর্ব্বত আকাশ নদী সব বিলুপ্ত হইয়াছে, গাছপালা মন্দির কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। মায়া দেখিল, সেই ধূম্রবসনা, শব্দময়ী পৃথিবীমধ্যে সে একা।

এমন সময় নদীকূল হইতে কে গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল,—"মায়া!"

মায়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কিন্তু বুঝিল, সন্ন্যাসী ডাকিতেছেন। মায়া উত্তর করিল,—"কি বাবা?"

শব্দতরঙ্গমধ্যে সে ক্ষীণকণ্ঠ কোথায় ডুবিয়া গেল—সন্ন্যাসীর কানে একটা কথাও পৌছিল না। তিনি আবার ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিলেন,—"মায়া, শীঘ্র উঠিয়া এস—হড়্‌পা আসিতেছে।"

মায়া উঠিল—মূর্ত্তি দুইটিকে বেদীর উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া, বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠিল। কিন্তু চর হইতে নদীজলে নামিতে না নামিতে দেখিল, সম্মুখে ফেনময় উত্তালতরঙ্গমালা। মায়া পলাইবার আর অবসর পাইল না,—মুহূর্ত্তমধ্যে সেই উদ্দাম তরঙ্গনিচয় মায়ার উপর আসিয়া পড়িল।

তীর হইতে সন্ন্যাসী ডাকিলেন,—"মায়া!"

কে উত্তর দিবে? মায়া কৈ? কানের কাছে জলতরঙ্গ গর্জ্জিয়া বলিয়া গেল,—মায়া আর নাই। সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তরঙ্গশিরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

জলের গর্জ্জন, বায়ুর হুঙ্কার ডুবাইয়া সন্ন্যাসী তরঙ্গোপরি ভাসিতে ভাসিতে চীৎকার করিয়া আবার ডাকিলেন,—"মায়া!" সে ডাক বায়ুস্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া শব্দ উঠিল, "মায়া!" তরঙ্গশির উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনিত হইল, "মায়া!" আকাশে জলদ-কণ্ঠে মন্দ্রিত হইল, "মায়া!"—বাঙ্গালার ঘাটে মাঠে তটে চারিদিকে প্রতিধ্বনি উঠিল, "মায়া!"

কিন্তু কৈ মায়া?

মায়া যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেইখানেই চলিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত

অমরনাথ

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

[প্রথম সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

উৎসর্গ

সোদরপ্রতিম

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

ভাই আশু,

তোমাতে এমন একটা কিছু আমি দেখেছি—যা' আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। তুমি নিরহঙ্কার, অথচ গর্ব্বিত; তুমি স্নেহময়, অথচ কঠোর; তুমি সরল, অথচ তোমার মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই। তোমাতে আরও একটা বিশেষ গুণ আমি দেখেছি—যা' তোমাকে সাধারণ মানুষ হ'তে অনেক উঁচুতে দাঁড় করিয়েছে,—তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ। কোনো শক্তি, কোনো প্রলোভন তোমাকে কর্ত্তব্যপথ হ'তে নড়াতে আমি দেখি নাই। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানই মনুষ্যত্ব। অমরনাথ লিখতে লিখতে অনেকবার তোমাকে মনে পড়েছে, তাই অমরনাথকে তোমার হাতে দিলাম। যে স্নেহনয়নে আমাকে দেখ, সেই স্নেহনয়নে অমরকেও দেখিও—ইহাই প্রার্থনা।

তোমার প্রীতিবদ্ধ

শচীশ

অমরনাথ

১

চন্দননগর ফরাসী রাজ্য। কলিকাতা হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে। সহরটি ক্ষুদ্র হইলেও বড় সুন্দর; এই সুন্দর নগরের এক প্রান্তে একটি সুন্দর বাড়ী। বাড়ীখানি বেশী দিন নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার চারি পাশে ফল-ফুলের বাগান, সম্মুখে লোহার ফটক, পিছনে পুষ্করিণী।

একদা প্রভাতে গৃহস্বামী কৃষ্ণনাথ সুসজ্জিত বৈঠক-খানায় বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র নরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর আসিয়া কহিল, "বাবা, তোমাকে যদি একটা জিনিস দি, তা হ'লে তুমি আমাকে কি দেও?"

পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইয়া পিতা সহাস্যে কহিলেন, "সেটা নির্ভর করে তোমার জিনিসের উপর।"

বালকের একখানি হাত পিছনে ছিল—মুঠার ভিতর এক টুকরা কাগজ লুকানো! বালক সকৌতুকে কহিল, "এটা খুব ভাল জিনিস, তুমি পেলে ভারী খুসী হবে।"

"কেমন ক'রে জানলে জিনিসটা খুব ভাল?"

"নইলে মা লুকিয়ে রাখবেন কেন?"

পিতা চুপ করিয়া গেলেন; মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, "জিনিসটা কি, দেখি?"

"তুমি কি দেবে, আগে বল?"

"তুমি কি চাও?"

"একখানা কলের জাহাজ।"

"সে ত তুমি চাইলেই পেতে। এখন কাগজখানা দেও।"

"কেমন ক'রে জানলে বাবা, এটা কাগজ?"

বালক তখন হাসিতে হাসিতে কাগজখানা বাপের হাতে দিল। কৃষ্ণনাথ পড়িয়া দেখিলেন, সেখানি তাঁহার বাল্যবন্ধু অমরনাথের পত্র। পত্রে লেখা ছিল,—

"রাজমহল, শুভ বৈশাখ।

ভাই কৃষ্ণনাথ,

নূতন বৎসর আসিল; কিন্তু মন সেই পুরাতন। পুরাতন বৎসরকে ডুবাইয়া নূতন বৎসর প্রভাত হইতে না হইতে পুরাতন স্মৃতি আসিয়া মনের কপাটে ধাক্কা মারিল। কৈ, সে সব স্মৃতি ত পুরাতন বৎসরের সঙ্গে ডুবিয়া যায় নাই?

বুঝিয়াছি, পুরাতন লইয়াই আমাদের থাকিতে হইবে, যতক্ষণ না আমরা নূতন কিছু গড়িতে পারি। সময়ের রেখা কিছুই নয়—সময়ের বুকে রেখা কেহ টানিতে পারে না—আমাদের কাজের রেখাই বড়। আমি কাজ করিতে চলিলাম, পুরাতন লইয়া আর বসিয়া থাকিব না।

পুরাতন চলিয়া গেল মাকে লইয়া; নূতনকে আহ্বান করিতে আছি আমি ও ছোট বোন্ লতা। আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে আছে শুধু সেই। তুমি আসিয়া তাহাকে লইয়া যাও—আমাকে মুক্তি দেও ভাই। আমি আর কাহারও কাছে তাহাকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

মায়ের মৃত্যুসংবাদ দিয়া তোমাকে ব্যথিত করিতে ইচ্ছা ছিল না, তাই এত দিন তোমার পত্রের কোনও উত্তর দিই নাই। তুমি আসিবে—যত শীঘ্র পার আসিবে। ইতি—

তোমার অমর।"

পত্র পড়িতে পড়িতে কৃষ্ণনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। কিন্তু তিনি পুত্রের সম্মুখে আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কলের জাহাজ দেবে, বাবা?"

"দেবো।"

"আমি ত বলেছিলুম, জিনিসটা পেলে তুমি খুব খুসী হবে।"

"চিঠিখানা কবে এসেছে, নরু?"

"দশ বারো দিন হ'ল। সেই যে দিন তুমি দাদামশাইকে দেখতে ওত্তরপাড়ায় গিছলে, সে দিন চিঠিখানা ডাকে আসে।"

"তুমি এত দিন চিঠিখানার কথা আমাকে বল নি কেন?"

"বলতে মা বারণ ক'রে দিয়েছিলেন।"

"তবে আজ বললে কেন?"

"আজ মা আমাকে বকেছে।"

"তুমি এ চিঠি এখন কোথায় পেলে?"

"মা'র দেরাজে ছিল, আমি চুপি চুপি বার ক'রে নিয়েছি।"

"ছি, কাজটা ভাল কর নি।"

"তোমার চিঠি তোমাকে দিলুম, তাতে দোষ কি হ'ল?"

"তুমি ত এখন চিঠিখানা চুরি ক'রে এনেছ।"

"আমি যদি দোষী হই, মাও ত তবে দোষী। মা কেন তোমার চিঠি চুরি ক'রে রেখেছিল?"

"তাঁর কথা হচ্ছে না, তোমার কথা হচ্ছে।"

"মা যা করেছে, আমিও তাই করেছি।"

"তুমি বড় তর্ক শিখেছ; এখন যাও, পড় গে।"

বালক বাপকে যত ভালবাসিত, তত ভয়ও করিত। একবার ইচ্ছা হইল, জাহাজের কথাটা আর একবার বলে, কিন্তু পিতার গম্ভীর বদন দেখিয়া সাহস করিতে পারিল না—নীরবে প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথ পত্রখানা পুনরায় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার আর চোখের জল বারণ মানিল না। নীরবে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। মন একটু শান্ত হইলে চক্ষু মুছিয়া উঠিলেন এবং অন্দরমহলে আসিয়া ডাকিলেন. "পিসীমা!"

"কি বাবা?"

"ভাত হয়েছে, পিসীমা?"

"এই হ'ল ব'লে, তুমি চান ক'রে নেও।"

"চান করবার সময় হবে না—"

"কেন, কোথায় যাবে?"

"রাজমহলে।"

গৃহিণী হিরন্ময়ী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিসীমা দয়াময়ী কহিলেন, "তুমি একবার রান্না-বাড়ীতে যাও ত বউমা, ভাতের তাগাদা দেও।"

হিরন্ময়ী রান্নাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বেশী দূর গেলেন না, অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণনাথ তাহা বুঝিলেন। দয়াময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজমহলে কেন যাচ্ছ, বাবা?"

"আমার রাজমহলের মা মারা গেছেন।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। দয়াময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে মারা গেলেন?"

"তা জানি না।"

"অমরের চিঠি পেয়েছ?"

"হাঁ, এই যে চিঠি। সে এত দিন আমায় চিঠি দেয় নি, পাছে আমি মনে কষ্ট পাই।"

"আহা, বাছার আমার বড় কষ্ট! বিয়েও করলে না।"

"তার ছোট বোন্ লতাকে মনে আছে, পিসীমা?"

"আছে বৈ কি; তবে তাকে ক'দিনই বা দেখেছি।"

"আমি তাকে আন্‌তে চল্লুম। মাতৃহীনার মা হবে পিসীমা?"

"বেশ—নিয়ে এস; ফিরতে তোমার ক'দিন হবে?"

"তা ত ঠিক বলতে পাচ্ছি না—পাঁচ সাত দিন হ'তে পারে।"

"আমি দেখি গে তোমার ভাতের কত দেরী।"

দয়াময়ী প্রস্থান করিলে হিরণ আসিয়া কহিল, "আহা, অমর বাবুর ত বড় কষ্ট হয়েছে!"

"হুঁ।"

"তার ছোট বোন্‌টিকে নিয়ে এস, আমি মানুষ করব।"

"ভাল।"

"আমার ননদ নেই, মেয়ে নেই, আমার কত দুঃখ হয়। তাকে পেলে আমার বড় আনন্দ হবে।"

"উত্তম।"

"দেখ, অমর বাবুর চিঠিখানা আমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেম; প'ড়ে পাছে তোমার মনে কষ্ট হয়, তাই।"

"আর মিথ্যা বোলো না। দুঃখ এই, ছেলেটাও তোমার দেখে নীচ হচ্ছে।"

পিসীমা ঠাঁই করিয়া দিয়া বউকে ভাত আনিতে বলিলেন। আহার করিতে করিতে কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "দেখ পিসীমা, ছেলেটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে—"

"কে, নরু? সে কি বাবা?"

"তুমি রামায়ণ-মহাভারতের অনেক গল্প জান, সেই গল্প তাকে বল্‌বে।"

"ছেলেটা খারাপ হচ্ছে কি রকম?"

"ওদের কাদার মত কোমল মন, যা দেখবে শুনবে, তারই ছাপ পড়বে। এই বয়েসটা সাবধানে রাখা উচিত।"

ইঙ্গিতটুকু পিসীমা যে বুঝিলেন, এমত বোধ হইল না; তিনি নীরবে গরম ভাতে বাতাস দিতে লাগিলেন।

আহারাদি সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণনাথ ঘরে আসিলে হিরন্ময়ী কাপড়, জামা, জুতা সব ঠিক-ঠাক যোগাইয়া দিলেন—ভৃত্যকে কাছে আসিতে দিলেন না। কতকগুলি পাণ সাজিয়া একটা কৌটায় ভরিয়া ব্যাগের ভিতর দিলেন। দু' তিনখানি কাপড়, জামা.

রুমাল, টোয়ালে, মোজা, চিরুণী প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস একটা সুটকেসে পুরিয়া দিলেন। সব গুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরও কাপড়-জামা দেব কি ?"

বেশভূষা করিতে করিতে কৃষ্ণনাথ উত্তর করিলেন, "না, আর দরকার নেই।"

"বিছানা সঙ্গে দেব কি ?"

"না।"

"তুমি যে কারুর বিছানায় শুতে চাও না।"

"যাদের প্রবৃত্তি কুৎসিত, তাদের বিছানায় শুই না বটে।"

"তা হ'লে সেখানে ত বিছানা দরকার হ'তে পারে।"

"না। আমি অমরের কাছে শোব।"

"শুনছি, মদ খেয়ে না কি তিনি অনেক টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন।"

"সে সব কথার আলোচনা করবার তোমার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না ; ভবিষ্যতে এ সব কথা আর তুলো না।"

রূঢ়ভাবে কথা কয়টি বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। হিরন্ময়ী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যা কিছু বলি না কেন, উনি আমার উপর চ'টে উঠেন ; কখন একটা মিষ্টি কথা পাই না। তিনি জানেন না, আমি তাঁকে কত ভালবাসি। কেউ তাঁকে ভালবাসে, তিনি কাউকে ভালবাসেন, এ আমি পছন্দ করি না। অমর ওঁকে ভালবাসে, উনি অমরকে ভালবাসেন, এ আমার সহ্য হয় না। অমরটা আবার মাতাল ; তার সঙ্গে ওঁকে মিশতে দিতেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু কি করব ? অমরের নামে কোন কথা বলতে গেলে উনি আমাকে মারতে উঠেন। আহা, চিঠিখানা যদি পুড়িয়ে ফেলতাম ! কে জানে যে হতভাগা ছেলে চিঠিখানা বার ক'রে এনে ওঁর হাতে দেবে ?"

"মা, আমাকে ভাত দেবে না ? স্কুলের যে বেলা হয়েছে।"

"তুই আমার দেরাজ হ'তে চিঠিখানা নিয়ে গিছলি ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে নিয়েছিলি ?"

"বাবার চিঠি বাবাকে দিয়েছি।"

"তুই নেবার কে ?

"তুমিই বা তাঁর চিঠি নেবার কে ?"

"বটে ! আচ্ছা থাকো।"

"ভয় দেখাচ্ছ কি ? আমি আজই দাদা মশায়ের কাছে চ'লে যাব—বাবা এলে ফিরব।"

"দেখ, নরু, আমি তোর ভালর জন্যেই সব করি। চিঠিখানা ওঁকে দিয়ে কি কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি ?"

"কেন, কি করলুম ?"

"উনি সেই মেয়েটাকে আনতে ছুটলেন।"

"কোন্ মেয়েটা, মা ?"

"সেই একটা আদুরে জ্যেঠা মেয়ে আছে।"

"তা, তাকে আনলেই বা। বেশ মজা হবে, আমি তাকে আমার কলের জাহাজ দেখাব।"

"আঃ বোকা ছেলে ! সে এলে কি তোর আর আদর থাকবে ?"

"ইস্ ! তোমার যেমন কথা। বাবা তাকে আদর করুন না।"

"তখন দেখিস্।"

নেপথ্যে—"নরু, স্কুল যেতে হবে না ? ভাত খাবি কখন্ ?"

"যাই ঠাক্-মা।"

নরু প্রস্থান করিল।

২

রাজমহল সহরের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে এক ছোট পাহাড় বা টিলার উপর একখানি সুন্দর ছোট বাড়ী। চাদিরিকে ফুলের বাগান। বাগানের নীচে ভাগীরথী, উপরে পাহাড়। নিকটে লোকালয় নাই। বাড়ীখানির নাম অমরালয় ; অমরনাথ এই গৃহে বাস করেন।

কৃষ্ণনাথ যখন গভীর রাত্রিতে রাজমহল ষ্টেশনে নামিলেন, তখন চারিদিকে ভয়ানক দুর্য্যোগ। বৃষ্টি তত বেশী নয়, ঝড়টাই প্রবল। ষ্টেশনে একখানিও ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর নাই, কাজেই তাঁহাকে বিশ্রামাগারে আশ্রয় লইতে হইল। রাত্রিশেষে ঝড়-বৃষ্টি থামিলে একখানি গাড়ী আসিল, কৃষ্ণনাথ তাহা ভাড়া করিয়া অমরালয়ে আসিলেন। তখন রজনী প্রভাতপ্রায়, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার নয়—মানব-হৃদয়ের ছিন্ন-তার অসংখ্য চিন্তার ন্যায় ছিন্ন মেঘ গগনময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কৃষ্ণনাথ ফটক খুলিয়া গৃহসান্নিধ্যে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঘরের ভিতর হইতে উজ্জল আলোক গবাক্ষপথ দিয়া আসিতেছে। ডাকিবামাত্র সাড়া পাইলেন, অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া গেল। গৃহবাসী কহিলেন, "কে, কৃষ্ণ এয়েছ ? এই দুর্যোগে !"

"কৃষ্ণ দুর্য্যোগেই দেখা দেন ; ত তুই আলো জ্বেলে এখনও ব'সে কেন ?"

"ভাই, একটু মুস্কিলে পড়েছি—একা কিছু ক'রে উঠতে পাচ্ছি নে—তুই চট্ ক'রে কাপড় জামা বদ্‌লে আয়।"

"কি হয়েছে, বল্ দেখি ?"

"একটু আগে একখানা নৌকা ডুবে গিছল। তা'তে দু'জন যাত্রী ছিল ; এক জন বাঁচবে ব'লে মনে হয়, আর এক জন—তুই চট্ ক'রে পাশের ঘরে আয়—আমি আর দেরী করতে পাচ্ছি নে।"

কৃষ্ণনাথ পাশের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, অমরনাথের শয্যার উপর এক প্রৌঢ় ব্যক্তি শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হইল না। কক্ষের অপর প্রান্তে ভগ্নী স্নেহলতার শয্যার উপর একটি বালক শায়িত। দুই জনেই সদ্যান্তোদ্ধৃত— তাঁহাদের মুখাবয়বেই তাহা ব্যক্ত হইতেছিল। নবমবর্ষীয়া বালিকা লতা বালকের পদতলে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। কৃষ্ণনাথকে দেখিবামাত্র লতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কহিল, "এই যে বড়দা এসেছ—বেশ হয়েছে।"

"কেন রে লতি, কি হয়েছে ?"

"এই দেখ না, দাদা কোথা হ'তে দুজনকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এসেছেন। কত সেক-তাপ দিলাম, দাদা কত কি করলেন, তবু এঁরা কথা কচ্ছেন না।"

শায়িত বালক কহিল, "এই যে আমি—" ক্ষীণকণ্ঠে এই কয়টি কথা বলিয়া নীরব হইল। লতা বালকের মুখের কাছে ছুটিয়া গিয়া কহিল, "ও আমার দাদা, কথা কইছ! ওষুধ খাও, আমি যে অনেকক্ষণ হ'তে তোমার জন্যে ওষুদ নিয়ে ব'সে আছি।"

দুই বন্ধু তখন বালকের ভার লতার উপর অর্পণ করিয়া প্রৌঢ়ের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক সেবা করিতে করিতে—অনেক ফুৎকার মুখের ভিতর দিতে দিতে সংজ্ঞা-হীনের নিশ্বাস সহজভাবে বহিতে লাগিল। তবে অতি ধীরে। ভৃত্য আসিয়া দ্বার-জানালা খুলিয়া দিয়াছে, কোমল সূর্য্যকিরণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলের মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে।

মধ্যাহ্নে প্রৌঢ় ব্যক্তি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বালককে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। বালক 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কত ডাকিল, কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। তদ্দৃষ্টে অমরনাথের প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে উঠিয়া আসিলেন। লতা বারান্দায় বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল ; অমরনাথ তাহা ফেলিয়া দিয়া লতাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। লতা কহিল, "কেন দাদা, এমন করছ ?"

"তোকে ছেড়ে যে আমায় যেতে হবে দিদি!"

"কেন যাবে ?"

"রোজগার করতে, নইলে খাব কি ?"

"এত দিন কি ক'রে আমাদের চল্‌ছিল ?"

"সে সব কথা তুই এখন বুঝবি নি—আগে বড় হ'।"

"আমি একা কি ক'রে এখানে থাকব ? আমিও তোমার সঙ্গে যাব, দাদা।"

"আমি যে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াব, কেমন ক'রে তোকে সঙ্গে নেব দিদি ? আমার চেয়েও যে তোকে আদরযত্ন করবে, তার কাছে তোকে রেখে যাচ্ছি।"

"এমন ত আর কেউ নেই, দাদা।"

"আছে, তোর বড়দা—কৃষ্ণনাথ।"

"আমার কথা কি বল্‌ছ অমর ?" বলিয়া কৃষ্ণ দর্শন দিলেন।

অমর উত্তর করিলেন, "তোমার তা শোন্‌বার দরকার নেই।"

কৃষ্ণ। বেশ, নাই বললে ; এখন দেখছি, আমার নিকট হ'তে লুকোবার তোমার অনেক কথা হয়েছে।

অমর। (সহাস্যে) তুমি তেমনই দুষ্ট আছ,

কৃষ্ণ। বল্ রে লতি, আমি কি বল্‌ছিলাম।

লতা বলিল। শুনিয়া কৃষ্ণনাথের মুখ গম্ভীর হইল। ক্ষণমধ্যে সামলাইয়া লতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমার কাছে থাকতে পারবি, লতি ?"

লতা কোন উত্তর করিল না—রোদনোন্মুখ মুখ লইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাস না, লতা ?"

"বাসি।"

"তবে আমার কাছে কেন থাকতে চাইছ না ?"

"দাদাকে ছেড়ে থাক্‌তে আমার বড় কষ্ট হবে।"

"কেন, আমিও ত তোমার দাদা।"

"দাদার মত আমাকে কেউ ভালবাসে না, আমিও দাদার মত কাউকে ভালবাসি না। সে দিন—"

"সে দিন কি, লতি ?"

"সে দিন একটা বড় কুকুর আমাকে তাড়া করেছিল ; দাদা ছুটে এসে আমাকে ঠেলে ফেলে কুকুরের সামনে দাঁড়ালেন। কুকুরটা দাদাকে কত আঁচড়ে কামড়ে দিলে—"

লতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কৃষ্ণনাথ বন্ধুর পানে জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিলেন। অমর হাসিয়া

কহিলেন, "পাগলীর কথা শোন কেন? কুকুরটাকে তখনই আমি গলা টিপে মেরে ফেলেছিলাম, আমাকে বড় কিছু করতে পারে নি।"

লতা। পারে নি বৈ কি? রক্ত পড়ল, ওষুদ দিতে হ'ল। কিন্তু আমার গায় দাদা একটা আঁচড়ও লাগতে দেন নি।

কৃষ্ণ। আমিও তোমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগতে দেব না, লতি, তোমার দাদার মত ক'রে তোমাকে রাখ্‌ব।

লতা। তুমি তা পারবে না বড়দা; দাদার মত তোমার গায়ে জোর নেই। তুমি ষাঁড়ের শিং ধ'রে ঠেলে নিয়ে যেতে পার, না দুটো মানুষকে কাঁধের উপর ফেলে গঙ্গা হ'তে এই পাহাড়ে তুলতে পার? তোমাকে তা আর পারতে হয় না।

কৃষ্ণ। তা না পারি, তোমাকে যাতে কুকুরে না তাড়া করে, ষাঁড়ে না ভয় দেখায়, সে বিষয়ে আমি সতর্ক হ'তে পারি।

লতা। ইস্, দাদার মত আর পার্‌তে হয় না, দাদার মত কেউ কিছু কর্‌তে পারে না। আমি দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

অমরনাথ ভগিনীকে কোলে টানিয়া বিষাদিত অন্তরে কহিলেন, "তুমি যদি আমাকে না ছেড়ে দেও লতি, তা হ'লে আমার যাওয়া হবে না।"

লতা। তোমার যাওটা কি একান্ত দরকার, দাদা?

অম। হাঁ দিদি, নইলে কি তোমারে ছেড়ে যাচ্ছি।

লতা। তবে তুমি যাও দাদা; আমি বড়দার কাছে থাকব। কিন্তু দাদা, বেশী দিন তোমার লতিকে ফেলে থেকো না, তা হ'লে সে কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবে।

অম। দু' তিন বছরের ভিতরই ফিরব; কেমন লতি?

লতা। এত দিন?

বলিতে বলিতে তাহার নয়ন হইতে জল ঝরিয়া পড়িল। অমর কহিলেন, "এখন দেখ্ গে লতি, অতিথি দু'জনের খাওয়া হ'লো কি না, তাঁদের খাওয়া হ'লে আমাদের ভাত দিতে বোলো।"—লতা প্রস্থান করিল।

৩

কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "এমন শান্ত মেয়ে ত দেখি নি।"

অম। এমন দুষ্টুও আবার দেখা যায় না।

কৃষ্ণ। আমার ভাবনা ছিল, আমার সঙ্গে বুঝি যেতে রাজি হবে না; আমাকে অনেক দিন দেখে নি।

অম। তুমি চার মাস আস নি; সেই বর্ষাদিনের বন্ধে এসেছিলে। তুমি চ'লে যাবার কয়েক দিন পরেই মা মারা যান।

কৃষ্ণ। কি হয়েছিল?

অম। কিছু বুঝা গেল না। অল্প জ্বর, হঠাৎ নাড়ী দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল। ডাক্তারে বল্‌লে, হার্টফেল করেছে, অর্থাৎ বুঝতে না পেরে যা ব'লে থাকে।

কৃষ্ণ। আমাকে 'তার' কর্‌লে না কেন? কাকীমার অসুখ শুন্‌লে আমি সকল কাজ ফেলে চ'লে আস্‌তুম।

অম। আস্‌তে, তা জানি; কিন্তু রোগটা গুরুতর ব'লে আমরা ত মনে করি নি।

কৃষ্ণ। কাকীমা আমাকে খুঁজেছিলেন?

অম। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন; আমি 'তার' করতে আর সময় পেলাম না।

কৃষ্ণ। আমি শৈশবে বাপ-মা হারিয়ে তোমার বাপ-মাকে পেয়ে তাঁদের অভাব ভুলেছিলাম। সকলে চ'লে গেলেন, এখন রইলাম তুমি আর আমি।

অম। আর লতা।

কৃষ্ণ। লতা ত আর তোমার আমার সঙ্গে মানুষ হয় নি, সে তখন জন্মায় নি। তোমার বাবা আমাকে মানুষ ক'রে চুণারে পাথরের ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলেন, তার দু' চার বছর পরে লতা জন্মাল। লতা বোধ হচ্ছে নরুর চেয়ে তিন বছরের ছোট।

অম। আমি ভাই, সময়ের অত হিসেব রাখ্‌তে পারি নে, ঘটনাগুলিই শুধু মনে রাখি। তুমি বি-এ ফেল ক'রে ব্যবসায় ঢুকলে, আমি পড়া চালালাম। পরীক্ষা কয়টা দিয়ে বাবার কাঠের ব্যবসা হাতে নিলাম। বাবা ভাবলেন, পণ্ডিত ছেলের হাতে প'ড়ে ব্যবসা বুঝি ফলাও হয়ে উঠবে। বাবা চোখ বুজতে না বুজতে আমার চোখ খুলল, শীঘ্রই ব্যবসা গুটুতে হ'ল। এত দিন বেচে কিনে চলছিল, এখন আর চলে না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তুই যে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারসিপের দরুণ এক গাদা টাকা পেলি, তা'র কি হ'ল?

অম। তা কি আজও আছে মনে কর?

কৃষ্ণ। আট দশ হাজার টাকা, কি করলি শুনি?

অম। শুনে কাজ নেই।

কৃষ্ণ। দান-টান ক'রে থাকবি। ওঃ, বুঝেছি, একবার কাগজে দেখেছিলাম, যদুনাথের নামে এক বৃত্তি স্থাপন ক'রে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কতকগুলো টাকা সরকারের হাতে দিয়েছে। তখন বুঝি নি, তুমিই এ টাকাটা তোমার বাপের নামে দিয়েছ।

অম। আমার সকলই ত বাবার; তাঁর জিনিস তাঁকে দিয়েছি।

কৃষ্ণ। যাক্, এখন কি করবি মনে করেছিস্?

অম। ইচ্ছা আছে বিলেত যেতে।

কৃষ্ণ। পয়সা কোথা পাবি?

অম। প্রবল ইচ্ছা উপায় উদ্ভাবন ক'রে নেবে। আমার এক সহপাঠী কোনও জাহাজে ডাক্তার হয়ে যাচ্ছেন; আমি তাঁর কম্পাউণ্ডার হয়ে যাব মনে করেছি।

কৃষ্ণ। সেখানে গিয়ে খাবি কি?

অম। হাত-পা আছে, উপায় ক'রে নেব।

কৃষ্ণনাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বিলেত ত যেতে চাচ্ছ, উদ্দেশ্যটা কি বল দেখি?"

অম। গাছ-গাছড়া হ'তে ওষুদের আরক করতে শিখে আস্‌ব, এই রকম মনে করেছি। যেমন চাল-মুগরা, কুচলে, ফেণিমনসা—

কৃষ্ণ। কথাটা ভাল; কিন্তু দেশে থেকে কি দেখা যায় না?

অম। বোধ হয় না।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমেরিকায় যাও।

অম। সেখানে যাব জার্ম্মাণী হয়ে।

কৃষ্ণ। কিন্তু পয়সা ত চাই।

অম। চাই ত, কিন্তু হাতে ত কিছু নেই।

কৃষ্ণ। মহেশপুরের জঙ্গলটা বেচলে দু' দশ হাজার হ'তে পারে।

অম। মায়ের শ্রাদ্ধে আর দেনা মেটাতে তা চ'লে গেছে।

কৃষ্ণ। তবে বাড়ীখানা বেচে ফেল।

অম। না, এ বাড়ী বেচব না, মা ও বাবা এখানে দেহ রেখেছেন।

কৃষ্ণ। তবে বাড়ীটা ভাড়া দে।

অম। ভাড়া হ'লে ত ভালই হয়, খালি প'ড়ে থাকলে বাড়ীটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে ভাড়া নেবে কে?

কৃষ্ণ। কোন সাহেব-সুবো নিতে পারে। আমি রেল অফিসের সাহেবদের ব'লে দেখ্‌ব। এখন তোর জাহাজ ভাড়ার কি করা যায়? আমার কাছে ধার নিবি?

অম। না।

কৃষ্ণ। তা আমি জানি। তা হ'লে টাকাটা কি ক'রে যোগাড় হবে?

অম। সে আমি ঠিক ক'রে নেব; তার জন্যে তুই ভাবিস্ নে।

কৃষ্ণ। তুমি ত সব ঠিক ক'রে নেবে, যেমন কাকার এত বড় কাঠের ব্যবসা ঠিক করলে।

অম। যাক্ ও সব কথা, এখন তোর বাড়ীর খবর বল্। নরু কি পড়ছে?

কৃষ্ণ। আমারই মত একটা পণ্ডিত হবে ব'লে মনে হয়।

অম। তা হ'লেই যথেষ্ট।

কৃষ্ণ। কিন্তু লেখাপড়া শেখাই ত যথেষ্ট নয়। শিক্ষার যা উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। ভদ্রসন্তান ব'লে পরিচয় দিতে হ'লে আগে চরিত্র চাই।

অম। এর মধ্যেই তার চরিত্র বেগড়াল কি রকম?

কৃষ্ণ। চরিত্র-সংগঠন দরকার দু' বছর বয়স হ'তেই। ঘরের শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা; গর্ভধারিণী বালককে নষ্ট করলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভেবেছিলাম, তোমার কাছে তাকে রেখে দি, কিন্তু তুমি ত চ'লে যাচ্ছ।

অম। বউদিদি কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসেন।

কৃষ্ণ। সময় সময় তার ভালবাসায় আমার সন্দেহ হয়। মনে হয়, সব তার ভণ্ডামী?

অম। তোমার শ্বশুরের খবর কি?

কৃষ্ণ। তিনি ঠিক তেমনই আছেন। কীর্ত্তনের চীৎকারে ভাই শ্বশুরবাড়ীতে পা দেবার যো নেই। সন্ধ্যা হ'ল ত কতকগুলো ছাপমারা বাবাজী এসে বাড়ী সরগরম ক'রে তুল্‌লেন। পাড়ার লোকেরা পর্য্যন্ত ঘুমুতে পায় না।

অম। যার যে পথে রুচি, তাঁকে সেই পথে থেকে ভগবান্‌কে ডাকতে দেও।

কৃষ্ণ। দূরে থেকে কথাটা বলা সহজ, একবার সেখানে গিয়ে দেখ না। লাফালাফি, গড়াগড়ি, কান্নাকাটি, পায় ধরাধরি, জড়াজড়ি—দেখ্‌লে তুমিও পালাই পালাই ডাক্ ছাড়বে। আমি ত এ রকম ভজনের কোন সার্থকতা দেখিতে পাই না। ভগবান্‌কে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি না, তখন ধ'রে নিতে হবে, তিনি আমাদের চক্ষুর্গোচর হ'তে ইচ্ছে করেন না। তবে চেল্লাচেল্লি ক'রে কেন তাঁকে বিরক্ত করা? যাতে তাঁর তৃপ্তি হয়, সেই রকম কাজ ক'রে চল। ব্যস্, নাচা-কাঁদা, জপ-তপ, এ সবের কোন দরকার নেই।

অম। তুমি যে দেখছি, ধর্ম্মতত্ত্বেও মহাপণ্ডিত হয়ে উঠেছ; এ পরীক্ষাটা কবে দিলে?

কৃষ্ণ। পরীক্ষাটা আজও দেওয়া হয় নি, শিক্ষা পেয়েছি সম্প্রতি। একবার চুণার হ'তে ফিরতে পথে

দেবঘরে নামলাম। অতি পবিত্র স্থান ; দেবগিরির কিছু দূরে দেবঘর, মধ্যে নন্দনপদাশ্রয়ী ধারোয়া। সেখানে শুনলাম, এক সাধু এক মিশন খুলেছেন। শুনে দেখতে গেলাম। দেখলাম, মস্ত দোতলা বাড়ী, বিজলীর আলো, সাজসজ্জা অট্টালিকারই উপযোগী। সন্ধ্যার পরে দেখলাম, মেয়ে-পুরুষে মিলে কীর্ত্তন ও নাচ আরম্ভ ক'রে দিলে। কীর্ত্তন ত কিছু বুঝা গেল না, বিরক্ত হ'য়ে ঘরের ভিতর চ'লে এলাম। সেখানে বিছানার উপর কয়েকখানা বই বিক্রয়ার্থ প'ড়ে ছিল। একখানি উঠিয়ে দেখি, তাহাতে মঠস্বামীর শিক্ষা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি তাহাতে লিখেছেন, মাছ-মাংস যাহা ইচ্ছা খাও এবং যাহা ইচ্ছা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু মায়ের নাম ছেড়ো না। আরও বলেছেন, কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জন না করলে যদি ধর্ম্ম না হয়, তা হ'লে জগতে কাহারও ত ধর্ম্ম হয় নি, হ'তেও পারে না। এই রকম শিক্ষা পাঠ ক'রে আমার মন জ্ব'লে উঠল ; আমি উপরে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমার কথা শুনে বললেন, "অনাসক্তভাবে যা ইচ্ছা ক'রে যাবে।" আমি তাঁকে বললুম, "কি ক'রে রোজ মদমাংস অনাসক্তভাবে খেয়ে যাব ? যা সম্ভব নয়, সে সব শিক্ষা দিয়ে লোকের মাথা খাচ্ছেন কেন ? মহাপুরুষরা ব'লে গেছেন, সংসারত্যাগীরা কখন স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসবে না ; আর আপনি একপাল যুবতী স্ত্রীলোক বাড়ীতে রেখে যেন ডাকছেন, আমার চারে চ'লে আয় কে আছিস কামিনীকাঞ্চনকামী—"

অম। পরের নিন্দা করো না ; তাঁর উদ্দেশ্য হয় ত বোঝ না।

কৃষ্ণ। বেশ বুঝি ; একটা লোভনীয় আমোদ-প্রমোদের আড্ডা ক'রে রেখেছেন—

অম। ছি ছি, ও সব কথার আলোচনা ত্যাগ কর।

কৃষ্ণ। আলোচনা দরকার সমাজের জন্যে। নিজে যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু ধর্ম্মের নাম নিয়ে পরের যথাসর্ব্বস্ব—

এমন সময় লতা আসিয়া কহিল, "দাদা, তোমাদের ভাত দেওয়া হয়েছে ; আজ রান্না হ'তে বড় দেরী হয়ে গেল, কাল সকলে রাত জেগেছে কি না—"

"অতিথিদের খাওয়া হয়েছে ?"

"তাঁদের খাওয়া না হ'লে কি আমি তোমাদের ডাকতে এসেছি ? এখন চল—"

উভয়ে উঠিলেন।

৪

অমরালয় গঙ্গার ধারে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; কিন্তু বাড়ীটি ঠিক ভাগীরথীর কিনারায় নয়। বর্ষাকালে জাহ্নবীর জল গৃহসংলগ্ন উদ্যান স্পর্শ করে, কিন্তু বৈশাখে জল অনেকটা সরিয়া যায়। সরিয়া গেলেও এখানকার গঙ্গা খুব চওড়া, জলও অনেক।

অপরাহ্ণে উদ্যানে বসিয়া গঙ্গাপানে চাহিতে চাহিতে অতিথি পশুপতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের নৌকা কোন্‌খানটায় ডুবেছিল বাবা ?"

অমরনাথ উত্তর করিলেন, "আমি ত তা' জানি না ; কখন্ আপনাদের নৌকো ডুবেছিল, তাও আমি দেখি নি।"

পশুপতি। তবে তুমি কি ক'রে আমাদের সাহায্যে ছুটে গিছলে ?

অমর। আমি চীৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। ঝড় উঠেছে দেখে আমি সতর্ক ছিলাম।

পশু। অন্ধকারে কি ক'রে আমাদের দেখতে পেলে বাবা ?

অম। আপনারা জলে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, শব্দ হচ্ছিল, আমি সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে—

পশু। আমি আর পারছিলাম না, কোন রকমে ছেলেটাকে পিঠে ফেলে দশ পনর হাত সাঁতার কেটে এসেছিলাম। যে মুহূর্ত্তে মনে মনে বললাম, ভগবান্, আর পারলাম না, তুমি যা হয় কর, সেই মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে ধরলে। তার পর আর জ্ঞান ছিল না, কি হ'ল, কিছুই জানি না।

অম। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন ?

পশু। তোমারি কাছে আসছিলাম বাবা।

অম। আমার কাছে ? কেন ?

পশু। তা বলছি। এখন আমাদের বাড়ী ফেরবার ব্যবস্থা কর, ভোরে রওনা হ'তে হবে।

অম। তা হ'তেই পারে না, দু' তিন দিন পরে যাবেন।

পশু। আমি গায়ে বেশ বল পেয়েছি।

অম। সেটা পরে বুঝব। অনুমতি হয় যদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

পশু। স্বচ্ছন্দে কর।

অম। আপনি আমার সকল পরিচয় অবগত আছেন, বাবার সঙ্গেও আপনার বিশেষ আলাপ ছিল বলছেন। কিন্তু আমি এখনও আপনাকে চিনতে পারলাম না।

পশু। আমার নাম পশুপতিনাথ রায়, নিবাস কালিন্দীর উপর মীরপুর গ্রামে।

অম। এইবার আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি, আপনি এক জন বড় জমীদার।

পশু। বাবা, আমার চেয়েও অনেক বড় জমীদার আছেন, তবে আমি বড় হ'লাম কিসে?

অম। আবার আপনিও ত অনেকের চেয়ে বড়।

পশু। সেটা মনে করা উচিত নয়, যখন নিজেকে দুঃখী ব'লে মনে করবে, তখন নীচের দিকে চেয়ে দেখবে—দেখবে, কত শত অনাথ আতুর তোমাকে বড়, তোমাকে সুখী মনে করছে। আবার যখন অহঙ্কার এসে তোমার কানে কানে বলবে, তুমি কত বড়, তখন তুমি উপরদিকে চেয়ে দেখবে—দেখবে, কত শত তোমার চেয়ে বড় রয়েছে।

অম। কথাটি বেশ। এখন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি কোন্ প্রয়োজনে আমার মত লোকের কাছে এসেছিলেন?

পশু। কথাটা গোপনীয়। এখন এখানে কেউ নেই—ছেলেরা ও-দিকে খেলছে। বলছি কি, আমি তোমার বাপের কাছে ঋণী আছি—তা প্রায় বিশ পচিশ হাজার টাকা হবে।

অম। বাবা ত কখন কাউকে টাকা ধার দেন নি—দেবার সঙ্গতিও বোধ হয় তাঁর ছিল না।

পশু। আহা, আগে আমার কথাটাই শোন না।

অম। বলুন।

পশু। একটা কয়লার খনি কিন্‌তে তোমার বাবা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি একা সব টাকা দিয়ে কিন্‌তে রাজী হইনি, তখন তোমার বাবা কিছু টাকা দিয়ে অংশীদার হ'লেন। তাঁর চার আনা, আর আমার বারো আনা। মনে ক'রো না, আমি বড় স্বার্থপর; তিনি যেমন টাকা দেবেন, তেমনই ত অংশ পাবেন। এই অল্পমূল্যের ছোট খনিটা এখন খুব ফালাও হয়ে উঠেছে—ক'বছর উপরি উপরি অনেক লাভ হয়েছে। আমি কত দিন থেকে মনে ক'রে আসছি, তোমার বাবার অংশের টাকাটা তোমাকে দিয়ে যাব, তা ঘর থেকে টাকাটা চট্ ক'রে বার করতে ইচ্ছা হয় না।

অম। কোন খনি-টনিতে বাবার কোন অংশ ছিল ব'লে শুনি নি।

পশু। সব কথা যে তোমাকে শুন্‌তে হবে, এমন ত কোন কথা নেই।

অম। কোন লেখা-পড়া হয়েছিল?

পশু। তাঁর-আমার মধ্যে আবার লেখা-পড়া কি? কথার চেয়ে কাগজ কি কখন বড় হয়? সেই টাকাটা আমি তোমাকে কোথায় কি রকমে পাঠাব, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। আর বছর বছর যে টাকাটা লাভ হবে, সে টাকাটাই বা ভবিষ্যতে কোথায় পাঠাব?

অম। কত টাকা জমেছে?

পশু। খাতা না দেখে তা ঠিক বলতে পারিনে—তবে পচিশ ত্রিশ হাজারের কম হবে না।

অম। আর বছর বছর কত লাভ হয়?

পশু। তা পাঁচ সাত হাজার হবে তোমার অংশে।

অমরনাথ চিন্তামগ্ন হইলেন। জাহ্নবী-বক্ষে সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িয়াছেন। অদূরে কৃষ্ণনাথ ছিপ উঠাইয়া লইয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতেছেন। হংসকুল গঙ্গার উপর দিয়া কোন্ অজানা দেশে আশ্রয়ান্বেষণে উড়িয়া যাইতেছে। অমরনাথ একে একে সব দেখিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমি আপনার কোন টাকাই নিতে পারব না।"

পশু। কেন বাবা?

অম। কোন টাকাই আমার পাওনা নেই, আপনি আমাকে দান করছেন।

পশু। দান? আমার মত কৃপণ লোকের এত টাকা দান! অসম্ভব!

অম। শুনেছি, আপনি নিজের খাওয়া-পরায় কৃপণ, কিন্তু পরকে দিতে আপনি চিরদিন মুক্তহস্ত।

পশু। যখন আধলাটা-পয়সাটা দিতে হয়, তখন আমি মুক্তহস্ত। তাই ব'লে এতগুলো টাকা কেউ প্রাণ ধ'রে দিতে পারে? আর আমি তোমাকে শুধু শুধু দান করবই বা কেন?

অম। আপনি হয় ত মনে করেছেন, আপনার—আপনার একটু উপকার করতে পেরেছি।

পশু। কি আর উপকার করেছ? জল থেকে টেনে তুলেছ, এই? এ ত মানুষ মানুষের জন্যে করেই থাকে, তুমি আর বেশী কি করেছ?

কৃষ্ণনাথ আসিয়া কহিলেন, "কথাটা কি অমর?"

অমর সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, "পশুপতি বাবুর কথাটা অবিশ্বাস করবার কোন হেতু পেয়েছ কি, অমর?"

অম। আমার মনে হচ্ছে, উনি টাকাটা আমাকে দান করছেন।

পশু। তোমাকে দান করতে যাব কেন? তোমার অভাব কি?

অমর। অভাব আমার খুব।

পশু। তোমার অভাবের কথা তুমি জান, আমার পক্ষে সেটা জানা সম্ভব নয়।

অম। সম্ভব হয়েছিল দুপুর বেলায়, যখন আমি পাশের বারান্দায় ব'সে কৃষ্ণনাথের সঙ্গে কথা কইছিলুম।

কৃষ্ণ। দেখ অমর, এর পরে যদি তুমি সত্যই মনে কর, এ টাকাটা তোমাকে উনি দান করেছেন, তা হ'লে তুমি সুবিধামত টাকাটা ফেরত দিও। এখন তোমার দরকার পড়েছে, টাকাটা নেও।

পশু। এ কথা মন্দ নয়—

অম। আমি বুঝে দেখব।

৫

বাগানের অন্য দিকে একটি লজ্জাবতী লতার পাশে বসিয়া স্নেহলতা, পশুপতি বাবুর পুত্র সুকুমারকে কহিতেছিল, "দেখ ভাই, এ গাছের পাতায় হাত দিলেই পাতা কুঁকড়ে যায়।"

বালক কহিল, "সত্যি না কি? আমি হাত দিয়ে দেখব?"

"দেও।"

বালক যেমন পাতায় হাত দিল, অমনই পাতাগুলি কুঞ্চিত হইল। বালক সাতিশয় বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন দেখিল, এই ব্যাপারের মধ্যে কোনরূপ তঞ্চকতা নাই, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এমনটা হয়, লতা?"

লতা সহাস্যে কহিল, "তুমি কি বোকা সুকু! এমনটা হওয়াই যে ওর স্বভাব।"

সুকু। ওরই বা এমন স্বভাব কেন? এত গাছ-পালা রয়েছে, তারা ত কুঁচকে যায় না।

লতা। স্বভাব কি সকলের এক রকমের হয়, সুকু? এই দেখ না কেন, কুকুর-বেরাল মাছ খায়, কিন্তু গরু-ছাগল মাছ খায় না।

সুকু। তোমার কথাটা আমার মনে লাগল না, আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করব।

লতা। দাদাকে জিজ্ঞেস কর না কেন; এমন কোন জিনিস নেই, যা' দাদা জানেন না।

সুকু। আমার সব জিনিস জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় নেই।

লতা। কেন ভাই?

সুকু। আমাদের গাঁয়ের স্কুল ছোট, কলকাতার স্কুলে পড়তে আমার ইচ্ছা করে, কিন্তু বাবা সেখানে আমাকে যেতে দেন না।

লতা। কেন?

সুকু। আমি বাবার এক ছেলে কি না, তাই তিনি আমাকে চোখের আড়াল করেন না। এই দেখ না কেন, বাবা একটা দরকারে কলকাতায় যাচ্ছিলেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন—ছাড়েন নি।

লতা। তোমাদের চাকররা কোথা গেল ভাই?

সুকু। বাবা তাদের অন্য জায়গায় বাসা নিতে ব'লে দিয়েছেন। এ বাড়ী ছোট কি না।

লতা। তাদের নৌকো বুঝি ডোবে নি?

সুকু। তাদের নৌকো ছোট, ঝড় উঠ্‌বার আগেই তারা এসে পৌঁছেছিল।

লতা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বয়স কত ভাই?"

সুকু। তের চোদ্দ বছর হবে। তোমার?

লতা। ন' বছর। চার বছর বয়স থেকে দাদার কাছে পড়ছি; তিনি কত বই পড়িয়েছেন, কত গল্প বলেছেন; গাইতে বাজাতেও শিখিয়েছেন।

সুকু। আমি ভাই বড় একটা কিছু শিখতে পারি নি; কিছু কিছু ইংরিজী বাঙ্গালা পড়েছি।

লতা। আমিও ইংরিজী পড়েছি। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর, দাদার মত—দাদার মত যদিও পাবে না—এক জন পণ্ডিত মাইনে ক'রে কাছে রেখে দাও: সে তোমাকে পড়াবে শেখাবে, গল্প বলবে—

সুকু। বেশ বলেছ, লতা, আমি বাবাকে তাই বলব।

লতা। আর দেখ ভাই সুকু, আমি বোধ হয় এখানে থাকব না।

সুকু। কোথা যাবে?

লতা। বড়দার সঙ্গে চন্দননগরে; তার পর আমি একটু বড় হ'লে কলকাতায় মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হব।

সুকু। তুমি সকলকে ছেড়ে একা সেখানে থাকতে পারবে?

লতা। কি করব ভাই? লেখা-পড়া ত শিখতে হবে। দাদার ইচ্ছা, আমি স্কুলে পড়ি, তুমিও কেন সুকু কলকাতায় থেকে স্কুলে পড় না?

সুকু। আমার ত তাই ইচ্ছা করে, কিন্তু বাবা আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হন না। আমি কি বার বার তাঁকে বলতে পারি? তিনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভাল বোঝেন।

লতা। আচ্ছা, চল দেখি তাঁর কাছে; তুমি না বলতে পার, আমি বলব।

সুকু। না ভাই, বোলো না; তিনি হয় ত মনে করবেন, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি।

লতা। মনে করলেই বা; আমরা বাপ-দাদার কাছে আব্দার করব না ত কার কাছে আব্দার করব?

বলিয়া লতা উঠিল এবং উদ্যানের যে অংশে বসিয়া পশুপতি প্রভৃতি বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সেই অংশে দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, "জ্যেঠামশাই!"

"কি মা?"

"আমি একটা কথা বলব, রাগ করবেন না?"

"মা'র উপর কি রাগ করতে পারি?"

অমরনাথের পানে চাহিয়া লতা কহিল, "দাদা, আমি বলি?"

"তুমি কি বলবে, তা ত আমার জানা নেই।"

"এই সুকুর কথা। তার পড়াশুনা করবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু—"

পশুপতি। কিন্তু কি মা?

লতা। কিন্তু ঘ'টে উঠছে না।

পশু। যাতে ঘটে, তুমি সেই রকম ব্যবস্থা কর।

লতা। আপনি তাতে রাজী হবেন জ্যেঠামশাই?

পশু। আমি কি মায়ের ব্যবস্থা ঠেলতে পারি?

লতা আরও দুই পা অগ্রসর হইয়া কহিল, "সুকুর জন্যে বাড়ীতে এক জন বিদ্বান্ দেখে মাষ্টার রেখে দেবেন; সুকুকে সব কথা বুঝিয়ে দেবে। লজ্জাবতী পাতাতে হাত দিলে কেন যে সে কুঁচকে যায়, তা-ও সুকু জানে না।"

পশু। তুমি জান, মা?

লতা। জানি বৈ কি—কুঁচকে যাওয়া যে তার স্বভাব।

পশু। বাঃ, তুমি ত সব জান দেখছি। আচ্ছা, আমি সুকুর জন্যে একটা খুব বিদ্বান্ দেখে মাষ্টার রেখে দেব।

লতা। তার পর আমি যখন বড় হয়ে মহাকালী-পাঠশালায় পড়ব, তখন সুকুও কলকাতায় থেকে পড়বে।

পশু। আগে তুমি বড় হও মা, তার পর সে কথা।

লতা। বড় হ'তে আমার আর বেশী দেরী নেই।

পশু। সত্যি না কি! আমি এ খবরটা জানতাম না মা—তুমি কবে বড় হবে?

লতা। দাদা যখন বলবেন, আমি বড় হয়েছি, তখন আমি কলকাতায় পড়তে চ'লে যাব।

পশু। তুমি এখন কি পড়, মা?

লতা। রামায়ণ শেষ হয়েছে, মহাভারতও শেষ হয়ে এল। ইংরাজী বেশী পড়ি নি—দু'খানা বই সবে শেষ হয়েছে। সংস্কৃত ধরেছি।

পশুপতিনাথ বিস্মিত হইয়া অমরের পানে চাহিলেন। অমর কহিলেন, "আমি ওকে বেশী পড়তে দিই না—একটু চেপে রাখি। ওর ইচ্ছে, দিন-রাত পড়ে; পাছে শরীর খারাপ হয়, তাই গান-বাজনার দিকে ঝোঁকটা ঠেলে দিয়েছি।"

পশু। তুমি গাইতে পার, মা?

লতা। দাদার কাছে একটু একটু শিখেছি।

পশু। আচ্ছা, একটা গান কর দেখি, মা।

লতা তাহার দাদার পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হারমোনিয়মটা আন্‌তে বলব, দাদা?"

"অত বড় যন্ত্রটা এখানে আনা সুবিধে হবে না; তুমি বেহালাটা আন, তুমি না পার, আমি বাজাব।"

লতা ছুটিয়া গিয়া বেহালাটা আনিল। বেহালাটা দাদার হাতে দিয়া আবার ছুটিল। যেখানে বসিয়া সুকুমার লজ্জাবতীর লজ্জা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতেছিল, সেখানে আসিয়া লতা রুদ্ধশ্বাসে কহিল, "ভাই, আমি গান করব, তুমি শীগ্‌গির এস।"

সুকু উঠিল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া আসিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে সুকু জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গান গাইতে লজ্জা করবে না, লতা?"

লতা। গান গাইতে লজ্জা কি? তা হ'লে পড়া দিতেও লজ্জা হবে?

সুকু। না, তা কেন?

লতা। আমি দাদার কাছে শুনেছি, ভাল কাজ করতে লজ্জা করা ঠিক নয়। ঠাকুর-দেবতার নাম করব, তাতে আবার লজ্জা কি?

সুকু। কি জানি ভাই, আমার কেমন লজ্জা করে—বাবার সাম্‌নে আমি কখন গাইতে পারিনে।

লতা। ও মা, সে কি! বাপের সাম্‌নে লজ্জা! আমার ত ভাই, দাদাকে একটুও লজ্জা করে না।

উভয়ে আসিয়া পৌছিল। লোহার বেঞ্চ কয়েক-খানা ছিল, তাহার একখানাতে লতা বসিয়া পাশে সুকুকে বসাইল। অমর কহিলেন, "বেহালা বাজাতে পারবি লতি?"

লতা। বেশ যা হোক; আমি বাজাতে পারব কি না, তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি না কি?

অম। তুই কোন্ গানটা গাইবি, বল্ দেখি?

লতা। মোর মোহন রে—

অম। আচ্ছা, তুই গা, আমি বাজাই।

লতা গান ধরিল—

মোর মোহন রে।
নীল আকাশতলে, নীল সাগর-জলে,
নীল কমল ঐ ফুটেছে রে।
দিবানিশি বাঁশীর গানে, ডাক মোরে প্রাণে প্রাণে,
সব মোর ধ্যানে জ্ঞানে ভাসিছে রে।

সুন্দর নীল তনু, করেতে মোহন বেণু,
নয়নে ফুলধনু শোভিছে রে।
সব দৃশ্যে সব ধ্যানে, কে ফুটেছে সবখানে,
কে আমার মন-প্রাণে জাগিছে রে।
সে যে মাতা, সে যে পিতা, সে যে বন্ধু পরিত্রাতা,
সে আমার প্রাণদাতা প্রাণরঞ্জন রে।
আমি ভুলে যাই তারে, সে কভু ভুলে না মোরে,
বিরহ-ব্যাকুল স্বরে ডাকিছে রে।
মনে হয় সব ফেলে, ছুটি ঐ চরণতলে,
মন-প্রাণ সঁপে দি ওই চরণে রে॥

গান শেষ হইলে পশুপতিনাথ লতাকে কাছে ডাকিয়া কোলে বসাইলেন; কহিলেন, "মা, তুমি আমাকে বড় আনন্দ দিলে—তুমি সুখী হও। আর একটা গান গাইবে মা?"

"এবার সুকু একটা গান করুক, জ্যেঠামশাই।"

"তুমি গান জান, সুকু?"

সুকু ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, "জানি।"

"বটে! আচ্ছা, গাও দেখি।"

সুকু সলজ্জভাবে গান ধরিল—

তোমার করুণা যেন দীনদয়াল ভুলি না কখন,
বিপদে-সম্পদে প্রভু তোমায় করি যেন স্মরণ।
তুমি মুখেতে আহার দিতেছ তুলিয়া,
তুমি ক্লান্তিতে সুপ্তি দিতেছ আনিয়া,
কিসে মোর ভাল হয় দয়াল ভাবিতেছ অনুক্ষণ,
না চাহিলেও তুমি করিছ নিত্য দান ওগো দীনশরণ॥

পশুপতি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমি ত জানতাম না সুকু, তুমি গাইতে পার—বেশ গেয়েছ।"

লতা কহিল, "আমার চেয়ে ভাল, না জ্যেঠামশাই?"

পশু। তোমার চেয়ে ভাল নয়।

লতা। কিন্তু আমার গলার চেয়ে সুকুর গলা মিষ্টি।

অমরনাথ কহিলেন, "তোমার কি সুকু ব'লে ডাকা উচিত, লতা?

লতা। না, উচিত নয়; কি ব'লে ডাকব দাদা?

অম। কি ব'লে ডাকা উচিত তোমার মনে হয়?

লতা। দাদা—সুকু দাদা—কেমন?

অম। হাঁ।

লতা আবার গান করিল, সুকুও করিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িল; তখন সকলে আহার করিতে উঠিয়া গেলেন।

৬

পরদিন অপরাহ্নে পশুপতি কহিলেন, "আমি এখানে একটি বাড়ী করব মনে করেছি—বেশ জায়গা। আপাততঃ একটা বাড়ী ভাড়া নিলেই চলবে। গঙ্গার ধারে কি ছোট-খাটো বাড়ী পাওয়া যায় না?"

অমর। তা পাওয়া যেতে পারে—বেড়াতে ত যাচ্ছি, অমনি দেখে আসা যাবে।

পশু। আমি তিন শ' টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু গঙ্গার ধারে হওয়া চাই।

অমর। গঙ্গার ধারের বাড়ীগুলো সাহেবেরা দখল ক'রে বসেছে; পাওয়া যাবে কি না বলতে পারি না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা অমর, তুমি ত চ'লে যাচ্ছ, তোমার এ বাড়ীটা পশুপতি বাবুকে ভাড়া দাও না কেন?

অম। এ ছোট বাড়ী ওঁর বাসের যোগ্য নয়!

পশু। এ বাড়ী পেলে ত খুব ভাল হয়, বাড়ীটি বেশ—আমার খুব পছন্দ। কিন্তু বাবা, আমি তিন শ' টাকার বেশী ভাড়া দিতে পারব না।

অম। তিন শ' টাকা ভাড়ার উপযুক্ত এ বাড়ী নয়—আমি দু'শো টাকার বেশী নিতে পারব না।

কৃষ্ণ। তুমি ত কখন বাড়ী ভাড়া দেও নি অমর, সুতরাং এ বাড়ীর ভাড়া কত হ'তে পারে, তা' তুমি জান না। এত বড় কম্পাউণ্ড, এমন বাগান, পাহাড়ের উপর গঙ্গার ধারে এমন সুন্দর বাড়ী কোথাও নেই। এর ভাড়া তিন শ' বড় বেশী হবে না।

পশু। আরও বেশী ভাড়া হওয়া উচিত, কিন্তু আমি তা' দিতে পারব না।

কৃষ্ণ। বাড়ীটা ভাড়া দিবার ভার যখন আমার উপর দিয়েছ, তখন আমি যা' হয় করব।

পশু। বেশ, কৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে সে কথা পরে হবে। আমি এখানে ছেলে-পিলে নিয়ে বেশ আরামে থাকব। মাসে মাসে তিন শ' টাকা কৃষ্ণ বাবুর নিকট দেব। ছ' মাসের ভাড়া আগামও দিতে পারি।

অম। এখন চলুন বেড়াতে যাই, সহর দেখবেন বলছিলেন যে—

পশু। চল।

তিন জনে উঠিলেন। ঘর হইতে নামিতে নামিতে শুনিলেন, উদ্যান-মধ্যে বালক-বালিকা গাহিতেছে। উদ্যানের যে স্থান হইতে সুর আসিতেছিল, তিন জনে ঘুরিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন, একটু অন্তরালে থাকিয়া শুনিলেন, লতা ও সুকু একযোগে গাহিতেছে—

"ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে,
শত্রু মিত্রে পরিণত রসনার রসে,
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে,
কদাচ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ নহে কোন ক্রমে,
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার,
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?"

পশুপতি বাবু গান শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পাড়লেন ; যষ্টি দ্বারা মৃত্তিকায় রেখাপাত করিতে লাগিলেন। সুর উঠিল—

"সতত গলায় পরে করুণার হার,
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?"

পশুপতি বাবু অমরের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখ বাবা, আমার বাসনা, এই দু'টিকে একত্র করি। তোমার কি মত ?"

অম। এরা ত এখন খুব ছোট—

পশু। ছোট হলেও কথাটা হয়ে থাকৃতে পারে ত। তোমরা আমাদের পাল্‌টি ঘর।

অম। লতা বেশ বড় না হ'লে তা'র বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে নেই।

পশুপতি। বেশ ; মেয়ে বড় হোক, আমি অপেক্ষা করব। তুমি এখন কথা দিলেই হ'ল।

সুর উঠিল—

"বিপন্নে দেখিবামাত্র আয় আয় ডাকে,
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

অমরনাথ কহিলেন, "লতাকে নেবার কি আপনার এতই ইচ্ছা ?"

পশু। ভাল জিনিসের লোভ লোকে করে।

অম। এতই যদি তাকে ভাল ব'লে আপনার মনে হয়ে থাকে—

কৃষ্ণনাথ বাধা দিয়া কহিলেন, "বুঝে কথা দিও অমর, তোমার কথা যে আবার নাড়ে না।"

অম। বোঝবার কি আছে ? মেয়ের জন্য আমরা উত্তম ঘর-বর খুঁজি। এমন ঘর-বর আর কোথায় জুটবে, কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। লতাকে বড় ক'রে তার বিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছ ; সে যদি বড় হয়ে আর কাউকে বিয়ে করতে চায় ?

অম। সে ভাব তা'র হৃদয়ে আসবার পূর্ব্বেই বিয়ে দেব, আমি আপনাকে কথা দিলাম, পশুপতি বাবু।

পশু। বেশ, বাবা, বেশ ; তুমি সুখী হও।

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে নামিয়া লতাকে ধরিলেন এবং তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "আমাদের বাড়ীতে যাবে, মা ?"

লতা বুঝিতে না পারিয়া দাদার পানে চাহিল। দাদার ওষ্ঠে শুধু হাসি—বাক্য নাই। লতা কোন দিক্ হইতে সাহায্য না পাইয়া কহিল, "দাদা বল্‌লেই যাব।"

"তোমার দাদা বলেছেন।"

"তবে আমিও যাব।"

সুকুমার একমুখ হাসিয়া কহিল, "বাবা, আমাদের সঙ্গে লতা যাবে ত ?"

পশু। তোমার কি লতাকে ভাল লাগে সুকু ?

সুকু। খুব ভাল লাগে ; আমাদের খুব ভাব হয়েছে।

পশু। তোমারও ওকে ভাল লাগে, লতা ?

লতা। লাগে—বেশ ছেলে ; তবে লেখাপড়া কিছু শেখেনি।

অমর গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার এ কথা বলা কি উচিত হয়েছে, লতা ?"

লতা। কেন দাদা, আমি ত সত্যি কথা বলেছি।

অম। সত্যি হলেও সকল সময়ে সকল কথা বলা উচিত নয়।

লতা। কেন দাদা ? কোন্ সময়ে সত্যি বলা উচিত নয় ?

অম। তোমাকে কেউ কি জিজ্ঞেস করেছিল, সুকু কেমন লেখাপড়া করে ?

লতা। না।

অম। তবে তুমি উপযাচক হয়ে বলতে গেলে কেন ? প্রশ্নটুকুরই উত্তর দিয়ে তোমার ক্ষান্ত থাকা উচিত ছিল ; আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় নি।

লতা। আমার অন্যায় হইয়াছে, আর করব না, দাদা।

অম। আর যে তোমার চেয়ে সকল বিষয়ে বড়—বড় হো'ক বা না হো'ক, কোন লোকের সম্বন্ধে অযাচিতভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা অন্যায়। তুমি ছোট, বুড়োর মত এই রকম কথা বল্‌লে লোকে তোমাকে জ্যেঠা মেয়ে বল্‌বে।

লতা। কি জানি দাদা, আমার মনে যা আসে, তা' আমি টপ্ ক'রে ব'লে ফেলি।

পশুপতিনাথ হাসিয়া উঠিলেন। অমর না হাসিয়া কহিলেন, "যখন কোন কথা বলবার ইচ্ছে হবে, তখন সহসা কিছু বলবে না ; আগে একটু ভেবে দেখবে, তোমার বলা উচিত কি না ; তোমার মন তোমাকে

ঠিক ব'লে দেবে, কোন্ কথাটা বলা উচিত, কোন্ কথাটা বলা অনুচিত। সন্দেহস্থলে কথাটা না বলাই ভাল।"

লতা। আচ্ছা দাদা, এবার থেকে তাই করতে চেষ্টা করব; আমার ভুল হ'লে ব'লে দিও।

পশুপতিনাথ লতার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "তোমার মা, যখন যা মনে আসবে, তখন তা' এ বুড়োকে বোলো, কোন সঙ্কোচ ক'রো না। যাও, এখন তোমরা গান কর গে, আমরা বেড়াতে যাই।"

বালক-বালিকা প্রস্থান করিল। পশুপতিনাথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সে কথা-টার আজও কোন জবাব দিলে না ত বাবা!"

অম। কোন্ কথাটার, আজ্ঞা করুন।

পশু। তোমার বাবার অংশের টাকাটা—

অম। ক্ষমা করবেন, আমি তা নিতে পারব না।

কৃষ্ণ। অমর, তুমি ভুল করছ; পাওনা না থাকলে এতগুলো টাকা কেউ কাউকে সখ্ ক'রে দিতে আসে না।

অম। দিতে আসে, যার মন বড়। আমি পশুপতি বাবুকে চিনেছি; তাঁর দান গ্রহণ করতে পারব না—তুমি আমাকে আর অনুরোধ ক'র না।

কৃষ্ণ। না হয় ওঁর কাছে কিছু কর্জ্জ নেও।

অম। তাও আমি নিতে পারব না।

কৃষ্ণ। কেন?

অম। এ কথার আমি কোন উত্তর দিতে পারব না, ভাই। আমি জানি, অন্য লোকের নিকট এখনই আমাকে কর্জ্জ নিতে হবে, তবু আমি পশুপতি বাবুর নিকট হ'তে কিছু নিতে পারব না।

পশু। তা হ'লে দেখছি, এ টাকাটা নিয়ে আমাকে কিছু মুস্কিলে পড়তে হ'ল।

অম! আপনি দয়া ক'রে এ প্রসঙ্গ আর উত্থা-পন করবেন না; আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু ভিখারী নই।

পশুপতি নিরুত্তর রহিলেন।

৭

উত্তরপাড়ার হরনাথ মুখোপাধ্যায় হুগলী জিলায় অনেকের নিকট পরিচিত বুড়া মানুষ, কোন কায-কর্ম্ম করেন না—জমীদারী আছে, তাহাতে সংসার সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। পৈতৃক বাস্তু খুব বড় না হইলেও হরনাথ বাবুর বৃহৎ সংসারে কোনরূপ অসু-বিধা বা অসঙ্কুলান হয় না। পুত্র তিনটি; জ্যেষ্ঠ পুত্র মতিলাল হাওড়ায় ওকালতী করেন, মধ্যম শঙ্কর একটা সদাগর আফিসের মুৎসদ্দি; কনিষ্ঠ কি করি-বেন, তাহা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আপাততঃ শুধু টপ্পাই গাহিতেছেন।

হরনাথ বাবুর বয়স ৬০ বৎসর হইলেও তিনি আজও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কীর্ত্তন গাইতে, খোল বাজা-ইতে, সময়মত নাচিতে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থ। সাধারণ লোক বলিত, তিনি এক জন পাকা বৈষ্ণব। যাঁহারা লোকের দোষ ধরিয়া বেড়ান, তাঁহারা হরনাথের অনেক ত্রুটি দেখিতেন। তাঁহারা বলিতেন, হরনাথের শিখা সূক্ষ্ম—গোপুচ্ছের ন্যায় মোটা নয়; হরনাথের অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নামের ছাপ থাকে না; তাঁহার কণ্ঠে তুলসীমালার সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। এই সব সমালোচক অবগত ছিলেন না যে, হরনাথের এক মনিব ছিলেন, আর সেই মনিবের মতে তাঁহাকে অনেক সময় চলিতে হইত; নতুবা সংসারে অশান্তি কলহ লাগিয়া থাকিত। এই মনিব হইতেছেন সংসারের কর্ত্রী, গৃহিণী, হরনাথের অর্দ্ধাঙ্গিনী—নাম পার্ব্বতী দেবী।

একদা অপরাহ্নে হরনাথ তাঁহার শয়নকক্ষের মেঝেতে বসিয়া মালা-জপ করিতেছিলেন; সহসা পার্ব্বতী দেবী ঝড়-বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "তোমার মালা রাখ, সকল সময় ভাল লাগে না।"

হর। কি বলবে, বল না।

পার্ব্ব। তুমি ত কিছু দেখবে না, আমি কোন্ দিক্ সামলাই বল।

হর। তোমাকে কিছুই সামলাতে হবে না; যিনি সামলাবার একমাত্র কর্ত্তা, তিনি সামলাবেন।

পার্ব্ব। ও সব বাজে কথা রেখে দেও। এই যে বামুনঠাকুর ছেড়ে গেছে, তোমার কেষ্টঠাকুর এসে রেঁধে দিন্ দেখি।

হর। কোন্ প্রাণে তুমি এ কথা বল্‌লে পার্ব্বতি?

পার্ব্ব। নেও, আর ফোঁপাতে হবে না; তোমার কেষ্টঠাকুরের যা মোরদ, তা জানা গেছে। কত মাথা খুঁড়লুম, কত তুলসী-তলার মাটী বড় বউমাকে খাও-য়ালুম, বলি, মতির একটি ছেলে দেও। কেষ্টঠাকুর তা পারেন না, কেবল গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে দিতে পারেন।

হর। তুমি এ সব তুচ্ছ বিষয় তাঁর কাছে কি ব'লে চাইলে?

পার্ব্ব। চাইব না ত কি? তিনি কি জন্যে ঘরে আছেন? শুধু পূজো নিতে? কাক-পক্ষী উঠতে না উঠতে ননী-মাখন আরম্ভ হ'ল, সমস্ত দিন

ধ'রে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভোগ চলতে লাগল, রাতে লুচি-মোণ্ডা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন। এত যে আমরা সেবা করছি, খাওয়াচ্ছি, তা তিনি কি আমাদের জন্যে কিছু করবেন না?

হর। হা কৃষ্ণ, অবলাকে ক্ষমা কর।

পার্ব্বতী। আর কাঁদতে হবে না, ঢের হয়েছে। আমার কি কম জ্বালা! স্বোয়ামীর কাছেও দুটো কথা বলবার যো নেই, অমনই উনি নাক ঝাড়তে লাগলেন।

হর। আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর পার্ব্বতি,—কৃষ্ণের কাছে কখন কিছু চেও না।

পার্ব্ব। কেন, শুনি?

হর। তুমি যা চাও, তিনি তা দিতে না পারলে, তাঁর প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।

পার্ব্ব। লাগে লাগুক, তিনি আমাকে বড় সুখ দিচ্ছেন কি না।

হর। তুমি যেটাকে সুখ মনে করছ, সেটা সুখ নয়—দুঃখ; আর যেটাকে দুঃখ মনে করছ, সেটা সুখ।

পার্ব্ব। থামো, আর ভণ্ডামী করতে হবে না। যখন শূল-বেদনায় ছট্‌ফট্ করছিলে, তখন বদ্যি এনে দেখালে কেন? বদ্যি তোমার ছট্‌ফটানীর সুখটুকু নষ্ট ক'রে দিয়ে দুঃখু দিলে; আমি এমন জান্‌লে বদ্যিকে ওষুধ দিতে দিতাম না।

হর। কি বলব পার্ব্বতি, রোগে বিপদে কত সুখ। রোগে প'ড়ে আমি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাঁদতাম না, তাঁর দয়া স্মরণ ক'রে কাঁদতাম। মনে হ'ত, রোগ দিয়ে দয়াল আমাকে স্মরণ করেছেন।

পার্ব্ব। আচ্ছা, এবার যখন দয়াল তোমাকে স্মরণ করবেন, তখন আর বদ্যি আনতে দিচ্ছি নে। কেন মিছে পয়সা খরচ ক'রে তোমার সুখ নষ্ট করি? আমি ত আর শত্রু নাই। এখন যা বলতে এসেছিলেম শোন—

হর। বল।

পার্ব্ব। চন্দননগর হ'তে হিরণ এক চিঠি লিখেছে—শুনছ?—না কেষ্ট কেষ্ট করছ?

হর। শুনছি বৈ কি। দাদা আমার ভাল আছে?

পার্ব্ব। নরু ত ভাল আছে, কিন্তু এ দিকে যে তোমার মেয়ের কপাল পুড়তে বসেছে।

হর। কেন?

পার্ব্ব। জামাই না কি রাজমহল হ'তে এক মেয়ে আন্‌তে গেছে; তাকে না কি ঘরে রেখে হিরণকে বিদেয় করবে।

হর। ছি ছি, এ সব কথা মনেও ঠাঁই দিও না। আমি কৃষ্ণনাথকে চিনি, সে এ রকম ছেলে নয়।

পার্ব্ব। তুমি ত বল্লে, কেষ্ট এ রকম ছেলে নয়, এখন হিরণ যে লিখেছে।

হর। দেখ, তোমার মেয়ের চেয়ে জামাই অনেক ভাল।

পার্ব্ব। তার নাম কেষ্ট কি না, অমনই তোমার ভাব এসে গেল! এখন মেয়ে যে চ'লে আস্‌তে চায়, তা'র কি করি বল?

হর। না, তা'র চ'লে আসা হবে না।

পার্ব্ব। তাই ব'লে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে তাকে প'ড়ে থাকতে হবে না কি?

হর। আগে দেখ না কেন লাথি-ঝাঁটা—

এমন সময় দ্বিতীয়া কন্যা শোভাময়ী আসিয়া কহিলেন, "দিদিকে আন্‌তে কে যাচ্ছে, বাবা?"

হর। কেউ না।

শোভা। ও মা! দিদি কি তবে একা আস্‌বে?

হর। তোমার দিদি এখন আসবে না।

শোভা। সে কি! দিদি কি তবে সেখানে ব'সে ব'সে মার খাবে?

হর। তোমরা এখন ওঠ—সন্ধ্যে হয়ে এল, আমার কাজ আছে।

পার্ব্ব। তোমার কায ত খোল ঘাড়ে ক'রে চেঁচান? ছেলেগুলো রাতে ঘুমুতে পায় না, আঁৎকে ওঠে, শোভির ছেলেটার ত জ্বর ছাড়ছেই না।

শোভা। বামুন ঠাকুর সে দিন বলছিল, তরকারীতে নুণ হবে না কেন, চেঁচানির জ্বালায় মাথা কি ঠিক থাকে!

তৃতীয়া কন্যা রূপময়ী আসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, দিদি নাকি মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে?"

হর। তোমার গর্ভধারিণীকে সে কথা জিজ্ঞেস কর।

কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া কহিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে এল যে বাবা, আরতি করবে কখন্?"

হর। এই যে যাই মা, সব যোগাড় করেছ?

জ্যোতি। আজ সকাল সকাল সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। শুনলুম, তুমি চানের ঘরে এখনও যাও নি, তাই ছুটে এখানে এলুম—যাও, চান কর গে।

শোভা। সুয়ো মেয়ে এলেন বাপের খোসামোদ করতে।

হর। ও ত আমার সুয়ো বটেই; ময়ী আমাকে ভাগবত শোনায়, আমার গোপীনাথের কত সেবা করে—

শোভা। সুয়ো যদি, তবে ওর বিয়ে দিচ্ছ না কেন? তেরো বছরের ধাড়ী হ'ল যে।

হর। বিয়ে দেবার মালিক আমি নই, কৃষ্ণ যখন বিয়ে দেবেন, তখন ওর বিয়ে হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, ওর খুব ভাল বর হবে।

শোভা। আর আমাদের বুঝি শাপ দিচ্ছ?

জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বুড়া যাইতে যাইতে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "ভ্যালা জপ করতে বসেছিলাম! জপ ত হ'লই না— কৃষ্ণ, তোমার ইচ্ছে!"

৮

চন্দননগরে আসিয়া লতা বড় মুস্কিলে পড়িল। সব নূতন লোক, নূতন দৃশ্য। একে দাদার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছিল, তাহার উপর স্বল্প-পরিচিত লোকের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। কৃষ্ণনাথ সর্ব্বদা তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন। গঙ্গার ধারে মাঝে মাঝে তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন, কখন কখন নৌকায় উঠিতেন; কিন্তু লতার মন দাদার বিচ্ছেদে সতত কাতর থাকিত! আগে সে কত কথা বলিত, এখন কয়টা কথাই বা সে বলে। সদা প্রফুল্লময়ী এক্ষণে বিষাদময়ী। কৃষ্ণনাথ চিন্তিত হইলেন। নরেনকে স্কুলে না পাঠাইয়া তাহাকে বাড়ীতে লতার কাছে রাখিয়া দিলেন। নরু কলের জাহাজ দেখাইল, লতা ভুলিল না। তাহার জন্য কৃষ্ণনাথ কলের গাড়ী, কলের পাখী, বেলুন প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন; লতা খেলনাগুলি লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু বিশেষ আগ্রহের সহিত খেলা করিল না। কৃষ্ণনাথ তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া যাদুঘর চিড়িয়াখানা দেখাইলেন; লতা ক্ষণেকের জন্য তাহার ব্যথা ভুলিল,—ঘরে ফিরিয়া আবার কাতর হইয়া পড়িল। কৃষ্ণনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে অমরকে 'তার' করিলেন। অমর তখন দিল্লীতে কোন বন্ধুর গৃহে থাকিয়া বিলাত যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। 'তার' পাঠান্তে তিনি একটু চিন্তা করিলেন; অতঃপর বিলাত যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তাহার কয়েক দিন পরে একদা প্রভাতে কৃষ্ণনাথ যখন বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া লতাকে ছবি দেখাইতেছিলেন, তখন একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "কে এল!"

"হয় ত দাদা।"

"তোমার দাদাই বটে, লতি!" বলিয়া অমর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লতা ছুটিয়া গিয়া অমরের বুকের উপর পড়িল; এবং ক্ষণকাল তদবস্থায় থাকিয়া বুক হইতে নামিয়া পড়িল। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ফিরে এলে যে দাদা?"

অম। আমার লতিকে ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারব না বুঝে ফিরে এলাম।

লতা। আমিও থাকতে পারব না, দাদা।

অম। এক দিন তোর জন্যে মন বড় অস্থির হয়েছিল, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণনাথের নিকট হ'তে তার পাই।

লতা। তুমি বুঝি 'তার' করেছিলে, বড়দা?

কৃষ্ণ। না ক'রে করি কি? তুই যে রকম ভেঙ্গে পড়লি।

লতা। আবার কবে তুমি যাবে, দাদা?

অম। বিলেত আর যাব না—

লতা। বেশ হয়েছে। তুমি বিলেত গেলে, ফিরে এসে তোমার লতিকে আর দেখতে পেতে না!

অম। অমন বড়দা পেয়েও তোর দুঃখু?

লতা। বড়দাকে আমার খুব ভাল লাগে; কিন্তু তোমাকে—

অম। আমাকে আরও তোমার ভাল লাগে, কেমন? বেশ, যাদের তোমার ভাল লাগে, তারা তোমার কাছে কাছেই থাক্‌বে।

লতা। দাদা, দেখ, বড়দা আমাকে কত খেলনা এনে দিয়েছেন—আনব? দেখবে?

অম। নিয়ে এস।

লতা ছুটিল—বিদ্যুল্লতার ন্যায় ছুটিল—মুখে হাসি, অন্তরে আনন্দ। কিন্তু ফিরিতে তাহার কিছু বিলম্ব হইল। যখন খেলনাগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া দাদার কাছে আসিতেছিল, তখন তাহার গতি মন্থর, বদন চিন্তাক্লিষ্ট। ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলে কৃষ্ণনাথ তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে লতি?"

লতা। বড়দা, আমার সে ভাল খেলনাটা নেই।

কৃষ্ণ। কোন্ খেলনাটা?

লতা। সেই যে ময়ূরটা—দম দিলে প্যাখম ছড়িয়ে নাচত।

কৃষ্ণ। কোথা সেটা রেখেছিলে?

লতা। সকল খেলনাগুলো যেখানে ছিল—তোমার ঘরে দেরাজে তুমিই ত রেখেছিলে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি খুঁজে দেখব।

নরু অমরের পাশে বসিয়াছিল; কৃষ্ণনাথ তাহার

পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নেও নি, নরু ?"

লতা তাড়াতাড়ি কহিল, "ও নেবে না বড়দা ; আমার থাকলেই ত ওর হ'ল, ওর থাকলেই আমার হ'ল।"

কৃষ্ণ। বটে ! আচ্ছা, আমি খুঁজে দেখব ; না পাওয়া যায়, আর একটা তোমাকে কিনে দেব। এখন তোমরা খেলা কর গে।

লতা, নরু প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথ তখন বন্ধুর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিলেত যাওয়া ত ঘটছে না, তবে এখন করবে কি মনে করেছ ?"

অম। দু' চার দিন বাদে তোমাকে সে কথা ঠিক ক'রে বলব।

কৃষ্ণ। বলবে মাথা আর মুণ্ডু। তুই এক কায কর্—চাকরী কর্—একটু চেষ্টা করলে ডিপুটীগিরি অনায়াসে তোর জুটে যাবে।

অম। জুটেছিলও বিপিনের চেষ্টায়, কিন্তু আমি চাকরীটা নিলাম না।

কৃষ্ণ। কেন, শুনি ?

অম। চাকরী করতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

কৃষ্ণ। এ করবে না, ও করবে না বললে ত চলবে না।

অম। আমি আপাততঃ হাজারিবাগে যাব মনে করেছি।

কৃষ্ণ। সেখানে কেন ?

অম। দু' চার দিন বাদে তোমাকে তা বলব।

কৃষ্ণ। তা হবে না, তোমাকে এখুনি তা বলতে হবে।

অম। তুই বড় দুষ্টু ; তবে শোন্—আমি একটা খনির সন্ধান পেয়েছি।

কৃষ্ণ। কিসের খনি ?

অম। অভ্রের।

কৃষ্ণ। কোথা ?

অম। দিল্লী হ'তে কিছু দূরে—পাহাড় অঞ্চলে।

কৃষ্ণ। কি ক'রে তুই বুঝলি স্থানটায় মাইকা আছে ?

অম। সে জ্ঞান, সে শিক্ষা আমার কিছু আছে।

কৃষ্ণ আহা, আমি তা বলছি নে ; তোর হঠাৎ সন্দেহ হ'ল কেন ঐ যায়গাটায় মাইকা আছে ?

অম। আমি এক দিন শিকার করতে পাহাড়ে গিয়েছিলাম। ফেরবার সময় ক্লান্ত হয়ে এক গাছ-তলায় বসি। মাটী দেখে আমার সন্দেহ হ'ল। খুঁড়ে দেখি অভ্র—যত খুঁড়ি, তত অভ্র। দূরে দূরে কয়েক স্থান খুঁড়লাম—অস্ত্র ছিল না, ছোরা দিয়ে যতটা পারলুম খুঁড়লাম—সব অভ্র। খানিকটা মাটী তুলে এনে দিল্লীতে ব'সে পরীক্ষা করেছি—উৎকৃষ্ট অভ্র বেরিয়েছে।

কৃষ্ণ। তার পর কি হ'ল ?

অম। যে দিন পরীক্ষা শেষ করলাম, সেই দিন তোমার 'তার' এল। আমি কিন্তু তখুনি চ'লে আসতে পারি নি—জমীটা নেবার বন্দোবস্ত আমাকে ক'রে আসতে হ'ল।

কৃষ্ণ। কি বন্দোবস্ত করলি ?

অম। আমি আর কি করব ? বিপিনই সব করলে। মালিক জমীটা বিক্রী করতে রাজী হয়েছেন, তবে মূল্য আজও স্থির হয় নি। বিপিন সেটা ঠিক ক'রে সত্বর আমাকে জানাবে বলেছে। বেশী দাম হ'লে নিতে পারব না।

কৃষ্ণ। কত জমী ?

অম। তা প্রায় হাজার একর হবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, বিপিন বিপিন করছিস্—বিপিনটা কে ?

অম। তাকে ভুলে গেছিস্ ? তার সঙ্গে তুই যে কিছুদিন পড়েছিলি—আমি অনেক দিন পড়েছিলাম। সে এখন দিল্লীতে লাটসাহেবের দপ্তরে বড় চাকরী করছে। বেশ লোক, তোকে সে আজও ভুলে নি।

কৃষ্ণ। তা সে যেমনই লোক হউক না কেন, বিনা পয়সায় তুমি যে অতটা জমী পাবে, তা ত সম্ভব নয়।

অম। বিনা পয়সায় না হউক, বেশী যে দাম পড়বে, তা মনে হয় না। বিপিনের প্রাধান্য খুব, তা ছাড়া পাহাড়ে জমী—

কৃষ্ণ। জমীতে মাইকা আছে প্রকাশ করেছিস্ না কি ?

অম। তা কি করে ! তা হ'লে জমীর দাম যে চ'ড়ে যাবে।

কৃষ্ণ। তা হ'লে তুই এখন কি করবি ?

অম। জমীটা হয়ে গেলে হাজারিবাগে যাব।

কৃষ্ণ। সেখানে কেন ?

অম। সেখানে অভ্রের খনি আছে ; কাজ শিখে নিয়ে পরে মহাজন যোগাড় করব।

কৃষ্ণ। যোগাড় হবে ব'লে মনে হয় ?

অম। নিশ্চয় হবে ; আমার ভেতর থেকে কে এক জন ব'লে দিচ্ছে, এই খনি হ'তে আমার বিপুল অর্থ হবে।

কৃষ্ণ। তোমার ভেতর থেকে যে বলছে, সে কুহকিনী আশা।

অম। না, সেই আমার নিত্য সাথী ভগবান্, অর্থাৎ সেই আমি—

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আর বক্তৃতায় কাজ নেই—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা আমার একেবারেই সহ্য হয় না। তুই এখন ওঠ, স্নান কর গে যা।

অম। আগে বউদি ও পিসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, আর দিল্লীর লাড্ডুগুলো দিয়ে আসি।

বলিয়া অমর উঠিলেন।

৯

কয়েক দিন পরে একদা পার্ব্বতী দেবী জামাইকে লম্বা-চওড়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিমন্ত্রিতের তালিকাভুক্ত ছিলেন অমরনাথ আর ছেলেমেয়ে দুইটি। সহসা এতবড় নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কিন্তু আমরা পার্ব্বতীর মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিয়াছি; দেখিয়া বুঝিয়াছি, লতাকে চাক্ষুষ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি এত বড় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। লতাকে একা আসিতে বলিলে, হয় ত তাহার আসা ঘটিবে না; তাহা ছাড়া তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবারও আশঙ্কা থাকিবে। অতঃপর কন্যা শোভার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি জামাতার বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। অমরনাথের ইচ্ছা ছিল না নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে, কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে আর ভাগ্যদেবীর বিধানে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতে হইল। বন্দোবস্ত হইল, তাঁহারা নরু-লতাকে লইয়া সরাসর মোটরে যাইবেন। কৃষ্ণনাথ সচরাচর শ্বশুরালয়ে মোটরেই যাতায়াত করিতেন; সাত ক্রোশ পথ বৈ ত নয়। বেলা নয়টা বাজিতে না বাজিতে তাঁহারা রওনা হইয়া পড়িলেন।

চন্দননগর অতিক্রম করিয়া যে পথ গঙ্গার ধার দিয়া কলিকাতা অভিমুখে গিয়াছে, সে পথ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামে ইতিহাসে পরিচিত। কৃষ্ণনাথ প্রভৃতিকে লইয়া মোটর যখন এই প্রশস্ত পথে কোন্নগর ছাড়াইয়া উত্তরপাড়ার নিকটবর্ত্তী হইল, তখন এক দুর্ঘটনা ঘটিল। কোন্নগর হইতে উত্তরপাড়ার দিকে একখানি ভাল ব্রুহাম গাড়ী আসিতেছিল। শকটে যে অশ্বিনী সংযোজিত ছিল, সে বড় তেজস্বিনী; চালক বিপুল শক্তি ও কৌশলে তাহাকে দমন করিয়া রাখিতেছিল। কিন্তু মোটরগাড়ী যখন পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে অশ্বিনীকে অতিক্রম করিয়া চলিল, তখন সে আর 'রাশ' মানিল না—চারি পা তুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। মোটর দেখিয়া হউক, অথবা যে কারণেই হউক, অশ্বিনী ভয় পাইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। অমরনাথ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, ঘোড়া মহাবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। শকটের আরোহী, চালক, সহিস সকলেই চীৎকার করিতেছে—ঘোড়া আরও ভয় পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। অমরনাথ মোটর থামাইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দৃঢ়পদে ঘোড়ার পথের উপর দাঁড়াইলেন। ঘোড়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল; অমরনাথ একটু ঝুঁকিয়া এক হাতে তাহার নাক, আর এক হাতে তাহার মুখের লাগাম বিপুল শক্তিতে ধরিলেন। ঘোড়া অনেক লাফালাফি করিল, কিন্তু অমরনাথের কবল হইতে কিছুতেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না। যখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সহিস আসিয়া ঘোড়ার পিঠ চাপড়াইতে লাগিল। ইত্যবসরে কৃষ্ণনাথ নামিয়া আসিয়া ঘোড়ার বাঁধন খুলিয়া দিলেন। ঘোড়া তখন শান্ত হইয়া দাঁড়াইল।

গাড়ীতে আরোহী ছিলেন দুই জন। দুই জনই স্ত্রীলোক—এক জন প্রৌঢ়া, অপরা কিশোরী। উভয়েই বহুমূল্য বস্ত্র-অলঙ্কারে ভূষিতা। গাড়ী হইতে তাঁহারা নামিতেই কৃষ্ণনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, মাসী-মা যে! এ কি, রেবা! তোমরা কোথা যাচ্ছিলে?"

প্রৌঢ়া উত্তর করিলেন, "জামাই—তুমি? আঃ, বাঁচলুম। দিদি আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন, তাই যাচ্ছিলাম। পথে আমাদের কি বিপদ্! তুমি রক্ষা না করলে প্রাণটা গিছল আর কি। বেঁচে থাকো বাবা।"

কিশোরী রেবা কহিল, "না মা, বাঁড়ুয্যে মশাই কিছু করেন নি; ওই যে ভদ্রলোকটি ঘোড়াকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন আর আদর করছেন, উনিই আমাদের রক্ষে করেছেন। মানুষের গায় এত বল থাকতে পারে, আমি তা জানতাম না।"

কৃষ্ণ। অমরের দেহে অসীম শক্তি; সে দিন দু'জন মানুষকে পিঠে ফেলে গঙ্গাগর্ভ হ'তে টেনে এনেছিল। তাঁদের নৌকা ঝড়ে ডুবে গিছল—একে অন্ধকার, তা'তে আবার ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি—

রেবা। তাঁরা রক্ষে পেয়েছেন?

কৃষ্ণ। অনেক কষ্টে। আমি সেই সময় গিয়ে পড়েছিলাম। গিয়ে দেখি, অমর আর তার বোন্ লতা—ওই যে ছোট মেয়েটি গাড়ীতে ব'সে রয়েছে—ওরা নিজেদের বিছানায় বিপন্ন লোকদুটিকে শুইয়ে শুশ্রূষা করছে। সূর্য্য উঠতে না উঠতেই তাঁরা চোখ চাইলেন।

রেবা। তাঁরা ভদ্রলোক?

কৃষ্ণ। বেশ ভদ্র—জমীদার—শিক্ষিত।

রেবা। কোথা তাঁরা ডুবেছিলেন?

কৃষ্ণ। রাজমহলের গঙ্গায়; সেখানকার গঙ্গা খুব চওড়া—এর চেয়ে ঢের বড়।

প্রৌঢ়া। তোমার বন্ধুটির বাড়ী কোথা?

কৃষ্ণ। এখন বাড়ী রাজমহলে, আগে ছিল হুগলীতে।

প্রৌঢ়া। মেয়েছেলে নিয়ে রাজমহলে থাকেন?

কৃষ্ণ। অমর আজও বিয়ে করেনি। বাপ-মা নেই, থাকবার মধ্যে ওই ছোট বোন্‌টি।

প্রৌঢ়া। সে কি! বিয়ের বয়স ত হয়েছে।

কৃষ্ণ। বয়েস আর বেশী কি হবে—ছাব্বিশ সাতাশ হ'তে পারে। সব ক'টা পরীক্ষা দিয়েছে, আর সবতাতেই ফার্ষ্ট হয়েছে।

প্রৌঢ়া। বেশ ছেলে ত; যেমন রূপ তেমনই গুণ! কি জাত?

কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ—চাটুয্যে।

প্রৌঢ়া সর্ব্বাণী অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা রেবার জন্য পাত্রানুসন্ধান চলিতেছিল, কিন্তু কোন পাত্রই তাঁহার পছন্দ হয় নাই। এই পাত্রটি ভাল লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন?"

কৃষ্ণ। অতি নির্ম্মল। মানুষের মধ্যে যদি কেহ নিষ্পাপ ও নির্ম্মল থাকে, তবে অমরনাথই আছে। মুনি-ঋষিদের চেয়ে আমি একে শ্রদ্ধা করি। এখন আপনি রেবাকে নিয়ে মোটরে উঠুন।

সর্ব্বাণী। আমাদের ধরবে?

দূর হইতে অমর কহিলেন, "কৃষ্ণ, তোমরা মোটরে যাও; আমি ঘোড়া জুতে গাড়ী নিয়ে পিছনে যাচ্ছি।"

কৃষ্ণ। তুমি আবার ওই ঘোড়া জুতবে?

অম। আমার সঙ্গে ঘোড়ার ভাব হয়ে গেছে, আর কোন দুষ্টুমি করবে না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অমর ঘোড়া হাঁকাইয়া লইয়া চলিলেন। যখন তিনি হরনাথের দ্বারে আসিয়া গাড়ী থামাইলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অনেকেই দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। লতা প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার হাতে লেগেছে?"

অমর হাসিয়া উত্তর করিলেন, "লগাবে কেন, লতি?"

নরু জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়াটা আর দুষ্টুমি করেছিল, কাকাবাবু?"

অম। না।

নরু। বাবা, কি ঘোড়া! এর চেয়ে মোটর ভাল, সে কখন ক্ষেপে না।

১০

ঘটনাটি সামান্য হইলেও অন্দরমহলে তাহার আলোচনা অতি গুরুতরভাবে চলিতেছিল। গৃহিণী পার্ব্বতীর বড় ঘরে মস্ত এক মজলিস বসিয়াছিল। তথায় রেবা প্রধান বক্তার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শোভাময়ী, রূপময়ী প্রভৃতি আড়ষ্ট হইয়া ঘটনার কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহাদের জীবনে এরূপ ঘটনার নায়িকা হইবার সুযোগ কখন আসে নাই; সে জন্য তাঁহাদের আক্ষেপ জন্মিতেছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া ঘটনার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বটিও জানিয়া লইতেছিলেন। রেবাসুন্দরী ভাবে উন্মত্ত হইয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন। কখন বলিতেছিলেন, "মোটর থামিয়ে অমর বাবু লাফিয়ে পড়লেন"; কখন বলিতেছিলেন, "মোটর চলছিল, অমর বাবু লাফিয়ে প'ড়ে একেবারে ঘোড়ার মুখ ধরলেন।"

শোভা। ঘোড়া যদি কামড়ে নিত, বাবা রে!

রেবা। ঘোড়ার সাধ্যি কি? যে জোরে ধরেছিলেন, ঘোড়া যে ম'রে যায় নি, এই ঢের।

শোভা। তোদের সহিস কোচওয়ান কি করছিল?

রেবা। আল্লা আল্লা করছিল, আর করবে কি?

শোভা। অমর বাবু একাই এত করলেন?

রেবা। তিনি একাই একশ।

শোভা। তিনি কলির ভীম বল্।

রেবা। ভীমের মত একটুও চেহারা নয়—বরং অর্জ্জুনের মত কতকটা।

পার্ব্বতী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি ভীম অর্জ্জুন দু'জনকেই দেখেছিস্, রেবা?"

শোভা মায়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, "হাঁ দেখেছে, তুমি থামো না"—পরে রেবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম চেহারা, রেবা?"

রেবা। খুব সুন্দর—তোমাদের সকলের চেয়ে রং ফর্সা—জ্যোতির চোখের মত টানা চোখ—পাতলা ছিপছিপে—

পার্ব্ব। ও মা, তুই এরই মধ্যে এত দেখেছিস্?

রেবা। এর মধ্যে আর কি? তিনি কতক্ষণ ধ'রে ঘোড়াকে নিয়ে টহল দিলেন, তার গলা জড়িয়ে আদর করলেন—

পার্ব্ব। অমর বোধ হয় বড় জামাইয়ের বয়িসী—

রেবা। না মাসীমা, বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের চেয়ে অনেক ছোট।

সর্ব্বাণী বাধা দিয়া কহিলেন, "তুই চুপ কর না রেবা, যা জানিস্ নে, তা' বল্‌তে যাস্ কেন? (পার্ব্বতীর প্রতি) বয়সে এই ছাব্বিশ সাতাশ হবে।"

রেবা। দেখতে কিন্তু খুব ছেলেমানুষ।

শোভা। তোর চেয়ে ছোট না কি?

সর্ব্বা। এখুনি ত আসবে, দেখলেই দিদি বুঝতে পারবে।

ফাঁক পাইয়া পাছে রেবা আবার প্রধান বক্তার স্থান অধিকার করে, এই আশঙ্কায় সর্ব্বাণী তাড়াতাড়ি কহিলেন, "ছেলেটি বড় ভাল, সব ক'টা পাস দিয়েছে —বিয়ে আজও করে নি।"

পার্ব্ব। ও মা, সে কি! অত বড় ছেলে আজও বিয়ে করে নি!

সর্ব্বা। বাপ-মা নেই, কে বিয়ে দেবে?

পার্ব্ব। আহা! কি জাত?

সর্ব্বা। ন—চাটুয্যে।

এমন সময় নরু আসিয়া কহিল, "দিদিমা, কাকা বাবু এসেছেন।"

পার্ব্ব। কাকা বাবু কে রে?

নরু। কাকা বাবু আবার কে! কেন, কাকা বাবু।

পার্ব্ব। তার নাম কি?

নরু। শ্রীযুত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—এইবার বুঝেছ?

পার্ব্ব। বাবা রে, তুই কি ছেলে হইছিস্।

নরু। মন্দটাই বা কি। এখন বল, তাঁকে এখানে নিয়ে আসি?

পার্ব্ব। ও মা, এখানে কি রে!

সর্ব্বা। নিয়ে আসুক না—বড় ভাল ছেলে— দেখলেই তুমি বুঝবে দিদি—

শোভা তাড়াতাড়ি কহিল, "আমার কাপড়খানা তেমন ভাল নয়।"

রূপ কহিল, "আমার কি একখানা হাতিপেড়ে কাপড় পরনে আছে, আমি নীলাম্বরীখানা প'রে আসি।"

শোভা। তোকে ত আর কেউ বিয়ে করতে আসছে না, তোর অত সাজগোজে দরকার কি রূপো?

রূপ। তোমার যেমন কথার ছিরি! তোমাকে বুঝি কেউ বিয়ে করতে আসছে, তাই তুমি কাপড় বদলাতে যাচ্ছ?

শোভা। দেখ রূপো, মুখ সাম্‌লে কথা কবি।

পার্ব্ব। রূপো কিছু অন্যায় বলে নি; তুমিই ত আগে ঝগড়া বাধিয়েছ শোভা! তুমি বড় কুঁদুলে—

শোভা। তুমি ত চিরদিনই আমাকে মন্দ দেখ; শ্বশুরবাড়ী যেতে পারলে বাঁচি।

রূপ। সেখানে বনিয়ে ঘর করতে পারলে না ব'লেই ত এখানে এসে রয়েছ।

শোভা। দেখ রূপো, আজ তোর মুখ—

সর্ব্বা। এবার রূপো, তুমি অন্যায় কথা বলেছ।

রূপ। আমি সত্য কথা বলেছি।

শোভা। তুই আমার শ্বশুরবাড়ীতে ঘর ক'রে এলি কি না, তাই সেখানকার সব কথা জেনে এইছিস্।

পার্ব্বতী সে সময় তাঁহার কুমারী কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা ভাবিতেছিলেন। তাহার পানে ফিরিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "তুই কালো আলপাকা শাড়ীখানা প'রে আয় গে।"

কন্যা। থাক্ গে মা।

শোভা রূপোর কাপড় বদলাইবার অবসর হইল না —কৃষ্ণ ও অমর ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে কর্ত্তার মধ্যম পুত্র শঙ্কর, নরু ও লতা ছিল। সর্ব্বাণী অতিথিদের আহ্বান করিয়া আসনে বসাইলেন এবং অমরের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাত-পা ধুয়েছ বাবা?"

"পা ধুই নি—হাত-মুখ ধুয়েছি।"

কৃষ্ণনাথ হাসিয়া কহিলেন, "একটা কথা ব'লে রাখি মাসীমা, অমর কখন মিথ্যা বলে না, তাই আপনার প্রশ্নের এই রকম উত্তর দিল।"

শঙ্কর কহিলেন, "সে কি! মিছে কথা কখন বলেন না! আমি ত এ রকম মানুষ কখন দেখি নি।"

কৃষ্ণ। তুমি আর মানুষ কোথায় দেখলে? যা' দেখেছ সায়েব আর কুলী।

শঙ্ক। সংসারে থাক্‌তে হ'লে বা চাকরী করতে হ'লে মিথ্যে কথা বলতেই হয়।

কৃষ্ণ। সত্যি ব'লে দেখেছ কি?

শঙ্ক। খুব দেখেছি; সায়েবের কাছে যখুনি সত্যি বলেছি, তখুনি গাল-মন্দ—মিথ্যে বলেছি ত পরিত্রাণ পেয়েছি।

সর্ব্বাণী। তোমরা একটু চুপ কর। দিদি, জলখাবার নিয়ে এস—রূপো, ঠাঁই ক'রে দে।

জ্যোতিঃ চুপি চুপি মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি খাবার নিয়ে আসব মা?"

"নিয়ে এস, সব গুছোনই আছে।"

জ্যোতিঃ প্রস্থান করিল। রূপো দুইখানা আসন পাতিয়া জল আনিল। জ্যোতিঃ দুইখানা থালা

আনিয়া দেখিল, দুইখানা মাত্র ঠাঁই হইয়াছে ; কহিল, "সেজদি, আর দু'খানা আসন পাতো।"

"কেন ?"

"নরু আর লতার জন্যে।"

"ওরা এর পরে খাবে।"

"তা কি হয়, ওদের যে খিদে পেয়েছে।"

এত লোকের মধ্যে রূপময়ী আর আপত্তি করিতে পারিল না। সে একবার অমরের পানে চাহিয়া দেখিল ; দেখিল, তিনি জ্যোতির মুখপ্রতি চাহিয়া আছেন। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আসন ও জল আনিতে রূপময়ী প্রস্থান করিল।

সকলে আহারে বসিলে সর্ব্বাণী অমরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বাবা, কৃষ্ণনাথ আমাদের যে, তুমিও আমাদের সে—"

অমর হাসিয়া কহিলেন, "তা কি হ'তে পারে ?"

সর্ব্বাণী তাঁহার মিথ্যা কথার জন্য একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "তুমি আমাদের প্রাণ দিয়েছ, বাবা।"

অমর। প্রাণ দেবার শক্তি মানুষের নেই।

সর্ব্বাণী। তুমি যাই বল, আমরা চিরদিন বলব, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষে করেছ।

জ্যোতিঃ দেখিল, লতা লিচুটা বড় তৃপ্তির সহিত খাইতেছে। সে কক্ষান্তর হইতে আরও কয়েকটা লিচু আনিয়া লতার পাতে দিল। লতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"তুমি—আপনি কেমন ক'রে জানলেন, আমি লিচু ভালবাসি ?"

রূপো কহিল, "আমরা গুণতে জানি—"

জ্যোতিঃ কহিল, "খাও, অনেক লিচু আছে,—কারুর কম পড়বে না।"

লতা তাহার দাদার পানে চাহিয়া দেখিল ; দেখিল, তিনি তাহার থালার পানে চাহিয়া আছেন। ভাবিল, দ্বিতীয় দফা লিচু খাওয়া তিনি অনুমোদন করিতেছেন না। সে কহিল, "আমি আর লিচু খাব না।"

কেন খাইবে না, জ্যোতিঃ তাহা বুঝিল। সে মুখ ফিরাইয়া অমরনাথের পানে চাহিল। অমরনাথও তাহার পানে চাহিলেন। জ্যোতিঃ, অমরের দৃষ্টিতে কি দেখিল, জানি না, কিন্তু সে ঝটিতি নয়ন ফিরাইয়া লইল। অমর বুঝিলেন, জ্যোতিঃ তাঁহার কাছে কি চায়। তিনি সহাস্যে লতাকে কহিলেন, "আর কয়েকটা লিচু খেতে পার।" জ্যোতির মুখখানি প্রফুল্ল হইল।

অমরনাথ নিজে অতি সামান্যই ভোজন করিলেন। তদৃষ্টে শঙ্কর কহিলেন, "আপনি এত অল্প আহার করেন, অথচ গায়ে এত জোর !"

অমর। বেশী খেলে কি বেশী জোর হয় ?

শঙ্কর। আমি ত তাই মনে করি।

অমর। বেশী খেলে আমি ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ি—কেমন একটা আলস্য এসে পড়ে।

শঙ্কর। আপনি মাংসটা কি বেশী পছন্দ করেন ?

অমর। আমি মাংস খাই না।

শঙ্কর। মাংস—খান—না !

কৃষ্ণনাথ। তুমি জান না শঙ্কর, উনি আজন্ম ব্রহ্মচারী।

শঙ্কর। কৈ, ব্রহ্মচারীর বেশ ত দেখি না ; দিব্যি আমার মত—

অমর তীব্র দৃষ্টিতে কৃষ্ণনাথের পানে চাহিলেন। কৃষ্ণ তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "বেশে কি ব্রহ্মচারী হয় ?"

শঙ্ক। তবে কিসে হয় ?

কৃষ্ণ। মনে—ত্যাগে—প্রবৃত্তি-নিরোধে। উনি বিয়েটি পর্য্যন্ত করেন নি—করবার ইচ্ছেও বড় নেই।

শঙ্ক। সে কি ! বি—য়ে ক—র—বে—ন—না।

সর্ব্বাণী দেখিলেন, তাঁহার আশা চূর্ণ হয় ; তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "মা-বাপ নেই, কে বিয়ে দেয় বল ; এখন আমাদের দেখে শুনে বিয়ে দিতে হবে।"

কৃষ্ণনাথ। এক ব্যক্তি ত্রিশ হাজার টাকা ও মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন ; অমর বিয়ে করলে না।

সর্ব্বাণীর ভরা নৌকা ডুবিল ; পার্ব্বতীর হৃদয়মধ্যে যে আশাটুকু বাসা বাঁধিতেছিল, তাহাও ঝটিকা-ভিন্ন হইল। সর্ব্বাণী ক্ষীণ আশা ধরিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "বোধ হয়, মেয়ে কুৎসিত—এমন কার্ত্তিকের মত ছেলে—"

শঙ্কর কহিলেন, "ঠিক কথা, কুৎসিত মেয়ে নিশ্চয়ই সে ; নইলে উনি বিয়ে করবেন না কেন ? সংসারে থাকলে বিয়ে করতেই হবে—আলবৎ হবে।"

শঙ্করের বয়স পচিশ ; এই বয়সেই তাঁহার দুইটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পনর বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ। বিংশতি বর্ষ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে অশৌচান্তে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এক্ষণে তাঁহার চারিটি সন্তান।

অমর আহারাদি সমাপন করিয়া কহিলেন, "চল কৃষ্ণ, বাইরে যাই।"

"হাঁ, এখন একবার কর্ত্তার কাছে চল।"

উভয়ে উঠিলেন। নরু, লতাও সঙ্গে চলিল। তাঁহারা অদৃশ্য হইলে শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, এই ছোট্ট মেয়েটির কথা দিদি লিখেছিল ?"

"কি জানি বাছা !"

সর্ব্বাণী কহিলেন, "বেশ ছেলেটি—যত রূপ, তত গুণ—রেবার সঙ্গে বেশ মানায়।"

শোভা। ও কথা বলো না, মাসী-মা; সত্যি বল্‌তে হ'লে বলব যে, রেবা অমর বাবুর যুগ্যি নয়। সকলেরই ত চোখ আছে।

পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি কহিলেন, "রেবা বেশ সুন্দর মেয়ে।"

শোভা। আমি ত আর বলছিনে কুৎসিত; আমার কথা এই যে, অমর বাবুর যুগ্যি মেয়ে রেবা নয়। যেমন ভাই, তেমনই বোন্—রূপে ঘর আলো করেছিল।

পার্ব্ব। তুই পরকেই সোন্দর দেখিস্; আমার মেয়ে বোন্‌ঝিরা কি কুচ্ছিত?

শোভা। কুৎসিত না হোক, তিলোত্তমাও কেউ নয়। আমি উচিত কথা বলব, তোমার ছোট মেয়েটি ছাড়া আর কেউ অমর বাবুর পাশে বসবার যুগ্যি নয়।

জ্যোতিঃ উঠিয়া গেল। রেবাও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

সর্ব্বাণী। দেখ্ শোভা, তুই এক ফোঁটা মেয়ে, তোর বুদ্ধি-বিবেচনাও সেই রকম। তুই কেন আমাদের কথায় কথা বলিস্?

শোভা। আমি অন্যায় সইতে পারি নে।

সর্ব্বা। না সইতে পারিস্, উঠে যা।

শোভা তাহার ছেলেটার হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

১১

সে দিন অপরাহ্ণে সদর-মহলের একটা ঘরে বসিয়া কৃষ্ণনাথ অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় অমরনাথের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। অমর কহিতেছিলেন, "দেখ কৃষ্ণ, আজ আমি তোমার উপর বড় বিরক্ত হয়েছি।"

কৃষ্ণ। যদি ক'রে থাকি অপরাধ, ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড।

অম। তুমি ও-রকম কথা আর কখন বোলো না।

কৃষ্ণ। কও কথা!

অম। তুমি কেন আমাকে ব্রহ্মচারী ব'লে পরিচয় দিলে? আমি আবার কিসের ব্রহ্মচারী?

কৃষ্ণ। আমি আমার জ্ঞানমত সত্য বলেছি। দোহাই তোমার—বিশ্বাস কর—যাদের রাস্তায় রাস্তায় দেখি, গেরুয়া প'রে বাঁশ ঘাড়ে ক'রে মুণ্ডিত মস্তকে কচ্ছহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে, তাদের আমি সাধু বা ব্রহ্মচারী মনে করি না। যাহারা চিত্তজয়ী, তাহারাই আমার মতে প্রকৃত ব্রহ্মচারী। এই ভাষ্য আমার প্রণীত অদ্য হইতে সংসারে প্রচার হউক, আর এই ভাষ্যের যিনি টীকা করিবেন, তিনি লিষ্টের মাথায় যেন আমার বন্ধু মহা ব্রহ্মচারী অমরনাথের নাম দেন।

অম। কি তুমি পাগলের মত বকছ। আজ আমি তোমার মুখ চেয়ে কোন প্রতিবাদ করি নি, কিন্তু ভবিষ্যতে—

কৃষ্ণ। ভবিষ্যৎ ব'লে কোন জিনিস দুনিয়ায় নেই —সব বর্ত্তমান। আমি, তুমি, আমার শালী জ্যোতিঃ, এই গৃহ, এরা সব বর্ত্তমান—

অম। তোমার পাগলামীটাও বর্ত্তমান--

কৃষ্ণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রহ্মচারী মশাই।

অম। ফের ব্রহ্মচারী! তবে আমি ব্রহ্মচারীই হব।

কৃষ্ণ। মাছটা?

অম। ছাড়লুম।

কৃষ্ণ। সেটা?

অম। তা'-ও।

কৃষ্ণ। ঠিক?

অম। মানুষ কথায় ও কাজে এক রাখে।

কৃষ্ণ। ব্রহ্মচর্য্য কত দিন রাখবি?

অম। যত দিন না বিয়ে করি।

কৃষ্ণ। বিয়ে তা' হ'লে করবি?

অম। বোধ হয়।

কৃষ্ণ। আমি তোর পাত্রী দেখে দেবো।

অম। তোমার পছন্দর আমি সুখ্যাতি করতে পারি নে।

কৃষ্ণ। আমি বাড়ী গিয়েই হিরণকে এ কথা ব'লে দেব।

অমর কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অবসর পাইলেন না—গৃহস্বামী হরনাথ আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি, হাস্যবদন, অমরনাথের বড় ভাল লাগিয়াছিল। অমরের মুখে একটা চুরুট ছিল, তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তাহা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণনাথও শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হরনাথ কহিলেন, "বাবা, আজ তোমাদের যাওয়া হবে না।"

কৃষ্ণ। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরব, এরূপ ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

হর। একটা তার ক'রে দিলে হয় না, বাবা--

কৃষ্ণ। অমর বোধ হয় থাক্‌তে পারবে না—

হর। (অমরের প্রতি) আপনার থাক্‌তে কি অসুবিধা হবে?

অম। একটু হবে, আপনি যদি আমাকে 'আপনি' বলেন।

হর। (সহাস্যে) বলতে হয় বাবা, না বললে না কি অপরাধ হয়। আজকালকার ছেলেরা পদে পদে বুড়োদের অপরাধ নেয়; আচ্ছা, এখন হ'তে আর আপনি বলব না। তা' তুমি আজ থাকৃতে পারবে, বাবা?

অম। আপনি আজ্ঞা করলে নিশ্চয়ই থাকৃতে পারব—আমার কোন অসুবিধা হবে না।

হর। বেশ, বেশ, আমি বড় সুখী হলাম। আজ দুই জন বড় কীর্ত্তনীয়ার পায়ের ধূলি দেবার কথা আছে—

অম। তাঁদের নাম কি?

হর। এক জনের নাম নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী; খগেন বাবুও দয়া করবেন বলেছেন।

অম। তাঁদের কীর্ত্তন শুনতে অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছা—কখন সুযোগ ঘটে নি। আজ যদি আপনার দয়ায়—

হর। বেঁচে থাক বাবা, কৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করুন—

এমন সময় পুত্র শঙ্কর আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবা, আপনি না কি নবীনকালী বাবুকে কীর্ত্তন শুনতে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছেন?"

হর। করেছি; কিছু অন্যায় হয়েছে বাবা?

শঙ্কর। খুব অন্যায় হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, তাঁর নাতনীর বিয়েতে সে দিন আমাদের নিমন্ত্রণ হয় নি।

হর। তা' আমি জানতাম না, বাবা; জানলে তাঁকে আমি আহার করতে নিমন্ত্রণ ক'রে আস্তাম। আচ্ছা, আমি ফের যাচ্ছি, তুমি তাঁদের খাবার-দাবারের উদ্যোগ কর।

শঙ্ক। বাবা, আপনি কি পাগল হয়েছেন? যাবেন না—দাঁড়ান। বৃদ্ধ দাঁড়াইলেন না, প্রস্থান করিলেন।

তিনি অদৃশ্য হইলে শঙ্কর পিতার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে অনেক নজীর খাড়া করিল। কৃষ্ণনাথ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মূর্খের মত ব'কে যেও না শঙ্কর, কর্ত্তা যা' করছেন, তা' মানুষের কায—"

শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। কৃষ্ণনাথ তখন অমরের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা অমর, তুই যে কর্ত্তার এক কথায় থাকৃতে রাজি হয়ে গেলি, এর মানে কি?"

অম। মানে—কর্ত্তার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম।

কৃষ্ণ। তোর যে বড় ভক্তি দেখছি—

অম। ভক্তি নয়, কৃষ্ণ, আমি পূজ্য ব্যক্তিকে সম্মান দিলাম—এই পর্য্যন্ত।

কৃষ্ণ। আর একটু পরিষ্কার ক'রে বল্।

অম। উনি আসবামাত্র তুমি উঠে দাঁড়ালে কেন?

কৃষ্ণ। গুরুজনকে সম্মান দেখাতে।

অম। আমিও তেমনই তোমার মত তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যে বিনা ওজরে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। যদি তাঁকে আমি এ সম্মানটুকু না দিতাম, তা হ'লে আমার পাপ হ'ত।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, পাপ না কি হ'ত; একটু অভদ্রতা হ'ত, এই যা।

অম। না, পাপই হ'ত। তুমি কি নলকূবরের উপাখ্যান পড় নি?

কৃষ্ণ। প'ড়ে থাকব, এখন মনে নেই। বল শুনি—

অম। নলকূবর ও মণিগ্রীব, কুবেরের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহারা একদা নগ্নাবস্থায় জলবিহার করিতেছিলেন। সঙ্গে কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহাদেরও অবস্থা তদ্রূপ। এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। রমণীরা বসন পরিল, কিন্তু নলকূবর ও মণিগ্রীব বসন পরিধান না করিয়া ঋষিকে অসম্মান করিলেন। এই অসম্মান হেতু তাঁহাদের পাপ সঞ্জাত হইল। সেই পাপে তাঁহাদের বৃক্ষরূপে জন্ম লইতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণ। গল্পটা এখন আমার মনে পড়েছে। যক্ষরাজের পুত্রদ্বয় দেবর্ষিকে অসম্মান করাতে কোন পাপ অর্জ্জন করেছেন ব'লে আমার মনে হয় না; আর সে পাপের জন্যে তাঁহাদের যে যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়রূপে জন্মাতে হয়েছিল, তা'ও আমার মনে হয় না। আমি পড়েছি, ক্রোধপরায়ণ ঋষি, যক্ষদ্বয়ের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাহাদের অভিসম্পাত প্রদান করেন। সেই কারণে—

অম। সেই কারণে নয়। পাপের ফলে তাঁহারা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন—ঋষির অভিসম্পাতে নয়। ঋষিরা—যাঁদের সমস্ত প্রবৃত্তির নিরোধ হয়েছে, জীবের মঙ্গল যাঁদের ব্রত, তাঁরা কখন মহারিপু ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'তে পারেন না, জীবের অনিষ্ট করবার অভিপ্রায়ে অভিসম্পাত দিতে পারেন না।

কৃষ্ণ। আমি অনেক স্থানে পড়েছি, দুর্ব্বাসা, নারদ প্রভৃতি বড় বড় ঋষির একটু এদিক ওদিক হ'ল—অমনি অভিসম্পাত দিয়ে বসতেন।

অম। তুমি যা' পড়েছ, তার অর্থ ঠিক বুঝতে পার নি। ঋষিরা পাপের পরিণাম ব'লে দিতেন, অভিসম্পাত দিতেন না। যে মুহূর্ত্তে যক্ষদ্বয় পূজ্য ব্যক্তিকে অসম্মান করলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা পাপ অর্জ্জন

করলেন, আর সেই পাপের পরিণাম কি হবে, ঋষি তা'ও বলে দিলেন। পরীক্ষিৎ রাজার ঘটনাও ঠিক এই রকম। তাঁর অপরাধ গুরু, তাই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

কৃষ্ণ। তা হ'লে তুমি বলতে চাও, শমীকের পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত দেন নি?

অম। না, দেন নি। শৃঙ্গী যোগবলে জানতে পেরেছিলেন, তাঁহার পিতাকে অপমান করা হেতু যে পাপ পরীক্ষিৎ অর্জ্জন করেছিলেন, সে পাপের পরিণাম কি; তিনি সেই ফলটুকু মাত্র পরীক্ষিৎকে ব'লে দিয়েছিলেন—অভিসম্পাত করেন নি। যিনি ঋষি, তিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি পরোপকারী—তিনি ক্রোধপরায়ণ হিংস্র জন্তু ন'ন।

শঙ্কর। আপনার হিসাবে দেখছি, বাপ-মায়ের অবাধ্য হলেও পাপ হয়, আর সেই পাপের ফল আমাদের ভোগ করতে হয়।

অমর। অবাধ্য হওয়া দূরে থাক, তাঁদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করলে, অসম্মানসূচক কোন কথা বললেও পাপ হয়; আর সেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়।

শঙ্কর ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিল, তার পর উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "যাই, নবীনকালী বাবুদের আহারের যোগাড় করি গে।"

অমরও উঠিলেন; বলিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে এল, চল, গঙ্গার ধারে একটু বেড়াই গে।"

"তুমি এগোও, আমি জামাটা বদলে পিছনে যাচ্ছি।"

অমর অদৃশ্য হইতে না হইতে নরু আসিয়া পিতাকে চুপি চুপি কহিল, "বাবা, লতার সেই ময়ুরটা এখানে এসেছে।"

কৃষ্ণ। উড়ে এলো না কি?

নরু। না বাবা; মেজ মামার ছেলে বোলতাকে মা পাঠিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণ। তুমি কেমন ক'রে তা' জানলে?

নরু। বোলতাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলুম। মা লাডড়ুর সঙ্গে ময়ূরটা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কৃষ্ণ। লতা ময়ূর দেখেছে?

নরু। দেখেছে, দেখেই সে চিনেছে। ময়ূরের কপালে একটা কালির টিপ পরিয়ে দিয়েছিলাম, সে টিপটুকু পর্য্যন্ত আছে।

কৃষ্ণ। লতা কি বললে?

নরু। একটা কথাও সে বলে নি, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পর আমার সঙ্গে চ'লে এলো।

কৃষ্ণ। বাজারে ত অনেক ময়ূর পাওয়া যায়, তাই একটা কিনে তোমার মা পাঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। যাই হো'ক, তুমি এ কথা কারুর নিকট বলো না—বুঝলে?

বালক প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথেরও অন্দরে ডাক পড়িল। সর্ব্বাণী গৃহে ফিরিবেন, কৃষ্ণনাথকে মোটরে করিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। কৃষ্ণনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাঁহাদের লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে সর্ব্বাণী কহিলেন, "যাই বল বাবা, তোমার বন্ধুটি বড় ভাল লোক নয়।"

রেবা চমকিয়া মায়ের মুখপানে চাহিল। অমর সম্বন্ধে সে এখন কোন কথা বলে না। সকালে অমর জলযোগ করিতে আসিবার পর হইতে সে যে মুখ বন্ধ করিয়াছিল, সে মুখ আর বড় খুলে নাই—অন্ততপক্ষে অমর সম্বন্ধে কোন কথা সে আর তুলে নাই। অন্তরে তাহার কি হইতেছিল, তাহার সন্ধান এখনও আমরা পাই নাই। এক্ষণে মায়ের কথা শুনিয়া চমকিয়া মায়ের পানে চাহিল। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সর্ব্বাণী। অমর বাপের একমাত্র সন্তান; যদি তার ছেলে না হয়, তবে বংশ লোপ পাবে—পিতৃপুরুষ এক গণ্ডূস জলও পাবেন না। যা'র পিতৃভক্তি নেই, সে বাপের কুপুত্র।

কৃষ্ণ। অমরের পিতৃভক্তি অসাধারণ—

সর্ব্বা। তবে বিয়ে করেন না কেন?

কৃষ্ণ। মনের মত মেয়ে পান না ব'লে।

সর্ব্বা। তাই না কি? কি রকম মেয়ে উনি চান?

কৃষ্ণ। তা' ত ঠিক বলতে পারি নে—

সর্ব্বা। আচ্ছা, রেবার মত মেয়ে ওর পছন্দ হবে?

কৃষ্ণ। আমার বোধ হয়—

সর্ব্বা। বোধ হয় কি? কি?—খুলে বল—

কৃষ্ণ। রেবাকে অমর পছন্দ ক'রে ফেলেছে।

সর্ব্বা। বল কি? বেশ, শুনে বড় আনন্দ হ'ল। তা রেবাকে কার না পছন্দ হয়?

গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। কৃষ্ণনাথ গাড়ী ঘুরাইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় সর্ব্বাণী কহিলেন, "দিদিকে বোলো, কাল সকালে আমরা যাবো।"

"আচ্ছা" বলিয়া কৃষ্ণ গাড়ী ফিরাইলেন এবং পথের মধ্যে খুব এক চোট হাসিয়া লইয়া শ্বশুরালয়ে গম্ভীরবদনে ফিরিলেন।

১২

কীর্ত্তন সে দিন খুব জমিয়া গেল; প্রেমিক নবদ্বীপচন্দ্র মাতিয়া উঠিলে কবে না কীর্ত্তন জমে? বিশেষ যদি তাঁহার পার্শ্বে সুকণ্ঠ বিদ্বত্তম ভক্তরাজ খগেন্দ্রনাথ থাকেন। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর অতীত-প্রায়, তখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল; ঘড়ির দিকে চাহিয়া ভক্তেরা চমকিয়া উঠিলেন এবং সত্বর প্রস্থান করিলেন।

পরদিন অমরনাথের শয্যা ত্যাগ করিতে কিছু বেলা হইয়া গেল। হাত-মুখ ধুইয়া দুই বন্ধুতে চন্দন-নগরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় রেবা ও তাহার জননী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাণী আসিয়াই আগে সহোদরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই ও অমর কোথা?"

"তারা বোধ হয় এতক্ষণ চ'লে গেল।"

"ওরে রাধি, শীগ্‌গির যা, জামাইকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সর্ব্বাণীর আদেশে দাসী অচিরে কৃষ্ণনাথকে হাজির করিল। সর্ব্বাণী কৃষ্ণকে কহিলেন, "তৈয়ারী হয়েছ দেখছি, কিন্তু এ বেলা তোমাদের কিছুতেই যাওয়া হবে না, বাবা।"

কৃষ্ণ। কেন মাসীমা?

সর্ব্বা। আমি এলাম তোমাদের দেখ্‌তে, আর তোমরা চ'লে যাবে কি ব'লে?

কৃষ্ণ। আমাদের কায আছে, যেতেই হবে।

সর্ব্বা। বিকেলে যেও, একসঙ্গেই আমরা যাব।

কৃষ্ণ। আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন আমাকে থাক্‌তেই হবে—অমর যাক্।

সর্ব্বা। সে কেমন ক'রে হবে? মোটর রইল—

কৃষ্ণ। সে রেলে চ'লে যাবে; আমি তাকে ট্রেণে উঠিয়ে দিয়ে আসি।

সর্ব্বা। না না, তিনি থাকুন।

কৃষ্ণ। সে কিছুতেই আজ থাকবে না।

সর্ব্বা। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌ছি—তুমি ডেকে নিয়ে এস।

কৃষ্ণ। কেন মুখ খারাপ করবেন মাসীমা—সে আপনার কথা রাখবে না। আপনিই ত বলেছেন, লোকটা ভাল নয়।

সর্ব্বা। না, না, সে ধারণা আর আমার নেই; তিনি খুব ভাল লোক বলেই আমার বিশ্বাস।

অন্তরে একটু হাসিয়া কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "এতক্ষণ বুঝি সে চ'লে গেল—"

সর্ব্বা। তুমি যাও,—যাও, শীগ্‌গির যাও—তোমাকে যেতে হবে না—আমি রাধীকে পাঠাচ্ছি—আমি নিজেই যাচ্ছি।

বলিয়া তিনি উঠিলেন। সঙ্গে পার্ব্বতী ও রাধী চলিল। ঘরে রহিল ভগিনী কয়টি ও কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণ কহিলেন, "আজ যে খুব সেজেগুজে এয়েছ রেবা; স্বয়ম্বরা হবে না কি?"

শোভা। স্বয়ম্বরা হ'লে আপনার কি খুব ভরসা ছিল?

কৃষ্ণ। নির্ভরসা হবার বয়সও ত হয় নি।

শোভা। সত্যি! দেখছি, বয়সের চেয়ে আপনার স্পর্দ্ধাটা বেশী।

কৃষ্ণ। তা নইলে এতগুলি দাঁড়কাকের মধ্যে রাজহংসের মত একা আমি বিচরণ করতে সাহস পাই?

রূপো চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "আমরা হ'লুম দাঁড়কাক, আর উনি হলেন রাজহাঁস। ওরে বাপ রে! ওই ত চেহারা।"

শোভা। তুই এত চটিস্ কেন রূপো! বুড়ো হ'লে মানুষ চাল্‌শে দেখে। উনি কি আজকের! মীরজাফরের আমলের লোক।

কৃষ্ণ। বাঁচা গেল—এত দিনে আমার আবির্ভাবের সময় নিরূপিত হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা আমার জন্মকাল নিয়ে আর যে কোন গোল করবেন, এরূপ সম্ভাবনা রইল না।

শোভা। সম্ভাবনা যে একেবারে রইল না, এরূপ মনে করবেন না; কেহ কেহ বল্‌তে পারেন—আপনি ত্রেতাযুগে সীতা-উদ্ধারের সময় অনেক লীলা করেছিলেন।

কৃষ্ণ। গোলমাল না রেখে আমার আবির্ভাবের একটা সময় নিরূপণ ক'রে ফেল। দ্বাপরের পর হ'লেই ভাল হয়।

শোভা। কেন বলুন দেখি?

কৃষ্ণ। এমন একটা সময় হ'লেই ভাল হয়, যে সময় দ্রৌপদী পুরুষরূপে জন্ম নিলেন, আর পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ স্ত্রীরূপে তাঁর অঙ্কশায়িনী হলেন।

শোভা। এ রকমটা হওয়া ত সম্ভব নয়।

কৃষ্ণ। খুব সম্ভব, নজীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; পূর্ব্বজন্মে তিনি শ্রীরাধা ছিলেন।

জ্যোতি। না, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন।

কৃষ্ণ। আর তুমি বুঝি কৃষ্ণের বাবা ছিলে?

জ্যোতি। আমাকে অমন কথা, নতুন দা!

কৃষ্ণ। থুড়ি, তুমি যে পূর্ব্বে কর্ণ ছিলে, তা আমার স্মরণ ছিল না।

শোভা। কর্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর বুঝি ভাইসম্পর্ক ছিল।

কৃষ্ণ। কর্ণকে ষষ্ঠ পতি করবার দ্রৌপদীর গুপ্ত অভিলাষ ছিল, কিন্তু বাসনাটা চরিতার্থ হয় নি। এ জন্মে জ্যোতি—

জ্যোতি। আমি ত আর দাদা ব'লে ডাকব না।

কৃষ্ণ। সেটা আমার মহালাভ।

জ্যোতি। আচ্ছা থাকুন, আমি গিয়ে বড়দিকে সব ব'লে দেব।

কৃষ্ণ। তা' হ'লে তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ?

জ্যোতি। যার ইচ্ছে, আমি যাই।

কৃষ্ণ। তোমার বুঝি ইচ্ছে নেই?

জ্যোতি। আমি গেলে বাবার কষ্ট হবে।

শোভা। ওরে বাপ রে! উনি যেন সব করেন!

কৃষ্ণ। (শোভার প্রতি) ও যা কোর্‌তো, তুমি না হয় সেগুলো কোরো শোভা।

শোভা। আমার হাতের কাজ বাবার যে পছন্দ হয় না।

কৃষ্ণ। ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত করলেই পছন্দ হবে। রূপো, তুমিও কোরো—তোমার ধর্ম্ম হবে, পুণ্যি হবে। এটা মনে রেখো—মাতা-পিতার আশীর্ব্বাদে সব হয়; তাঁরা একটু অপ্রসন্ন হ'লে ভাগ্যও অপ্রসন্ন হন।

রেবা কহিল, "ও সব কথা রাখুন বাঁড়ুয্যে মশাই, এখন আমাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবেন কি না বলুন।"

কৃষ্ণ। না—নিয়ে যাব না।

রেবা। কেন বলুন দেখি?

কৃষ্ণ। আমি এতগুলি এক সময়ে সামলাতে পারব না।

রেবা। বুঝেছি; আপনি আমাকে পর মনে করেন।

কৃষ্ণ। পূর্ব্বজন্মে যিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন, তিনি শুধু আমার আপন, আর সব পর।

রূপ। সে বুঝি দিদি?

কৃষ্ণ। তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ—

অমরনাথ সহসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এ বেলা না কি আমাদের যাওয়া হ'ল না, কৃষ্ণ?"

কৃষ্ণ। তাই না কি?

অম। শুনলাম, তুমি রাজি হয়েছ।

কৃষ্ণ। ঠিক শুনেছ; তোমার প্রয়োজন থাকে, তুমি চ'লে যেতে পার—গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসছি।

অম। আমিও রাজি হয়েছি।

কৃষ্ণ। তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।

অম। আমার মুখে কি দেখলে, পণ্ডিতমশাই?

কৃষ্ণ। আনন্দ; সেটা যে তোমার মুখে শুধু, তা' নয়, আর দু' একখানা মুখে সে জিনিসটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

শোভা। আপনার আজ হয়েছে কি? আমাদের নিয়ে পড়লেন কেন?

কৃষ্ণ। কোমল অঙ্গ দেখেই লোকে পড়ে।

এমন সময় লতা আসিয়া কহিল, "তোমাকে কেন এঁরা ধ'রে রাখলেন জান, দাদা?"

অম। তুমি না বললে আমি কেমন ক'রে জানব?

লতা। তুমি ভাল গাইতে পার, সকলে শুনেছেন; তাই তোমার গান শোনবার জন্যে—

অম। তা হ'লে তুমিই পরিচয় দিয়ে বেড়িয়েছ, আমি ভাল গাইতে পারি।

লতা। অন্যায় করেছি, দাদা?

অম। ঠিক অন্যায় না হ'লেও আপন জন সম্বন্ধে বেশী কথা বলা উচিত নয়।

কৃষ্ণ। এখন তুমি গান কর, সকলে চরিতার্থ হোক্—আমি স'রে পড়ি।

রূপ। আপনি সরবেন কেন?

কৃষ্ণ। তোমাদের বাড়ীর কীর্ত্তন শুনে শুনে আমার এমনই আতঙ্ক জন্মেছে যে, কোন গান আমি আর বরদাস্ত করতে পারি না।

রূপো চুপি চুপি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, "হারমোনিয়ম আনি?"

কৃষ্ণ। নিয়ে এস; কিন্তু তোমাকে নাচতে হবে।

রূপো। আপনি শিখিয়ে দেবেন।

রূপো প্রস্থান করিল।

শোভা। মা ও মাসীকে খবর দি?

কৃষ্ণ। একেবারেই না; আজ আমরা এটাকে বাসর ক'রে তুলব, গুরুজনদের স্থান এখানে নেই।

শোভা। বর কে? আপনি ত পালাচ্ছেন।

কৃষ্ণ। বর অমরনাথ।

শোভা। আর ক'নে?

কৃষ্ণ। তা' এখন বলব না।

রেবা মুখ নীচু করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া শোভা সকলই বুঝিল। বুঝিল, কেন তাহার মাসী অমরকে ধরিয়া রাখিলেন। সে মনে মনে একটু হাসিল এবং রেবার ভাব লক্ষ্য করিতে থাকিল। অমরের ভাবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। সহসা জ্যোতির উপর তাহার চক্ষু পড়িল; ভাবিল, অমরের

যোগ্য বধূ পৃথিবীতে যদি কেহ থাকে, তবে সে জ্যোতি—রেবা-টেবা নয়।

অমর কহিলেন, "তুমি ত গান ফরমাজ করছ কৃষ্ণ, কিন্তু এখন ত গানের সময় নয়।"

কৃষ্ণ। সময় তবে কখন্?

অম। সূর্য্য উদয়ে ও অস্তে। তা ছাড়া আর এক কথা আছে। কবিরা যেমন ইচ্ছে করলেই কবিতা লিখতে পারেন না, তেমনি ফরমাজ করলে গান আসে না। লিখতে বসলে কালি, কলম, মন তিনটে জিনিস চাই, আর—

কৃষ্ণ। তোমাকে আর বক্তৃতা কর্‌তে হবে না, এখন দুটো গান গেয়ে ছুটী নেও—

রূপো বাজনা লইয়া আসিল। অমর গান ধরিলেন,—

লহ পদতলে টানিয়ে।
চির-তৃষিত জনে, প্রেম-সুধা-দানে,
তৃষা দেও মোর মিটায়ে।
যে তোমারে চাহে তুলে তারে নিতে
এস কোথা হতে ছুটিয়ে।
যে তোমারে নাহি চাহে,
কোন দিন কই তারেও দেও না ফেলিয়ে,
গোপনে গোপনে ধীরে ধীরে তারে
কি যে ব্যথা দেও জাগায়ে,
সে সব ফেলে দিয়ে আকুল হইয়ে
তব পদে পড়ে লুটিয়ে।
যে তোমার নামে ভক্তি-কুসুমে
দেয় পদ দু'টি সাজায়ে,
চরণ-ছায়ায় জুড়ায়ে দেও কত না আদর করিয়ে,
অঞ্চলে ধূলি মুছাইয়ে তারে লও নিজ কোলে তুলিয়ে।
প্রভু, করুণা তোমার, মরমে জাগিলে
আমি সব ব্যথা যাই ভুলিয়ে,
নির্ভয়ে আমি পশিতে যে পারি মরণের মাঝে হাসিয়ে।
লহ পদতলে টানিয়ে॥

উচ্চ মধুর কণ্ঠে গানটি বারংবার গাহিয়া অমরনাথ নীরব হইলেন, তখনও সুর কক্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, প্রতিধ্বনি আর্ত্তস্বরে ভিক্ষা চাহিতেছে, লহ পদতলে টানিয়ে। শ্রোতাদের প্রাণের ভিতর একটা আকুল কামনা জাগিয়া উঠিয়াছে—স্পন্দিত ধমনী চীৎকার করিয়া বলিতেছে, ওগো, লহ পদতলে টানিয়ে। সকলে নীরব, নিস্পন্দ। সহসা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। কৃষ্ণনাথ উঠিয়া দেখিলেন, দ্বারপার্শ্বে হরনাথ মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে সসম্মানে ঘরের ভিতর লইয়া আসিয়া বসাইলেন। অদূরে পার্ব্বতী, সর্ব্বাণী প্রভৃতি কয়েক জন পুর-মহিলা দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারাও একে একে ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন।

হরনাথ ক্রমে শান্ত হইলেন। যখন তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পমুক্ত হইল, তখন তিনি কহিলেন, "বেঁচে থাক বাবা অমরনাথ, আমাকে বড় আনন্দ দিলে।"

পার্ব্বতী। আনন্দ ত ভারি, কেঁদেই সারা হ'লে।

হরনাথ। এ আনন্দ তুমি বুঝবে না। এখন চুপ কর।

অমরনাথ নাক-চোখ মুছিয়া কণ্ঠকে শান্ত করিয়া গান ধরিলেন,—

কি নাম ধরিয়ে প্রভু, তোমারে করিব আহ্বান,
সকল ভাষা সকল কথা তোমারি ত নাম।
তোমায় বসাতে নাথ কোথা বিছাব আসন,
তুমি ত জুড়িয়া আছ ওগো সর্ব্বময়, বিশ্ব-আসন।
কি দিয়া পূজিব তোমায়, কিবা তোমায় করিব দান,
সকলি যে তোমারি নাথ, সকলেরি তুমি যে প্রাণ।
তুমি যে তুলসী, তুমি যে চন্দন, তুমি যে আমারি গান,
কি দিয়া পূজিব তোমায় ওগো আমার প্রাণেরি প্রাণ।
আমার অশ্রু, আমার মন, আমার সুর, আমার গান,
আবেগ উচ্ছ্বাস ভাব ও ভক্তি সকলি তোমারি দান।
কি নাম লইয়া ওগো গাইব তোমারি গান॥

অমরনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জ্যোতি ক্ষণপূর্ব্বে মুখে কাপড় দিয়া পলাইয়াছিল। হরনাথের অবস্থা গুরুতর হইয়া পড়িল,—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অমরের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন, "বাবা, আমাকে দয়া কর, আমি বড় অধম।" অমরনাথ তখন তাড়াতাড়ি হরনাথের পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃষ্ণনাথের সঙ্গে অচিরে কক্ষত্যাগ করিলেন। কক্ষমধ্যে তখনও সুর ঘুরিয়া বেড়াইয়া বলিতেছিল, 'কি নাম লইয়া ওগো গাইব তোমারি গান।'

১৩

অপরাহ্নে আহারাদির পর অন্দর-মহলে একটা ঘরে বসিয়া অমর বন্ধুসহ বিশ্রাম করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কক্ষদ্বারে আসিয়া হরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ""ভিতরে যাব, বাবা ?"

বন্ধুদ্বয় সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হরনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, হরনাথ বিছানার এক ধারে বসিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "বাবা, সকালে আমি একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি—কিছু মনে করো না—বুড়ো মানুষ—"

অম। আপনার ত তখন জ্ঞান ছিল না, সুতরাং—

হর। ঠিক বলেছ বাবা; কে যেন আমাকে টেনে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে গেল। তা' কিছু মনে করো না—

অম। যে কায আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক করেন নি, তার জন্যে এত সঙ্কোচ কেন? আপনি এ কথা আর তুলে আমাকে লজ্জিত করবেন না।

হর। বেশ, বেশ। আচ্ছা বাবা, আজকের রাতটা থাকলে হয় না? আজ কীর্ত্তন নাই, যদি তোমার কষ্ট না হয়—

কৃষ্ণনাথ তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের ফিরতেই হবে।"

বৃদ্ধের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। অমর তাহা লক্ষ্য করিয়া বন্ধুর পানে ফিরিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ, তোমার প্রয়োজন থাকে, তুমি যেতে পার—আমি আজ এখানে থাক্‌ব।"

হরনাথের মুখখানি হাসিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বেঁচে থাক বাবা, তোমার ভক্তি হোক। কৃষ্ণও যাবে না—থাকবে। তা হলে সন্ধ্যের পর—যদি তোমার কষ্ট না হয়—"

অম। গানে আমার আনন্দ বৈ কষ্ট নেই।

হর। আজ আমি বড় তৃপ্তি পেয়েছি।

অম। যদি অপরাধ না ল'ন, তা হ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

হর। স্বচ্ছন্দে কর বাবা, অপরাধ কি?

অম। আচ্ছা, আপনারা কীর্ত্তনে মেতে গিয়ে এত লাফালাফি করেন কেন? যিনি খোল বাজান, তাঁর মুখ দেখলে গাম্ভীর্য্য রাখা চলে না। গায়করা পাল্লা রেখে লাফ দিতে থাকেন; কেউ দু' হাত, কেউ বা তিন হাত উঁচু হ'ন। এ রকম লাফালাফি বা এত চীৎকার ক'রে কি লাভ হয়?

হর। লাভ হয় আনন্দ—বিপুল আনন্দ; সে আনন্দ বুঝাতে পারব না।

অম। এই আনন্দই কি আপনার উদ্দেশ্য? না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

হর। মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শন।

অম। তবে আনন্দপ্রাপ্তির আশায় কীর্ত্তনাদি কেন?

হর। এই আনন্দের ভেতর দিয়ে সচ্চিদানন্দকে পাব ব'লে।

অম। যোগী ঋষিরা এ সব করতেন ব'লে শুনি নি; তাই ব'লে তাঁরা কি ভগবান্‌কে পেতেন না?

হর। পরমাত্মাকে তাঁরা নিশ্চয় পেতেন; যোগবলে তাঁকে পাওয়া যায়।

অম। তবে—?

হর। এই দেখ বাবা, তাঁরা দীর্ঘায়ু ছিলেন, যোগযাগ করবার অবসর পেতেন—আমরা স্বল্পায়ু, তা' পাইনে—বেচাকেনা হবার আগেই আমাদের দোকান বন্ধ ক'রে যেতে হয়।

অম। যদি দয়া ক'রে কথাটা বুঝিয়ে দেন।

হর। মুনিঋষিরা যোগবলে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হবার অধিকার লাভ করতেন। সে অধিকার অর্জ্জন করতে কলির জীবের আয়ুতে কুলায় না; আমরা তাই সে অধিকার অর্জ্জন ক'রে তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করি না—আমরা তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁকে আহ্বান করি, তাঁর নাম গান করি; তাঁর কৃপা হ'লে দর্শন পাই।

অম। আপনি বল্‌তে চান যে, যোগী নিজের শক্তিতে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হ'ন, আর স্বল্পায়ু সংসারী জীব ভগবান্‌কে আহ্বান করেন? এক জন নিজের শক্তিতে তাঁর কাছে যান, আর একজন শক্তিহীন ব'লে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন—এই কথা বলাই আপনার উদ্দেশ্য কি?

হর। ঠিক বলেছ বাবা, এই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর কৃপা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই।

অম। আপনারা কি পরমাত্মার করুণা প্রার্থনা করেন না?

হর। করি না—তাঁর করুণা নেই ব'লে তাঁর করুণা প্রার্থনা করি না।

অম। তাঁর করুণা নেই! সে কি?

হর। কি জান বাবা; ভগবান্ হলেন রাজা, আর পরমাত্মা হলেন নির্ম্মম বিচারক। বিচারক পাপের দণ্ড দেন, আর রাজা সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে চরণে আশ্রয় দেন। আমরা তাই এ পাপের বোঝা নিয়ে রাজার চরণে শরণ লই

অম। এই স্বল্পায়ুর যুগেও ত এমন মহাজ্ঞানী সাধু সন্ন্যাসী দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা পরমাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবে আপনারা চেঁচামেচি ছেড়ে সে পথ অবলম্বন করেন না কেন?

হর। কেহ কেহ সিদ্ধকাম হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আমরা ভক্তির পথটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি।

অম। কেন?

হর। জ্ঞানীরা যাহা লাভ করেন, তার চেয়ে আমরা কিছু বেশী লাভ করি।

অম। একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

হর। জ্ঞানীরা পান অন্তরে দর্শন, ভক্তরা ভিতরে ও বাহিরে দর্শন পান। একপক্ষের অনুভব চিত্তে, অপরপক্ষের অনুভব চিত্তে ও নয়নে। কা'র বেশী লাভ হ'ল, বাবা?

অম। আমি অনেকগুলো কথা এলোমেলো-ভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি; সব কথা যে প্রণিধান করতে পেরেছি, তা' আমার মনে হয় না। আমি বুঝে দেখব, যদি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে, পরে—

হর। বাবা, আমি মূর্খ, কিছুই বুঝি না। শাস্ত্র অনন্ত, তিনি অনন্ত, আমি অতি ক্ষুদ্র। তাঁর শুধু নাম করি, তাও অবসরমত, আমি তোমাকে কি বোঝাব বাবা? যদি কিছু জানতে চাও, তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো; তোমার মন তাঁর উত্তর বয়ে এনে দেবে।

অমর হরনাথের পদধূলি লইলেন। হরনাথ আশীর্ব্বাদান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাজনী পদ তোমার জানা আছে, বাবা?"

অম। দু' একটা জানি, আপনাদের মত গাইতে পারি না।

হর। যা' পারবে, তাই মধুর। কীর্ত্তনের আবার ভাল মন্দ কি? ভক্তি থাকলেই হ'ল। তা' হ'লে বাবা সন্ধ্যার পর—

অম। যে আজ্ঞা—

বৃদ্ধ প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ বড় চটিয়াছেন। তিনি একটু অভিমানের সহিত কহিলেন, "যাই, বাড়ীতে একটা 'তার' ক'রে দিয়ে আসি। কাল সকালে আমাকে কেউ এখানে রাখতে পারবে না।"

"অতটা গর্ব্ব করা ভাল নয় কৃষ্ণ; গর্ব্ব দেখলেই ভাগ্যদেবী হাসেন।"

"আচ্ছা, ভাগ্যদেবী আমার কি করেন দেখা যাবে।"

বলিয়া কৃষ্ণনাথ প্রস্থান করিলেন। অমরনাথ ঘরে একা বসিয়া হরনাথের কথাগুলি চিন্তা করিতে-ছিলেন, এমন সময় রেবা একটা পাণের ডিবা হাতে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। কহিল, "আপনার জন্যে পাণ আনতে মা বল্‌লেন।"

"আমি পাণ ত' বেশী খাইনে।"

"চুরুট আন্‌ব?"

"কোথায় পাবে?"

"বড়'দার ঘরে আছে।"

"আন্‌তে পারলে মন্দ হয় না।"

বালিকা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল; এবং সত্বর ফিরিয়া আসিয়া দুইটা চুরুট দিল। অমর ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে বড় কষ্ট দিলাম।"

"আমার একটুও কষ্ট হয় নি।

"তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে আমি চুরুট খাই?"

"মোটরে আপনাকে খেতে দেখেছিলাম।"

"তুমি ত বেশ বুদ্ধিমতী। লেখাপড়া কত দূর করেছ?"

"আমি বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়ি; বাঙ্গালা, ইংরিজী, ভূগোল, ইতিহাস—"

"গান শিখেছ?"

"শিখিছি।"

"আচ্ছা, একটা গাও দেখি।"

রেবা মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল। অমর কহি-লেন, "গান জিনিসটা পবিত্র, সকলের সামনে করা যায়; কুৎসিত গান হ'লে অবিশ্যি করা যায় না।"

"বাজনাটা আনি?"

"আন।"

হারমোনিয়ম বাজাইয়া রেবা গান ধরিল। প্রথমে একটু বাধবাধ ঠেকিল, তার পর গলা ছাড়িয়া দিল। মিষ্ট গলা, শিক্ষাও আছে। লতা ও জ্যোতি গানের সুর শুনিতে পাইয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। দ্বারান্তরালে সর্ব্বাণী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া বালিকারা ঘরে ঢুকিল। তাহাদের দেখিয়া সুরতালে রেবা বড় গোল করিয়া ফেলিল। গোল একবার বাধিলে গোল বাড়িতেই থাকে। রেবার কান্না আসিল—সে গান বন্ধ করিল।

অমরনাথ লতার পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ গানটা জান লতা?"

"জানি। গাইব দাদা?"

"তিন জনে একসঙ্গে গাও।"

জ্যোতি কহিল, "আমি ত গান জানি নে।"

অমর। সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে যাও, তা' হলেই শিখতে পারবে।

জ্যোতি গাহিতে পারিল না—লজ্জা তাহার কণ্ঠরোধ করিল। দুই জনে গাহিল; অমরনাথ মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত যোগ দিতেছিলেন। জ্যোতি ভাবিল, অমরনাথের কথা উপেক্ষা করাটা হয় ত অভদ্রোচিত হইয়াছে। রেবা ও লতা গানটা যখন পাণ্টাইয়া ধরিল, তখন সে যোগ দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লজ্জা আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। অমর কহি-লেন, "তুমি আমার সঙ্গে সুর মেলাও দেখি, আমি আস্তে আস্তে গাচ্ছি।" অমরের কণ্ঠে কি ছিল, জানি

না, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ জ্যোতি এবার উপেক্ষা করিতে পারিল না,—অমরনাথের গলার সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান করিল। প্রথমে ধীরে, তার পর উচ্চ-কণ্ঠে। গান সমাপ্ত হইলে জ্যোতি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বসিল। লজ্জা করিবার অবসর না দিয়া অমরনাথ কহিলেন, "আমি তোমাদের একটা গান শেখাব, সন্ধ্যার পর আমাকে শোনাতে হবে কেমন শিখেছ।"

কৃষ্ণনাথ আসিয়া কহিলেন, "আমাকে শেখাও।"

অমর। তুমি ত গান সহ্য করতে পার না।

কৃষ্ণ। তোমার গান আমার বেশ ভাল লাগে, কীর্ত্তনেই ভয়।

অমর। এখন আমরা কীর্ত্তন গাইব, সহ্য করতে পারবে ত?

কৃষ্ণ। দেখি, অসহ্য হ'লে তোমার মুখ চেপে ধরব।

অমর বাজনাটা কোলে টানিয়া লইয়া কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন। যন্ত্রটা যেন শিহরিয়া উঠিয়া কত কথা কহিয়া উঠিল। অমর গান ধরিলেন,—

"নাথ হে
আমায় জনমে জনমে এমনি মানব-জনম দিও,
এমনি ক'রে তোমায় দীননাথ ডাকিতে হে শিখাইও।"

হরনাথ আসিয়া একপাশে বসিলেন। ক্রমে অনেকেই আসিলেন। অমর গাহিয়া যাইতে লাগিলেন,

"আমি চাই না মোক্ষ, চাই না মুক্তি,
চাই না স্বর্গ, চাই না সিদ্ধি,
শুধু হে তোমার নামটি আমায় বলিতে দিও।
(হরি হে) রূপটি তোমার হৃদয়ে আমার আঁকিয়ে দিও।
(নয়নে আমার ছবিটি তোমার রঞ্জিয়া দিও)।
নির্ব্বাণ মুক্তি তাহারে দিও,
ধন ও রাজ্য তাহারে বিলাইও,
পাহাড়ে জঙ্গলে যে সাধিছে তোমায় তারে নিতে সাধিও।
আমায় শুধু জনমে জনমে তোমার চরণ দু'খানি দিও॥"

পাল্টাইয়া অমরনাথ যখন গানটি গাহিতে লাগিলেন, তখন বালিকারাও তাঁহার সহিত যোগ দিল। স্মরণশক্তিতে কেহই কম ছিল না। একবার শুনিয়া গানের ভূরিভাগ তাহাদের কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। অমরনাথের সঙ্গে গাহিয়া যাইতে তাহাদের বড় বেশী বাধিল না। যেখানে সুরের গোলমাল দেখে, সেখানে তাহারা থামিয়া যায়। অমরনাথ বারংবার গাহিয়া গানটির সুর ও কথা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। মহা উৎসাহের সহিত গলা ছাড়িয়া তাহারা গান করিল। অবশেষে গান বন্ধ করিয়া অমর কহিলেন, "গানটি তোমরা অভ্যাস কর গে; সন্ধ্যার পর শুনব, কে কেমন শিখেছ।"

বলিয়া অমর উঠিলেন। গৃহস্বামী কহিলেন, "তোমাকে কি আর বলব বাবা! সকালে একটা দোষ ক'রে ফেলেছি, তাই আর কিছু বলতে সাহস হচ্ছে না; কিন্তু বাবা, এটুকু বললে কোন দোষ হবে না, তুমি আমার নির্জ্জীব পুরীকে প্রাণ দিয়েছ। আর কিছু বলব না—এই জন্যেই শাস্ত্র বলে সৎসঙ্গ করবে।"

অমর। আমি ত কীর্ত্তন ভুলেই গিয়াছিলাম; কিন্তু আপনার বাড়ীর পবিত্র ধূলির এমনি গুণ যে, কীর্ত্তন আপন হ'তে স্ফূর্ত্তি পেয়েছে।

হরনাথ। আমি যদি তোমাকে সন্তানরূপে পেতাম বাবা, তা হ'লে আমার জীবন ধন্য হ'ত।

পার্ব্বতী। এখন সন্তান ক'রে নেও না কেন?

পার্ব্বতী দেবী, জ্যোতি বা রেবা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলিলেন, তাহা বড় কেহ বুঝিল না। শোভা বুঝিল, কিন্তু সে নীরব রহিল। রেবা মনে করিল, কথাটার লক্ষ্যস্থল সে। সুতরাং সে সনাতন পদ্ধতি অনুসারে মাথা নীচু করিল। পদ্ধতিটার সনাতনত্ব যদিও এখন লোপ পাইয়া আসিয়াছে, বিবাহের প্রসঙ্গ মেয়েরা এখন নিজেই আলোচনা করিয়া থাকে, তথাপি রেবা গুরুজনের সম্মুখে মাথাটা উঁচু করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না। সর্ব্বাণীও বুঝিলেন, রেবার সঙ্গে অমরের বিবাহ-কথা উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল; কিন্তু সংশয়ও কিছু ছিল, কি জানি যদি অমরের পছন্দ না হয়? কিন্তু আজ পছন্দ না করিবার কোন কারণ নাই। আজ রেবার হাতে-মুখে যথেষ্ট পাকা রং দেওয়া হইয়াছে, বস্ত্র-অলঙ্কারও বহুমূল্য, গান করিয়াছেও ভাল। তবে?

অমর কহিলেন, "আমাকে আপনার সন্তানই মনে করিবেন।"

হরনাথ। আমি তোমাকে সন্তান ব'লেই গ্রহণ করেছি—কৃষ্ণ, তোমার ইচ্ছা!

অমর ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে কহিলেন, "তোকে আর কোথাও নিয়ে যাব না।"

"কেন বল দেখি?"

"আমার শ্বশুরবাড়ী, আমাকে কেউ আদর করে না, যত আদর তোকে!"

"আমি যে নতুন।"

"নতুন জামাই না কি?"

"তুই এখন চল, বেড়াতে যাই।—"

এ দিকে পুরুষরা উঠিয়া গেলে মেয়েদের ভিতর মস্ত এক গোল বাধিল। সর্ব্বাণী কহিলেন, "দিদি, শুন্‌লে? অমর রাজি হয়েছে।"

শোভা। তুমি যা মনে করছ, তা নয় মাসীমা।

সর্ব্বা। কি নয়? অমর রাজি নয়?

শোভা। রেবাকে বিয়ে কর্‌তে একেবারেই তিনি রাজি ন'ন।

সর্ব্বা। তুই কেমন ক'রে তা জান্‌লি?

শোভা। রেবা কি তাঁর যুগ্যি? রংই মাখাও, আর গয়নাই পরাও।

সর্ব্বা। তুই রেবার হিংসে করিস্‌—

শোভা। ওর কি আছে যে, ওর আমি হিংসে করব? বড়লোক বা সমান লোকেরই মানুষ হিংসে করে, কাঙ্গাল-গরীবের কেউ হিংসে করে না। ওর রূপ আছে, না বিদ্যে আছে, স্বামী আছে, না শ্বশুর-ঘর আছে যে, ওর আমি হিংসে করতে যাব?

সর্ব্বা। (পার্ব্বতীর প্রতি) মেয়েকে কি তৈরি করেছ দিদি! এতটুকু মিষ্টত্ব—

পার্ব্ব। হ্যাঁ রে শোভা, মাসীর সঙ্গে এমনি ক'রে কথা কয়! এই বুঝি তোর লেখাপড়া শেখার ফল? এই বিদ্যের আবার অহঙ্কার! ছোট জাতের মেয়েরাও তোর মত কুঁদুলে নয়।

শোভা। আমি কুঁদুলে হই, মন্দ হই, আমি তোমারই পেটের মেয়ে।

পার্ব্ব। তুই আমাকে গাল দিলি।

শোভা। দেখ মা, যেমন দেখাবে, তেমনি শিখব—বাপ-মায়ের দেখেই ছেলে-মেয়েরা শেখে—

পার্ব্ব। আমাকে কি মন্দ কাজটা কর্‌তে তুই দেখলি?

শোভা। আমাকে ঘাঁটিও না, মা! আমি আজ শ্বশুরঘর করতে পারিনে কেন? সে তোমারই জন্যে। তোমার কাছে কোঁদল শিখেছি, স্বামীকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছি—

বলিতে বলিতে শোভা কাঁদিয়া ফেলিল এবং বেগে নিষ্ক্রান্ত হইল। পার্ব্বতী দেবী স্তম্ভিত, রুদ্ধবাক্‌, হত-জ্ঞান। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন।

১৪

সন্ধ্যার পর দ্বিতলের একটি ঘরে খাটের উপর বসিয়া কৃষ্ণনাথ অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল সকালে যাওয়া ঠিক ত?"

অম। এখনও ত ঠিক আছে।

কৃষ্ণ। বেঠিক হবার সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয়?

অম। অসম্ভব ব'লে কোন জিনিসই দুনিয়ায় নেই।

কৃষ্ণ। তা হ'লে—?

অম। তা হ'লে যাওয়া না যাওয়া সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছাধীন, আমাদের ইচ্ছায় কিছু হবে না।

কৃষ্ণ। ভাই, একটা কথা ব'লে রাখি, ধর্ম্মের কথা আর তুলো না, আমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে।

অম। কীর্ত্তন তোমার বরদাস্ত হয় না, ধর্ম্মের কথাও তোমার কান সহ্য করতে পারে না, তা হ'লে এক কাজ কর—

কৃষ্ণ। কি কর্‌তে হবে বল?

অম। যে হিন্দুর কর্ণের অবস্থা এরূপ, তার কর্ণ-মর্দ্দন প্রয়োজন।

কৃষ্ণ। এগিয়ে এস, কান বাড়িয়ে দিচ্ছি—

লতা ও রেবা আসিয়া পড়িল। কৃষ্ণ কহিলেন, "কি রে, তোরা কি পড়া দিতে এইছিস্‌?"

লতা। হাঁ।

কৃষ্ণ। আমি আজ তোদের পরীক্ষা করব।

লতা। (সহাস্যে) তুমি নিজে আগে গাও দেখি।

কৃষ্ণ। আমি নিজের কণ্ঠকে বিকৃত কর্‌তে ইচ্ছা করি না, এখন তোদের আর এক জন কৈ?

রেবা উত্তর করিল, "জ্যোতি এলো না।"

কৃষ্ণ। কেন?

রেবা। তা' আমি জানি নে।

অমর। আচ্ছা, তাঁর জন্যে একটু অপেক্ষা করা যাক্‌।

রেবা। সে হয় ত আসতে পারবে না, তার অনেক কাজ।

অম। তার যতক্ষণ না কাজ সারা হয়, ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব।

কৃষ্ণ। তিনটি পোড়ো, তার ভেতর একটি গর-হাজির থাকলে চলবে কেন? আর সেই হ'ল প্রিয় ছাত্র।

রেবা কৃষ্ণনাথের পানে চাহিল; তাহার দৃষ্টিতে বিদ্রোহ। কৃষ্ণনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বল্‌ছিলে না অমর, জ্যোতির গলা সব চেয়ে মিষ্ট, আর সেই সব চেয়ে ভাল গান কর্‌বে।"

অমর কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বে নরু আসিয়া কহিল, "ছোট মাসী আসছে কাকাবাবু, আরতির উদ্যোগ করছিল কি না—"

অম। ভাল কাজই তিনি করছেন।

কৃষ্ণ। তাঁর প্রতি সম্ভ্রমে দেখছি অমরের প্রাণ নত হয়ে পড়েছে—প্রিয় ছাত্রী কি না, আর—

জ্যোতি আসিয়া সঙ্কুচিতভাবে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাতে রূপো ছিল। কৃষ্ণনাথ উভয়কে ডাকিয়া তাঁহার কাছে বিছানার উপর বসাইলেন। বসাইয়া কহিলেন, "এতক্ষণে ঘর আলো হ'ল।"

রূপো কহিল, "আপনি কি এতই কালো যে, ঘর অন্ধকার ক'রে বসেছিলেন ? আর আমরা আসাতে—"

কৃষ্ণ। ওগো, তোমরার 'তুমি' নও ; শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর আগমনে কক্ষ জ্যোতির্ম্ময় হ'ল। অমরকে জিজ্ঞেস কর, এতক্ষণ ঘরের অবস্থা কি রকম ছিল।

অমর বেহালা তুলিয়া লইয়া গানের সুরটা বাজাইতে লাগিলেন, গান আরম্ভ হইল। তিন জনেই একে একে গাহিল। গান শেষ হইলে কৃষ্ণ কহিলেন, "গানটার তোমরা জীত মেরে দিলে। অমরের যেমন বুদ্ধি, এই সব গান এদের শেখায় !"

অমর কহিলেন, "সব চেয়ে ভাল গেয়েছে রেবা, তার নীচে লতা—"

লতা। আমার চেয়ে জ্যোতিদি ভাল গেয়েছে।

অম। না ; তাঁর গলা মিষ্ট, এই পর্য্যন্ত।

রেবা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আমি একটা কীর্ত্তন জানি।"

অম। গাও দেখি।

রেবা। আজ আর সময় হবে না, আপনাকে ত এখনি নীচে যেতে হবে। আপনি যে দিন আমাদের বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন শোনাব।

অম। তোমাদের বাড়ীতে আবার যেতে হবে ?

রেবা। হঁ্যা, আপনাদের নেমন্তন্ন করতে দাদা যাবেন।

কৃষ্ণ। তোমাদের বুঝি এ সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে ?

রেবা। আমি কিছুই জানি নে।

কৃষ্ণ। তা ত দেখতে পাচ্ছি। কি কি খেতে দেবে, তা'ও বোধ হয় জান না।

অম। সেখানে ক'দিন আবার থাকতে হবে না কি ?

রেবা। (সহাস্যে) যে ক'দিন দয়া ক'রে থাকেন।

কৃষ্ণ। আমাকে তা হ'লে বাদ দিতে হবে।

রেবা। সে আপনি মার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন।

কৃষ্ণ। দেখছি আবার এক ফ্যাঁসাদ জুটল। এ সব অমরের দোষ। এত দিন বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ীর এ উপদ্রব সইতে হয় নি। কাল বিকেলের গাড়ীতে অমরকে দিল্লী পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।

অমর। আমাকে দিল্লী হ'তে আনতেও যত ব্যস্ত, পাঠাতেও তত ব্যস্ত। কোন কার্য্যে ব্যস্ত হয়ো না—ভগবান্—

কৃষ্ণ। রক্ষে কর ভাই, আর সে বেটাকে টেনো না, গান শুন্‌তে রাজি আছি, কিন্তু ধর্ম্মকথা শুন্‌তে পারব না।

শঙ্কর আসিয়া অমরকে কহিল, "আপনি এখন নীচে যেতে পারবেন কি ? বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

অমর উঠিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "লতা ও জ্যোতি তৈরী থেকো, ভোরে উঠে আমরা যাব।"

১৫

কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইল। খোলের শব্দ শুনিয়া অনেকেই আসিয়া জুটিলেন। অমরনাথের মধুর কণ্ঠ সকলকে মোহিত করিল। এমন কি, কৃষ্ণনাথেরও ইচ্ছা হইল না, গান ফেলিয়া উঠেন। মেয়েরাও কেহ কেহ উপর হইতে নামিয়া আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইল। অমরনাথ সে রাত্রি মাতিয়া গেলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, কাহারও জ্ঞান নাই। অমরনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে লাগিলেন,—

"কখন্ পশিলে হৃদয়ে আমার জানিতে আমারে দেও নি
গোপনে আমায় ভাল যে বেসেছ বুঝিতে আমি তা
পারি নি॥
হৃদয়ের মাঝে আসন তোমার পাতা আছে
তা' যে দেখি নি,
বিনা আহ্বানে বসেছ সেখানে ডাকিতে আমায় হয় নি॥
তুমি যে আমার এত কাছে থাক হৃদয়-নিভৃত মন্দিরে,
ঘুমঘোর মোর কেটে গেল আজি তোমার চরণ-মঞ্জীরে,
দেখিনু তোমার অপরূপ রূপ, দেখিনু তোমার হাসিটি,
কত যে সহজে সব হ'তে কেড়ে চুপে চুপে নিলে প্রাণটি,
হৃদয়ের রাজা হৃদয়-আসনে ব'সে আছ দিবা-যামিনী,
পরশে তোমার হৃদি-শতদল শিহরে উঠিল আপনি॥
ওগো মোর সখা, ওগো চিরসাথী
ওগো দয়াময় ব্যথিতের ব্যথী,
দু'নয়নে ঝরে করুণার লোর
প্রভু প্রাণেশ্বর এত কৃপা তোর,
আর নহি একা, হৃদয়ের সখা
হৃদয়-কমলে বসিয়ে,
দেখি মোর ব্যথা, পাও মনোব্যথা,
ব্যথা দিতে আস মুছায়ে ;—
দাও প্রভু দাও শকতি আমায় তোমার চরণে প্রণমি,
তোমার চরণ-পরশে এ প্রাণ ধন্য হইবে এখনি॥"

গান শুনিতে শুনিতে অনেকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গায়কের কণ্ঠস্বর মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাহার পর যখন অমর বিদ্যাপতির প্রার্থনা ধরিলেন, তখন ক্রন্দনের রোল চারিদিকে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় প্রার্থনায় অমর গাহিলেন,—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া কবি না ছাড়িবি মোয়॥
গণইতে দোস, গুণলেশ না পাওবি,
যব তুহু করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥"

গান এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে না হইতে হরনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দেহ ঘন ঘন কাঁপিতেছিল; এক্ষণে তিনি ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সকলে তাঁহার চরণধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করত নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার যখন জ্ঞান হইল, তখন রজনী প্রভাত-প্রায়। চক্ষু খুলিয়া হরনাথ প্রথমেই দেখিলেন, অমরনাথের স্নেহ-ভক্তি-মাখা পবিত্র মুখ। যখন কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, তখন কহিলেন, "বাবা অমর, তোমাকে আমি এখন ছেড়ে দিতে পারব না—দু'চার দিন এখানে থাকতে হবে।"

"সন্তানকে যেমন আজ্ঞা করবেন, সন্তান তেমনি করবে।"

অমরনাথের উত্তর শুনিয়া সকলে 'সাধু সাধু' করিয়া উঠিলেন। হরনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ-নাথ মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া গেলেন এবং মেয়ে-মহলে গিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "অমর থাক্, আমি চললাম।"

পার্ব্বতী। তা' কি হয় বাবা, তোমাকেও থাকতে হবে।

কৃষ্ণ। আমি কিছুতেই থাকতে পারব না—

শোভা। কেন থাকতে পারবেন না শুনি?

কৃষ্ণ। আমার অনেক কাজ—

শোভা। কাজ ত ভারি, ব'সে ব'সে কেবল দিদির পদসেবা।

পার্ব্বতী প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "সেটা বুঝি কাজ নয়?"

শোভা। সে কার্য্যে বাধা না ঘটে, এরূপ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কৃষ্ণ। তা'কে এখানে আনবে না কি? তা হ'লে আবার পিসীমা, মালী দু'টা, কুকুর দুটো, আর ঝি-চাকরদের—

শোভা। আমরা যা উচিত মনে করব, সেই রকম ব্যবস্থা করব—আপনার অনুরোধে কিছু হবে না।

কৃষ্ণ। দেখ শোভা, আমি এর শোধ হরেনের (শোভার স্বামীর) উপর নেব।

শোভা। তা হ'লে সত্যি আমার একটা উপকার করা হবে।

কৃষ্ণ। কারুর উপকার করা আমার অভ্যেস নেই, যদি অপকার করতে বল—

শোভা। অপকার করবেন? তা হ'লে তাকে এখানে একবার ধ'রে আনুন।

কৃষ্ণ। বুঝেছি—বিরহটা উথলে উঠেছে। আচ্ছা, এর পর দেখা যাবে, এখন ত আমি বাড়ী যাই।

শোভা। সেটি হচ্ছে না।

কৃষ্ণ। আমি নিশ্চয়ই যাব। অমরের নিকট কাল আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ সকালে আমি যাব।

লতা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "বড়দা, তোমার গাড়ী নিয়ে নরু যে চ'লে গেল।"

কৃষ্ণ। সে কি রে! সে কোথা গেল?

লতা। চন্দননগরে।

কৃষ্ণ। কেন?

লতা। জ্যেঠামশাই তাকে পাঠিয়েছেন, বউদিকে নিয়ে আসতে।

কৃষ্ণ। কা'র সঙ্গে সে গেল?

লতা। শঙ্কর দাদা গেছেন।

কৃষ্ণ। ব্যবস্থা মন্দ নয় দেখছি; আমি যে একটা মানুষ আছি, তা'ও তোমাদের মনে থাকে না।

শোভা। আপনি মানুষ হ'লে ত সে কথাটা আমরা মনে রাখতে পারি।

কৃষ্ণ। আমাকে যেতেই হবে—

শোভা। কেন বলুন দেখি?

কৃষ্ণ। আমরা ব্যবসাদার মানুষ, অনেক দর-কারী চিঠি-পত্র আসে—

শোভা। একটু অপেক্ষা করুন, নরু ফিরে আসুক—দেখুন চিঠি-পত্র নিয়ে আসে কি না।

কৃষ্ণ। সেই ভাল।

১৩

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নরু একতাড়া চিঠিসহ জননীকে হাজির করিল। জননী গেলেন তাঁর মায়ের কাছে, আর চিঠির তাড়া আসিল কৃষ্ণনাথের হাতে।

কৃষ্ণ সেগুলি লইয়া অমরের কাছে আসিলেন। অমরের নামে দুইখানি পত্র আসিয়াছিল। একখানি তাঁহার বন্ধু বিপিন দিল্লী হইতে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"তুমি যে জমীটা নিতে চেয়েছ, সেটা বেচতে মালিক সম্মত আছেন; তবে হাজার একার হাজার টাকার কমে ছাড়বেন না। তোমার যদি এমনই দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, সুদূর পাহাড়ের তলায় এতগুলো টাকা ছড়িয়ে ফেলা আবশ্যক, তা হ'লে সর্ত্তাদি কি চাও, তা লিখে পাঠাবে; অথবা নিজে এসে কথাবার্ত্তা কইবে। তাড়াতাড়ি নেই, কেন না, আমি এখন সিমলা পাহাড়ে চলেছি। ফিরতে এক পক্ষ বিলম্ব হবে। তখন তুমি এসো।"

দ্বিতীয় পত্রখানি এসেছিল পশুপতি বাবুর নিকট হইতে। পত্রখানি এইরূপ—

"পরম-স্নেহাস্পদেষু,

দিল্লী হ'তে ফেরবার পথে তুমি যে পত্র লিখেছ, তা আমি যথাকালে পেয়েছি। বিলেত যাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেছ শুনে সুখী হয়েছি।

আমরা শীঘ্রই রাজমহলের বাসায় উঠে যাচ্ছি। আমাদের একান্ত অনুরোধ, তুমি একবার তোমার বন্ধু ও আমার মা লতিকে নিয়ে সেখানে আসবে। তোমার জ্যেঠা ও জ্যেঠাইয়ের কাছে কোন সঙ্কোচ করবে না, বাবা।

মা'র জন্যে কিছু আম ও লিচু পাঠাচ্ছি; সে সব আমার বাগানের। মাকে দেবে আর বলবে, তাঁর এই বুড়ো ছেলে তাঁর কথা ও গান শুনতে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণনাথকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে।

নিত্য-আশীর্ব্বাদক—শ্রীপশুপতিনাথ রায়।

পুঃ শুনিলাম, কৃষ্ণনাথ হরনাথের জামাতা। আমার স্ত্রী হরনাথের পিসতুতো ভগিনী।"

অমরনাথ পত্র পড়িয়া কৃষ্ণনাথকে পড়িতে দিলেন। পাঠান্তে কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "তোমার কল্যাণে দেখছি নূতন নূতন শ্বশুরবাড়ী বেরিয়ে পড়ছে। মালদা জিলায় কেউ যে আছেন, এত দিন তা জানতাম না। কোন্নগরে দশ বছরের ভিতর নেমন্তন্ন খাই নি। এখন বুঝতে পারছি নে ব্যাপার কত দূর দাঁড়াবে। হয় ত বা দেশ শুদ্ধই আমাকে জামাই ব'লে দাবী করবে।"

এমন সময় বাহির হইতে কে বলিল, "জামাই বাবাজী কোথা গেলেন?"

ঘরের ভিতর হইতে কৃষ্ণ চুপি চুপি কহিলেন, "অমর, তুই সাড়া দিস নে, পারিস ত দোর বন্ধ ক'রে দে।"

"কেন বল্ দেখি?"

"বুঝছিস না, এ নবীনকালী বাবুর গলা!"

"তা হ'লেই বা—"

"তুই ত বললি হলেই বা! আমি আর জামাই হ'তে পারব না, তোর সখ থাকে, হ' গে যা।"

"তুই রাগছিস কেন?"

"রাগব না, কি! এ কি অত্যাচার! যে কখন দুটো কথা কয় নি, সে আজ জামাই ব'লে ধাওয়া করছে!"

বাহির হইতে—"এই ঘরে আছে বলছ?"

ভিতরে—"ওরে অমর, শীগ্‌গির খিল বন্ধ কর, এসে পড়ল রে!"

নবীনকালী বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এই যে বাবা, তোমরা এইখানেই আছ।"

উভয়ে উঠিয়া নমস্কার করিলেন।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা এইখানেই আছি—

নবী। বেশ করেছ; মনে করেছিলুম, তোমরা বুঝি অন্দর-মহলে বিশ্রাম নিচ্ছ।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, বিশ্রাম কি আর কপালে আছে?

নবী। কাল রাতে একটুও কেউ শুতে পাও নি?

কৃষ্ণ। একেবারেই না, আপনি ত দেখেছেন।

নবী। আজ বাবা—

কৃষ্ণ। আজ আবার কি?

নবী। আজ রাতে আমার ওখানে তোমাদের দু' জনকে আহার করতে হবে।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, একেবারেই অসম্ভব। অমরের জ্বর হয়েছে—খুব জ্বর—আমি ওকে লেপ গায় দিতে বলছিলাম—তা এখানে লেপ নেই, আর আমার—

নবী। তোমার আবার কি?

কৃষ্ণ। কি যে হয়েছে—বোধ হয় পেটের অসুখ!

নবী। আচ্ছা, আমি আমার সেজ ছেলে গোদলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি; সে তোমাদের ওষুধ খাইয়ে সারিয়ে নেবে, আর ধরেও নিয়ে যাবে।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, মাপ করবেন—

নবী। কি করব বাবা! আমার মেয়েরা অমর বাবুর গান শোনবার জন্যে পাগল হয়েছে।

কৃষ্ণ। আমরা যাতে ম'রে না যাই, তা-ও ত দেখতে হবে।

নবী। সেটা গোদল এসে দেখবে। আমি হরনাথ দাদাকে বলেছি, তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

বলিয়া নবীন বাবু প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণনাথ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া অমরকে কহিলেন, "তোর জন্যে এই সব ফ্যাসাদ! তোকে আজ মেরেই ফেলব।"

"আমি যে ভাই অমর—মৃত্যুহীন।"

"পরীক্ষা করব, জ্যোতিকে ডাক্‌ছি।"

"এখন কি করা যায়, তাই বল্। তুই যাবি ?"

"কিছুতেই না ; আজ সন্ধ্যের পর কিছুতেই আমি ঘর হ'তে বেরুব না।"

"বউদিদির আগমনে সেটা ত আগে হ'তেই স্থির হয়ে গেছে।"

"দেখ অমর—"

"কতকগুলো আর মিথ্যে বলিস নে ; তুই মিথ্যে কথায় মোক্তারকেও হার মানিয়েছিস।"

"গীতায় আছে—"

"কি আছে, শুনি ?"

"তুই বুঝবি কি ? আচ্ছা, শোন্। গীতায় আছে, আত্মরক্ষার্থে যা কিছু কর, তাতে পাপ হয় না।"

"নবীন বাবু কি তোকে মার্‌তে এসেছিলেন ?"

"নিশ্চয়ই। মারতে আসা কাকে বল ? ধনুর্ব্বাণ হ'ল স্থূল জিনিস, চড় উঠালেই চড় মারা হ'ল। এ সব গূঢ়তত্ত্ব তুই বুঝবি নি।"

হরনাথ আসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, নবীন বাবু যে তোমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন—"

অম। আজ আমার শরীরটা ভাল নয়।

হর। তাই ওঁকে ব'লে দিই গে ; কিন্তু আমার এখানে দু' একটা গান—

অম। তা হবে বৈ কি ?

হর। বেশ, বাবা, বেশ।

হরনাথ কক্ষত্যাগ করিতে না করিতে কৃষ্ণ দুই বাহু তুলিয়া কহিলেন,—

"যে সুখী করিলি মোরে কি আর কহিব তোরে,

(কি বলে—ওই যে—) আশীর্ব্বাদ করি ভাই,

(তার পর ব'লে দে না) (কবিতা-টবিতা আমার আসে না)

তুই বেঁচে থাক্ অক্ষয় অমর হয়ে—

(কি ক'রে যে লোকে কবিতা লেখে)

লয়ে বামে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরে—

(রেবার প্রবেশ)

"খুড়ি লয়ে বামে রেবা-সুন্দরীকে।"

রেবা থমকিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে কহিল, "আপনারা উপরে চলুন।"

কৃষ্ণ। কেন যেতে হবে কহ ত্বরা ক'রে।

রেবা। আপনার হয়েছে কি ? নেশা-টেশা—

কৃষ্ণ। কবিতা-মদিরা করেছি পান, গন্ধে না কহিব কথা—

রেবা। আপনার হ'ল কি ?

কৃষ্ণ। বড় আনন্দে আছি আমি, নবীন-কবল হ'তে মুক্ত হয়েছি এবে—

রেবা। এখন চলুন দ্রৌপদী, ধর্ম্মরাজ আপনাকে তলব দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরাজ ডেকেছে মোরে! চল ত্বরা অমর।

অম। ধর্ম্মরাজটা কে শুনি ?

কৃষ্ণ। আমার জীবন-সঙ্গিনী প্যান-প্যানানী ভিজে বেড়ালনী—

১৭

দুই দিন পরে বৈকালবেলা একখানা গাড়ী আসিয়া হরনাথ বাবুর দ্বারে লাগিল। তাহাতে কয়েক ঝোড়া আম, লিচু ছিল। পশুপতি বাবুর সরকার চন্দননগরে আগে গিয়াছিল ; সেখানে যখন শুনিল, অমর, লতা প্রভৃতি উত্তরপাড়ায় আছেন, তখন কৃষ্ণনাথের এক জন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া সরকার মহাশয় আমসহ উত্তরপাড়ায় আসিলেন।

সরকার মহাশয় যখন ঝোড়াগুলি লইয়া হরনাথের সম্মুখে হাজির হইলেন, তখন উভয় পক্ষই একটু মুস্কিলে পড়িলেন। সরকার কহিলেন, "আমার বাবু তাঁর মা'র জন্যে এ সব পাঠিয়েছেন।"

হর। মা ? আমার বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ী হ'তে আপনি আসছেন ?

সর। আজ্ঞে না।

হর। জনাই হ'তে ?

সর। না।

হর। তবে আর কে পাঠাবে ? ওঃ, বুঝেছি, রূপোর শ্বশুরবাড়ী পটলডাঙ্গা হ'তে আসছেন। তা বললেই ত পারতেন। ওরে কৈলেস, এগুলো নিয়ে যা।

সর। আজ্ঞে, আমি মীরপুর হ'তে আসছি।

হর। মীরপুরে আমার কোন ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়নি। বাড়ী ভুল হয়ে থাকবে। কৈলেস, নিস নে রে।

কৈলাস। আজ্ঞে, খুব ভাল আম—বেশ গন্ধ—

হর। তা হোক—

কৈলা। আবার লিচু আছে ; এই দেখুন কর্ত্তা, এক একটা আমড়ার মত।

হর। তা হোক—

কৈলা। এ সব কি ফেরাতে আছে ?

হর। থাম্ বুড়ো!

কৈলা। কর্ত্তার চেয়ে আমি দু বছরের ছোট।

হর। (সরকারের প্রতি) আপনি এগুলো নিয়ে যান—বাড়ী ভুল হয়েছে।

সর। আমি চন্দননগর হ'তে ফিরে আস্ছি; কেষ্ট বাবুর চাকর বাড়ী দেখিয়ে দিতে সঙ্গে এসেছে— বাড়ী ভুল হবার ত সম্ভাবনা নেই।

হর। কেষ্টর চাকর? কৈ সে? ওরে কৈলেস, কেষ্টকে ডাক্ ত।

কৃষ্ণনাথ আসিলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "দেখ বাবা, এ এক ফ্যাঁসাদ। আমি বলছি, এ সব ভুলক্রমে এখানে এনেছ, তা বাবুটি কিছুতেই শুনবেন না।"

কৃষ্ণনাথ দুই চারি প্রশ্নে সরকারের নিকট হইতে আমূল বৃত্তান্ত জানিয়া লইলেন। তখন তিনি অমর ও লতাকে ডাকাইলেন। লতা আসিলে কহিলেন, "তোর ছেলে তোর জন্যে আম, লিচু পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

লতা। আমার আবার ছেলে! বড়দার যেমন কথা!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ রে, তোর ছেলে—সেই রাজমহলে—

লতা। ওঃ, বুঝেছি। জ্যেঠামশাই বল।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই তোমার ছেলে।

কর্ম্মচারী তখন লতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমার মুনিব আপনার জন্যে এই সব পাঠিয়ে দিয়েছেন; আর ব'লে দিয়েছেন, তাঁর মা যেন ছেলেকে চিঠি লেখেন।"

লতার আনন্দ হইল, লজ্জাও হইল। একটু হাসিয়া কহিল, "জ্যেঠামশাই ভাল আছেন? সুকু ভাল আছে?"

"তাঁরা বেশ আছেন, আপনাদের নাম প্রায়ই করেন। আপনারা তাঁদের জীবন দিয়েছেন।"

"দেখ না দাদা, তাঁরা কি সব মিছিমিছি বলেন।"

হরনাথ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি? কে কা'র জীবন দিয়েছে? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

কৃষ্ণনাথ তখন সমস্ত ঘটনাটি সংক্ষেপে বলিলেন; অবশেষে কহিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না, লতার ছেলেটি কে?"

হর। আমি ত কিছুই জানিনে বাবা।

কৃষ্ণ। আপনার কোন ভগ্নীর মীরপুরে বিয়ে হয়েছিল?

হর। মীরপুরে? সে কোথা? মালদা জিলায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এক পিস্তুতো বোনের সেখানে বিয়ে হয়েছিল।

কৃষ্ণ। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সেই পশুপতি বাবু লতার ছেলে।

হর। বল কি? তিনি যে এক জন বড় জমীদার! অমর তাঁর প্রাণ রক্ষে করেছে? শুনে বড় আনন্দ হ'ল। অমর, তোমাকে যে বাবা, কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব—

সরকার লতার পানে ফিরিয়া কহিল, "আপনি যদি দয়া ক'রে দু'ছত্র লিখে দেন—আমাকে এখনই যেতে হবে—"

লতা। লিখে দিচ্ছি, কিন্তু এখন যেতে দেব না; খেয়ে দেয়ে রাতের গাড়ীতে তার পর—না জ্যেঠামশাই?

হর। মা আমার ঠিক ব্যবস্থা করেছেন। কৈলেস, এঁকে নিয়ে যা; বাবুটির কোন অসুবিধে না হয়।

লতা। এ সব নিয়ে কি করব জ্যেঠামশাই?

হর। তোমার কি করতে ইচ্ছা হয় মা?

লতা। যারা কীর্ত্তন করতে আসেন, তাঁদের খাওয়াতে ইচ্ছে হয়।

হর। বেশ বলেছ মা, তাঁদের খাইও।

লতা। সব ত আর লাগবে না; বাকীগুলো নিয়ে জ্যেঠাইমার কাছে দিই গে, কেমন?

হর। তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর।

১৮

সন্ধ্যার পর হিরণ ও শোভা আহার করিতে বসিয়াছে। থালায় আম, লিচু, সন্দেশ, লুচি প্রভৃতি আহার্য্য। হিরণ আম, লিচু, সন্দেশ ঠেলিয়া রাখিল; তদ্দৃষ্টে শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে ওগুলো ঠেলে রাখ্‌লে দিদি?"

হি। আমি ও সব খাব না।

শো। কেন?

হি। খেতে ইচ্ছে নেই।

শো। আমার কাছে লুকোও কেন? সত্যি বল।

হি। ঐ মেয়েটার জিনিস আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

শো। কেন, ঐ মেয়েটা তোমার কি করেছে?

হি। আমি ওটাকে দেখ্‌তে পারি নে।

শো। ও কথা ব'লো না দিদি; অমন ফুটফুটে মেয়ে ঘরবাড়ী আলো ক'রে বেড়াচ্ছে।

হি। আমি ত আর রূপ নিয়ে ধুয়ে খাব না।

শো। ওর দোষই বা তুমি এমন কি দেখ্‌লে?

হি। যে ঘর করে, সেই বোঝে। দিনরাত্রি 'বড়দা' 'বড়দা' ক'রে আদরে গ'লে পড়ছেন। আর তিনিও এমনই হয়েছেন যে, লতা না খেলে উনি খাবেন না, লতা কাছে না শুলে ওঁর ঘুম হবে না; ছেলের পানে চেয়ে দেখেন না, আমার পানে ত নয়ই, দিনরাত্রি শুধু লতা লতা।

শো। আহা, ওর যে বাপ, মা কেউ নাই ; তাই কেষ্টদা ওকে অত যত্ন করেন। এতে ত রাগ করবার কিছু নেই দিদি।

হি। রাগ হয় কি না, তুই একবার গিয়ে দেখিস্। ছেলেটাও এমনই হয়েছে যে, নিজে না খেয়ে লতাকে খাওয়াবে, স্কুল বন্ধ হওয়া অবধি দিন-রাত্রি তাকে নিয়ে বেড়াবে, খেলবে—পড়াশোনা ত চুলোর দোরে গিয়েছে।

শো। দিদি, তোমার স্বামি-পুত্র লতাকে ভালবাসে, তুমি কেন বাস না ?

হি। আমি অমন রূপ দেখে ভুলে যাই নে।

শো। দিদি, ছোট বোনের একটা কথা শুনবে ?

হি। কি, তুমিও আবার বক্তৃতা দেবে না কি ? বক্তৃতা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

শো। তা' জানি, উপদেশ মানুষের তেতো লাগে। আমারও লেগেছিল ; আমি তাই শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর করতে পারলাম না।

হি। তুই যে দুর্ম্মুখ, তাই পারলি নে।

শো। না, তা নয় দিদি, আমি কারুর উপদেশ নিতাম না ব'লে—স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, যা ভাল-বাসতেন, তা করতুম না ব'লে—নিজের ইচ্ছা অভি-লাষকে বড় মনে করতুম ব'লে—

হি। হরেণের চরিত্রও ত ভাল নয়।

শো। সে কথা ব'লো না দিদি। তাঁর চরিত্র ছিল নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক, মন্দ করেছি আমি। তিনি যে জিনিসটা ভালবাসতেন, আমি সে জিনিসটা সরিয়ে ফেলতুম ; যে কাজ আমি করলে তিনি খুসী হতেন, আমি সে কাজ করতুম না ; আমার যে সাজগোছ তিনি পছন্দ করতেন, আমি সে বেশ-বিন্যাস পরিত্যাগ করে-ছিলাম। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে, তা কখন মনে করি নে। দেখলুম, যখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়েছে, তখন পালিয়ে এলাম।

হি। তুই যেমন বোকা—

শো। নিজেকে চালাক মনে ক'রো না দিদি—অহঙ্কার সব নষ্ট করে। তোমার সুখের বাসা—

কৃষ্ণনাথ দ্বারের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন ; কহিলেন, "এই যে শোভা, আমি তোকে ছিষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কেন বলুন দেখি ?"

"তোর অপকার করব ব'লে।"

বিদ্যুদ্বৎ শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্বারের নিকট সরিয়া আসিয়া দেখিল, কৃষ্ণনাথের পিছনে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মুহূর্ত্তে শোভা তাঁহাকে চিনিল। বিপুল আনন্দে শোভার দেহ কাঁপিয়া উঠিল—মাথার কাপড় টানিয়া দিতে ভুলিয়া গেল। আনন্দের বেগ একটু কমিলে শোভা হাত ধুইয়া ফেলিল। তাহার মনের কোণে আশঙ্কাও একটু ছিল। হিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই অমন করছিস কেন শোভা ?"

শো। দেখছ না, দাদা যে আমার অপকার করতে এসেছেন।

কৃষ্ণনাথ সেখানে আর দাঁড়াইলেন না ; বলিয়া গেলেন,"তোরা খাওয়া শেষ ক'রে নে,আমি আসছি।"

অর্দ্ধদণ্ড পরে কৃষ্ণ আসিয়া কহিলেন, "যা, তোর ঘরে যা, শোভা।"

মুখরা শোভার মুখে আর কথা নাই ; নীরবে কৃষ্ণনাথের পায়ের ধূলা লইল। কৃষ্ণনাথের চক্ষু সজল হইল, তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। শোভা, দিদিকে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। একবার ইচ্ছা হইল, বেশ-ভূষা করিয়া লয় ; পরক্ষণে সে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল। পথে রেবার সঙ্গে দেখা হইল। সে কহিল, "আমি আজ তোমার কাছে শোব মেজদি।"

"না।"

"কেন ?"

"তুই দিদির কাছে যা।"

"সেখানে কি আমার আর স্থান আছে ?"

"তবে রূপোর কাছে যা।"

"সেজ জামাই যে তাকে নিতে এসেছেন।"

"কখন্ এল ? একট আগে ? বেশ! তুই তবে জ্যোতির কাছে যা।"

"তোমার কাছে কি ?"

"আমি আজ শোব না ?"

বলিয়া শোভা অদৃশ্য হইল।

১৯

কয়েক দিন পরে একদা প্রভাতে কৃষ্ণনাথ চন্দন-নগরে তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া অমরের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, এমন সময় রেবার দাদা শরৎ বাবুর মোটর আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কৃষ্ণনাথ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিলেন এবং অমরনাথের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। বিনয় কাহাকে বলে, শরৎ বাবু তাহা জানিতেন না ; তিনি মনে করিতেন, বিশ্ব তাঁহারই উপভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আর বিশ্ববাসী তাঁহাকে সম্মান দিতে জন্ম লইয়াছে। তিনি জাহাজে মাল

সরবরাহ করিয়া থাকেন—বেশ লাভের কাজ; দুই চার লাখ টাকা ইতোমধ্যে জমাইয়াছেন। অমরনাথের সহিত পরিচিত হইবামাত্র শরৎ বাবু হাত বাড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিতে উদ্যত হইলেন, অমর যুক্তকরে নমস্কার করিলেন। শরৎ অপ্রতিভ হইয়া হাত গুটাইয়া লইলেন—নমস্কারটাও করিলেন না। অমর একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাথ সম্বন্ধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক বাটি চা এনে দি?"

শরৎ। না, আমাকে এখুনি যেতে হবে, (বাম প্রকোষ্ঠে বাঁধা ঘড়ির পানে চাহিয়া) ওঃ, এত বেলা হয়ে গেছে, এখুনি আমাকে কোলকাতা যেতে হবে।

কৃষ্ণ। বহুকাল পরে যখন এলেন, তখন একটু কিছু খেয়ে যান।

শরৎ। আমার সময় নেই—আমি না গেলে জাহাজ ছাড়তে পারবে না—চারিদিক থেকে এখুনি 'তার' আসবে—হয় ত লাট সাহেব—

কৃষ্ণ। দুটো আম আর সন্দেশ।

শরৎ। ছি ছি! ওগুলো আবার খাদ্য।

কৃষ্ণ। তবে চা ডিম?

শরৎ। তা'তে রাজি আছি, কিন্তু চট ক'রে। আমার আস্‌তে যে দেরী হয়ে গেল। মিনার্ভা কারগুলো কিছু না, এবার একটা রোলস রইস কিনব মনে করছি। তা হ'লে পাঁচ সাত মিনিটে কোলকাতা যাতায়াত করতে পারব। তোমার গাড়ীখানা কি হে? ফোর্ড টোর্ড হবে বোধ হয়—

কৃষ্ণ। ঐ রকম একটা।

শরৎ। যাক্, এখন যা' বলতে এসেছি, শোন। তোমাদের কাল আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন—সকাল সকাল যাবে; হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী—কি নাম তা'র? কিরণ—কিরণকে নিয়ে যাবে; আর কে একটি ছোট মেয়ে আছে, তা'কেও নিয়ে যাবে। এখন আমি আসি—চা আজ থাক—

বলিয়া তিনি উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, তোমাদের নামে দু'খানা চিঠি আছে, বাবা দিয়েছেন—এই নেও, আমার কি এ সব ছোট কথা মনে থাকে, আমার হাজার কাজ, চালাও—"

গাড়ী চলিয়া গেল। কৃষ্ণনাথ ফটক হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমরনাথকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কেমন দেখলে?"

অমর। মন্দ কি? নূতন ত কিছু দেখা গেল।

কৃষ্ণ। এখন নিমন্ত্রণে যাবে?

অমর। না।

কৃষ্ণ। কর্ত্তা আবার চিঠি দিয়েছেন—এই নেও।

অমর। আমি এঁকে চিনি না, যাবও না।

কৃষ্ণ। তবে ফোন ক'রে দি, কি বল?

অমর। তোমার ইচ্ছে।

কৃষ্ণনাথ পাশের এক বাড়ীতে গিয়া কোন্নগরে রেবার পিতাকে ফোন করিলেন। ফোনেতে উত্তর আসিল,—আমরা যাচ্ছি।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কর্ত্তা গণেশ বাবু ও কর্ত্রী সর্ব্বাণী মোটরে চড়িয়া আসিলেন। কৃষ্ণনাথ তাঁহাদের প্রণামাদি করিয়া অন্দরমহলে লইয়া গেলেন। গণেশ মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অমরনাথের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবা আসে নি?"

গণেশ। না; তাকে সকল জায়গা পাঠাই না।

অমর। আপনাদের সঙ্গে তার বোনের বাড়ীতে—

গণেশ। তা' ঠিক, কিন্তু এই কি জান—

চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও আছে কি না। কৃষ্ণ তখন অন্দরে।

গণেশ বাবু কহিলেন, "এই কি জান, মেয়ে এখন বড় হয়েছে, স্বামী পছন্দ ক'রে নেবার বয়েস হয়েছে। তা' ভেতরের কথা না জেনে শুনে যাকে তাকে পছন্দ ক'রে ফেলে শেষকালে কি একটা গোল বাধিয়ে বসবে। আমার কাছে দেশের লোক পরামর্শ নিতে আসে, আর আমারই বাড়ীতে—সে সব হবে না—আমি বেঁচে থাকতে ও সব হবে না, বুঝেছ কি না—এই দেখ না কেন—ছেলে মেয়ে দুটিকে কেমন মানুষ করেছি—দুটি রত্ন। লাট সাহেবও আমার ছেলেকে খাতির করেন, আর রেবাকে বিয়ে করবার জন্যে—ওর নাম কি—কত রাজা মহারাজা যে আমার দোরে ভিড় লাগিয়েছিল—তাই বলছিলাম, আমার ঘরের বউ বা জামাই হওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। যাক্ এখন ও সব কথা—কি যে তোমাকে বল্‌তে এসেছিলাম—হ্যাঁ মনে হয়েছে—ওর নাম কি—তোমাকে কাল সকালে আমাদের ওখানে যেতে হবে; দিন কয়েক থাকতেও হবে।"

অমর। মাপ করবেন, আমাকে পরশু দিল্লী যেতে হবে।

গণেশ। কেন?

অমর। দরকার আছে।

গণেশ। এর পরে এক দিন যেও।

অমর। তা' হ'তে পারে না।

গণেশ। এখন কাল ত চল।

গণেশ বাবু স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, অমর

তাঁহার জামাতা হইয়া গিয়াছে ; তিনি সম্মতি দান করিলেই বিবাহ হইয়া যাইবে। অমরের সম্মতির কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। থালায় অন্ন লইয়া কুকুরকে ডাকিলে কুকুর ছুটিয়া আসিবেই ; এখন কুকুর এমন সুখাদ্যের যোগ্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। তাই নিমন্ত্রণ। গণেশ বাবুর মনের ভাব অমরনাথ যে একবারেই বুঝেন নাই, এমন নহে। তবে তিনি অপ্রিয় কথা বলিয়া কাহারও মনঃপীড়া দিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কষ্ট দিলে কষ্ট পাইতে হয়। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া হাস্যমুখে উত্তর করিলেন, "ক্ষমা করবেন, আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলুম না।"

সর্ব্বাণী এমন সময় ঘরে আসিয়া অমরকে কহিলেন, "তোমাকে যেতেই হবে, বাবা।"

"ক্ষমা করবেন।"

"তুমি যদি না যাও, আমার মনে বড় কষ্ট হবে। তুমি আমাদের প্রাণ দিয়ে পরে যদি কষ্ট দেও—"

"তবে যাব, আর কিছু বলতে হবে না। কিন্তু কালকেই ফিরব।"

"তা' পরে বোঝা যাবে।" পরে কৃষ্ণের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "হিরণকে নিয়ে যেতে ভুলো না কৃষ্ণ—নরু-লতাকে নিয়ে যাবে—আর জ্যোতিকেও পার যদি নিয়ে যাবে—আমি এখন যাই, তবে আমার মোটেই অবসর নেই—ফিরে গিয়ে ছেলেদের খাওয়াব।"

বলিয়া সর্ব্বাণী স্বামিসহ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মোটের উপর তাঁহারা দণ্ডখানেক ছিলেন। মোটর অদৃশ্য হইলে কৃষ্ণনাথ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা' হ'লে তুমি যাচ্ছ, অমর?"

অমর। হাঁ ; তুমিও বোধ হয় যাচ্ছ ?

কৃষ্ণ। আমাকে ত যেতেই হবে—তোমাকে ত অত বড় ভদ্রলোকের বাড়ীতে একা ছেড়ে দিতে পারি নে।

অমর। বউদি যাচ্ছেন ?

কৃষ্ণ। সেটা এখনও হয় নি। লতা যাবে ?

অমর। না—নরুও না।

কৃষ্ণ। কেন ?

অমর। জ্যোতি বাড়ীতে একা থাকবে ?

কৃষ্ণ। দেখ অমর, তুমি আমার কাছে লুকিও না—

অমর। ও সব কথা ছেড়ে দেও। তা হ'লে কাল সকালে অর্থাৎ বেলা এগারটায় তুমি আর আমি যাচ্ছি।

কৃষ্ণ। এত বেলায় ?

অমর। হ্যাঁ, ঠিক খাবার আগে।

২০

গণেশ বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ; রায় বাহাদুর উপাধি লইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেজাজটা আজও হাকিমের মত আছে। সুন্দরবনে কিছু পতিত জমী লইয়া নিজেকে এক্ষণে জমীদার বলিয়া পরিচয় দেন। ফটকের গায়, দ্বারবানের চাপরাশে, গাড়ীর দ্বারে, চিঠির কাগজের মাথায় সর্ব্বত্র লিখিত ছিল, রায় বাহাদুর ও জমীদার। তাঁহার উচ্চপদ লোক বিস্মৃত না হয়, সে জন্য তিনি সতত সতর্ক থাকিতেন। গরীবদের চরণে দলিত করিতেন, আর বড়লোক বা সাহেবদের চরণে লুটাইয়া পড়িতে তিনি কখন অবহেলা করিতেন না।

তাঁহার বাসগৃহ পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ছিল, ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে। বাড়ীখানি দেখিলেই মনে হয়, কোন ভুঁইফোঁড়ের বাড়ী—বনিয়াদী ঘরের সন্তানের বাড়ী নয়। অট্টালিকাটি বড় রাস্তার উপর—তবে ট্রাঙ্ক রোডের উপর নয়। বাড়ীর সম্মুখে একটুখানি বাগান ; বাগানের মধ্যে একটা প্রস্তরনির্ম্মিত নগ্ন রমণীমূর্ত্তি। তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত, বাম হস্ত পুষ্পগুচ্ছ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই দক্ষিণ হস্তের করতল ভেদ করিয়া জলের ফোয়ারা ঊর্দ্ধে ছুটিতেছে। প্রস্তরমূর্ত্তির চারিদিক বেষ্টন করিয়া প্রশস্ত বেদী ; বেদীর উপর নানা রকমের ফুলগাছ টবে বসান। এই বেদী বেষ্টন করিয়া গাড়ীর রাস্তা।

অমর ও কৃষ্ণ যখন বেলা সাড়ে এগারটায় সময় মোটর হাঁকাইয়া গণেশ বাবুর ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন দ্বিতলের জানালায় রেবা দাঁড়াইয়া ছিল। অমরনাথ তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার মুখখানি আনন্দে হাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণনাথ বেদী বেষ্টন করিয়া দ্বারসমীপে গাড়ী থামাইলেন।

অভ্যর্থনা করিতে দ্বারে কেহই ছিলেন না। তাঁহারা এ-দিক ও-দিক চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবানদের নিকট হইতেও তাঁহারা কোনরূপ সম্মান বা অভ্যর্থনা পাইলেন না। কৃষ্ণনাথ অগ্রসর হইয়া অমরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। একটা বড় ঘরের দ্বারসমীপে আসিয়া কৃষ্ণনাথ

দাঁড়াইলেন ; চুপি চুপি অমরকে কহিলেন, "বাড়ীটার এত বদল হয়ে গেছে যে, আমিই এখন চিন্‌তে পারছি নে। চাকরগুলো ত কথাই কয় না, বাবুদের কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। এই ঘরটায় ঢুকে সন্ধান নেওয়া যাক্‌ !"

এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া কহিল, "মা আপনাদের উপরে ডাকছেন—আসুন।"

কৃষ্ণনাথ কহিলেন,—"একেবারে উপরে যেতে ভরসা হয় না, আগে বাবুদের সঙ্গে দেখা করি।"

বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। শরৎ বাবু একখানা কৌচে বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। কৃষ্ণনাথকে দেখিয়া কহিলেন, "কে, কেষ্ট যে! এস। তোমার সঙ্গে সে বাবুটি আসেন নি?"

"হাঁ, এসেছেন।"

"তোমরা ভেতরে এস।"

উভয়ে অগ্রসর হইয়া দুইখানা চেয়ারে বসিলেন। ঘরটির মেঝে মাদুরে মোড়া ; মাদুরের উপর সতরঞ্চ। তার উপর চেয়ার, টেবল, কৌচ, সোফা, হোয়াটনট, আলমারী ইত্যাদি। ঘরে এত আসবাব-পত্র যে, চলা-ফিরা করা কঠিন। অমরনাথ আসবাব-পত্র দেখিয়া বুঝিলেন, এঁরা বেশী দিন ধনশালী হয়েন নাই। আলমারীর কেতাব দেখিয়া বুঝিলেন, মালিকের লেখাপড়ার দৌড় বড় বেশী দূর নয়। বেশভুষা দেখিয়া বুঝিলেন, শরতের আড়ম্বরটা বেশী—কি পরিলে কি করিলে লোকে তাঁহাকে বড়লোক বলিবে, এই চেষ্টা তাঁহার পক্ষ হইতে অবিরাম চলিতেছে। গ্রীষ্মে কাতর হইয়া পড়িলেও তিনি সাহেবদের অনুকরণে সাজসজ্জা করিতেন। মধ্যাহ্ন হইতে চলিল, তবু তিনি রেশমের গাউন ছাড়েন নাই। অন্যদিন এত বেলা পর্য্যন্ত পরিয়া থাকেন না, আজ অমর আসিবেন—তাঁহাকে এ নূতন বেশটা না দেখাইয়া ছাড়িতে পারেন না। অন্য দিন কাগজ পড়েন না, উপন্যাস পড়েন। আজ টেবলের উপর কতকগুলি বিলাতী ও দেশী কাগজ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালা কাগজ একখানিও তাঁহার ঘরে নাই। ঘরের জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইয়া অমরনাথ কক্ষস্বামীর পানে ফিরিলেন ; তাঁহার মনে হইল, শরৎ বাবুকে তিনি বেশ চিনিয়াছেন।

শরৎ। তার পর ইন্দ্র বাবু, আপনাদের এত দেরী হ'ল কেন?

কৃষ্ণ। এঁর নাম ইন্দ্র নয়—অমর।

"মাপ করবেন অমর বাবু, আমার অনেক কাজ, অনেক জিনিস মনে রাখতে হয়—নামটামগুলো বড় মনে থাকে না। সেবারে সিমলে পাহাড়ে গেছলুম। চারিদিক থেকে নেমন্তন্ন—আজ এখানে চা, কাল ওখানে ডিনার, পরশু সেখানে নাচ—একেবারে আমাকে অস্থির ক'রে তুললে ; কি ক'রে যে সাহেব-মেমেরা টের পেলে আমি পাহাড়ে যাচ্ছি! বোধ হয়, কাগজে দেখে থাকবে। যাই হোক, আমি এক দিন বড় মুস্কিলে পড়েছিলাম। এক বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন। সেখানে আমি ডিনার-সুটে সন্ধ্যের পর গিয়ে হাজির। একদম অপ্রতিভ! কি করব, এত পার্টি যে, কোথায় কোন্ সময়ের নেমন্তন্ন, তা আমার স্মরণ থাকত না। আর একবার—"

গণেশ চীৎকার করিতে করিতে আসিলেন, "কৈ, কেষ্ট কৈ? এঁরা সব গেলেন কোথা? এই যে অমর এসেছে। বেশ, বড় খুসী হলাম। ওর নাম কি—বড় দেরী হয়ে গেছে—এস উপরে—"

শরৎ। ইন্দ্র বাবু এখন উপরে যেতে পারবেন না, আমার কাছে সিমলে পাহাড়ের গল্প শুনছেন।

গণেশ। তোমার সেই দার্জ্জিলিংয়ের গল্পটা বলেছ?

শরৎ। বলব আর কখন্? এই ত মোটে সুরু করছি। আপনি এখন উপরে যান।

গণেশ। আমার কাশ্মীর-ভ্রমণের কথা বলব মনে করেছিলুম, সে বড় মজার কথা—

শরৎ। সে সব ইন্দ্র বাবুর ভাল লাগবে না, আপনি এখন উপরে যান—

অমর। আমার নাম অমর।

শরৎ। হাঁ, হাঁ, ভুলে গিছলুম, মাপ করবেন। হ্যাঁ, তার পর আর এক দিন সিমলে পাহাড়ে—

গণেশ। পাহাড় যদি দেখতে চাও অমর, তা হ'লে একবার কাশ্মীর বেড়িয়ে এস। কি সুন্দর দৃশ্য—

শরৎ। সিমলের কাছে কেউ লাগে না। খুব ভাল বলেই ত বড়লাট সিমলে থাকেন।

গণেশ। সিমলে, দার্জ্জিলিং এ সব অতি তুচ্ছ কাশ্মীরের তুলনায়। কাশ্মীরকে লোকে ওর নাম কি—ভূস্বর্গ বলে।

শরৎ। যারা সিমলে দেখেনি, তারাই বলে। আপনি এখন উপরে যান। তার পর ইন্দ্র বাবু—

জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "ঠাঁই হয়েছে, মাঠাকরুণ সকলকে ডাকছেন।" শরৎ কহিলেন, "এর মধ্যে খাবার হ'ল? আচ্ছা, আপনারা উপরে যান ইন্দ্র বাবু, বিকেলে আপনাকে সিমলে দার্জ্জিলিংএর গল্প শোনাব।"

গণেশ। তুমিও চল না কেন শরৎ।

শরৎ। আমার এখনও দেরী আছে, চান-টান হয়নি।

কৃষ্ণ ও অমরকে লইয়া কর্ত্তা উপরে আসিলেন। সিঁড়ির মাথায় একটা ঘরে তাঁহাদের আহারের স্থান হইয়াছিল। সর্ব্বাণী তথায় রেবাকে লইয়া আহার্য্য গুছাইয়া দিতেছিলেন। অমরকে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন, "লতাকে আনলে না?"

অমর। সে আসতে চাইলে না।

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ কেষ্ট, হিরণ যে বড় এলো না?

কৃষ্ণ। তা'র শরীরটা ভাল নয়।

সর্ব্বাণী। আচ্ছা, তোমরা বোসো। রেবা, বাতাস কর্, পোলাওতে যেন মাছি না ব'সে।

গণেশ কহিলেন, "তোমার এরা খুবই সুখ্যাতি করে, অমর। সে দিন নাকি ঘোড়াটা ওর নাম কি—একটু দুষ্টুমি করেছিল, তুমি তাকে সায়েস্তা ক'রে দিয়েছিলে। তোমার ঘোড়া-টোড়া আছে না কি?

"আজ্ঞে না।"

আহার করিতে করিতে গণেশ বলিলেন,—"তবে তুমি ঘোড়া চালাতে শিখলে কেমন ক'রে?"

অমর। পরের ঘোড়া হাঁকিয়ে—যেমন মোটর চালাতে শিখেছি।

গণেশ হুঁ, তোমার জমীদারী-টমিদারী কিছু আছে?

অমর। আজ্ঞে না।

গণেশ বাড়ী-ঘর কি রকম?

অমর। সামান্য একটুকু।

গণেশ আমার এ বাড়ীটা করতে পঞ্চাশ হাজার পড়েছে!

অমর। তা হবে।

গণেশ। তা হ'লে তোমার জমীদারী নেই, বাড়ী-ঘরও সামান্য একটুকু। তোমার চলে কি ক'রে?

অমর। কষ্টে-সৃষ্টে।

এক জন ভিখারী ফটকের গোড়ায় ডাকিল, "বাবা, দু'টি খেতে দেও না।"

দেউড়ীতে দরওয়ান হাঁকিল—"হিঁয়াসে ভাগো।"

ভিখারী। (ফটকসমীপে) "বাবা, দু'টি খেতে দেও—তোমাদের পাতের-নাতের যা' হো'ক দুটো দেও।"

দরওয়ান। দিক মাৎ করো—ভাগো।

ভিখারী। আজ ক'দিন আমি খাইনি বাবা, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

উপরে অমরের কানে সকল কথা স্পষ্টরূপে আসিতে লাগিল। ভিখারীর শেষ কথা শুনিবামাত্র অমর হাত গুটাইয়া বসিলেন—মুখে আর অন্ন দিতে পারিলেন না।

দরওয়ান। (ভিখারীর প্রতি) আরে সড়ক পর বহুৎ ইট্টা গর্দ্দা হ্যায়, উঠায়কে খায় লেও।

ভিখারী। কারুর কি দয়া হবে না, বাবা? যে বাড়ীতে যাই, সেই বাড়ী হ'তেই শুধু মুখে ফিরতে হয়। তোমাদের অভাব কি, বাবা। দুটো নুণ-ভাত দেও দয়া ক'রে।

সর্ব্বাণী। (অমরের প্রতি) তোমার পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চাড্ডি গরম দি।

অমর। না, আর খেতে পারছি না।

সর্ব্বাণী। এখনও ত কিছুই খাও নি।

ভিখারী সম্ভবতঃ দুই এক পা অগ্রসর হইয়া থাকিবে, নতুবা দরওয়ান কেন তাঁহার তূণ হইতে বাছা বাছা শর নিক্ষেপ করিবেন? 'শ্বশুরা' 'শালে' প্রভৃতি সুমধুর সম্ভাষণের পরও যখন ভিখারী সরিল না, তখন দরওয়ান তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভিখারী কহিল, "দু'টো ভাত না খেয়ে আমি নড়ব না।"

উপরে সকলেই কথাগুলো শুনিতে পাইতেছিলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "ভিখারীগুলোর অত্যাচার দেখছ? বলে, না খেয়ে নড়ব না। এ কি তোমার জমীদারী? কেষ্ট বোধ হয় শুনে থাকবে—মুখুয্যেদের একটা জমীদারী আমি পত্তনি নিয়েছি।"

কেহ কোন সাড়া দিল না। কৃষ্ণনাথ বুঝিয়াছিলেন, অমর কেন হাত গুটাইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, অমরের ভিতর কি একটা প্রবল ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। তিনি অপাঙ্গদৃষ্টিতে অমরকে দেখিতেছেন, আর নীরবে খাইয়া যাইতেছেন।

ভিখারী। দয়া কর না, মা। আমার ব্যামো হয়েছিল, তাই কাজ করতে পারি নি—বড় ভাই তাড়িয়ে দিয়েছে—পথে পথে আজ ক' দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ খেতে দেয় নি। আমারই মত এক গরীব দুটো মুড়ি দিয়েছিল—

নীচে শরৎ বাবু গোছলখানা হইতে বাহির হইয়া ক্রোধভরে হাঁকিলেন, "দরওয়ান!"

"হুজুর!"

"তোমলোক কেয়া করতা হ্যায়? একঠো চোট্টা আধা ঘড়ি হিঁয়া হাল্লা লাগায় দিয়া; আউর তোমলোক চুপ-চাপ বৈঠা হ্যায়।"

"কেয়া করে হুকুর, শালে নেহি যাতে হেঁ।"

"থাপ্পড় লাগাও, কান পাকাড়কে বাহার কর্ দেও।"

দুই জন দরওয়ান দেউড়ী হইতে নামিল। অমরনাথ তাহা অনুমান করিয়া লইলেন। তাঁহার সমস্ত দেহের শিরা লাফাইয়া উঠিল। ভিখারী কহিল, "মেরো না বাবা, যাচ্ছি। পথের উপর রোদে দাঁড়াতে না পেরে এই গাছের আড়ালে একটু দাঁড়িয়েছি। যাচ্ছি বাবা, উঠবার শক্তি নেই—"

দরওয়ানের চপেটাঘাতের শব্দ শুনা গেল; ভিখারী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অমরনাথ জ্ঞানশূন্য হইলেন; তিনি বিদ্যুদ্বেগে লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিলেন। নগ্নপদে সিঁড়ির কয়টা ধাপ মুহূর্ত্তমধ্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া নীচে আসিলেন। উদ্যান-সমীপে আসিয়া দেখিলেন, এক জন দরওয়ান ভিখারীকে চপেটাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়াছে, দ্বিতীয় দরওয়ান পদাঘাতে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে—তাহার উদ্দেশ্য, ভিখারীর ধূলিকর্দ্দম-লিপ্ত অঙ্গ হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া নাগরামণ্ডিত পদ দ্বারা তাহাকে ঠেলিয়া সাধারণ রাস্তায় নিক্ষেপ করা। অমরনাথ চকিতমধ্যে তাহাদের মধ্যে পড়িয়া দুই দরওয়ানকে দুই দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ভিখারীর অচৈতন্যপ্রায় দেহটাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া মোটরে উঠিলেন। অবিলম্বে মোটর ফটক পার হইল। তখন দ্বিতলের গবাক্ষে অনেকেই দণ্ডায়মান ছিলেন।

২১

কৃষ্ণনাথ রেলযোগে বাড়ীতে ফিরিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় একটা মাদুরের উপর ভিখারী শয়ান রহিয়াছে, তাহার পরিধানে একখানি শুভ্র বস্ত্র; পার্শ্বে বসিয়া জ্যোতি তাহাকে দুধ খাওয়াইতেছে; অপর পার্শ্বে বসিয়া লতা গরম জলে টোয়ালে ভিজাইয়া ভিখারীর সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিতেছে; আর অমরনাথ তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে চূণ-হলুদ গরম করিয়া লাগাইয়া দিতেছেন, অদূরে হিরণ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দণ্ডায়মান। ভিখারীর গণ্ড বহিয়া জলধারা গড়াইতেছে। কৃষ্ণনাথ সমস্ত দেখিয়া লইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন ?"

অমর। বউদির সাহায্য দরকার হয় নি।

কৃষ্ণ। (স্ত্রীর প্রতি) জ্যোতি যা' করছে, তুমি তাই কর—মনের ময়লা অনেক কেটে যাবে—অমরের বউদি ব'লে পরিচয় দিতে পারবে।

হিরণ প্রস্থান করিল।

কৃষ্ণ। (ভিখারীর প্রতি)—আর কান্না কেন? যখন অমরের হাতে পড়েছ, তখন তোমার কান্নার দিন অবসান। সে খেতে পেলে তোমাকেও খাওয়াবে—এখন নিশ্চিন্ত হও।

ভিখারীর কান্না বাড়িয়া গেল, কিন্তু সে কথাটিও কহিল না। লতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বড়দা ?"

"এর পরে শুনিস।"

"আমার যে এখন শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে।"

"আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, কাপড়-চোপড় ছাড়ি।"

দুধ বেশী খাওয়াইতে নিষেধ করিয়া অমর উঠিলেন। হাত-মুখ ধুইয়া কাদামাখা কাপড় বদলাইলেন। কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জুতো এনেছ, না তাদের দান ক'রে এসেছ ?"

"আমি কি তোর চাকর যে, তোর জুতো বয়ে বেড়াব ?"

"বন্ধু, বন্ধুর সখা, পিতা, স্ত্রী, ভৃত্য।"

"এই নে তোর জুতো। তোর জুতো বইতে পারি, কিন্তু তোর বক্তৃতা সহ্য করতে পারি নে।"

বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কৃষ্ণনাথ কাগজমোড়া জুতা বাহির করিয়া দিলেন। জুতা পায়ে দিয়া অমর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "দেখলি, তুই আমার চাকর কি না।"

কৃষ্ণ। তোমার জুতো যে কেন তোমার চাকরের পিঠে পড়েনি, তাই সে সমস্ত রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে।

অম। কেন, কি হয়েছিল ?

কৃষ্ণ। বলছি। তুই দু'টো ভাত খাবি ? সেখানে ত কিছু খাস নি।

অম। সন্ধ্যের পর, এখন কিছু না। এ লোকটাকে আগে কিছু খাওয়াই।

কৃষ্ণ। ওকে এখন সরিয়ে মালীর ঘরে দিতে চাই, তোমার কোন আপত্তি নেই ত ?

অম। তোর ব্যবস্থায় আমার কোন আপত্তি কখন হয়েছে ?

কৃষ্ণনাথ তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লতা কহিল, "বল না বড়দা, কি হয়েছিল ? তুমি কেবল বাজে কথাই কইছ।"

কৃষ্ণনাথ সহাস্যে লতার পানে ফিরিয়া কহিলেন, "তোর সঙ্গে কথা কওয়াটা বুঝি কাজের হবে ? আচ্ছা, কাজটাই আগে সেরে নি। কি বলতে হবে ?"

লতা। সব কথা—তোমরা সেখানে কি করলে ?

কৃষ্ণ। পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা খেলুম।

লতা। তুমি বড় দুষ্টু, আমি ত তোমাকে আর জিজ্ঞেস করব না।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমি বাজে কথা বলি?

লতা। বল গে, আমি চ'লে যাচ্ছি।

কৃষ্ণ। না, না, যেতে হবে না—বলছি। এই গিয়ে আমি ত খুব খেলাম, কিন্তু তোমার দাদা কিছু খেলে না।

লতা। কেন?

কৃষ্ণ। আমরা মোটে খেতে বসেছি, আর এই লোকটি ফটকের গোড়ায় হাঁকলে, 'আমি আজ ক'দিন খাই নি, আমাকে খেতে দেও।' তোমার গুণধর দাদা অমনি হাত গুটিয়ে বসলেন—আর খেলেন না।

লতা। তা'কে কেউ ভাত দিলে না?

কৃষ্ণ। ভাত দেয় নি, গাল দিয়েছে।

লতা। ও মা, সে কি! তা, দাদা কেন তাঁর ভাতের থালা ধ'রে দিলেন না?

কৃষ্ণ। তুই হ'লে দিতিস?

লতা। নিশ্চয় দিতাম।

কৃষ্ণ। তোমার দেবার ত কোন অধিকার নেই। তুমি নিমন্ত্রিত, তোমাকে তারা খেতে দিয়েছে, ভিখিরীকে দেবে না; তুমি তখন তাদের অন্ন ভিখিরীকে দেবার কে?

লতা। আমি অত শত বুঝি নে, মন যা চাইত, তাই করতাম। তার পর কি হ'ল?

কৃষ্ণ। তার পর যখন দরওয়ানরা একে মারতে লাগল—

লতা। মেরেছে? দু'টো ভাত চেয়েছিল ব'লে মেরেছে? আহা, তাই গায়ে এত দাগ! আমি মনে করেছিলাম, প'ড়ে গেছে।

বলিতে বলিতে লতা কাঁদিয়া ফেলিল। প্রহৃত যুবকও কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কেঁদো না মা, আর আমার কোন দুঃখু নেই।"

কৃষ্ণ। তার পর তোমার দাদা ত খাওয়া ছেড়ে উৎকর্ণ হয়ে আছেন। আমি ভাবছি, পাগলা কি একটা ফ্যাসাদ বাধায়। এ দিকে নীচে যেমন চড়ের শব্দ হয়েছে, অমনই অমর তিন লাফে সিঁড়ি পার হয়ে ফটকের ধারে। শুনলাম, দরওয়ানদের মার-পিট ক'রে শুধু পায় মোটরযোগে পলায়ন—

অমর। আমি ত মারি নি, তাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে একে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম।

কৃষ্ণ। তোমার ঠেলা কি ওরা সইতে পারে? এক জন কোমর বেঁকিয়েছেন, আর এক জন মাথা ফাটিয়েছেন।

অমর। আমার তখন হাত-পা ঠিক ছিল না। তার পর?

কৃষ্ণ। তার পর আর কি? তোমার উপর ছোট বাবুর গালিবর্ষণ। বড় বাবু বল্লেন, তুমি অসভ্য বর্ব্বর—গোড়া হ'তে সেটা না কি তিনি জানতেন। ছোট বাবু বল্লেন, তুমি একটি ছদ্মবেশী ডাকাত, রবার্ট ম্যাকেয়ার, না কা'র একটা নাম করলেন—তোমার চেহারা দেখে পূর্ব্ব হ'তেই তিনি না কি সেটা বুঝেছিলেন। আমিও রেহাই পাই নি, তোমার বন্ধু ব'লে। তোমার নামে ছোট বাবু মোকর্দ্দমা আনবেন, বড় বাবু তা' শুনে পেনাল কোড দেখতে বসলেন। আমি সেই সুযোগে পগার পার।

অমর। একটা লাভ হ'ল এই যে, সেখানে আমাদের আর নেমন্তন্ন হবে না।

কৃষ্ণ। আরও একটা লাভ হয়েছে ভাই, পাহাড়ের তলে আমাদের চাপা পড়তে হবে না। ছেলের কথা শুনি, না বাপের কথা শুনি। এক জন বলেন, সিমলের মত স্থান আর নেই, আর এক জন বলেন, কাশ্মীর—

অমর। এই রকম একটা বিপদের আশঙ্কা ক'রে আমরা দেরীতে গিছলাম। অন্তরাত্মা আগে হ'তে ব'লে দেয়। যাক, এ সব কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আমাদের প্রবাস-যাত্রার আয়োজন কর।

লতা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাবে দাদা?"

"কাল।"

"কবে ফিরবে?"

"ঠিক নেই, তবে বেশী দেরী হবে না।"

"তা হ'লে আমি বেশ থাকতে পারব। জ্যোতি দিদিকে পেলে আমার কোন কষ্ট হবে না।"

"তাঁকে পাবে কি না, তা' আমি ঠিক বলতে পারি না। কাল সকালবেলা জলটল খেয়ে বেলা দশটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ব। উত্তরপাড়ায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করব, আর তোমার জ্যোতি দিদির এখানে থাকা না থাকা স্থির করব।"

"আজ আমাদের গান শেখাবে?"

"শেখাব। সন্ধ্যের পর তোমাদের নিয়ে বসব—আজ নরুকেও ছাড়ব না। তার স্কুল বুঝি আজ খুলেছে, তাকে দেখতে পাচ্ছি নে।"

"সে বাড়ী থাকলে আমাকে ছেড়ে কি এতক্ষণ থাকত।"

"নরু বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসে?"

"খুব বাসে—বউদির চেয়েও সে আমাকে ভালবাসে। তার পাতে ভাল জিনিসটা থাকলে আমার পাতে তুলে দেয়। আমি লিচু খেতে ভালবাসি ব'লে সে লিচু খায় না, আমাকে সব তুলে দেয়; বলে, তার ভাল লাগে না। সে জন্যে কত বকুনি খায়।"

দুই বন্ধুতে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন। জ্যোতির পানে চাহিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার লতাকে ভাল লাগে?"

"ওকে কার না ভাল লাগে?"

"আচ্ছা। এখন এই ছেলেটিকে যে ভাত খাওয়াতে হবে; পারবে?"

"পারব।"

"ও যদি ছোট জাত হয়?"

"ও যে এখন রুগী?"

"ঠিক বলেছ, রোগীর জাত দেখবার দরকার নেই।"

রুগ্ন ভিখারী কহিল, "বাবা, আমি ভাল জাত—মাহিষ্য—আমার নাম রাম, রামু ব'লে লোকে ডাকে। আমি নিজে খেতে পারব, খাওয়াতে হবে না।"

বাগানের মালী আসিয়া সংবাদ দিল, তাহার ঘরের পাশের কুঠরী পরিষ্কার করা হইয়াছে। অতঃপর রাম তাহার কাঁধে ভর দিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

২২

পরদিন প্রভাতে বেলা সাড়ে নয়টার মধ্যে জলযোগ সমাপ্ত করিয়া দুই বন্ধুতে মোটরে উঠিলেন। সঙ্গে ছেলে-মেয়েরাও চলিল। তাহারা উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত যাইবে। জিনিসপত্র লইয়া এক জন ভৃত্য রেলপথে হাওড়ায় যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

কৃষ্ণনাথের চুণার পর্য্যন্ত যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সে দিন তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর বড় সাহেব তাঁহাকে একটা কাজের কন্‌ট্রাক্ট দিবেন বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। দুই মাইল রেলরাস্তায় পাথর-ভাঙ্গা দিতে হইবে। এত বড় কাজটা কৃষ্ণ ছাড়িতে পারিলেন না; সাহেবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া হুকুম লইয়া দু' পাঁচ দিন পরে চুণারে যাইবেন, এইরূপ স্থির হইল। অমর আর সময় নষ্ট না করিয়া একাই বাহির হইয়া পড়িলেন।

উত্তরপাড়ার হরনাথ বাবুর বাড়ীতে তাঁহারা হঠাৎ আসিয়া পড়ায় পরিবারবর্গ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কোন্নগরের ব্যাপার শোভা ও পার্ব্বতী দেবীর কর্ণগোচর হইয়াছিল; তবে সঠিক বৃত্তান্ত তাঁহারা শুনেন নাই। সেই দিন প্রভাতে অর্থাৎ অমরনাথ প্রভৃতি উত্তরপাড়ায় পদার্পণ করিবার কিছু পূর্ব্বে কোন হিতৈষিণী আসিয়া চুপি চুপি পার্ব্বতীকে সংবাদ দিলেন, অমরনাথ এক জন বিখ্যাত দস্যু—ছদ্মবেশে ভদ্রসমাজে বিচরণ করিতেছে; পূর্ব্বদিন সে দস্যুতা পূর্ব্বক গণেশ বাবুর কন্যা রেবাকে হরণ পূর্ব্বক মোটরযোগে পলায়ন করিয়াছে। দ্বারবানরা বাধা দিয়াছিল, কিন্তু অমর তাহাদের মারপিট করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এমন কি, ইহাও এই হিতার্থিনী জানাইলেন যে, গণেশ বাবু পুলিস লইয়া অমরকে ধরিতে ছুটিয়াছেন; শ্রবণান্তে শোভা ও পার্ব্বতী স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের যে শুধু আশা চূর্ণ হইল, তাহা নহে, তাঁহাদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। অমর সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। পার্ব্বতী দেবী কথাটা বিশ্বাস করিতে চান নাই, কিন্তু সংবাদদাতা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না—অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি আনিয়া পার্ব্বতীর দুর্ব্বল মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। শোভা যে ঘটনাটি একবারে বিশ্বাস করিল, এমন বলা যায় না। তাহার মনের ভিতর সন্দেহ মাথা তুলিয়া রহিল।

এ দিকে সদরমহলে হরনাথ বাবুর কাছে সদু খুড়ো বসিয়া যখন এই রকম একটা গল্প করিলেন, তখন তিনি 'রাম' 'রাম' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন। সদু খুড়ো উপবীত স্পর্শ করিয়া কহিলেন, এ সকল ব্যাপার তাঁহার চক্ষুর উপর সংঘটিত হইয়াছিল। হরনাথ তথাপি কথাটা বিশ্বাস না করিয়া ঘৃণার সহিত যখন মাথা নাড়িলেন, তখন উপবীতধারী মহাশয় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, কর্ত্তাকে তাঁহার প্রত্যক্ষ ঘটনা বিশ্বাস করাইবেন। তিনি কহিলেন, হরণের সময় আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম, রেবার কাপড় উড়ে আমার গায়ে লেগেছিল; রেবা চীৎকার ক'রে সাহায্য-প্রার্থনায় 'সদু খুড়ো' ব'লে ডাকতে লাগল। আমি সেই গুণ্ডার সামনে কি করব? তবু লাঠি তুলেছিলাম, কিন্তু মোটর বোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল।

এই সকল অকাট্য প্রমাণ দাখিল করত সদু খুড়ো অমরনাথের দস্যুতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হরনাথকে অনুরোধ করিলেন। হরনাথ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সদুকে কহিলেন, "সকাল হ'তে না হতেই পরনিন্দা আরম্ভ করেছ। বোধ হয়, এই ব্রত নিয়েই সকাল সকাল কোন্নগর হ'তে বেরিয়েছ; এই গল্প নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরা দেখছি তোমার উদ্দেশ্য। তোমাকে একটা গল্প বলি, শোন।"

"আজ্ঞে করুন।"

হরনাথ।—গল্পটি কোন সংস্কৃত গ্রন্থে আছে—শাস্ত্রের বাছা বাছা উপদেশ নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত—অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। এখন শোন,

—এক রাজা ছিলেন ; তিনি উৎকট কুষ্ঠব্যাধি হ'তে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন। বহু চিকিৎসাতেও যখন ফল হ'ল না, তখন তিনি রাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন ; যাবার সময় মন্ত্রীকে ব'লে গেলেন, যদি কখন তিনি ব্যাধিমুক্ত হন, তবেই তিনি দেশে ফিরবেন।

রাজা গভীর জঙ্গলমধ্যে একদা এক সাধুর দর্শন লাভ করলেন। সাধুর চরণে প্রণাম ক'রে যুক্তকরে দাঁড়ালে সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও?" রাজা রোগমুক্তি প্রার্থনা করলেন। সাধু প্রসন্নচিত্তে বললেন, "এক বৎসর পরে তোমাকে আমি ওষুধ দেব ; কিন্তু ইতোমধ্যে আমার উপদেশমত তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি রাজ্যে ফিরে যাও। তোমার প্রাসাদের গায় বাসোপযোগী দুটি ঘর তৈরী কর। একটি ঘরে তুমি থাকবে, আর একটি ঘরে তোমার বিধবা যুবতী কন্যা থাকবে। সে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করবে—আর কেউ সেখানে থাকবে না। এই নূতন বাড়ীর একটিমাত্র প্রবেশদ্বার থাকবে, তাহাও আবার তোমাদের প্রবেশের পর গেঁথে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। প্রাচীরের গায় একটা ছোট জানালা থাকবে, সেই পথে তোমাদের আহার্য্য-পানীয় সরবরাহ হবে। বৎসরান্তে আমি ওষুধ দিয়ে আসব।"

রাজা প্রফুল্লচিত্তে রাজ্যে ফিরলেন। সত্বর গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে কন্যাসহ নূতন বাড়ীতে এলেন। তৃতীয় ব্যক্তি তথায় ছিল না। কন্যা একাই পিতার সেবা করতে লাগল। এইরূপে তিন চার মাস অতীত হ'ল। রাণীর মনে সহসা এক দিন সন্দেহ হ'ল—বিধবা কন্যার সহিত নির্জ্জনবাস। ক্রমে পুরমহিলারাও রাজার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। নিন্দা বিস্তার লাভ করল,—রাজপুরী ও রাজধানীতে সকলেই বলাবলি করতে লাগল, রাজা অতি দুশ্চরিত্র। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যত যেতে লাগল, রাজার নিন্দা তত বাড়তে লাগল। এ দিকে রাজা উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন। একাদশ মাসে রাজা সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে উঠলে কন্যা বললেন, 'বাবা, আপনি ত বেশ সেরে গেছেন, চলুন না, প্রাসাদে যাই।' রাজা উত্তর করিলেন, 'না মা, এখন যাব না —দ্বাদশ মাস পূর্ণ হোক—সাধু আসুন—'

দ্বাদশ মাস পূর্ণ হ'ল। সাধু রাজবাটীতে এসে মন্ত্রীর নিকট রাজার সন্ধান নিলেন। মন্ত্রী বললেন, 'রাজা অতি পাপিষ্ঠ, দুশ্চরিত্র, তার নাম করবেন না।' সাধু হেসে বললেন, 'আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল।' তখন সাধুর আদেশে দ্বারপথ মুক্ত হ'ল। সাধু নূতন গৃহে দর্শন দিলে রাজা প্রণাম করত ঔষধ যাচ্ঞা করলেন।

সাধু বললেন, 'তুমি ত এখন রোগমুক্ত, ওষুধের আর প্রয়োজন কি?'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিনা ওষুধে আমার রোগ কিরূপে গেল?'

সাধু উত্তর করলেন, 'যে পাপ হ'তে তোমার এই রোগ উৎপন্ন, সেই পাপ তোমার নিন্দকরা বণ্টন ক'রে নিয়েছে। তুমি এখন পাপমুক্ত—প্রাসাদে চল, পরে ভাল ক'রে বুঝাব।'

গল্প শেষ করিয়া হরনাথ কহিলেন, "দেখ সন্থ, সুখ্যাতিতে পুণ্যক্ষয় হয়, আর নিন্দায় পাপক্ষয় হয়। তুমি যে অমরের নিন্দা করছ, তা'তে তার পাপক্ষয় হচ্ছে, আর তুমি তার নিন্দা ক'রে সেই পাপ গ্রহণ করছ। মহাপাপ না করলে মহাব্যাধি হয় না, রাজার মহাপাপ তাঁহার নিন্দকরা বণ্টন ক'রে নিয়ে রাজাকে ব্যাধিমুক্ত করলেন। তুমি যত অমরের নিন্দা করবে, ততই তাঁর পাপ গ্রহণ করবে। তুমি তাঁর পাপ নিতে প্রস্তুত আছ?"

"না, মাপ করবেন ; আমি আর কখন পরের কথা আলোচনা করব না। পাপ নিতে হবে? এ অতি ভীষণ কথা।"

"ভীষণ হ'লেও তোমার স্বভাব তুমি সহজে ছাড়তে পারবে না।"

"আজ্ঞে, আমি স্বয়ং যা দেখেছি, তাই আপনার কাছে বলেছি।"

"তুমি কিছু দেখ নি, সন্থ।"

"আজ্ঞে, যে দেখেছে, সে আমাকে বলেছে।"

"কেউ তোমাকে এমন কথা বলে নি।"

"আজ্ঞে, কানাই আমাকে বলে, অমর কাকে মোটরে ক'রে—"

সন্থর কথা শেষ হইতে না হইতে কৃষ্ণনাথ প্রভৃতি আসিয়া দর্শন দিলেন। ছেলে-মেয়েরা অন্দরের দিকে গেল। কৃষ্ণ অমরকে লইয়া বৈঠকখানায় আসিলেন এবং কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া এক পাশে বসিলেন। কর্ত্তা তাঁহাদিগকে দেখিয়া মহা পুলকিত হইয়া কহিলেন, "এই যে কৃষ্ণ, অমর, এস বাবা, বসো। এমন সময় হঠাৎ যে?"

অমর। আজ আমি দিল্লী যাব।

হর। দিল্লী? আজই যেতে হবে? আজ রাতটা—

অম। আপনি যেমন অনুমতি করবেন, তেমনই হবে।

হর। বেশ বাবা, বেশ। এখনও তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধ হচ্ছে। ওরে কৈলেস—

সদু খুড়ো পূর্ব্বে কখন অমরকে দেখেন নাই; এক্ষণে বুঝিলেন, এই ব্যক্তিই সেই দুরন্ত দস্যু অমর। তিনি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। হরনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বসো সদু, মধ্যাহ্ন আহারটা সেরে যাবে।" পরে কৃষ্ণনাথের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"কোন্নগরে কি হয়েছিল, কৃষ্ণ?"

কৃষ্ণনাথ ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। হরনাথ শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া অমরকে কহিলেন, "আহা, গণেশ বড় দুঃখী, তা'র উপর রাগ করো না, বাবা।"

"আমি ত তাঁর উপর একটুও রাগ করিনি। তিনি ত আমার নিকট কোন অপরাধ করেন নি—অপরাধ তিনি যদি ক'রে থাকেন, তা হ'লে সেটা ধর্ম্মের নিকটে।"

"তিনি ধর্ম্মের দ্বারেই অপরাধ করেছেন। আমিও সেই ভেবে তাঁকে দুঃখী বল্‌ছিলাম।"

সদু। গণেশ বাবুকে দুঃখী ব'লে একেবারেই মনে হয় না। মস্ত বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, মোটর, জমীদারী, উপযুক্ত পুত্র, সবই তাঁর আছে, দুঃখু ত তাঁর একটুও দেখতে পাই নে।

হর। দুঃখ কাকে বলে, তুমি জান না, সদু! মানুষের ছয়টি মহাদুঃখ—

সদু। কি, কি?

হর। দুগ্ধহীন গাভী, অসতী স্ত্রী, অবাধ্য সন্তান, বিদ্রোহী প্রজা, কৃষ্ণহীন বাক্য বা চিন্তা, অর্থ থাকিতেও দানে অপ্রবৃত্তি।

সদু মনে মনে কথাগুলি টুকিয়া রাখিতেছিল, কেন না, সেগুলি আবার কোন্নগরে ঘরে ঘরে বলিয়া বেড়াইতে হইবে। তবে ঠিক সেই কথাগুলিই যে বলিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। একটু আধটু পরিবর্ত্তন তাহাকে করিতেই হইবে। যথা, হরনাথ বলিয়াছেন—গণেশ বাবুর স্ত্রী অসতী, পুত্র চরিত্রহীন, গণেশ বাবু স্বয়ং অধার্ম্মিক ইত্যাদি। তিনি বোঝা আনিয়াছিলেন উত্তরপাড়ায় ফেলিতে, আবার বোঝা লইয়া চলিলেন কোন্নগরে রাখিতে। বোঝাটা যাহাতে ভারী হয়, সংবাদ যাহাতে চমকপ্রদ হয়, এইরূপ চেষ্টা সংবাদপত্র-সম্পাদক হইতে সদু খুড়ো পর্য্যন্ত সকলেই করিয়া থাকেন। যখন সদু দেখিল, হরনাথ আর কিছু বলেন না, তখন সে কহিল, "গণেশ বাবুর কথা যে বলছেন আপনারা, তাঁর চেয়ে তাঁর ছেলে শরৎ আরও ভয়ানক।"

হর। যাক্, সে সব কথার আলোচনা দরকার নেই।

সদু। একটু দরকার আছে বৈ কি—

হর। দেখ সদু, পরচর্চ্চা আমার এখানে ব'সে কখন করো না। তোমাকে একটা উপদেশ দিলাম, দেখছি, সেটা বৃথা হ'ল। স্বভাব সহজে কেহ ছাড়তে পারে না। সাপকে দুধ খাওয়ালেও সে বিষ দেয়, আর গরুকে ঘাস খাওয়ালেও সে দুধ দেয়।

সদু। আজ্ঞে, আজ এখন উঠি, আর এক দিন প্রসাদ পাব।

হর। এস তবে।

সদু খুড়ো রাগে গর্ গর্ করিয়া ছাতা-লাঠিসহ প্রস্থান করিলেন। হরনাথ তখন অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিল্লী হ'তে ফির্‌তে কত দিন বিলম্ব হবে?"

অম। তা' ঠিক বলতে পারি না। এক মাসের মধ্যে ফিরতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে।

হর। এবার এসে আমার এখানে উঠতে হবে।

অম। আমাকে এবার বহু স্থানে ঘুর্‌তে হবে, হয় ত একবার রাজমহলে যেতে হবে।

হর। পশুপতির ওখানে বুঝি?

অম। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

হর। আমি তার কথা ভুলেই গিছলাম। আজ মেয়েদের বল্‌তে হবে, তুমি তাদের জীবন রক্ষে করেছ। গিন্নীর শুনে বড় আনন্দ হবে।

অম। ও-সব কথা আর তুল্‌বেন না।

হর। বাবা, মনে যে ওঠে। তুমি যে ত্যাগ-স্বীকার করেছ, যে মহত্ত্ব দেখিয়েছ, তা ত সচরাচর দেখা যায় না। উঠো না অমর, আমি আর এ সব কথা তোমার সামনে তুলব না। কৃষ্ণ, উপরে যাচ্ছ? আচ্ছা যাও, অমরকে নিয়ে যাও—স্নান আহার কর গে; কিন্তু আজ বাবা, তোমাদের থাক্‌তে হবে।

২৩

এ দিকে নরু প্রভৃতি উপরে আসিয়া মহা গোলযোগ বাধাইল। তাহারা হঠাৎ আসিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারিয়াছে, ইহাতে তাহারা মহা আনন্দ লাভ করিল। পার্ব্বতী দেবী বিশেষ কোন অশুভ ঘটনা আশঙ্কা করিয়া গম্ভীরবদনে কন্যা জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে?"

জ্যো। কি আবার হবে?

পা। তুই না বল্‌লেও আমরা সব শুনেছি।

জ্যো। কি শুনেছ, মা ?

পা। তোরা এখন এলি কেন বল্ দেখি ?

জ্যো। অমর বাবু দিল্লী যাচ্ছেন, আমরা তাঁকে এগিয়ে দিতে এসেছি।

পা। তা হ'লে ঠিকই শুনিছি, অমর পালাচ্ছে।

জ্যো। ও মা! তিনি পালাবেন কেন ?

পা। রেবার বাপেরা যে পুলিস নিয়ে তাকে ধর্‌তে আসছে। তা' বাপু, আমাদের এর ভিতর জড়ান কেন ? আর কারুর বাড়ীতে লুকুতে পারত ত।

অমরনাথ সম্বন্ধে পার্ব্বতীর মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি জ্যোতিকে উপেক্ষা করিয়া দুশ্চরিত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে, সে আর পার্ব্বতীর শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। তাহার হাতে কন্যা দেওয়া দূরে থাক্, তাহাকে গৃহে আর স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি ভাবে ও কথায় অমরনাথের প্রতি এমন অবজ্ঞা দেখাইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন যে, জ্যোতি প্রভৃতি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া শোভা ছুটিয়া আসিল; ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে নরু, তোরা কখন্ এলি ?"

নরু। এই আসছি।

শোভা। তোদের মুখ এমন শুক্‌ন কেন ? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে ?

জ্যোতি। হ্যাঁ মেজদি, মেসোমশাই না কি পুলিস নিয়ে অমর বাবুকে ধরতে বেরিয়েছেন ?

শোভা। আমরা শুনছি ত তাই।

জ্যোতি। কেন, তাঁর অপরাধ ?

শোভা। তিনি যে রেবাকে নিয়ে পালিয়েছেন, তোরা বুঝি তা জানিস্ নে ?

কথাটা এমন করিয়া বলিতে শোভার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহার অন্তরের বিশ্বাস সংবাদদাত্রীর যুক্তি-প্রমাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেই যুক্তি-প্রমাণকে নিরস্ত্র ও সংহার করিবার অভিপ্রায়ে স্পষ্টাস্পষ্টি শোভা উক্তরূপ উত্তর করিল। সে এমনই আশা করিয়াছিল, জ্যোতি এখনই বলিবে সংবাদটা মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত। তাহার অন্তরের বিশ্বাসটা যাহাতে জ্যোতির উত্তরে নষ্ট না হয়, সে জন্য অতি ব্যগ্রভাবে জ্যোতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। জ্যোতি কিন্তু কিছু বলিল না। লতা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল,—"তোমরা বড় মিছে কথা বল।" লতা অভিযোগের মর্ম্মটা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও পুলিস, ধর-পাকড়, এই সব কথা হইতে বুঝিয়াছিল, তাহার দাদা একটা অন্যায় কাজ করিয়াছেন, এইরূপ বলা হইতেছে।

নরু আরও কিছু বেশী বুঝিয়াছিল; সে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, "তোমরা আমার কাকার নামে এমনই ক'রে মিছে বল! তোমাদের বাড়ীতে আর আস্‌ব না। —চ'লে আয়, লতা।"

বলিয়া নরু লতার হাত ধরিল। জ্যোতি নরুকে কহিল, "তুই ছেলেমানুষ, রাগছিস্ কেন ? থাম, কথাটা আগে ভাল ক'রে জেনে নি।"

নরু দাঁড়াইল। শোভা কহিল, "জান্‌বি আর কি ? আমি যা শুনিছি, তাই তোকে বলছি।"

জ্যোতি। কি শুনেছ তোমরা ?

শোভা। রেবাকে চুরি ক'রে তোমাদের অমর বাবু মোটর হাঁকিয়ে পালিয়েছেন। রেবা না কি খুব চেঁচিয়েছিল, তা' চেঁচালে কি হবে ? দরোয়ানদের মারপিট ক'রে তিনি রেবাকে নিয়ে—

জ্যোতি। ভুল শুনেছ মেজদি। অমর বাবু নীচে রয়েছেন, কৃষ্ণ দাদাও এসেছেন। তাঁদের ডেকে জিজ্ঞেস কর না।

শোভা স্বস্তি অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "রেবা কোথা ?"

জ্যোতি। কেন, কোন্নগরে—তাদের বাড়ীতে।

শোভার অন্তরের বিশ্বাসটা মাথা ঠেলিয়া উঠিল; কিন্তু সন্দেহ তখনও অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান। তাহাকে কিরূপে নিরস্ত্র করা যায়, শোভা চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তান্তে কহিল, "তোরা বোস, আমি আসছি। যতক্ষণ না ফিরি, তোরা যাবি নি।"

বলিয়া শোভা প্রস্থান করিল। নীচে আসিয়া শঙ্করকে কহিল, "মেজদা, তুমি মোটর হাঁকাতে পার ?"

"খুব পারি।"

"এরা বলছিল, তুমি পার না।"

"মিথ্যে বলেছে; আমার মত ক'টা লোক হাঁকাতে পারে ?"

"আচ্ছা, আমাকে কোন্নগরে নিয়ে চল দেখি;"

"চল্, এখনি চল্। আজ আফিস বন্ধ, সুবিধে হয়েছে।"

উভয়ে প্রস্থান করিল।

এ দিকে কৃষ্ণ ও অমর হাসিতে হাসিতে অন্দরে আসিলেন। উপরে উঠিতে যাইতেছেন, সিঁড়ির মাথায় পার্ব্বতীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। অমরকে দেখিয়াই পার্ব্বতী জ্বলিয়া উঠিলেন; রূঢ় ও কর্কশ কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার বাপু, এখানে আসা উচিত হয় নি, আর কোথাও গেলে হ'ত।"

অমর ও কৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কথা-কয়টি বলিয়াই পার্ব্বতী বেগভরে প্রস্থান

করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে অমর কহিলেন, "লতাকে ডেকে নেও, আমি গাড়ী ঠিক করি গে।"

কৃষ্ণ। শুধু লতা কেন, নরুও যাবে।

অম। নরু এখন থাক্, তাকে ফেরবার সময় নিয়ে যেও।

কৃষ্ণ। না, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়।

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে নরু, লতা, জ্যোতি আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ কহিলেন, "লত', নরু, আয়।"

জ্যোতি। ওদের নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন না কি?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

জ্যোতি। ওরা যে এখনও খায় নি।

কৃষ্ণ। এ বাড়ীতে আর খেতে হবে না।

জ্যোতি। মাকে একবার ব'লে যান।

কৃষ্ণ। তোমার মা আমাদের তাড়িয়েছেন—

জ্যোতি স্তম্ভিত হইল। সহসা একটা ধাক্কা লাগিলে মানুষ যেমন চমকিয়া দাঁড়ায়, জ্যোতিও তেমনই চমকিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন, কিন্তু জ্যোতি একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরপরাধ মহাপ্রাণ অমরনাথকে কুৎসিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিতাড়িত করায় জ্যোতির মনঃপ্রাণ অমরনাথের উদ্দেশে ছুটিল। তাঁহার সেই বিষণ্ণ অভিমানভরা মুখখানি মনে করিতে জ্যোতির প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার হৃদয়মধ্যে কে যেন একটা তীক্ষ্ণ শল্য বিদ্ধ করিয়া সহানুভূতি ও অনুরাগের প্রস্রবণ ছুটাইল। যে সুপ্তগুপ্ত ছিল, তাহাকে জাগাইয়া টানিয়া কে বাহিরে আনিল; বাহিরে সে তাহার অপরূপ রূপ জ্যোতিকে দেখাইল; জ্যোতি তখন অপরিচিতের রূপে মুগ্ধ হইয়া কাঁপিতে লাগিল,—সমস্ত চিত্ত লুটাইয়া দিয়া অপরিচিতকে বরণ করিয়া লইল। এই নব অনুরাগ জ্যোতিকে মাতাইয়া তুলিল।

তার পর শোভা কোন্নগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "অমর বাবু দেবতা, আর আমাদের মত মানুষ তাঁর বিচার করতে বসেছে! ছি, ছি! মা'র যেমন কাণ্ড, যার তার কথায় বিশ্বাস ক'রে বসেন!" জ্যোতি জানিত, অমর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র প্রেমময়, কিন্তু জানিত না যে, তিনি তাহার হৃদয়ের রাজরাজেশ্বর। এই মুহূর্ত্তে সে তাহা জানিল।

ক্ষণপরে হরনাথ আসিয়া কহিলেন, "অমর রাজমহলে কি করেছে, শুনেছ তোমরা? শোন, বলি।"

পার্ব্বতী একে একে সব শুনিলেন—কন্যা শোভার কথা শুনিলেন, স্বামীর কথাও শুনিলেন। তখন তিনি দুঃখে, ক্ষোভে, অনুতাপে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শত বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। আত্মহত্যা করিয়া এ তীব্র যন্ত্রণার অবসান করিতে তাঁহার বাসনা হইল। তার আগে—তার আগে একবার অমরের দেখা পাওয়া যায় না? তার চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করা যায় না? অমর কোথায়?

২৪

অমর তখন কলিকাতায় কোন বন্ধুর গৃহে জলযোগ সমাপন করিয়া সদলে হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, কাতর। ভাবী বিচ্ছেদ যে সকলকে অবসন্ন করিয়াছিল, তা' মনে হয় না। উত্তরপাড়ার ঘটনা তাঁহাদের সকল আনন্দ হরণ করিয়াছিল। ষ্টেশনে আসিয়া অমর তাঁহার বসিবার আসন গাড়ীতে গাড়ীতে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ফোন করিয়া জানাইয়াছিলেন, তাঁহার আসন প্রার্থনামত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার নামের লেবেল যে গাড়ীর দ্বারে লটকান আছে, সেই গাড়ীতে অমর উঠিতে গিয়া দেখিলেন, আরোহীদের মধ্যে একটা গোল বাধিয়াছে। গোল দুই জনের মধ্যে; এক পক্ষে এক জন সাহেব, অপর পক্ষে জনৈক বাঙ্গালী। বাঙ্গালী হইলেও তিনি সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত; অমরনাথ ও কৃষ্ণ মুহূর্ত্তে চিনিলেন, এই বাঙ্গালীটি কোন্নগরের শরৎ বাবু।

ঝগড়াটা বাধিয়াছিল বোধ হয় সাহেবের দোষে। তাঁহার মেম সঙ্গে ছিল। তাঁহারা আসন রিজার্ভ করেন নাই; অথচ দুই জনে দুইখানা বেঞ্চ যুড়িয়া বসিয়াছিলেন। তৃতীয় আসন অমরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং শরৎ লেবেলমারা আসনে না বসিয়া মেমের পাশে বসিয়াছিলেন। ইহাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া শরৎকে উঠিয়া যাইতে হুকুম করেন। শরচ্চন্দ্র স্থানত্যাগে অসম্মত হইলে সাহেব বীরনীতি অবলম্বন করিলেন। সে নীতিটা শরৎ বাবু একেবারেই পছন্দ করিতেন না,—অঙ্গে ঘুসি পড়িতে না পড়িতে তিনি বেঞ্চের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সাহেবের দুইটা ঘুসি অঙ্গে যেমন পড়িয়াছে, অমনই শরৎ বাবু কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ক্ষমা চাওয়াতে সাহেবের নাসিকা ঘৃণায় কুঞ্চিত হইল। তিনি ঘুসি মারিবেন না লাথি মারিবেন, এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অমর তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। সাহেব বেত্রাহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া আক্রমণকারীর পানে ফিরিলেন। আক্রমণকারী এক জন ধুতিপরা

বাঙ্গালী; তদ্দৃষ্টে সাহেবের ক্রোধ ও গর্জ্জন আরও বাড়িল। ইংরাজীতে একটা গালি দিয়া সাহেব অমরকে আক্রমণ করিলেন। অমরনাথ সাহেবকে ইংরাজীতে কহিলেন, "সাহেব, চুপ ক'রে বসো— গোলমাল করো না।"

সাহেব সে উপদেশ কানে না তুলিয়া এক প্রচণ্ড মুষ্টি উঠাইলেন। মুষ্টি দেহের উপর পড়িবার আগেই অমরনাথ তাহা দক্ষিণহস্তে ধরিয়া ফেলিলেন— সাহেবের হাত আর ছাড়িলেন না, সজোরে ধরিয়া রাখিলেন। সাহেব টানাটানি করিয়াও যখন হাত ছাড়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি পা উঠাইলেন। বুটের আস্বাদন অমরনাথকে দান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সাহেবের এই মহৎ উদ্দেশ্য অমরকে একটু উত্তেজিত করিল। তিনি সাহেবের হাতে এমন একটা মোচড় দিলেন যে, সাহেবকে মেঝের উপর শুইয়া পড়িতে হইল। এই সুযোগে শরৎ বাবু উঠিয়া যষ্টি-দ্বারা সাহেবকে দুই এক ঘা মারিবার উদ্যোগ করিলেন। অমরনাথ বাম হাতে যষ্টি কাড়িয়া লইয়া পায়ের নীচে চাপিয়া ধরিলেন, এবং সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "উঠ সাহেব।" সাহেব উঠিয়া কহিলেন, "বাবু, তুমি ভদ্র লোক, গায়েও অসীম শক্তি, তোমার করমর্দ্দন করিতে পারিলে আমি সুখী হইব।"

অমর হাত বাড়াইয়া দিয়া সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিলেন; শরৎ বাবু তাঁহার মূল্যবান্ ছড়িটি উঠাইয়া লইয়া অমরকে কহিলেন, "আমিও আপনার সঙ্গে করমর্দ্দন করতে পারলে সুখী হব, ইন্দ্র বাবু!" অমর তাঁহার প্রসারিত কর গ্রহণ না করিয়া সাহেবের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। শরৎ তখন অন্য দিকে ফিরিয়া অপমানটা ঢাকিতে যত্নবান্ হইলেন। সহসা কৃষ্ণনাথকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "এই যে কেষ্ট, তুমিও এসেছ দেখছি—বেশ, এবার আমরা দলে ভারী। এ ছেলে-মেয়ে দুটি কে? তোমার বুঝি? বেশ, মেয়েটি বেশ দেখতে।"

লতার চক্ষু তখনও সজল। সাহেব তাহার দাদাকে মারিতে হাত উঠাইয়াছিল দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর তার দাদাকে যুদ্ধে জয়ী হইতে দেখিয়া আনন্দ ও গর্ব্বে আর একবার সে কাঁদিল। নরুর হাতে একটা ছোট বেত ছিল, তদ্দ্বারা সে লড়াইয়ের সময় সাহেবকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল; কৃষ্ণ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিয়াছিলেন, "তোর কাকাকে কেউ মারতে পারবে না, তুই চুপ্ ক'রে দেখ্।" দেখিল যখন কাকার জয়, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া লতাকে কহিল, "আমার কাকাকে কার সাধ্যি মারে! তুই কাঁদিস নে।"

যুদ্ধ-অবসানে করমর্দ্দনের সময় লতার আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি বা আবার বাধে। কিন্তু না বাধিয়া যখন যোদ্ধৃদ্বয়ের মধ্যে হাস্যালাপ চলিল, তখন সে পুলকিত হইয়া দাদার কাছে সরিয়া আসিল। সাহেব তাঁহার মেমের সঙ্গে অমরের পরিচয় করিয়া দিলেন। মেম সহাস্যে হাত বাড়াইয়া দিয়া অমরের সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। শরতের পানে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

শরৎ তখন কৃষ্ণকে বলিতেছিলেন, "আমি মনে করলে সাহেবকে মেরে ফেলতে পারতাম; কিন্তু কি জান, মারধর করতে আমার ইচ্ছে হয় না। তবে রাগ হ'লে—"

কৃষ্ণ। আপনার যদি একটু রাগ থাকত, তেজ থাকত, তা হ'লে আপনি চুপ ক'রে প'ড়ে মার খেতেন না। এক ঘাও যদি মার্‌তেন, তা' হ'লেও বুঝতাম, আপনার তেজ আছে, মনুষ্যত্ব আছে। ছিঃ!

শরৎ। মারব ভাবছিলাম, তা' লাঠিটা হাতের গোড়ায় পেলাম না।

কৃষ্ণ। সাহেব কি আপনাকে লাঠি দিয়ে মেরে-ছিল যে, আপনি লাঠি খুঁজছিলেন? লজ্জা হয় না সাহেবী পোষাক পরতে? সরম লাগে না মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে? আপনাদের ন্যায় মানুষের খোলস-পরা অমানুষের সঙ্গে কোন ভদ্র ব্যক্তি বাক্যালাপ করে না, তার হস্তও স্পর্শ করে না।

বলিয়া কৃষ্ণনাথ পিছন ফিরিলেন। সাহেব এ বাক্যালাপের অর্থ বুঝিতে না পারিলেও ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তিনি অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কি তোমার বন্ধু?"

"আমার বিশেষ বন্ধু।"

"আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেও।"

উভয়ে পরিচিত হইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ও লোকটাকে কি বল্‌ছিলে, বাবু?"

"তোমাকে মারে নি ব'লে ওকে আমি গাধা বল্‌ছিলাম।"

"ঠিক বলেছ বাবু। ও যদি আমাকে এক ঘাও মার্‌তো, তা' হ'লেও ওটাকে আমি মানুষ মনে করতে পার্‌তাম। মার খেয়ে শুয়ে প'ড়ে আমার কাছে মাপ চাইতে লাগল। এ রকম জানোয়ার—না, জানোয়ারও নয়, তারাও আক্রমণকারীকে আঁচড়ায় কামড়ায়; সাপ, বিছে, পিঁপড়ে সকলেই সাধ্যমত তার লাঞ্ছনাকারীকে

আক্রমণ করে; কিন্তু এ রকম জীব বাঙ্গালার মাটী ভিন্ন আর কোথাও দেখি নি।"

লতা নরু এ সব কথা বুঝিল না। তাহাদের বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল। লতা তৃষ্ণা দমন করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল, "বড়দা, আমি জল খাব।"

মেম সাহেব অনেকক্ষণ হইতে লতাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কি বল্‌ছে?"

কৃষ্ণ। জল চাইছে।

মেম তাড়াতাড়ি সরাই বাহির করিয়া লতাকে জল খাওয়াইলেন। জল খাইয়া লতা মেমের পানে চাহিয়া একটু হাসিল। মেম তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি তোমার বোন্?"

"হাঁ; আপনি কি ক'রে বুঝলেন?"

"তোমাদের মুখের ভাব একই রকমের—এ রকম মুখশ্রী ক্লিওপেট্রাজাতীয়, এ দেশে বড় একটা দেখিনি। আমি মেয়েটিকে ছু' একখানা ছবি দিতে ইচ্ছে করি, আপনার তাহাতে বোধ হয় কোন আপত্তি নেই?"

বলিয়া মেম তাঁহার বাক্স হইতে দুইখানি বই বাহির করিয়া লতার হাতে দিলেন। লতা খুলিয়া দেখিল, তাহাদের পাতায় পাতায় ছবি। কয়লার খনিতে কি প্রকারে কাজ চলিতেছে, তাহা চিত্রে চিত্রে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তক মহীশূরের সুবর্ণ-খনিসম্বন্ধীয়। ছবিগুলির আশেপাশে উপদেশ। ছবিগুলির পানে সহসা অমরনাথের দৃষ্টি পড়ায় তিনি চমকিত হইলেন। একখানি বই লতার নিকট হইতে লইয়া অমর মেম-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জাতীয় বই আমি আজ বাজারে খুঁজেছি, কোথাও পাইনি; আপনি কোথা পেলেন?"

মেম। আমার বাবা আফ্রিকার খনিতে, আর কাকা মাইসোরের খনিতে কাজ করেন; তাঁরাই আমাকে এই রকম বই কয়েকখানা পাঠিয়েছেন। আমার স্বামী ঝরিয়ার রামগড় খনির এঞ্জিনিয়ার।

অমর। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমি বড় সুখী হয়েছি, (সাহেবের প্রতি)—আপনার নিকট শেখবার আমার কিছু আছে।

সাহেব। আমি আনন্দের সহিত আপনাকে তা' শেখাব।

অমর। আপনি মাইকা খনির কাজ কিছু জানেন?

সাহেব। আমি আগে কোডার্মা মাইকা খনিতে ছিলাম; পরে বেশী মাইনেতে এখানে চ'লে এসেছি।

অমর। আমি আপনার খনির কাজ দেখতে ও শিখতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়—

সাহেব। কোন অসুবিধা হবে না, বাবু।

বলিয়া তাঁহার নাম-ঠিকানা-লেখা কার্ড বাহির করিয়া দিলেন। মেম-সাহেব বলিলেন, "আপনি আপনার বোন্‌টিকে নিয়ে আমাদের বাংলাতে উঠবেন, একটুও ইতস্ততঃ কর্‌বেন না।"

অম। লতা যাবে না, এখানে থাকবে।

মেম। তুমি একাই যেও তবে।

অমর। আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ।

পয়লা ঘণ্টা পড়িল। কৃষ্ণনাথ বালক-বালিকার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকা হাত ছাড়াইয়া লইয়া যুক্তকরে মেম-সাহেবকে নমস্কার করিল। মেম আর থাকিতে পারিলেন না,—লতাকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন; কহিলেন, "তোমাতে আমাতে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।" সাহেব লতাকে কহিলেন, "টুমি হামার কাছে একবাড় হাসিবে না?"

"না, যাব না।"

"কেনো, লোতা?"

"তুমি আমার দাদাকে মেরেছ।"

"আর মারিবে না, টুমি এসো।"

লতা আসিল। সাহেব তাহাকে আদর করিয়া কিছু চকোলেট লজেঞ্জুস দিলেন; নরুকেও দিলেন। লতা দাদার মুখপানে চাহিল; দাদা অনুমতি দিলে সে তাহা গ্রহণ করিল এবং সাহেবকে নমস্কার করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। নির্লজ্জ শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে কেষ্ট, তোমরা যাবে না?"

"না। আপনি কোথা যাবেন?"

"ধানবাদে—ফির্‌তে সাত আট দিন হবে। তুমি চল না কেন, তোমার ভাড়া আমি দেব।"

কৃষ্ণনাথ সে কথার কোন উত্তর না করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অমরকে কহিলেন, "রোজ চিঠি দিও।"

"তা ঘ'টে উঠবে না।" (লতার প্রতি)—"তুমি একখানা বই আমাকে দেবে, লতা?"

লতা হাসিয়া ছু'খানা বই দাদার সম্মুখে ধরিল। তিনি একখানা বাছিয়া লইয়া অপরখানা ফেরত দিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

২৫

লতার জন্য একটা কলের ময়ূর কিনিয়া কৃষ্ণনাথের ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। যখন তিনি উত্তরপাড়ায় গঙ্গার

ধারের রাস্তা দিয়া মোটরে আসিতেছিলেন, তখন সূর্য্য অস্তপ্রায়। সোফেয়ার মোটর হাঁকাইতেছিল, কৃষ্ণ ভিতরে লতা ও নরুকে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। মোটর ক্ষিপ্ত দানবের ন্যায় ছুটিতেছে; কৃষ্ণ সহসা দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুর হরনাথ পথপার্শ্বে একাকী দণ্ডায়মান থাকিয়া গাড়ীকে থামিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। গাড়ী একটু দূরে গিয়া থামিল। হরনাথ কহিলেন, "বাবা, একবার আমাদের ওখানে চল।"

"সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।"

বলিয়াই কৃষ্ণনাথের মনে পড়িয়া গেল,অমর থাক্‌লে সে ত যেত, আমার এ অবাধ্যতা সে ত পছন্দ করত না। সে বলে, যে মানী, সেই মানীর মান রাখে—চাঁদের মান শিবের কাছে, রাহুর কাছে নয়। কৃষ্ণনাথ তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "আজ্ঞে, চলুন।"

শ্বশুরকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কৃষ্ণনাথ চলিলেন। পথে কেহ কাহারও সহিত আলাপ করিলেন না। গৃহদ্বারে আসিয়া মোটর লাগিলে কৃষ্ণনাথ নামিলেন, ছেলেমেয়েরা নামিল না। কৃষ্ণ কহিলেন, "তোরা গাড়ীতে থাক্‌, আমি এখনই আস্‌ছি।"

হরনাথ নামিয়া কহিলেন, "ওরা থাক্‌বে কেন, খেয়ে যাবে।"

নরু। আমরা কলকাতায় খুব খেয়েছি, আর খাব না দাদু।

হর। খাবে বৈ কি দাদা, এস

বলিয়া তাহার হাত ধরিলেন। নরু তাহার দাদামহাশয়ের বড় ভক্ত ছিল, দিদিমাকে অত পছন্দ করিত না। দাদুর আহ্বান অবহেলা করিতে না পারিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। হরনাথ তার পর গাড়ীতে উঠিয়া লতাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। লতা প্রতিবাদ না করিয়া কহিল, "আমি হেঁটে যাচ্ছি, নামিয়ে দিন।"

তাহাকে নামাইয়া দিয়া দুই হাতে দুই জনকে ধরিয়া হরনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। হরনাথ যাইতে যাইতে কহিলেন, "আমি তোমাদের অপেক্ষায় পথের ধারে অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম। এস, দাদা এস, এস মা এস।"

তাহাদের লইয়া হরনাথ একেবারে উপরে উঠিলেন। কৃষ্ণনাথের এককালে ইচ্ছা ছিল না, লতা সে বাড়ীতে আর প্রবেশ করে; তিনি বা নরু অন্দরমহলে কখন আসেন, ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে আবার আসিতে হইল। একবার কৃষ্ণনাথের ইচ্ছা হইল, বলেন, আমরা অন্দরে যাব না; কিন্তু বলিতে পারিলেন না—অমরনাথের মূর্ত্তি যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, গুরুজনকে অসম্মান করিও না। তিনি নীরবে শ্বশুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

উপরে উঠিয়া কর্ত্তা জ্যোতিকে ডাকিলেন। জ্যোতি তখন জানালার পাশে বসিয়া শোভার নিকট কোন্নগরের গল্প শুনিতেছিল। সে গল্পের নায়ক—অমরনাথ। নায়িকা কেহ না থাকিলেও শোভা নায়িকার পদে রেবাকে বসাইয়া তাহার অনুরাগের কথা বলিতেছিল। শোভা চায়, জ্যোতির সহিত অমরের বিবাহ হয়। অমর যা', তার চেয়ে তাঁকে বড় করিয়া চিত্রিত করিয়া শোভা বলিতেছিল, 'বহুভাগ্যে অমরকে স্বামিরূপে পাওয়া যায়; রেবা তাঁকে চিনেছে, তাই ভালবেসেছে। জন্মান্তরে সে কত তপস্যা করেছিল—তুই অমন কর্‌ছিস কেন লা? তুই কি—?'

পিতার আহ্বানে উভয়ে ফিরিয়া চাহিল। লতা প্রভৃতিকে দেখিবামাত্র জ্যোতির প্রত্যেক রক্তবিন্দু স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা উন্মুখ হইয়া দেখিতে লাগিল, কৃষ্ণনাথের পিছনে অমর আছেন কি না। যখন তাহারা দেখিল, তিনি নাই, তখন তাহারা ফিরিয়া নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেল। শান্তভাবে উঠিয়া জ্যোতি নরু ও লতার কাছে আসিল। শোভা তাহার মাকে ডাকিল। পার্ব্বতী আসিলেন, রূপো আসিল, মেজ-বউ আসিল। কর্ত্তা কহিলেন, "মণি, আগে এদের খেতে দেও; এরা কলকাতায় দোকানে দোকানে খেয়ে বেড়িয়েছে।"

"দোকানে কেন খেতে যাব, দাদু? আমরা সকলে—"

"যাও মণি, খাবার নিয়ে এস।"

জ্যোতি খাবার আনিতে গেল। পার্ব্বতী দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে এলো না?"

কৃষ্ণ। কে, অমর? সে ত চ'লে গেল।

পার্ব্ব। চ'লে গেল? কোথা?

কৃষ্ণ। দিল্লী।

পার্ব্ব। দিল্লী গেল? কবে—কবে আবার সে ফিরবে?

কৃষ্ণ। তা'র কিছু ঠিক নেই। তার জন্যে আপনি ব্যস্ত কেন?

পার্ব্ব। আমি ত (কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল) আমি ত অত দিন ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌তে পারব না। তাকে লিখো—

কৃষ্ণ। কি লিখব?

পার্ব্ব। আমি তার মা, সে আমার ছেলে—আমার অপরাধ—

আর কথা সরিল না, পার্ব্বতী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরনাথ কহিলেন, "কাঁদ, খুব কাঁদ; অনুতাপে পাপ ধুয়ে গেলে যদি আবার তার দেখা পাও।"

জ্যোতি খাবারের থালা তিনখানা একে একে আনিল; রূপো আসন ও জল আনিল, কিন্তু কেহ আসনে বসিল না। তখন একটা কান্নার সুর ঘরময় বহিয়া চলিয়াছে। সে সুর ভাঙ্গিয়া দিয়া নরু সহসা কহিল, "কাকা হাওড়ায় কি করেছেন, জান দাদু?" (কথাটা বলিবার জন্যে নরু ছটফট করিতেছিল)।

শোভা। কে, অমর বাবু? কি করেছেন রে?

নরু। গাড়ীতে উঠেই এক সাহেবকে মেরেছেন।

রূপো। তিনি দেখছি সকলকেই মেরে বেড়ান, গায়ে একটু জোর আছে কি না।

শোভা। কাকে তুই মারতে দেখলি, রূপো? একটা কায এমন দেখা, যেটা তিনি অন্যায় করেছেন, ভেবে-চিন্তে কথা বল্‌বি।

রূপোর কথায় নরুও চটিয়াছিল; কহিল, "তা কাকার দোষ কি? সাহেবটা যে কোন্নগরের মামাকে মেরে ফেলছিল।"

শোভা। শরৎ দাদাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁরও যে আজ কোথায় যাবার কথা ছিল। তার পর কি হ'ল?

নরু। কাকা গাড়ীতে উঠে দেখলেন, সাহেব মামাকে মারছে—

শোভা। শুধু শুধু মারছিল? একটা কিছু হয়ে থাকবে ত—

নরু। বাবা বলছিলেন, জায়গা নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল।

শোভা। শরৎ দাদাও ত খুব ষণ্ডা, তিনি নিশ্চয়ই চুপ ক'রে থাকেন নি—

নরু। হ্যাঁ, তিনি আবার মারবেন! শুয়ে প'ড়ে মার খাচ্ছিলেন।

রূপো। বলিস কি! শরৎদা ত চাকরবাকরকে খুব মারেন।

পার্ব্ব। তোরা চুপ কর্ না, নরুকে কথাটা বল্‌তে দে।

নরু। কাকা গিয়েই ত সাহেবের হাত ধরলেন। সাহেব তখন মামাকে ছেড়ে কাকার উপর পড়ল। কাকার সে কি করবে? লতা যেমন! কেঁদেই মেয়েটা ভাসিয়ে দিলে—

কৃষ্ণ। তুমিও ত ছড়ি দিয়ে সাহেবকে মারতে গিয়েছিলে।

নরু। তা মারব না দাদু? সে যে আমার কাকার গায়ে হাত তুলেছিল।

হর। বেশ করেছিলে, দাদা। আমার দাদু ওর কাকার মত নির্দ্দোষ—কখন অন্যায় কাজ করে না, কখন মিথ্যা বলে না।

নরু। মিথ্যে বললে যে কাকা আমার সঙ্গে কথা কবেন না।

শোভা। তার পর কি হ'ল বল্।

নরু। তার পর কাকাকে মারতে সাহেব ঘুষি উঠাল। কাকা তার হাত ধ'রে কি করলেন, বুঝলাম না—ফলে, সাহেব মেজেতে প'ড়ে গেল। সেই সময় মামা উঠে সাহেবকে লাঠি দিয়ে মারতে গেল। কাকা তাই দেখে রেগে উঠলেন,—মামার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে সাহেবকে ছেড়ে দিলেন—

শোভা। তোমার মামা কি বীরপুরুষ! সাহেব প'ড়ে রয়েছে, তখন তাকে লাঠি মারতে গেছেন! মেয়েমানুষেরও অধম। ছ্যা!

পার্ব্ব। চুপ কর শোভা, আমার ছেলের কথা নরুকে বলতে দে।

নরু। সাহেব তখন ধুলো ঝেড়ে উঠে কাকার কাছে মাপ চাইলে, কাকার সঙ্গে সাহেব-মেমের খুব ভাব হয়ে গেল—

রূপো। মেম ছিল বুঝি?

নরু। খুব ভাল মেম। লতাকে দু'খানা ছবির বই দিলেন কত আদর কর্‌লেন, চুমো খেলেন; সাহেব লতাকে আমাকে কত কি খেতে দিলেন—

শোভা। শুন্‌লি রূপো? অমরবাবু কি অন্যায়টা করেছেন বল? তুই যে তাঁর বড় নিন্দে করছিলি—

রূপো। নিন্দে আবার কি করেছি!

শোভা। তাঁর সম্বন্ধে ঐটুকু বলাও নিন্দে। বাসিকরা সাদা কাপড়ে এক বিন্দু কালিও অসহ্য, চক্ষুঃশূল।

হর। ঠিক বলেছ শোভা, বড় খুশী হলাম।

শোভা। হ্যাঁ নরু, তোর মামা কি বললে অমরবাবুকে?

নরু। মামা কত কি বললেন, কিন্তু কাকা তাঁর পানে ফিরেও দেখলেন না। কিন্তু বাবা—

শোভা। তোমার বাবা আবার কি করেছেন?

নরু। মামাকে গাধাটাধা ব'লে গাল দিয়েছেন।

শোভা। কেন?

নরু। সাহেবকে এক ঘাও মারেন নি ব'লে।

রূপো। মামা মারেন নি, বাগ পান নি ব'লে; তাই ব'লে গাল দেওয়া—

হয়। কৃষ্ণ ঠিক করেছে; কৃষ্ণ আমার অন্যায় কিছু বলে না, তাই অমর ওকে এত ভালবাসে।

লতা একটিও কথা বলে নাই, চুপ করিয়া হরনাথের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। পার্ব্বতী তাহাকে ডাকিলেন, "খেতে বসো মা।"

লতা নড়িল না। পার্ব্বতী পুনর্বায় আদর করিয়া ডাকিলেন। লতা এক পাও নড়িল না। পার্ব্বতী তখন উঠিলেন। লতা সরিয়া দাঁড়াইল, পার্ব্বতী অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলে লতা ছুটিয়া পলাইল। রূপো ছুটিয়া গিয়া তাহাকে পথের মাঝে ধরিল। টানাটানি করিলে লতা স্পষ্ট কহিল, "আমি কিছুতেই ওঁর কাছে যাব না—উনি আমার দাদাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

রূপো। সত্যি না কি?

লতা। আমি কি মিথ্যে বলছি?

রূপো আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল। লতা গাড়ীতে গিয়া বসিল। এ দিকে রূপো ফিরিয়া গিয়া তাহার মাকে কহিল, "সে এলো না।"

শোভা। আমি যাচ্ছি, দেখি কেমন সে না আসে।

জ্যোতি। তুমি যেও না, মেজদি।

শোভা। কেন রে?

জ্যোতি। সেজদি, তোমাকে সে কি বল্‌লে?

রূপো। বল্‌লে, যে আমার দাদাকে অপমান করেছে, তার কাছে আমি যাব না।

শোভা। ও বাবা, ঐটুকু মেয়ের পেটে এত বিদ্যে!

লতার প্রতি আক্রমণ নরু সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিল, "লতা অন্যায় কি বলেছে, মেজমাসী? তোমরা আমার কাকাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়েছ, আমিও ত আর কখন এখানে আসব না।"

শোভা। কে তোর কাকাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়েছে?

নরু। কেন, দিদিমা।

শোভা। মা, সত্যি? সত্যি তুমি অমর বাবুকে তাড়িয়েছ?

মা নীরব। ভিতরের কথা শোভা জানিত না—এত বড় অপরাধের কথা শোভাকে বলিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। কিন্তু স্বামীর নিকট বলিয়াছিলেন। যখন বলিয়াছিলেন, তখন অপরাহ্ণ, রেলগাড়ী তখন অমরকে বহিয়া লইয়া তাঁহার বাড়ীর দোর দিয়া ছুটিতেছে। ট্রেণের শব্দে চমকিত হইয়া হরনাথ শূন্য পানে চাহিলেন। গাড়ী দেখা গেল না, শব্দটুকু শুধু শুনা গেল। শব্দ নিকটে আসিল—বিদায় চাহিল—বিদায় লইয়া দূরে চলিয়া গেল—হরনাথের কানে অভিমানভরে কত কথা বলিয়া গেল। যখন শব্দ আর শুনা গেল না, তখন হরনাথ উত্তরীয় কাঁধে ফেলিয়া চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে গঙ্গার দিকে প্রস্থান করিলেন এবং যাহারা অমরনাথের প্রিয়, তাহাদের প্রতীক্ষায় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহাদের ধরিয়া গৃহে আনিলেন বটে, কিন্তু একটুও শান্তি পাইলেন না। লতা ও নরু বেঁকিয়া দাঁড়াইল—তাহারা বসিল না, খাইল না।

পুত্রের কথা শুনিয়া কৃষ্ণনাথের আনন্দ হইল। তাঁহার মনের ভাব সে প্রকাশ করিল। তিনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমরা এখন তবে যাই—লতা গাড়ীতে একা ব'সে রয়েছে।"

কেহ কোন আপত্তি করিল না। শোভার মুখ গম্ভীর, গৃহিণী রোরুদ্যমানা, জ্যোতি স্থির। কর্ত্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এখন এই খাবারগুলো নিয়ে জলে ফেলে দেও। অমর ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হ'ল, আর সে যখন ক্ষুধার্ত্ত হয়ে আমার গৃহে এল, তখন আমি তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলাম!"

সকলের প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। কৃষ্ণ কহিলেন, "অমর আপনাকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করে। সিমলা হ'তে হঠাৎ চিঠি আসাতে তাকে চ'লে যেতে হ'ল, কিন্তু আপনার নিকট হ'তে বিদায় না নিয়ে সে যেতে পারলে না। তাই সে বিদায় নিতে, আপনার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছিল—বাড়ীতে খেলে না।"

পার্ব্বতীর কান্না আরও বাড়িয়া উঠিল, হরনাথ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মনে হয়, তার সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ, নইলে কয়েকদিনের মধ্যে তাকে এত ভালবাসব কেন? এত মানুষ ত আসে যায়। তোমার বন্ধু ব'লে তাকে যে আমি ভালবাসি, তা নয় কৃষ্ণ; তাকে আমি ভালবাসি আমার বন্ধু ব'লে, আমার শিক্ষা-গুরু ব'লে, আমার প্রিয় সন্তান ব'লে। মুহূর্ত্তের জন্যে এসে আমার হৃদয়মন দখল ক'রে কোথায় সে চ'লে গেল—হয় ত আর তার দেখা পাব না।"

জ্যোতি আসিয়া পিতার হাত ধরিল; কহিল, "বাবা!"

"কি মা?"

"কেঁদো না বাবা, তিনি আবার আসবেন।"

"আর সে এসেছে! আমি কখন কোন অতিথিকে বাড়ী হ'তে তাড়াই নি, আর আজ আমি তাকে তাড়ালাম।"

জ্যোতির চক্ষু বহিয়া তখন জল গড়াইল। কৃষ্ণনাথ নরুকে লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন।

২৬

দিল্লীতে আসিয়া অমর তাঁহার বন্ধু বিপিনের বাসায় উঠিলেন। বন্ধু সিমলা হইতে ফিরিবার সময় অমরকে দিল্লীতে আসিতে পত্র দিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র লাট সাহেবের খাস দপ্তরে একটা বড় চাকরী করেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব অনেক, প্রতিপত্তিও খুব। যাঁহারা সরকারের দ্বারে সেলাম দিতে আসেন, তাঁহারা আগে বিপিনকেই ধরেন। বিপিন পথ পরিষ্কার করিয়া দিলে তাঁহারা উপরে উঠিতে পারেন। যে ভূস্বামীর জমী কিনিবার জন্য অমর ব্যস্ত, সে ব্যক্তি রাজ-সরকারে নিয়ত যাতায়াত করিয়া থাকে। বিপিনের সহিত তাহার একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। সুতরাং অমরের সুবিধামত সর্ত্ত লাভ করিতে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হইলে ক্ষুদ্র তৃণটিও সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসে। এক হাজার একর জমী অমর এক হাজার টাকায় কিনিয়া লইলেন; জমীদারের সমস্ত অধিকার পাইলেন। লেখাপড়া হইয়া গেল। দুই পক্ষের লোক উপস্থিত থাকিয়া সীমানা ঠিক করিয়া লওয়া হইবে এবং স্তম্ভ উঠাইয়া ভবিষ্যৎ গোলমালের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, এরূপ বন্দোবস্ত হইল।

যখন কার্য্যাদি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন এক দিন অমর কহিলেন, "ভাই বিপিন, তোমার নিকট একটা কথা গোপন ক'রে রেখেছি, আজ তা বলব।"

বিপিন। এর মধ্যে বিলেত ঘুরে এসেছ, না বিয়ে করেছ?

অমর (সহাস্যে)। দু'টোর একটাও করি নি, করবার আপাততঃ ইচ্ছাও নেই। এই জমীটা নিলাম কেন, জান?

বিপিন। তা জান্‌বার আমার দরকার নেই। এখন তুমি বিলেত না যাও, বিয়ে করতে ত হবে।

অ। এখন নয়।

বি। বাঃ, সে কথা বললে চলবে না—পাত্রী ঠিক করেছি।

অ। পাত্রী কে? তুমি না কি?

বি। প্রায় তাই—আমার বোন্ লাবণ্য। এখানে পাত্র পাওয়া দুষ্কর; যা পাওয়া যায়, তা লাবণ্যর অযোগ্য। তুমি ত তাকে দেখেছ, যার তার হাতে সে প্রতিমা দেওয়া যায় না।

অ। তা হ'লে আমাকেই সে প্রতিমার যোগ্য ঠাওরেছ?

বি। হ্যাঁ; যোগ্যতর রূপে গুণে দেখি নি।

অ। তুমি জান না বিপিন, আমার আহারের সংস্থান নেই। উপায় করা দূরে থাক, যা ছিল, তা-ও নষ্ট করেছি। নিজে খেতে পাই না, আর এক জনকে দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনব? ছিঃ!

বি। আমি সাহেবকে ধ'রে তোমার জন্যে একটা চাকরী যোগাড় করেছি—বেতন আপাততঃ তিন শত টাকা—

অ। চাকরী আমি করব না—

বি। সে কি! চাকরীর মত সুখের জিনিস আছে?

অ। তুমি তা মনে করতে পার, আমি কিন্তু করি না। যাদের সঙ্গে মনের মিল নেই, মতের মিল নেই, তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ অসম্ভব!

বি। তাতে ক্ষতি কি? যা তারা বলবে, তাই ক'রে যাব—ব্যস—মাস মাস টাকাটা ঘরে আসবে।

অ। তুচ্ছ টাকার জন্যে আমি মনের স্বাধীনতা বলি দিতে পারি না, আমার বিবেককে পীড়ন করতে পারি না—জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিপথে নিয়ে যেতে পারি না।

বি। টাকাটাকে তুমি তুচ্ছ মনে কর? আমার বিশ্বাস, টাকার চেয়ে কেউ বড় নয়। টাকা যার আছে, তার সব আছে; যার টাকা নেই—

অ। তারও সব থাকতে পারে। আমার ধারণা, যার বিবেক নেই, তার কিছুই নেই। আমি আমার বিবেককে বিসর্জ্জন দিতে পারব না ভাই—ক্ষমা কর।

বি। তবে খাবে কি?

অ। যে তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে, তাকে অনাহারে মরতে হয় না—গাড়ী-ঘোড়া না পাই, ভাত-ডাল পাব।

এমন সময় দুইখানা মোটর আসিয়া বিপিনের দ্বারে লাগিল। কয়েক জন ভদ্রলোক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া নমস্কারাদি পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। বিপিন তাঁহাদের অভ্যর্থনা করত কহিলেন, "ওঃ, আপনারা সেই কাজের জন্যে এসেছেন বুঝি? দেখুন, দরখাস্ত লেখা-টেখা আমার আসে না। আমার এই বন্ধু অমর বাবু একজন মস্ত পণ্ডিত। ইনি লিখে দিন, আমি উপদেশ দিচ্ছি।"

অ। কিসের দরখাস্ত?

বি। এঁদের কালীমন্দিরের কাছে কয়েক ঘর অন্য জাতের বাস আছে। এঁদের মন্দিরে বাজনা বাজলে তারা চড়াও হয়। তাই এঁরা পুলিসে একটা দরখাস্ত করতে চান—

অ। ভাই, ভিক্ষা করা আমার অভ্যাস নেই—ক্ষমা কর।

বি। গভর্মেণ্টের দোরে ভিক্ষে না ক'রে এঁরা করবেন কি?

অ। প্রতিমা নিয়ে যমুনার জলে ফেলে দেবেন।

বি। খুব পরামর্শ দিলে ত! আচ্ছা লোককে জিজ্ঞেস করেছি!

অ। আমার কাছে পরামর্শ নিতে হ'লে আমি এই পরামর্শ-ই দেব। যে ব্যক্তির ধর্ম্মমন্দির রক্ষা করবার সামর্থ্য নেই, যে মানুষ পরের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে চীৎকার ক'রে বেড়ায়—'ওগো আমার ধর্ম্ম মান ইজ্জত রক্ষে কর', তার পূজাপাট বন্ধ ক'রে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য।

বি। ঝুলি নিয়ে রাজদ্বারে যাওয়া ভিন্ন আমাদের উপায় কি?

অ। গিয়ে কখন কেহ কিছু পেয়েছে?

বি। যার দেবার ইচ্ছে নেই, তার দ্বারে চীৎকার করতে করতেও ত কিছু পাওয়া যায়।

অ। হ্যাঁ, তাকে বিরক্ত ক'রে জ্বালাতন ক'রে। তাই তবে কর গে—যদি কিছু পাও, তাই দিয়ে তোমার ধর্ম্ম মান ইজ্জত রক্ষে কর গে।

বি। কি জ্বালা! তুমি যে আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ; কি করতে হবে, তাই বল না?

অ। স্মরণ করতে হবে, এ হিন্দুস্থান হিন্দুর; এখানে যার যা ইচ্ছা, তা ক'রে যেতে দেব না—দেব না ব'লে প্রাণপণ ক'রে দাঁড়াতে হবে।

বি। দাঁড়াতে গিয়েই ত আমাদের এত নিগ্রহ-ভোগ করতে হচ্ছে।

অ। এত সামান্য অত্যাচার, আরও অত্যাচার দরকার। নইলে তোমার শক্তি জাগবে কেন? শক্তি তোমাতে জেগেছে দেখলেই প্রতিপক্ষ শান্ত হবে। যুক্তি-তর্ক, ধর্ম্মকথা হিংস্রক বুঝবে না, বুঝবে শুধু তোমার শক্তির আস্ফালন। এই শক্তি জেগে উঠছে, হিন্দুর অভ্যুদয়ের বড় বেশী বিলম্ব নেই।

বি। কবে কি হবে, তার ঠিক নেই, এখন যে চোখের জলে আমাদের ভাসতে হচ্ছে।

অ। চোখের জল কখনও বৃথা যায় না, ভাই; প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু অভিসম্পাতরূপে বৈরীকে দগ্ধ করবে। বিধাতার রাজ্যে কেহ কাহাকে কাঁদিয়ে নিষ্কৃতি পাবে না।

বি। এ তো গেল তোমার ধর্ম্মের কথা—

অ। ধর্ম্মই চিরদিন ইতিহাস নিয়মিত করছে। কংসের অত্যাচার হ'তে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, প্রোটেষ্টাণ্ট স্পেনের সেনাপতি 'আলভা'র দারুণ অত্যাচার হ'তে রোম্যান ক্যাথলিক হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা। স্পেনে মুররা, মেক্সিকোয় স্প্যানিয়ার্ড, এমন অনেকে অনেক দেশে অত্যাচার করেছে, মন্দির-বিগ্রহ ভেঙ্গেছে, স্ত্রীকে বেইজ্জত করেছে, ঘর জ্বালিয়েছে, সম্পত্তি লুঠ করেছে। ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, অত্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাই বল্‌ছিলাম, উপদ্রুতের চোখের জল কখন বৃথা যায় না।

একটি ভদ্রলোক কহিলেন, "বাবুজীর কথাগুলি বেশ লাগছে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, হাঙ্গামা হ'লে বাবুজী আমাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে সম্মত আছেন কি?"

"যা আমি নিজে করতে পেছব, তা পরকে করতে পরামর্শ দিব না। যখনই হিন্দুর বিপদ্ দেখব, তখনই আমি ছুটে যাব—আপনার ডাকবার অপেক্ষা রাখব না।"

"আজ আমরা উঠ্‌লাম, তবে বাবুজীকে এক দিন আমাদের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাব।"

আগন্তুকরা প্রস্থান করিলে, বিপিন কহিলেন, "হাঁ, কি বলছিলুম? তুমি না বলছিলে, চাক্‌রী-বাক্‌রী করবে না? বেশ, করো না; আর কিছু কর। যাতে দু'পয়সা রোজগার হয়, এমন ত কিছু করা চাই।"

অ। করা চাই ব'লেই ত এ-দেশ ও-দেশ ক'রে বেড়াচ্ছি।

বি। এখন বিয়ে না কর, কথাটা দাও। তুমি কথা দিলে আমি নিশ্চিন্ত-মনে অপেক্ষা করতে পারি।

অ। আমি কোনরূপ প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে পারব না।

বি। লাবণ্যের যৌতুকস্বরূপ দু'তিন হাজার একর জমী—

অ। আমাকে টাকার লোভ দেখিও না বিপিন; এক জন দেখিয়েছিলেন, কোন ফল হয় নি।

বি। টাকার লোভে নয় অমর, রূপের লোভ। এ রকম মেয়ে তুমি এ তল্লাটে পাবে না—সাহেব-মেম সকলেই একে ভালবাসে।

অ। ভাই, ধন ও রূপ ছাড়া আরও ত অনেক জিনিস আছে।

বি। তা থাকতে পারে। এটাও বোধ হয় আছে যে, কোন বন্ধু উপকারপ্রার্থী হ'লে তার উপকার করা বন্ধুর কর্ত্তব্য?

অ। বন্ধুর যতটুকু সামর্থ্য, সে ততটুকু করতে পারে। তার কাছে বেশী চাওয়া ঠিক নয়।

বি। আমি কি বেশী কিছু চেয়েছি?

অ। চেয়েছ। যাকে আমি সহধর্ম্মিণী ব'লে গ্রহণ করব, তাকে কোন বন্ধনে প'ড়ে—প্রলোভনে প'ড়ে—কারও অনুরোধে বিবাহ করব না।

বি। অর্থাৎ পছন্দ না হ'লে বিবাহ করবে না।

অ। অনেকটা তাই বটে।

বি। অনেকটা কেন?

অ। দুই পক্ষরই বুঝা-পড়া চাই ত।

বি। আচ্ছা, তোমরা বোঝাপড়া কর। এখন ত তুমি আছ; তোমার কাজ শেষ হ'তে এখনও বিলম্ব। যাক্, আমার কিন্তু ভাই ষোল বছরে বিয়ে হয়েছিল, স্ত্রীর বয়স তখন মোটে দশ। বোঝাপড়া করবার কোন পক্ষে সুযোগ হয় নি। তা আমাদের কোন পক্ষের যে অপছন্দ হয়েছে, এমন কথা বলতে পারিনে।

অমর আর কোন উত্তর করিলেন না।

২৭

পরদিন প্রভাতে অমর দেখিলেন, লাবণ্য তাঁহার কাছে পড়া বলিয়া লইতে আসিয়াছে। সে আই-এস-সি পড়িত। অমর পড়া বলিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর আবার সে অমরের নির্জ্জন কক্ষে পড়া জানিয়া লইতে আসিল। অমর এক ঘণ্টাকাল বকিলেন। এইরূপে দুই চারি দিন কাটিল। এক দিন বিপিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাবণ্যকে কেমন দেখছ, অমর?"

"বেশ বুদ্ধিমতী।"

"আমি তা বলছি নে।"

"আমি এখনও আর কিছু বুঝতে পারিনে।"

"ক্রমে বুঝবে।"

"আমি শীঘ্রই দেশে ফিরব ভাবছি।"

"তোমাদের সীমানা এখনও ঠিক হয়নি, এখন ফিরলে ত হবে না।"

"সেটা ঠিক ক'রে নিলেই ত হয়।"

"মালিক এখানে নেই, সিমলে গেছেন। তিনি আসুন—"

"তাঁর লোক-জনরা ত আছে।"

"আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।"

"যদি দেরী হয় বোঝ, আমি এখন চ'লে যাই।"

"না, না, দু'দশ দিন অপেক্ষা কর।"

দুই চারি দিন অমর অপেক্ষা করিলেন। লাবণ্য প্রত্যহ সন্ধ্যার পর অমরের ঘরে পড়িতে যায়। এক দিন লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি শুনে থাকবেন, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে।"

অমর বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে লাবণ্যর পানে চাহিয়া রহিলেন। লাবণ্য কহিল, "আমি সে দিন শুনেছি, দাদা বৌদিকে বলছিলেন, আপনি পছন্দ না ক'রে বিয়ে করবেন না।"

"এখন পড়বার সময়, ও সব কথা আলোচনার প্রয়োজন নেই।"

"ক্ষমা করবেন, একটু আছে।"

বিপিন সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ওহে অমর, কালীমন্দিরের মালিকরা তোমাকে খুঁজছেন।"

অমর উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন, "হাঙ্গামা বেধেছে না কি?"

"বোধ হয়, কিন্তু যদি তুমি এই সব গোলমালে থাক, তা হ'লে তোমাকে পত্রপাঠ চালান দিতে হবে—তোমাকে রাখা আমার পক্ষে নিরাপদ হবে না।"

"চালানই দেও।"

"কা'ল তুমি চ'লে যাও সীমানা ঠিক ক'রে নিতে।"

"বেশ।"

উভয়ে বাহিরের বৈঠকখানায় আসিলে জনৈক মাড়ওয়ারী ভদ্রলোক কহিলেন, "বাবুজী, জল্‌দি আসুন, গোল বেধেছে।"

"চলুন।"

"লাঠি নিন।"

"লাঠি আমার নেই, দরকার হয়, আপনারা দেবেন।"

"পিস্তল?"

"তাও আমার নেই। আমি মানুষ মারতে শিখিনি, তবে আত্মরক্ষার্থ ও ধর্ম্মরক্ষার্থ জান্ নিতে পারি, দিতেও পারি।"

"বেশ, তবে চলুন।"

অমরনাথ তাঁহাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলেন। ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বিপিনকে কহিলেন, "কোন হাঙ্গামাই হ'ল না; দু'চার জন অন্য পক্ষের এসেছিল বটে, কিন্তু কিছু করেনি। আমার বোধ হয়, বাবুজীরা আমাকে পরীক্ষা করছিলেন—আমি কথায় কাজে ঠিক রাখি কি না। এমনও হ'তে পারে, এঁরা অল্পতেই ভয় পেয়ে আমাকে খবর দিতে এসেছিলেন।"

"এরা বড় ভীরু। আমি সময় সময় ভাবি, এরাই কি সেই রাজপুতানার সন্তান! যাদের অভিধানে ভয় ব'লে জিনিসটা ছিল না, এখন তাদের অভিধানে সাহস ব'লে জিনিসটা নেই।"

"যারা পার্থিব জিনিসে বেশী মেতে যায়, তারা অপার্থিব জিনিসের চিন্তা করতে পারে না। মায়ের পূজা দিতে এসে বলবে, 'মা, তুমি যদি আমাকে

ছু'লাখ টাকা এই কাজে পাইয়ে দেও, তা হ'লে তোমাকে আমি এক লাখ টাকার পূজো দেব।' যাক্ এখন এ সব কথা। আমি তা হ'লে কাল যাচ্ছি সীমানা ঠিক ক'রে নিতে।"

"হ্যাঁ, তোমার ফিরতে বোধ হয় বেশী দেরী হবে না। তুমি ফিরলে আমি সিমলে যাব। ভাল কথা, কেষ্টকে আসতে আমি লিখে দিয়েছি।"

"কেন, তাকে আবার কেন?"

"সে তোমার প্রাণের বন্ধু, লাবণ্যকে একবার এসে দেখুক।"

"দেখবার কোন প্রয়োজন নেই।"

"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন চল খাই গে—রাত হয়েছে।"

পরদিন অমরনাথ জমীদার-পক্ষীয় লোকের সঙ্গে সীমানা ঠিক করিয়া লইতে প্রস্থান করিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহার ফিরিতে সাত আট দিন বিলম্ব হইল। ফিরিলেন যখন, তখন মধ্যাহ্ন। বিপিন আফিসে। লাবণ্য তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিল। আহারান্তে অমরনাথ তাঁহার ঘরে বিশ্রামার্থে আসিলে লাবণ্য পাণের ডিবা লইয়া আসিল। লাবণ্যের ভাবে অমর বুঝিলেন, সে এখন ঘর ছাড়িয়া যাইবে না। সে এটা ওটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এত দিন নির্জ্জন পাহাড়ে ছিলেন কি ক'রে?"

"কোন কষ্ট হয় নি, তাঁবুতে বেশ ছিলাম।"

"সময় কাটত কি ক'রে?"

"সমস্ত দিন কাজে থাকতাম, সন্ধ্যের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে অন্ধকার পানে চেয়ে ব'সে থাকতাম।"

"বই-টই পড়্তেন না কেন?"

"পড়ার চেয়ে অনেক সময় চিন্তা করতে ভাল লাগে।"

লাবণ্য একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া অমরের শয্যাপার্শ্বে বসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি বাঙ্গালা উপন্যাস পড়েন?"

অ। আগে পড়তাম, এখন পড়ি না।

লা। সেকেলে লেখকদের কথা ছেড়ে দিন—

অ। সেকেলে কাদের বলছ?

লা। এই বঙ্কিম, রমেশ, দামোদর—

অ। তাঁদের লেখা ছাড়া আমি আর কারুর বই বড় একটা পড়েছি ব'লে মনে হয় না।

লা। তাঁরা বড় পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিন্তু এখনকার লেখকদের মত তাঁরা উপন্যাস লিখতে পারতেন না।

অ। সত্যি না কি? আমি তা জান্তাম না।

লা। এঁদের লেখার ভঙ্গী কি! স্বাধীনতা কি! সেকেলে লোকদের মত ধর্ম্ম ধর্ম্ম সতীত্ব সতীত্ব ক'রে চীৎকার করেন না। এঁরা বলেন, যারা হালে পানি পায় না, তারাই ভগবান্ খাড়া ক'রে সাহায্য করতে তাঁকে ডাকে। বেশ পরিষ্কার কথা। সকল দেশের ধর্ম্ম যখন এক রকম নয়, তখন বুঝতে হবে, বিভিন্ন দেশের লোকের কল্পনা ও সুবিধা অনুসারে ধর্ম্মটাকে খাড়া করা হয়েছে।

অ। আজকালকার লেখকরা তাই বলেন না কি?

লা। তা ত বলেনই; তা' ছাড়া আরও বলেন, সতীত্ব ব'লে কোন পদার্থ নেই—বিবাহিতা হ'লেও তুমি যাকে ইচ্ছে ভালবাসতে পার।

অ। আমি—আমি কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

লা। এই ধরুন, রাম ও হরিতে খুব ভাব। রাম বিয়ে করলে নীলাকে; হরি ভালবাসলে নীলাকে। রাম বুঝতে পারলে, কিন্তু কি করবে? চুপ ক'রে গেল। হরি অবশেষে নীলাকে ঘরের বার্ ক'রে স্বামি-স্ত্রীর মত ঘর করতে লাগল। তাতে নীলার এই ব্যবহারে—হরির এই আচরণে আপনি কি কোন দোষ দেখেন?

অ। তুমি কি বলছ? এ যে মহাপাপ।

লা। এতে পাপ নেই, এতে শুধু হৃদয়ের স্বাধীনতা আছে—প্রেম আছে। প্রেমিক তাকেই বলি, যে কোন বন্ধন মানে না, সমাজের শাসন স্বীকার করে না।

অ। তাকে প্রেম বলে না, তাকে লালসা বলে। এটা অতি জঘন্য প্রবৃত্তি। যাকে ভালবাসবে, তার ধর্ম্ম, সুখ, শান্তি সকলের আগে লক্ষ্য করবে। তুমি যে তিনটি চরিত্রের উল্লেখ করলে, তিনটি চরিত্রই অতি জঘন্য। বন্ধু ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক; পত্নী নারকী, স্বামী মনুষ্যত্ববর্জ্জিত।

লা। আপনি তা হ'লে চরিত্রগুলির সৌন্দর্য্য কিছুই প্রনিধান করতে পারলেন না। আজকালকার বড় বড় লেখকরা—

অ। তাঁরা বড় বড় লেখক হ'তে পারেন, কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির বিবেচনায় এ সব লেখা দেশের সর্ব্বনাশ করে। যে লেখা প'ড়ে চরিত্র উন্নত হয়, জ্ঞান লাভ হয়, সেই সব লেখা পড়া উচিত; যাতে লালসা বাড়ে, প্রবৃত্তি মেতে উঠে, সে সব জিনিস পড়া উচিত নয়।

লা। আপনার মত বলতে আরও দু'চার জনকে দেখিছি, কিন্তু তাঁরাই আবার লুকিয়ে এ সব লেখা পড়েন।

অ। পাপের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে; বুঝেও অনেকে দুষ্কার্য্য করেন, তবে লুকিয়ে।

লা। আপনি পাপ কাকে বলছেন? পাপ ত মনের বিকারমাত্র। আমি যদি স্বামীকে না ভালবেসে আর কাউকে ভালবাসি, তাতে দোষ কি? ভালবাসাটা ত আমার মুঠোর ভেতর নয়। সে জিনিসটা সামাজিক বন্ধন হ'তে স্বতন্ত্র—আমার হৃদয়ের স্ফুলিঙ্গ—

অ। তুমি নাটক প'ড়ে অনেকগুলো কথা শিখেছ দেখছি।

লা। আপনি আমার কথার জবাব দিন।

অ। জবাব ত আগে দিয়েছি; তুমি যেটাকে ভালবাসা বলছ, সেটা ভালবাসা নয়—সেটা লালসা—

লা। আপনি নিতান্ত সেকেলে। যাক্ ও সব কথা। যা' বলবার জন্যে এত বড় ভূমিকা ফেঁদেছি, সেই কথাটা এখন বলি। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে আপনি কি সুখী হন?

এরূপ প্রশ্নের জন্য অমর একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি স্তম্ভিত হইলেন। এ জাতের মেয়ে তিনি জীবনে কখন দেখেন নাই। অমর থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন, "আমি ঠিক তা বলতে পারি নে।"

লা। অর্থাৎ আপনি সুখী হন না, আমিও হই না। আপনার কাছে লুকিয়ে কি হবে? আমি—আমি আর এক জনকে ভালবাসি। দাদার হুকুমে আপনাকে হয় ত বিয়ে করতে হবে, কিন্তু আমার 'হরি'—আমার প্রেমাস্পদ—আপনার ঘরে হয় ত আমাকে থাকৃতে দেবে না—এক দিন সরিয়ে নিয়ে যাবে। কাজটা যে বিশেষ নিন্দনীয় হবে, এমন মনে হয় না।

অমর হতবুদ্ধি হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। লাবণ্য কহিল, "স্পষ্ট কথা বলাই ভাল। আপনি হয় ত আমাকে নির্লজ্জা, মুখরা মনে করছেন; কিন্তু আমি অনেক কেতাবে পড়েছি, এ রকম স্পষ্ট কথা শিক্ষিতা স্ত্রীলোকমাত্রেরই বলা উচিত। আপনি আমার কোন অপরাধ নেবেন না।"

অ। আমার কাছে বিশেষ কোন অপরাধ কর নি; আমি কোনমতেই তোমাকে বিয়ে করতাম না।

লা। আমার মুখের উপর সে কথাটা ব'লে কেন আমাকে অপমান করেন? আমি জানি, আমার রূপ আছে, বিদ্যাবুদ্ধি আছে, আমাকে অপছন্দ করতে পারে, এমন লোক নেই।

অ। বটে?

এমন সময় বিপিনের স্ত্রী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া মৃদু অথচ কঠোর কণ্ঠে লাবণ্যকে কহিলেন, "তোকে আর পড়তে হবে না—উঠে আয়।"

লাবণ্যের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বুঝিল, তার বউদিদি অন্তরাল হইতে সব শুনিয়াছে। তাহার অদৃষ্টে লাঞ্ছনা তিরস্কার আছে ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার বউদিদির অনুসরণ করিল।

পরদিন প্রভাতে অমর বিপিনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঝরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২৮

চন্দননগরের বাটীতে একদা প্রভাতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া ভাত খাইতে খাইতে নরু কহিল, "লতাকে আমার সঙ্গে খেতে দেও না, মা।"

জননী হিরন্ময়ী কহিলেন, "তুই এখন খেয়ে নিয়ে স্কুলে যা, লতা এর পরে আমার সঙ্গে খাবে।"

নরু। ও অত বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকৃতে পারবে না, তুমি ওকে এখন দেও না কেন?

হির। এই ত জল খেলে।

নরু। জল ত খেয়েছে ভারি, হয় ত বাসি রুটী একখানা ফেলে দিয়েছ।

হির। গেরস্ত ঘরে আবার কি দেবে রে?

নরু। কেন, আমাকে দেবার বেলা ত সন্দেশ রসগোল্লা বেরোয়!

হির। তুই যে ছেলে—

নরু। বাবার কাছে ছেলের চেয়ে লতা বড়। তিনি এখানে থাকৃলে কত ভাল জিনিস লতাকে খাওয়াতেন।

হির। আমি ওকে মন্দ জিনিস খেতে দি না কি?

নরু। দেও বৈ কি, নইলে আমার সঙ্গে ওকে খেতে দেও না কেন? সকালে দেবে আমাকে আগে, রাতে দেবে ওকে আগে। আমি প'ড়ে আসতে আসতে দেখি যে, তুমি ওকে খাইয়ে দিয়েছ। বাবা ফিরে আসুন, আমি সব তাঁকে ব'লে দেব।

হির। ব'লে দিবি কি? আমি করেছি কি?

নরু। ঠাক্‌মা, তুমি ত কিছু দেখ না।

দয়াময়ী এক পাশে নিরামিষ রাঁধিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে আবার টানিস কেন, দাদা? আমি কি কাউকে খাবার দি?"

নরু। দেও না কেন?

দয়া। আমি বুড়ো মানুষ, জপ-তপ নিয়ে থাকি।

নরু। এখন থেকে লতাকে আমার সঙ্গে খেতে না দিলে আমি খাব না।

বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। হিরন্ময়ী গাল দিয়া উঠিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি ছেলের হাত ধরিলেন। ছেলে যে বেঁকিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে আর সোজা করা গেল না। দয়াময়ী তখন কহিলেন, "লতাকে এর সঙ্গে খেতে দিলেই ত সব গোল চুকে যায় বউ-মা, শুধু শুধু বাছাকে গাল-মন্দ করছ কেন?"

এমন সময় লতা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া নরুকে কহিল, "তোমার দু'খানা খাতাই বেঁধে দিয়েছি নরু।"

নরু কথা কহিল না। হিরণ বলিল, "তুই কেন লতা, নরুর সঙ্গে খেতে বসিস নে?"

লতা। তুমিই ত আমাকে নরুর সঙ্গে খেতে বারণ করেছ।

হির। কবে এক দিন কি বলেছিলাম—

লতা। কবে এক দিন নয় বউদিদি; তুমি ত রোজই ওর আড়ালে আমাকে খেতে বল। আজ সকালে আমাকে মুড়ি খেতে দিয়ে বললে, নরু যেন টের না পায়—

নরু আর শুনিল না—বেগে প্রস্থান করিল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না—কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন তাহার দাদু, দিদি-মা ও জ্যোতি। পার্ব্বতী নরুর হাত মুঠার মধ্যে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন দাদা, কি হয়েছে?"

নরু চোখের জল লুকাইবার চেষ্টা পাইয়া ব্যথিত ও ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দেখ না দিদিমা, মা লতাকে খেতে দেয় না, আজ তাকে মুড়ি খাইয়ে রেখেছে।"

পার্ব্ব। তা তুই কাঁদছিস কেন?

নরু। বাবা যাবার সময় সকলকে বার বার ক'রে ব'লে গেছেন, লতার যেন কোন কষ্ট না হয়, আমি যা খাব, লতাও যেন তাই খায়। তা মা কিছুতেই তা করবে না। লতাকে দেবে মুড়ি, আর আমাকে দেবে লুচি-সন্দেশ। আমি ত আর খাব না।

হরনাথ নরুর কথা শুনিয়া ধীরভাবে কন্যাকে ডাকিলেন।

হিরণ অগ্রসর হইয়া মাতা-পিতাকে প্রণাম করিল। হরনাথ কহিলেন, "তোমার সম্বন্ধে এ সব কি শুনছি হিরণ?"

হির। শুনুন বাবা, নরুর একটা কথাও আপনি বিশ্বাস করবেন না, ও আমার সকল কাজই মন্দ দেখে।

নরু। মন্দ দেখব না ত কি? তুমি বাবার মত ভাল কাজ কর, আমি ভাল দেখব।

হির। আমি মন্দটা কি করি?

নরু। মন্দ কর না? তুমি লতার ময়ূরটা চুরি ক'রে বোলতাকে পাঠিয়ে দেও নি? ও কেঁদে কেঁদে বেড়ায়—

হির। তুই আমাকে চোর বললি?

নরু। বলব না ত কি? যে চুরি করে, লোকে তাকেই চোর বলে।

হির। আমাকে চুরি করতে তুই দেখেছিস?

নরু। শুধু এক আধবার? সে দিন বাবা লতাকে কত কি কিনে দিয়ে গেলেন, তার অর্দ্ধেক জিনিস তার বাক্সে নেই।

হির। আমি কি সে-গুলো খেয়ে ফেলেছি?

নরু। বোলতাকে পাঠিয়ে দেও নি? আমি সব জানি।

পার্ব্ব। কি কি জিনিস নরু পাওয়া যাচ্ছে না?

নরু। একখানা নীল রঙের কাপড়, সেই রকম কাপড়ের জামা, চুলের ক্লিপ, চিরুণী, আরও কত কি।

পার্ব্ব। হুঁ। আচ্ছা নরু, তুই কাঁদিস্ নে, এ সব কথা তোর বাবাকেও বলিস্ নে—আমি সব কিনে পাঠিয়ে দেব।

নরু। আমি না বলি, রামু সব বাবাকে ব'লে দেবে।

পার্ব্ব। রামুটা কে?

নরু। সেই যে, কাকা যাকে কোন্নগর হ'তে নিয়ে এসেছেন।

পার্ব্ব। সে বুঝি আজও এখানে আছে?

নরু। তাকে তাড়ায় কে? সে লতার ছেলে। লোকে মা-কে এত ভালবাসে না, রামু যা ভালবাসে লতাকে।

হরনাথ কহিলেন, "হ্যাঁ দাদু, তোমার বাবা কবে ফিরবেন?"

নরু। তা বল্‌তে পারি না, একটা মস্ত কাজ বাবা পেয়েছেন—অনেক লাভ হবে।

হর। তুমি কেমন ক'রে তা জানলে ভাই?

নরু। বাবা যে লতাকে বলছিলেন। লতা কিছুতেই বাবাকে ছেড়ে দেবে না, তখন বাবা আদর ক'রে লতাকে বুঝিয়ে বললেন, তাই শুনে লতা বাবাকে ছেড়ে দিলে।

হর। তোমার বাবা ত গেছেন অনেক দিন—

মাসখানেকের উপর। আমরা ভেবেছিলাম, তিনি এত দিন অমরকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। আচ্ছা, কৃষ্ণনাথ যত দিন না ফেরেন, তত দিন হিরণ আমার ওখানে থাকবে—প্রস্তুত হয়ে নেও হিরণ, এখনই আমাদের সঙ্গে যাবে।

হির। এখানে চলবে কি ক'রে?

হর। আমি জ্যোতিকে রেখে যাচ্ছি, সে তোমার চেয়ে ভাল গিন্নী।

হির। আমাকে বাড়ীতে দেখতে না পেলে—

হর। কৃষ্ণ কিছু বলবে না, যখন সে শুনবে, আমি তোমাকে নিয়ে গেছি।

হির। আমার ঘর ছেড়ে যাবার দরকার কি, বাবা?

হর। দরকার আছে মা, পরে বুঝিয়ে দেব।

পার্ব্ব। বোঝাতে হবে না, নিজেই বুঝবে।

হর। এখন আর দেরী ক'র না—তৈরী হও।

জ্যোতি এ দিকে লতার কাছে গিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। হরনাথ তাহাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে থাকতে পারবে, ময়ি?"

"তুমি বল্‌লেই পারব।"

"বেয়ান রইলেন, তিনি সব দেখবেন; তুমি শুধু দেখবে ময়ি, নরু-লতার কোন কষ্ট না হয়।"

লতা কহিল, "জ্যোতিদিকে পেলে আমার আর একলা বোধ হবে না। নরু স্কুলে যায়, আমি একা ব'সে পড়ি। কিন্তু বেশীক্ষণ কি পড়তে ভাল লাগে, জ্যেঠামশাই?"

হর। গান কর না কেন?

লতা। বউদিদি গান পছন্দ করেন না; বলেন, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও সব কি!

পার্ব্বতী অগ্রসর হইয়া লতাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। লতা কোন আপত্তি করিল না—হাস্যমুখে আদর খাইয়া যাইতে লাগিল। তিনি যখন ছাড়িয়া দিলেন, তখন সে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, জ্যেঠাইমা, মেয়েদের গান গাওয়াটা কি দোষের?"

"রেবা জ্যোতি ওতরপাড়ায় গান গাইত, শুনেছ ত? যদি দোষের হ'ত, তা হ'লে তোমার দাদা কি তাদের গাইতে দিতেন?"

"তা হ'লে আমরা গান করব?"

"খুব কোরো।"

তখন লতা জ্যেঠামহাশয়ের কাছে গিয়া কহিল, "আপনি বসবেন চলুন, আজ আপনাকে যেতে দেব না।"

হরনাথ তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "আমাকে যে এখনই যেতে হবে, মা।"

লতা। দাদা, বড়দা নেই ব'লে বুঝি? তাঁরা থাকলে আপনাদের যাওয়া হ'ত না।

হর। হয় ত যাওয়া ঘটত না; তোমার দাদা থাক্‌তে বললে আমি যেতে পারতাম না। তাকে দেখব বলেই আমরা এসেছিলাম।

লতা। আপনি কি কখনও এখানে আসেন নি?

হর। তোমার বড়দার এ বাড়ীতে আসি নি। এ বাড়ী ত বেশী দিন হয় নি। আচ্ছা মা, তুমি তোমার দাদার ঠিকানা জান?

লতা। জানি। কিন্তু দাদা ত দিল্লীতে আর থাক্‌বেন না—এত দিন হয় ত বেরিয়ে পড়েছেন।

হর। এখানে আসবেন?

লতা। না, ঝরিয়া যাবেন।

নরু তখন জ্যোতিকে বলিতেছিল, লতার কোন্ কোন্ জিনিস অপহৃত হইয়াছে। লতার শেষ কথাটা তাহার কানে যাইবামাত্র সে সরিয়া আসিয়া কহিল, "কাকার কথা বল্‌ছিস, লতা? তিনি ত এখন ঝরিয়া যাবেন না—দিল্লীতেই থাকবেন; বিয়ে-টিয়ে ক'রে তার পর যদি যান।"

পার্ব্বতী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে কি রকম?"

নরু। কাকাবাবুর এক বন্ধু আছেন সেখানে, তাঁর নাম বিপিন বাবু, তাঁরই বোন্—লবঙ্গ না কি—তারই সঙ্গে কাকার বিয়ে।

পার্ব্বতী হিরণের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের কথা কি রে?"

হির। আমি কিছু জানি নে; আমাকে কেউ লিখেছে যে আমি জানব?

নরু। মা, তুমি বড় মিথ্যে বল। বাবার নামে বিপিন বাবুর চিঠি এসেছিল, তা কি তুমি খুলে পড় নি? তুমি চিঠিখানা প'ড়ে লুকিয়ে রেখে দিলে, বাবাকে আর পাঠালে না। এখন বলছ, কিছু জান না।

হির। তুই কেমন ক'রে জান্‌লি, আমি লুকিয়ে ফেলিছি?

নরু। আমি বুঝি তা দেখিনি মনে করেছ? বাবা না থাকলে তুমি তাঁর চিঠিগুলো খামের পিঠে জল দিয়ে খুলে পড়; কোনটা আবার এঁটে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেও, কোনটা বা দেও না। বাবা এলে এবার আমি সব ব'লে দেব।

হির। তোর আমি আর মুখ দেখব না, পোড়ার-মুখো ছেলে।

হর। মিথ্যে ওকে গাল দিচ্ছ, হিরণ—দাদুর কোন দোষ নেই।

হির। তুমি ওর কথা বিশ্বেস করলে বাবা?

হর। বালকরা মায়ের নামে কখন মিথ্যে বলে না; আর দাদা ত আমার মিথ্যে বলতেই জানে না—ও যে ওর কাকার কাছে সত্য বলতে শিখেছে।

হির। আমিই যত মিথ্যে বলি, না?

হর। মা, আমরাই আমাদের সুখ-দুঃখ তৈরী করি। যা কিছু ইচ্ছা কর বা কাজ কর, তা চিত্রগুপ্ত-রূপী ভগবানের খাতায় গুপ্তভাবে চিত্রিত হচ্ছে। ফল তোমাকে নিতেই হবে—অব্যাহতি নেই—

নরু। মাকে শাপ দিও না, দাদু।

হর। আমি ত শাপ দিচ্ছি নে ভাই। যে যা করবে, তাকে তা'র ফল নিতে হবে, এই কথাই আমি বলছি। আগে ইচ্ছা, তার পর কর্ম্ম, তার পর জ্ঞান। যে মুহূর্ত্তে তুমি ইচ্ছে করলে, আমার এই নস্যদানীটা চুরি করতে হবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি পাপ সঞ্চয় করলে। তার পর যখন অনেক কৌশলে ইচ্ছাটাকে কার্য্যে পরিণত করলে, তখন তোমার অন্তরে ভয় ঢুকল, কেমন ক'রে তুমি চোরাই মাল লুকুবে। লুকাতে যখন না পেরে ধরা পড়লে, তখন তোমার জ্ঞান হ'ল—অনুতাপ এল।

নরু। আচ্ছা দাদু, আমি কেমন ক'রে জানতে পারব, কোন্ ইচ্ছাটা অন্যায়—

হর। সেটা তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে আগে হ'তেই ব'লে দেবেন।

নরু। কৈ, আমি ত শুনতে পাই না—

হর। শুনতে পাও, কিন্তু গ্রাহ্য কর না। তিনি তোমাকে ভয় দেখিয়ে বলেন, এ কাজ করো না; ধরা পড়লে সাজা পাবে।

নরু। তা হ'লে যে ইচ্ছার সঙ্গে ভয় আসে, সে কাজটা করা উচিত নয়?

হর। ঠিক বলেছ দাদু। আবার যে কাজের গোড়ায় ভয় নাই, শুধু আনন্দ—

নরু। বুঝলাম না দাদু, বুঝিয়ে দেও না।

হর। শুনতে তোমার ভাল লাগ্‌ছে?

নরু। তোমার কথা শুন্‌তে আমার খুব ভাল লাগে।

হর। আচ্ছা, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর, তুমি সকালবেলা বেড়াতে গিয়ে দেখলে, একটি রুগ্ন ক্ষুধাতুর বুড়া মানুষ গাছতলায় শুয়ে প'ড়ে শীতে কাঁপছে। তার কেউ নেই, সম্বলও কিছু নেই। তাকে দেখবামাত্র তোমার ইচ্ছা হ'ল ওকে খাওয়াতে, কাপড় পরাতে। তুমি বাড়ী হ'তে দুধ এনে তাকে খাওয়ালে, তোমার গায়ের কাপড়খানা তার গায়ে জড়িয়ে দিলে। তোমার ইচ্ছানুসারে কাজ করলে, কোথাও একটু ভয় নেই। তার পর সে যখন উঠে ব'সে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে বললে, "বাবা, এত যত্ন আমাকে কেউ কখন করে নি, তুমি কে বাবা!" তখন তোমার মনে কত আনন্দ। শুভ কাজে গোড়ায় উৎসাহ, শেষে আনন্দ—কোথাও একটু ভয় নেই।

নরু। যাতে আমি আনন্দ পাই, সেই কাজ করব দাদু; আর যাতে আমি ভয় পাই, সে কাজ করব না।

হর। তাই কোরো ভাই, ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখবেন। (হিরণের প্রতি) এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে নষ্ট কোরো না হিরণ, কৃষ্ণনাথের অপ্রিয় হয়ো না।

হিরণ কিছু না বলিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইতে গেল। পার্ব্বতী কহিলেন, "হ্যাঁ রে, বিয়ের কথাটা কি, খুলে বল্ না।"

নরু। কাকার বিয়ে হচ্ছে বিপিন বাবুর বোনের সঙ্গে; বাবাকে তিনি যেতে লিখেছেন। আর কিছু জানি না।

পার্ব্বতী কাতর হইয়া পড়িলেন। হরনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "ভেবো না, কৃষ্ণের কি ইচ্ছা, দেখ না।"

জ্যোতিও এই হৃদয়বেধী সংবাদে স্থির থাকিতে পারে নাই। তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বে এক ঘটনায় প্রেম জাগিয়াছিল। কিন্তু তখন সঞ্চার হইয়াছিল মাত্র, অমরকে পাইবার আশা তাহার অন্তরে জাগে নাই। যখন দেখিল, অমর অপরের হইয়া যাইতেছেন, তখন তাহার মনে অমরকে স্বামিরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। এই আকাঙ্ক্ষা যত তাহাকে মাতাইয়া তুলিতে লাগিল, তাহার নিঃসহায় অবস্থাও তাহাকে তত মনঃপীড়া দিতে লাগিল।

২৯

কয়েক দিন পরে কৃষ্ণনাথ গৃহে ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, গৃহে গৃহস্বামিনী নাই। তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া জ্যোতি সুচারুরূপে সংসার চালাইতেছে। বাগান, গোশালা সকল দিকেই তাহার লক্ষ্য আছে। অথচ অধিকাংশ সময়েই হাসিমুখে গান গাহিয়া বেড়াইতেছে। যখন কৃষ্ণ জ্যোতির

মুখে শুনিলেন, "বাবা এসে আমাকে রেখে দিদিকে নিয়ে গেছেন," তখন তিনি বুঝিলেন, একটা কিছু গুরুতর ঘটনা হইয়া থাকিবে। ঘটনার কথা তখন কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া অপরাহ্ণে রামুকে তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে ডাকিলেন। রামু সকল কথা বলিল, কিছু বাড়াইয়াও বলিল—বলিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি রামুকে বিদায় দিয়া নরুকে ডাকিলেন। নরু ভয়ে ভয়ে আসিল; দেখিল, পিতার মুখ অন্ধকার—তাহার ভয় আরও বাড়িয়া গেল। পিতা কখন তাহাকে তিরস্কার করিতেন না; অথচ নরু তাঁহাকে ভয় করিত। মা গাল দিতেন, প্রহার করিতেন, অথচ নরু তাঁহাকে ভয় করিত না। নরু আসিলে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নামে কি চিঠি এসেছিল, নরু?"

নরু আশ্বস্ত হইল; ভাবিল, তাহার মায়ের সঙ্গে যে ঝগড়া করিয়াছে, তাহার জন্য তিরস্কৃত হইবার আর সম্ভাবনা নাই। নরু উত্তর করিল, "দিল্লী থেকে বিপিন বাবু তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন।"

কৃষ্ণ। চিঠিখানা আন দেখি।

নরু। নেই; যাবার সময় মা কতকগুলো চিঠিপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন। আমি ছেঁড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে রেখেছি, দেখবে?

কৃষ্ণ। আন দেখি।

নরু আনিল। তিনখানা চিঠি ছিল। দুইখানা অমরের, একখানা বিপিনের। নরু ছিন্নাংশগুলি এক একখানা কাগজের পিঠে আঠা দিয়া যুড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঠিক পারে নাই। না পারিলেও চিঠিগুলির ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে কৃষ্ণনাথের বিলম্ব হইল না। আগে বিপিনের চিঠি পড়িলেন। তার পর অমরের চিঠি পড়িলেন। অমর একখানায় লিখিয়াছেন, তোমার শাশুড়ীকে বোলো, তিনি আমার মা—সুবিধা পাইলে আমি তাঁহার কাছে যাব। দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছেন, আমি কাল সকালে দিল্লী ছাড়িয়া ঝরিয়ায় যাইব। কৃষ্ণ তারিখ মিলাইয়া দেখিলেন, বিপিনের চিঠি তার কয়েক দিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। "এর মধ্যে কি বিয়ে হয়ে গেল? না, আমাকে না জানিয়ে অমর বিয়ে করবে না। পাঁজিখানা নিয়ে আয় ত, নরু। বিয়ের নির্ঘণ্ট আবার কোথা? বিজ্ঞাপনের জঙ্গলের ভিতর হ'তে নির্ঘণ্ট খুঁজে পাওয়া দায়। এবার থেকে পাঁজি কিনে আগে বিজ্ঞাপনগুলো ছিঁড়ে ফেলব। এই যে নির্ঘণ্ট—না, এর মধ্যে বিয়ে হয় নি—শুভ দিন নেই।"

"আপনাপনি কি বকছ, বড়দা?"

কৃষ্ণনাথ মুখ তুলিয়া দেখিলেন; লতা, নরু, জ্যোতি নিকটে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। কৃষ্ণনাথ হাসিয়া কহিলেন, "বকছি কি শুনবি? তোর দাদাকে বেত মারব, না আদর করব; তাই পাঁজি দেখে ব্যবস্থা নিতেছিলাম।"

লতা। এখন কি করবে ঠিক করলে?

কৃষ্ণ। আদর করব—সে কখন অনাদরের কাজ করে না।

লতা। দাদা কি করেছেন ভেবেছিলে?

কৃষ্ণ। ভেবেছিলাম, বুঝি সে লাবণ্যকে বিয়ে করেছে।

লতা। বিয়ে করেন নি?

কৃষ্ণ। না। তিনি যাকে বিয়ে করবেন, তার বাড়ী ও-দেশে নয়।

লতা। তবে কোন্ দেশে বড়দা?

কৃষ্ণ। এই নিকটেই—

লতা। খুলে বল না—

কৃষ্ণ। আমি পাঁজিতে দেখলাম, তার বাড়ী উত্তর-পাড়ায়।

আনন্দে জ্যোতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিরানন্দের পর এ আনন্দপ্রবাহ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অধীর হইয়া সে ছুটিয়া পলাইল। কৃষ্ণনাথ বুঝিলেন, জ্যোতিও অমরকে ভালবাসে। আমার অমরকে কে না ভালবাসে? বাসে না শুধু সেই হতভাগীটা। আচ্ছা, বাসে না কেন? কেন সে লতা ও অমরকে ঘৃণা করে? মহতের সামনে ক্ষুদ্র দাঁড়াতে পারে না—তাই বুঝি সে অমরের নামে এত জ্ব'লে উঠে। ক্ষুদ্রের স্বভাবই হচ্ছে মহতের হিংসা করা, নিন্দা করা। যার অর্থ আছে, তার নিন্দা দরিদ্রের মুখে। যার ধর্ম্ম আছে, তার নিন্দা পাপীর মুখে। আবার এটাও দেখেছি, যে কোন রকমে দু'বেলা গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে যাচ্ছে, তারও হিংসা করে তার প্রতিবেশী। হিংসার কারণ আর কিছু নয়—সে কেন সুখে থাকে? তার গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করতে না পেরে, দেও তার কলঙ্ক রটিয়ে। কোন রকমে তার সুখ-শান্তি নষ্ট ক'রে দিতে হবে। মানুষ এত হিংস্র। বনের পশুও এত হিংস্র নয়; তারা হিংসা করে উদরপূর্ত্তির জন্য, মানুষ হিংসা করে কোন্ ইষ্টসাধনার্থে? সে শুধু পাপসঞ্চয় ক'রে প্রবৃত্তির মুখে ইন্ধন দেয়। আমার এখন কি কর্ত্তব্য? স্ত্রীকে ত্যাগ করা, না যেমন চলছিল, তেমনই চলতে দেওয়া? না, এ ভাবে আর কাটান যায় না। আচ্ছা, তাকে কি ভাল করা

যায় না? অমর কাছে থাকলে একটা পরামর্শ করা যেত। এখন—

ডাকপিয়ন আসিয়া দুইখানা চিঠি দিল। একখানি অমরের। লতা ও নরু চুণারের মাটীর খেলনা দেখিতেছিল। কৃষ্ণ এবার অনেকগুলি মাটীর জিনিস তাহাদের জন্য আনিয়াছেন; কোনটা পরী, কোনটা ফুলদানী, কোনটা দেবদেবীর মূর্ত্তি। পিয়ন চিঠি দিতেই লতা নরু ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণের পাশে দাঁড়াইল। খামের উপরের লেখা দেখিয়াই লতা কহিল, "এ যে দাদার হাতের লেখা—পড় না বড়দা। দাঁড়াও—আগে জ্যোতিদিকে ডেকে আনি।"

বলিয়া ছুটিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিল জ্যোতির সঙ্গে। কৃষ্ণনাথ অমরের পত্র পড়িলেন। এক স্থানে লেখা ছিল—এবার আমি দিল্লীতে বড় বিপদে পড়েছিলাম। বিপিনের এক বোন্ আছে, নাম লাবণ্য। বয়স তার সতর-আঠার—কলেজে পড়ে—চোখে চশমা দেয়। লাবণ্য আর তার দাদা মনে করে, সে পরমা সুন্দরী। যাই হউক, এই সৌন্দর্য্য-ডালি আমাকে উপহার দিবার জন্য বিপিন বড়ই ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। আমি সব ছেড়ে দিল্লী হ'তে পালাব ভাবছিলাম, এমন সময় ভগবান্ আমাকে রক্ষে করলেন। কিরূপে, তা দেখা হ'লে বলব।

পত্রের আর এক স্থানে লেখা ছিল—আমার এখানে কত বিলম্ব হবে, তা ঠিক বলতে পারি না। এখানে শেখবার আছে অনেক। তোমাদের ওখানে এখন আর যাব না; যদিও জানি, তুমি ও লতা নরু আমার বুকে আসবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছ। যদি খুব ব্যাকুল হয়ে থাক, তবে দেখা করো মীরপুরে; আমি সেখানে যাব পূজার সময়। পশুপতি বাবুর নিমন্ত্রণ নিয়েছি। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে আমার প্রণাম দিও—আর, আর শ্যালিকাদের স্নেহ-প্রীতি দিও। তারা সকলেই কি আমাকে ভুলে গেছে? না কেউ কেউ মনে রেখেছে?

কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "আমি উত্তরে লিখে দেব, শ্যালিকারা কেহই তোমার নাম করে না, যা' একটু আধটু করে রেবা।"

লতা। বাঃ, তা' বৈ কি! জ্যোতিদি লক্ষবার দাদার নাম করেন। বলেন, এই রকম ক'রে তিনি গান করতেন, এই রকম ক'রে বস্‌তেন।

কৃষ্ণ। বটে! তবে তাই লিখে দেব।

জ্যোতি পলায়নোদ্যতা হইল। কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "হ্যাঁ রে জ্যোতি, শোভা শ্বশুরবাড়ী গেছে?"

"এ মাসে যাবে না।"

"রূপো কোথা?"

"সে অনেক দিন হ'তে শ্বশুরবাড়ী।"

"এবার তোমাকে আমি শ্বশুরবাড়ী না পাঠিয়ে ছাড়চি নে। তবে দয়িতালয়টা তোমার অনেক দূরে হয়ে পড়্‌ল, তাই ভাবছি।"

জ্যোতি পলাইল। লতা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বড়দা, জ্যোতিদির কোথা বিয়ে হবে?"

"তোকে তা বল্‌ব কেন?"

"বল না বড়দা।"

"আজ বল্‌ব না। পাঁজি-টাঁজি দেখে এর পরে তোমাকে জানাব।"

লতা তখন জ্যোতির অনুসরণ করিল। নরু বাপকে একা পাইয়া কহিল, "বাবা, মাকে আনতে গাড়ী পাঠাও না।"

কৃষ্ণ। কেন বল্ দেখি?

নরু। মায়ের জন্যে আমার মন কেমন করচে।

কৃষ্ণ। তুমি কেন ঝগড়া কর?

নরু। আর ঝগড়া করব না। কি জানি বাবা, কেমন রাগ হয়ে যায়; তোমার উপর ত কখন আমার রাগ হয় না—তুমি যা' কর, সব ভাল।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তোর মাকে একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দে।

নরু। তুমি মাকে এখন আন্‌বে না?

কৃষ্ণ। না; তুমি ঝগড়া কর ব'লে এখন আনবো না।

বালকের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। কিছু বলিল না বটে, কিন্তু তাহার সজল চক্ষু অনেক কথা বলিল। কৃষ্ণনাথ তখন তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "কাঁদিস নে নরু, কাল আমরা উত্তরপাড়ায় যাব।"

নরু তখন হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

দ্বিতীয় পত্রখানা আসিয়াছিল পশুপতি বাবুর নিকট হইতে। পত্রের মর্ম্ম এই যে, তিনি সস্ত্রীক উত্তরপাড়ায় আসিতেছেন, তাঁহার মীরপুরের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে; সেই উপলক্ষে তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেছেন। লতা, নরু, কৃষ্ণ সকলকেই তথায় যাইতে হইবে। অমর আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

পত্রখানা পড়িয়া কৃষ্ণনাথের আনন্দ হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, অমরের সহিত তাঁহার শাশুড়ীর গোলমাল মিটিয়া যায়। এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে মনে করিয়া তিনি সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

৩০

পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণনাথ নরুকে লইয়া উওর-পাড়ায় আসিলেন। ট্রেণে গেলেন—মোটরে নহে; ইচ্ছাপূর্ব্বকই মোটরে গেলেন না। নরু দাদুকে আগে প্রণাম করিয়া উপরে মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল। মাকে কহিল, "মা, আমরা তোমাকে নিতে এসেছি—চল।"

মায়ের বুকে অভিমান ঠেলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমি এখানে বেশ আছি—তোরা সেখানে বড় জ্বালাতন করিস্।"

ছেলে। আর জ্বালাতন করব না মা, চল।

মা। না, আমি যাব না।

ছেলে। কেন মা?

মা। সে বাঁদরী মেয়েটার মুখ দেখতে আমার ইচ্ছে করে না। সে এসে অবধি ত আমার জ্বালা বেড়েছে।

ছেলে মায়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'কে বাঁদরী বলছ মা?"

মা। কা'কে আবার? সেই ভিখিরীটাকে। চাল নেই, চুলো নেই, খাবার সংস্থান নেই—আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে।

ছেলে। ছি, মা, এ রকম কথাগুলো বলো না; বাবা শুন্‌লে রাগ করবেন।

মা। রাগ করলেন তো ব'য়েই গেল। আমি ত সেখানে যাব না—অপমান খেতে আর তো যাব না।

ছেলে। এখানেই তা হ'লে থাক্‌বে?

মা। হ্যাঁ, তোরা চ'লে যা। তবে যদি—

ছেলে। তবে যদি কি?

মা। তবে যদি সেই ভিখিরীটাকে তোরা তাড়িয়ে দিস—

ছেলে। মা, আমি যাচ্ছি।

ছেলে মাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অধিকতর আগ্রহ দেখাইল না দেখিয়া হিরণ আরও রাগিয়া গেল; কহিল, "কে তোকে আসতে বলেছিল? চ'লে যা—"

বালক কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিল না। ক্রোধ অভিমান দমন করিয়া পিতার অন্বেষণে প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথ তখন পার্ব্বতীকে কহিতেছিলেন, "আপনি অত কাঁদ্‌ছেন কেন? অমর আবার এখানে আস্‌বে লিখেছে।"

হরনাথ কহিলেন, "কাঁদ্‌তে দেও কৃষ্ণ, চোখের জল মহৌষধ।"

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আপনাকে বল্‌তে ভুলে গিছলাম—পশুপতি বাবু সস্ত্রীক এখানে আস্‌ছেন।

হর। আমার এখানে? হঠাৎ কেন?

কৃষ্ণ। নিমন্ত্রণ করতে।

হর। আমি কখন তাঁর বাড়ীতে যাই নি।

কৃষ্ণ। অমর সেখানে আসবে।

হর। তা হ'লে আমি যাব।

পার্ব্ব। আমিও যাব।

হর। বেশ, যেও।

নরু আসিয়া বাপের পিছনে দাঁড়াইল। হরনাথ দেখিলেন, বালকের মুখখানি নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ। যাহার মুখে সকল সময়ে হাসি, তাহার মুখ অন্ধকারে ভরা। হরনাথ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, দাদু?"

বালক উত্তর করিল না—অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া হরনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদুর কাছে বল ভাই।"

নরুর গণ্ড বহিয়া জল গড়াইল। কৃষ্ণনাথ বুঝিলেন, মায়ের নিকট নরু লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাঁহার মুখও অন্ধকার হইল। তিনি ধীরভাবে কহিলেন, "আমরা তবে এখন যাই।"

পার্ব্ব। এখন যাবে কি? খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিকেলে যেও।

কৃষ্ণ। আমাকে এখনই ফিরতে হবে, তাদের একলা রেখে এসেছি।

পার্ব্ব। তা হোক্, লোকজন ত আছে।

হরনাথ এ দিকে আদর করিয়া নরুর নিকট হইতে ব্যাপারটা জানিয়া লইলেন। তাঁহার কথার উত্তরে নরু বলিয়া ফেলিল, "মা বলেছে, সেই ভিখিরী মেয়েটাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিলে তবে—"

নরু কথাটা শেষ করিতে পারিল না—কাঁদিয়া ভাসাইল। হরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিখিরী কাকে বলেছে মা? লতাকে?"

"হাঁ।"

হরনাথ নরুকে ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণনাথকে কহিলেন, "তোমরা এখন এস তবে।"

কৃষ্ণ সপুত্র প্রস্থান করিলেন। হরনাথ কিন্তু নড়িলেন না, একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পার্ব্বতী ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া ঝড়ের মত মেয়ের উপর পড়িলেন। উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ রে হিরণ, তুই না কি লতাকে ভিখিরীর মেয়ে বলেছিস্?"

"ভিখিরী বলিছি, ভিখিরীর মেয়ে বলি নি।"

"একই কথা! তুই তাকে সে কথা বল্‌লি কেন?"

"ভিখারীকে ভিখারী বলব, তাতে দোষটা কি?"

"তোমার হাতে এখন দু'পয়সা হয়েছে, তাই বুঝি এত তেজ বেড়েছে, না? জানিস্ সে কে? যার অন্ন

খেয়ে তোর স্বামী আজ মানুষ হয়েছে, দু'পয়সা রোজগার করুছে, এ তারই মেয়ে।"

"হ'লেই বা তার মেয়ে, আমি ত আর তার অন্ন খেতে যাই নি। আমার দোরেই তার মেয়ে হাত পেতেছে।"

হরনাথ আসিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইলেন। শোভাও আসিল। হরনাথ কহিলেন, "তোমার দোর কৈ হিরণ? কাঁটা দিয়ে সে পথ বন্ধ করলে।"

হিরণ ঠিক বুঝিল না। শোভা মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মা?"

পার্ব্বতী। হবে আর কি! হতভাগী মেয়ে যা মুখে এসেছে, তাই বলেছে।

শোভা। কা'কে কি বলেছে মা?

পার্ব্বতী। নরুকে। বাছা আমার তার মাকে নিতে এসেছিল। তা' হতভাগী তাকে বলে কি না, ভিখিরীর মেয়েটাকে বাড়ী হ'তে না তাড়ালে সেখানে যাব না।

শোভা। কা'কে ভিখিরীর মেয়ে বলেছে? লতাকে? হুঁ, দেখ্ছি দিদির তেজ হয়েছে। কপাল পোড়বার আগে এই রকমই দুর্ব্বুদ্ধি হয়।

হির। (শোভার প্রতি) তুই আমাকে যা' তা' বলবি কেন রে? হরেন দু'চার দিন এসেছিল ব'লে বুঝি তোর এত দেমাক হয়েছে?

হরনাথ। আমি জানতাম হিরণকে ঠাণ্ডা মেয়ে ব'লে; কখন উঁচু গলা শুনি নি, কথার অবাধ্য হতেও দেখি নি, কিন্তু এখন এ কি দেখছি!

শোভা। তুমি তোমার মেয়েকে চিনতে না বাবা, কিন্তু আমি চিনতাম। তোমার বা কেষ্টদার সামনে উনি জুজুটি, যেন চালভাজাটিও চিবুতে জানেন না। আড়ালে—

হির। দেখ শোভা, আমার আর রাগ বাড়াস নে—তোর ভাল হবে না বলুছি।

শোভা। কি, বিষ খাওয়াবে? তা তুমি পাব। আমরা রাগী হই, মন্দ হই, যা হই, কিন্তু তোমার মত খোলো কুচুটে নই। সোনার চাঁদ মেয়ে, বাপ-মা নেই, ভাই বিদেশে, তাকে তুমি বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিতে বল! তুমি কি মানুষ? তোমাকে দিদি ব'লে ডাকৃতে আমার ঘেন্না হচ্ছে।

বলিয়া বেগে প্রস্থান করিল। পার্ব্বতী কহিলেন, "আমারও তোকে মেয়ে বলুতে ঘেন্না হচ্ছে। ছি ছি! আমার গর্ভের সন্তান হয়ে তুই স্বামি-পুত্রকে এই কথা ব'লে ফিরিয়ে দিলি!"

হির। তোমার গর্ভের সন্তান হয়েই—

হর। চুপ কর হিরণ। আমি তোমার বিয়ে দিয়েছি সুপাত্রের সঙ্গে। পিতার কর্ত্তব্য আমি শেষ করেছি। এখন তোমার পথ তুমি দেখে নিতে পার; আমার সঙ্গে তোমার আর সম্বন্ধ নেই। তবে যদি কৃষ্ণ কখন তোমাকে গ্রহণ করে, তা হ'লে তোমাকে আমি গৃহে স্থান দেব; নইলে, নইলে এই পর্য্যন্ত।

হির। তুমি আমাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

হর। যে মেয়ে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী নয়, সে মেয়ে আমার গৃহে স্থান পাবে না।

হির। বেশ, তবে যাচ্ছি—জন্মের মত বিদায়—

হর। তাতে আমার তত দুঃখ নেই, যত দুঃখ তোমার হৃদয়ের বিকার দেখে।

হির। যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই। এখন আমাকে দুষছ, কিন্তু আমার দোষ কি? দই বিগড়ে যায় কেন জান? কখন দুধের দোষে, কখন দম্বলের দোষে—দইয়ের অপরাধ কি?

বলিয়া হিরণ কক্ষত্যাগ করিল। পার্ব্বতী কহিলেন, "মেয়েটা কোথায় যায় দেখি।"

"দেখতে হবে না। যদি ডুবে মরে, তাতেও আমার দুঃখ নেই। তোমার যদি আরও গাল খেতে ইচ্ছে থাকে, যাও।"

"আমি তাকে চন্দননগরে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আসি।"

কর্ত্তা আর আপত্তি করিলেন না।

৩১

পার্ব্বতী কন্যাসহ চন্দননগরে আসিলেন। কন্যার সঙ্গে তাঁহার আসিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু হিরণ তখন ক্ষিপ্ত—আত্মহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই মোটরে নিজেও উঠিলেন। চন্দননগরে আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণনাথ তখনও ফিরেন নাই। জ্যোতি ও লতা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইতে গিয়া দেখিল, তাঁহাদের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন। হিরণ বালিকাদের মুখপ্রতি চাহিয়াও দেখিল না: নিজের ঘরে গিয়া বসিল।

ক্ষণপরে কৃষ্ণনাথ নরুকে লইয়া ফিরিলেন। হিরণকে ঘরে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, কিন্তু পার্ব্বতীকে দেখিবামাত্র তিনি বুঝিলেন, হিরণ স্বেচ্ছায় স্বামিগৃহে আসে নাই। তিনি হিরণের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া কক্ষবাহিরে শাশুড়ীর নিকটে আসিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন, "আমি তবে এখন যাই—জ্যোতি, তুই আমার সঙ্গে চল্।" স্বল্পকালমধ্যে মায়ে-ঝিয়ে প্রস্থান করিলেন।

আকাশ ডাকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণনাথ বাহিরে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। নরু মায়ের কাছে গেল না, লতার সঙ্গেও বাক্যালাপ করিল না। কৃষ্ণনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন; অবশেষে সঙ্কল্প স্থির করিয়া রামু প্রভৃতি কয়েক জন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, পাশের একটা ঘর পরিষ্কার করিতে। ঘর ঝাড়া হইলে কৃষ্ণনাথ হিরণের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ ঘরে শুতে ইচ্ছা কর?"

হিরণ উত্তর না করিয়া মাটী পানে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, আমাকে সেই রকম ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি যদি এ ঘরে শুতে ইচ্ছা কর, আমরা খাটবিছানা নিয়ে ও ঘরে যাই। কোন্ ঘর তোমার পছন্দ বল?"

হির। আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।

কৃষ্ণ। যখন এসেছ, তখন ভাবতে হবে বৈ কি।

হির। আনতে গিছলে কেন?

কৃষ্ণ। আনতে আমি যাই নি—আমি রেলপথে গিছলাম।

হির। তবে ছেলেটা আমাকে সাধাসাধি করছিল কেন?

কৃষ্ণ। তার হৃদয়, তা'কে যা' বলেছিল, সে তাই করেছে; আমি কিছু ব'লে দিই নি।

হির। তুমি কি বলতে চাও?

কৃষ্ণ। তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে থাক্‌তে পার।

হির। ভাল।

বলিয়া হিরণ উঠিল। দ্রুতপদে গৃহ-উঠান অতিক্রম করিয়া খিড়কীতে আসিল। খিড়কীতে পাঁচীল-ঘেরা পুকুর ও বাগান ছিল। হিরণ চঞ্চল-চরণে সিঁড়ি নামিতে লাগিল, কিন্তু জলস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে পড়িয়া গেল। সিঁড়ির কোণ তাহার মাথায় লাগিল। সে আর উঠিতে পারিল না—পড়িয়া রহিল।

জানালা হইতে লতা তাহা দেখিল। সে ছুটিয়া ঘাটে আসিল। দেখিল, হিরণ অচৈতন্য—মাথা দিয়া রক্ত গড়াইতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল। কৃষ্ণ, নরু তাহার চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, লতা হিরণের মাথায় জল দিতেছে আর হিরণ সংজ্ঞাশূন্য। তখন তিন জনে ধরাধরি করিয়া হিরণকে ঘরে আনিলেন। যে ঘর পরিষ্কার করা হইয়াছিল, সেই ঘরে শয্যা পাতিয়া হিরণকে তদুপরি শোয়াইলেন।

ডাক্তার আসিল। ঔষধাদির ব্যবস্থা হইল। দণ্ড দুই পরে হিরণের জ্ঞান হইল। চক্ষু খুলিয়া হিরণ দেখিল, লতা তাহার মাথায় মুখে পাখা করিতেছে। চক্ষু বন্ধ করিল। দুগ্ধ খাওয়াইতে বলিয়া কৃষ্ণ নরুকে লইয়া উঠিয়া গেলেন; লতা দুগ্ধ খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হিরণ খাইল না।

"দুধ একটু খাও, বউদি।"

হিরণ দাঁত চাপিয়া রহিল।

"ওষুধ খাবে বউদি?"

হিরণ কাপড় টানিয়া মুখ ঢাকা দিল।

লতা কিছু করিতে না পারিয়া পাখা করিয়া যাইতে লাগিল। আহার করিতে দয়াময়ী ডাকিলে আহার করিয়া আসিয়া লতা আবার হিরণের পাশে বসিল। দয়াময়ী আসিয়া হিরণকে দুধ খাওয়াইলেন। অপরাহ্নে দেখা গেল হিরণের খুব জ্বর। ডাক্তার আসিল, ঔষধ আসিল। নরু পড়াশুনা করে, আর মাঝে মাঝে মায়ের কাছে ছুটিয়া যায়। পরদিন জ্বর ছাড়িল না, রোগ বিশেষ গুরুতর না হইলেও ভোগাইতে লাগিল। কৃষ্ণনাথ ডাক্তার আনেন, পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া দেন, কিন্তু নিজে বড় বেশীক্ষণ রোগীর কাছে থাকেন না। নরু মাঝে মাঝে রোগীর পাশে আসিয়া বসে। লতা ঔষধ খাওয়ায়, মাথা টেপে, পায়ে হাত বুলায়। কিন্তু রোগী তাহার হাত হইতে পথ্য গ্রহণ করে না—দয়াময়ী অথবা নরু তাহাকে পথ্যাদি দেয়।

রোগীর অবস্থা ক্রমে ভালর দিকে আসিল। এক দিন প্রভাতে হিরণ নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, লতা তাহার পা টিপিয়া দিতেছে। হিরণ পা সরাইয়া লইয়া কহিল, "আর টিপ্‌তে হবে না, তুমি শোও।"

"বেলা হয়েছে বউদি, এখন শোব কেন?"

"আমাকে একটু জল দেও।"

ঘরে আর কেহ ছিল না, লতা জল দিল। তাহার হাতে সজ্ঞানে এই প্রথম জলগ্রহণ। লতার বিপুল আনন্দ।

অপরাহ্নে জ্বর আসিল। লতা রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল। নরু স্কুলে, দয়াময়ী নিদ্রিতা। হিরণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। লতা সাধ্যমত শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কখন মাথা টিপিয়া দেয়, কখন সোডার জল দেয়, কখন বা বাতাস করে। ছট্‌ফট্ করিতে করিতে হিরণ ডাকিল, "লতা!" এই প্রথম ডাক।

লতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বউদি, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, না?"

"আমার কোন কষ্ট নেই, তোমার কষ্ট দেখে আমার যা' কিছু কষ্ট।"

"আমার কষ্ট দেখে কৈ আর ত কারুর দুঃখ হয় না।"

"হয় বই কি। নরু কত বলে—"

"কেউ আসে না, কেউ কিছু বলে না। তুমি যা' আমাকে দিনরাত নিয়ে প'ড়ে আছ।"

"নরুকে স্কুলে যেতে হয়, মাষ্টারের কাছে পড়তে হয়।"

"বাড়ীতে আরও ত লোক আছে।"

"পিসীমা একা, সব দিক্ তাঁকে দেখতে হয়।"

"বাড়ীতে আর লোক নেই?"

"আর কে আছে? ঝি-চাকর? তাদের আসতে বড়দা বারণ ক'রে দিয়েছেন।"

"কেন?"

"বড়দা বলেন, মেয়েদের ঘরে চাকররা যাবে কি? ঝি এক জন এসে ঘর-দোর ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। আর কারুর আসবার ত দরকার হয় না।"

বালিকা বুঝিল না, হিরণের দরকার কত বড়। যাঁহার নাম শুনিবার জন্য হিরণ ব্যাকুল, তাঁহার নাম লতা করিল না—কতকগুলি বাজে লোকের নাম করিল। হিরণ যাঁহাকে খুঁজিতেছিল, তিনি তখন বারান্দায় দাঁড়াইয়া দয়াময়ীকে কহিতেছিলেন, "কোথা যাচ্ছ পিসীমা?"

"একবার বউমাকে দেখে আসি।"

"তোমাকে যেতে হবে না—লতা আছে।"

"সে ছেলেমানুষ, সব কাজ ঠিক ক'রে পারবে কেন?"

"বেশ পারে, তার মত তুমি পার না।"

"তবে কি আমি বোয়ের কাছে যাব না?"

"যাবে দিনে দু' একবার। ডাক্তার বলেছে, রোগীর সঙ্গে একেবারে কথা কবে না, আর তাকে মাঝে মাঝে একা থাকৃতে দেবে।"

দয়াময়ী ফিরিয়া গেলেন। নরু স্কুল হইতে আসিয়া মায়ের ঘরের দিকে ছুটিল। পথিমধ্যে কৃষ্ণনাথ তাহাকে ধরিলেন, কহিলেন, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু তিন মিনিটের বেশী তোমার মায়ের কাছে থাকবে না। আসবার সময় লতাকে ডেকে নিয়ে আসবে। সে অনেকক্ষণ সেখানে আছে।

হিরণ এইরূপে বড় একা হইল। পিসী কথা কহেন না, পুত্র দুই চারিটি কথা কহিয়া চলিয়া যায়। স্বামী আসেন না। কথা কহিতে বা শুনিতে লতা ছাড়া আর কেহ নাই। তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় আহার, লতা ছাড়া আর কেহ দেয় না। পিসীমাকে কিছু দিতে বলিলে তিনি বলেন, তোমাকে ছুঁলে আমাকে এখুনি চান্ করতে হবে। মলমূত্র-ত্যাগের সময় লতা ছাড়া আর কেহ সাহায্য করিতে আসে না। অবলম্বন একমাত্র লতা। লতা সেবা করিতে আলস্য করে না, ঘৃণাও করে না—প্রাণ ঢালিয়া সকল কাজ করে।

একদা রাত্রিকালে হিরণ ডাকিল, 'লতা!' লতা একটু দূরে মেঝেতে বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। দুই চারিবার ডাকাডাকির পর লতা উঠিয়া কহিল, "আমাকে ডাকছ বউদি?"

"আমাকে ধ'রে বসিয়ে দেও না।"

লতা সাহায্য করিল। একটু দূরে জলপূর্ণ একটা বালতি ছিল; তাড়াতাড়ি তাহা আনিতে গিয়া পড়িয়া গেল। হিরণ আহা বলিয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ লতা উঠিয়া যথাস্থানে বালতি আনিল। হিরণ শয্যায় ফিরিয়া আসিয়া লতাকে ডাকিলেন, কহিলেন, "আমার কাছে এস, কোথা লেগেছে দেখি।"

"বেশী লাগে নি—এই কোমরটায় একটু—"

"আহা, হাড়টা ফুলে উঠেছে।"

"ও কিছু নয়, তুমি ঘুমোও।"

"তোকে কত কষ্ট দিচ্ছি, লতা।"

"আমার কোন কষ্ট নেই, আমি বেশ আছি।"

হিরণ তাহার মুখচুম্বন করিলেন; কহিলেন, "আজ হ'তে তুই আমার মেয়ে। তুই যা' আমার সেবা করছিস, এত সেবা মেয়েতেও করে না।"

দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণনাথ তাহা শুনিলেন। পতনের শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন বুঝিলেন, লতার আঘাত সামান্য, তখন তিনি রোগীর কক্ষে প্রবেশ না করিয়া নিজের শয্যায় ফিরিয়া গেলেন। অন্তরালে থাকিয়া তিনি যাহা শুনিলেন, তাহা তাঁহাকে বিপুল আনন্দ দান করিল। এই রকম ফলেরই আশা করিয়া তিনি লতাকে রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখনও অনেক বাকি। হিরণের মনের মলা কিসে যায়? ক্ষুদ্রত্ব কিরূপে প্রস্থত হইয়া মহত্ত্বে পরিণত হয়? কৃষ্ণনাথ অনেক চিন্তা করিলেন। অবশেষে লতাকে ডাকিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, "তোমরা সমস্ত দিন কি কর?"

"কখন গল্প করি, কখন বা চুপ ক'রে ব'সে থাকি।"

"আমি তোমাকে একখানা বই দিচ্ছি, সেইখানা প'ড়ে তোমার বউদিকে শোনাবে। ভারতবর্ষের প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাদের জীবনের কথা এই কেতাবে পাবে। কখন কখন রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলবে।

তোমার বউদি ইংরিজী শিখেছেন, কিন্তু ও-সব বই পড়েন নি। তোমার দাদার গল্পও মাঝে মাঝে বল্‌বে।"

লতা বই লইয়া প্রস্থান করিল। হিরণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রামায়ণ প্রভৃতির গল্প শুনিতে লাগিল। একখানা বই শেষ হইলে লতা আর একখানা বই আনে। জ্ঞানের একটা পিপাসা আছে, তাহা মানুষকে সময় সময় উন্মত্ত করিয়া তুলে। এই পিপাসা উভয়ের জাগিল। রাত্রিতেও বিরাম নাই; আলো জ্বালিয়া এক জন পড়িতে থাকে, অপরে চক্ষু বুজিয়া শুনিতে থাকে। মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ শেষ হইল, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলা ফুরাইল। গৃহে আর ভাল বই নাই, কিন্তু বই চাই। স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে বই আসিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে কৃষ্ণনাথ একবার চুণারে গিয়াছিলেন। রোগীর কক্ষে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণনাথ বিদায়কালে লতাকে কহিয়াছিলেন, "তোমার উপর তোমার বউদির ভার দিয়ে যাচ্ছি, লতি।"

ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমার বউদি কেমন আছেন, লতি?"

লতা কহিল, "বেশ আছেন, উঠে হেঁটে বেড়ান—"

কৃষ্ণ। তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করেছ। আমি জানি, তুমি করবে; আমি তাই তোমার জন্যে একছড়া নেকলেস এনেছি। এই নেও।

লতা। এই নেও বউদি—বড়দা কি এনেছেন।

হিরণ গহনার কেস খুলিয়া সযত্নে লতার গলায় হার পরাইয়া দিলেন। লতা হাসিয়া কহিল, "এ হার "তুমি আমাকে দিলে বউদি, দাদা নয়।"

সেই দিন অপরাহ্নে হিরণ তাঁহার পুরাতন গহনা ভাঙ্গিয়া লতার জন্যে বিশ ভরির চুড়ি গড়াইতে দিলেন। কৃষ্ণনাথ আনন্দিত হইলেন; বুঝিলেন, হৃদয়ের প্রশস্তি আসিয়াছে।

সন্ধ্যার পর হিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা লতা, তোমার দাদা যখন গঙ্গা হ'তে সুকু ও তার বাপকে পিঠে ক'রে উঠিয়ে আনেন, তখন তুমি উপস্থিত ছিলে?"

"উঠিয়ে আনতে দেখি নি; তবে তাঁরা বারান্দায় যখন উঠছেন, তখন সেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

তার পর তোমরা কি করলে?"

"আমরা তাঁদের বিছানায় শুইয়ে সেবা করতে লাগলাম। কিন্তু বড়দা গিয়ে না পড়লে আমরা বড় কিছু ক'রে উঠতে পারতাম না। বড়দার কি বুদ্ধি, কি দয়া,—"

"তুমি গোড়া হ'তে আবার সেই গল্পটা বল।"

লতা বলিল। দশ দিন বলিযাছে, আবার আজ বলিল। সে গল্প বলা শেষ হইলে কোন্নগরে ঘোড়ার দৌরাত্ম্যের কথা জিজ্ঞাসিত হইল। কি ভাবে দাঁড়াইয়া অমরনাথ ঘোড়ার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা হিরণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকল কথা বলা শেষ হইলে হিরণ চিন্তামগ্ন হইলেন—নীরবে কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে লতার হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "লতা, আমি কি মূর্খ ছিলাম?"

"বা রে! আজ বুঝি তুমি পণ্ডিত হয়ে গেছ?"

"হ্যাঁ, পণ্ডিত হয়েছি আর তুমি আমাকে পণ্ডিত করেছ। মহৎ ব্যক্তিরা ব'লে থাকেন, ক্ষুদ্রকেও অগ্রাহ্য করবে না; কেন বলেন, তা তোমা হ'তে বুঝেছি।"

"ও, বউদিদি, তুমি ও রকম কথা বোলো না, আমি যে জবাব দিতে পারি নে।"

"এ কথার জবাব নেই লতা, তুমি আমার বুকে এস।"

পরদিন প্রভাতে শয়নঘরে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া হিরণ লতাকে কহিল, "এক কাজ করতে পার লতি?"

"তুমি যা বলবে, তাই করব, তুমি যে আমার মায়ের মত।"

"তোর বড়দাকে একবার ডেকে আন্‌তে পারিস্? কিন্তু বলিস্ নে আমি ডাকছি।"

"বড়দা যদি জিজ্ঞেস করেন, কে ডাকছে, তখন আমি কি ক'রে মিথ্যে বলব?"

"তবে থাক্।"

"না, থাক্‌বে না বউদি, তোমার কাজ করতে না পারলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে।"

"তবে যা ভাল বোঝ কর।"

ক্ষণকাল চিন্তান্তে লতা কহিল,"আচ্ছা, আমি ডেকে আন্‌ছি।" বলিয়া সে উঠিল এবং বাহিরে বৈঠকখানায় আসিয়া তাহার বড়দার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। কৃষ্ণ কহিলেন, "কেন রে, কি হয়েছে, বল্।" লতা কোন কথা কহে না, শুধু টানিতে থাকে। কৃষ্ণ কোন জবাব না পাইয়া হাসিতে লাগিলেন, অবশেষে উঠিলেন। লতা তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া হিরণের ঘরে হাজির করিল। পাছে বড়দা পলাইয়া যায়, তাই দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। কেন তাহার এ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন নহে। কৃষ্ণ রোগীর ঘরে বড় একটা আসিতেন না, ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে হইয়া যা আসিতেন। কোন প্রয়োজনে আসিতে হইলে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিয়া কক্ষত্যাগ

করিতেন। লতা এই সব দেখিয়াই দোর চাপিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণনাথ হিরণের চক্ষুতে এমন কিছু একটা দেখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার দেহে পুলকসঞ্চার করিল। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। হিরণ উঠিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া স্বামীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া তাঁহার পানে করুণনয়নে চাহিলেন। কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "স্নান করেছ দেখছি—বেশ—গায়ে একটা জামা দেও। ঘরটা বড় ভিজে, চল ও, ঘরে যাই।"

বলিয়া হিরণের হাত ধরিয়া উঠাইলেন। স্বামীর করস্পর্শে হিরণের দেহ কণ্টকিত হইল। আবেগ একটু কমিলে হিরণ অভিমানভরা কণ্ঠে কহিল, "আমি মরতে বসেছিলাম, তুমি ত আমাকে দেখ নি।"

"আমি ত তোমার দোরের পাশে সমস্ত দিন কাটাতাম, রাতে তুমি ঘুমুলে তবে শুতে যেতাম।"

সত্য! ও আমার প্রেমময়, তুমি আড়ালে থেকে এত ভালবাস! আমি না বুঝে কত অনুযোগ করেছি। হিরণ আনন্দে বিভোর হইয়া চতুর্দ্দিক আনন্দময় দেখিল।

৩২

ঝরিয়ার রামগড় কয়লার খনিতে এঞ্জিনীয়ারের বাংলোতে একদিন সন্ধ্যার পর অমরনাথ য়ুরোপীয়দিগের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। বাজি রাখিয়া ব্রিজ খেলা চলিতেছিল। অমরের পার্টনার ছিলেন খনির ম্যানেজার মিঃ গার্থ; আর এঞ্জিনীয়ার বেনসনের পার্টনার ছিলেন তাঁহার স্ত্রী মিরা। গার্থের পিতা বাঙ্গালী,মাতা বিলাতী। গার্থ বিলাতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজের সকল অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ণ ও নীল চক্ষু পান নাই। দেহশোভা না পাইলেও শিক্ষাবলে ম্যানেজারের উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

চারি ব্যক্তির মধ্যে যখন খেলা চলিতেছিল, তখন সুরাপানাদি যে চলিতেছিল না, এ কথা বলা যায় না। তবে পানটা য়ুরোপীয়দের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল—অমর বা মিরা সুরা স্পর্শ করেন নাই। গার্থ যতই হারিতেছিলেন, ততই তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তখন ঘন ঘন পাত্র উঠাইয়া কণ্ঠ ভিজাইতেছিলেন। তাসের পড়্‌তা বেনসনের দিকে এতই ঢলিয়াছিল যে, গার্থ আর সৎপথে থাকিতে পারিলেন না—তিনি ইঙ্গিত-ইসারায় অমরকে তাঁহার হাতের তাস জানাইতে লাগিলেন। অমর সে নীচ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজের ইচ্ছামত তাস খেলিতে লাগিলেন। গার্থের মেজাজ তাহাতে আরও উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যখন দেখিলেন, অমর তাঁহার ইঙ্গিত বারম্বার উপেক্ষা করিতেছেন, তখন তিনি রুক্ষভাবে কহিলেন, "তুমি খেলতে জান না, অমর বাবু।"

অম। তোমার মত খেলতে জানি না বটে।

গার্থ। কথাটার মানে কি?

অম। তোমার ইচ্ছামত অর্থ ক'রে নিতে পার।

গার্থ। তুমি য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আগে বোধ হয় খেল নি?

অম। তোমার মত য়ুরোপীয়ের সঙ্গে খেলি নি, এ কথা ঠিক।

গার্থ। মানে?

অম। মানে কি, তুমি বুঝছ—প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য কর কেন?

গার্থ বোতলের বিষ খুব খানিকটা ঢালিয়া লইয়া উদরে পাঠাইলেন। অমর দেখিলেন, ঝগড়া ঘনাইয়া আসিতেছে, আর ঝগড়া করিবেন বলিয়া গার্থ পাত্র নিঃশেষ করিয়া মদ্যপান করিলেন। অমর তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গার্থ কহিলেন, "আমার কথাটার উত্তর দিয়ে যাও।"

অম। যথেষ্ট উত্তর দিয়েছি।

গার্থ। উত্তর যা দিয়েছ, তা বাঙ্গালীর উপযুক্ত। সাহস থাকে, খুলে বল।

অম। তবে খুলে বলছি—তুমি আমাকে হরতন দেখিয়ে ইঙ্গিত করলে সেটা খেলতে। আমি খেলতাম হরতন, কিন্তু তুমি দেখালে ব'লে আমি সেটা খেললাম না। এর পূর্ব্বে এক বাজিতে ডাকের সময়—

গার্থ। তুমি মিথ্যাবাদী—

অম। তুমি জোচ্চোর, ঠকিয়ে পয়সা নিতে চাও।

গার্থ আস্তিন গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "বাঙ্গালী জাতটাই মিথ্যাবাদী, আমি তোমাকে শিক্ষা দেব।"

অম। তা হ'লে আগে তোমার বাপকে শিক্ষা দেও গে।

গার্থ একটা গালি দিয়া ঘুসি উঠাইলেন। বেনসন ঝটিতি উঠিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন। গার্থ কহিলেন, "স'রে দাঁড়াও বেন্‌সন্, এই নিগারটাকে একটু শিক্ষা দি।"

বেন। নিগার অমর বাবু নয়, নিগার তুমি।

গার্থ। বেন্‌সন্!

বেন। কি গার্থ?

গার্থ। তুমি এখনই ক্ষমা চাও—

বেন। তোমার মত কুকুরের কাছে ক্ষমা চাইব?

গার্থ। তবে তোমাকে এখান হ'তে তাড়াব।

বেন। তাড়াবার সামর্থ্য নেই তোমার।

গার্থ একটা কুৎসিত গালি দিয়া উঠিল। বেনসন আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া গার্থকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। আঘাতের উপর আঘাত—গার্থ ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার নাকমুখ দিয়া রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। অমর জল আনিয়া রক্তাদি ধুইয়া দিলেন। গার্থ তখন অচৈতন্য। অনেক শুশ্রূষার পর তাঁহার যখন চৈতন্য হইল, তখন অমর তাঁহাকে বুকের উপর ফেলিয়া লইয়া চলিলেন। গার্থের বাংলো নিকটে; তথায় তাঁহার স্ত্রী, পুত্র কেহই ছিল না। কাজেই অমরকে সমস্ত রাত্রি তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে হইল। ডাক্তার আসিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

প্রভাতে দেখা গেল, গার্থের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অমর পুনরায় ডাক্তার আনাইলেন। এ অবস্থায় ডাক্তারের যাহা সাধ্য, তিনি তাহা করিলেন। কিন্তু ভাঙ্গা দাঁত জোড়া দিতে না পারিয়া কৃত্রিম দন্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা দান করত প্রস্থান করিলেন। অমরও বিদায় লইলেন। বিদায়কালে গার্থ কহিলেন, "আমি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি, চিন্তার আর কারণ নাই। কিন্তু অমর বাবু, আমার মনে বড় দুঃখ হচ্ছে যে, আপনাকে আমি পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে অমর সরিয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাতে গার্থ অমরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমর আসিলে কহিলেন, "তোমাকে আমার সঙ্গে ধানবাদে যেতে হবে, অমর বাবু।"

"কেন?"

"দেখুন অমর বাবু, আপনাকে আমি চিনেছি—আপনি একটি প্রকৃত মানুষ। অনেক রূঢ় ব্যবহার করেছি—ক্ষমা করবেন।"

"ধানবাদে কেন, তাই আগে বলুন।"

"আমি বেনসনের নামে মোকর্দ্দমা করব—"

"তা, আমাকে কি করতে হবে?"

"তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।"

"আমি জীবনে সাক্ষ্য দিই নি কোন মোকর্দ্দমায়।"

"তুমি ছাড়া আমার সাক্ষী আর নাই। বেনসনের স্ত্রী মিথ্যে ব'লে স্বামীকে বাঁচাবে—তুমি বেনসনের বন্ধু হ'লেও মিথ্যে বলবে না।"

"সাহেব, আমাকে ক্ষমা কর, আমি সাক্ষ্য দিতে পারব না।"

"দেখছি, সমন না ধরালে তুমি যাবে না; বেশ, তাই হবে।"

অমর প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্লাব-ঘরে বাসা লইয়াছিলেন। সভ্য কম হইয়া যাওয়ায় ক্লাব ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এক্ষণে খালি পড়িয়া থাকায় য়ুরোপীয়রা ঐ গৃহটি অমরের বাসের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এঞ্জিনীয়ারের বাংলোর অতি নিকটেই এই ক্লাবঘর। অমর স্বয়ং রন্ধন করিতেন। পূর্ব্বে এক জন ভৃত্য ছিল, সম্প্রতি রামু আসিয়া তাঁহাকে সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

অমর ক্লাব-ঘরে ফিরিয়া আসিলে বেন্‌সন্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "গার্থ তোমাকে ডেকেছিল কেন?"

অ। সে তোমার নামে নালিশ করবে।

বে। আমিও ভেবেছিলাম, তার এই রকম একটা মতলব। তোমাকে বোধ হয় সাক্ষ্য দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল?

অ। হাঁ।

বে। তুমি কি বললে?

অ। আমি সাক্ষ্য দিতে পারব না ব'লে এসেছি।

বে। সে যদি সমন ক'রে তোমারে নিয়ে যায়?

অ। আমিও তাই ভাবছি। মনে করছি, দেশে চ'লে যাই।

বে। তা হ'তে পারে না—যে মহাজন তোমার খনির কাজে টাকা দেবে বলেছে, সে আজও আসে নি। আগে আসুক—

অ। এর পরে যা হয় করা যাবে, এখন পালাই।

বে। তা হ'তে পারে না—তোমকে থাক্‌তেই হবে।

অ। থাকলেই ত সাক্ষ্য দিতে হবে।

বে। সাক্ষ্য দেবার সময় একটু ঘুরিয়ে বললেই সকল গোল চুকে যায়।

অ। আমি তা পারব না বেন্‌সন্, আমি মিথ্যে বলতে পারব না।

বে। তুমি কি কখন মিথ্যা বল নি?

অ। কথা রাখতে পারি নি, এমন হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলি নি।

বে। তবে তোমাকে আমি মিথ্যে বলতে বলি না; আমার কপালে যা আছে, ঘট্‌তে দেও।

পরদিন অপরাহ্নে অমরনাথ চুপিচুপি পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার দ্রব্যাদি সামান্য, রামু সত্বর গুছাইয়া ফেলিল। যখন তিনি শকটের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন গার্থ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছ, বাবু?"

"কলিকাতা।"

"তুমি যে পালাবার চেষ্টা করবে, তা আমি জানতাম ; আমিও সেইমত ব্যবস্থা করেছি।"

"কি ব্যবস্থা করেছ গার্থ?"

"এখনই তা দেখবে।"

বলিয়া গার্থ মুহূর্ত্তের জন্য বাহিরে আসিলেন এবং আদালতের পিয়াদাকে ডাকিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। পিয়াদা সেলাম করিয়া অমরের হাতে সমন দিল।

সন্ধ্যার সময় অমর একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। চুরুট নিবিয়া গিয়াছে, তখনও তিনি চুরুট টানিয়া যাইতেছেন। সহসা শুনিলেন, বেন্‌সন্‌ বলিতেছেন, "আর তোমার পালাবার পথ নেই অমর—ভালই হ'ল।"

অ। এখন পালালে বুঝি ওয়ারেণ্টে ধ'রে আনবে?

বে। আইন ত তাই।

অ। তোমার কি শাস্তি হ'তে পারে বেন্‌সন্‌?

বে। জেল ; তবে দু' এক বছর না হয়ে দু' এক মাস হ'তে পারে ; দাঁত না ভাঙ্গলে বড় কিছু হ'ত না।

অমর চিন্তামগ্ন হইলেন। মিরা আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন ; কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি অত ভাবছ কেন, অমর বাবু? তুমি সত্য বোলো, আমরা ইংরাজ, সত্যের সম্মান করতে জানি।"

"মিথ্যে ত বলতে পারবই না মেম সাহেব, কিন্তু সত্য বল্‌লে ত নিষ্কৃতি নেই।"

"তোমাকে একটা কথা চুপিচুপি বলি, অমরবাবু। ধানবাদের হাকিমপত্নীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, কালই আমি তাঁর কাছে যাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

অমর যে মিরার আশ্বাসবাক্যে নিশ্চিন্ত হইলেন, এরূপ বুঝা গেল না। তিনি মিঃ বেনসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মামলা কি মেটে না, বেন্‌সন্‌?"

"না, মিটতে পারে না।"

"কেন?"

"তুমি কি সেই জানোয়ারটার কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে বল? তা আমার দ্বারা হবে না। আমাদের ভেতর মনের অকৌশল অনেক দিন হ'তে চলছে ; আজ সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। লোকটা অতি দুশ্চরিত্র—কুলী-মেয়েদের কাছে মার খেয়ে এসে আমার স্ত্রীর কাছে কুপ্রস্তাব করে। আমি বরাবর লোকটাকে ঘৃণা করি।"

"তোমাকে আর আমি মেটাতে বলি না। আমাকে ধর্ম্ম রক্ষা করবেন, আমি তাঁর শরণাগত।"

৩৩

রেবার বিবাহ স্থির হইয়াছে এক উকীলের সঙ্গে। পাত্রপক্ষীয়রা যে দিন কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, সে দিন রেবা বাঁকিয়া দাঁড়াইল। বিবাহ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই। পার্ব্বতী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, শোভাও সঙ্গে ছিল। শোভা স্পষ্টাস্পষ্টি রেবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাপড়-জামা পরছিস নে কেন?"

রেবা। পরব না, আমার ইচ্ছে।

শোভা। তুই কি বিয়ে করবি নে?

রেবা। না।

শোভা। অমর বাবুকে পেলে বিয়ে করিস, কেমন?

রেবা। যাও।

পার্ব্বতী সর্ব্বাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা অমরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলে না কেন?"

স। অমর বিয়ে করলে কৈ? সে কোথা চ'লে গেল। তা ছাড়া—

পা। তা ছাড়া কি?

স। শরতের ইচ্ছে নয়, তার সঙ্গে রেবার বিয়ে হয়।

পা। সে কি! অমরের মত সুপাত্র—

স। কি জানি দিদি, অমরকে সে একেবারেই পছন্দ করে না।

পা। শুনলাম, সে দিন অমর তাকে এক সাহেবের হাত হ'তে রক্ষা করেছিল। এতটা উপকার—

স। শরৎ তা স্বীকার করে না।

শোভা থাকিতে পারিল না, কহিল—"স্বীকার করাটাই শরৎদার পক্ষে অন্যায় হ'ত।"

কথাটার উত্তর কেহ করিল না। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সর্ব্ব, অমর সে দিন এখানে খেতে এসে কি গোল করেছিল?"

সর্ব্বা। একটা ভিখিরীকে ভিক্ষে দেওয়া হয় নি, তাই তিনি রাগ ক'রে উঠে পড়েছিলেন।

শোভা। সত্যি কথা বল মাসীমা ; এ রকম ক'রে এক জনের মহত্ত্বকে কালিমালিপ্ত করো না। আমি রেবার কাছে সব শুনিছি।

সর্ব্বা। কি শুনিছিস?

শোভা। ভিখিরীকে ধ'রে দরওয়ানরা মারছিল, মারের শব্দ শুনে তিনি খাওয়া ফেলে ছুটে যান—

সর্ব্বা। আমিও ত তাই বলছি।

শোভা। তুমি তা বলছ কৈ? তুমি বলছ, তিনি রাগ ক'রে উঠে গিছলেন। অমর বাবুর রাগ নেই—

শান্ত শিষ্ট সদাহাস্য মুখ, অথচ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কেমন একটা ভয় হয়।

সর্ব্বাণী উত্তর দিবার পূর্ব্বে শরৎ আসিয়া কহিলেন, "এখনও সাজান-গোজান হয় নি? তারা কি রাত পর্য্যন্ত ব'সে থাকবে?"

সর্ব্বা। মেয়েটা যে কাপড়চোপড় পরছে না, আমি কি করব?

শর। পরছে না কেন?

সর্ব্বা। বলে, বিয়ে করব না।

শর। একদম বিয়ে করবে না?

সর্ব্বা। তাই ত বলছে।

শর। কথাটা মন্দ নয়, বিলেতে মেমরা এমনই ক'রে থাকেন। অনেক বড় ঘরের মেয়েরা একেবারে অবিবাহিত থেকে যায়, আমি কেতাবে পড়েছি।

শোভা কহিল, "রেবা বিয়ে করতে রাজি আছে, যদি অমর বাবুকে পায়।"

রেবা। হুঁ, আমি তোমাকে তাই বলতে গেছি?

শর। অমরের সঙ্গে রেবার বিয়ে হ'তেই পারে না। লোকটাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না।

শোভা। কেন কর না শরৎ-দা?

শর। লোকটা গোঁয়ার-গোবিন্দ; হাত ত উঠেই আছে—কখন্ কা'কে মেরে বসে।

শোভা। তোমাকে না কি তিনি রেল-গাড়ীতে রক্ষে করেছেন?

শর। আমাকে? কিছুই সে করে নি; সাহেব-টাকে একাই আমি মেরে ফেলতে পারতাম। তবে কি জান? থাক্ ও সব কথা—এখন রেবাকে সাজিয়ে দেও। আমি আর দেরী করতে পারছি নে, সন্ধ্যের পর আমাকে কলকাতায় যেতে হবে।

রেবা উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। শোভা তাহার অনুসরণ করিল। উভয়ে একখানা খাটের উপর বসিল। উভয়ের মুখ গম্ভীর। অতঃপর শোভা ধীর-ভাবে কহিল, "রেবা, তোর দুঃখ বুঝি, কিন্তু সে ত তোর হবার নয়। তুই আজন্ম কুমারী হয়ে ব'সে থাক্লেও সে তোকে বিয়ে করবে না।"

রেবা কোন উত্তর করিল না। শোভা কহিল, "তুই আমার কাছে লুকুস নি; আর লুকুবিই বা কি? কে না জানে তোর প্রেমের কথা? উত্তরপাড়ায় কারুর জানতে আর বাকী নেই।"

"কি যে বক্‌ছ শোভা-দি?"

"বক্‌ছি তোরই ভালর জন্যে; অধীর হ'স নি—বিয়ে কর—"

"তুমিও লাগলে শোভা-দি! তবে আমি যাই কোথা?" বলিতে বলিতে রেবা কাঁদিয়া ফেলিল। শোভা তাহাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কাঁদিস্‌নে বোন্; তোর কান্না দেখলে আমি স্থির থাক্‌তে পারি না।"

রেবার কান্না বাড়িয়া গেল। শোভার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া রেবা অনেকক্ষণ কাঁদিল। শোভা কহিল, "কাঁদ্‌লে কি হবে বোন্, তাকে যে পাবার নয়; অনেক দূর সে চ'লে গেছে, হয় ত আর ফিরবে না।"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে রেবা কহিল, "আমার কি হবে দিদি? আমাকে বুদ্ধি দেও—"

শো। তুই কি উপায়হীন হয়ে পড়েছিস?

রে। সত্যি হয়েছি।

শো। বিয়ে কর, তা হ'লে উপায় হবে।

রে। বিয়ে আর হ'তে পারে না, শোভা-দি।

শো। তুই বলছিস কি?

রে। আমি সত্য বলছি—এ দেহমন আর কাউকে দিতে পারব না।

শো। তুই যে আমাকে অবাক্ করলি। ছেলেখেলা করতে গিয়ে এ কি!

রে। ছেলাখেলা কোন দিনই করি নি শোভা-দি। প্রথম দিনই তিনি আমার হৃদয় অধিকার করেছিলেন; কিন্তু তখন বুঝি নি, ভালবাসা কা'কে বলে—তোমরা বিবাহের প্রস্তাব ক'রে আমাকে তা বোঝালে। তখন আমার লজ্জা-সরম সকল বাঁধন ছিঁড়ে গেল—আমি সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে দিয়ে তাঁকে ভালবাসলাম; এখন আর ত ফেরবার বা ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই, শোভা-দি!

শো। নাটক-নবেল প'ড়ে দেখ্‌ছি তোর মাথা বিগড়ে গেছে। এ সব ঢং আমাদের ঘরে আগে ছিল না। তুই এ সব নাটুকে কথা ছেড়ে দিয়ে এখন লক্ষ্মীমেয়ের মত বিয়ে কর্।

রে। বিয়ে ত আমার হয়ে গেছে—আমি তাঁকে স্বামিত্বে বরণ করেছি।

শো। তুই বরণ করলেই ত আর হ'ল না, তিনি বরণ ক'রে নেবেন, তবে ত—

রে। তিনি না নেন, আমি চিরদিন তাঁর—রেবার দ্বিতীয় স্বামী নাই।

শোভা মুগ্ধ হইল—প্রতিবাদ করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। রেবার মাথায় হাত দিয়া কহিল, "আমি অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি তাঁকে স্বামিরূপে লাভ কর।"

শোভার চরণধূলি মাথায় লইয়া রেবা কহিল, "পুরস্কারের আশা ক'রে তাঁকে আমি সিংহাসনে বসাই

নি শোভা-দি, তিনি আপন হ'তে এসে আমার হৃদয়ে বসেছেন ; আমি চেষ্টা ক'রেও তাঁকে সরাতে পারব না।”

শো। সরিয়ে কাজ নেই বোন্ ; তিনি এক দিন তোমার হবেন।

রে। যদি আমার পূজা তাঁর গ্রহণযোগ্য হয়—

সর্ব্বাণী আসিয়া কহিলেন, “কাপড়-চোপড় পরতে হবে না ? আয়—”

শোভা। রেবা যাবে না, যেতেও আর বোলো না।

সর্ব্বা। না বললে চলবে কেন ? বিয়ে ত করতে হবে।

শোভা। তবে তুমি ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া কর গে—বলিয়া প্রস্থান করিল। রেবা ডাকিল “মা !”

স। কি বল—

রে। আমার বিয়ের কথা আর তুলো না।

স। কেন ?

রে। মনে কোরো, তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, কুলটা হ'তে তাকে বোলো না।

সর্ব্বাণী স্তম্ভিত হইলেন ; ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, “হুঁ, বুঝেছি ; কিন্তু রেবা, তাকে যে পাবার নয়।”

রে। না পাওয়া যায়, আমি এমনই থাক্‌ব—বিয়ের কথা আর বোলো না !

স। আমি যেমন ক'রে পারি—

পার্ব্বতী আসিয়া পড়িলেন ; কহিলেন, “তা হ'লে আমরা যাই সব্ব, আশীর্ব্বাদ ত আর হ'ল না।”

স। এর মধ্যে যাবে কি, দিদি ? খাওয়া-দাওয়া কর।

পা। দেরী হয়ে যাবে। আচ্ছা সব্ব, ঠাকুরঝিকে তোর মনে পড়ে ?

স। কে বল দেখি ?

পা। হেমমালা ; যার মীরপুরে বিয়ে হয়েছে।

স। হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে ; তারা বড় জমীদার, না ?

পা। হাঁ। ঠাকুরঝি যে আসছে।

স। কোথা ? তোমাদের ওখানে ? এত দিন পরে কি মনে ক'রে ?

পা। আসছে আমাদের নেমন্তন্ন করতে। আমরা যাব—বড় জামাইরাও যাবে।

স। কেন কেন, এত দিন পরে নেমন্তন্নের এত ঘটা কেন ?

পা। কেষ্ট বলছিল, লতার সঙ্গে ঠাকুরঝির ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ঠাকুরজামাইয়ের খুব ইচ্ছে লতাকে ঘরের বউ করতে।

স। অমন মেয়েকে নিতে কা'র না ইচ্ছে হয় ? আমার ছেলে থাকলে—

পা। তোমার ছেলে থাক্‌লে কি হবে ? অমর বিয়ে দিতে রাজী হবে, তবে ত।

স। আমার ছেলের সঙ্গে অমর বিয়ে দিতে রাজি হবে না, বল কি দিদি ?

পা। তুমি কোন্ ছার, ঠাকুরঝির একটিমাত্র ছেলে, লাখ-লাখ টাকার মালিক—তারই সঙ্গে বিয়ে দিতে অমর রাজি হয় নি।

স। ও মা, সে কি গো ! অমরের বুদ্ধিশুদ্ধি অমন কেন ?

পা। তার বুদ্ধির পরিচয় আরও শুনবে ? অমরের বাপের না কি কয়লার খাদ ছিল। ঠাকুরজামাই তা চালাতেন। এখন তার আয় দাঁড়িয়েছে হাজার হাজার টাকা, জমেছেও লাখ টাকা। ঠাকুরজামাই সে সব কড়ায় গণ্ডায় অমরকে দিতে চাইলেন ; অমর নিলে না, বললে, আপনি আমাকে দান করছেন।

স। দেখছি, অমর পাগল।

পা। সে নিজে পাগল না হ'লেও অপরকে পাগল ক'রে তোলে। ঠাকুরজামাই ত অমর অমর ক'রে পাগল, কত সাধ্যসাধনা ক'রে তাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন। তারই খাতিরে আমাদের নেমন্তন্ন।

স। অমর যাবে ? কবে যাবে ?

পা। পূজোর সময়।

সর্ব্বাণী একটু ভাবিয়া কহিলেন, “কবে তারা আসবে ?”

“কে, ঠাকুরঝি ? দশ বিশ দিনের মধ্যে আসতে পারে।”

“এলে আমাকে খবর দেবে, দিদি ?”

“দেখি আগে, তারা ক'দিন থাকে ?”

“আচ্ছা, আমি লোক পাঠিয়ে রোজ খবর নেব।”

কর্ত্তা গণেশবাবু আসিয়া পড়িলেন। উভয়ে মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। রুদ্ধকণ্ঠে গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেয়ে কি তোমরা দেখাবে না ?”

“না, দেখাব না—মেয়ের জ্বর হয়েছে।”

৩৪

ধানবাদের হাকিম এক জন নবীন ইংরাজ। তিনি রহস্যপ্রিয়, উদারহৃদয়, বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত। তাঁহার এজলাসে গার্থের মোকর্দ্দমা উঠিল। আসামী প্রভৃতি সকলেই হাজির। গার্থ মিরাকে সাক্ষী মানেন নাই।

তাঁহার সাক্ষী ছিলেন, ডাক্তার ও অমরনাথ।

আগে গার্থের জবানবন্দী লওয়া হইল। তিনি কিছু কিছু মিথ্যা বলিলেন। তিনি এজাহার দিলেন, বেন্‌সন্ মাতাল হইয়া তাঁহাকে মারিয়াছে, বেন্‌সনের সহিত তাঁহার ঝগড়া হয় নাই, ঝগড়া হইয়াছিল সাক্ষী অমরের সঙ্গে, বেন্‌সন্ হঠাৎ উঠিয়া তাঁহাকে মারিল। অমর বেন্‌সনের বন্ধু, বন্ধুর পক্ষ লইয়া আসামী তাহাকে মারিল। আসামীর সঙ্গে তাহার কোন বচসা হয় নাই, ইত্যাদি। কিন্তু জেরায় সকল কথা টিকিল না; তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, তিনি মদ খাইয়াছিলেন, খেলায় হারিতেছিলেন, বেন্‌সনের সঙ্গে বচসা হইয়াছিল; অমর তাঁহার বন্ধু, ক্লাব-ঘর তাঁহার বাসের জন্য তিনিই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

প্রথম সাক্ষী ডাক্তার ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। আঘাত সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া তিনি নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তাহার পর অমরের সাক্ষ্য। তাঁহারই সাক্ষ্যের উপর মোকর্দ্দমার ফলাফল নির্ভর করিতেছে: অমর আদালত-গৃহে প্রবেশ করিলে সকলের নয়ন তাঁহার উপর পড়িল। তাঁহার পরিধানে ধুতি, কোট, চাদর, মোজা। এক এক জনের দেহের সুবিধা বিধাতা এমনই করিয়া দিয়াছেন যে, সে যাহা কিছু পরিধান করে, তাহাকে তাহাতেই সুন্দর দেখায়, অমরের অঙ্গে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতে বিধাতা একটুও কার্পণ্য করেন নাই। সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি বিচারগৃহে প্রবেশ করিলে অনেকের মনে হইল, তিনি রাজভূষা পরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে পথ দিতে কেহ কেহ সম্ভ্রমের সহিত সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি হাকিমকে অভিবাদন জানাইয়া সাক্ষীর আসনে গিয়া দাঁড়াইলেন। তথা হইতে দেখিলেন, আসামী কাঠগড়ার পাশে এক-খানি চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট বলিয়া অমরের মনে হইল। মিরা তাঁহার উকীলের পার্শ্বে নীরবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সদা প্রফুল্ল মুখে হাসি নাই—বিষাদ-ভরা নিবিড় মেঘ তাঁহার মুখখানি আচ্ছন্ন করিয়াছে। অমর চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিয়া অবশেষে হলফ পাঠ করিলেন। গার্থ তাঁহার উকীলকে বলিলেন, "আমার এ সাক্ষী কিছুতেই মিথ্যা বলিবে না।" উকীল মৃদুহাস্যসহকারে উত্তর করিলেন, "একটু আধটু মিথ্যা বলে না, এমন সাক্ষী আমি আজও দেখি নি।"

উকীল উঠিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। নাম-ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসার পর উকীল—"আপনি এক জন বড় পণ্ডিত না কি?"

অ। একেবারেই নয়।

উ। এম এ পাশ করেছেন?

অ। করেছি।

উ। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-স্কলারসিপ পেয়েছেন?

অ। পেয়েছি।

উ। পণ্ডিত আর কাকে বলে?

অ। পণ্ডিত বলে তাকে—যার অন্ততঃ একটা বিষয়েও জ্ঞান জন্মেছে।

উ। যাক্, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই নে। এখন আপনি এ মোকর্দ্দমার কি জানেন বলুন।

অ। জানি, গার্থ ফরিয়াদী, বেন্‌সন আসামী, আমি সাক্ষী, আর আপনি উকীল।

উ। আপনি বেন্‌সনকে মারতে দেখেছেন?

অ। যে দেখেছে, আপনি তাকে জিজ্ঞেসা করুন।

উ। কে দেখেছে?

অ। আমার চক্ষু।

উ। আচ্ছা, আমি তাকেই জিজ্ঞেস করছি।

অ। সে ত কথা কইতে পারে না।

উ। সে আবার কি?

অ। চক্ষু কি কথা কইতে পারে, মশাই?

উ। তা পারে না বটে, কিন্তু আপনি ত পারেন।

অ। আমার কোন্ ইন্দ্রিয় কথা কইতে পারে?

উ। আপনার জিহ্বা।

অ। বেশ, সে দেখতে পায় কি?

উ। না।

অ। তবে সে যা দেখেনি, তাকে আপনি ত বলতে বলেন কেন?

উ। জিজ্ঞেস করেছি ব'লে আপনি আমার কৈফিয়ত চান না কি?

অ। যে দেখেছে, তাকে জিজ্ঞেস করাই ঠিক।

উ। এ যে মহাবিপদ্ দেখছি। আচ্ছা, আপনার চোখকেই আমি জিজ্ঞেস করছি।

অ। বলেছি ত সে কথা কইতে পারে না।

উ। তবে আমাকে কি করতে হবে, তাই বলুন।

অ। আপনি ব'সে পড়ুন।

উ। ব'সে পড়্‌ব? হুকুম ত মন্দ নয়। আমি আজ ত্রিশ বৎসর ওকালতী করছি, এ রকম বিপদে কখন পড়ি নি।

হাকিমের মহা-আনন্দ হইল। যুবকের হস্তে বৃদ্ধের নির্য্যাতন, তরুণ হাকিম উপভোগ করিলেন। এমনটা অনেক তরুণ যুবক করিয়া থাকেন। উকীল হাকিমকে

কহিলেন, "হুজুর, আমি পারলাম না, আপনি এবার জিজ্ঞাসা করুন।"

হাকিম। আপনার সাক্ষী, আপনি ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারেন।

উকীল। আমার যে আর সাক্ষী নেই।

হাকিম। তা আমাকে কি আপনি সাক্ষী সংগ্রহ করতে অনুরোধ করছেন ?

উকীল। তা কেন—আপনি দয়া ক'রে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করুন—

হাকিম। আপনি চেষ্টা দেখুন না।

উকীল। যে বলবে না, তাকে বলাব কি ক'রে ?

হাকিম। সাক্ষীকে বুঝিয়ে বলুন, কথায় জবাব না দিলে আদালতের অপমান করা হবে, আর সে অপরাধের জন্যে দণ্ড নিতে হবে।

উকীল। আমার চেয়ে সাক্ষী সে কথা ভাল বোঝে —মূর্খ ত আর নয়। (সাক্ষীর প্রতি)—শুনতে পাচ্ছেন কি, হাকিম যা বলছেন? না, আপনার কানও শুনতে পায় না।

অ। আপনাব চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি যে যে কাজ করে, আমার চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সেই সেই কাজ করে ব'লে আমার বিশ্বাস। আপনার ইন্দ্রিয়াদির যদি কোন বিশেষত্ব থাকে, তাহা অমি অবগত নই।

উ। বেশ—শুনে সুখী হলাম, আপনার চক্ষু কর্ণ ঠিক কাজ করে। এখন বলুন দেখি, ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে আপনি বেন্‌সনের কুঠীতে ব'সে তাস খেলছিলেন কি না ?

অ। খেলছিলাম।

উ। আপনি মদ খেয়েছিলেন ?

অ। না।

উ। আপনি মদ খান না ?

অ। খেতাম আগে, কয়েক মাস ছেড়েছি।

উ। ছাড়লেন কেন ?

অ। আমার কোন বন্ধু আমাকে ব্রহ্মচারী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন ; আমার তাতে আত্মগ্লানি জন্মেছিল—তাই ছেড়েছি।

উ। বেশ করেছেন—অভ্যাসটি বড় খারাপ। এখন বলুন দেখি, সাহেবরা খুব মদ খেয়েছিলেন কি না ?

অ। খুব কথাটার অর্থ আমি ঠিক বুঝি না। আপনি হয় ত আধ বোতল হুইস্কি খুব মনে করেন না।

উ। আমাকে আবার টানেন কেন ?

অ। খুব কথাটার অর্থ বোঝাতে ও বুঝতে—

উ। আচ্ছা, ও কথাটা ছেড়ে দিন। খেলতে খেলতে আপনার সঙ্গে গার্থের ঝগড়া হয়েছিল ?

অ। গার্থ আমার পার্টনার ছিলেন।

উ। আপনার খেলার ভুল নিয়ে তর্ক উঠেছিল ?

অ। বিশেষ কোন ভুলের কথা উঠেছিল ব'লে আমার স্মরণ হয় না।

উ। তাঁর খেলার ভুল আপনি ধরেছিলেন ?

অ। আমার এত বিদ্যে নেই যে, তাঁর খেলার ভুল ধরি।

উ। আচ্ছা, বেন্‌সন্ বাদীকে মারলে কেন ?

(অপর পক্ষের উকীল এ প্রশ্নে আপত্তি করিলেন)

অ। আপনি আমার সম্বন্ধে যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তার উত্তর আমাব জিহ্বা দিয়েছে। যাহা আমার চক্ষু দেখেছে বা কর্ণ শুনেছে, তাহার উত্তর আমার জিহ্বা দিতে পারবে না।

উ। অর্থাৎ আপনি উত্তর দেবেন না।

অ। আপনার ইচ্ছামত অর্থ ক'রে নিতে পারেন।

হাকিম তখন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উত্তর দিচ্ছেন না কেন ?"

অ। আমি ত বলেছি, আমার জিহ্বা কিছু দেখে নি, শোনে নি, সুতরাং সে কিছু বলতে পারে না।

হা। আপনি আদালতকে অপমান করছেন।

অ। যদি ক'রে থাকি, আমি সে জন্য দুঃখিত।

হা। আমি আপনাকে দণ্ড দেব।

অ। আপনার দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব।

হাকিম খুসী হইলেন। তিনি একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে কি লিখিলেন। লেখা শেষ হইলে অমরকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ২২৮ ধারার অপরাধ করিয়াছেন—আপনি দোষী না নির্দ্দোষ ?"

অ। হুজুর যখন আমাকে দোষী মনে করেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই দোষী।

হাকিম প্রসন্ন হইলেন। কহিলেন, "আপনার পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড করিলাম, অনাদায়ে এক সপ্তাহ মিয়াদ।"

অ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমি এখনই জরিমানা দিতেছি।

অবিলম্বে টাকা জমা দেওয়া হইল। হাকিম অমরকে নিষ্কৃতি দিলেন। লঘুদণ্ড দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু হাকিম অমরের প্রতি প্রসন্ন— অমর সুপুরুষ, বিদ্বান্, সত্যবাদী। বাদীর প্রতি তিনি একেবারেই সদয় নহেন, কেন না, সে ফিরিঙ্গী—সে মার খেয়ে না মেরে নালিশ করতে এসেছে।

মূল মোকর্দ্দমাও ফাঁসিয়া গেল। হাকিম আসামীকে মুক্তি দিয়া রায়ে লিখিলেন—উভয় পক্ষ মাতাল হইয়া মারামারি করিয়া থাকিবে। যে পক্ষ হারিয়াছে, সেই পক্ষ নালিশ করিতে আসিয়াছে। কে প্রথম আঘাত করিয়াছিল, তাহা প্রমাণ হইল না। অতএব আসামীকে মুক্তি দিলাম—ইত্যাদি।

অমরকে লইয়া মিরা মোটরে উঠিলেন। আসামী তখনও বিচারগৃহে। মিরা কহিলেন, "তোমার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম, অমর বাবু।"

"ছি ছি, ও কথা বলবেন না। বোন্ ভাইয়ের কাছে কখন কৃতজ্ঞ হয় না।"

"এত বড় উপকার ভাইও করে না।"

বেন্‌সন্ আসিয়া পড়িয়া পশ্চাৎ হইতে কহিলেন, "অমরকে তুমি চেন নি মিরা, তাকে ধন্যবাদ দিয়ে অপমান করো না।"

অ। আমার জন্যেই ত তোমার এই বিপদ বেন্‌সন্।

বে। তোমার জন্যে নয় অমর—আমি পুরাতন ঋণ শোধ করেছি। নইলে তোমার হাতেই তাকে ছেড়ে দিতাম, তোমার কব্জির জোর ত আমার জানা আছে।

৩৫

মীরপুরে পূজার ধূম লাগিয়াছে। এবার পূজা আশ্বিনের শেষে। কালিন্দী নদী কূলে কূলে পূর্ণ না থাকিলেও তখনও শুকায় নাই। বড় বড় নৌকা নদী বহিয়া সে সময়ও যাতায়াত করিতেছে। বর্ষাটা বোধ হয় পিছাইয়া যাওয়ায় আশ্বিনের শেষেও নদীতে এত জল। অনেকগুলি বড় বজরা ও নৌকা মীরপুরের ঘাটে বাঁধা। রাজমহল, মালদা, মথুরাপুর, সুবেমারা প্রভৃতি স্থান হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া তরণিনিচয় নিয়ত যাতায়াত করিতেছে। সুবেমারায় বিশ্বাসঘাতক ফকীর, অতিথি সিরাজউদ্দৌলাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। এক বৃদ্ধ মুসলমান আমাকে স্থানটা দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই পথে নিরাশ্রয় নবাব স্ত্রী-কন্যার হাত ধরিয়া আহার্য্য ও আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে পথের ধুলা উড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি উড়ে নাই—অনেকের মনে গাঁথা রহিয়াছে।

সেই সুবেমারার নিকটবর্ত্তী গ্রাম মীরপুরে আজ পূজার খুব ধূম। ঘাটের উপর নহবতখানা, পথের ধারে কদলীবৃক্ষশ্রেণী, পুষ্পপত্রের মালা। গৃহসান্নিধ্যে কোলাহল, গৃহমধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস। এ বৎসর ধূমটা কিছু বেশী। চতুর্দ্দিক্ হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন,—উত্তরপাড়া হইতে হরনাথ বাবু সপরিবারে আসিয়াছেন, কোন্নগর হইতে গণেশ বাবু স্ত্রী-কন্যাসহ আসিয়াছেন, চন্দননগর হইতে কৃষ্ণনাথ, লতা নরু ও হিরণকে লইয়া আসিয়াছেন; তাহা ছাড়া পশুপতি বাবুর অনেক আত্মীয়-কুটুম্বও আসিয়াছেন। আসেন নাই শুধু অমরনাথ।

আসিলেন তিনি মহাষষ্ঠীর দিন মধ্যাহ্নে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গৃহস্বামী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। হরনাথের পাদবন্দনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি অমরকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিলেন। গণেশবাবুও অমরকে দুই চারি কথায় আপ্যায়িত করিলেন। কৃষ্ণনাথের সহিত কথা কহিবার তাঁহার বড় একটা সুযোগ হইল না—লতা, নরু, সুকু তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ জুতা খুলিয়া দেয়, কেহ জামার বোতাম টানে, কেহ বা হাত ধরিয়া টানে। তাহাদের কাছে দেহটাকে ছাড়িয়া দিয়া অমর কৃষ্ণনাথের পানে চাহিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "আমার পালা শেষ, এখন উপরে যাও, সেটা সেরে নিয়ে—তার পর।"

অমর স্নানাদি স ন্ন করিয়া উপরে আহারার্থ কৃষ্ণনাথের সহিত গমন করিলেন। লতা প্রভৃতি আগে আগে ছুটিল। অমর উপরে উঠিয়া দ্বারসমীপে দেখিলেন, পার্ব্বতী দেবী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমর প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। পার্ব্বতী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাবা!"

"মা!"

এই মিষ্ট সম্বোধন পার্ব্বতীর মর্ম্ম স্পর্শ করিল—তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। একটু শান্ত হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে মাকে ক্ষমা করেছ বাবা?"

"মায়ের কাজের বিচার করবার অধিকার সন্তানের ত নেই, মা!"

"তোমার মত সন্তান যে পায়, সে কত ভাগ্যবতী!"

সর্ব্বাণী আসিয়া পড়িলেন। হেমমালা, রেবা প্রভৃতি অনেকেই আসিলেন। অপরিচিত মহিলাদের বদন কৌতূহলোদ্দীপ্ত; তাঁহারা অমর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখেন নাই। হেমমালা ছুটিয়া দেখিতে আসিয়াছেন—কে তাঁহার পতিপুত্রকে সলিলসমাধি হইতে রক্ষা করিয়াছেন? তাঁহার পরিচয় অমরের নিকট দিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, "আমার এই বোন্‌টি তোমাকে দেখবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছিলেন।" অমর তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, সর্ব্বাণীকেও নমস্কার করিলেন; কিন্তু কাহারও পদধূলি লইলেন না। সর্ব্বাণী নমস্কারেই পরম তুষ্ট হইয়া

ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন; কহিলেন, "তোমার জন্যে আমরা বড় ব্যস্ত হয়েছিলাম বাবা—আসতে এত দেরী করলে।"

অ। আমি একটা মোকর্দ্দমার সাক্ষী হয়েছিলাম; সেটা মিটেছে আজ ক'দিন হ'ল। তাই দেরী—

স। মোকর্দ্দমা আবার কিসের?

অ। সে এক সাহেবের।

স। দিল্লী হ'তে এসে কোথা গিছলে?

অ। ঝরিয়ায়। সেখানেই ত দেরী হ'ল—প্রায় দু'মাস ছিলাম—বেশ যায়গা।

সহসা অমরের মুখ দীপ্ত হইল, কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। পূর্ণিমা-নিশিতে অন্ধকার ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিলে ঘর যেমন মুহূর্ত্তের জন্য হাসিয়া উঠে, তখনই আবার নিবিয়া যায়, অমরের মুখও তেমনিই ক্ষণেকের জন্যে দীপ্ত হইয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কৃষ্ণ ছাড়া অপর কেহ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিলেন, পিছনে—সকলের পশ্চাতে—জ্যোতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সর্ব্বাণী চুপি চুপি কন্যাকে কহিলেন, "অমরকে পেরণাম কর।"

"আমার লজ্জা করছে।"

"পেরণামে আবার লজ্জা কি—কর।"

"এত দিন ত লজ্জা করত না মা?—আজ করছে।"

"এখন না করলে আর করতে পারবি নি।"

"জ্যোতি ত করলে না।"

"জ্যোতি কৈ? ঐ যে আসছে পেরণাম করতে।"

জ্যোতি প্রণাম করিল, রেবাও করিল। জ্যোতির সহিত অমর কথা কহিলেন না। রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নূতন গান শিখেছ, রেবা?"

"শিখেছি।"

"আমাকে শোনাবে না?"

রেবার অন্তর হইতে উত্তর আসিল, "তোমারই জন্যে ত শিখেছি।" কিন্তু মুখে কিছু বলিল না—ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর ভোজনের পালা। দুই বন্ধুতে আহারে বসিলেন। আহার শেষ করিয়া অমর তাঁহার বউদির ঘরে আসিলেন। হিরণ তখনও দুর্ব্বল। তাঁহাকে বাড়ী রাখিয়া আসিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি থাকিলেন না—জিদ করিয়া আসিলেন। লতা তাঁহার অনেক কাজ করে, সুতরাং বিশেষ কোন কষ্ট তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় না। অমর আসিয়া হিরণকে প্রণাম করিলেন। হিরণ ছি ছি করিয়া উঠিয়া অমরের চরণতলে মাথা ঠুকিলেন। অমর কহিলেন, "বউদি, এত কাল আমি তোমাকে প্রণাম ক'রে এসেছি, তুমি কখনও প্রতিবাদ কর নি। আজ এ সম্পর্কবিরুদ্ধ কাজ করলে কেন?"

হি। সম্পর্ক যদি ধর, তাতে তুমি বড়।

অ। কিসে বড় হলাম?

হি। তুমি ও আমার স্বামী অভেদাত্মা। তোমাকে প্রণাম ক'রে আমি স্বামীর চরণে প্রণত হলাম।

অমর মুগ্ধ হইলেন। কহিলেন, "আর সম্পর্ক যদি না ধরি?"

হি। তা হ'লেও তুমি আমার প্রণম্য। বাবা মা তোমাকে সন্তান-তুল্য জ্ঞান করেন; সুতরাং তুমি আমার বড় ভাই।

অ। এ কথাটাও একটা সম্পর্ক ধ'রে বললে।

হি। যদি বলি, তুমি আমার লতার দাদা, তা হ'লেও তুমি হয় ত বলবে, সেটা সম্পর্কের কথা।

অ। নিশ্চয় বলব।

হি। তা হ'লে শোন বলি; আগে জানতাম তোমাকে মানুষ ব'লে—

অ। এখন জেনেছ গাধা ব'লে; বেশ—তা হ'লে প্রণাম আমার নিশ্চয়ই প্রাপ্য।

হি। ঠাকুরপো, আমাকে বেশী বকিও না, আজও আমি দুর্ব্বল।

অ। তা আমি জানি; কৃষ্ণ সব লিখত।

হি। আমি তোমাকে দেখতেই এখানে এসেছি।

অ। তা বুঝতে পেরেছি।

হি। কিসে তা বুঝলে?

অ। আমি আসবামাত্র সকলে আমাকে দেখতে ছুটে গেল, আর তুমি ঘরের ভিতর ব'সে রইলে।

হি। আমি ত সকলের সঙ্গে তোমাকে দেখতে যেতে পারি না। তুমি যেমন সকল হ'তে স্বতন্ত্র, আমিও তেমনি তোমাকে দেখব সকলের অন্তরালে।

অ। তোমাকে এত কথা কে শেখালে, বউদিদি? আগে ত তুমি বড় একটা কথা কইতে না।

হি। কথা কইতাম না—তখন তোমাকে চিনতাম না ব'লে, তোমাকে ভাল লাগত না ব'লে।

অমর বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণনাথের পানে চাহিলেন। কৃষ্ণনাথ অন্যদিকে নয়ন ফিরাইয়া রহিলেন। অমর কহিলেন, "আমি তোমার কাছে পরাস্ত হলাম, বউদি।"

অতঃপর দুই বন্ধু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৩৬

দুই বন্ধুতে নদীর ধারে এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন। দুই জনে অনেক কথা হইল। দিল্লী ও ঝরিয়ার সমস্ত ঘটনা অমর একে একে বলিলেন। লাবণ্যের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, "মেয়েটার বিশেষ অপরাধ কি? যেমন শিক্ষা পাবে—"

অমর। অপরাধ মেয়েটার খুবই আছে। ক্লাসে যখন মাষ্টার শিক্ষা দেয়, তখন ছাত্রদের মধ্যে কেউ সে শিক্ষার সার গ্রহণ করে, কেউ অসারটুকু নেয়, কেহ বা হৃদয়ে কিছুই নেয় না। নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে লোক শিক্ষা গ্রহণ করে, সব দোষ শিক্ষার দিলে চলবে কেন?—হ্যাঁ রে, বোটে ক'রে সায়েব কে আসছে?

কৃষ্ণ। সায়েব নয় রে, বাঙ্গালী—দেখছিস, বায়স জিনি বর্ণ।

অ। তা এখানে কেন?

কৃ। শুনেছি, জিলার হাকিমদের নেমন্তন্ন হয়েছে, তাঁদের কেউ হবেন।

অ। তা হিঁদু হয়ে পুজোবাড়ী এ বেশে নেমন্তন্ন রক্ষে করতে আসা কেন?

কৃ। নইলে যে কেউ হাকিম ব'লে চিনতে পারবে না। চেহারা ত দেখছ ঐ, যেন বাঁদরহানা—ধুতি প'রে এলে কেউ মানবেই না। ওঁর বাড়ীতে ত আয়না আছে, তা'তে নিজের মূর্ত্তি ত দেখেছেন।

অ। আচ্ছা, ও বোটখানা কার? এ যে খুব সাজান—

কৃ। ওখানা নগেন বাবুর—পশুপতি বাবুর কুটুম্ব। ওঁর পিতা এক জন খ্যাতনামা ধনী ছিলেন।

অ। নাম ও ধনের পরিচয় দিলে, মানুষটার পরিচয় দিলে না।

কৃ। মানুষটার পরিচয় তুমি শীঘ্রই পাবে—নতুন শিকার তিনি ছাড়্‌বেন না।

অ। একটু আভাসই দেও না।

কৃ। বাবুটি মস্ত বিলাসী, অথচ মুখে বলবেন, ধন-জন-যৌবন পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়। চোখ আকাশের দিকে তুলেই আছেন; তোমাকে বুঝাবেন, তিনি চোখ উপরে উঠালেই ভগবান্‌কে দেখতে পান আর তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য বাবাজীর বাৎচিৎ হয়। মুখ দিয়ে অবিরাম বক্তৃতা ফুটছে, আর সে সব বক্তৃতা ধর্ম্ম সম্বন্ধে।

অ। তা'তে তোমার ক্ষতি কি?

কৃ। ক্ষতি অনেক; তুমি সে চিজ্‌ না দেখলে বুঝতে পারবে না। মুহূর্ত্তে তোমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে।

অ। তুমি কানে শুনে যাবে, তাতে লোকসান কি?

কৃ। শুধু শুনে গেলে হবে না, তোমাকে স্বীকার করতে হবে, তিনি এক জন মহাপুরুষ। তা ছাড়া, তিনি তোমাকে কথা কইতে দেবেন না, একাই অবিরাম ব'কে যাবেন।

অ। যে বকে—সে শক্তি ক্ষয় করে, যে শোনে—সে শক্তি সঞ্চয় করে।

কৃ। তুমি দিল্লী-মিল্লী কোথাও তাঁর জোড়া দেখ নি। তিনি তোমাকে বোঝাবেন, তিনি ত্রৈলিঙ্গস্বামী, কাঠিয়া বাবা বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—

"কার কথা হচ্ছে কেষ্ট বাবু?" বলিতে বলিতে নগেন বাবু হাস্যমুখে অগ্রসর হইলেন। কৃষ্ণনাথ ফিরিয়া দেখিলেন,—সর্ব্বনাশ! মুখ শুকাইয়া গেল। মনে মনে কহিলেন, "না, আর তিষ্ঠুতে দিলে না, একটু আরামে ব'সে অমরের সঙ্গে কথা কইছিলাম।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আসুন, আসুন, নগেন বাবু! এই আপনারই কথা হচ্ছিল।"

"আমার কথা কি বলেছিলেন?"

কৃ। এই—এই হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি প্রকৃত কথা জানতে হয়, তা হ'লে আপনার কাছে—

ন। হ্যাঁ, আমার কিছু জানা আছে বটে—বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, ষড়দর্শন, পুরাণাদি সমস্ত আমার পড়া আছে, সে সম্বন্ধে জ্ঞানও আমার জন্মেছে।

কৃ। তা' জন্মাবে বৈ কি, আপনার বয়স কি কম!

ন। বয়েস বেশী না হ'লেও—এই দেখুন না—শঙ্করাচার্য্যের নাম বোধ হয় শুনে থাকবেন—তিনি ছ'বৎসর বয়েসের ভেতর সব পড়া-শোনা শেষ ক'রে ফেলেছিলেন। আমার কিছু বেশী সময় লেগেছে।

কৃ। বড় পরিতাপের বিষয়—(অমরের প্রতি) চল হে, এখন উঠা যাক্‌।

ন। এর মধ্যে উঠবেন কি, একটু বসুন—আপনার এই বন্ধুটির পরিচয়—

কৃ। আপনার কাছে এঁর আর কি পরিচয় দেব? ইনি অতি সামান্য ব্যক্তি।

ন। তা হোক; ভগবান্‌ সকলকে ত সমান করেন নি। এই দেখুন, কেউ ঈশ্বরকে ডাকবে পরমাত্মা ব'লে, কেউ পরব্রহ্ম ব'লে, কেউ ভগবান্‌ ব'লে; লোকের বুদ্ধি ভিন্ন, তাই ভিন্নভাবে চিন্তা করে। আমি যখন দিল্লীতে গিয়ে এক বিরাট সভায় বক্তৃতা দান করি, তখন কেহ আমাকে খৃষ্টান মনে করে, কেহ ভাবে আমি মুসলমান, কেহ বা স্থির করে, আমি

ব্রহ্মজ্ঞানী। বিশ্বমানবের এক ধর্ম্ম হওয়া উচিত, এই কথাই আমি প্রচার করি; কাজেই তারা বুঝে উঠতে পারে না, আমার ধর্ম্ম কি।

অমর। আপনি কবে দিল্লী গিছলেন?

ন। ঠিক তারিখটা ডায়েরী দেখে পরে আপনাকে ব'লে দেব। আমি মিথ্যা বলি না—ফিরেছি দিল্লী হ'তে মাসখানেক হ'ল; ছিলাম সেখানে মাস তিন চার। সেখানে আমার এক আত্মীয় আছেন—তাঁর নাম বিপিন, তিনি লাটসাহেবের খাস দপ্তরে বড় চাকরী করেন। আমি তাঁর বাড়ীতে ছিলাম না—যমুনার ধারে এক বাড়ী নিয়ে ছিলাম। দিল্লীর লোক আমাকে ছাড়ে না, আজ এখানে সভা, কাল ওখানে নেমন্তন্ন—অবশেষে আমাকে লুকিয়ে পালাতে হ'ল—বিপিনকেও ব'লে আসতে পারি নি। আসবার সময় একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভ ক'রে যে আসব, তারও সময় ছিল না; তবে সাহেবরা আমাকে চেনে—গাড়ীতে কোন কষ্ট—যাক্, ও সব বাজে কথা। ধন জন এ সব কিছুই নয়—মায়ার বিকাশ মাত্র। জনক রাজা যেমন ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে ব'সে থেকে নির্ব্বিকারচিত্তে রাজ্য চালিয়েছিলেন, আমিও তেমনই—যাক্, আমার সম্বন্ধে কিছু বলব না—সকলের এই ভাবে সংসার নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

কৃ। আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হ'লে এখন আমরা—

ন। আর দেখুন কেষ্ট বাবু—আর আপনার নাম কি?—অমর? আর আপনিও দেখুন অমর বাবু, সংসারটা কিছুই নয়। কোন জিনিসে আসক্তি থাকাটা ঠিক নয়। সংসার ক'রে যাবেন, কিন্তু আসক্তি জিনিসটাকে তফাতে রেখে চলবেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা আপনার সঙ্গে আসে নি, সঙ্গে যাবেও না। সুতরাং তারা আপনার নয়।

কৃ। ঠিক কথা—এখন আমরা উঠি।

ন। আর শুনুন কেষ্ট বাবু, একটু আধটু ধ্যান করবেন। তাতে বড় আনন্দ পাবেন—আগে জ্যোতির্দর্শন; পরে বিন্দুদর্শন। এ সব আপনাদের কত শেখাব? এই রকম ক'রে আসন করবেন (পদ্মাসনে বসিলেন)—আর এই রকম ক'রে সমাধিস্থ হবেন (পলকশূন্য-নয়নে বোটপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন)—আমার সমাধি হয়ে আসছে—আমার চোখ দিয়ে যে জল গড়াচ্ছে, তা বাতাসের জন্যে; আমার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থির হয়ে আসছে—শীঘ্রই জ্ঞানলোপ হবে—

ইত্যবসরে বোটের জানালা হইতে একখানি মুখ উঁকি মারিল। মুখখানি বড় সুন্দর—লাবণ্যের মুখ বলিয়া অমরনাথের প্রতীতি হইল। মুখের পর একখানি গহনাপরা হাত বাহির হইল। হাতখানি যেন কাহাকে ডাকিল—বোধ হইল যেন, বোটের মালিক নগেন বাবুকে। হাতখানি নড়িবামাত্র নগেন বাবুর সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সমাধির এটা ঠিক সময় নয়—এক মহাপুরুষ আমার কানে কানে সেই কথা ব'লে গেলেন। আমার ভুল হয়েছিল।"

কৃ। আপনার ভুল হয়, নগেন বাবু?

ন। তা' হয় বৈ কি। ভগবানেরও যে হয়—সে কথা আর এক সময় বলব। এখন আমি উঠি—চা খাবার সময় হ'ল।

কৃ। আসক্তি থাকা ঠিক নয়, নগেন বাবু।

ন। আমার কি জানেন—আচ্ছা, এর পরে বোঝাব।

বলিতে বলিতে তিনি বেগে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, বাঁচা গেল।" অমর কিন্তু কিছু বলিলেন না। কৃষ্ণ কহিলেন, "কি রে, অমন মুখখানাকে হাঁড়িপানা করলি কেন?"

"কারণ না থাকলে কার্য্য হয় না।"

"কারণটা কি শুনি?"

"বোটের জানালা হ'তে কে এক জন মুখ বাড়িয়ে নগেন বাবুকে ডেকেছিল—দেখেছিস্?"

"না।"

"তুই কোন্ দিকে চেয়ে ছিলি?"

"নগেন বাবুর চোখের দিকে, জল গড়িয়ে পড়ছিল, তাই দেখছিলাম।"

"বোট হ'তে যে ডাকলে, সে লাবণ্য।"

"বলিস্ কি? (চিন্তা করিয়া) হয় ত—হয় ত তাকে বিয়ে ক'রে থাকবেন। না, তা' ত হ'তে পারে না—ভাদ্র আশ্বিন মাসে বিয়ে ত হ'তে পারে না।"

"শ্রাবণ মাসে আমি যখন দিল্লী হ'তে চ'লে আসি, তখন বিয়ের দিন ছিল কি না, বলতে পারি না।"

"বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। যদি নগেনের বিবাহিতা স্ত্রী হ'ত, তা' হ'লে পশুপতি বাবুর বাড়ীতে যেত—লুকিয়ে থাকত না। লোকটা একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড, গোড়া হ'তেই আমি চিনেছি।"

"এই রকম লোকই সংসারে বেশী। ধর্ম্মের ভাণটাই সাধারণতঃ বেশী লোকে করে লোকের পূজা নেবার জন্যে, অথবা—ওহে কেষ্ট, তোমার সায়েব যে এবার বেশ বদলেছেন।"

"দেখছি, পাতলুন ছেড়ে লুঙ্গি পরেছেন।"

"অর্থাৎ মুসলমান সেজেছেন। সাহেব সাজলেন,

মুসলমান সাজলেন, কিন্তু হিঁদু সাজতে ত দেখলাম না।"

"সেটা সাজবেন রাত্রে—লোকচক্ষুর অন্তরালে।"

"অর্থাৎ হিন্দু হয়ে হিন্দু ব'লে জনসমাজে পরিচয় দিতে নারাজ। কেন, হিন্দু কি এতই ঘৃণ্য? সকলের অনুকরণ করব, কেবল বাপ-পিতামহের করব না। ছি ছি, আমরা কি হয়ে পড়েছি!"

এমন সময় ডাকঘরের পিয়ন আসিয়া কৃষ্ণের হাতে এক 'তার' দিল; সঙ্গে বাড়ীর ভৃত্য। টেলিগ্রাম অমরের নামে। পিয়ন ও ভৃত্যকে বিদায় দিয়া উভয়ে উৎকণ্ঠার সহিত 'তার' পাঠ করিলেন। 'তার' আসিতেছে বেনসনের নিকট হইতে। অমরকে ত্বরায় ঝরিয়ায় যাইতে সাহেব অনুরোধ করিয়াছেন—মহাজন অপেক্ষা করিতেছে। পাঠান্তে অমর কহিলেন, "আমাকে আজই রওনা হ'তে হবে—এখনই 'তার' ক'রে দি।"

কৃষ্ণ বিমর্ষ-মুখে কহিলেন, "তোমাকে পেলাম অনেক দিন পরে। ছাড়তে মন চায় না—কি করব? যাও—কাজ কর গে—বাধা দেব না।"

অ। আমারও কি ভাই বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে না?

কৃ। তা' জানি। দেখ, আগে পশুপতি বাবু তোমাকে ছাড়েন কি না। তাঁর যে টান তোমার প্রতি।

অ। বুঝিয়ে বললে কেন পশুপতি বাবু ছাড়বেন না?

পশ্চাৎ হইতে পশুপতি কহিলেন, "কি বোঝাতে চাও অমরনাথ? আমি ত তোমাকে এত শীঘ্র ছাড়তে পারব না।"

উভয়ে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পশুপতি কহিলেন, "তোমার নামে কি টেলিগ্রাম এল, তাই খবর নিতে এসেছি।"

অমর। আমরা আপনারই কাছে সে কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

প। কি বলবে বল, বাবা!

অমর তখন সকল কথা বলিলেন। বলিতে বলিতে পথ চলিতে লাগিলেন। গৃহে আসিয়া পশুপতি বাবু তাঁহাদের লইয়া এক নির্জ্জন কক্ষে বসিলেন।

৩৭

কিছু পরে হরনাথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন?"

পশু। অমর আজই চ'লে যেতে চায়।

হর। আমার বাবা যখন যেতে চাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছ কি?—

পশু। কারণ শুনেছি। অমর একটা মাইকার খনি নিয়েছে, কিন্তু কাজ চালাবার মত অর্থ নেই। এক ব্যক্তি সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাই আজ 'তারে' তলব এসেছে।

হর। তা হ'লে অমরকে যেতে হবে—

পশু। না, যেতে হবে না, যত টাকা লাগে, আমি দেব। কত টাকা লাগ্‌তে পারে অমর?

অম। সে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, তবে দু'এক লাখ টাকার কম হবে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু—

পশু। কিন্তু কি?

অম। আপনার টাকা নিতে ইচ্ছে নেই।

পশু। কেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে, এত বড় লাভের ব্যবসায় আমাকে তোমার পার্টনার করতে ইচ্ছে নেই?

অম। টাকাটা যদি নষ্ট ক'রে ফেলি?

পশু। তা হ'লে দেখছি, আমার টাকাটা নষ্ট করতে তোমার যা কিছু সঙ্কোচ—

হরনাথ অমরকে কহিলেন, "বাবা, তুমি আমার ছেলের চেয়ে বড়—সত্য বলছি, তুমি আমার সন্তানের চেয়ে বড়—আমি একটা অযাচিত উপদেশ দিলে অপ-রাধ হবে কি?"

অম। ছি ছি, ও কথা বলবেন না, যাকে সন্তান মনে করেন, তার কাছে আবার অপরাধ!

হর। ছেলেরা যে বুড়োদের অপরাধ পদে পদে নেয় বাবা। যাক্ সে কথা—আমি বলি কি, তুমি স্বচ্ছন্দে পশুপতির প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পার। তবে একটা লেখাপড়া থাকা চাই।

পশু। লাভের সিকি আমার, এর কমে রাজি নই।

অম। (সহাস্যে) আপনি এতটা দাবী করেন? রাজি হওয়া কঠিন।

পশু। তুমি কত অংশ আমাকে দিতে চাও?

অম। অর্দ্ধেক।

পশু। জমী তোমার, বুদ্ধি তোমার, পরিশ্রম তোমার, আর আমি অর্দ্ধেক নেব? আমি তোমাকে বঞ্চনা করতে পারব না।

হরনাথ মধ্যস্থ হইয়া ছয় আনায় দাঁড় করাইলেন। পূজার গোল মিটিলে লেখাপড়া হইবে স্থির হইল। তখন সকলের মনও স্থির হইল। হাসি আনন্দ সকলের

মুখে ফুটিয়া উঠিল। হরনাথ অমরের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমার গান শুনব ব'লে আমি খোল এনেছি; তা' বাবা, এইবার চল, যদি তোমার কষ্ট না হয়।"

অ। আমার বড় আনন্দ হয় গান করতে।

হ। তবে আমি ঠাকুরের আরতিটা সেরে আসি।

তিনি প্রস্থান করিলেন। ভৃত্য ঘরে দীপ দিয়া গেল। লতা, নরু, সুকু সেই সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল। নরু কহিল, "এই যে কাকাবাবু, আমরা কত খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

অমর। বটে! তা জানলে আমি উঠনে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

নরু। আমি বুঝি তাই বলছি! আমি ত আর খুঁজে বেড়াব না।

অম। তবে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াব; কাকাবাবুকে না দেখে আমি কতক্ষণ থাক্‌তে পারি?

নরু মহা আনন্দিত হইয়া কাকার একখানি হাত টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিল। অমর কহিলেন, "আমি তোমাকে দুটো কথা ব'লে গিছলাম নরু, পালন করেছ?"

"করেছি। আমি মিথ্যা কথা বলি না, গানও শিখেছি। কিন্তু—"

"কিন্তু কি নরু?"

"কিন্তু আমি ভাল গাইতে পারি না—সুকু, লতা আমার চেয়ে ভাল গায়। আর দেখ কাকাবাবু, তুমি যার নাম দেবকণ্ঠী রেখেছ, সেই ছোট মাসী সকলের চেয়ে ভাল গায়। শুনবে?"

"তোমরা গাও, শুনি।"

তিন জনে তখন পরামর্শ করিয়া গান ধরিল। প্রথমেই ধরিল—

"আনন্দে অনন্ত প্রাণ করিছে বন্দনা গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো,
ওগো সকলি কি অর্থহীন, শূন্য শূন্যে হবে লীন,
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো।"

বালক-বালিকা-কণ্ঠে গানটি বেশ শুনাইল। আকৃষ্ট হইয়া গণেশ বাবু প্রভৃতি দুই চারি জন তথায় আসিলেন। বালকরা গাহিল—

"এতই আবেগ প্রভু ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো,
যদি পাতকী না পায় গতি, কেন ত্রিভুবন-পতি
পতিত-পাবন নাম নিলে গো।"

নিকটে একটা ঘরে হরনাথ ধ্যানস্থ ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন এবং ভূমে গড়াগাড় দিয়া খানিকটা কাঁদিয়া লইলেন; অবশেষে পূজা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ছেলেদের কহিলেন, "আবার একবার গাও।"

বালকরা গাহিল। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুরে মধুর মিশাইয়া প্রাণমন ঢালিয়া তাহারা গাহিল। লতা ভাবের দিকেই ঝোঁকটা বেশী দিল, সুর-তালের দিকে বড় নয়। তার ভাব দেখিয়া পশুপতি মুগ্ধ হইলেন, হরনাথ কাঁদিয়া ভাসাইলেন, গণেশ বাহবা দিলেন। মানুষের হৃদয়মধ্যে নানা ভাব অবস্থান করে; কোনটা সুপ্ত, কোনটা জাগ্রত। সুর ও কথা আঘাত করে ভাবসমূহকে। সেই আঘাতে যদি সুপ্ত ভাব সহসা জাগিয়া উঠে, তবে মানুষ জ্ঞানহীনের ন্যায় আচরণ করে। কৃষ্ণনাথের হৃদয়মধ্যে যাহা এত কাল সুপ্ত ছিল, তাহা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল—তাঁহার চক্ষু দিয়া বন্যা ছুটিল। অমর বিস্মিত হইলেন। নরু থামিয়া গেল, লতা গান ভুলিল, সুকুর সুর-তাল কাটিল, অবশেষে গান বন্ধ হইল—কৃষ্ণনাথ উঠিয়া পলাইলেন।

কৃষ্ণনাথ উঠিয়া গেলে নবীন বাবু কহিলেন, "এ সব কান্নাকাটি মেয়েমানুষদেরই শোভা পায়, পুরুষের পক্ষে অশোভন।" কেহ কোন উত্তর না করিলে তিনি তখন সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ছেলেরা বেশ গেয়েছে। আমি এ রকম ছেলের দল পেলে দেশ মাতিয়ে তুলতে পারি। আমার দলের ভেতর আমি এমন কাউকে দেখি না যে, আমার মত অকপটচিত্তে দেশের সেবা করে।"

নবীন বাবু এক জন দেশবিখ্যাত কর্ম্মী। তাঁহার যশঃ আছে, বক্তৃতা দিবার শক্তিও আছে। তিনি মীরপুরে আসিয়াছেন ভিক্ষার্থে—চিনাপুরে না কি একটা বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, তথায় শিক্ষা দেওয়া হইবে—কি করিয়া জমী খুঁড়িয়া গাছ পুঁতিতে হয়। তাঁহার উদ্দেশ্য বন্ধু গণেশের অবিদিত নাই, তবে পশুপতির নিকট সুপারিশ করিবার অবসর গণেশ আজও পান নাই। তৎপূর্ব্বে নবীন বাবু তাঁহার দল সম্বন্ধে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ ভণিতা করিলেন। কেহ কোন কথা কহে না দেখিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "জানলেন পশুপতি বাবু, দেশের লোকের প্রাণ নাই—"

হর। (সবিস্ময়ে) প্রাণ নাই? সে কি কথা?

নবী। অর্থাৎ ম'রে আছে—আমার মত দু'চার জন ছাড়া জানবেন, আর সব ম'রে আছে।

হরনাথ নবীন বাবুর কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিস্ফারিত-নয়নে চারিদিক পানে

চাহিতে লাগিলেন। হয় ত আশঙ্কা করিলেন, কেহ বা বলিয়া ফেলেন, তিনি মৃত, 'ভূত' হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গণেশ তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমরা শুনেছি, আপনার অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায়—ওর নাম কি, দেশের লোক মেতে উঠে। আপনার দেশসেবা, আপনার ভাব—ওর নাম কি, অনন্যসাধারণ। আপনার নিকট দেশ অনেক আশা করে।"

নবী। আমিও দেশের নিকট—জানলেন, অনেক আশা করি। আপনারা মুক্তহস্ত হয়ে আমার ইঙ্গিতমত চলুন, আমি—জানলেন, দেশকে অচিরে স্বাধীন করব।

গণে। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ—ওর নাম কি, না মিটলে কিছু হ'তে পারে না।

নবী। মিটতে কতক্ষণ! দেশকে যে সকলের উপর স্থান দিয়েছে, তার নিকট—জানলেন, কোন বাধা বাধাই নয়।

গণে। আপনি কি ক'রে মেটাবেন?

নবী। কেন, আমি মুসলমান হয়ে মেটাবো। তারা যদি চায়—জানলেন, আমরা সকলে মুসলমান হই, তা হ'লে দেশের মুখ চেয়ে—জানলেন, আমরা সকলে মুসলমান হব। মন্দির ছেড়ে মসজেদে যাওয়া বৈ ত নয়। ঘরে ব'সে চুপ ক'রে—জানলেন, পুজো করতাম, তা ছেড়ে না হয় মসজেদে গিয়ে উঠ্‌বোস করব। তাতে—জানলেন, একাগ্রতাও জন্মাবে, আর ব্যায়াম করাও হবে। দেশ আমার উপাস্য দেবতা—জানলেন, দেশের জন্যে আমি সব করতে পারি।

গণে। ধন্য আপনার স্বদেশপ্রীতি!

নবী। কিন্তু লোকে আমাকে চিনলে না, আমার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝলে না! লোকে আমাকে—জানলেন, ভাড়াটে ব'লে নিন্দা রটনা করে।

গণে। আমারও সেই রকম একটা আক্ষেপ হয়। এঁরা—ওর নাম কি, খোল পেটেন, আর ভাবেন এঁরা মস্ত ধার্ম্মিক। আর কেউ যে—ওর নাম কি, জগতে ধার্ম্মিক থাকতে পারে—এঁরা তা মনে করেন না। এই যে আমি পৃথিবীর যেখানে যা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, সব প'ড়ে বুঝে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ব'সে আছি, লোক তা একবার বুঝে দেখে না। আমার বাড়ীতে—ওর নাম কি, লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করেছে, কত কাজে কত লোক আমার কাছে চাঁদা নিতে এসেছে, বৎসর বৎসর ধূমধামের সহিত কালীপূজা ক'রে জগৎকে—ওর নাম কি, আমার শুদ্ধা পরা ভক্তি দেখিয়েছি, তবু লোক আমাকে চিনতে পাল্লে না। আপনার ন্যায় আমিও বলি, জগৎ অন্ধ ভ্রান্ত।

নবী। আহা হা, সকলে' নয়—জানলেন, আমি আপনাকে চিনেছি।

হরনাথ স্তম্ভিত হইয়া বাবুদের কথা শুনিতেছিলেন। অতঃপর অমরকে কহিলেন, "চল বাবা, আমরা অন্য ঘরে যাই।"

হরনাথ তাঁহার দলবল লইয়া উঠিলেন।

৩৮

মহাষ্টমীর দিন অপরাহ্ণে শরৎ বাবু আসিলেন। তাঁহার অনেক কাজ ছিল, তাহা সারিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল। তিনি যখন আসিলেন, তখন দরিদ্র-নারায়ণের সেবা আরম্ভ হইয়াছে। অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, রাস্তার ধারে, চারিদিকে লোক বসিয়া গিয়াছে। চারি পাঁচ হাজার লোক আহারে বসিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই নারায়ণ-বৃন্দের সেবার ভার পাইয়াছিলেন অমরনাথ। তাঁহার অধীনে প্রায় তিন শত ব্রাহ্মণ পরিবেষণে নিযুক্ত ছিলেন, অমরনাথ নিজে অভুক্ত থাকিয়া বিপুল আনন্দে ক্ষুধার্ত্তকে আহার দিতেছিলেন। এমন সময় হ্যাটকোট-বুট-পরিহিত শরচ্চন্দ্র সহসা দর্শন দিলেন। তিনি জুতা পায় দিয়া ভোজন-নিরত অতিথিদের মধ্য দিয়া আসিতে উদ্যত হইলে অমরনাথ দূর হইতে ছুটিয়া আসিলেন এবং বিনয়ের সহিত কহিলেন, "আপনি এঁদের মধ্যে জুতো পায় দিয়ে আসবেন না।"

শ। তা আমি যাব কেমন ক'রে?

অ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

শ। আমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব ভিখিরীদের খাওয়া দেখব?

অ। দেখুন না, দেখে সুখ পাবেন।

শ। রাম, এদের গায়ের গন্ধে ভূত পালায়।

অ। তবে জুতো খুলে আসুন।

শ। কে খুলে দেবে?

অ। নিজে খুলুন, লোক ত দেখছি নে।

শ। আমি খুলতে পারব না—খোলা অভ্যেস নেই—অভ্যেস থাকতেও পারে না।

অ। সঙ্গে চাকর আনেন নি?

শ। এনেছি, সে নৌকায় আছে জিনিস আগ্‌লে।

অ। সে আসুক, একটু অপেক্ষা করুন।

শ। না, আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমার ক্ষিদে পেয়েছে, সকাল হ'তে এক বাটি চা ছাড়া আর কিছু খাই নি। ভ্যালা নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলাম। এখন বোটে ফিরে যাই।

অ। দাঁড়ান, আমি জুতো খুলে দিচ্ছি।

বলিয়া অমর অগ্রসর হইলেন। চারিদিকে লোক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। নগ্নগাত্র নগ্নপদ অমরনাথ কাহারও বাধা না মানিয়া শরতের জুতায় হাত দিলেন। দোতালার জানালায় দাঁড়াইয়া মেয়েরা খাওয়ান দেখিতেছিলেন; অমরনাথকে জুতায় হাত দিতে দেখিয়া তাঁহারা গোলমাল করিয়া উঠিলেন, হরনাথ, পশুপতি প্রভৃতি বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, অমর ধূলার উপর বসিয়া দণ্ডায়মান শরতের জুতার ফিতা খুলিতেছেন। পশুপতি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইলেন। ক্রোধ দমন করত তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া অমরনাথের হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন; ধিক্কার দিয়া কহিলেন, "ছি অমর!"

"ইনি অতিথি।"

"অতিথির ব্যবহার কি এই?"

শরৎ একটু লজ্জিত হইলেন; অমরের নিকট ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু লজ্জা অন্তরায় হইল।

অম। যিনি আতিথ্য প্রার্থনা করেন, তিনি অতিথি —তাঁহার বেশভূষা, ব্যবহার আমাদের লক্ষ্য নয়।

পশু। যদি এই লোকটি কাহারও আতিথ্য প্রার্থনা ক'রে থাকে, তবে সে আমারই কাছে করেছে— তোমার কাছে নয়।

অম। ইনি ক্ষুধার্ত্ত।

পশু। আমি তা বুঝব; তুমি কেন আমার ঘরে এসে এ নীচ জঘন্য কাজ করবে?

অম। আমি ত এ কাজে কোন নীচতা এখনও দেখতে পাচ্ছি না; শুধু মনে হচ্ছে, আমি ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত নারায়ণের সেবা—

কৃষ্ণনাথ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার এক একটা কাজ দেখলে অমর, আমার গা জ্ব'লে যায়।"

অ। অন্যায় কিছু করেছি কৃষ্ণ?

কৃ। খুব অন্যায় করেছ; যে তোমার পায়ের ধূলার যোগ্য নয়—

অ। ছি ছি, নিজেকে কখন বড় মনে করো না—বড় মনে ক'রে নিজেকে অপমানিত করো না।

কৃষ্ণ। তাই ব'লে নিজেকে ছোট মনে ক'রে আত্মসম্মান নষ্ট করতে পারি না।

অ। আত্মসম্মান নষ্ট হয়, যখন আমি নীচ কাজ করি, অসত্য ব্যবহার করি। অতিথিমাত্রেই পূজ্য—

কৃ। তাই ব'লে এ রকম অতিথি নয়।

অ। অতিথিকে রূঢ় কথা ব'লে যজ্ঞ পণ্ড করো না।

কৃ। তুমিও অতিথি হয়ে এসে নীচ কার্য্য করো না—তোমার অপমানে আমাদের সকলের অপমান।

অ। এই সেবাকার্য্যে আজ আমি গৃহস্বামীর প্রতিনিধি; আজ যদি আমি এই পাঁচ হাজার অতিথির পদ ধৌত করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি গৌরব মনে করিতাম। যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র অতিথির পদ ধৌত করিয়া দিয়া জগৎকে শিক্ষা দিলেন, অতিথিমাত্রই পূজ্য। তিনি যে কার্য্যে নীচতা দেখেন নাই, তুমি সে কার্য্যে নীচতা দেখ কেন? তাঁর শিক্ষা উপেক্ষা কর কেন?

পশুপতিনাথ নীরবে সব শুনিতেছিলেন; অমরের কথা শেষ হইলে তিনি শরতের কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন; এক জন ভৃত্য আসিয়া জুতা খুলিয়া দিল। শরৎকে আদর করিয়া গৃহস্বামী ভিতরে লইয়া চলিলেন। সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া শরৎ অমরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, ইন্দ্র বাবু।"

অ। আপনি ত কোন অপরাধ করেন নি।

শ। পূর্ব্বে আপনাকে চিন্‌তে পারি নি।

অ। (সহাস্যে) কেন, আমি ত চিরদিনই আপনার ইন্দ্র বাবু—নাম ত আপনার ভুল হয় নি।

৩৯

সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিয়া গণেশ বাবু তাঁহার বন্ধু নবীনচন্দ্রকে কহিলেন, "অমর ছেলেটি ভাল।" তথায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। নবীন বাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ, বেশ ছেলে; আমি এ ক'দিন লক্ষ্য করছি, জান্‌লেন—অতি চমৎকার ছেলে। যদি এ রকম সেবক আমার দলে পাই—"

ধার্ম্মিকপ্রবর নগেন কহিলেন, "বিনয়-সৌজন্য অমরে যথেষ্ট আছে, কিন্তু ধর্ম্মানুরাগ বড় একটা দেখি না। সকালে উঠে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্নিক করা কর্ত্তব্য, তা' করতে অমর বাবুকে এক দিনও দেখলাম না।"

গণেশ। আহা হা, শরতের জুতো খুলে দিয়েছে ব'লে আমি যে ওর সুখ্যাতি করছি, তা' নয়; ওর স্বভাবটা প্রকৃতই মধুর। শরতের জুতো ও ত খুলে দিতেই পারে; শরৎ—ওর নাম কি, বয়সে, ধনে, মানে সবতা'তেই বড়; এমন কি—

নবীন। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

গণেশ। আমি তাই মনে করেছি—

নবীন। কি মনে করেছেন?

গণেশ। অমরের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দি।

এখনও আমি পাকাপাকি কিছু ঠিক করি নি, তবে গিন্নীর বড় ইচ্ছে—শরতেরও বড় কম নয়। আমাকে একটু আগে বলছিল—

নবীন। এ সব কথায় আমি—জানলেন, মতামত প্রকাশ করতে ইচ্ছে করি না; তবে এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি—জানলেন, অমর ছেলেটি ভাল।

গণেশ। ভাল না হ'লে কি আমি রেবার সঙ্গে বিয়ের কথা তুলি? শুধু ভাল হ'লে ত হবে না, ওর নাম কি, পয়সা থাকা চাই। সে দিকে যে শূন্যি। না আছে চাল-চুলো, না আছে চাকরী-বাকরী—

ন। তাই না কি? এত বড় ছেলে বেকার ব'সে আছে?

গণেশ। তবে আর বলছি কি ছাই! আমি না হয় মেয়েকে দশ হাজার টাকা যৌতুক দিলাম, কিন্তু তা'তে ত আর চিরকাল চলবে না।

কৃষ্ণনাথ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অমরকে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন। অমরও যে এত লোকের সামনে অপদস্থ হইয়া মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না; তিনি একটু তেজের সহিত কহিলেন, "আমি বিয়ে করব না।"

গ। বিয়ে—করবে—না!—

অ। বিয়ে করতে আপাততঃ ইচ্ছে নেই।

গ। কেন শুনি?

অ। ক্ষমা করবেন, যতটা বলা যায়, বলেছি।

গ। আমার মেয়েকেও তুমি বিয়ে করবে না?

অ। না।

গ। যদি যৌতুকটা পনর হাজার ক'রে দি?

কৃষ্ণনাথ। আপনি আর কত বাড়াবেন? এক ধনী ব্যক্তি ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে অমরের হাতে তাঁর মেয়েকে দেবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলেন, অমর ঘৃণার সহিত তাঁহার টাকা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্প্রতি এক রাজা তাঁহার একমাত্র সন্তানকে অমরের হাতে দিতে চেয়েছিলেন, অমর তাঁহাকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নবীন। রাজা! কোন্ দেশের রাজা?

কৃষ্ণ। বেণাপুরের।

নবী। তাঁর যে বিশাল জমীদারী, আর একমাত্র মেয়ে; মেয়েটিও খুব সুন্দরী। এত বড় লোকের মেয়েকেও বিয়ে করতে অমর রাজি হ'ল না? কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে এমন কাজ করতে পারেন—জানলেন, তা' আমি জানতাম না।

কৃষ্ণ। ধন ঐশ্বর্য্য ছাড়া পৃথিবীতে আরও ত অনেক জিনিস থাকতে পারে।

পশু। অর্থ অমরের কাছে তুচ্ছ। তাকে বলেছিলাম, তার বাপের কয়লার খনির মুনফাটা নিতে, তা' সে নিলে না।

নবী। কেন, কেন?

পশু। বলে কি না, ওর পাওনা নেই, আমি দান করছি। অনেক টাকা জমেছিল, বছর বছর জমছেও বেশ—

অমরনাথ কৃষ্ণকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গণেশ দেখিলেন, অমর হাতছাড়া হইয়া যায়—এমন পাত্র ছাড়া ঠিক নয়—তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দাঁড়াও, আমার আরও কিছু বল্‌বার আছে।"

অম। আপনার বল্‌বার থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার শোনবার কিছু নেই।

গণে। আহা, শোনই না—যদি সাহেব-সুবোকে ধ'রে—ওর নাম কি, চাকরী-বাকরী যোগাড় ক'রে দি, আর যৌতুকের টাকাটা বিশ হাজার ক'রে দি—

অম। এ প্রসঙ্গ তুলবেন না।

গণে। আজকালকার ছেলেগুলো বড় একগুঁয়ে অসভ্য।

কৃষ্ণনাথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আর যিনি এইভাবে প্রস্তাব করেন, তিনি বড় সভ্য!"

গণে। তুমি ত বড় বেয়াদব।

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই, নইলে এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুকে অপমানিত হ'তে দেখছি?

গণে। ওকে অপমান করলাম কখন্?

কৃষ্ণ। তা'ও বোঝবার শক্তি আপনার নেই?

গণে। তুমি ত বড় অসভ্য—দেখছি দুই-ই সমান।

অমর কৃষ্ণের বাহু ধরিয়া টানিলেন, কিন্তু কৃষ্ণনাথ নড়িলেন না—রুদ্ধ ক্রোধ বন্ধনের ভিতর আর থাকিল না, গর্জ্জিয়া উঠিল। কৃষ্ণনাথ ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "যদি মানুষ হতেন, তা হ'লে আপনি বুঝতেন, অমরকে আপনি কতখানি অপমান করেছেন। সে আমার বন্ধু, এ গৃহে পূজ্য অতিথি। আর তাকে আপনি কুকুরের অধম জ্ঞান ক'রে দু'টো ভাত ছড়িয়ে ডাকছেন! যে ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার আপনি করেন, (অমর, কৃষ্ণকে টানিতে লাগিলেন) সে ঐশ্বর্য্য অমর ইচ্ছা করলে অনেক সংগ্রহ করতে পারত। যে ডিপুটী পদের গর্ব্বে আপনি উন্মত্ত, সে পদ অমর, বহু—বহুপূর্ব্বে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। যে অমর এক দিন আপনার স্ত্রীকন্যাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষে করেছিল, যে অমর এক দিন আপনার পুত্রকে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে

সাহেবের লাঞ্ছনা হ'তে উদ্ধার করেছিল, সে অমর আজ আপনার দৃষ্টিতে কুক্কুর, শরতের জুতো খুলে দেবার উপযুক্ত পাত্র। (অমর পাঁজাকোলা করিয়া কৃষ্ণকে উঠাইয়া লইয়া চলিলেন; যাইতে যাইতে কৃষ্ণনাথ কহিলেন) আপনি হলেন মানুষ, আর আমরা হলেম অসভ্য বর্ব্বর।"

পশ্চাৎ পশ্চাৎ হরনাথ উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় অমরকে ধরিলেন, "হ্যাঁ বাবা অমর, এ সব কি? এ রকমটা হবে, তা' ত আমি মনে করি নি।"

অমর। চলুন, আমরা কীর্ত্তনানন্দে এ সব ব্যথা ডুবিয়ে দি।

পশুপতি বাবুও উঠিয়া আসিয়া কহিলেন, "অমর, তুমি কি রাগ করেছ, বাবা?"

অম। মিথ্যে বলব না—রাগ হয়েছিল।

হরনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, তিনি মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন। এমন সময় সুকু আসিয়া অমরের হাত ধরিল, "এই যে দাদা; আপনি যে কোথা থাকেন, খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"এই যে ভাই, আমি সাড়ে তিন হাত দেহ নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি; কি করতে হবে, বল?"

"উপরে চলুন; গাইতে হবে না?"

"চল—হুকুম তামিল করছি।"

পশুপতি বাবু কৃষ্ণনাথকে লইয়া পূজার দালানের দিকে অগ্রসর হইলেন; হরনাথ খোলের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন; অমর একা উপরে গেলেন।

৪০

অমর উপরে আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির মাথায় স্মিত-বদনা রেবা দণ্ডায়মানা। তাহাকে দেখিবামাত্র অমর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন; একটু সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গান শোনাবে না, রেবা?"

"গান শোনাবার জন্যেই ত আপনার অপেক্ষা করছি।"

উভয়ে একটা ঘরে আসিয়া বসিলেন। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে গান শোনাতে ভালবাস?"

রে। হ্যাঁ।

অ। কেন?

রে। আপনি আমার গান শুনতে ভালবাসেন ব'লে।

অ। আমি যা' ভালবাসি, তুমি তাই করতে ইচ্ছে কর রেবা?

রেবা উত্তর না করিয়া অধোবদনে একটু হাসিল।

অ। যদি তুমি আমাকে সত্যই সুখী করতে ইচ্ছে কর রেবা, তা হ'লে তুমি আমাকে দাদা ব'লে ডেকো—লতা যেমন ডাকে—তুমিও তেমনি ডেকো।

রেবার হাসি লুকাইল; শুষ্ক নয়নে অমরের পানে চাহিয়া রহিল। অমর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে বড় স্নেহ করি রেবা। তোমার কথা, তোমার গান, তোমার ভাব আমার বড় মিষ্টি লাগে। তোমার সুন্দর সরল মুখখানি দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়—আমি চাই তোমাকে আমার ভগিনী-রূপে, তুমি কি আমাকে ভগিনীর স্নেহ দিয়ে ভাই ব'লে গ্রহণ করবে না রেবা?"

রেবার মুখের রক্ত লুকাইল—সমস্ত মুখটা সাদা হইয়া গেল। একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আমি যে—আমি যে—"

কথা শেষ করিতে পারিল না। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি, রেবা?"

"ক্ষমা করুন, আমি বলতে পারব না।"

"যে চিন্তা বা কথায় পাপ নেই, তাহাতে ত সঙ্কোচ থাকতে পারে না।"

রেবা নিরুত্তর।

"বল রেবা, কি বলছিলে বল?"

"আমি যে—আমি যে আপনাকে আমার দেবতা ব'লে, আমার একমাত্র প্রভু ব'লে পূজা ক'রে আসছি।"

"তা আমি জানি, বহুদিন হ'তে তা আমি জানি; জেনেই তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, তুমি তোমার দেবতাকে নামিয়ে ভাইকে সেখানে বসাও।"

"আমার সে শক্তি নেই।"

"মানুষের মনের শক্তির ত সীমা নেই।"

"মন আমার অসীমে মিশিয়ে গেছে, আমার আর স্বাতন্ত্র্য নেই; আমি এখন শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন।"

অমর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; কহিলেন, "আমার যে কিছুই নেই রেবা, তোমাকে দেবার আমার যে কিছুই নেই।"

"আমি ত কিছু চাই না—টাকা-কড়ি ঘর-বাড়ী আমি ত কিছু চাই না।"

"তা' নয় রেবা—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে হরনাথ খোল ঘাড়ে করিয়া উপস্থিত হইলেন। রেবা ধীরে ধীরে অপসৃত হইল। দণ্ডখানেক পরে যখন সে ফিরিয়া আসিয়া কীর্ত্তনের আসরে বসিল, তখন তাহার বেশভূষার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরিধানে

সামান্য একখানি শুভ্র বস্ত্র, প্রকোষ্ঠে মাত্র দুই গাছি সুবর্ণ-বলয়। আড়ম্বরশূন্য আভরণহীন অপ্রসাধিত রেবা ম্লান জ্যোৎস্নার ন্যায় আসিয়া জ্যোতির পিছনে বসিল। লতা নরু সরিয়া বসিয়া তাহাকে স্থান দিল। অমর তাহাকে এই বেশে দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার সুরলয় কাটিয়া গেল। তিনি আর গাহিতে পারিলেন না—গান বন্ধ করিলেন; কহিলেন, "এবার ছেলে-মেয়েরা গান করুক।"

লতা কীর্ত্তন ধরিল; রেবাকে তাহার সঙ্গে যোগ দিবার জন্য ইঙ্গিত করিল, কিন্তু সে গাহিল না—নতবদনে বসিয়া রহিল। নরু গাহিল, সুকু গাহিল; কিন্তু রেবা গাহিল না। অবশেষে অমর কহিলেন, "তুমি একটা গান কর রেবা।"

রেবা মুখ তুলিয়া অমরের পানে চাহিল; দৃষ্টিতে, আঁখির স্পন্দনে, অনেক কথা অমরকে বলিল। বলিল, 'তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু তুমি আমাকে ভুলাইও না—মণির পরিবর্ত্তে কাচ দিয়ে আমাকে ভুলাইও না—আমি অবলা, তোমার শরণাগতা।' রেবা গান ধরিল,—

"তোমার করুণা আশায় আছি গো বসিয়া
ওগো রাজ-অধিরাজ,
রিক্তহস্তে আছি গো দাঁড়ায়ে হৃদয়খানি
দিতে গো আজ।
চরণ দিয়া হৃদয়ে দাঁড়াও,
করুণা-কটাক্ষে বারেক চাও;
চির-করুণাময় তুমি, হয়ো না, ওগো হয়ো না
নিঠুর আজ।
তুমি দেবের দেবতা, কাঙ্গালের সখা,
আমার হৃদয়-রাজ॥"

রেবা আর গাহিতে পারিল না—ভাব অন্তরায় হইল। যখন হৃদয়োচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ রোধ করিল, অশ্রু তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল, তখন সে গান বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে অপসৃত হইল। হরনাথ কহিলেন, "চ'লে গেল যে! আহা, বেশ গাইছিল!"

সুকু। একটু আগে বল্ছিল, ওর মাথা ধরেছে।

হর। যে কেঁদে গাইছিল, মাথা ধরবে না! তুমি কি গানটা শেষ করতে পারবে, অমর?

অম। গানটা ত আমি জানিনে; বোধ হয়, তার নিজেরই রচিত। আমিও আজ আর গাইতে পারছি না—শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না।

হর। তবে আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। আমি মায়ের কাছে একবার যাই—দেখি গে আমার চিন্ময়ী রাধা-মাই দশভুজা হয়ে কি লীলা করছেন।

এমন সময় সন্ধিপূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল। বালকবালিকারা পূজার দালানের দিকে ছুটিল। সন্ধিপূজায় বলি নাই, একটা লাউ-কুমড়াও মায়ের সম্মুখে দ্বিখণ্ডিত হইবার স্পর্দ্ধা রাখে নাই, তবু চারিদিক্ হইতে স্ত্রী পুরুষ সন্ধিপূজা দেখিতে ছুটিল; অমরনাথ কেবল উঠিলেন না, একা বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে রেবা নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিল। অমর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় মুদ্রিত-নয়নে কি চিন্তা করিতেছিলেন, রেবাকে আসিতে দেখেন নাই। রেবা কথা কহিল না—নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অমর তাহার উপস্থিতি অনুভব করিলেন; চক্ষু খুলিয়া কহিলেন, "রেবা এসেছ? বসো।"

রে। আপনি যে বড় সন্ধিপূজা দেখতে গেলেন না?

অ। শুধু দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কি করব রেবা?

রে। শুধু দেহটা কেন?

অ। তুমি যে আমার সব চিন্তা জুড়ে ব'সে আছ, শুধু দেহটাকে মায়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে কি করব রেবা?

রে। আমি আপনার সব চিন্তা জুড়ে ব'সে আছি?

অ। হ্যাঁ রেবা, আমি তোমারই কথা ভাবছিলাম।

রে। কথাটা শুনে আমার আনন্দ হ'ল না—ভয় হ'ল।

অ। ভয় কেন হ'ল?

রে। পাছে আবার কি হুকুম ক'রে বসেন।

অ। আমি ত কোন হুকুমই করি নি।

রেবা। আপনার ইচ্ছাই যে আমার কাছে ভগবানের হুকুমের চেয়ে বড়।

অ। তবে আমার হুকুম মান্য করলে না কেন?

রে। আমি যে পারলাম না—আমার প্রাণ ছিঁড়ে গেলেও আমি পারব না।

অ। ক্ষমা কর রেবা, আর বলব না—তোমার মনের উপর আর জোর করব না।

রেবার মুখ আনন্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার মাথা আপনা হইতে অমরের চরণে লুটাইয়া পড়িল; আলুলায়িত কেশরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—অমরের চরণ দুইখানি ভ্রমর-নিষেবিত পদ্মতুল্য দৃষ্ট হইল। অমর রেবার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও।"

আর্দ্রিয়মানা রেবা যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার বদন অশ্রুতে ও আনন্দে প্লাবিত। এমন সময় সর্ব্বাণী আসিয়া পড়িলেন। কন্যার মুখ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি আবেগভরে কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দু'জনে চিরসুখী হও।"

অমর। আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন—

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে গণেশ দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, "এই যে, দু'জনেই তোমরা এখানে আছ। এখন চল—"

স। কোথা যাব ?

গ। দেশে—এখানে আর থাক্‌ব না !

স। আজই যাব কি গো ! লক্ষ্মীপূজোর পর—

গ। এখানে আর এক দিনও থাক্‌ব না। এ সব জঙ্গলি দেশে এসে ভুল করেছি। তখুনি বলেছিলাম, আমি ও দেশে যাব না, আমার মর্য্যাদা ওখানে কেউ বুঝবে না। তা' তুমি ছাড়লে না ; এখন যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—চল।

স। কেন, কি হয়েছে ?

গ। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। সকলে মিলে আমাকে ধ'রে মারতে কেবল বাকী রেখেছে। যিনি আমাদের হোষ্ট, অর্থাৎ যাঁর বাড়ীতে আমরা এসেছি, তিনিও আমার প্রতি বিরূপ। বার বার তাঁকে শোনালাম, আমরা চ'লে যাচ্ছি, তিনি একটা কথাও কইলেন না।

অমর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে কহিলেন, "আমি আপনার পায়ে ধরছি, আপনি রাগ ক'রে যাবেন না।"

গণেশ তেজের সহিত কহিলেন, "তুমি কে হে বাপু ! তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ? তুমি আমাদের কথায় থাক কেন ?"

অমরের মুখ ম্লান হইল ; তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৪১

সে সময় জ্যোতি তাহার ঘরে বসিয়া একখানি ছবি মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিতেছিল। একখানা বড় কাগজের সঙ্গে তিনখানা ছোট ফটো আঁটা ছিল। তিনখানিই অমরের ছবি। কাগজখানি পাসপোর্ট অর্থাৎ বিলাত যাইবার অনুমতি-পত্র। অমর যখন বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তখন তিনখানি ফটো দরখাস্তের সহিত দিতে হইয়াছিল। বিলাত যাওয়া হইল না, ছবি তিনখানি রহিয়া গেল। মীরপুরে অমর আসিলে তাহার জিনিস-পত্রের ভার লইয়াছিল লতা ও নরু। তাহারা খেলাতে এত মত্ত থাকিত যে, তাহাদের অবসর এককালেই ছিল না, দেখাও বড় একটা পাওয়া যাইত না। সুতরাং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকল ভার পড়িল জ্যোতির উপর। অমরের যখন যাহা দরকার হইত, জ্যোতি তাহা বাহির করিয়া দিত, আবার খোঁজ করিয়া পরিত্যক্ত কাপড় জামা তুলিয়া রাখিত। অবশ্য সেগুলি তুলিবার আগে শত শত চুম্বন তাহাদের দান করিত। এক দিন সুটকেশ গুছাইতে গুছাইতে ছবি কয়খানি সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। আবিষ্কৃত দ্রব্যের উপর তাহার কোন ন্যায্য দাবী ছিল না ; কলম্বসও তাঁহার আবিষ্কৃত আমেরিকার উপর কোন স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু জ্যোতি ন্যায়পথে একেবারে গেল না—সে স্থির করিল, এ আবিষ্কৃত দ্রব্য তাহার। তবে তিনখানাই দাবী করিল না—একখানা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। যেখানি শ্রেষ্ঠ হইবে, সেখানি সে লইবে। কিন্তু কোন্‌খানি যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সে সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারিল না—তিনখানিই ভাল বলিয়া তাহার মনে হইল।

জ্যোতি বিচার করিতেছে, কোন্‌খানি সে রাখিবে, এমন সময় রেবা ধীরপদে কক্ষে প্রবেশ করিল। জ্যোতি ঝটিতি ছবি কয়খানি লুকাইয়া ফেলিল। লুকাইল বটে, কিন্তু রেবা দেখিবার পূর্ব্বে নহে ! কাহার ছবি, দূর হইতে অস্পষ্টালোকে রেবা চিনিতে না পারিলেও অনুমান করিয়া লইল, ছবি তাহাদের প্রেমাস্পদের। একটু হাসিয়া কহিল, "লুকুলি কেন—দেখি।"

"কি দেখবে ?"

"তুই যা' দেখছিলি—ফটো।"

"তাঁকে দেখছ নিয়ত, আবার ফটো কেন ?"

"বর্ষার জন্যে ছাতাটা তুলে রাখতে চাই।"

"বর্ষা যদি না আসে ?"

"অকালেই যে এল ভাই—আমরা দেশে যাচ্ছি।"

"সে কি ! লক্ষ্মীপূজোর পর যে যাবার ব্যবস্থা আছে।"

"মানুষের ব্যবস্থা ত !"

"কি হয়েছে, রেবা দি ?"

"হয়েছে আমার শিরে বজ্রাঘাত। বাবা রাগ ক'রে আমাদের নিয়ে আজ ভোরে চ'লে যাচ্ছেন।"

"সে কি ভাই ! তুমি যে আমাকে অবাক্ করলে।"

রেবার হৃদয় তখন বিদীর্ণ হইতেছিল; কিন্তু অধৈর্য্য না হইয়া শান্তভাবে উত্তর করিল, "শুনলাম, বাবার সঙ্গে না কি কার ঝগড়া হয়েছে; কৃষ্ণবাবু না কি বাবাকে খুব অপমান করেছেন।"

জ্যোতির ঘরের কোল দিয়া কৃষ্ণনাথ নিজের ঘরে যাইতেছিলেন; কথা কয়টি তাঁহার কানে যাইবামাত্র তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং জ্যোতির ঘরের ভিতর আসিয়া কহিলেন, "ভুল শুনেছ রেবা, আমি তোমার বাবাকে অপমান করিনি; তোমার বাবা অমরকে অপমান করেছিলেন, আমি অসহিষ্ণু হয়ে তার প্রতিবাদ করেছি মাত্র।"

রেবা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেন তাঁকে অপমান করবেন? বাবা বরাবর তাঁর সুখ্যাতি করেন, তাঁকে ভালও বাসেন।"

কৃষ্ণ। পোষা কুকুরকে লোকে যেমন ভালবাসে, তিনি তেমনই অমরকে ভালবাসতেন।

জ্যোতি। মেসোমশাই শুধু শুধু তাঁকে অপমান করলেন কেন?

কৃষ্ণ। তিনি অমরকে বলেন, রেবাকে বিয়ে করতে, অমর বিয়ে করতে নারাজ। দশ হাজার টাকা রেবার সঙ্গে দিতে চাইলেন, আরও কিছু বাড়িয়ে দেবেন আশা দিলেন, চাকরী ক'রে দেবেন, এমনও স্বীকার করলেন; কুকুরকে যেমন এক এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিয়ে লোকে তু-তু ক'রে ডাকে, গণেশবাবুও তেমনই অমরকে টাকার তোড়া ফেলে দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেন। অমর তাইতে ত চ'টে গেল—

রেবা প্রস্থান করিল। জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল, "তা উনি বিয়ে করতে রাজি হ'লেন না কেন?"

কৃ। অমরের যে আর এক জায়গায় বিয়ের কথা হচ্ছে।

জ্যোতি। আর এক জায়গায়? কোথা?

কৃষ্ণ। কিন্তু—কিন্তু সেখানে এক গোল বেধেছে।

জ্যোতি। গোলটা কি?

কৃষ্ণ। অমরের খুব ইচ্ছে, সেখানে বিয়ে হয়। মেয়েটি দেখতে শুনতে নিতান্ত মন্দ নয়; তা হ'লে কি হয়, মেয়েটা বড় দেমাকে, অমরকে একেবারে পছন্দ করে না।

জ্যোতি। (শুষ্ককণ্ঠে) মেয়েটি কে?

কৃষ্ণ। তার নামটা আমার মনে হচ্ছে না; আর নাম জেনেই বা তোর লাভ কি? অমর ত চ'লে যাচ্ছে, এ দেশে আর আসবে না।

জ্যোতির প্রাণ ফাটিবার উপক্রম হইল। কৃষ্ণনাথ তা' বুঝিলেন। বুঝিয়া কহিলেন, "তার নামটা এইবার মনে পড়েছে—"

জ্যোতির আর কথা বলিবার শক্তি নাই; শুধু সে কৃষ্ণনাথের পানে জিজ্ঞাসুনয়নে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণনাথ শূন্যপানে চাহিয়া কহিলেন, "তার নামটা বুঝি জ্যোতি, জ্যোতির্ম্ময়ী, কেহ বা তাকে ময়ী ব'লে ডাকেন।"

জ্যোতির আশাবিমান ব্যোমপথে বায়ুতাড়িত হইয়া ভূপৃষ্ঠে সজোরে প্রক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু আবার নির্ম্মল স্থির বাতাস পাইয়া বিপুল আনন্দে আকাশে উড়িতে লাগিল। মনে মনে জ্যোতি কহিল, 'আমি কি বোকা! সব বুঝে-সুঝেও সামান্য কথায় বিচলিত হয়েছিলাম! ছি ছি!' প্রকাশ্যে নতমুখে কহিল, "আপনি বড় দুষ্টু, নতুন দা।"

কৃষ্ণ। কথাটা শুনে তোর খুব আনন্দ হয়েছে—বুঝেছি। এখন তোর দিদি কোথায় বল্?

জ্যোতি। খুঁজে দেখুন গে না, আমি ত তাঁকে লুকিয়ে রাখিনি?

কৃষ্ণ। ও বাবা! তুই যে আজ-কাল বেশ কথা শিখেছিস।

জ্যোতি। আমি কি চিরকাল ছোট্ট থাকব?

কৃষ্ণ। তা বটে; চোদ্দ বছরের হ'লি বুঝি?

বলিয়া হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণনাথ প্রস্থান করিলেন। জ্যোতি একা বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তায় লজ্জা ও আনন্দ দুই আসিল। সে স্থির জানিত, অমরনাথ তাহাকে ভালবাসেন—সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভালবাসেন। এ বিমল স্বর্গীয় প্রেম জ্যোতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিত, তবু সে যে ক্ষণেকের জন্য তাঁহার প্রেমে সন্দিহান হইয়াছিল, এ আত্মগ্লানি বড়ই পীড়াদায়ক হইল। কিন্তু আবার যখন তাঁহার বিপুল স্নেহের কথা জ্যোতির স্মরণে আসিল, তখন আনন্দে তাহার হৃদয় শিহরিতে থাকিল। জ্যোতি এই সুখময় চিন্তায় এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, সে লক্ষ্য করিতে পারিল না, রেবা তাহার পার্শ্বে কখন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রেবা ডাকিল, "জ্যোতি!"

জ্যোতি চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিল।

রে। তুমি যাঁর ফটো দেখছিলে তিনি কি তোমাকে ভালবাসেন?

জ্যো। সে কথার উত্তর আমার কাছে চাও কেন?

রে। তোর কি মনে হয় জ্যোতি?

জ্যো। তা' তোমার শুনে কাজ নেই। মনেরও ত বোঝবার ভুল হয়।

রে। না, মনের ভুল হয় না। তুই বল্‌, তোর পায়ে পড়ি, বল্‌—

জ্যো। কেন আমাকে পীড়াপীড়ি কর? শুনে প্রাণে ব্যথা পাবে বৈ ত নয়।

রে। পাই পাব—আমার এ সন্দেহের যন্ত্রণার চেয়ে—মাথার উপর খাঁড়া তুলে রাখার চেয়ে খাঁড়া প'ড়ে যাওয়া ভাল—তুই বল্‌—

জ্যো। হ্যাঁ, তিনি আমাকে ভালবাসেন।

রে। তিনি কি তোমাকে কিছু বলেছেন?

জ্যো। না, বলবার দরকার হয় নি।

রে। তবে তুমি বুঝলে কেমন ক'রে?

জ্যো। কেমন ক'রে বুঝলাম, তা ত বলতে পারব না রেবা-দি। তবে এইটুকু বলতে পারি, প্রথম দর্শনেই আমি বুঝেছিলাম, তিনি আমার প্রতি সদয়। তখন আমার হৃদয় জাগে নাই, প্রেম ফুটে নাই, চৈতন্যকে ধারণ করবার শক্তি আমার জন্মে নাই। জন্মাল,যে দিন তিনি লাঞ্ছিত ও গৃহ-বিতাড়িত হলেন। সে দিন বন্যাপ্রবাহ আমার বুকে এল,—তরঙ্গে ভেসে এখন কোথা এসেছি, সে জ্ঞান আমার নাই। আমার এক একবার মনে হয়—

রে। কি মনে হয়?

জ্যো। বললে তুমি হয় ত প্রত্যয় করবে না, কিন্তু আমি সত্য বলছি রেবা-দি, আমার মনে হয়, তাঁর প্রেম যেন আমাকে সতত বেষ্টন ক'বে রয়েছে, চুপি চুপি আমাকে কত কথা বলছে, আমাকে কত আদর করছে। তোমরা আমার কাছে এলে আমার বিরক্তি বোধ হয়, একা থাকৃতে আমার বেশ লাগে।

রে। যদি তোমার মনেই হয়, তিনি বা তাঁর প্রেম তোমাকে সকল সময় ঘিরে রয়েছেন, তবে তুমি তাঁর ছবি দেখছিলে কেন?

জ্যো। দেখছিলাম—দেখছিলাম কেন, তা' ঠিক জানি না; আনন্দ পাই বলেই বুঝি দেখছিলাম—মূর্ত্তিকে জীবনীশক্তি দিতে পারি কি না, অথবা মূর্ত্তিতে আমাকে দেখতে পাই কি না, বুঝি দেখছিলাম। শুনেছি, মহাপুরুষরা ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেও তাঁর বিগ্রহ দেখে বেড়ান; আমারও বুঝি তাই। আচ্ছা রেবা-দি, ভালবাসা পেলে মানুষ কি পাগল হয়?

রে। পেলে কি হয়, তা ত আমি জানি নে ভাই। একবার অনন্ত সমুদ্রের এক বিন্দু জল পেয়েছিনু ব'লে মনে হয়েছিল, সেইটুকু পেয়েই আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম, জ্ঞান হারিয়ে তাঁর সামনে কত বাচালতা করেছিলাম—নির্লজ্জের মত কত কি বকেছিলাম।

জ্যো। আমি পেয়েছি অনেক—বিন্দু নয়।

রে। আমি দিয়েছি অনেক, কিন্তু বিন্দুও পাইনি।

বলিয়া রেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার বুকের ভিতর যে হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহা জ্যোতি শুনিতে পাইল না; যে লোলজিহ্বা অগ্নি তাহার সদ্যোমুকুলিত যৌবন-কমল দগ্ধ করিতেছিল, তাহার গর্জ্জন জ্যোতি শুনিতে পাইল না; যে সংহারী বিশালকায় তরঙ্গ উঠিয়া রেবার সাধ আশা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, সে তরঙ্গের উৎক্ষিপ্ত ফণা জ্যোতি দেখিতে পাইল না—সে দেখিতে পাইল, শুধু উদ্দাম-উন্মত্ত তরঙ্গবিক্ষিপ্ত শীকর-কণা। বালিকা রেবা বিপুল শক্তিতে হৃদয়কে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইল। ফাটা বুকের উপর কাপড় ঢাকিয়া রেবা কহিল, "তোমার সঙ্গে জ্যোতি, জীবনে দেখা হয় বা না হয়, একখানা ফটো আমাকে দেবে?"

"ছায়া চাও? নেও।" বলিয়া একখানা ফটো রেবাকে দিল।

"তুমি ছবিখানাকে ছায়া বলছ? বেশ, তুমি কায়া নিয়ে থাক। আমি দেখব, যদি ছায়াকে কায়াতে পরিণত করতে পারি।"

এমন সময় লতা আসিয়া কহিল, "আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, দিদি।"

জ্যোতি সস্নেহে কহিল, "ঘুমুবে এস দিদি।" বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং কোলে তাহার মাথা লইয়া মাটীতে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইল। রেবাকে কহিল, "তুমি ওর বিছানাটা ক'রে দেও না, ভাই।"

রেবা বিছানা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাছে বুঝি লতা শোয়?"

"আগে শুতো দিদির কাছে; এখন তিনি বাবা-মার কাছে শুচ্ছেন কি না, তাই লতা-নরু আমার কাছে শোয়। দিদিকে ছেড়ে লতা এখন আমার কাছেও আসতে চায় না; দিদিও ওকে ছেড়ে দিতে চায় না।"

৪২

দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের প্রাক্কালে পুরোহিত মহাশয় প্রতিমা পানে চাহিয়া যুক্তকরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পুরাণাদি রচনার পর মহাকবি ব্যাসদেব যে শ্লোকের দ্বারা ভগবানের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, সেই শ্লোকের ভাব লইয়া পুরোহিত

কহিলেন, "তুমি রূপ-বিবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করেছি; তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তব দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা নষ্ট করেছি; তুমি সর্ব্বব্যাপী, আমি তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নিরাকৃত করেছি; অতএব হে জগদীশ, আমার এই বিকলতা দোষত্রয় ক্ষমা কর।"

প্রতিমা উঠিলেন—ঘর-বাড়ী অন্ধকার করিয়া হিংসাদলনী দশভূজা মা আমার গৃহ-বাহিরে আসিলেন। বহু লোক সঙ্গে চলিল। গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিমা যখন নদীতটে আসিলেন, তখন দেখা গেল, বহু হিংস্রক দস্যু তথায় সমবেত হইয়াছে। অমর দেখিলেন, তাহারা মানুষ নয়—পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষের মত পরিয়া হিংসা-যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হিংসা যুক্তিতর্ক বুঝে না, ধর্ম্মের কথা শুনে না—সে মানে শুধু প্রহার। অমর জানিতেন, যাহারা ধর্ম্মের ভাণ করে, তাহারাই সত্যের হিংসা করে; পাপ পুণ্যকে দেখিতে পারে না। যাহার হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান, সে হিংসা-দ্বেষের অতীত। অমর স্থির করিলেন, হিংসাকে মারিতে হইবে হিংসার দ্বারা। এক ব্যক্তি লাঠি লইয়া প্রতিমা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে অমর তাহাকে ধরিয়া দূরে জনতার মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। হিংসা ভয় পাইল। অমর চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তোমরা আমাদের জিনিস কেড়ে নিতে এসেছ, আমরা তা রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছি। শক্তি কার বোঝা যাবে—হিংসার না সত্যের, পাপের না পুণ্যের। সাধ্য থাকে, অগ্রসর হও, নইলে হিংস্রক কাপুরুষের যেখানে স্থান, সেখানে যাও—টিল-পাটকেল, ছোরাছুরি নিয়ে পশ্চাতে যাও।"

তখন অমরের আশেপাশে কৃষ্ণনাথ প্রভৃতি বহু শোভাযাত্রী। নবীন বাবু মুক্তকচ্ছ অবস্থায় পলায়ন করিতেছেন দেখা গেল। হরনাথ ডাকিতেছেন, "অমর, কৃষ্ণ, তোমরা চ'লে এস।" পশুপতি লাঠি-সড়কি আনিতে পাঠাইয়া পথ পানে চাহিয়া আছেন। ঘাটে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। অপর পারে সম্মুখে দুইখানি বড় বোট পাশাপাশি অবস্থান করিতেছিল। একখানি শরতের, অপরখানি ধার্ম্মিক-চূড়ামণি নগেন্দ্রনাথের। শরৎ তাঁর বাপের সঙ্গে দেশে ফিরেন নাই। গণেশ বাবু ফিরিতে অনুরোধ করিলে শরৎ কহিয়াছিলেন, "আমি এখন ফিরব না, জায়গাটা আমার বেশ লাগছে—মোটে এসেছি বৈ ত নয়—বেড়ে স্বাস্থ্যকর—খুব ক্ষিধে ইত্যাদি।"

শরতের প্রধান আকর্ষণ লাবণ্য। লাবণ্য ও নগেনের সহিত প্রথম দিনেই শরৎ আলাপ-পরিচয় করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় মাতাপিতা তাঁহার পায়ে মাথা কুটিলেও তিনি মীরপুর ছাড়িয়া যাইতেন না। বোটের ছাদে একখানা চৌকীতে উপবিষ্ট থাকিয়া শরৎ প্রতিমা-বিসর্জ্জন দেখিতেছিলেন। যখন বিবাদ ঘনাইয়া আসিল, তখন তিনি উপর হইতে নামিয়া কামরার ভিতর আশ্রয় লইলেন। ভয় হইল, যদি ঘুষিটা চড়টা ছিট্‌কে এ পারে চ'লে আসে।

তাঁর পাশের নৌকায় নগেন গবাক্ষপথ দিয়া মারামারি দেখিতে দেখিতে পার্শ্বে উপবিষ্টা লাবণ্যকে কহিলেন, "লোকটার গায়ে খুব ক্ষমতা ত, অত বড় মানুষটাকে তুলে ছুড়ে ফেলে দিলে।"

লাবণ্য। চল না, আমরা ও পারে যাই—দূর থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না।

নগেন। বেশ দেখা যাচ্ছে, ও পারে গিয়ে কি জান্ দেব?

লা। ঐ লোকটিকে তুমি চেন?

ন। কা'কে? যে একা এক শ'? খুব চিনি, ওর নাম অমর, আমার সঙ্গে খুব ভাব।

লাবণ্য গোপন করিল যে, অমরকে সে চেনে, ভাল রকমই চেনে। কহিল, "অমর বাবুর গায়ে কি শক্তি!"

ন। বোধ হয়, রোজ দুটো তিনটে মুরগী খায়।

লা। মুরগী খেলে কি গায়ে খুব জোর হয়? তুমিও ত খাও, তবে কেন তুমি এত দুর্ব্বল? মার খাবার ভয়ে ঘরের ভেতর লুকিয়ে আছ?

ন। কি জান, ভদ্রলোকেরা মারামারির ভেতর থাকে না। আমরা হুকুম দেব, ওরা মারধোর করবে।

লা। আমি শুনেছি, যে সব খাদ্য শীঘ্র প'চে যায়, যথা—মাছ-মাংস, তাদের শক্তি দেহমধ্যে স্বল্পকালস্থায়ী। আর চাল ডাল ঘি ময়দা—দেখ দেখ, অমর বাবুর শক্তি দেখ, একটা লোকের ঠ্যাং ধ'রে মাথার উপর ঘুরুতে ঘুরুতে শত্রুদের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছেন। ধন্য শক্তি! শত্রুরা সব পালাচ্ছে—বাহবা বাহবা! একে বলে মানুষ।

ন। মানুষটা কিছু নয়—ওর খাবার পর্য্যন্ত সংস্থান নেই। এর তার দোরে খেয়ে বেড়ায়।

লা। শুনেছি, উনি খুব পণ্ডিত।

ন। একেবারেই নয়; আলাপ ক'রে আমি বেশ বুঝেছি, লোকটার ভেতর কিছু নেই।

লা। কি সুন্দর চেহারা।

ন। মাকালফল—

লা। গায়ে কি শক্তি!

ন। ওটা পশুবল—ইতর লোকের গায়েই শক্তি থাকে।

লা। ওঁকে আজ রাতে নেমন্তন্ন কর না।

ন। ও কি আমাদের আসরে বসবার যোগ্য? শরৎকে খেতে বলেছি।

লা। শরৎটা বড় মাতাল।

ন। তুমিই কি কম!

লা। তুমিই ত আমাকে মদ ধরিয়েছ; একটু খাও, একটু খাও ক'রে আজ আমাকে মাতাল ক'রে তুলেছ।

ন। আমি তোমাকে একটু খেতে বলেছি, মাতাল হ'তে ত বলিনি।

লা। তোমার ত জানা উচিত ছিল, খেতে খেতে ক্রমে লোক মাতাল হয়ে পড়ে। তোমার সঙ্গে থাকলে ক্রমে মাতাল হব, এ আর বিচিত্র কি?

ন। আমার সঙ্গলোভেই ত তুমি ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছ।

লা। তোমাকে ভালবেসে এসেছি। তোমাকে ভালবাসি, বউদি জান্তে পেরে কি লাঞ্ছনাই না আমাকে করলেন। সইতে না পেরেই ত তোমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছি।

ন। তা' নইলে বুঝি আসতে না? আমি তোমার জন্যে ক' মাস দিল্লীতে ব'সে ছিলাম। তোমাকে না নিয়ে দেশে ফিরব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

ভৃত্য ঘরে বাতি দিয়া গেল; আর একটা ছোকরা টেবলের উপর গ্লাস, বোতল, সোডা রাখিল। নগেন কহিল, "আজ বিজয়া-দশমী, বোতলের সম্মান রক্ষে করতে হবে।"

লা। কবে না কর?

ন। আমি হিন্দু, শাক্ত, আজ বৎসরের মত শক্তি সঞ্চয় করব।

লা। আমাকে তুমি মাতাল বলেছ, আমি আজ ও-দিকেই যাব না। আজ সিদ্ধি খাব।

ন। ছ্যা ছ্যা, ও সব কাজ করো না—তার চেয়ে মাতাল হও, সে-ও ভাল।

লা। তুমি যে আবার শরৎটাকে খেতে বলেছ।

ন। ওটা একটা গাধা, ওর সামনে আবার লজ্জা! কোথাকার কে তার ঠিক নেই। ওটাকে নিয়ে আজ একটু মজা করা যাবে।

লা। মজাটা কি করবে?

ন। তুমি এমনই ভাব দেখাবে, যেন ওকে তুমি ভালবেসে ফেলেছ।

লা। আমি তা পারব না।

ন। দু' এক পাত্র পেটে পড়লেই পারবে—লক্ষ্মী আমার—কথাটা রাখ।

লা। আর ও যদি আস্কারা পেয়ে—

ন। তাতে তুমি গ'লে যাবে না।

লা। তোমরাই নাচাও, শেষে তোমরাই আবার দোষ দেও।

এমন সময় শরৎ আসিয়া দেখা দিলেন।

৪৩

সন্ধ্যার পর লতা পশুপতি বাবুকে প্রণাম করিলে তিনি তাহাকে বুকে উঠাইয়া লইয়া শত শত আশীর্ব্বাদ করিলেন। লতা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ জ্যেঠামশাই, মারামারি হ'ল কেন?"

প। তোমাকে কে বললে, মারামারি হয়েছিল?

ল। নরু, সুকু-দা; ওরা সেখানে ছিল যে।

প। তবে তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর গে—

ল। ওরা বললে, দাদা না কি খুব মেরেছেন।

প। তোমার দাদা প্রতিমা রক্ষে করেছেন।

বলিয়া তিনি অন্যমনস্ক হইলেন। তিনি ঋণ দিতে ভালবাসেন, কিন্তু ঋণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অমর তেমনই তাঁহার মাথার উপর ঋণের বোঝা চাপাইতেছে; এ সব ঋণ অপরিশোধ্য। লতা কহিল, "বলুন না জ্যেঠামশাই, ঝগড়া হ'ল কেন?"

প। দেবাসুরের যুদ্ধের কথা পড়েছ?

ল। পড়েছি।

প। এ-ও তাই মা! যে হিংস্রক, যার অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান জাগে নি, সে চিরদিন ধর্ম্মের, দেব-দেবীর হিংসাদ্বেষ করবে। চারি যুগ এই ভাবেই চলছে।

ল। দাদাকে কেউ মারতে পারে নি, না জ্যেঠা-মশাই?

প। না। নরু তোমার দাদাকে কি ভালবাসে, তা' বলা যায় না। সেই বিপদের সময় যখন অমরকে শত্রুরা ঘেরবার চেষ্টা করে, তখন নরু গিয়ে তোমার দাদার হাতে লাঠি তুলে দিলে। এ সাহস বুড়োদেরও হয় নি।

সুকু আসিয়া দেখিল, তাহার পিতার কোলে বসিয়া লতা আদর খাইতেছে। তাহার বড় আনন্দ হইল; কহিল, "আমারও ইচ্ছে করে বাবা, লতাকে আদর করতে।"

পশু। কর না কেন?

সুকু। ও যে করতে দেয় না; প্রণাম করতে এল, আমি বুকে তুলে নিলাম। মেয়ের যে রাগ!

বলে কি না, তুমি এক ফোঁটা ছেলে, তোমাকে বুড়োমো করতে হবে না।

পশুপতি হাসিয়া আকুল হইলেন; কহিলেন, "হ্যাঁ মা, তুমি ওকে এমনি ক'রে বলেছ?"

লতা। দেখুন না জ্যেঠামশাই, সুকু-দা আমার চেয়ে ক' বছরেরই বা বড়—

পশু। তা হ'লে বেশী বড় না হ'লে তাকে তুমি আদর করতে দেও না, কেমন?

লতা। বুঝে দেখুন জ্যেঠামশাই—

পশু। আচ্ছা, জ্যোতিকে তুমি আদর করতে দেও কেন

লতা। জ্যোতি দিদির কথা আলাদা।

পশু। আলাদা কেন লতু?

লতা। কেন, তা' জানি নে। তাঁর মত কেউ আমাকে ভালবাসে না।

পশু। তোমার দাদাও না?

লতা হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল,"দাদা'র মত আমাকে কেউ কি ভালবাস্‌তে পারে?"

পশু। তুমি কেমন ক'রে তা' জানলে? তোমাকে তিনি কিছু বলেছেন না কি?—

লতা। এ সব কথা বল্‌তে হয় নাকি?—জ্যেঠা-মশায়ের যেমন কথা! আমি বুঝতে পারি।

পশু। তুমি বুঝতে পার, কে তোমাকে ভাল-বাসে বা না বাসে?

লতা। পারি বৈ কি। এই দেখুন না, আপনি আমাকে ভালবাসেন, সুকুদা, নরু, বড়দা—

পশু। সুকুর মা তোমাকে ভালবাসেন?

লতা। একটু একটু; আমার চেয়ে মনুকে তিনি বেশী ভালবাসেন।

পশুপতির মুখ গম্ভীর হইল। মনু অর্থাৎ মনোরমা, হেমমালার আত্মীয়-কন্যা। মনুর গর্ভ-ধারিণী গঙ্গাদেবী হেমমালার সম্পর্কে ভগিনী তিনি অনাথা, বিধবা, কিন্তু সুন্দরী কন্যার জননী। গঙ্গার ইচ্ছা, মনুর সহিত সুকুর বিবাহ হয়। তিনি হেমমালাকে ধরিয়াছেন, হেমমালাও আশা দিয়াছেন। পশুপতি বহুকাল পূর্ব্বে এ কথা একবার শুনিয়াছিলেন। কিন্তু লতাকে পাইয়া তিনি মনুর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

সুকু কহিল, "মনু মেয়েটা বড় হিংসুকে—"

প। ছি, কারুর নিন্দে করতে নেই।

সু। এই দেখ না বাবা, তুমি সে দিন ভাল কাপড়-জামা লতাকে দিলে, দেখে মনু হিংসেয় জ্ব'লে উঠল; মা তাকে যা কাপড়-জামা দিয়েছিলেন, সে তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে বসল। তার পর যেমনই সে সুবিধা পেলে, অমনই লতার জামা-কাপড় কাঁচি দিয়ে কেটে দিলে।

প। তুমি কেমন ক'রে তা জান্‌লে?

সু। নরু, লতা তা দেখেছিল; আলনায় কাপড় ছিল, মনু চুপি চুপি এসে—

প। জামা-কাপড় আন দেখি।

সুকু ছুটিল। পশুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমার জ্যেঠাইকে বলেছিলে?"

ল। বলেছিলাম; তিনি মনুকে কিছু না ব'লে আমাকে বোকলেন—বললেন, "তুমি কেন সিন্দুকে তুলে রাখনি?"

সুকু কাপড় আনিল। পশুপতি বেনারসী কাপড়-জামা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময় অন্য একটা ঘরে অমরনাথ কৃষ্ণনাথ ও হিরণকে প্রণাম করিতেছিলেন। কৃষ্ণ কথাটিও কহিলেন না, কিন্তু হিরণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—কহিলেন, "ঠাকুর-পো, তুমি আমাদের সকলের প্রণম্য—আমার প্রণাম লও।"

অম। অকল্যাণ ক'র না বউদি, আশীর্ব্বাদ কর—

হির। তুমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ পেয়েছ, নইলে শত শত্রুর মধ্য হ'তে তুমি অক্ষতদেহে ফিরে আসতে পার?

অম। হিংসাদলনী মায়ের সঙ্গে আমি যাচ্ছিলাম, কার সাধ্য আমায় হিংসা করে?

হির। আচ্ছা, ওরা শুধু শুধু প্রতিমা ভাঙ্গতে এল কেন?

অম। হিংসাদলনীকে হিংসাই ত মারতে আসবে।

হির। রাজা ত কখন প্রতিমা ভাঙ্গতে বা পূজায় বাধা দিতে আসেন না।

অম। রাজা ত আমাদের হিংসা করেন না, তিনি আমাদের স্নেহ করেন। পিতা বা স্বামী সন্তান বা স্ত্রীর হিংসা করতে পারে না।

হির। তবে এরা আমাদের হিংসে করে কেন?

অম। করবে না কেন? উত্তানপাদ রাজার উপাখ্যান পড়নি? পাটরাণী সুনীতির হিংসা কনিষ্ঠা মহিষী সুরুচি করতেন। ছোট দেখলেন, বড়রই সব, কিছুতেই তার সমকক্ষ হ'তে পারেন না, তখন হিংসার আশ্রয় নিলেন। বড় দেখলেন, তাঁর শত্রু উত্তানপাদ নন, তাঁর শত্রু সুরুচি। এটা বুঝলেন, কিন্তু অনেক বিলম্বে—যাক্ ও সব কথা। এখন তুমি আমাকে সন্দেশ দেও।

"আনৃছি," বলিয়া হিরণ উঠিয়া গেলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "আমি হিরণকে যত দেখছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি। সময় সময় ভাবি, এ কি সেই হিরণ?"

অম। মানুষের পরিবর্ত্তন এমনই হয়। যে এক দিন দস্যু রত্নাকর ছিল, সে মহর্ষি হ'ল; যে মূর্খ ছিল, তার মুখ দিয়ে বেরুল—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি। বউদিদির পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; পরিবর্ত্তন কখন সহসা, কখন বা ধীরে হয়।

কৃষ্ণ। আমার মনে হয়, ইংরিজী শিক্ষার দোষে আমাদের মন কলুষিত হয়।

অম। তা' ঠিক নয়। আধখানা এ দেশের, আধখানা ও দেশের নিলেই গোল বাধে। যা' হবে, পুরা হও। ধুতি প'রে নেকটাই আঁটলে হাস্যাস্পদ হ'তে হবে। পুরা ইংরাজ হও বা পুরা মুসলমান হও, কোন ক্ষতি নাই।

হিরণ আসিয়া পড়িল; পশ্চাতে সর্ব্ব-সম্পদের অধীশ্বরী জ্যোতির্ম্ময়ী। তাহার হাতে পাত্রভরা মিষ্টান্ন। জ্যোতি পাত্র নামাইয়া কৃষ্ণ ও অমরকে প্রণাম করিল; তার পর মিষ্টান্ন ও জল দিল। হিরণ কহিল, "ঠাকুরপো, কোন্ মিষ্টান্নটা ভাল লাগ্‌ল?"

অমর। তোমার কথাগুলি সব চেয়ে মিষ্ট লাগ্‌ল।

হিরণ। ঠাট্টা করছ?

অমর। রহস্য করতেও আমি মিথ্যা বলি না। কৃষ্ণ আজ সুখী, আমার তাই এত আনন্দ।

হিরণ। উনি তোমাকে পেয়ে সুখী, আমাকে নয়। জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, এক দিন আমাকে কি বলেছিলেন।

অমর। তুমিই বল না কেন—

হিরণ। তুমি দিল্লী চ'লে যাবার পর উনি এক দিন আমাকে বলেছিলেন, স্থির জেনো হিরণ, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে প্রিয় আমার অমর, সে অমরকে যে—

কৃষ্ণ। আচ্ছা, সে সব কথার এখন প্রয়োজন নাই।

হিরণ। একটু আছে; তুমি ঐ কথা ব'লে আমার হিংসে জেলে দিয়েছিলে—তোমার অমর ও লতা কতকটা সেই জন্যে আমার চক্ষুঃশূল হয়েছিল।

কৃষ্ণ দেখছি আজকাল তুমি কিছু আগে ত সব লুকুতে।

হিরণ। তখন যে অন্তরে মলা ছিল

কৃষ্ণ। সহসা গেল কিসে?

হিরণ। অগ্নি-স্পর্শে।

অমর। এখন তোমরা ঝগড়া কর, আমি বাহিরে যাই।

হিরণ। একটা গান না গেয়ে যেতে পাবে না।

অমর। কৃষ্ণনাথ কীর্ত্তন বরদাস্ত করতে পারেন না।

হিরণ। এখন আর সে দিন নেই।

অমর। আমারও সেই রকম একটা সন্দেহ জন্মেছে। আচ্ছা, গান ধরি, তোমার কথা ঠেলবার আমার সামর্থ্য আর নেই—

হিরণ বাজনা আনিতে গেল। দুই এক মিনিটের মধ্যে এক জন দাসী আসিয়া কৃষ্ণনাথকে ডাকিয়া লইয়া গেল। অমর বুঝিলেন, এটা হিরণের চাতুরী। হিরণ যখন এমন সুযোগ ঘটাইয়া দিল, তখন তিনি তা ছাড়েন কেন? তিনি ডাকিলেন, "জ্যোতি!"

জ্যোতি এ কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে আর শুনে নাই,—তার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, পুলকে সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। জ্যোতি একবার মুখ তুলিয়া চাহিল; দেখিল, অমরনাথ প্রেমময় নয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। আনন্দে, সুখানুভূতিতে জ্যোতি কাঁদিতে লাগিল। অমর কহিলেন, "জ্যোতি, অপেক্ষা করতে পারবে?" এই প্রথম প্রেমসম্ভাষণ। অমর বদ্‌রসিক না হইলেও অরসিক।

জ্যোতির মস্তক নমিত হইল। অমরের কথার মর্ম্ম দীর্ঘতীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না। এত দিন নিঃসঙ্কোচে কথা কহিয়া আসিয়া আজ সে মূক হইল। অমর কহিলেন, "ফিরতে আমার প্রায় দুই বৎসর হবে, এত দিন অপেক্ষা করতে পারবে জ্যোতি?"

জ্যোতি মনে মনে কহিল, "কেন পারব না? যদি পর-জন্মও অপেক্ষা করতে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি?" কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু কহিল না।

নরু সহসা আসিয়া কহিল—"আপনি বুঝি এখানে ব'সে কাকা বাবু, আমি গোটা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কেন খুঁজছ কাকা বাবু?"

"দাদু আপনাকে ডাকছেন, গান করতে।"

"যাচ্ছি বল গে।"

নরু প্রস্থান করিল। অমর কহিলেন, "তোমাকে কি দিয়ে যাব, জ্যোতি? দেবার ত কিছুই নেই। এই মালাছড়াটা নেও। আজ স্বস্তিবাচনকালে পুরোহিত মহাশয় আমার গলায় এই পদ্মের মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন—নেও জ্যোতি।"

জ্যোতি সরিয়া আসিয়া মাথা নীচু করিল। অমর কম্পিত হস্তে জ্যোতির কণ্ঠে মালা দুলাইয়া দিলেন।

জ্যোতি প্রণাম করিল—চরণের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। অমর অনুভব করিলেন, তাঁহার চরণ চুম্বিত হইল। তিনি জ্যোতির মাথায় হাত দিয়া কহিলেন,—"তুমি আমি ভিন্ন নই—এক।"

হিরণ সহসা ঘরে আসিয়া কহিলেন, "তোমরা যে এক, তা' আমরা বুঝেছি, ঠাকুর-পো।"

অমর হাসিতে হাসিতে পলাইলেন।

* * * *

রজনীপ্রভাতে সংবাদ আসিল, নগেন্দ্রনাথ হত-চেতন, আর তাঁহার উপপত্নী লাবণ্য অদৃশ্য। শরতের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। নগেনের নেশা ছুটিতে মধ্যাহ্ন হইল। নেশা ছুটিল বটে, কিন্তু অজ্ঞানতা ছুটিল না—তিনি লাবণ্য ও শরতের পশ্চাতে নৌকা ছুটাইলেন।

দ্বাদশীর দিন অপরাহ্নে নগেনের ভগিনী গঙ্গা ও তাঁহার কন্যা নন্তুকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া পশুপতি হেমমালাকে কহিলেন, "এ সব ইতর লোকের সংস্পর্শে আর এসো না।"

"ইতর কি ক'রে হ'ল? নগেন ক্রোরপতি।"

"টাকায় বড় হয় না; যার বংশ-মর্য্যাদা নেই, চরিত্র নেই, যার বংশে কোন চরিত্রবান্ মহাপুরুষ জন্মায় নি, সে কখন বড় হ'তে পারে না। ইতরের মেয়েকে কখন আমি ঘরে আনতে পারব না। লক্ষ টাকা যৌতুক দিলেও না, তুমি মাথা কুটিলেও না। এ প্রসঙ্গ আর তুলো না।"

৪৪

তার পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে।

অমরের খনি কবুতর পাহাড়ের পাদদেশে—রেল-ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পথ। জঙ্গল কাটিয়া অমর গ্রাম বসাইয়াছেন; তাহার নাম রাখিয়াছেন পশুপতিপুর। গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই খনির লোক—শ্রমিক ও কর্ম্মচারী। বেনসন এক মাস থাকিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অমর তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে কাজ অত্যল্পসময়ের মধ্যে শিখিয়া লইয়াছেন। তবে এঞ্জিনিয়ার রাখিতে হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ার বাঙ্গালী, নাম ব্রজবল্লভ। বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া সবে ভারতে আসিয়াছেন। অল্পবয়স্ক হইলেও তিনি কার্য্যদক্ষ ও বুদ্ধিমান্। তবে অবিবাহিত। পাত্রীর অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে মোটা টাকা না থাকিলে তিনি বিবাহ করিবেন না। কাগজে না কি এই রকম বিজ্ঞাপনও দিয়াছেন।

এক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পর খনিতে প্রচুর পরিমাণে অভ্র উৎপন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু তখন মাল বিদেশে চালান দেওয়া হয় নাই, বেনসন বাজারে দর যাচাই করিতেছেন। পৌষ মাসে বড় দিনের বন্ধে আসিয়া তিনি মাল ছাড়িবেন লিখিয়াছেন।

এই এক বৎসর অমর দূরদেশে একা। বাঙ্গালার সহিত পত্র-ব্যবহার ছাড়া তাঁহার সহিত দেশের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। বাঙ্গালার বায়ুর জন্যে তাঁহার প্রাণ সময় সময় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি ভাবিতেন, বাঙ্গালী বাঙ্গালা ছাড়িয়া কোন্ প্রাণে সাধ করিয়া বিলাতে বাস করে? এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ ব্যারিষ্টার, খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও তিনি বাঙ্গালার পঞ্চভূতে গঠিত। অমর ভাবিতেছিলেন, প্রোক্ত ব্যক্তি কোন্ প্রাণে দেশের মায়া কাটাইয়া শেষ জীবন ইংরাজের দেশে কাটাইতে তথায় প্রাসাদ কিনিলেন? একদা প্রভাতে বারান্দায় বসিয়া অমরনাথ এই সব কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা নরুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, বাগানের ফটক খুলিয়া নরু ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে লতা; কিছু পরে কৃষ্ণনাথকেও দেখা গেল। অমরের মুখ আনন্দে হাসিয়া উঠিল। নরু প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল, ঝাঁপাইয়া কাকার বুকে পড়িল।

অমর একখানি চৌকীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দুই উরুতে লতা ও নরু বসিল। কৃষ্ণনাথ আসিয়া পৌঁছিলে অমর কহিলেন, "তোমার জন্যে বুকটা খালি রেখেছি।"

কৃ। সে স্থানও ত ভরতি—

অ। তোমার স্থান কি ভরতি হয়, পাগল!

নরু কহিল, "আচ্ছা কাকাবাবু, তুমি—আপনি কিচ্ছু টের পাননি আমরা আস্‌ছি?"

অ। কি ক'রে টের পাব? তোমরা না জানালে—

ন। বাবা বলছিলেন, আপনি ধ্যানে হয় ত সব জানতে পেরেছেন।

অ। ধ্যানে জানা যায় বটে, সে দিকে মন দিলে।

লতা। আমরা তা হ'লে তোমাকে খুব আশ্চর্য্য করেছি, না দাদা?

অ। তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হয়েছি তোমাদের পরিবর্ত্তন দেখে।

ল। কেন দাদা, আমরা কি হয়েছি?

অ। তোমরা খুব বড় হয়ে উঠেছ।

রামু আসিয়া আগন্তুকদিগকে প্রণামাদি করিল

এবং তা'র মা ও দাদাকে বাড়ীঘর দেখাইতে লইয়া গেল। অমর তখন বন্ধুকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই হঠাৎ এলি যে?"

কৃ। তুই দেশে যাবি কি না, জিজ্ঞেস করতে এইছি।

অ। যেতে কি আমার অসাধ? যাই কেমন ক'রে বুঝতে ত পারছ। বেনসন আসবে বড়দিনের সময়; দেখি তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।

কৃ। কাজ চলছে কেমন?

অ। খুব ভাল। প্রায় দু'লাখ টাকার মাল গুদামে মজুত। কোন বিঘ্ন ঘটে নি, কে যেন সব বিঘ্ন সরিয়ে দিয়ে সকল সুবিধা ঘটিয়ে দিলে। কল-কারখানা যন্ত্রপাতি সব এই দেশে পেলাম, বিদেশ হ'তে আনাতে হয়নি। একটা খাদে কাজ বন্ধ হয়ে যেতে সব জিনিস সুবিধা দরে পেয়েছি।

কৃ। ভাগ্য প্রসন্ন হ'লে এই রকমই হয়।

অ। আচ্ছা কৃষ্ণ, তুমি সকলের খবর দিতে, কিন্তু রেবার কথা একখানা পত্রেও লিখতে না।

কৃ। তা'র কথা আর কি লিখব? সে আছে প'ড়ে জীবন্মৃত হয়ে।

অ। জীবন্মৃত? কেন?

কৃ। কেন, তা' তুমি ভালই জান।

অ। তা'র কি বিয়ে হয়নি?

কৃ। বিয়ে সে করেনি।

অমর স্তম্ভিত হইলেন। সকল আনন্দ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। রেবার সে দিনের করুণ মুখের স্মৃতি অমরের মনে পড়িল। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া শেষদিন রেবা যে গান করিয়াছিল, তাহা ছত্রে ছত্রে অমরের স্মরণ হইল। সে কান্না, সে আবেগ, সে কাতরতা ভুলিবার নহে—অমরের প্রাণে গাঁথা ছিল। অমর আকাশ পানে চাহিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, "সে যা হয় করুক গে, তুই এখন দেশে চল্।"

অ। আমার সব উৎসাহ যে নিবে গেল, ভাই!

কৃ। জগতে কত দুঃখী আছে, তাদের কথা ভাবতে গেলে কি চলে? তুই এখন বিয়ে ক'রে সুখী হ'।

অ। সুখ আমার ভাগ্যে নেই—আমি বিয়ে করব না।

কৃ। বিয়ে করবি নি কি রে? হ'ল কি?

অ। রেবা অবিবাহিত থাকৃতে আমি বিয়ে করব না।

কৃষ্ণনাথ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জানেন, অমরের প্রতিজ্ঞা নড়িবার নহে। তিনি ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলিয়া কহিলেন, "রেবা অবিবাহিত রইল, তা' তোর কি?"

অ। আমার কি! আমি যে তার জীবন বিফল করেছি।

কৃ। তা' না হয় তাকে বিয়ে কর—

অ। তা'ও পারব না।

কৃ। তা হ'লে দেখছি, এক জনকে মেরে আর এক জনকে মারতে অভিলাষ করেছ।

অ। জ্যোতি কাতর হবে না; সে বুঝেছে—জন্মান্তর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেও সে প্রস্তুত আছে।

কৃ। দেখ অমর, তুমি এ পাগলামী ছাড়, যা সকলে করে—তুমি তাই কর।

অ। তুমি কি বলছ কৃষ্ণ! যার জীবন আমি দুঃখময় করেছি, যে আমাকে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে দীন-দুঃখী হয়েছে, আমি তা'কে মরতে দেখে তার কানের কাছে বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করতে যাব? ছি ছি! আমি তা' পারব না—এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করো না।

এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপিত হইল না; উত্থাপিত না হইলেও উভয়ের মনোমধ্যে জাগিতে লাগিল। এক মাস পরে কৃষ্ণনাথ যখন বালক-বালিকাকে লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিলেন, তখন নির্জ্জনতা অমরকে বড়ই পীড়ন করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জনতার মধ্যে রেবার ক্লিষ্ট কাতর মুখ তাঁহার মানসপটে নিয়ত উদিত হইতে লাগিল। অনেক বিনিদ্র রজনী রেবার চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া অবশেষে তাহাকে একখানি পত্র লিখিলেন।

৪৩

কোন্নগরে গণেশ বাবুর বাড়ীতে অমরের নাম কেহ মুখে আনে না; মুখে না আনিলেও অন্তরে আনে। গণেশ বা তাঁহার পুত্র কেহই অমরকে ভুলেন নাই—ভুলিবার যো নাই; যাহাকে হিংসা করা যায়, তাহাকে ভুলা যায় না। দশানন বা হিরণ্য-কশিপু ভুলিতে পারে নাই। আমরা তাহাকেই হিংসা করি—যাহাকে আমরা আমাদের চেয়ে বড় বলিয়া অন্তরের ভিতর স্বীকার করি। অমর চরিত্রবলে তাঁহাদের চেয়ে অনেক বড়, ইহা তাঁহারা মনে মনে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের চিন্তায় এইটুকু সুখ ছিল যে, অমর দরিদ্র। সে সুখও তাঁহাদের নষ্ট হইতে বসিয়াছে—চারিদিকে জনরব উঠিয়াছে, অমর সুবর্ণখনি পাইয়া মহাধনী হইয়া

উঠিয়াছেন। যদু খুড়ো গণেশকে বলিয়াছিলেন, "আমার ত বিশ্বাস হয় না পাকা সোনার খনি পেয়েছে; গিল্‌টি সোনার বা এমনই একটা কিছুর খনি হ'তে পারে।"

গণেশ। তা-ও না। আরে, সোনার খনি হ'লে গভর্মেণ্ট কি অমরকে জ্যান্ত রাখত! খনি ত কেড়ে নিতই, তা' ছাড়া জেলে দিত।

আঃ, বাঁচা গেল! আর কেহ সোনার খনি পাক্, জানা-শোনা লোকের ভিতর কেহ যেন পায় না। যদু খুড়ো আশ্বস্ত হইলেন এবং গামছা কাঁধে ফেলিয়া মহানন্দে পাড়ায় সে শুভ সংবাদ প্রচার করিতে বাহির হইলেন। গণেশ কিন্তু আশ্বস্ত হইলেন না; তিনি চারিদিক্ হইতে অমরের বিভবের কথা শুনিতে লাগিলেন। কেহ জানাইল, অমরনাথকে এক লাখ সত্তর হাজার আট শত পাঁচ টাকা দিল্লী ব্যাঙ্কে জমা দিতে সে দেখিয়া আসিয়াছে; কেহ জানাইল, অমর দুই জন সাহেব ম্যানেজার রাখিয়াছেন। এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে শুনিতে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন; যখন মনকে বুঝাইবার যুক্তি আর খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার ভারে নিপীড়িত হইলেন। লোককে যতই তিনি বোঝান, ওগো জনরব মিথ্যা, মন ততই বলে, ওগো জনরব সত্য। অবশেষে মনের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া জনরব সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। সর্ব্বাণীর নিকটেও তিনি এক দিন স্বীকার করিলেন, অমরকে হাতছাড়া করা ভাল হয় নাই।

কিন্তু তখন অমরকে আর পাওয়া যায় না—অমরকে না পাইলে রেবাকেও বাঁচান যায় না। মীরপুর হইতে ফিরিয়া রেবা শয্যা লইয়াছে। কখন উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়, কখন বা শয্যা লয়। ডাক্তার আসে, ঔষধ আসে, পথ্যাদির ত্রুটি হয় না; তবে উপকার বড় কিছু পাওয়া যায় না রোগ কখন কমে, কখন বাড়ে। যখন বাড়ে, তখন সর্ব্বাণী স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "তুমিই ত মেয়েটাকে মেরে ফেল্লে।" গণেশ পূর্ব্বে প্রতিবাদ করিতেন, এখন করেন না, নীরবে তিরস্কার সহ্য করেন।

শরৎ এ সব গোলমালে থাকেন না। তাঁহার কাজের এত ভিড় যে, তাঁহাকে অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অতিবাহিত করিতে হয়। রাত্রিতে বাড়ী আসিবার বড় একটা সময় পান না। সুতরাং বাড়ীতে কি হইতেছে বা না হইতেছে, তাহার সংবাদ বড় একটা রাখিতেন না। এক বৎসর একই ভাবে কাটিল। পূজা ঘুরিয়া আসিল। বিজয়া-দশমীর দিন মধ্যরাত্রিতে দেখা গেল, শরৎ অচৈতন্য অবস্থায় গৃহে ফিরিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গময় ক্ষত। সোফেয়ার তখন ভিতরের সব কথা খুলিয়া বলিল—"মীরপুর হইতে জনৈক রমণীকে হরণ করিয়া আনিয়া বাবু কলিকাতায় এক বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। রমণীর স্বামী সন্ধানে সন্ধানে ফিরিয়া দশমীর দিন রাত্রিতে বাবুকে ঐ বাড়ীতে ধরেন। তাঁহার সঙ্গে লোকজন ছিল, আমরা কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। বাবুকে তাহারা প্রহার করে, আর মেয়েমানুষটির মুখ এসিডে পুড়াইয়া দেয়।"

গণেশ বাবু এক রাত্রিতে এক বছর এগাইয়া গেলেন; যে কয়টা চুল কাঁচা ছিল, তাহা পাকিয়া গেল। পুত্র কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু যদু খুড়ো প্রভৃতি ডঙ্কা ঘাড়ে লইয়া এত জোরে পিটাইলেন যে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন ভদ্রলোক এই দুশ্চরিত্রের ভগিনীকে গৃহে আনিতে সম্মত হইলেন না। রেবা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে তাহার বিবাহের কথা উঠে বটে, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় না, রেবাও বিবাহ করিতে সম্মত হয় না।

এমনই করিয়া প্রায় চৌদ্দ মাস কাটিয়া গেল। রেবার কত দীর্ঘ নিশ্বাস মলয়-মারুতে পরিণত হইয়াছে, কত অশ্রুতে বর্ষার মেঘ পুষ্ট হইয়াছে। মা ছাড়া দুঃখ বুঝিতে রেবার আর কেহ ছিল না, কিন্তু মাও সকল দুঃখ বুঝিতেন না। একদা সর্ব্বাণী শায়িতা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ছবিখানা কৈ রে?"

রে। কি জানি, কোথা আছে।

স। সে কি রে! আগে ত সে ছবিখানা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ছাড়তিস্ না।

রে। এখন আর সে দিন নেই মা।

স। কেন, তুই কি এখন বুড়ো হয়েছিস?

রে। তা' নয় মা, এখন ছবি দেখ্‌বার দরকার হয় না।

স। তুই কি তবে তাকে ভুলে গেছিস?

রেবার ওষ্ঠে ম্লান হাসি ভাসিয়া গেল—উত্তর করিল না। জননী কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, হয় ত বা রেবা অমরকে আর তেমন ভালবাসে না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবা, বিয়ে করবি?"

রেবা। এ জন্মে ত আর নয়, মা।

জননী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, জ্যোতিরা আসে না কেন?"

স। কি জানি কেন আসে না।

রে। তাদের সঙ্গে কি তোমাদের ঝগড়া হয়েছে?

স। ঝগড়া না হ'লেও আসা-যাওয়া নেই।

রে। মীরপুরের ঘটনা ছাড়া আর কিছু নতুন হয়েছে কি, মা?

স। তাদের সঙ্গে আর দেখাই হয় নি।

রে। তোমরা কেউ যাও না ব'লে হয় ত তারাও আসে না।

স। আমাদের কে যায় বল? তোকে ছেড়ে আমি ত এক পাও নড়তে পারি না।

রে। একবার যাও না মা—জ্যোতিকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

স। দেখি যদি যেতে পারি।

রে। দেখি নয় মা, তোমাকে যেতেই হবে।

পরদিন অপরাহ্ণে সর্ব্বাণী জ্যোতিকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। রেবা ভগিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া আসিল; পালঙ্কে বসাইল, পাণ দিল, আদর করিল; জিজ্ঞাসা করিল, "এত দিন আস নি কেন ভাই?"

জ্যো। আমাকে কেউ না নিয়ে এলে আমি কেমন ক'রে আসি?

রে। তা বটে। মাসীমা ভাল আছেন?

জ্যো। আছেন; মা এখন জপতপ নিয়েই থাকেন, সংসারের পানে ফিরেও চান না।

রে। হঠাৎ এমন হ'ল কেন?

জ্যো। হঠাৎ হয় নি, আজ দেড় বছর হ'ল, তিনি পূজো ধরেছেন, সত্য বলতে চেষ্টা করছেন। আচ্ছা রেবা-দি, তুমি এত রোগা হ'লে কেন?

রে। হয়েছি না কি? হবে। যে ম্যালেরিয়া—

জ্যো। তোমাকে দেখবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছিলাম।

রে। সত্যি? আচ্ছা জ্যোতি, তুই তাঁর চিঠি পাস?

জ্যো। আমাকে কেন লিখবেন? ছি!

রে। তবে কা'কে তিনি লেখেন?

জ্যো। বাবাকে, দিদিকে। নরু, লতা যে পুজার সময় কৃষ্ণদাদার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিল।

রে। নরু, লতা গিয়েছিল অত দূরে? ইচ্ছে করে, দূরদেশে ছুটে ছুটে বেড়াই। তিনি ভাল আছেন ত? কি করেন সেখানে? খনির কাজ? খুব ব্যস্ত বুঝি? এ দেশে আসবার বুঝি অবসর হয় না? আচ্ছা জ্যোতি, তোর জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে না?

অনেকগুলি প্রশ্ন রেবা একাদিক্রমে করিল। জ্যোতি শেষ প্রশ্নের উত্তর করিল, "আমার বিয়ের কথা কেউ তোলেও না। একবার সেজদি তার দেওরের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিল ব'লে মেজদির কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল।"

রে। আর তিনি বিয়ে করেন নি?

জ্যো। তিনি আবার কা'কে বিয়ে করবেন?

রে। কেন, তোকেই কি বিয়ে করতে হয়? আর কি সোন্দর মেয়ে ভূভাবতে নেই?

জ্যো। আগে শোন আমার কথা—

রে। কি বলবি, বল্।

জ্যো। কৃষ্ণদা বলছিলেন, তিনি বিয়ে করবেন না।

রে। কেন?

জ্যো। তোমার বিয়ে না হ'লে তিনি না কি বিয়ে করবেন না।

রে। আমার বিয়ে! তুই কি বল্‌ছিস্?

জ্যো। আমি যা' শুনেছি, তাই তোমাকে বলছি।

রে। কি শুনেছিস, ভাল ক'রে গুছিয়ে বল্।

জ্যো। তিনি বলেছেন, রেবার জীবন আমারই জন্যে বৃথা হ'ল, সে অবিবাহিত থাকতে আমি বিয়ে করব না।

রে। আমি ক্ষুদ্র, তিনি মহান্, আমার দুঃখের কথা তাঁর মনে জাগে?

জ্যো। যে মহৎ, সে-ই ত কাঙ্গালের কথা ভোলে না, দিদি।

রে। আমাকে ভোলেন নি! জ্যোতি, একটু জল দেও।

জ্যো। শীতের দিন সন্ধ্যেবেলায় জল খাবে?

রে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শীগ্‌গির দে। (পানান্তে) কি বলেছেন তিনি আমার কথা?

জ্যো। সব ত আমি জানি নে; দু'চারটে কথা দিদিকে বলছিলেন, তাই শুনেছি।

রে। আঃ, তাই বল্ না—

জ্যো। কৃষ্ণদা না কি তাঁকে বিয়ে করতে পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে বিয়ে করতে তোমরা বলো না, সুখ আমার কপালে নেই।' দিদিকেও তিনি লিখেছিলেন—

রে। কি লিখেছিলেন? আর একটু জল—

জ্যো। লিখেছিলেন, 'তোমরা কি আমাকে এত নীচ আত্মসুখী মনে করেছ যে, রেবার জীবন দুঃখময় ক'রে অবশেষে তার শিয়র দিয়ে বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করতে যাব? ছি ছি! আমাকে এ সব কথা লিখো না।'

রেবা চক্ষু মুদ্রিত করিল, আঁখির পল্লব ভাসাইয়া জল উছলিয়া উঠিল; বিন্দুর পর বিন্দু গড়াইল, জ্যোতি কহিল, "কেঁদো না ভাই, অসুখ বাড়বে।"

রে। আমি যে কত আনন্দে কাঁদ্‌ছি, তা' তুই কি বুঝবি, জ্যোতি! আমার ত আর কোন দুঃখ নেই। আমার বল্লভ আমার বেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছেন, আমার জন্যে তিনি সকল সুখ-বাসনা বিসর্জ্জন দিতে বসেছেন—আমার ত আর কোন দুঃখ নেই। তিনি আমার, তোমার নয় জ্যোতি—তোমার জন্যে তিনি এক বিন্দুও ত্যাগ করেন নি, তিনি সর্ব্বত্যাগী আমার জন্যে—আমার জন্যে তিনি তোমাকেও ত্যাগ করেছেন।

অশ্রু গড়াইতে লাগিল—শয্যা, পৃথিবী সিক্ত হইল। রেবা অনেক কাঁদিল, অনেক ভাবিল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যোতি, তুই তা হ'লে বিয়ে করবি?"

জ্যো। আমি? কেন?

রে। তিনি ত আর বিয়ে করছেন না, তবে তাঁর আশায় আর ব'সে থাকিস কেন?

জ্যো। আমার ত বিয়ে হয়ে গেছে।

রে। কি রকম? এই বল্লি, বিয়ের কথা কেউ তোলে না—

জ্যো। তুমি ত সব জান, রেবা-দি—

রে। জানি যা' তাই? তা' ছাড়া আর কিছু নয়?

জ্যো। আর কি চাই? মালা-বিনিময় হয় নি, তাই বলছ? মন-বিনিময়ের চেয়ে সেটা কি বড়?

রে। তা হ'লে তুমি বলতে চাও, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, বিয়ে আর করতে পার না?

জ্যো। হিন্দুর ঘরের মেয়ের বিয়ে কবার হয়?

এমন সময় সর্ব্বাণী আসিয়া কহিলেন, "জ্যোতি, আয়, শঙ্কর তোকে নিতে এসেছে।"

জ্যোতি প্রস্থান করিলে রেবা শয্যায় শুইয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইল। মা একটু দুধ খাওয়াইতে আসিলে রেবা বিরক্ত হইয়া কহিল, "তোমাদের জ্বালায় একটু ঘুমোবার যো নেই।"

পরদিন প্রভাতে রেবার নামে ডাকে একখানি পত্র আসিল। খাম-খানি নাড়িয়া চাড়িয়া রেবা আপন মনে কহিল, 'আমাকে কে আবার চিঠি লিখেছে!' খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠি বাহির করিল। লেখকের নাম পত্রনিম্নে দেখিবামাত্র রেবা চমকিয়া উঠিল। পত্রখানি বুকে ধরিয়া রেবা মুদ্রিত-নয়নে শুইয়া রহিল। ক্ষণপরে সজল নয়ন উঠাইয়া পত্রের যে স্থানে লেখা ছিল, 'অমর', সেই স্থানটা ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিল। শরীর কণ্টকিত হইল, চোখের জলে শয্যা সিক্ত হইল, হাত-পা অবশ হইয়া পড়িল। রেবা পড়িল,—

"চির-আদরের রেবা,

এক দিন বলেছিলাম, আমি কাঙ্গাল, তোমাকে দেবার আমার কিছু নেই। যা আছে আমার, তাই তোমাকে দেবার জন্যে এখন ব্যাকুল হয়েছি। নেবে কি?

অমর।"

রেবা স্তব্ধ হইল। দ্বিতীয়বার পত্রখানা পড়িবার তাহার সাহস হইল না। স্বর্গরাজ্য হাতে লইয়া দেবতা তাহার দ্বারে দণ্ডায়মান। রেবা লইবে কি? স্বর্গের চেয়েও কি ঈপ্সিত কিছু নাই? রেবা চিন্তা করিতে লাগিল। রাত্রিতে নির্জ্জনে বসিয়া অনেককাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিবার পর উত্তর লিখিল—"ক্ষমা করিবেন।"

পরদিন প্রভাতে রেবা পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়া জননীকে কহিল, "এখন ত আমি বেশ সেরে উঠেছি।"

"সারবে বৈ কি মা।"

"এইবার বিয়ের চেষ্টা দেখলে হয় না?"

"বিয়ে করবি মা?"

বিস্মিত ও পুলকিত জননী তৎক্ষণাৎ কর্ত্তার নিকট ছুটিয়া গেলেন। পাত্রান্বেষণে চারিদিকে ঘটক ছুটিল। নিৰ্জ্জীব বাড়ীতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কর্ত্তার মুখে আবার হাসি দেখা দিল, গিন্নী আবার সংসার দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; রেবা উঠিয়া হাঁটিয়া ঘুরিতে লাগিল। রেবার ওষ্ঠে হাসি, মুখে আনন্দ—সে একটা কাজ পাইয়াছে। পাত্রের সন্ধান চারিদিক্ হইতে আসিতে লাগিল। সকলকেই রেবার পছন্দ হইল। কিন্তু তাহাদের কেহ রেবার কুলশীল পছন্দ করিল না, কাহাকেও বা রেবার পিতা পছন্দ করিলেন না। অতঃপর শরৎ, ব্রজবল্লভের সন্ধান পাইলেন। পাত্র ইংলণ্ড-প্রত্যাগত শুনিয়া কর্ত্তা আগ্রহান্বিত হইলেন। রেবার ত কথাই নাই।

পাত্র ক'নে দেখিতে চাহেন না; ক'নে যেমন ইচ্ছা হউক না, টাকাটা মেকি না হইলেই হইল। তিনি বিবাহের সকল উৎসব মায় ফুলশয্যা শ্বশুরালয়ে সম্পন্ন করিয়া স্ত্রীসহ কর্ম্মস্থলে গমন করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল; কেন না, তাঁহার চালচুলা নাই, আত্মীয়-স্বজনও বুঝি নাই। রেবা শুনিয়া কহিল, "খুব ভাল, আমি সংসারের কর্ত্রী হব।"

৪৬

বড়দিনের বন্ধে বেনসন সস্ত্রীক পশুপতিপুরে বেড়াইতে আসিলেন। অমর এক দিন তাঁহার বাংলোতে বসিয়া কহিলেন, "বেনসন, আমাকে একটা পরামর্শ দিতে পার?"

বে। একেবারেই পারি না।

অ। আগে কথাটা কি, শোন।

বে। শোনবার দরকার নেই, আমি বুঝেছি।

অ। কি বুঝেছ বোকা ?

বে। বুঝেছি, পণ্ডিত বিয়ে করতে দেশে যেতে চান

অ। বিয়ের আমার ঢের দেরী।

বে। অস্বীকার করো না অমর—

মিরা। কা'কে বিয়ে করছ, অমর বাবু ?

অ। (সহাস্যে) বেনসনকে জিজ্ঞেস করুন।

বে। আচ্ছা, আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেও।

অ। তোমাকে চব্বিশ মাস সময় দিলাম।

বে। অত সময় চাই নে—এ কি! আমার মাথা এমন করছে কেন ?

বলিতে বলিতে বেনসন ঢলিয়া পড়িলেন— চেয়ারের উপর মাথা লুটাইয়া পড়িল। স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া স্বামীর পাশে ছুটিয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ?"

বেনসন বুক দেখাইয়া দিলেন ; মেম কোটের বোতাম খুলিয়া দিলেন। মিঃ বেনসনের বাসের জন্য যে বাংলো নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা একটু দূরে। অমর ইতস্ততঃ না করিয়া বেনসনকে কোলে উঠাইয়া লইলেন এবং স্বীয় শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া শয্যার উপর যত্ন সহকারে শোয়াইয়া দিলেন। অমর জল আনিতে ছুটিলেন। ইত্যবসরে মেম দেখিলেন, স্বামীর অধর-প্রান্তে মৃদু হাসি। তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অমর জল লইয়া আসিলে বেনসন অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আহা, কি সুন্দর! কি প্রেমময় চক্ষু! পারস্য দেশের গোলাবের ন্যায় বর্ণ। বাঙ্গালার আকাশের মেঘের ন্যায় চুল। সমুদ্রের ন্যায় নীল চক্ষু! পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা—"

এখন অমরের গৃহকোণে খাটের পায়ার দিকে একটি ছোট টেবলের উপর ফ্রেমে আঁটা মাঝারি রকমের ছবি একখানা দাঁড় করান ছিল। পাশে টেবলের উপর রঙের বাক্স, তুলি, ব্রুস প্রভৃতি সরঞ্জাম। ছবিখানি জ্যোতির, অমর আঁকিতেছেন ; এক বৎসর ধরিয়া আঁকিতেছেন তবু শেষ করিতে পারেন নাই। তিনি আঁকিতে জানিতেন না, তীব্র বাসনা ও অধ্যবসায় অল্পকালমধ্যে তাঁহাকে আঁকিতে শিখাইয়াছিল। তিনি তাঁহার কল্পনা ও তুলি লইয়া তিন শত নির্জ্জন সন্ধ্যা মহানন্দে যাপন করিয়াছেন। চক্ষু দুইটি আঁকিতে কত দীর্ঘ রজনী বিনিদ্র অবস্থায় তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। কত পরিবর্ত্তনের পর চক্ষু দুইটি আঁকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সময় সময় তাঁহার মনে হয়, সে প্রেমময় গভীর ধ্যানরত চক্ষু আঁকিতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই—সে ভ্রূ, সে ললাট, সে নাসিকা, সে অধর তিনি আঁকিতে পারেন নাই—আঁকিতে কত সময় স্থির হইয়া বসিয়া নিমীলিত-নয়নে জ্যোতিকে ধ্যান করিতে হইয়াছিল ; ধ্যানপ্রভাবে তিনি জ্যোতির অশরীরিণী মূর্ত্তি মানস-নয়নে নিয়ত দর্শন করিতেন। তাহার সেই মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া অমর ছবি আঁকিতেন।

ছবিখানি দিবসে বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিত, আজ কোন গতিকে আচ্ছাদন সরিয়া গিয়াছিল এবং ছবিখানা বেনসনের নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছিল। অমর বুঝিলেন, বেনসন ছলনা করিয়া তাঁহার শয্যাগৃহে আসিয়াছেন। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বেনসনকে এক চড় লাগাইলেন। বেনসন চড় খাইয়া একবারে ঘরের বাহির। বাহিরে গিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "চব্বিশ ঘণ্টা সময় চেয়েছিলাম, চব্বিশ মিনিটও লাগ্‌ল না।"

অ। তুমি এত দুষ্ট, তা' জানতাম না—থামো, তোমাকে জব্দ করছি।

বে। আর যা হয় কর, মিরাকে নিও না।

এবার মেম চড় লাগাইলেন। বেনসন কহিল, "তোমরা দু'জনে মিলে মেরেও আমাকে তাড়াতে পারবে না—আমি এ দেশে কিছু দিন থাক্‌ব।"

অ। ছুটী আর ক'দিন ভাই—

বে। আমি ভাবছি, তিন মাসের ছুটী নেব—

জ। কেন ?

বে। জায়গাটা বেশ ; কেমন পাহাড়, নদী, জঙ্গল, বাতাস—শিকারও যথেষ্ট। আমাদের দেশে এমন সুন্দর স্থান নাই—আমি এখানে কিছু দিন থাক্‌ব।

অমর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেনসনের হাত দুইটি ধরিলেন এবং গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন, "বেনসন, তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি।"

বে। বুঝে থাক, বেশ করেছ, এখন হাত ছাড়।

অ। কেন তুমি আমার জন্যে এতটা ক্ষতি স্বীকার করবে ?

বে। তোমার জন্যে আমি কিচ্ছু করছি না।

অ। মিথ্যে বলো না।

বে। তোমার ভয়ে মিথ্যে বলা প্রায় ছেড়েছি। যাও অমর, বিয়ে ক'রে পৃথিবীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠকে ঘরে নিয়ে এস।

অ। তোমার মত বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য। দেশের

জন্যে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে ; এখন তোমার উপর কার্য্যভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্তমনে দেশে যেতে পারব।

বে। তুমি নিশ্চিন্তমনে যাও, অমর।

অ। মনে ক'রো না বেনসন, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি ; সে সৌভাগ্য আমার কপালে নেই।

বে। সে কি অমর ?

অ। আর কিছু জিজ্ঞেসা ক'রো না, ভাই।

বেনসন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। এমন সময় ব্রজবল্লভ দর্শন দিলেন ; শিষ্টাচারাদির পর তিনি কহিলেন, "আমার কিছু দিনের ছুটী চাই, অমর বাবু, আগে হ'তে জানিয়ে রাখছি।"

অ। আমাকেও যে যেতে হচ্ছে—

ব্র। আপনি কবে যাবেন ?

অ। আজকাল ; ফিরতে দু'তিন মাস বিলম্ব হবে।

ব্র। আমি চাই মাত্র পনর দিনের ছুটী—ছুটী আমাকে দিতেই হবে।

অ। কেন ?

ব্র। আমার বিয়ে হচ্ছে—

বে। তোমাদের ত আর পোষ মাসে বিয়ে হয় না, বাবু।

ব্র। না, হয় না। বিয়ে হবে মাঘ মাসে, আগে হ'তে আমি ব'লে রাখছি।

বে। তুমি বিলেত গিছলে না ?

ব্র। গিছলাম ; আমার সার্টিফিকেট সেখানকার।

বে। তোমার বিয়ে কি হিন্দুমতে হবে, বাবু ?

ব্র। কেন হবে না ? বিলেত গেছি ব'লে ত আমি আর অহিন্দু নই ; হিন্দু সমাজকে যদিও আমি শ্রদ্ধা করি না, তবু তার বাইরে যাই নি। হিন্দুর মেয়েকে হিন্দুমতে বিয়ে করব।

বে। মেয়ে বেশ শিক্ষিত ?

ব্র। শিক্ষিতা হওয়াই ত সম্ভব—তিনি এক জন হাকিমের মেয়ে ; তাঁর ভাইও খুব সাহেব-ঘেঁসা।

অ। হাকিমের নাম শুন্‌লে ভয় হয় ; তিনি কোন্ দেশের হাকিম ?

ব্র। এখন আর তিনি হাকিম ন'ন—পেন্‌সন নিয়েছেন। তাঁর নাম রায় বাহাদুর গণেশলাল—

অ। কোন্নগরে বাড়ী ?

ব্র। আপনি যে তাঁকে চেনেন দেখছি।

অ। বিয়ে পাকা হয়ে গেছে ?

ব্র। পাঁচ দিনের ভেতর সব ঠিক্ হ'ল।

অ। এত শীঘ্র কি ক'রে হ'ল ?

ব্র। টেলিগ্রাফে লেন দেনের কথা স্থির হয়েছে ; মেয়ের ফটো তাঁরা পাঠাবেন বলেছেন, আমি আজ আমার ফটো পাঠাচ্ছি।

অমর চিন্তামগ্ন হইলেন। একবার তাঁহার মুখ আনন্দে হাসিয়া উঠিল, পরক্ষণেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। বেনসন তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। অমর কহিলেন, "আপনি যান ব্রজ বাবু, বিয়ে ক'রে সুখী হন, স্ত্রীকে সুখী করুন।"

ব্র। শুনেছি, মেয়েটি সুন্দরী, মোটা টাকাও যৌতুক পাচ্ছি।

অমর সে কথার আর উত্তর করিলেন না।

ব্রজ প্রস্থান করিলেন। তখন বেনসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু লুকিও না অমর, সত্য বল—তোমার ঘরে যে মেয়েটির ছবি দেখেছি, সেই মেয়েটির সঙ্গে কি ব্রজ বাবুর বিয়ে হচ্ছে ?"

অ। না ; এ তার বোন্।

বে। তবে তোমাকে কাতর, বিষণ্ণ দেখছি কেন ?

অ। তবে শোন বেনসন, তোমাকে সব কথা বলি। যাকে ব্রজ বাবু বিয়ে করছেন, তার নাম রেবা, আর যার ছবি আমার ঘরে দেখেছ, তার নাম জ্যোতি। দু'জনেই আমাকে ভালবেসে স্বামিপদে বরণ করেছে। রেবা আমাকে ছেড়ে আর কাউকে বিয়ে করতে সম্মত নয়, চিরকাল অবিবাহিত থাকবে, এই রকমই সে সঙ্কল্প করেছিল। এখন হঠাৎ শুনছি, সে বিয়ে করতে উদ্যত। এর ভেতর রহস্য আছে।

বে। রহস্য যা আছে, তা' বুঝতেই পারছি। যখন সে দেখলে, তোমাকে কোন রকমে পাওয়া যাবে না, তখন সে আর তোমার আশায় ব'সে না থেকে—

অ। সে জাতের মেয়ে সে নয়—

বে। মেয়ে-মানুষ চেনা বড় কঠিন, অমর ; আমি বুড়া হয়ে এলুম, তবু আজও তাদের চিন্‌তে পারলাম না। তা সে যাই হোক, তোমার দুঃখের কারণ কি ?

অ। আমার মনে হয়, রেবা শুনেছে, সে অবিবাহিত থাকতে আমি বিবাহ করব না। তাই আমাকে সুখী করতে সে আজ বিবাহে সম্মত।

বে। সে অবিবাহিত থাকতে তুমি বিয়ে করবে না কেন ?

অ। তার জীবন দুঃখময় ক'রে আমি নিজের সুখ অন্বেষণ করতে পারি নে।

মিরা। তোমার মনের ভাব বুঝেছি, অমর বাবু! ধন্য তুমি! তোমার পক্ষেই এ ব্যবহার সম্ভব—

অ। ছি মিরা, আমি যে তোমার ভাই।

মিরা একটু লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর রহিলেন।

বেনসন কহিলেন, "যে আত্মোৎসর্গ তোমাতে সম্ভব অমর, সে আত্মোৎসর্গ মানবদেহ নিয়ে অপর কেহ দেখাতে পারবে, তা আমার মনে হয় না।"

অ। তুমি হিন্দুদের চেন না, তাদের পুরাণ-ইতিহাসও পড় নি। বেনসন, তারা সব পারে। হিন্দুস্থান ত্যাগের ভূমি, ভোগের নয়। নূতন আদর্শ সামনে পেয়ে আমরা ভোগ শিখেছি, পুরাতন আদর্শ নষ্ট করেছি।

বে। তুমি যাই বল অমর—

পিয়ন আসিয়া চিঠি দিল। অমর কৃষ্ণের পত্রখানা বাছিয়া লইয়া পড়িলেন। তাহার এক স্থানে লেখা ছিল।—"যে রেবা তোমাকে বৈ জানত না, সে রেবা এখন বিয়ে করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। চারিদিকে পাত্রের সন্ধান চলছে, শীঘ্র বিয়ে হবে, এরূপ সম্ভাবনা দাঁড়িয়েছে। তবে তুমি আর অবিবাহিত থাক কেন? আমি রেবাদের বাড়ী যাই না, তারাও আসে না; তাদের কোন কথায় থাকি না, তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কও রাখি না। তুমি মনে করো না, তোমার সঙ্কল্পের কথা আমি তাদের কাছে বলেছি। শুনেছি, রেবা এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে; সুস্থ হয়ে বিবাহ-প্রস্তাবে সে আর আপত্তি করে নি। রেবার ফটো তুলতে আজ সকালে এখান হ'তে আর্টিষ্ট গিছল। তার মুখে শুনলাম, রেবার শ্রীসৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। চাও ত একখানা ফটো পাঠিয়ে দিতে পারি; দেখবে, কত গয়না ও হাসি নিয়ে রেবা ফটো উঠিয়েছে। আমার বিশ্বাস, রেবা এখন তোমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। স্ত্রীলোকের কাছে এর চেয়ে বেশী কি চাও?"

অমর চিন্তামগ্ন হইলেন। সহসা আর একখানি পত্রের শিরোনামা অমরের নয়ন আকর্ষণ করিল। অমর ঝটিতি খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে দুইটি কথামাত্র লেখা ছিল,— "ক্ষমা করিবেন।" অমর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অন্যান্য পত্র টেবিলের উপর উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। সাহেব-মেম তাঁহাদের চিঠিপত্র পড়া সারিয়া খবরের কাগজ খুলিলেন। অমর কহিলেন, "বেনসন, তোমাদের কথাই ঠিক, রেবা আমাকে ভুলে গেছে; কিন্তু—"

বে। কিন্তু আবার কি?

অ। কিন্তু সময় সময় আমার মনে হয়, সে আমাকে ধ্যানে আকর্ষণ করছে। বিনা প্রেমে এরূপ আকর্ষণ অসম্ভব ব'লে জানতাম।

বে। ও সব বাজে কথা ছাড়, এখন যাও, বিয়ে ক'রে এস।

অ। তুমি এখানে থাকবে ত?

বে। কতবার সে কথা বলতে হবে?

অ। আমি বলছি, সেখানকার কাজ ছেড়ে এখানে ম্যানেজার হয়ে থাকবার কথা।

বেনসন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। উত্তর না করিয়া অমরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। অমর মৃদু হাস্যসহকারে কহিলেন, "শুধু ম্যানেজার হয়ে নয় বেনসন; পার্টনার হয়ে—"

বে। অন্য কেহ এ প্রস্তাব করলে আমি ভাবতাম, এটা রহস্য; কিন্তু তুমি যখন বলছ—

অ। তখন সেটা স্থির। এখন ইস্তফা-পত্র পাঠিয়ে দিয়ে তুমি স্থির হয়ে বসো।

বে। আমি ভেবে দেখি—

অ। ভাববার কিছু নেই, আমার প্রার্থনা, আমার আদেশ অবহেলা করবার তোমার সামর্থ্য নেই।

বে। কেন?

অ। তুমি যখন আমাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছ, তখন তোমার স্বাতন্ত্র্য নেই।

বে। আমার স্ত্রীটিও কি তোমার? সে যে ভাবে তোমার সম্বন্ধে কথা বলে, তা'তে মনে হয়, তা'কেও তোমার ক'রে নিয়েছ।

অ। আমার ক'রে নিয়েছি ত; মিরা আমার বোন্, মেয়ে, মা।

মিরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই পা অমরের দিকে অগ্রসর হইলেন, অমরকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কথা ফুটিল না, চক্ষু সজল হইল, ওষ্ঠ কাঁপিল— ফিরিয়া গিয়া নিজের আসনে বসিয়া পড়িলেন।

অমর মুখ ফিরাইয়া লইয়া আকাশ পানে চাহিলেন। বেনসন্ কহিলেন, "অমর, তুমি যা' বলবে, তাই করব।"

অ। বুঝতেই পারছ বেনসন, আমি জ্যোতিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। ফিরতে দু'চার মাস হ'তে পারে। এমন কি, ফিরতেও না পারি, হাজারিবাগে একটা খনি কিনছি। ব্রজ বাবু বিয়ে ক'রে ফিরলেও তিনি বেশী দিন এখানে থাকবেন ব'লে মনে হয় না; থাকেন, তাও আমার ইচ্ছা নয়। এখন তোমার উপর সকল ভার।

একটু ভাবিয়া বেনসন কহিলেন, "অমর, তুমি আমাকে দিয়েছ অনেক; এত মিরা ছাড়া আমাকে কেহ দেয় নি। আর কেন বোঝা বাড়াও?"

"আমি তোমার কোন কথা শুনব না—যা' বলি, তাই কর।"

বেনসন উঠিয়া অমরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "তুমি বনের পশুকে বশ করলে, অমর!"

৪৭

রেবার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে মাঘ মাসের গোড়াতেই। ফটকের দুই ধারে নহবতখানা উঠিয়াছে। মল্লারে রাগিণী ধরিয়া সানাই গ্রামবাসীদিগকে জানাইতেছে আজ—রেবার বিবাহ। কদলীবৃক্ষ মাথা নাড়িয়া অশুভকে দূরে থাকিতে কহিতেছে; অট্টালিকা দেবদারু-পত্রের বসন পরিয়া জগৎকে জানাইতেছে, আমার ভিতরে কি আছে, তোমাকে দেখিতে দিব না—বাহির দেখিয়া আমার প্রশংসা কর। স্তম্ভে স্তম্ভে বিলম্বিত ফুলমালা দর্শকদিগকে জানাইতেছে, আমি নানা বর্ণ—নানা রূপ ধারণ করত তোমাদের মন আকর্ষণ করিতে পারি বা না পারি, তোমাদের নয়ন মুগ্ধ করি। রক্তপতাকা উড়িয়া চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতেছে—আজ আনন্দের দিন।

বরের জন্য নিকটে একখানি বাড়ী লওয়া হইয়াছিল। বর যথাকালে আসিয়া তাহা দখল করিয়াছিল। তাঁহাকে উপবাসে থাকিতে বলা হইয়াছিল; তিনি জানিতেন, হিন্দুদের এ সব কু-প্রথা; প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ না করিয়া তিনি কলিকাতায় গিয়া গোপনে চপ-কাট্‌লেট্ খাইয়া আসিলেন এবং বিবাহকালে মন্ত্রোচ্চারণের সময় পিঁয়াজ-রশুনের উদ্গার ছাড়িতে লাগিলেন। তিনি ইহাও জানতেন যে, মন্ত্রগুলার কোন অর্থ নাই; সুতরাং দুই চারিটা কথা অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিয়া বাকিগুলা অং বং করিয়া সারিয়া লইলেন। রেবা কিন্তু উপবাসে থাকিয়া মন্ত্রগুলি যথাসাধ্য স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াছিল।

বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেকে আসিয়াছিলেন। হিরণ, শোভা, রূপো, জ্যোতি তাঁহাদের জননীর সহিত আসিয়াছিলেন। শোভা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু যাহার বিবাহে আসিয়াছিল, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিল না। কারণটা কি, রেবা বুঝিল। বুঝিয়া বাসর-ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এক নির্জ্জন কক্ষে শোভাকে টানিয়া আনিল এবং দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছ না কেন, শোভাদি?"

শো। তোর বিয়েতে এইছি এই ঢের, তোর মত পাপিষ্ঠার সঙ্গে কথা আর কব কি?

রে। আমি করেছি কি, শোভাদি?

শো। করিস নি কি? অমরের সঙ্গে ঢলাঢলির একশেষ ক'রে বিয়ে করলি কি না শেষকালে একটা খৃষ্টানকে। ছি ছি! তোর গলায় দড়ি!

রে। কোন্‌টা আমার অপরাধ, তাই খুলে বল, শোভাদি। খৃষ্টানকে বিয়ে করা, না আর কিছু?

শো। তুই অমরকে ভালবাসতিস্ কি না?

রে। তুমি ত তা' ভাল রকমই জান।

শো। এখন বুঝি তোর ভালবাসাটা আর এক জনকে দিতে চাস্? দু' দিন বাদে আর এক জনের দোরে দাঁড়াবি, তার পরে ফিরি ক'রে বেড়াবি, কেমন?

রে। ভাল ত দু'জনকে বাসা যায় না, দিদি—

শো। তবে? তবে এ ভণ্ডামী কেন? এক জনকে শাঁস-জল খাইয়ে আর এক জনকে ছোবড়া দিতে এসেছ, বড় ভাল কাজই করেছ, না?

রে। কি করব দিদি? তাঁকে যখন পাওয়া গেল না, তখন কি করি বল? বিয়ে ত করতে হবে।

শো। এমন বিয়ের মুখে আগুন! হিঁদুর ঘরে জন্মালি কেন?

রে। আমি ত ইচ্ছে ক'রে জন্মাই নি, দিদি—

শো। জন্মিছিস যখন, তখন হিঁদুর আচার-বিচার নিয়ে থাক, না পারিস, বেশ্যা হয়ে চ'লে যা'।

রে। শোভাদি!

শো। বেশী বলেছি?

রে। না, বেশী বল নি; আরও যদি কিছু বলতে চাও, তা হ'লে বল।

শো। এর চেয়ে আর বেশী কি বলব? যার বাড়া গাল স্ত্রীলোকের পক্ষে নেই, সেই গাল তোকে দিয়েছি। এতেও কি তোর পেট ভরে নি?

রে। না, ভরে নি—আরও বল।

শো। তুই যা' পাপ করেছিস, তার চেয়ে বড় পাপ হিঁদুর ঘরের মেয়ে করতে পারে না। তোকে আর কি বলব?

রে। আমার কি করা উচিত ছিল, দিদি?

শো। এই খৃষ্টানকে তোর আগে বলা উচিত ছিল যে, ছোবড়া ভিন্ন দেবার তোর আর কিছু নেই।

রে। তা হ'লে কেউ ত আমাকে বিয়ে করত না।

শো। না করত, আইবুড়ো থাক্‌তিস; তা'তে তোর যদি রুচি না হ'ত, তা হ'লে দড়ি—

রে। আত্মহত্যা যে মহাপাপ।

শো। যে পাপ করেছিস, সে পাপ যে আরও বড়।

রে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল। আমি তা হ'লে মহাপাপ করেছি—আমি ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক—

শো। নিশ্চয়ই তুই বিশ্বাসঘাতক। শূন্যহৃদয় নিয়ে সরল বিশ্বাসীকে ছলনা ক'রে তুই যে মহাপাপ সঞ্চয় করলি, তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তুষানল।

রে। তা হ'লে প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমি জানতাম

নেই। ভেবেছিলাম, কোটি কোটি কল্প আমাকে নরক ভোগ করতে হবে—

শো। দেখছি, তুই জ্ঞানপাপী, জেনে শুনে এ পাপ করেছিস।

রে। ঠিক বলেছ দিদি, আমি জ্ঞানপাপী—

শো। তোকে আমি বুঝতে পারলাম না।

রে। কিছু দিন অপেক্ষা কর, এর পরে এক দিন বুঝিয়ে বলব—আজ আর পারছি না—জ্বর এসেছে।

শো। জ্বর এসেছে! তাই বুঝি পাগলের মত বকছিস? গা দেখি। ও মা, তাই ত—গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

রে। আমি এইখানে শুয়ে পড়লুম, আমাকে আর উঠিও না।

শোভা ব্যস্ত হইয়া তাহার মাসীমাকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, রেবা কাঁপিতেছে। গণেশ বাবু আসিলেন, ডাক্তার আসিল—ব্যবস্থাদি হইল; কিন্তু বাসর হইল না—ফুলমালা উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল, দীপ নির্ব্বাপিত হইল, সুন্দরীর দল প্রসাধন বৃথা হইল ভাবিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণমধ্যে গৃহের আলো, উচ্ছ্বাস, আনন্দ নিবিয়া গেল।

পরদিবস কুশণ্ডিকা কোন রকমে সারা হইল। তৎপরদিবস ফুলশয্যা। সে দিন রেবা অপেক্ষাকৃত সুস্থ। যে গৃহে বরের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই গৃহে ফুলশয্যার ব্যবস্থা করা হইল। পাকস্পর্শ প্রভৃতির ব্যয়ভার গণেশ বাবুকে লইতে হইল, কিন্তু আয়ের ভার লইলেন জামাই স্বয়ং। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্বর্ণ ও রজত উপহারে রেবাকে ভারাক্রান্ত করিলেন, কিন্তু ব্রজবল্লভ প্রসন্নচিত্তে সে ভার হইতে রেবাকে সত্বর মুক্তি দিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অনেকেই আহারাদি সমাপন করিয়া গৃহপ্রত্যাগত হইলেন; নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ উৎসব সমাপনার্থে অবস্থান করিলেন।

ফুলের গহনায়, ফুলের মালায় বিভূষিত হইয়া রেবা যখন গুরুজনদের চরণে প্রণাম করিল, তখন তাহার পাশে জ্যোতিকেও ম্লান দেখাইল। যৌবন কূলে কূলে পূর্ণ, পূর্ণ জোয়ারে দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আধার ক্ষীণ—দেহ রোগে শীর্ণ। গৌরবরণ সিতবরণে পরিণত হইয়াছে; প্রেমময় চক্ষু সঙ্কুচিত, নাসিকা তীক্ষ্ণ, গণ্ড মাংসহীন, ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত। এত পরিবর্ত্তন সত্বেও রেবাকে আজ সর্ব্বশোভাময়ী রাজেন্দ্রাণী তুল্য দেখাইতেছিল।

কিন্তু তাহার মুখে আজ আর হাসি নাই। যে উৎসাহ ও আনন্দ লইয়া রেবা দুই দিন পূর্ব্বে বধূবেশে সজ্জিত হইয়াছিল, সে উৎসাহ আজ আর নাই। সে দিন যোদ্ধবেশে জয়কামনায় উৎসাহভরে আসিয়াছিল, আজ যুদ্ধান্তে ক্লান্ত দেহ- শ্রান্ত মন লইয়া পুষ্পময়ী রেবা ফুলশয্যায় পতিপার্শ্বে শুইতে চলিল। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় রেবা ভাবে নাই, কত রক্তপাতে রণজয়ী হইতে হইবে; আজ যুদ্ধাবসানে রেবা দেখিল, তাহার সমস্ত রক্ত বহিয়া গিয়াছে—সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে,—যজ্ঞভূমে বধার্থে আনীত পশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে রেবা যূপকাষ্ঠতুল্য শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

ব্রজবল্লভ তখনও ঘরে আসেন নাই। কক্ষ নবদম্পতির অপেক্ষায় সাজিয়া বসিয়া আছে। প্রাচীরে দীপ, আলেখ্য, দর্পণ, ফুলমালা; কোমল শয্যা পুষ্পাস্তীর্ণ; আধারে আধারে পুষ্পগুচ্ছ। গৃহ সৌন্দর্য্যময়, গন্ধময়, আলোকোদ্ভাসিত। রেবা দেখিল, শয্যায় সর্প, গন্ধে হলাহল, আলোতে ভুজঙ্গের অগ্নিময় চক্ষু। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া রেবা শিহরিয়া উঠিল—পুষ্পময় শিরোভূষণ মাথা হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে ফেলিল, কণ্ঠ হইতে ফুলমালা খুলিয়া ফেলিল। পশুকে ধরিয়া যূপকাষ্ঠসমীপে আনয়ন করিলে সে যেমন সমূহবিপদ বুঝিয়া আত্মরক্ষার্থে শেষ চেষ্টা করে, রেবাও তেমনই ভীত শঙ্কিত হইয়া সে শয্যা, সে গন্ধ, সে আলোক-ধারা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় পলায়নতৎপরা হইল। কিন্তু পলাইতে পারিল না,—দ্বারদেশে তাহার স্বামী, তাহার প্রভু দণ্ডায়মান। রেবা শিহরিয়া পিছাইয়া আসিল।

ব্রজবল্লভ দ্বার বন্ধ করিয়া রেবার পানে চাহিলেন; দেখিলেন, রেবা অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাঁহার অর্থের লালসা মিটিয়াছে, এক্ষণে রূপের লালসা তাঁহার অন্তরমধ্যে জাগিয়া উঠিল। এ রূপ, এত রূপ স্বদেশ বা বিদেশে কোন রমণীর বদনে তিনি দেখেন নাই। তাঁহার উদ্দীপ্ত লালসা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, অসংযত বাসনা তাঁহাকে আত্মহারা করিল। তিনি কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "বিছানায় এস।"

রেবা একটু দূরে এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ভয়ে আশঙ্কায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইল; ভয়চকিত-কণ্ঠে উত্তর করিল, "না, না, তা' হবে না—"

ব্রজ। কি হবে না?

রেবা সহসা কোন উত্তর করিল না। ভাবিয়া দেখিল, এখন ভয়ে কাতর হইবার সময় নহে—পতনোন্মুখ খড়্গকে প্রতিহত করিতে হইবে। সাহসে বুক বাঁধিয়া রেবা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি বিছানায় শোন, আমি মেঝেতেই শোব।"

ব্র। তা, কি হয়—

রে। হ্যাঁ, তাই হবে।

ব্র। এ রকম কথা কখন ত শুনি নি।

রে। বিয়ে বোধ হয় পূর্ব্বে আর করেন নি।

ব্র। নিজে না করি, লোকের ত দেখেছি।

রে। হিঁদুর ঘরে বোধ হয় দেখেন নি। আপনি শুয়ে পড়ুন, রাত হয়েছে, আমি মেঝেতে একখানা লেপ নিয়ে শোব।

ব্র। ছি রেবা, কেন আমাকে দুঃখ দেও?

রেবা চমকিয়া উঠিল, কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। ব্রজ অগ্রসর হইলেন; কহিলেন, "রেবা, এস।"

"না, ক্ষমা করবেন।"

ব্রজ দুই পা অগ্রসর হইয়া রেবার হস্তধারণোদ্যত হইলেন। রেবা ত্রস্তপদে সরিয়া গিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "না, না, আপনি আমাকে ধরবেন না—না, না—"

ব্রজ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে রেবার পানে চাহিয়া একটু উত্তেজিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল দেখি?"

"বলবার কিছু নেই, আপনি দোর খুলে দিন, আমি চ'লে যাই।"

"তুমি আমার—"

"না, না—"

"আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে দেব না।"

বলিয়া ব্রজ রেবার হাত ধরিলেন। রেবা হাত ছাড়াইয়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সে কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল; যে সাহসটুকু বুকে বাঁধিয়া এতক্ষণ সে যুঝিতেছিল, সে সাহস অন্তর্হিত হইল—হননোদ্যত খড়্গ পানে কৃপাপ্রার্থী নয়নে চাহিয়া রহিল। কৃপা নাই, কৃপা কাহাকে বলে, খড়্গ জানে না, কৃপা করিতে সে জন্মায় নাই। খড়্গ বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক রেবাকে আলিঙ্গন করিল, রেবা তখন জ্ঞান হারাইয়া ছিন্ন-শির পশুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। ব্রজ তখন ভীত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন; পুর-মহিলারা আসিয়া রেবার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

৪৮

পরদিন প্রভাতে রেবা চক্ষু খুলিয়া দেখিল, জ্যোতি তাহার পাশে শুইয়া ঘুমাইতেছে। রেবা তাহাকে জাগাইল না—চুপ করিয়া শুইয়া তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিল। দেখিল, তাহা সুন্দর নির্ম্মল নিরঞ্জন। শান্তিস্নিগ্ধ, আনন্দোজ্জ্বল, নবযৌবনোদ্ভিন্ন কান্তি প্রভাতারুণের ন্যায় রেবার নয়নে দৃষ্ট হইল। রেবা অতৃপ্তনয়নে তাহার রূপ দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, এ রূপ যেন জ্যোতির নহে, এ রূপ যেন সে ধার করিয়া আনিয়াছে। যাহার রূপের প্রতিবিম্ব পাইয়া অরুণ এত সুন্দর, না জানি সে কত সুন্দর!

জ্যোতির ঘুম ভাঙ্গিল; সে দেখিল, রেবা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; কহিল, "আমি বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; এখন কেমন আছ, রেবাদি?"

রে। বেশ আছি, তুই শো।

জ্যো। না, আর শোব না, বেলা হয়েছে।

রে। সবে উষা দেখা দিয়েছেন, বেলা হয় নি।

জ্যোতি শুইল। রেবা তাহাকে টানিয়া নিজের লেপের ভিতর আনিল। কহিল, "তোর মুখখানা বড় সুন্দর জ্যোতি, ঠিক যেন উষা—"

জ্যো। তোমাকে রেবাদি, কাল দেখাচ্ছিল ঠিক যেন রতিদেবী; তোমার নাম সার্থক হয়েছিল—

রে। আমি সন্ধ্যাতারা, আর তুই উষা। তোর জীবন-প্রভাত, আর আমার জীবন-সন্ধ্যা। তোর সম্মুখে নূতন আশা, নূতন জীবন; আর আমার সম্মুখে শুধু অন্ধকার—

জ্যো। তুমি অমন ক'রে বলো না রেবাদি, আমার বড় কষ্ট হয়।

রে। জ্যোতি, তুই সুখী হ'; আশীর্ব্বাদ করি, এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুই যেন তাঁর যোগ্য হ'তে পারিস্।

জ্যো। মৃত্যুশয্যা! ছি রেবাদি, অমন কথা মুখে এনো না।

রে। সত্যি ভাই, এ আমার মৃত্যুশয্যা; এ দেহ আর রাখব না।

জ্যো। কেন, কেন?

রে। এ দেহের আর ত প্রয়োজন নেই।

জ্যো। তবে—তবে বিয়ে করলে কেন?

রে। তুমি এ কথা জিজ্ঞেসা করছ জ্যোতি?

জ্যো। আমি বুঝেছি, তুমি নিজেকে বলি দিয়েছ।

রে। না, না, ভুল বুঝো না, জ্যোতি—আমি জীবন সার্থক করেছি।

জ্যো। আমি ভুল বুঝি নি, ঠিকই বুঝেছি—

রে। আমার কত সুখ, কত আনন্দ—তা' তুই কি বুঝবি?

জ্যো। ত্যাগে আনন্দ, তা জানি; কিন্তু তুমি যা' করলে, তা' আমি পারতাম না, রেবাদি।

রে। ছি, ছি, আমি কিছুই করিনি; ও সব কথা আর তুলো না।

জ্যোতি সশ্রদ্ধ-নয়নে রেবার পানে চাহিয়া রহিল। রেবা তখন কি ভাবিতেছিল—দূরে, শূন্যে তাহার দৃষ্টি। জ্যোতি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। যখন পালঙ্ক হইতে নামিতেছে, তখন রেবার ধ্যানভঙ্গ হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কবে ফিরবেন, জ্যোতি?"

জ্যো। দু'চার দিনের ভিতর আসবেন শুনছি, কৃষ্ণদার কাজ শেষ হ'লে দু'জনে একত্রে চুণার হ'তে আসবেন।

রেবা। তিনি এলে একবার তাঁকে বলিস—না থাক্।

জ্যোতি। কি বলতে হবে, বল না।

রেবা। বলো, জন্মান্তরে আমি যেন তাঁর সন্তান হ'য়ে আসতে পারি।

হিরণ ঝড়বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "জ্যোতি, তুই কি ব'লে এখনও উঠিস নি? বাড়ী যেতে হবে না? গাড়ী যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—"

রেবা। তোমরা আজই চ'লে যাচ্ছ, বড়দি? আমি বাঁচি কি মরি—

হির। ষাট ষাট, মরবে কেন? সুখে ঘর কর—

রেবা। সুখের আশা নিয়েই ত মানুষ কাজে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু পোড়া যম যে প্রতিবাদী হয়ে সব নষ্ট করে। কেষ্টদাকে সব বলো।

হির। তুই 'যম' 'যম' করিস নে।

বলিয়া তিনি জ্যোতিসহ প্রস্থান করিলেন।

ক্ষণপরে জননী ঔষধি লইয়া আসিলে রেবা কহিল, "মা, তোমার সঙ্গে আর প্রতারণা করব না—আমাকে ওষুধ আর দিও না।"

জননী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। রেবা কহিল, "ওষুধে আমার কিছু হবে না, এত দিন ত দেখলে।"

সর্ব্বা। কর্ত্তা তাই বলছিলেন, তোমাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যেতে। জামাই বললে, তার চাকরীর স্থান না কি খুব ভাল।

রেবা। ভাল হোক, আমি সেখানে যাব না।

সর্ব্বা। ও মা, সে কি! কাল তোকে জামাই নিয়ে যাবে ঠিক হয়েছে।

রেবা। আমি যাব না; তোমরা যদি জোর ক'রে পাঠাও, তা হ'লে আমি গলায় আঁচল বেঁধে মরব।

সর্ব্বাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ঔষধের শিশি ফেলিয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিতে ছুটিলেন।

৪৯

চন্দননগরে কৃষ্ণনাথের বাড়ীতে মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী তাঁহার বন্ধুকে লইয়া প্রভাতের গাড়ীতে দেশে ফিরিয়াছেন। এত বড় ব্যাপারে একটা ছাগও নিহত হইল না, পুকুরে জালও পড়িল না। গৃহবাসীদের আনন্দোচ্ছ্বাস ছাড়া আর কোন অসাধারণত্ব দেখা গেল না।

নরু, লতা না কি তিন চারি মাসের মধ্যে খানিকটা বড় হইয়া পড়িয়াছে, অমরনাথ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। নরু, লতা ছুটিয়া গিয়া বৃহদায়তন দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, তাহাদের কোন্ অঙ্গটা বাড়িয়াছে। বুঝিতে অসমর্থ হইলেও তাহারা প্রধান আদালতের রায় মানিয়া লইল এবং আব্দার ধরিল, তাহারা এবার কলিকাতায় পড়িতে যাইবে। কলিকাতায় পড়িতে যাইবার মত বড় হইয়াছে কি না, সে বিষয় উত্তরপাড়ায় কমিটীতে মীমাংসিত হইবে, এইরূপ অবধারিত হইল। লতা, নরু তাহাদের পক্ষসমর্থনার্থে অনেক অকাট্য যুক্তি দাখিল করিল; এমন কি, কহিল, সুকু বড় হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং কলিকাতার প্রান্তে কাশীপুরে অবস্থান করত পাঠাভ্যাস করিতেছে। অমরনাথ এ সংবাদ অবগত থাকিলেও তাহাদের আনন্দবর্দ্ধনার্থে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

বাড়ীর ভিতর গিয়া অমর দেখিলেন, হিরণ হাসির 'ফাগু' মুখময় মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অমর প্রণাম করিলে হিরণও আনতি দিল। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউদি, এত হাসি কোথায় পেলে?"

হি। পেয়েছি তোমার কাছে; তুমি আমাকে হাসতে শিখিয়েছ।

অ। আমি ত দেশে এলাম বহুদিন পরে—

হি। মনে নেই, তুমি এক দিন মীরপুরে আমাকে বলেছিলে, মনে সন্তোষ রাখতে পারলে ভগবান্ তার প্রতি প্রসন্ন হন?

অ। এই কথা?

হি। এই কথা নয়—অনেক কথা। আমি এখন কত আনন্দে আছি, তা তোমাকে কি বোঝাব? রোগ, বিপদ্ মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আমার দুঃখ-কষ্ট নেই—তাঁর উপর সকল ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। নরুর টাইফয়েড হ'ল, আমি একটু কাতর বা চিন্তিত হইনি; তাঁর দ্বারে এক দিনের জন্যেও মাথা কুটি নি, ছেলের রোগমুক্তি কামনা ক'রে এক দিনের জন্যেও প্রার্থনা করিনি। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক ব'লে আনন্দভরে আমার কর্ত্তব্য ক'রে বেড়িয়েছি।

অ। বেশ করেছ বউদি; কিন্তু তোমার এ আনন্দ এত দিন কোথায় ছিল?

হি। আমাতেই ছিল। উৎস-মুখ আবর্জ্জনায় বন্ধ ছিল; লতা সে জঞ্জাল সরিয়ে দিলে, আর তুমি সে উৎস-মূলে অফুরন্ত জল ঢেলে উৎসকে চিরপ্রবাহী ক'রে রেখেছ।

অমর মৌনী রহিলেন। অতঃপর হিরণ রেবার বিয়ের কথা তুলিল। হিরণ কহিল, "ফুলশয্যার রাত্রিতে রেবাকে ফুলের গয়না প'রে কি সুন্দর দেখিয়েছিল, তা' তোমাকে কি বলব ঠাকুর-পো! বিয়ের দিনেই বা কি আনন্দ তার! কিন্তু বাসর হ'ল না, জ্বর এসে গেল। পোড়া ম্যালেরিয়া তার দেহটাকে চিবিয়ে খাচ্ছে।"

অ। তুমি লিখেছিলে বটে, মীরপুর হ'তে সে ম্যালেরিয়া এনেছে। আজও তা' সারল না?

হি। এইবার সারবে ব'লে মনে হয়; জামাই না কি তাকে তাঁর চাকরীর জায়গায় নিয়ে যাবেন।

রেবা যে এক দিন পশুপতিপুরে যাবে, অমর তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া তিনি বেনসনকে বলিয়াছিলেন, ব্রজবল্লভকে সরাইতে হইবে। রেবা তাঁহার প্রতিবেশী হইয়া থাকিলে মন স্থির রাখিতে পারিবে না বলিয়া অমরের বিশ্বাস। তাই তাহাকে দূরে রাখা অভিপ্রায়। ব্রজ পশুপতিপুর ত্যাগ না করিলে তিনি তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন।

অপরাহ্ণে কৃষ্ণ ও অমর গঙ্গার ধারে বেড়াইতে আসিলেন। সুন্দর, প্রশস্ত পথ। এক দিকে গঙ্গা, অন্য দিকে সুরম্য সৌধমালা। একখানি বেঞ্চের উপর দুই জনে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। কত নৌকা যাইতেছে, কত মানুষ পারাপার হইতেছে, কত তরঙ্গ উঠিতেছে নামিতেছে। দুই জনে কত গল্প করিলেন। গল্পের শেষ নাই, কিন্তু সময়ের শেষ আছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন উভয়ে স্থির করিয়া উঠিলেন যে, পরদিন প্রভাতে তাঁহারা উত্তরপাড়ায় যাইবেন। পূর্ব্বাহ্ণে হরনাথ বাবুকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে 'তার' করিতে তাঁহারা ডাক-ঘরের দিকে চলিলেন। 'তার' করা হইলে তাঁহারা গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। তখন সন্ধ্যা ৬টা হইলেও অন্ধকারে পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। যে পথ বহিয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিতেছিলেন, সে পথ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। সহসা তাঁহারা শুনিলেন, বামাকণ্ঠে কে কহিতেছে, "আপনারা আসুন না।"

অমর বন্ধুসহ দাঁড়াইলেন। কণ্ঠ তাঁহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। পথে অন্য কেহ নাই। রমণী একখানি পর্ণ-কুটীরদ্বারে অন্ধকারমধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। অমরও অন্ধকারে। রমণী তাঁহাদিগকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সাহস পাইল; পুনরায় ডাকিল, "আসুন।"

কৃষ্ণ বুঝিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ্যা। তিনি অমরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন; যাইতে যাইতে কহিলেন, "এ মাগী বেশ্যা; তুমি কি ব'লে ওর আহ্বানে দাঁড়ালে?"

অ। ও বেশ্যা নয় কৃষ্ণ, ও লাবণ্য।

কৃ। বিপিনের বোন্ লাবণ্য?

অ। হ্যাঁ। আমি ওর কণ্ঠস্বরে ওকে চিনেছি।

কৃ। এত দ্রুত নেমেছে?

অ। দেখ্ছি ত তাই। নিশ্চয় ও খুব কষ্টে পড়েছে—কৃষ্ণ, তোমাকে ওর কাছে গিয়ে সন্ধান নিতে হবে।

কৃ। আমি বেশ্যাবাড়ী যাব? তুমি কি বল?

অ। কেন, যেতে দোষ কি? উদ্দেশ্য নিয়ে ত বিচার।

কৃ। আমি ওদের ঘৃণা করি।

অ। ছি ছি, ঘৃণা কাউকে করো না; ওরা অনাথা, অজ্ঞান,—কৃপার পাত্র।

কৃ। তোমার দয়া যদি এত উথলে উঠে থাকে, তবে তুমি কেন যাও না?

অ। আমাকে ও চেনে, হয় ত লজ্জায় কোন কথা বলবে না—আচ্ছা, চল।

কৃ। গিয়ে কি হবে বল দেখি?

অ। ওকে এ নরক হ'তে উদ্ধার ক'রে বিপিনের কাছে পাঠাব।

কৃ। বিপিন নেবে?

অ। না নেয়, অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেব।

দুই জনে ফিরিলেন। লাবণ্য দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইল। ভাবিল, আজ রাত্রি তাহার উপবাসে কাটিবে না। কয় দিন ভাল রকম আহার জুটে নাই, আজ জুটিবে আশা করিল। অমরনাথ অগ্রসর হইলে লাবণ্য বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত ডাকিল, "ভিতরে আসুন।"

উভয়ে ভিতরে গেলেন; লাবণ্য পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। কুটীর ক্ষুদ্র ও সামান্য। কয়েক জনমাত্র মধ্যবয়সী বারবনিতা কুটীরে বাস করে। তাহারা ভাড়াটিয়া মাত্র। যিনি গৃহস্বামিনী, তিনি প্রায় আধকাঠা জমী লইয়া রোয়াকে উপবিষ্ট ছিলেন। পাশে একটা ডিবা জ্বলিতেছিল। কয়েক জন প্রৌঢ়া

রমণী নিকটে বসিয়া কেরোসিনের ডিবার ধোঁয়া লইতেছিল এবং আজকালকার লোকেদের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। প্রত্যেক বক্তৃী প্রতিপন্ন ক'রিতেছিল, সে কত বড় বুদ্ধিমতী ও ধার্ম্মিকা। স্বামিনী তাঁহার ক্রোড়ে শায়িতা মার্জ্জারীর অঙ্গে হস্তার্পণ করত নিরতি জানাইতেছিলেন। সহসা দেখিলেন, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া লাবণ্য তার ঘরের দিকে যাইতেছে, তা'র পিছনে দুইটি বাবু। মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে নগি? নগি ওরফে নগেনবালা ওরফে লাবণ্যবালা উত্তর করিল, "দুটি বাবু।"

"বাবু ত অনেকেই; এক জনকে টাকা নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।"

কৃষ্ণনাথ মুখের ভূরিভাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অনিচ্ছার সহিত স্বামিনীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু শাস্ত্রের বিধানানুসারে শত হস্ত দূরে থাকা ক্ষুদ্র অঙ্গনে সম্ভবপর নয় দেখিয়া কৃষ্ণ শত অঙ্গুলি দূরে রহিলেন। বর্ষীয়সী কঠোর কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া কহিলেন, "টাকা আগে দিয়ে নগির ঘরে যেও বাপু! এর পরে যে বলবে, কুচ্ছিৎ—"

কৃষ্ণ দুই টাকা ঝনাৎ করিয়া রোয়াকের উপর ফেলিয়া দিলেন। দুইটা টাকা পাইবে, বৃদ্ধা এতটা আশা করে নাই। একটা পাইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত; দুইটা দেখিয়া অস্বাভাবিক তৎপরতার সহিত কুড়াইয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল এবং প্রশান্তকণ্ঠে কহিল, "যাও বাবু, যাও, ঐ যে ঘর—তুমি ভদ্রলোক —যাবে বৈ কি—ভদ্রলোক দেখলেই চেনা যায়—"

কৃষ্ণ দ্রুতপদে উঠান পার হইয়া লাবণ্যর ঘরে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, অমর মেঝের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর লাবণ্য অনতিদূরে করতলে মুখ ঢাকিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অমর কহিতেছিলেন, "আর দেরী ক'রো না লাবণ্য, চল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।"

লাবণ্য। আমি যাব না, আপনি চ'লে যান, আপনাকে আমি ডাকি নি।

অমর। তুমি ডেকেছ, তা নইলে ভগবান্ আমাকে এমনই সময়ে এ পথে পাঠাবেন কেন? তুমি কষ্টে প'ড়ে তাঁকে ডেকেছ, তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি যে কারুর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করেন না।

লাবণ্য। আমার কোন কষ্ট নেই, আমি বেশ আছি।

অমর। তোমার অনেক কষ্ট। তুমি খেতে পাও না, তুমি পরতে কাপড় পাও না, শুতে বিছানা পাও না। এই দারুণ শীতে তোমার গায়ে কাপড় নেই, বিছানায় লেপ নেই—

লাবণ্য। না থাকে, আপনার কি? আপনি যান—

অমর। এই জীবন, এই পেশা তুমি যদি স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়ে থাক, তা হ'লে আমি চ'লে যাচ্ছি।

বলিয়া অমর প্রস্থানোদ্যত হইলেন। লাবণ্য তখন কহিল, "না, দাঁড়ান, একটা কথা শুনে যান—"

অমর দাঁড়াইলেন। লাবণ্য কহিল, "আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমি স্বেচ্ছায় এ পেশা নিই নি, পেটের জ্বালায় আমাকে নিতে হয়েছে। হাঁসপাতাল হ'তে বিদায় নিয়ে যখন আমি পথে দাঁড়ালাম, তখন এক পয়সাও আমার সম্বল ছিল না। তাই—তাই সে সব নোংরা কথা আপনার মত লোকের কাছে বল্‌তে পারব না।"

অমর। বলবার দরকার নেই; কিন্তু তুমি অন্য পেশা ত নিতে পারতে। এর চেয়ে পথে পথে ভিক্ষা—

লাবণ্য। ভিক্ষা করতে তখন পারিনি, বোধ হয়, এখন পারি। ভগবান্ একে একে সব কেড়ে নিয়ে আমার দর্প চূর্ণ করেছেন—এখন বোধ হয়, আমি এক মুষ্টি অন্নের জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।

অমর। তবে চল লাবণ্য আমার সঙ্গে, ভিক্ষা তোমাকে করতে হবে না—তোমার এই ভাইটি বেঁচে থাকতে তোমাকে কোন কষ্ট আর পেতে হবে না।

লাবণ্য বসিয়া পড়িল। মুখ হইতে হাত উঠাইল না, সম্মুখও ফিরিল না।

কৃষ্ণ কহিলেন, "আবার বসলে যে?—চল না, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।"

লাবণ্য সে কথার কোন জবাব না দিয়া কহিল, "আপনারা কি সত্যি আমাকে এ নরক হ'তে উদ্ধার করতে এসেছেন?"

অমর। বলেছি ত, তোমার কণ্ঠস্বরে তোমাকে চিনে আমরা এসেছি।

লাবণ্য। আমাকে কোথা নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছেন?

অমর। বিপিনের কাছে পাঠিয়ে দেব।

লাবণ্য। না, না, সেখানে আমি যাব না—দাদাকে, বউদিদিকে এ মুখ আর দেখাতে পারব না।

অমর। অন্তর যদি চোখের জলে ধুয়ে ফেলতে পেরে থাক, তবে আর লজ্জা কি?

লাবণ্য। না, আমি যাব না—আপনি যান।

অমর। তোমাকে না নিয়ে যাব না লাবণ্য, তুমি যে আমার বোন্।

লাবণ্য। আমি—আমি এখন আপনার বোন্ হবার স্পর্দ্ধা রাখি না, আপনার দাসীর দাসী হবারও যোগ্যতা এখন আমার নেই।

অমর। বোন্ চিরদিনই বোন্। আমরা পাপ করলে তিনি ত আমাদের ঘৃণা করেন না, ত্যাগ করেন না—আমরা যে সকল অবস্থায় তাঁর সন্তান।

লাবণ্য। আমার মত পাপ যে কেউ করে না।

বলিতে বলিতে তাহার চোখের জল উথলিয়া উঠিল। চোখের জল লাবণ্য লুকাইতে গেল, পারিল না; ধ্বনি চাপিতে গেল, পারিল না। অমর তখন হেঁট হইয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "তোমার পাপ ত আর নেই দিদি, চোখের জলে যে সব ধুয়ে গেছে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে লাবণ্য কহিল, "ধোয় নি, ধুয়ে গেলে আমার এ যন্ত্রণা থাকৃত না। আপনি এসে আমাকে আদর ক'রে আমার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিলেন।"

অমর। আরও বাড়তে দেও; যন্ত্রণা যত তীব্র হবে, তত শীঘ্র শান্তি পাবে।

লাবণ্য। আমার যা হয় হবে; আপনি এ নরকে আর থাকবেন না—যান।

অমর। তোমাকে নিয়ে যাব ব'লে যে এসেছি, দিদি।

লাবণ্য। বলেছি ত, আমি দাদাকে আর মুখ দেখাতে পারব না। তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, আমাকে কত ভাল মনে করতেন, আর আমি এমনি ক'রে তাঁর মুখে চুণ-কালি দিয়ে এসেছি।

অমর। তবে তুমি আমার বাড়ীতে চল; লোকে বোনকে যেমন আদর-যত্নে রাখে, আমি তেমনই আদরে তোমাকে রাখব।

লাবণ্য আবার কাঁদিল—খুব কাঁদিল। বেগ একটু কমিলে কহিল, "জানেন না, কাকে আপনি এত আদর করছেন। আমি সে লাবণ্য আর নই, আমি এখন পিশাচী—সকলের ঘৃণার পাত্রী। আমার মুখ দেখে শিউরে উঠবেন না—ভয়ে চেঁচাবেন না। এই দেখুন আমি কে—" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখ ফিরিয়া মুখ হইতে হাত নামাইল। অমর ও কৃষ্ণ স্তম্ভিত হইলেন। কি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি! মুখের দক্ষিণদিক পুড়িয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে যেন কে কালি ঢালিয়া দিয়াছে; গণ্ডের স্থানে স্থানে মাংস নাই; দক্ষিণচক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বামদিক যদি এই ভাবে ভ্রষ্টসৌন্দর্য্য হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, এত বীভৎসদর্শন হইত না। কৃষ্ণনাথ সে মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; অমরনাথের হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল; লাবণ্য এক চক্ষু অমরের বদনের উপর রাখিয়া কহিল, "এই দেখুন, পিশাচীকে দেখুন—পাপের জীবন্ত মূর্ত্তি, শ্মশানের অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, পথভ্রষ্টা ব্যভিচারিণীর পরিণাম দেখুন। এখনও কি একে আপনার ভগিনী ব'লে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন?"

অমর। আমি ভগ্নী ব'লে তখন ভুল করেছিলাম। তুমি ভগ্নী নও, তুমি আমার মা।

লাবণ্য স্তম্ভিত হইল; বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে অমরের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর—তাহার পর অমরের চরণের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল; অশ্রুতে পদযুগল ধৌত করিল; উচ্ছ্বাসে মুহুর্ম্মুহুঃ কাঁপিতে লাগিল।

* * *

ক্ষণপরে তিন জনে গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে একখানা গাড়ী লইয়া গৃহে ফিরিলেন। অমরের নিকট লাবণ্য সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া হিরণ কহিল, "ঠাকুরপো, তুমি যা কর, সবই ঠিক; কিন্তু ওকে এখানে আনা কি ঠিক হয়েছে?"

অ। ঠিক মনে না কর, লাবণ্যকে উত্তরপাড়ায় রেখে আসছি।

হি। বাবাও ওকে স্থান দেবেন না।

অ। নিশ্চয় দেবেন। তিনি জ্ঞানী—মন দেখে বিচার করবেন।

হি। আর আমি অজ্ঞানী, দেহ দেখে বিচার করছি, না?

অ। ঠিক বলেছ বউদি; যারা অজ্ঞানী, তারা বোঝে না, পাপ কোন্ স্থানটা স্পর্শ করে। ঋষিরা মন নিয়ে বিচার করেছেন। পরশুরামের জননী রেণুকা চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকে ভার্য্যাসহ জলবিহার করতে দেখে কামাতুর হয়েছিলেন। স্বামী জমদগ্নি ধ্যান-প্রভাবে তা জানতে পেরে তাঁর শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেন এ কঠোর ব্যবস্থা করেছিলেন? রেণুকার দেহ ত কলুষিত হয় নি, তবে এ ব্যবস্থা কেন? আবার মৎস্যগন্ধা সত্যবতী কৌমারে পরাশর কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হয়েও কিরূপে শান্তনুরাজের অঙ্কলক্ষ্মী হলেন? তাঁরা মন নিয়ে বিচার করতেন, দেহের কালিমাপানে চেয়ে দেখতেন না। যে মুহূর্ত্তে তোমার পাপে রতি হ'ল, সেই মুহূর্ত্তে তুমি পাপ করলে—ইচ্ছাটাকে কার্য্যে পরিণত করবার অপেক্ষা থাকে না।

হি। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও কার্য্য দুই ত বর্ত্তমান।

অ। না, বর্ত্তমান নয়। ঘটনাচক্রে প'ড়ে লাবণ্য আজ জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করেছে। এক জনকে

লাবণ্য অন্তরের সঙ্গে ভালবাসত, সে বিয়ের লোভ দেখালে, সরল বিশ্বাসী লাবণ্য তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে। এই চরিত্রহীন ব্যক্তি লাবণ্যকে মদ ধরালে; তার পর বিজয়া-দশমীর দিন যখন সে নেশাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তখন অপর এক দুর্ব্বৃত্ত তাহার অচৈতন্য দেহ নিয়ে পলায়ন করলে। দুই ব্যক্তি লাবণ্যর দেহ কলুষিত করলে—এক জন ছলনায়, অপরে কৌশলে। লাবণ্য দোষী কি না ভগবান্ জানেন। তার পরে বিকৃত দেহ নিয়ে লাবণ্য যখন হাঁসপাতাল হ'তে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াল, তখন সে সম্বলহীন, আশ্রয়-শূন্য। কোন সজ্জন তখন তাকে হাত ধ'রে তুলে আনে নি; যে তাকে তুলে এনে মুখে দুটো ভাত দিলে, সেই তাকে এ পথে আনলে। নিঃসহায় নিরবলম্ব—করে কি? তুমি ঘরে ব'সে নাক সিঁট্‌কুতে পার, কিন্তু তার তখনকার অবস্থাটা বিচার ক'রে দেখ দেখি। যে সর্প, যে ব্যাঘ্র লাবণ্যর এই সর্ব্বনাশ করলে, তারা সমাজের মাথায় ব'সে পূজা লুঠে বেড়াচ্ছে; আর এই অনাথা অজ্ঞানী তার অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্যে মানুষের দ্বার হ'তে ঘৃণাভরে বিতাড়িত হচ্ছে। যদি ঘৃণা করতে হয়, তবে তাকেই কর—যে চিত্ত মন নিয়ত পাপচিন্তায় কলুষিত করছে, পরের হিংসা করছে, সর্ব্বনাশ করছে—

হি। তা হ'লে তোমার বিচারে লাবণ্য নিষ্পাপ?

অ। বিচার করবার তোমার আমার অধিকার কি? তুমি শুধু দুঃখী কাঙ্গালের সেবা ক'রে যাও—তাদের জননী হও।

হি। তোমার উপদেশ, তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম ঠাকুর-পো। তোমার জ্ঞানবুদ্ধি আমার জ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী।

কৃষ্ণনাথ আসিয়া কহিলেন, "তা যদি তুমি সত্যই মনে করতে, তা হ'লে অমরের সঙ্গে তর্ক করতে না। অমর যা করে, তাই সুন্দর, আমি কখন তার কার্য্যের প্রতিবাদ করি না।"

অমর। এখন লাবণ্যকে স্নান করাও, খাওয়াও।

৩১

উত্তরপাড়ায় পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিন প্রভাতে হরনাথ পার্ব্বতী-দেবীকে কহিলেন, "আজ তোমার এত আনন্দ কিসের?"

পা। আজ আনন্দময় আমার ঘরে আসছেন।

হ। তাই এত আনন্দ? কেন, সে দিন ত আনন্দ কর নি, যে দিন সে উপযাচক হয়ে তোমার গৃহে আতিথ্য চেয়েছিল?

পা। সে দিনের কথা আর বলো না।

হ। মুখে না বললেও, অন্তরে যে সদা জাগছে, পার্ব্বতি!

পা। আমার অন্তরে আর জাগছে না, বুঝি অনুতাপে সে স্মৃতি ধুয়ে গেছে।

হ। তবে তুমি সুখী; আমি যে তা ভুলতে পারছি না, পার্ব্বতি!

পা। তবে তুমি তার সঙ্গ করলে কি? আমার অন্তরের সব আবর্জ্জনা ধুয়ে দিয়ে সে যে আমাকে নতুন মানুষ করেছে।

হ। তা' দেখছি, তুমি আর সে পার্ব্বতী নও। এখন আমি জপ করতে বসলে, তুমি ঘরে কাউকে আসতে দেও না; সব কায ফেলে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে যাও—

পা। সত্যই আমি আর সে পার্ব্বতী নই—এখন আমি অমরের মা। সে যে দিন মীরপুরে আমাকে মা ব'লে ডাকলে, সেই দিন হ'তে আমি অহরহ চেষ্টা করছি, কি করলে আমি অমরের মা হ'তে পারব। কোন কথা বলবার আগে, কোন কায করবার আগে ভেবে দেখি, অমর সে কথাটা বা কাযটা পছন্দ করবে কি না।

হ। একেই বলে সৎসঙ্গ। তুলসীদাস বলেছেন—

এক ঘড়ি আধি ঘড়ি আধি মে আধ
তুলসী সঙ্গৎ সাস্তকি হরে কোটি অপরাধ।

এই সৎসঙ্গ অনেক রকমে হয়; শাস্ত্রকথা বল, বা মহৎ চরিত্রের আলোচনা কর, এতেও সৎসঙ্গের ফললাভ হয়। আমরা সৌভাগ্যবলে মহৎ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করেছি—

শোভা অকস্মাৎ আসিয়া কহিল, "আচ্ছা বাবা, তুমি অমরকে মহৎ মহৎ কর কেন?

হর। যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী, সেই মা মহৎ; আবার যে চিত্তজয়ী, সে মহৎ হ'তেও মহৎ। দিগ্বিজয়ী বীররা পৃথিবী জয় করেছেন, কিন্তু চিত্ত জয় করতে পারেন নি। দেবরাজ ইন্দ্রও তাই; তিনি অসুরজয়ী কিন্তু চিত্তজয়ী নন। যে চিত্তজয়ী, সে ঋষি; যে সত্যাশ্রয়ী, সে মহাপুরুষ।

শোভা। সকল সময় সত্যি বলা যায় না বাপু!

হর। কেন বলা যায় না? এই ত অমর বলে।

শোভা। ভারি ত বলেন! ঝরেতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সত্যি ত বলতে পারেন নি।

হর। মিথ্যাও ত বলেন নি; এ স্থলে সত্য গোপন করায় অধর্ম্ম নেই। এমন কি, তিনি যদি মিথ্যাও বলতেন, তা হ'লেও বোধ হয় কোন অপরাধ

হ'ত না। তুমি ঋষিপুত্র সত্যবাচের উপাখ্যান পড়েছ ?

শোভা। মানুষের এ রকম বিদ্‌কুটে নামই কখন শুনি নি।

হর। অমর সত্যবাচের উপাখ্যান প'ড়ে থাকবেন ; ঋষিপুত্র এই প্রকার অবস্থায় যেরূপ জবাব দিয়েছিলেন, অমরও ঠিক সেইরূপ উত্তর করেছিলেন। তিনি সত্য গোপন ক'রে এক জনের উপকার করেছেন, কাহারও অনিষ্ট করেন নি। যদি গোপন না করতেন, তা' হ'লে বেনসনের অনিষ্ট হ'ত, অথচ কাহারও উপকার হ'ত না।

পার্ব্ব। তুমি এ সব মামলা-মকর্দ্দমার কথা জানলে কি ক'রে ?

হর। কৃষ্ণের নিকট শুনেছি, অমর ত তার নিজের কথা আমাকে কিছু বলে না।

এমন সময় জ্যোতির্ম্ময়ী চঞ্চল চরণে আসিয়া শোভার পাশে দাঁড়াইল। তাহার মুখময় আনন্দ। হরনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমর এসেছে, মা ?"

"হুঁ !"

পার্ব্বতীকে হরনাথ কহিলেন, "তুমি যাও—আগে তাকে খাওয়াও গে। দুই বৎসর পরে বিতাড়িত অতিথি ফিরে এসেছে।"

কথা শেষ হইবার আগে গৃহিণী দ্বিতলে উপনীত হইলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে হরনাথ কি ভাবিয়া দ্বারসান্নিধ্য হইতে ফিরিয়া গিয়া চৌকীর উপর বসিলেন এবং জ্যোতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এবার যে মা, অমর তোমাকে নিতে এসেছে।"

জ্যোতির মুখ উজ্জ্বল হইল ; সে নীরব রহিল। কিন্তু শোভা নীরব থাকিবার মেয়ে নয়—সে কহিল, "তুমি কেমন ক'রে তা জানলে বাবা ?"

হর। জানলাম কেমন ক'রে, তা ত তোমাকে বোঝাতে পারব না মা ; আমার মন ব'লে দিচ্ছে, অমর এবার ময়ীকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ি, তোকে চিনে জেনে জিজ্ঞেস করছি, তুই কি তার যোগ্যি হ'তে পারবি ?

জ্যো। আমি ত আর মিথ্যে বলি না, বাবা।

হর। অমর যে শুধু সত্যধর্ম্মে বড় তা ত নয়—বড় সে চিত্তজয়ে সেবা-ব্রতে। অমর পরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। তুমি কি মা, পরকে নিজের চেয়েও ভালবাসতে পারবে ?

জ্যো। কেন পারব না বাবা ? আমি ত তোমারই মেয়ে।

হর। আমি যে তা পারি না মা। পরকে আত্মবৎ মনে করা ভারি কঠিন। আমি একবার হাজার টাকার তোড়া ডান হাতে নিয়ে বাম হাতকে অনায়াসে তা দিলাম, কোনও উদ্বেগ হ'ল না, কিন্তু সেই তোড়া নিয়ে রাস্তার এক জন পথিককে দিতে কিছুতেই আমার মন সরল না। বাম হাতকে আপনার জেনে তোড়াটাকে দিতে পারলাম, কিন্তু পথিককে পারলাম না। আমাতে ত্যাগ কোথায় মা ? কিন্তু অমর টাকার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান্ নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে পরের জীবনকে বড় মনে করে ; অনায়াসে সেই অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। এ আত্মোৎসর্গ মানুষে পারে, কিন্তু দেবতায় পারে না। দেবতা স্বকার্য্যসাধনের জন্যে মানুষের দ্বারে তার জীবন, তার অস্থি ভিক্ষা করলে ; মানুষ অনায়াসে তা দিলে, আর দেবতা অসঙ্কোচে তা' নিয়ে শত্রু মারতে, রাজ্যোদ্ধার করতে অস্ত্র নির্ম্মাণ করলে। দেবতা ভোগ জানে, ত্যাগ জানে না। এই রেবা—

শো। আমিও রেবার কথা ভাবছিলাম, বাবা। তার মত ত্যাগ অমর বাবুও দেখাতে পারেন নি। রেবা অনন্ত নরক স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিলে অমরের সুখের জন্যে।

হর। সেই রকম কথা আমিও তোমার গর্ভধারিণীর মুখে শুনছিলাম। কিন্তু তিনিও সব কথা বল্‌তে পারলেন না।

শো। আমি কিছু জানতাম না, কাল আমি জ্যোতির মুখে সব শুনেছি ; ছি ছি, আমি আবার তাকে কুলটা ব'লে গাল দিয়েছিলাম।

হর। কু—ল—টা !

শো। হ্যাঁ বাবা। তাকে আমি বলেছিলাম, অমরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রে কেমন ক'রে সে স্বেচ্ছায় অপর এক জনকে বিয়ে করলে ? দ্বিচারিণীর প্রায়শ্চিত্ত কি, তা-ও তাকে বলেছিলাম। তখন ত জানতাম না, অমরের সুখশান্তির জন্যে সে নিজেকে বলি দিচ্ছে।

হর। এ ত্যাগের পুরস্কার নরক নয়, অক্ষয় স্বর্গ। থাক্ এখন এ সব কথা। তোমাদের ব'লে রাখি, এ সব কথা যেন অমরের কানে না যায় ; তা হ'লে তার মনে বড় আঘাত লাগবে। এই যে অমর এসেছ, এস বাবা ; এস কৃষ্ণ, এস—তোমরা জলটল খেয়েছ ?

অমর ও কৃষ্ণ প্রণাম করিয়া ভূতলে একখানা গালিচার উপর বসিলেন। অমর উত্তর করিলেন, "মা কি না খাইয়ে ছাড়েন। কত আদর—"

শোভা ও জ্যোতি উভয়কে প্রণাম করিল। শোভা প্রণামান্তে অমরকে কহিল, "এই আমার শেষ প্রণাম।"

ইঙ্গিতটুকু বুঝিলেও কৃষ্ণনাথ মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "অমরকে বুঝি তোমার পছন্দ হ'ল না ?"

শো। (মৃদুস্বরে) দেখুন কেষ্টদা, আমাকে ঘাঁটাবেন না।

কৃষ্ণ। এমন কায আমি কিছুতেই করব না, তা হলে যে আমারই গায়ে ছিট্‌কে লাগবে।

হরনাথ কহিলেন,—"তুমি অনেক দিন পরে এলে, এখন কিছু দিন থাকবে ত, অমর ?"

অ। ফিরে যাবার বিশেষ তাড়া নেই, বেনসনের উপর সকল ভার দিয়ে এসেছি।

হর। বেশ বন্ধুটি তোমার জুটেছে। যে ব্যক্তি তাঁর উপর নির্ভর করে, ভগবান্ ঠিক সময় ঠিক মানুষ বা জিনিষ তাকে জুটিয়ে দেন—তার কোন অভাব রাখেন না। তা তোমার এখন কি রকম লাভ হচ্ছে ?

অম। এ বছর বিশ পচিশ হাজার টাকার বেশী হবে ব'লে মনে হয় না। বেনসন বলছে, দু' তিন বছরের ভেতর লাভ দু তিন লাখ টাকায় দাড়াবে।

হর। শুনে বড় আনন্দ হ'ল। তুমি এবার নিশ্চিন্ত হ'লে। যার অন্নচিন্তা আছে, তার ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হয় না।

অম। আমি মনে করছি, এবার নরুকে নিয়ে যাব। আমার কাছে পড়বে, কাযও শিখবে।

হর। ওর বাপ মা ছেড়ে থাকতে পারবে ?

অম। কিছু দিন আমার কাছে থাক ; এখানে লেখাপড়া হচ্ছে না। তা' ছাড়া আরও একটা কথা আছে। কৃষ্ণ বলছিল, লতা নরুর মধ্যে প্রণয় গাঢ় হয়ে আসছে ; তাদের পৃথক্ করা দরকার। কৃষ্ণই নরুকে আমার সঙ্গে পাঠাতে চায়।

হর। তোমরা যা' ভাল বোঝ, তাই কর। এখন ও সব কথা থাক বাবা—অনেক দিন তোমার কীর্ত্তন শুনি নি—

কৃষ্ণ কহিলেন, "অমরের মনটা আজ বড়ই চঞ্চল—"

হর। কেন, কেন ?

কৃষ্ণ। সে আপনার কাছে কি চায়, কিন্তু লজ্জায় আশঙ্কায় চাইতে পারছে না।

হর। তাকে চাইতে হবে না—আমি বুঝেছি। আশঙ্কা কি বাবা ? তোমারই জন্যে যে মর্য়ী ; তার কত সৌভাগ্য। ময়ি, মা, এ দিকে এস—লজ্জা কি মা—স্বামী যে অতি পবিত্র।

জ্যোতির হাত দুইখানি লইয়া হরনাথ অমরের হাতের মধ্যে দিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "এই নাও বাবা, আমার মাকে—মূর্ত্তিমতী প্রেমকে তোমার হাতে দিলাম। তোমার যোগ্য হবে কি না, জানি না, কিন্তু এর বেশী তোমাকে দেবার আমার ত কিছু নেই, বাবা। আর ময়ি, তুমি জানবে মা, অমর তোমার প্রভু, তোমার সখা, তোমার সন্তান। সে তোমার বংশীধারী কৃষ্ণ, তোমার হৃদয়নাথ, তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা। আশীর্ব্বাদ করি, উভয়ে একপ্রাণ, একাত্মা হও—তোমাদের অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ হোক।"

তাঁহার কথা আর শুনা গেল না—চারিদিকে শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

৩২

ফাল্গুনের শেষে জ্যোতি এক দিন কোন্নগরে রেবার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা। ঘরের বাহিরে আলো, ভিতরে অন্ধকার। আলো জ্বালিবার সময় হয় নাই বলিয়া ঘরে কেহ আলো দেয় নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী অস্পষ্টালোকে বিদ্যুৎগঠিত প্রতিমাবৎ রেবার নয়নে প্রতিভাত হইল ; তাহাকে দেখিয়া রেবা চমকিয়া উঠিল ; চিনিতে পারিল না। কহিল, "কে তুমি ? স্বর্গের দেবী ? না, দেবী ত এত সুন্দর হয় না। অনেক প্রতিমা দেখেছি, তা হ'লে কে তুমি ? আমাকে নিতে এসেছ ? ফিরে যাও, আমার যাবার এখনও সময় হয় নি, অমর—আমার হৃদয়নাথ আগে দেশান্তরে চ'লে যাক্, তার পর—"

"আমাকে চিনতে পারছ না রেবা-দি ? আমি যে জ্যোতি।"

"ওঃ, তুই এসেছিস। তুই এত সুন্দর হয়েছিস ? তা' হবি না কেন ? তুই যে রূপের সাগরে আশ্রয় পেয়েছিস। আয় ভাই, বোস।"

রেবার শীর্ণ দেহ, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু, মাংসহীন গণ্ড দেখিতে দেখিতে জ্যোতি কাঁদিয়া উঠিল। রেবা কহিল, "কেঁদো না বোন্, আমি বড় আনন্দে আছি। দেহ দেখে—আমার খোলসটা দেখে আমার অন্তরের বিচার করো না।"

জ্যোতি চোখের জল মুছিয়া রেবার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রেবা কহিল, "এবার অনেক দিন পরে এলি জ্যোতি—"

জ্যো। কি করব, আসতে পারি নি—

রেবা। আমি সব খবর পাই। তুমি বিয়ের পর চন্দননগরে গিছলে, সেখান হ'তে আজ ক' দিন

হ'ল ওতরপাড়ায় ফিরেছ, শীগ্‌গির আবার পশুপতি-পুরে যাবে—

জ্যো। হ্যাঁ; বোশেখের প্রথমেই যাব।

রেবা। যাও, সুখে থাক; যে সুখশান্তি সংসারে কেহ কখন লাভ করে নি, সেই সুখশান্তি তুমি পাও। আমার কথা কখনও তোমরা ভুলো না, আমার স্মৃতি কখন যেন তোমাদের পীড়ন করে না।

জ্যো। তোমার কথা যে আমরা কখন ভুলতে পারব না। তিনি যে সে দিনও তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন

রেবা। আমার কথা! এই হতভাগিনীর কথা তাঁর মুখে! বল, তিনি কি বলছিলেন?

জ্যো। বলছিলেন তোমার রোগের কথা—

রেবা। ছি ছি, এই সব তুচ্ছ কথা তাঁর মুখে—

জ্যো। বলছিলেন তোমার মনের কথা—

রেবা। আমার মন? আমার মনে ত দু' কথা নেই; মাত্র একটি কথা, একটি চিন্তা আছে—সব মিশে একটিতে দাঁড়িয়েছে।

জ্যো। বড়দি যখন বললেন, তুমি বিয়ে ক'রে সুখী হয়েছ, তখন তিনি ম্লান হাসি হেসে বললেন, "আর আমাকে ও কথা ব'লে বুঝিও না বউদি, সে আমাকে নিয়ত ধ্যানে আকর্ষণ ক'রে তার সমস্ত অন্তর আমাকে খুলে দেখাচ্ছে।"

রেবা। সর্ব্বনাশ! তবে ত তাঁকে আমি সুখী করতে পারলাম না, আমার কথা ভেবে যে তিনি কাতর হয়ে পড়বেন। জ্যোতি, একটু জল—

জ্যোতি জল খাওয়াইয়া শায়িতা রেবার পাশে বসিল। ক্ষণকাল উভয়ে নীরবে চিন্তা করিল। জ্যোতি রেবার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে সযত্নে উঠাইয়া লইয়া কহিল, "আমি এই দেড় মাস কত বার ভেবেছি রেবা-দি—"

রেবা। কি ভেবেছিস?

জ্যো। যদি তোমার বিয়ের আগে তোমার মনের প্রকৃত-পরিচয় পেতাম, তা হ'লে—আমি তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঘটাতাম।

রেবা। পাগল আর কি! তোমরা দু'জনে মাথা কুটলেও তাঁকে আমি বিয়ে করতুম না। তিনি ভালবাসেন তোমাকে, আমি কেন আমার সুখের আশায় তাঁকে পীড়ন করতে বিয়ে করব? ছি ছি, কিছুতেই আমি তা করতুম না। যে দিন মীরপুরে জানলুম, তিনি তোকে ভালবাসেন, সেই দিন হ'তে নিয়ত ভগবানের চরণে মাথা কুটেছি—তোদের মিলন প্রার্থনা ক'রে। জ্যোতি আর একটু জল—

জ্যোতি জল দিয়া কহিল, "তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে রেবা দি।"

রেবা। কিন্তু অন্তর শীতল। সেখানে কেবল আনন্দের ধারা। আমি হৃদয়ের ভিতর প্রেমময়ের মূর্ত্তি গ'ড়ে তাঁর পূজা করি, তাঁর গলায় মালা পরাই, চরণে মাথা দিই। আমি দিবানিশি তাঁকে নিয়ে থাকি, তাঁর সঙ্গে খেলা করি, তাঁকে আদর করি। তোমরা যখন আমাকে জাগাও, তখন আমি রোগের যন্ত্রণা অনুভব করি। কেহ আমার কাছে আসে বা থাকে, তা' আমি পছন্দ করি না। মা এলে তাঁকে উঠিয়ে দি। একটু জল—

জল খাইয়া রেবা কহিল, "আমি বেশ আছি জ্যোতি, আমার জন্যে একটুও দুঃখ করিস নে। আমি অনেক আশা নিয়ে এ দেহ ত্যাগ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি—তোরই গর্ভে আবার আসছি—বেশী দেরী হবে না, এক বছরের মধ্যেই আসছি। কিন্তু তোরা এ দেশে থাকতে আমি যে মরতে পারছি না; পাছে আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগে।"

জ্যোতির গণ্ড বহিয়া জল গড়াইল। কাঁদিতে কাঁদিতে রেবার চরণের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, "আমাকে আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আমি যেন তোমার মত তাঁকে ভালবাসতে পারি।"

রেবা। পারবে কি ক'রে বোন্? তুমি যে ভোগ চাও। স্পৃহা, কামনা যতদিন থাকবে, ততদিন ভালবেসে সুখ পাবে না। জ্ঞান জন্মালে বুঝতে পারবে, কামনাবর্জ্জিত ভালবাসায় কত সুখ, কত তৃপ্তি। তুমি মীরপুরে আমাকে কি বলেছিলে, মনে আছে?

জ্যো। কি বলেছিলাম দিদি?

রেবা। তুমি ফটো দিয়ে আমাকে বলেছিলে, ছায়া নিয়ে তুষ্ট থাকতে। বেশ, আমি তাই নিয়েই তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু সময়ে সে ছায়া ত আর ছায়া রইল না—কান্তি দীপ্তি পেয়ে সূর্য্য-পত্নী ছায়ার ন্যায় ভূতময় দেহ ধারণ করলে। এখন সে পাঞ্চভৌতিক কায়াও আর নেই—ধ্বংস হয়েছে; তার স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে এক উজ্জ্বল অশরীরী মহামহিম মূর্ত্তি। তার তুলনায় তোমার ছায়া ও কায়া অতি তুচ্ছ। আমি এই অপার্থিব মূর্ত্তির ধ্যানে দিবারাত্র মগ্ন থাকি—ঘুমিয়ে পড়লে মনে হয়, সময়টা যেন বৃথা গেল। আমি যে আনন্দ নিয়ে আমার মানস-প্রতিমার সঙ্গে বিহার করি, সে আনন্দের এক কণাও তুমি—ভোগপরায়ণ তুমি পাওনি। তুমি পেয়েছ অনিত্য, আমি পেয়েছি নিত্য। তুমি পেয়েছ সসীম নশ্বর রূপধেয় রূপ, আর

আমি পেয়েছি অসীম অধ্বংসী অরূপজ রূপ। আমি বড় আনন্দে আছি, জ্যোতি, আমার জন্যে কোন দুঃখ করো না। এখন তুমি যাও—ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অমরকে—আমার অমরকে—হ্যাঁ, সে আমার, তোমার নয়—বোলো, আমি তাকে নিয়ে বড সুখে আছি।

রেবা চক্ষু মুদ্রিত করিল। জ্যোতি ভক্তিভরে রেবার চরণ-ধূলি মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিল।

৫৩

তারপর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে।

পশুপতি বাবু এক্ষণে বৎসরের অধিকাংশ সময় কাশীপুরে অতিবাহিত করেন। তথায় গঙ্গার ধারে একখানি বাগানবাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। কাশীপুর কলিকাতার উপকণ্ঠে। সুকুকে কলিকাতায় একা ছাড়িয়া দিতে তাঁহার ভরসা হয় না; কাজেই নিজেকেও সপরিবারে তথায় থাকিতে হইয়াছে। পূজার সময় বা গ্রীষ্মাবকাশের সময় কলেজ বন্ধ হইলে তিনি নিশ্চিন্তমনে সুকুকে লইয়া মীরপুরে যান।

লতাও কলিকাতায় থাকিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়ে। সে বোর্ডিংয়ে থাকে, কাশীপুরে থাকে না। তাহাকে নিজের কাছে রাখিবার পশুপতির ইচ্ছা থাকিলেও হরনাথ তাহাকে তথায় রাখিতে দেন নাই। বিদ্যালয় বন্ধ থাকিলে সে কখন চন্দননগরে, কখন উত্তরপাড়ায়, কখন বা কাশীপুরে আসে। সকলের উপর হিরণের দাবীটাই বেশী। নরু কাছে নাই, লতার জন্যে তাহার মন সতত উৎকণ্ঠিত। লতা প্রতি শনিবারে আসিত; আসিয়া তার বউদিদির কাছে বসিয়া ছয় দিনের গল্প এক রাত্রিতে করিত। হিরণ সকল কাজ ফেলিয়া বিনিদ্রনয়নে তাহার গল্প শুনিত। আর একজনও অনিমেষনয়নে লতার মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া তাহার গল্প শুনিত। সে লতার নূতন দিদি —লাবণ্য। হিরণ ও কৃষ্ণ তাহাকে নূতন দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

লাবণ্য আর সে লাবণ্য নাই। অকালে বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহার চাঞ্চল্য, উচ্ছ্বাস, আবেগ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সে এখন ধীর স্থির শান্ত; কিন্তু গম্ভীর বা ম্রিয়মাণা নয়—সদা হাস্যমুখী। এ হাসি শান্তির। হৃদয়ে শান্তি না থাকিলে এ হাসি আসিতে পারে না। সে বাল্যে শুনিয়াছিল, রামনামে নাকি পাপ যায়, ভূত পালায়। উহাঁদের ব'লে না কি এক মুনি ছিল, তাঁর সব পাপ নাকি রামনামে ক্ষয় হয়েছিল। লাবণ্য নাম জপিতে লাগিল, কিন্তু মন বসিল না। পাপের স্মৃতি আসিয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল; পবিত্র হিন্দু সংসারে থাকিয়া আদর ও সম্মান লাভ করিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিল। অবশেষে লজ্জায়, ধিক্কারে, নৈরাশ্যে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া আত্মনাশ করিবার অভিপ্রায় করিল। অমর তাহা বুঝিয়া বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে তাহাকে এক দিন কহিয়াছিলেন, "তুমি অপবিত্র নও, তোমার দেহ অপবিত্র। যখন তোমার অনুতাপ জন্মিয়াছে, তখন তুমি পবিত্র হইয়াছ; তবে দেহটাকে পবিত্র করা দরকার—তুমি প্রত্যহ উষাকালে গঙ্গাস্নান করবে, আর তুলসীপাতা খাবে।"

লাবণ্য তাই করিতে লাগিল,—ঝড়-বৃষ্টি, শীত কিছুই মানিত না—প্রত্যহ সূর্য্য-অভ্যুদয়ে স্নান করিত। পাড়ার তুলসীগাছে পাতা আর রহিল না—লাবণ্য নিঃশেষ করিল। এই ব্রত আরম্ভের কয়েক দিনের মধ্যে তাহার জপে প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিল। নিদ্রা কমাইল, আহার কমাইল—দিবারজনীর অধিকাংশ সময় রাম-নাম জপে অতিবাহিত করিতে লাগিল। হিরণ ও লতার পাদোদক পান করিত, তাহাদের কোন আপত্তি শুনিত না। ক্রমে তাহার মুখে এক লাবণ্য, এক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল—শ্মশানের অঙ্গার জ্বলিয়া উঠিল।

সেই আলো অমর দেখিতে পাইলেন, পূর্ণ তিন বৎসর পরে যখন তিনি চন্দননগরে ফিরিলেন। লাবণ্য দূরে দাঁড়াইয়া অমরকে দেখিল—বিগ্রহপানে লোক যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধাবনত নয়নে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে লাবণ্য অমরের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া অমরকে প্রণাম করিল। অমরের চরণস্পর্শ করিতে সাহস করিল না। অমর তাহা বুঝিয়া একটু সরিয়া আসিয়া লাবণ্যের মাথায় হাত দিলেন; স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আর সঙ্কোচ কেন, দিদি ?" লাবণ্য কোন উত্তর করিল না; কিন্তু তাহার চক্ষু সজল হইল, ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। অতঃপর সরিয়া আসিয়া অমরের চরণে উপর মাথা রাখিল, রুক্ষ চুলের বোঝা পায়ের উপর ফেলিয়া জুতার ধুলা ঝাড়িয়া লইল: তাহার পর ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

জ্যোতি আসিয়াছে, নরু আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে আর একটি নূতন জীব আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে কৃষ্ণনাথ গৃহে নাই। তিনি লতাকে আনিতে কলিকাতায় গিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ জানিতেন না, অমর আসিবেন। তিনি কাহাকেও কোন সংবাদ

না দিয়া চুপি চুপি আসিয়াছেন। পরদিবস দোল-পূর্ণিমা, বিদ্যালয় বন্ধ ; তাই কৃষ্ণনাথ লতাকে আনিতে কলিকাতায় গিয়াছেন ; কিন্তু আনিতে পারিলেন না, পশুপতি তাহাকে কাশীপুরে লইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, তথায় চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছে। নরু ছুটিয়া আসিয়া বাপের পা দুটা জড়াইয়া ধরিল ; প্রস্ফুটিত পদ্মতুল্য জ্যোতির্ম্ময়ী গোলাপমুকুল তুল্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কৃষ্ণনাথের চরণে প্রণত হইল। কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদের প্রতি বড় বেশী মন দিতে পারিলেন না, যে তাঁহার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়, তাহার পানে বিবশ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। অমর হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যে ভেব্‌ড়ে গেলে।"

কৃ। বহুকাল পরে এ রকমটা হ'ল, আচ্ছা, শোধ নেব।

অ। তোমার এই রকম মুখখানা দেখবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে আগে কোন চিঠি দিই নি।

কৃ। আজও তোমার লোভ। রিপুজয় করলে কি?

অ। কিছুই করতে পারি নি ভাই ; যখনি ভাবি, এ রিপুটা জয় করেছি, তখনই সেটা মাথা তুলে উঠে।

কৃ। ও সব কথা থাক, এখন ওতরপাড়ায় যাচ্ছ কবে?

অ। কাল সকালে ; সেখান হ'তে অপরাহ্নে সদলে কাশীপুরে।

খোকা কাঁদিয়া উঠিল ; হিরণ তাহাকে কোলে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল, জ্যোতিও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইতে গিয়া হিরণ সহসা চমকিয়া উঠিল। জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল "দিদি, চমকালে কেন?"

হি। একজনকে মনে প'ড়ে গেল, তাই।

জ্যো। ঠিক বলেছ দিদি ; রেবাদির মত মুখের ভাব অনেকটা আসে। তাঁর দাড়ির নীচে যেমন দুইটা তিল পাশাপাশি ছিল, খোকার দাড়ির নীচেও তেমনই দু'টা তিল।

হি। তার ডান কানে যেমন দাগ ছিল, এর ডান কানেও তেমনই দাগ।

জ্যো। তিন বৎসর আগে তিনি বলেছিলেন, আমার কাছে তিনি আস্‌ছেন ; এসেছেনও তাই—

হি। খোকার নাম কি হয়েছে?

জ্যো। রৈবত, রৈবতকুমার।

হি। নামটা ভাল হয় নি।

জ্যো। বলুলেন—রৈবত, মহাদেবের নাম।

হি। কোন্‌টি তাঁর নাম নয়?—ছত্রিশ অক্ষরই যে তিনি।

৩৪

পরদিবস অপরাহ্নে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে গঙ্গার ধারে কামিনী-গাছের তলায় বসিয়া সুকু নিবিষ্টচিত্তে মালা গাঁথিতেছিল। লতা মুঠা ভরিয়া আবির আনিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। উঁকি মারিয়া দেখিল, বেলফুলের কুঁড়ি দিয়া সুকু মালা গাঁথিতেছে। গাঁথা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু শেষ হওয়া পর্য্যন্ত লতা অপেক্ষা করিতে পারিল না—সুকুর মুখে চোখে আবির মাখাইয়া দিল। সুকু ক্ষিপ্রতার সহিত হাত উঠাইয়া চক্ষু মুছিতে গিয়া ছুঁচে আহত হইল। ছুঁচটাকে টানিয়া ফেলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "এ নিশ্চয় লতার কাজ।"

লতা হাসিতে হাসিতে সম্মুখে আসিয়া কহিল, "কি ক'রে বুঝলে, সুকুদা?"

সু। এ রকম কাজ খুব দুষ্ট মেয়ে না হ'লে কেউ করে না।

লতা দেখিল, সুকু চোখ খুলিতেছে না, অবিরাম রগড়াইতেছে। তখন তাহার মন চঞ্চল হইল ; ব্যস্ত হইয়া কহিল, "চোখের ভেতর গেছে বুঝি?"

সু। ভেতর যায় নি, আশেপাশে একটু আধটু।

ল। সুকুদা, আমি বড় অন্যায় করেছি।

সু। কিচ্ছু অন্যায় করনি ; আজ দোলের দিন, আবির দেবে বৈ কি। না দিলে অন্যায় হ'ত।

ল। কিন্তু চোখের ভেতর—

সু। চোখের ভেতর একটুও যায় নি ; এই দেখ, কেমন তাকাতে পারছি।

ল। এ কি সুকুদা, তোমার গালে রক্ত কেন?

সু। ছুঁচটা ফুটে গিয়ে থাক্‌বে—ও কিছু নয়।

ল। বুঝেছি—আমারই দোষে ছুঁচ ফুটেছে।

সু। না, না, তোমার একটুও দোষ নেই—আমারই অসাবধানতায়—

লতা ক্ষিপ্রহস্তে আঁচল উঠাইয়া রক্ত মুছিয়া দিল এবং খানিকটা ঘাস ছিঁড়িয়া মুখে চিবাইল। ক্ষতস্থানে যখন চূর্ণ তৃণের প্রলেপ লাগাইতেছিল, তখন তাহার মুখ সুকুর মুখের এত নিকটে আসিয়াছিল যে, সুকু প্রলুব্ধ হইল লতার অধর হইতে মহৌষধ গ্রহণ করিতে, কিন্তু লতার ভয়ে সাহস করিল না। তবে অন্য উপায়ে কতকটা কার্য্যসিদ্ধি করিল—তাহার গাল লতার গালে ঘষিয়া দিয়া কহিল, "এই দেখ, তোমার আবির তোমার মুখে লাগিয়ে দিলাম।"

ল। তুমি ভারি দুষ্টু, ওষুদ লাগাতে দেবে না।

সু। আমি ভাল ওষুদ লাগালাম লতা।

ল। থামো, আগে ওষুদ লাগাতে দাও—

সু। তার পর লতা?

ল। তার পর আবার কি?

সু। তোমার অধরের আবিরটুকু আমি ঠোঁটে ক'রে উঠিয়ে নেব; আর অপেক্ষা করতে পারছি না লতা, আমাকে ছেড়ে দেও—

বলিতে বলিতে সুকু লতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং ঠোঁট দিয়া ঠোঁটের আবির উঠাইয়া লইল। লতা কহিল, "তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ—"

সু। কি দুষ্টুমি করলুম?

ল। কি করলুম আবার বলা হচ্ছে! ছেলে মানুষ হয়ে বুড়োমি! চল না জ্যেঠামশাইয়ের কাছে।

সু। বাবা না হয় একটু বোকবেন; কিন্তু লতা, যে অমৃত আমি তোমার অধর হ'তে উঠিয়ে নিয়েছি, সে অমৃত কেউ ত কেড়ে নিতে পারবে না—কোন তিরস্কার সে অমৃতের অক্ষয় কবচ ভেদ ক'রে আমাকে আঘাত করতে পাবে না।

ল। তুমি যে দেখছি কবি হয়ে উঠেছ।

সু। তুমি আমাকে কবি করেছ স্নেহময়ি!

ল। আমি তোমাকে দুষ্টুও করেছি বল।

সু। সত্য করেছ তাই। আমার ভিতর কি ছিল, জানি না, কিন্তু তোমার মোহন স্পর্শে অনেক ভাব একে একে জেগে উঠছে। আমি যে এত বাক্‌পটু হয়েছি, তা' তোমারই কৃপায়। তোমার চিত্ত-বিনোদনের জন্যে বিপুল পরিশ্রম ক'রে পরীক্ষায় আমি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে আসছি। মাসে মাসে যে সব কবিতা ছদ্মনামে কাগজে বাহির হয়ে তোমার কাছে প্রেরিত হয়ে থাকে, সে সব আমারই লেখা—তোমারই স্তোত্র। তুমি জান না, আনন্দময়ি, তুমি আমাতে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছ। তুমি যদি আমাকে ভাল না বাসতে—

ল। ভালবাসতুম না বললেই হ'ল আর কি! সেই রাজমহলে অমরালয়ে আমার বিছানায় চাঁদের ন্যায় যে বালককে প'ড়ে থাকতে দেখেছিলাম, তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারা যায় কি?

সু। সে দিন আমাকে যেমন বাঁচিয়েছিলে, আজ আমাকে তেমনি বাঁচাও।

ল। কেন, আজ আবার তোমার কি হ'ল?

সু। বল, তুমি আমাকে ভালবাস?

ল। বলেছি ত ভালবাসি—সেই ছোট্ট থেকে ভালবাসি।

সু। না, না, সে ভালবাসা নয়।

ল। তবে আবার কোন্ ভালবাসা?

সু। বড় বোকা মেয়ে তুমি।

ল। তাই ত! কেউ আমাকে বোকা বলে না! তুমি বড় চালাক কি না, তাই আমাকে বোকা বলছ! স্কুলে সকলকে জিজ্ঞেস কর দেখি, আমি বরাবর সব-তা'তে ফার্ষ্ট হই কি না?

সু। কি মুস্কিলেই পড়লুম! ওরে পাগলি, সে বোকা নয়—

ল। বোকা আবার মানুষে কত রকমে হয়?

সু। আগে আমার কথাটা তলিয়ে বোঝ। আমি তোমাকে ভালবাসি—লোকে স্ত্রীকে যেমন ভালবাসে, আমি তোমাকে তেমনই ভালবাসি। আমি চাই, তুমিও আমাকে ভালবাস—স্বামীকে যেমন স্ত্রী ভালবাসে—

ল। ছি ছি, ও কথা বলো না, তুমি যে আমার সুকুদা।

সু। আমাদের ভেতর কোন সম্পর্ক নেই ত।

ল। আচ্ছা, আমি জ্যেঠামশাইকে জিজ্ঞাসা করব। তিনি যদি বলেন, এ বিয়েতে কোন দোষ নেই—

সু। সর্ব্বনাশ! তুমি এই কথা বাবাকে জিজ্ঞেস করবে? তোমার লজ্জা করবে না?

ল। কেন করবে? দাদা বলেন, যে কাজে পাপ নেই, সে কাজে লজ্জাও নেই।

সুকু এ কথার কোন উত্তর করিতে পারিল না। লতা একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সুকুদা, ধর, যদি বিয়েই হয়, তখন তোমাকে কি ব'লে ডাকব?

সু। সুধু সুকু ব'লে।

ল। তা হ'তে পারে না।

সু। কেন?

ল। দাদা ব'লে দিয়েছেন, তোমাকে সুকুদা ব'লে ডাকতে, তাঁকে জিজ্ঞেস না ক'রে ত আমি তোমাকে সুকু ব'লে ডাকতে পারি না।

সু। সর্ব্বনাশ! তুই কি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করতে যাবি, আমাকে কি ব'লে ডাকবি?

ল। তা'তে দোষ কি? তুমি আমার দাদাকে চেন না।

সু। খুব চিনি। তাঁকে যত ভয় করি, তত ভালবাসি।

অদূরে পদশব্দ শ্রুত হইল। লতা দেখিল, জনৈক দাসী দ্রুতপদে তাহাদের দিকে আসিতেছে। দাসী আসিতে আসিতে চীৎকার করিয়া কহিল, "ছোট-দি, তোমার দাদা এসেছেন।"

"কোন্ দাদা রে? বড়-দা?"

"না, তোমার দিল্লীর দাদা।"

"দাদা! দাদা এসেছেন?"

"তোমার বউদি, খোকা—"

লতা ছুটিল; কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না—জ্যোতির আলিঙ্গন-পাশে পথিমধ্যে আবদ্ধ হইল।

জ্যোতির বুকে ক্ষণকাল পড়িয়া থাকিয়া লতা মাথা তুলিল; কহিল, "তুমি যে খুব বড় হয়ে উঠেছ, জ্যোতি দিদি, তোমাকে যে আর চেনা যায় না।"

জ্যোতি। আর তুই বুঝি বড় হ'স নি? ঠিক তেমনি আছিস্, না?

লতা। তুমি কি সুন্দর হয়েছ, জ্যোতিদি! এমন সুন্দর ঠাকুর-দেবতাও নয়।

জ্যোতি। তুই অনেক ঠাকুর-দেবতা দেখেছিস্ কি না! তোর দাদা এয়েছেন, ভুলে গেছিস্ বুঝি? যা—

"কৈ দাদা" বলিয়া লতা ছুটিল। গৃহ-সম্মুখে তাঁহার দর্শন পাইয়া লতা তাঁহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল। অমর তাহাকে শান্ত করিয়া পাশে বসাইলেন। লতা কহিল, "কেন দাদা, তুমি হঠাৎ এলে?"

অ। তোকে আশ্চর্য্য ক'রে দেব ব'লে।

ল। না দাদা, আগে হ'তে লিখতে হয়।

অ। কেন বল্ দেখি?

ল। তুমি আস্‌ছ আস্‌ছ ক'রে আমি কেমন দিন গুণতাম, তোমার পথ চেয়ে আমি কেমন ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতাম—তুমি আমার সে আনন্দ নষ্ট করলে।

অ। তবে আমি ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে আবার কবে আসব, তোকে লিখে পাঠাইগে।

পশুপতি কহিলেন, "লতা, ভিতরে এসে দেখ, তোমার দাদা কি এনেছেন।"

লতা উঠিল। ঘরের ভিতর গিয়া দেখিল, বিছানার উপর এক শিশু ঘুমাইতেছে। তাহার দেহ আবৃত, মুখখানি শুধু মুক্ত। শুভ্র বিছানার উপর তাহার মুখখানি পদ্মফুলের ন্যায় দেখাইতেছিল, লতা তাহাকে দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; পরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও দাদা, এমন সোনার চাঁদকে তুমি কোথা পেলে? আমি ত একে দেব না।"

বলিতে বলিতে লতা শিশুকে অধিকার করিয়া বসিল এবং চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। শিশু কাঁদিল না, হাসিল না—শুধু বিস্মিত-নয়নে লতার পানে চাহিয়া রহিল। লতার আদর থামিল না, সত্বর থামিবে, এরূপ সম্ভাবনাও দেখা গেল না। তখন হেমমালা হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া লতার ক্রোড় হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইলেন এবং চুম্বন-প্রবাহ প্রভৃতি হইতে তাহাকে রক্ষা করিলেন। অমর বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ রে লতি, তুই আমাকে ছেড়ে ভেতরে কি করছিস্ রে?"

"ও দাদা, তুমি এ কি এনেছ? আমাকে ত কিছু লেখনি।" বলিতে বলিতে লতা বাহিরে আসিল। অমর কহিলেন, "তোকে কি লিখিনি?"

লতা। এই এমন সুন্দর খোকা হয়েছে—

পশু। তুমি কি মনে করেছিলে জ্যেঠাইমা, তোমার দাদার ছেলে রোঘোর মত কালো কুচ্ছিত হবে?

লতা। তা কেন—

পশু। তবে কি মা?

লতা। এই এমন সুন্দর—এ রকম সুন্দর যে আমি কল্পনাও করি নি, কি সুন্দর!

হেমমালা শিশুকে লইয়া বাহিরে আসিতে লতা কহিল, "আমার কাছে একবার দেও না, জ্যেঠাইমা।"

হেম। দূর হ'তে দেখ, কোলে তোমার দেব না—তুমি বাছাকে মেরে ফেল্‌বার যোগাড় করেছিলে।

লতা। আর কিছু করব না, শুধু কোলে ক'রে ব'সে থাক্‌ব।

হেমমালা লতার কোলে খোকাকে দিয়া দিল্লীর দাইকে ডাকিয়া দিলেন। লতা মাটীতে বসিয়া খোকাকে আদর করিতে লাগিল, কত কথা তাহাকে বলিতে লাগিল। ক্রমে কথা ছাড়িয়া তাহাকে একটু একটু করিয়া টিপিতে লাগিল। অমর তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোর যাতে তৃপ্তি হয়, তাই কর, লুকিয়ে আদর করতে হবে না।"

লতা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া মহানন্দে বাগানের ভিতর ছুটিল।

পশুপতি বাবু ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া অমরের হাতে একখানি কাগজ দিলেন। ঠিক সেই সময় কৃষ্ণনাথ সস্ত্রীক তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহস্বামীর চরণবন্দনা করিলেন। অমর কাগজখানি পড়িয়া পশুপতিকে কহিলেন, "এখানি দেখছি দানপত্র—"

"তোমার ছেলের মুখ দেখেছি, তাকে কিছু দেওয়া হয়নি। মাইকা খনিতে আমার যা কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা যৌতুকস্বরূপ তোমার ছেলেকে দিলাম।"

"এ দান আমি নিতে পারব না।"

"আমি তোমাকে দিই নি অমর, খোকাকে দিয়েছি। তুমি বার বার প্রত্যাখ্যান করো না।"

অমর কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলিবার অবসর পাইলেন না,—হরনাথ সপরিবারে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার পিছনে দ্বিতীয় মোটরে শোভা, রূপো, নরু, হরেন, শঙ্কর প্রভৃতি। দুইখানি মোটরে আবিরের ধামা, সন্দেশের চ্যাঙ্গারি, রসগোল্লার হাঁড়ি। মানুষ ও জিনিষ নামিলে আদর-অভ্যর্থনার ভিড় লাগিয়া গেল। হরনাথ কহিলেন, "আজ তোমার এখানে আমরা থাক্‌ব, পশুপতি।"

"তোমরা মাথা কুটলেও ত কেউ যেতে পাবে না।"

অমরনাথ শ্বশুরের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "আমার একটি নিবেদন আছে, যদি অনুমতি করেন—"

"কি বলবে বল বাবা?"

"লতার বিয়ে দিতে আমরা এসেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি পশুপতি বাবুর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সুকুর সঙ্গে লতার বিয়ে দেব। লতা পনর বৎসরের হ'ল; কৃষ্ণনাথের একটা কথা স্মরণ হওয়ায় বিবাহে অধিক বিলম্ব করা আমি সঙ্গত মনে করলাম না।"

কৃষ্ণনাথ। আমি কি বলেছিলাম, অমর?

অমর। তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে নিষেধ ক'রে বলেছিলে, লতা বড় হ'লে তার মন অন্য কাউকে চাইতে পারে। তোমার কথাটা ঠিক, কৃষ্ণ, বেশী বড় হ'তে দেওয়া সঙ্গত নয়।

পশুপতি মহানন্দে কহিলেন, "তুমি নিজে যে এ প্রস্তাব তুলেছ অমর, বড় ভাল হয়েছে; আমি অধৈর্য্য হয়ে তোমাকে লিখব ভাবছিলাম।"

বলিতে বলিতে তিনি অগ্রসর হইয়া লতার কাছে আসিলেন। লতা মোটরের আড়ালে জ্যোতির পাশে দাঁড়াইয়া ছিল; জ্যোতি তাহাকে বলিতেছিল "সুকুর সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে আমরা এসেছি।" পশুপতি লতার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "এইবার ত তুমি আমার হয়েছ, মা।"

লতা তাহার জ্যেঠামহাশয়ের পায়ের ধুলা লইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখর মূক হইল।

"সুকুকে তোমার ভাল লাগে, মা?"

সুকু অদূরে নরুর পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পানে আড়নয়নে লতা চাহিয়া দেখিল; দেখিল, তাহার মুখ আনন্দোজ্জ্বল, লতা চক্ষু ফিরাইয়া নতবদনে উত্তর করিল, "ভাল লাগে।"

পশু। সুকুর যে তোমাকে ভাল লাগে, তা' তার মুখ দেখেই বুঝছি।

নরু ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া আনন্দে কহিল, "খুব ভাল হ'ল। আমি সে দিন ভাবছিলাম, লতা-পিসীর উপযুক্ত স্বামী দুনিয়ায় নেই। সুকু খুব ভাল ছেলে, এবার ফাষ্ট হয়েছে, কাকা।"

পার্ব্বতী কহিলেন, "তুই এখন আর কাকা বলিস নে নরু, মেসো বলবি।"

হরনাথ। না, কাকা বলেই ডাক্‌বে দাদু; যেটা বড় সম্বন্ধ, সেটা বজায় রাখা উচিত।

পার্ব্বতী। ও ত আর আপন কাকা নয়।

হর। আপন কাকার চেয়ে অমর বড়।

ইত্যবসরে শোভা সুকুকে বাগানের ভিতর গাছের আড়ালে টানিয়া আনিল; হিরণ ও রূপো গাড়ীর ভিতর হইতে আবিরের ধামা বাহির করিল; জ্যোতি লতার হাত ধরিল। নরু হাততালি দিয়া উঠিল। লতা বুঝিল, তাহারই কারণে এই সব অস্ত্রের অবতারণা হইতেছে। সে কাতরকণ্ঠে জ্যোতিকে কহিল, "তোমাকে যে আমি মায়ের মত মনে করি, বউদি।"

"বেশ করিস, এখন ত আয়।" বলিয়া জ্যোতি তাহাকে উদ্যানের ভিতর টানিয়া লইয়া চলিল। সেখানে চারি ভগিনীতে সুকু ও লতাকে উত্তম করিয়া আবির মাখাইল, লতা রাগিয়া গিয়া তাহাদেরও মাখাইল। তাহাকে সাহায্য করিল হরেন, সুকু, নরু। দুই দল হইয়া পড়িল, কেহ কাহারও খাতির রাখিল না,—ছেলে মায়ের গায়ে দিল, মা ছেলের গায়ে দিল। চারিদিকে আবির উড়িতে লাগিল, ভূপৃষ্ঠ আবিরে রঞ্জিত হইল। গাছপালা, আকাশ, পৃথিবী সব অরুণিত হইল। জাহ্নবীবক্ষে শায়িত অস্তপ্রায় রক্তবর্ণ ভানু আবিরের পিচকারী হাতে লইয়া চতুর্দ্দিক রঞ্জিত করিতেছিলেন, নর নারী আত্মহারা হইয়া মানুষের গায়, আকাশের গায়, গাছের গায় আবির নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অমর তখন চতুর্দ্দিক লাল দেখিতেছিলেন—গাছ লাল, আকাশ লাল, জাহ্নবী লাল, সব লাল। কিন্তু—কিন্তু দাসীর ক্রোড়ে শিশু ত লাল নহে। অমর তাহার কাছে ছুটিয়া গেলেন। দেখিলেন, আকাশের তলে রৈবত শুধু লাল নহে। তিনি ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন, নিজের মুখের আবির তাহার মুখে ঘষিয়া দিলেন। হাসিতে তাহার মুখ তখন ভরিয়া গেল। অমরনাথ দেখিলেন, সেই হাসিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অরুণিত হইল।

সমাপ্ত

মহাত্মা তুলসীদাস

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

উৎসর্গ

পরমপূজ্য শ্রীশ্রী১০৮ গুরুমহারাজকা

শ্রীচরণকমলপর—

নিবেদন

গ্রন্থখানি জীবনী বা ইতিহাস নহে। যাহাদের হিন্দু শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই।

মহাত্মা তুলসীদাসের জীবন অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। যাহারা মনে করেন, অলৌকিক ঘটনামাত্রই বিশ্বাসের অযোগ্য, তাঁহারা কৃপা করিয়া এ পুস্তক পাঠ করিবেন না।

কেহ বলেন, তুলসীদাস আত্মারাম দ্বিবেদীর পুত্র; কেহ বলেন, ভানুদত্ত দুবে তাঁহার পিতা; কেহ বলেন, তুলসীদাস গণ্ডযোগে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তিনি শৈশবে মাতা-পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন; কেহ বা বিভিন্ন মতাবলম্বন করিয়া থাকেন। কাহারও মতে জগন্নাথ দাস তাঁহার গুরু; আবার কেহ বা বলিয়া থাকেন, মহাবীর স্বয়ং তাঁহাকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। এক জনের কথার সহিত অপরের মিল বড় একটা নাই। কোন্ মতটা যে অভ্রান্ত, তাহা ঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। যে মতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমি সেই মত গ্রহণ করিয়াছি।

রত্নাবলীর শেষ-জীবনের ঘটনা কল্পিত। মাধোদাস কল্পিত চরিত্র হইলেও, ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে চরিত্র-বিশেষের আভাষ লইয়া তাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। যাঁহারা ভক্তমাল পড়িয়াছেন, তাঁহারা মাধোদাসের অগ্নিপরীক্ষা-সম্বন্ধীয় ঘটনাটি পড়িলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। মন্দিরে চুরি করিতে গিয়া মাধো রঘুনাথজীর দর্শন পাইয়াছিল, ইহাও কল্পিত নহে। মহাত্মা তুলসীদাস-সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ ঘটনা কল্পিত নয়। তাঁহার 'ভরণ' বা কড়ি-সম্বন্ধীয় ঘটনা কাশীতে কোন ভক্ত পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি, পুস্তকে দেখি নাই।

কাশীধামে সীতারামের মন্দিরে তুলসীদাসের একখানি তৈলচিত্র আছে; সেই তৈলচিত্রের ফটো লইয়া ব্লক করা হইয়াছে। মহাত্মা ঠিক এই ছবির অনুরূপ ছিলেন কি না, তাহা বলা কঠিন। ইতি—

গৌরীশঙ্কর,
পুরী।

নিবেদক—
শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপক্রমণিকা

প্রয়াগক্ষেত্র হিন্দুর মহাতীর্থ। গিরিরাজ-নন্দিনী শ্বেতবসনা জাহ্নবী ছুটিয়া আসিয়াছেন কৃষ্ণকায়া ভগিনী যমুনার সহিত সম্মিলিত হইতে; আর সেই মহাসম্মিলন দেখিতে আসিয়াছেন রক্তাম্বরা দেবী সরস্বতী। ত্রিধারা সম্মিলিত হইল মানবের কল্যাণার্থে। দেবতাদের আক্ষেপ জন্মিল, কেন তাঁহারা মানব হইলেন না, কেন তাঁহারা দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া এই ত্রিধারায় স্নান করিতে পাইলেন না! স্বর্গে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, ক্ষয় হয়; মর্ত্ত্যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, পাপও ক্ষয় হয়। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ পাপ ধ্বংস হয়—পাপ থাকিতে পারে না।

কৃষ্ণ-হৃদয়বিলাসিনী যমুনা হিমালয়-গর্ভ হইতে ছুটিয়া আসিয়া যে স্থানে জাহ্নবীর সহিত সম্মিলিত হইতেছেন, তাহার কয়েক ক্রোশ উপরে যমুনার উপ-কূলে এক বিশালকায় বটবৃক্ষতলে একটি বস্ত্রাবাস সংস্থাপিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে বাবা নানক সাহ শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

চৈত্র মাস, সংক্রান্তি সমাগত-প্রায়। অনেকেরই বিশ্বাস, সংক্রান্তির দিন কোন কামনা লইয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিলে কামনা সিদ্ধ হয়। চারিদিক্ হইতে ভক্ত, সাধু, সন্ন্যাসী, কামী ত্রিধারায় স্নান করিতে ছুটিয়া আসিতেছেন। কেহ পদব্রজে, কেহ বা নৌকাপথে। রজনী প্রভাতপ্রায়; কিন্তু তখনও সূর্য্যদেব সমুদিত হন নাই—ঊষাদেবীও শয্যা ত্যাগ করেন নাই। তবে রথ সজ্জিত হইতেছে—সপ্তাশ্ব সাজিতেছে। অদৃষ্টে হিংসা সভয়ে অরণ্যমধ্যে আশ্রয় লইতেছে। বিহগ বৃক্ষচূড়ে স্তবপাঠ আরম্ভ করিল, বনফুল ধূপ দিতে ব্যস্ত হইল, অনিল পথমার্জ্জনা করিতে ছুটিল, পর্ব্বত দেবতাদর্শনাশায় শির উচ্চ করিয়া দাঁড়াইল।

নানক-জীর শিষ্যগণও নীরব রহিলেন না। তাঁহাদের কয়েকজন যমুনাকূলে বসিয়া "জপজী" পাঠ আরম্ভ করিলেন।—

> "ভরিয়ে হথ পৈর তন দেহ,
> পানি ধোতে উতরস্ খেহ,
> মূত পলিতী কাপড় হোই,
> দে সাবুন লইয়ে উহ্ ধোই।
> ভরিয়ে মতি পাপা কে সঙ্গ,
> উহ্ ধোপে নাবঁ কে রঙ্গ।
> পুন্নী পাপী আখন নাহ,
> কর কর করনা লিখনে জাহ্,
> আপে বীজি আপেহি খাহ্,
> নানক, হুকমী আবে জাহ্।" *

নানক কিছু দূরে তটের উপর বসিয়া জপজী শুনিতেছেন। তাঁহার সকল শিষ্য "জপজী" পাঠ করিতে যমুনাকূলে একে একে উঠিয়া গেলেন; কেবল একজন উঠিলেন না,—তিনি নানকজীর প্রিয় ও প্রধান শিষ্য লেহনা। নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেহনা, তুমি জপজী পাঠ করলে না?"

লেহনা। আমি জপজীর দেবতাকে দর্শন করছি।

নানক। লোক-শিক্ষার জন্যেও ত পাঠ করতে হয়।

লেহনা। গুরুর যদি তাই আদেশ হয়, তবে আমি পাঠ করতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার মন যে প্রভু, আপনার চরণতলে প'ড়ে থাকবে, মুখে আবৃত্তি ক'রে ফল কি?

নানকজী স্নেহার্দ্রনয়নে লেহনার পানে চাহিয়া রহিলেন—আর কিছু বলিলেন না। অন্যান্য শিষ্যেরা পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুর নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। নানক তাঁহার একজন শিষ্যকে কহিলেন, "মর্দ্দনা, গান লাগাও।" আর একজনকে কহিলেন, "ভাইবালা, করতাল লেও।"

মর্দ্দনা সুকণ্ঠ এবং একজন উচ্চদরের গায়ক। গুরুর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সুর ধরিলেন। নানকজী শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া অস্তপ্রায় ভানুপানে চাহিয়া যে গীত গাহিয়াছিলেন, মর্দ্দনা সেই অমর সঙ্গীত উদয়োন্মুখ ভানুপানে চাহিয়া ধরিলেন,—

* ভাবার্থ—অঙ্গে ময়লা লাগিলে জলের দ্বারা ধৌত করিলে ময়লা যায়, বিষ্ঠাদি দ্বারা বসন মলিন হইলে সাবান দ্বারা ধৌত করিলে পরিষ্কার হয়; পাপের দ্বারা মন কলুষিত হইলে পরমাত্মার নামের দ্বারা তাহা দূর করা যায়। পাপী বা পুণ্যবান্ বলিয়া কেহ নাই; অবিদ্যার ভ্রমে পাপ-পুণ্যের বিচার। মানব নিজে যে কর্ম্ম করে, তার ফল সে ভোগ করে। নানক বলেন, পরমাত্মার হুকুমে লোকে সংসারে যাতায়াত করে।

"গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বলে,
তারকামণ্ডল জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতিঃ।
ক্যায়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি,
অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহংস মুরতি নন্ একপদ তোহি,
সহংস পদ বিমল নন্ একপদ গন্ধ,
চিন সহংস তব গন্ধ এব চলিত মাহি।
সবসে জ্যোত জ্যোতহি সোই,
তিসকে চাননে সর্ব্বমে চাননে হোই,
গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রকট্ হো,
যো তিস্‌ভাবে সো আরতি হোই।
হরিচরণকমল মকরন্দ শোভিত মন।
অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা,
কৃপাজল দেও নানক সরঙ্গ কো,
হো যায়ে তেরে নাম বাসা॥

যুক্তকরে ভক্তিবিগলিতচিত্তে সকলে গান ধরিলেন। নানক নিজে একজন সুগায়ক, তাঁহার রচনা-শক্তিও অনন্যসাধারণ। তিনি নিজে গান ধরিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, নদীবক্ষে দূরে কি একটা ভাসিয়া যাইতেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নানক বলিলেন, "নদীতে কি একটা ভেসে যাচ্ছে।"

লেহনা। অনুমতি হয় ত দেখে আসি।

নানক। অনেক দূরে—মাঝ গাঙ্গে, তা'তে আবার জোর তুফান।

লেহনা। তা'তে কি? হুকুম হলেই যাই।

নানক। বস্ত্রাচ্ছাদিত শব ব'লে মনে হচ্ছে।

লেহনা। শবই বটে।

নানক। আচ্ছা, আমার শিষ্যদের মধ্যে এমন কেহ আছ যে, ঐ মৃতদেহ ভক্ষণ করতে পার?

বাক্য শেষ হইতে না হইতে লেহনা নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সাঁতার কাটিতে কাটিতে লেহনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ অংশটা আগে ভক্ষণ করব গুরুজি?"

"পদদ্বয়!"

লেহনা উত্তাল তরঙ্গমালা উপেক্ষা করিয়া মধ্য-নদীতে গিয়া শব ধরিলেন। কিন্তু তথায় ভক্ষণ করিবার সুবিধা হইল না, তরঙ্গে বাধা ঘটাইতে লাগিল; উপায়ান্তর না দেখিয়া মৃতদেহ তিনি কূলে টানিয়া আনিলেন, এবং বস্ত্র সরাইয়া দেখিলেন, মৃতদেহ নাই—তৎপরিবর্ত্তে একটি বৃহৎ পাত্রে উত্তম ভোজ্য রহিয়াছে। সকলেই বিস্মিত হইলেন। মহাত্মা নানকের অধরে মৃদুমধুর হাসি। তখন সকলেই বুঝিলেন, গুরুদেবের ইচ্ছায় শব ভোজ্যে পরিণত হইয়াছে। নানকজী সহাস্যে কহিলেন, "লেহনা, তোমার গুরুভক্তি দৃষ্টে আমি প্রসন্ন হয়েছি; আজ হ'তে তোমার নাম হ'ল অঙ্গদ—আমার অঙ্গস্বরূপ।"

অঙ্গদ গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। নানক তাঁহাকে স্নেহভরে উঠাইয়া কহিলেন, "চেয়ে দেখ অঙ্গদ, আবার কি ভেসে আস্‌ছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে প্রবল ঝড় গেছে, না জানি কত নৌকা ডুবেছে।"

অঙ্গদ নদীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "এও একটা শব, কিন্তু এবার বেশী দূরে নয়—তীরের খুব নিকটে।"

মহারাজ নানক কহিলেন, "না, এটা শব নয়। দেহে এখনও প্রাণ আছে—মরে নি। আওরৎ—সুন্দরী—যুবতী—উলঙ্গ। তুমি যেও না ভাইবালা, তুমিও নয় মর্দ্দনা, যুবতী স্ত্রী, তোমরা স্পর্শ করো না—অঙ্গদ, তুমি যাও, দেহ তীরে উঠিয়ে আন—শুশ্রূষা কর—বাঁচাও।" অঙ্গদ পুনরায় যমুনাবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং স্বল্পকাল-মধ্যে রমণী-দেহ তীরে উঠাইয়া আনিলেন। স্বীয় শিরস্ত্রাণ দ্বারা বিবস্ত্রা রমণীর দেহ আবৃত করিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রমণীর দেহে জীবন আছে, এমন কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইল না; গুরুদেব বলিয়াছেন, রমণী মরে নাই, তাহার দেহে প্রাণ আছে, তখন আওরৎ নিশ্চয়ই জীবিত। দূর হইতে গুরুদেবের চরণ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অঙ্গদ শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কোন রকম সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই। এরূপ অবস্থায় গর্ভধারিণীর সেবা করিতে পুত্রের পক্ষে যেটুকু সঙ্কোচ সম্ভাবনা, সেটুকু সঙ্কোচও অঙ্গদের নাই। যতক্ষণ না রমণীর পূর্ণ-জ্ঞানের সঞ্চার হইল, ততক্ষণ অঙ্গদ শুশ্রূষায় বিরত হইলেন না। শুশ্রূষার মন্ত্র গুরুর নাম, শক্তি গুরুর চরণ, প্রকরণ গুরুর ধ্যান। রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন; এবং বস্ত্র দ্বারা দেহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া অঙ্গদকে জীবনদাতা-জ্ঞানে প্রণাম করিলেন। অঙ্গদ সরিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "মাইজি, আমাকে প্রণাম করো না, আমি অতি ক্ষুদ্র। যে দেবতা তোমাকে রক্ষা করেছেন, তোমার জীবনদান করেছেন, সে দেবতা ঐ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রয়েছেন—আমি তাঁর দাসানুদাস।"

"উনি কে?"

"জগতের ত্রাণকর্ত্তা বাবা নানক।"

নানকজীর নাম তখন ভারতব্যাপ্ত—অনেকেই সে

নাম শুনিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণা তুলসী দেবী শিক্ষিতা ও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভবা। নানকের নাম শুনিবামাত্র তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দুই চারি পা অগ্রসর হইলেন এবং সেই ত্রাণকর্ত্তার চরণোদ্দেশে দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। নানক তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। রমণী কম্পিতচরণে অগ্রসর হইলেন এবং নানকের সমীপস্থ হইয়া পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নানকজী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি পুত্রবতী হও।"

গুপ্ত ক্ষতে আঘাত লাগিল। রমণী কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমায় রক্ষা কর বাবা, কাল রাতে আমি স্বামী হারিয়েছি।"

নানক। না মা, হারাও নি, তোমার স্বামী তোমার অন্বেষণে আস্‌ছেন।

রমণী। বাবা, তুমি আবার আমায় প্রাণ দিলে।

তুলসী ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া পুনরায় প্রণাম করিলেন।

নানক। তোমার বাড়ী কোথায় মা?

তুলসী। রাজাপুরে—এখান হ'তে বড় বেশী দূর নয়।

নানক। কোথায় যাচ্ছিলে মা?

তুলসী। প্রয়াগে ত্রিবেণীতে স্নান কর্‌তে।

নানক। পুত্রকামনায় কি যাচ্ছিলে মা?

তুলসী। হাঁ বাবা।

নানক। তোমার দুই পুত্র হবে—কনিষ্ঠ পুত্র হ'তে তোমার শ্বশুর-কুল উজ্জ্বল হবে।

তুলসী। বাবা, বাবা, তুমি আমাকেই কৃপা কর্‌তে এ অঞ্চলে এসেছিলে।

রমণী আবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নানকজী কহিলেন, "এখন তুমি গৃহে যাও মা।"

তুলসী। কা'র সঙ্গে যাব বাবা?

নানক। ঐ যে দূরে তোমার স্বামী আসছেন। আমি এখন ডেরা উঠাব।

উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ছুটিতে ছুটিতে যমুনার তীর বহিয়া তুলসীর স্বামী ভানুদত্ত আসিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি নদীবক্ষে; সহসা তুলসীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ফিরিয়া দেখিলেন। তুলসী নয়নপথবর্ত্তী হইবা-মাত্র তিনি আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং ধরাপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন।

মহাত্মা তুলসীদাস

১

চিত্রকূট পর্ব্বত ও তীর্থরাজ প্রয়াগের মধ্যে রাজাপুর গ্রাম। গ্রামখানি বেশ বড়; অনেক ব্রাহ্মণের বাস। গ্রামের নীচে যমুনা প্রবাহিতা। যমুনার জল অতি গভীর, কিন্তু এতদঞ্চলে নদী তত প্রশস্ত নয়—এ-পার হ'তে ও-পারের মানুষ বেশ চেনা যায়।

আজ গ্রামখানি কিছু চঞ্চল; গ্রামের প্রধান পণ্ডিত ভানুদত্ত দুবের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে গ্রামবাসীরা এত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন যে, যমুনাকেও কতকটা বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রভাতে স্নানের ঘাটে অনেকগুলি স্ত্রীলোক সমবেত হইয়াছেন। একজন প্রাচীনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, ছেলে হ'ল কখন্?"

পূর্ণযৌবনা বিল্বলা উত্তর করিলেন, "এই খানিক আগে মাসী, তখনও সূয্যিদেব উঠেন নি; কেন, তুমি কি শাঁখের বাদ্যি শুনতে পাও নি?"

প্রাচীনা কানে কিছু কম শুনেন, সেটা তিনি স্বীকার করেন না; কেন না, বয়স ছাপাতে হবে। তিনি কহিলেন, "শুনব না কেন, আমি বলি কি না কি। আচ্ছা, একপাল যে গণৎকার বসিয়ে রেখেছিল, তারা কি বললে?"

বিল্বলা। বলবে আর কি? কেবল ঝগড়া। কেউ বলে, গণ্ডযোগে জন্মেছে, কেউ বলে, সে সময় কেটে গেছে।

প্রাচীনা। অ্যাঁ, গণ্ডগোল! তা ছেলে হ'লেই ত বাড়ীতে গণ্ডগোল, এ আর নূতন কথা কি?

ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা বিথুরা হাসি চাপিয়া বিল্বলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মাসী-মা, গণ্ডযোগ কা'কে বলে?"

বিল্বলা। ঐ যোগে জন্মালে নাকি বাপ-মা দুই ম'রে যায়।

বিথুরা। রক্ষা কর মাসী, অমন ছেলে চাই নে। আমার দেবতার মত মেশো মশাই, তিনি গেলে দেশ কাণা হয়ে যাবে।

বিল্বলা। আরে, কে কার আয়ু নিতে পারে? ভগবান্ ছাড়া কেউ কা'কে মারতে পারে না—তুই ভাবিস নে।

বিথুরা। মেশো মশাই গণ্ডযোগের কথা শুনে কি বললেন?

বিল্বলা। তিনি বললেন, যে যাই বলুক, আমি অমন ছেলেকে বিসর্জ্জন দিতে পারব না।

বিথুরা। ও মা, সে কি গো? ছেলেকে মারতে বলছিল নাকি?

বিল্বলা। মারতে বলেনি, বিলিয়ে দিতে বলছিল।

একজন ভামিনী অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, "অমন ছেলে কেউ মারতে পারে গা? ছেলে নয় ত যেন পদ্মফুল!"

বিল্বলা। আবার এ কথাও গণৎকারে বলেছে যে, ছেলে একটা বড় সাধু হবে।

ভামিনী। তা ত হবারই কথা। কা'র বরে হুলসী ছেলে পেয়েছে! হয় ত নানকই পেটে এসেছেন।

বল্বলা। দূর! নানকজী যে আজও বেঁচে।

ভামিনী। ও মা, তাই না কি! আচ্ছা বিলু-দি, (চুপি চুপি) কোথায় গেলে নানকজীর দেখা পাওয়া যায় বলতে পারিস?

বিল্বলা। কোথাও যেতে হবে না, পুণ্যি কর, ঘরে বসেই দেখা পাবি।

ভামিনী। পুণ্যি যে কি ক'রে করতে হয়, তাই যে জানি নে।

বিল্বলা। নিজের আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে, পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে একটু তাকা দেখি।

ভামিনী। তুমি ত আমাকে অমনি দেখ।

বিল্বলা (সহাস্যে)। তুই যদি পুণ্যিমন্তই হো'স, তবে আর জিজ্ঞেস করছিস কেন?

ভামিনী। আচ্ছা বিলু-দি, নানকজীর কাছে যা' চাওয়া যায়, তাই কি তিনি দেন?

বিল্বলা। স্বামীর সোহাগ বুঝি চাই তোর? তা' নানকজীর নিকট চাইতে হবে কেন, ভগবানের কাছে চা'; তিনিই দেবার কর্ত্তা, মানুষ কে?

পুনরায় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। নদীতটে সকলেই তা' শুনিলেন; প্রাচীনা—তাঁহাকে বৃদ্ধা বলিতে কাহারও সাহস হয় না—না শুনিতে পাইলেও শঙ্খধ্বনি মানিয়া লইলেন। বিথুরা শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার শাঁখ বাজে কেন?"

বিমলা। বোধ হয় নামকরণ হ'ল।

ভামিনী। শুনেছিলাম, নানকজী এসে নাম রাখবেন।

বিমলা। হুলসী দিদি তাই আশা করেছিলেন বটে।

ভামিনী। আহা, কি ভাগ্যবতী!

বিথুরা। শাঁকের উপর শাঁখ। হ'ল কি?

বিমলা। আমার মনে হয়, হুলসী দিদির ঠাকুর এসেছেন।

বিথুরা। মাসীমার ঠাকুর আবার কে?

বিমলা। যাঁর পুজা হুলসী দিদি রোজ করেন—মহাত্মা নানকজী।

ভামিনী আর বিলম্ব করিলেন না—গাত্রমার্জ্জনাদি পড়িয়া রহিল—তিনি ছুটিলেন। শুধু তিনি কেন, অনেকেই ছুটিলেন।

২

হুলসীর দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হইল, তুলসীদাস। জ্যেষ্ঠের নাম নন্দদাস। তুলসীদাসের যখন আট বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; নবম বৎসরে উপনয়ন হয়। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া তুলসীদাস কাশীবাসে গমন করেন এবং তথায় নৃসিংহদাস নামক এক রামভক্তিপরায়ণ সাধুর গৃহে অবস্থান করত দ্বাদশ বৎসর বিদ্যাভ্যাস করেন। পাঠ শেষ করিয়া একবিংশতি বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার জননী তখনও জীবিত; কিন্তু মহাত্মা নানক তাঁর বহুপূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেহরক্ষা ঠিক নয়, কেন না, তাঁহার দেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মৃত দেহের উপর বস্ত্র আচ্ছাদন ছিল; হিন্দু-মুসলমানে যখন দেহ লইয়া বিরোধ চলিতেছিল, তখন কোন ব্যক্তি আচ্ছাদন সরাইয়া দেখিলেন, বস্ত্র-নিম্নে দেহ নাই। সুতরাং তিনি দেহটুকুও ভক্তদের জন্যে রাখিয়া যান নাই। রাখিয়া গিয়াছেন, শুধু অতুলনীয় শক্তি ও শিক্ষা। তাহাও বুঝি যায়।

যমুনার অপর পারে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম নাম মায়াপুর। রাজাপুরের ঠিক অপর পারে নয়, ক্রোশ-খানেক পথ দূরে হইবে। গ্রামখানিতে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করেন। গ্রামের মধ্যে দীনবন্ধু পাঠকের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা, তাঁহার একমাত্র দুহিতা রত্নাবলীকে তুলসীদাসের হস্তে অর্পণ করেন। তিনি সেই আশায় বহুকাল অপেক্ষা করিয়া আছেন; কাজেই কন্যা বড় হইয়া উঠিয়াছে। তুলসী-দাস গৃহে ফিরিলে ঘটকের পর ঘটক পাঠাইতে লাগি-লেন; কিন্তু তুলসীদাস বিবাহে অসম্মতি জানাইলেন। তাঁহার হৃদয় শ্রীরামচন্দ্রে অর্পিত, সে হৃদয় অপর কাহাকেও দেওয়া যায় না। অবশেষে দীনবন্ধু নিজে আসিয়া হুলসী দেবীকে ধরিয়া পড়িলেন, কিন্তু জননীও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তার অল্পকাল পরেই পুত্র গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন দীনবন্ধু নিরাশ হইয়া অন্যত্র পাত্র সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রূপে-গুণে রত্নাবলী অতুলনীয়া; এমন মেয়ে যাকে তাকে দেওয়া যায় না। দূর-গ্রামে সন্ধান চলিতে লাগিল। ক্রমে রত্নাবলী ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপ উথলিয়া উঠিল। জনক-জননীর মন আনন্দে-দুঃখে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

একদা অপরাহ্নে রত্নাবলী যমুনায় গাত্র ধৌত করিতে আসিয়াছেন; সঙ্গে পিতামহী। দুই জনে জলে নামিয়াছেন। যমুনার কাল জলে নামিয়া গৌরবরণা রত্নাবলী কলকল হাস্যে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলি-লেন। পিতামহীর কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি অপর পারে অবস্থিত—অনেকটা দূরে—এক-খানি গ্রাম পানে চাহিয়াছিলেন। গ্রামের ঘর-বাড়ী দেখা যাইতেছিল না, বড় বড় গাছের মাথা শুধু দেখা যাইতেছিল। মায়াপুরের অপর পারে গ্রাম বা লোকালয় নাই—আছে শুধু মাঠ। আর আছে—যমুনার তটের উপর এক বিশালকায় বটবৃক্ষ। সেই বটবৃক্ষ হইতে রাজাপুর গ্রাম এক ক্রোশ দূরে। রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর-মা, তুমি ও-দিকে কি দেখছ?"

ঠাকুর-মা। দেখছি রাজাপুর গাঁ।

রত্না। কৈ রাজাপুর?

ঠা-মা। ওই যে বড় অশ্বত্থগাছ দেখা যাচ্ছে।

রত্না। রাজাপুব দেখছ কেন? সেখানে তোমার কে আছে?

ঠা-মা। আমার মদনমোহন আছে। যে যাই বলুক, তুলসীদাস ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না।

রত্নাবলী সব বুঝিলেন। তখন তাড়াতাড়ি রাজাপুরের অশ্বত্থগাছ হইতে নয়ন ফিরাইয়া সম্মুখের বটগাছ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বলিলেন, "ঠাকু-মা, আমাদের এই বটগাছ কত বড়; এত বড় গাছ কোথাও নেই, না ঠাকু-মা?"

ঠাকুর-মা। হাঁ, কিন্তু এ আর ক'দিন? জলেতে তলার মাটী ক্ষয়ে পড়ছে। দু'চারটে বর্ষায় গাছকে হয় ত ভেঙ্গে নেবে।

রত্না। আহা, এত দিনের গাছ! নদীর কি অন্যায়, কেবল ধ্বংস করতেই শিখেছেন! একটা গড় দিকি দেখি! (সবিস্ময়ে) ও কে ঠাকু-মা?

ঠা-মা। কোথায় আবার কে?

রত্না। ওই যে গাছের গোড়ায় চুপ ক'রে ব'সে রয়েছে।

ঠা-মা। কৈ, আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

রত্না। ওই যে ও-পারে—বটগাছের তলায়; এত নিকটে দেখতে পাচ্ছ না? তুমি বুড়ো হয়েছ।

ঠা-মা। এখানে লোক কোথা হ'তে আসবে? এখানে ঘাটও নেই, নিকটে লোকের বাসও নেই। লোকটা কি রকম বল্ দেখি।

রত্না। দাঁড়াও দেখি—এবার সুমুখ ফিরেছে; বড় সুন্দর ঠাকু-মা, বড় সুন্দর—গাছের অন্ধকার তলা আলো ক'রে ব'সে রয়েছে।

ঠাকুর-মা। পুরুষমানুষ না মেয়েমানুষ?

রত্নাবলী। গাছের অন্ধকারের ভিতর ব'সে রয়েছে, ঠিক ঠাওর করতে পারছি না। দাঁড়াও, এইবার উঠেছে—জলে নামবার চেষ্টা করছে—এ কি?

ঠা-মা। কি রে, কি হ'ল?

রত্না। ঠাকু-মা, এ তোমার মদনমোহন।

ঠা-মা। আমার মদনমোহন! তুলসীদাস? সে কি রে! তাই ত দেখছি। এবার জলে নেমেছে, আমি এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তুই তাকে কেমন ক'রে চিনলি?

রত্না। আমি তাঁকে দেখেছি।

ঠা-মা। কোথায় দেখলি?

রত্না। স্বপ্নে দেখেছি। এক মহাপুরুষ তাঁকে সঙ্গে ক'রে এনে বলেছিলেন, 'এই তোর স্বামী—আমার ভক্ত তুলসীদাস।'

ঠা-মা। এ কথা তুই এত দিন বলিস নি কেন? আমরা সকলে নিশ্চিন্ত থাকতুম। আমি এখুনি গিয়ে দিনুকে বলছি, অন্য কোথাও চেষ্টা না করে। আঃ, বাঁচলাম! শঙ্কর কাঙ্গালের পানে চেয়েছেন।

রত্না। ঠাকু-মা, স্বপ্ন ত মিথ্যা হয়।

ঠা-মা। ঠাকুর-দেবতার স্বপ্ন কখন মিথ্যা হয় না।

রত্নাবলী নীরব হইলেন। তুলসীদাস অপর পারে যে স্থানে নদীতে নামিলেন, সে স্থান হইতে বড় বেশী দূরে রত্নাবলী ছিলেন না। যমুনা গভীরা হইলেও এখানে স্বল্পপ্রগন্তা ছিলেন। তুলসীদাস সন্তরণপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইতে সমস্ত নয়নমন দিয়া রত্নাবলীকে দেখিতে লাগিলেন। সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই, চক্ষুতে পলক পাই। দেখিতে দেখিতে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রত্নাবলী পিছন ফিরিলেন না—অসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিলেন—আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দেবোপম কমনীয় মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

স্বল্পকালমধ্যে তুলসীদাস রত্নাবলীর সমীপস্থ হইলেন; এবং আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কে, তা' আমি জানি না, কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী। স্বপ্নে আমি তোমায় দেখেছি, দেখে অবধি ব্যাকুল হয়ে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ আমার নির্জ্জন আশ্রমের সম্মুখে তোমাকে পেলাম। তোমার নাম জানি না, তুমি শূদ্র কি ব্রাহ্মণকন্যা, তা'ও জানি না, কিন্তু আমি তোমায় গ্রহণ করলুম; তুমি গ্রহণ না করলে আমি প্রাণে বাঁচব না।"

রত্নাবলী নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল; যমুনার খরস্রোতে যাঁহার দেহ দুলে নাই, এখন একটা আনন্দ-প্রবাহ তাঁহার দেহকে কাঁপাইয়া তুলিল। নীল জলের উপর মুখখানি জাগাইয়া রাখিয়া—নীলাকাশে দীপ্ত চন্দ্রের ন্যায় তুলসীদাসের পানে অসঙ্কোচে চাহিয়া রত্নাবলী দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঠাকুর-মা আনন্দ-বিহ্বল। তাঁহার ছেলের, তাঁহার বউয়ের, তাঁহাদের সকলের আশা আজ পূর্ণ হইল। তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে সংবাদ দিয়া আসেন, কিন্তু চরণ চলিতে চাহিল না। মনেরও তখন তেমন শক্তি নাই যে, চরণের উপর জোর করেন।

তুলসীদাস কহিলেন, "নিরুত্তর রইলে কেন? আমার পরিচয় চাও? আমি ব্রাহ্মণ, ঘর রাজাপুরে, নাম তুলসীদাস।"

চক্ষু অবনত করিয়া রত্নাবলী কহিলেন, "আমি আপনাকে চিনি।"

তুলসী। চেন? আশ্চর্য্য! কিরূপে চিনিলে, জিজ্ঞাসা করবার আমার অবসর নেই। আগে তুমি আমার কথার উত্তর দেও—তুমি আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?

রত্নাবলী। আছি।

তুলসী। আছ? দেবি, আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ? তোমার বড় কৃপা। দয়া ক'রে এক অঞ্জলি জল নিয়ে আমার হাতে দেও।

তুলসীদাস আর একটু অগ্রসর হইলেন, ক্রমে কোমর-জলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রত্নাবলী কম্পিত

হস্তে এক অঞ্জলি জল লইয়া তুলসীদাসের হস্তে প্রদান করিলেন। তুলসীদাস কহিলেন, "তুমি মন ও দেহ আমাকে দান করিলে?"

"করিলাম।"

"তুমি হাত পাত।"

রত্নাবলী হাত পাতিলেন। তুলসীদাস এক অঞ্জলি জল লইয়া রত্নাবলীর প্রসারিত হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আমার দেহমন তোমাকে অর্পণ করিলাম —গ্রহণ কর।"

রত্নাবলী সেই মন্ত্রপূত জল লইয়া কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া উদরস্থ করিলেন। তুলসীদাস কহিলেন, "আমাদের বিবাহ হয়ে গেল, এখন আমার ঘরে চল।"

পিতামহী এই সুযোগে মুখ খুলিলেন; তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তা' কি হয়। আগে দিনু দান করুক, অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী হ'ন—"

"ইনি কি দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলী?"

"হ্যাঁ।"

"উত্তম—তবে উনি ব্রাহ্মণকন্যা ও আমার স্ববর। আর কি চাই? সাক্ষী? সাক্ষী এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সাক্ষী আমার রঘুনাথ।

"পুরুত, লোকজন—"

"পুরোহিত এই পুণ্যতোয়া যমুনা, আর পঞ্চভূত—"

"আগে দীনু দান করুক।"

"দান অনেক দিন আগে হয়েছে।"

পিতামহী ফাঁপরে পড়িলেন; ভাবিলেন, একবার ছুটিয়া গিয়া দীনবন্ধুকে সংবাদ দেন। কিন্তু কি করেই বা মেয়েকে একা ফেলে যাওয়া যায়? একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "সে কি ভাই, এত ব্যস্ত হ'লে চলবে কেন? আগে দিন-ক্ষণ দেখা হোক।"

"না, তা' হবে না। যদি নিতান্তই কিছু করতে হয়, তবে আজই তা' সেরে নিন; রত্নাবলীকে—আমার স্বপ্নলব্ধ রত্নকে যখন আমি পেয়েছি, তখন আর তা'কে ছাড়ব না।"

এমন সময় ঘাটে অনেকগুলি মেয়েছেলে আসিয়া পড়িল। তাদের এক জন ছুটিয়া গিয়া দীনবন্ধুকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া কন্যা ও ভাবী জামাতাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

সেই রাত্রিতেই পাত্রের জিদে সামাজিক বিবাহ ও শাস্ত্রসঙ্গত সম্প্রদান, মাঙ্গলিক আচার প্রভৃতি সম্পন্ন হইল।

৩

যে হৃদয়ে রঘুনাথ অহরহঃ বিরাজ করিতেন, এক্ষণে সে হৃদয়ে রত্নাবলী অধিষ্ঠিতা। তুলসীদাস এক্ষণে আর আশ্রমে যান না; বিবাহের পর কিছু দিন আশ্রমে যাতায়াত করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর অবসর হয় না। মুহূর্ত্তের জন্যও রত্নাবলীর বিরহ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। রত্নাবলী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলে, তুলসীদাসও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন; শ্রমসাধ্য কার্য্য রত্নাবলীকে করিতে দিতেন না, তিনি নিজেই করিতেন। রন্ধনশালায় অগ্নির উত্তাপে রত্নাবলীর মুখচন্দ্র ঘর্ম্মাক্ত হইলে তিনি সযতনে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিতেন। রত্নাবলী দেবপূজা করিতে বসিলে তুলসীদাস বারম্বার আসিয়া দেখিতেন, পূজা শেষ হইয়াছে কি না। গৃহ-বাহিরে বৈষয়িক কোন কার্য্য থাকিলে সত্বর সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিতেন। কয়েক জন ছাত্র আসিয়াছিল, তাহাদেরও তুলসীদাস একে একে বিদায় দিলেন। একে একে সব ছাড়িয়া তিনি রত্নাবলীতে ডুবিয়া রহিলেন। বিবাহের পর এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

একদা অপরাহ্নে রত্নাবলী স্বামীর সঙ্গে সেই আশ্রম দেখিতে চলিয়াছেন। এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া উভয়ে সেই বিশালকায় বটবৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। যমুনা তেমনই বহিয়া চলিয়াছে, ও-পারের ঘাট তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু সে জল আর নাই— সে জল বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। বটবৃক্ষ তেমনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার আর সে তেজ নাই, ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। আশ্রমের আর সে সজীবতা নাই, স্বামি-পরিত্যক্তা স্ত্রীর ন্যায় হৃতসৌন্দর্য্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তুলসীদাস দেখিলেন, যে স্থানে তিনি যোগাসনে বসিতেন, সে স্থান এখন আবর্জ্জনাময়, শৃগাল-বিষ্ঠায় অপবিত্রীকৃত। তদ্দৃষ্টে তাঁহার বুকে কেমন একটা আঘাত লাগিল। জপের মালা বৃক্ষ-কোটরে সংরক্ষিত ছিল, তাহা এক্ষণে ছিন্ন হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। তুলসীদাসের চক্ষুতে জল আসিল। বৃক্ষদেহে এক স্থানে রঘুনাথজীর মৃন্ময় মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, সে মূর্ত্তি এক্ষণে ছিন্নমুণ্ড, ছিন্নহস্ত। তাহা দেখিবামাত্র তুলসীদাসের হৃদয়মধ্যে কেমন একটা হাহাকার ধ্বনি উঠিল। তুলসীদাস বিবর্ণ বিষণ্ণ বদনে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। রত্নাবলী সে সব কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সস্মিত-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্থান হ'তে তুমি আমায় প্রথম দেখেছিলে, না?"

তুলসীদাসের চোখের জল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

রত্নাবলী এ-দিক ও-দিক দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "গাছের অন্ধকারের মধ্যে তোমার মুখখানি আমি চাঁদের ন্যায় সুন্দর দেখেছিলাম।"

তুলসীদাসের বক্ষোমধ্যে যে স্থান আহত হইয়াছিল, সে স্থানটায় এক্ষণে কে অমৃতধারা সিঞ্চন করিল!

"তখন তোমাকে চাঁদের ন্যায় সুন্দর দেখেছিলাম।"

"আর এখন রত্ন?"

"এখন তুমি চাঁদের চেয়েও সুন্দর।"

হাহাকার ধ্বনি সভয়ে ভূগর্ভে মুখ লুকাইল। বৃক্ষারূঢ় এক পক্ষী চীৎকার করিয়া উঠিল; মুহূর্তের জন্য উভয়ের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু যৌবন ও প্রেম ক্ষণমধ্যে সকল আশঙ্কা ডুবাইয়া দিয়া হৃদয়-মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ ছুটাইল।

তুলসীদাস কহিলেন, "এই স্থান হ'তেই তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম রত্ন। ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, প্রথমটা অত লক্ষ্য করি নি! তোমার কলকল হাস্যে আমার ধ্যানভঙ্গ হ'লে দেখলুম, সম্মুখে আমার মানস-প্রতিমা নদীতট পৃথিবী আকাশ উজ্জ্বল ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর কাউকে দেখি নি, আর কিছু দেখি নি।

রত্ন। আর আমি দেখেছিলাম—

তুল। আগে আমার কথা শুন। আমি স্বপ্নে যে দিন তোমায় প্রথম দেখি, সে দিন হ'তে আমার মন রঘুনাথের চরণ হ'তে স'রে গেল; আমি তোমার অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালুম। ক্ষিপ্ত মনের তাড়নায় কত গ্রাম, কত নগর ঘুরে অবশেষে কর্ত্তার-পুরে গেলাম, সে স্থানে বাবা নানক দেহরক্ষা করে-ছিলেন। নানকজীর উপর আমার দাবী আছে ভেবে তাঁর নিকট আমি তোমার দর্শন কামনা করলুম। স্বপ্নে আদেশ পেয়ে আমি গৃহে ফিরে আসি, আর তোমার দর্শন প্রতীক্ষায় দিনযাপন করিতে থাকি। কিছু দিন এইভাবে জীবনযাপন করেও যখন তোমার দর্শন পেলাম না, তখন তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে রঘুনাথজীর চরণে মন নিয়োজিত করলুম। কয়েকমাস যেতে না যেতে রঘুনাথজী প্রসন্ন হ'লেন—তোমার দর্শন পেলুম।

রত্ন। তুমি স্বপ্নে আমায় কবে দেখেছিলে?

তুল। বিবাহের ঠিক এক বৎসর আগে—রাম-নবমীর দিন।

রত্ন। আমিও সেই দিন তোমায় দেখেছিলাম।

তুল। তুমি আমায় স্বপ্নে দেখেছিলে? তাই বুঝি নদীজলে দাঁড়িয়ে বিয়ের দিন তুমি বলেছিলে, 'আমিও তোমায় চিনি?'

রত্ন। হ্যাঁ। আমায় কিরূপ অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছিলে?

তুল। আমি দেখেছিলাম, তুমি শয্যায় শয়ানা রয়েছ—বুঝি বা নিদ্রিত। তোমার কেশরাশি চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তা'র মধ্যে তোমার মুখপদ্ম জেগে রয়েছে। কি সুন্দর দেখলাম! শয্যা ঘর আলো ক'রে তোমার মুখখানি ফুটে রয়েছে—আকাশ পৃথিবীতে এমন কিছু নাই—যার সঙ্গে তোমার মুখ-খানির তুলনা হয়। আমি সব ভুলে তোমার মুখখানি পানে চেয়ে রইলাম; সহসা তুমি চক্ষু খুলে আমার পানে চেয়ে দেখলে। আমি দেখলাম, তোমার চোখের মাঝে কত প্রেম, কত রত্ন, কত সৌন্দর্য্য! দেখতে দেখতে তোমার চোখের ভিতর, তোমার ঐ অতলস্পর্শী গভীর নীল তারকার ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান হ'লে দেখলাম, আমি শয্যায় শয়ান আছি—চারিদিকে সূর্য্যের আলো।

রত্ন। আমিও দেখেছিলাম, তুমি চাঁদের ন্যায় মুখখানি নিয়ে নীলপদ্ম দিয়ে আমার পানে চেয়েছিলে। কিন্তু তুমি একা ছিলে না।

তুল। একা নয়? আমার সঙ্গে কে ছিল?

রত্ন। তা' জানি না; কিন্তু তিনি তোমার চেয়েও সুন্দর। আমার মনে হ'ল—

তুল। আমার চেয়েও সুন্দর? কে সে?

রত্ন। বলেছি ত তা' জানি না; কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি আমাদের উপাস্য দেবতা রঘুনাথজী।

তুল। রঘুনাথজী? কি রকম দেখতে?

রত্ন। অতি সুন্দর, এমন কি, তোমার চেয়েও সুন্দর। নবদূর্ব্বাদলের ন্যায় তাঁর অঙ্গের বর্ণ, আকর্ণ-বিস্তৃত প্রেমময় নয়ন, হস্তে ধনুর্ব্বাণ। তোমায় ছেড়ে আমি তাঁরই পানে চেয়েছিলাম; সহসা তিনি আমায় বললেন, 'এই তোর স্বামী, আমার ভক্ত তুলসীদাস।' তখন আমি নয়ন ফিরিয়ে তোমার পানে চাইলাম। আচ্ছা, তুমি বলতে পার—

তুল। কি রত্ন?

রত্ন। তুমি এমন দয়াল ঠাকুর ছেড়ে, কেন এ সামান্যা দাসীতে এত অনুরক্ত হ'লে?

তুল। অপ্রত্যক্ষ ছেড়ে প্রত্যক্ষে আমি এখন মন দিয়েছি—মরীচিকা ছেড়ে—

রত্ন। চুপ কর, শুনলেও অপরাধ হয়।

তুল। শত অপরাধ হয় হোক্, কিন্তু আমি সত্য বলব। দেবতাকে কত ডাকলুম, কত তাঁর পূজা-উপাসনা করলুম, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও তাঁর দর্শন পেলুম না। এ মরীচিকা, এ ছায়া নিয়ে সমস্ত জীবন

কাটিয়ে কি সুখ, কি তৃপ্তি, রত্নাবলী? কিন্তু আজ আমি তোমায় পেয়ে আমার জীবন, জন্ম সার্থক মনে করছি; কায়া যা, নিত্য যা, তা, পেয়েছি।

রত্ন। ছি, ছি, ও কথা বলো না।

তুল। আমি তোমায় সব দিয়েছি রত্ন, দিব না ব'লে কিছু রাখি নি। বল, বল, আমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবি, বল, তুমি তৃপ্ত হয়েছ, তুমি সুখী হয়েছ?

রত্ন। না, আমি সুখী হই নি।

তুল। সে কি! কেন?

রত্ন। তা, আর এক দিন বলব।

তুল। বুঝেছি; তুমি পিত্রালয়ে যেতে চাও, আমি তোমায় পাঠাই না, তোমার বাপ দাদা তোমায় নিয়ে যেতে আসেন, আমি তাঁদের ফিরিয়ে দি। কিন্তু তুমি বুঝে দেখ না রত্ন, আমি কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাকি? তোমার মুহূর্ত্ত বিরহও আমি সহ্য করতে পারি না।

রত্ন। যাক, ও-সব কথার আলোচনায় আর প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যা হয়ে এল, এখন ঘরে চলো।

উভয়ে নীরবে আপন আপন চিন্তা লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৪

তা'র পর আরও কয়েক মাস গত হইয়াছে। দীনবন্ধু তাঁহার কন্যাকে দুই চারি দিনের জন্যে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। যে কেহ লইতে আসুক না কেন, তুলসীদাস তাহাকে ফিরাইয়া দিতেন। হুলসী বড়ই লজ্জিত হইতেন, কিন্তু উপায় নাই; ছেলের উপর রত্নাবলী সম্বন্ধে কোন আদেশই চলিত না। রত্নাবলীও মর্ম্মপীড়িতা হইলেন; স্বামীর এ উৎকট, এ দুর্জ্জয় প্রেমের সম্মুখে তিনি কেমন ভীত, আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এ প্রেম চিরবিরহে পরিসমাপ্তি হইবে বলিয়া মনের ভিতর কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিল।

এ-দিকে সংসারে অর্থকষ্টও উপস্থিত হইল। যা' কিছু পৈতৃক বিষয়াদি ছিল, তাহা পর্য্যবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হইতে বসিল। তুলসীদাসের কোন দিকে দৃষ্টি নাই; তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম্ম সবই রত্নাবলী। গৃহে যখন অন্নের অভাব হইল, তখন হুলসী দেবী পুত্রকে কহিলেন, "বউ-মাকে আজ উপবাসে কাটাতে হবে।"

"কেন মা?"

"ঘরে গম নেই, চাল নেই।"

"এখনি আমি এনে দিচ্ছি মা।"

তুলসীদাসকে দূরবর্ত্তী গ্রামে যজমান-গৃহে যাইতে হইল। ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, গৃহে রত্নাবলী নাই; জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউ কোথায় মা?"

"আমি তাঁকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। বউ-মার বাপকে আজ আর ফেরাতে পারলুম না।"

তুলসীদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে উত্তরীয় পুনরায় গ্রহণ করিয়া, গৃহ-বাহিরে আসিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

"বউকে আনতে।"

মা আর কিছু বলিলেন না; ঘৃণা ও অভিমান তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। পুত্র দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিলেন; তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। যখন মায়াপুরে দীনবন্ধুর গৃহ-সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন, তখন অন্ধকার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়াছে। দীনবন্ধুর গৃহে তুলসীদাস জীবনে একবার পদার্পণ করিয়াছিলেন; তাহাও অনেককাল পূর্ব্বে। এই সময়ের মধ্যে গ্রামেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে শ্বশুর-ঘর সহসা খুঁজিয়া পাইলেন না; ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুকাল বেড়াইলেন; সহসা শুনিলেন, এক গৃহ হইতে চাপা কান্নার স্বর উঠিতেছে। ভাবিলেন, সেই গৃহই হইবে; কেন না, রত্নাবলীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতৃগৃহে আনয়ন করা হইয়াছে—স্বামি-বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া নিশ্চয়ই সে কাঁদিতেছে। তিনি গৃহে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় দেখিলেন, কয়েক জন নরনারী এক মুমূর্ষু পুরুষকে তুলসীতলায় আনিতেছে। তুলসীদাস নিরাশ হইয়া তথা হইতে ফিরিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তুলসীদাস শুনিলেন, এক গৃহ হইতে হাস্যধ্বনি উঠিতেছে। তিনি ভাবিলেন, সে গৃহে রত্নাবলী থাকিতে পারেন না। উপেক্ষা-ভরে সে গৃহের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায়?" তুলসীদাস দাঁড়াইলেন, কিন্তু উত্তর করিলেন না। গৃহস্বামী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,"কথার উত্তর দেও না কেন? চোর না কি?"

"আমি তুলসীদাস, ঘর রাজাপুরে।"

"কে জামাই? এস, বাবা এস।"

আদর করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন; কিন্তু মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোথায় এসেছিলে বাবা?"

"এইখানেই—"

"এইখানেই? বেশ বেশ।"

অন্দরে লইয়া গেলেন। শাশুড়ী প্রভৃতি সকলেই একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। রত্নাবলী বড়ই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলেন। এই লজ্জা হইতে একটা ক্রোধ জন্মিল। ক্রোধের চির-সহচর আত্মাভিমান ছুটিয়া আসিল। স্বামি-ভক্তি মুহূর্ত্তের জন্য দলিত হইল। রত্নাবলী নির্জ্জনে স্বামীকে বলিলেন, "তোমার ব্যবহারে আমি লজ্জায় ম'রে যাই, তোমার কি একটুও লজ্জা নেই?"

তুল। বুঝি নেই।

রত্না। আত্মসম্মান-জ্ঞান?

তুল। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সব তুমি।

রত্না। তোমাকে এঁরা নিমন্ত্রণ করেন নি; তুমি বিনা আহ্বানে স্বচ্ছন্দে শ্বশুরবাড়ী এলে?

তুল। আমি ত আর আহার কর্‌তে আসিনি।

রত্না। তবে কি তুমি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ?

তুল। হাঁ, চল।

রত্না। আমি যাব না।

তুল। যাবে না? সে কি রত্ন?

রত্না। শুন, তোমাকে একটা কথা বলি—এক দিন বল্‌ব ব'লে প্রতিশ্রুত ছিলাম। তোমার এ উৎকট ভালবাসা পেয়ে আমি কিছুমাত্র সুখী নই।

তুল। সুখী নও? তুমি সুখী নও?

রত্না। তোমাতে যা' দেখে আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি আকৃষ্ট হয়েছিল, তা' আর তোমাতে নেই; তুমি এখন জলশূন্য কলস, ঘৃতশূন্য ভাণ্ড।

তুল। আমাতে কি দেখে তুমি আকৃষ্ট হয়েছিলে?

রত্না। তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার মাতৃ-ভক্তি, তোমার রঘুনাথে প্রেম।

তুল। তোমার প্রতি আমার অগাধ ভালবাসা সে সব ভাসিয়ে দিয়েছে।

রত্না। যে স্বামী মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, তার ভালবাসা আমার বাঞ্ছনীয় নয়।

তুল। রত্ন, রত্নাবলি!

রত্না। "লাজ না লাগত আপুকো,
ধোরে আয়েহু সাথ,
ধিক ধিক আয়সে প্রেমকো,
কহা কহোঁ মৈ নাথ।
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম,
তামো জৈসি প্রীতি,
তৈসী জৌ শ্রীরাম মহ,
হোত না তব্ ভবভীতি।"

তুল। ঠিক বলেছ রত্নাবলি, আমার ভ্রম আজ ঘুচল।

রত্না। যদি সত্যই ঘুচে থাকে, তবে বুঝব, তুমি আজও মনুষ্যত্ব হারাও নি।

তুল। এখন দেখছি, তুমিই ছায়া, তুমিই মরীচিকা।

রত্না। সত্যই তাই।

তুল। চল্‌লুম তবে—

রত্না। এসো।

তুল। আস্‌তে বলছ আবার?

রত্না। সৎপথে তোমায় আসতে বলছি।

তুল। তোমায় ভালবেসে তবে কি আমি কুপথে গিয়েছি?

রত্না। এ-ভাবে ভালবেসে সত্যই তুমি কুপথে গিয়েছ। তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ—তুমি কা'কে ছেড়ে কা'কে ধরেছ, তা' কি একবার ভেবেও দেখ না?

তুল। বেশ, তবে আর তোমায় ভালবাসব না; এই শেষ—

রত্না। না, না, দাঁড়াও—কোথায় যাচ্ছ?

তুল। বিদায়, রত্নাবলি।

রত্না। না, যেও না—

তুলসীদাস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৫

কাশীধাম হইতে কয়েক ক্রোশ উত্তরে এক ক্ষুদ্র জনপদ। জনপদের নাম হৌসিনগর, রাজার নাম বিষ্ণুপাদ। রাজা ন্যায়পরায়ণ, দয়াবান্ ও উদারচিত্ত। দেবদ্বিজে তিনি যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, অপরাধীকে দণ্ড দিতে তিনি তেমনি কঠোর।

রাজ্যমধ্যে সাধু-সন্ন্যাসী অনেক ছিলেন; চোর-ডাকাতেরও অভাব ছিল না; মাধোদাস নামক এক চোর নগর-প্রান্তে পাহাড়ের সানুদেশে বাস করিত। পুরুষানুক্রমে তথায় সে বাস করিয়া আসিতেছে। তাহার কৃতিত্ব অসাধারণ, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কার্য্যকুশলতা অসামান্য। চৌর্য্যবৃত্তিই তাহার উপজীবিকা; তবে কিছু জমীজমা ছিল, চাষও হইত; নইলে রাজা ধরে।

স্ত্রীপুত্র যেমন প্রায় সকলের থাকে, তাহারও তেমনি ছিল। তাহাদের প্রতি মাধো কখন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত না—তাহারা যাহাতে সুখে থাকে, সে চেষ্টা সততই করিত। স্ত্রী অঞ্জনা জানিত, স্বামী চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা তাহাদের ভরণপোষণ করে। কখন একটু-আধটু মৃদু তিরস্কার করিত। মাধো উত্তরে

কহিত, "কি করব, চুরি না ক'রে আমি থাকতে পারি না। তোমরা যেমন গম না খেয়ে থাকতে পার না, আমি তেমনি চুরি না ক'রে থাকতে পারি না। আমি যা সঞ্চয় করেছি, তা' হ'তে দু'চার পুরুষ ব'সে খাওয়া-পরা চলে। তবু যে আমি চুরি করি, সে আমার স্বভাব।" নিরীহ অঞ্জনা চুপ করিয়া থাকিত।

মাধোর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। গায়ে অসাধারণ শক্তি। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। লেখা-পড়াও কিছু কিছু জানিত; তাহাকে সহজে কেহ কিছু ঠকাইতে পারিত না। জন-সমাজে মিশিবার কখন সে চেষ্টা করিত না; কিন্তু লোকে তাহার সঙ্গে মিশিবার প্রয়াস পাইত। মাধোর নিকট কেহ সাহায্য চাইলে মাধো তাহাকে বিমুখ করিত না। কেহ বিষয়সম্পত্তি, ঘর-দ্বার, স্ত্রীপুত্র মাধোর জিম্মায় রাখিয়া বিদেশে গেলে, মাধো যথাসাধ্য সে সকল রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কেহ বিপদে পড়িলে, কেহ অনাহারে কষ্ট পাইলে, মাধো সানন্দে ও মুক্তহস্তে তাহাকে সাহায্য করিত। মাধো শরণাগত বা নিঃসহায়কে প্রাণপণে সাহায্য করিত; কিন্তু কেহ মাধোর বিপক্ষতাচরণ করিলে মাধো তাহার সর্ব্বনাশ করিত।

মাধো চুরি করিত ধনী ব্যক্তির। গৃহস্থ বা দরিদ্রের চুরি করিয়া তাহাদের বিপদে ফেলিত না। একদা মাধো রাজকন্যার বহুমূল্য অলঙ্কারের উপর লোভ করিল। কিন্তু সহসা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। দৈবক্রমে এক দিন সুযোগ উপস্থিত হইল। মাধো শুনিল, রাজকন্যা কোন পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে মানস করিয়াছেন। রাজবাটীর কোন মহিলা গঙ্গাস্নানে গমন করিলে দূরবর্ত্তী এক নির্জ্জন স্থানে স্নান করিতেন। মাধো সে সংবাদ রাখিত। মাধো পূর্ব্বাহ্নে স্থানটি উত্তমরূপে দেখিয়া আসিল।

রাজকন্যা শিবিকারোহণে স্নান করিতে চলিয়াছেন। সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী ও দাসদাসী। পূর্ব্বাহ্নে কানাৎ বা কাপড়ের পর্দ্দা পড়িয়াছিল। কানাৎ দুই দিক হইতে সরলভাবে আসিয়া জলের উপর কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। রাজকুমারী, দাসীবৃন্দসহ লোক-চক্ষুর অন্তরালে কানাতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া তীরের উপর রাখিলেন। বাহিরে কানাৎ বেষ্টন করিয়া সশস্ত্র প্রহরী রহিল।

আবক্ষ জলে নামিয়া রাজনন্দিনী যখন স্নানে ব্যাপৃত, তখন এক ভীষণদর্শন দস্যু জলের ভিতর হইতে উঠিয়া তাঁহার অনতিদূরে দাঁড়াইল; এবং ক্ষিপ্রপদে তীরে উঠিয়া অলঙ্কারাদি লুটিয়া লইল। তার পর দস্যু রাজকুমারীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "মা, আমাকে ক্ষমা কর।" বলিয়াই জলের ভিতর ডুব দিল। দস্যু অন্তর্হিত হইবার পরে রাজকন্যা ও দাসীদের সংজ্ঞালাভ হইল। তাঁহারা তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রহরীরা ছুটিয়া আসিল, কিন্তু পর্দ্দার ভিতর প্রবেশ করিতে কেহ সাহস পাইল না। দাসীরা বিবস্ত্রা, সুতরাং তথায় প্রহরীরা আসিতে পারে না। তখনকার দিনে স্ত্রীলোকেরা বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করিত। প্রহরীরা ঘটনাটি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। দাসীরা সকলেই ঘটনাটি বলিতে ব্যগ্র, কেহ যে নীরব থাকিয়া অপরকে বলিতে অবসর দিবে, এরূপ ইচ্ছা কাহারও ছিল না। সকলেই সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, কাজেই প্রহরীদের বুঝিতে একটু বিলম্ব হইল। যখন ব্যাপারটি তাহারা উপলব্ধি করিল, তখন দস্যুকে গালি পাড়িতে লাগিল। গালির ভাণ্ডার যখন নিঃশেষ হইল, তখন তাহারা গঙ্গাবক্ষে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। দক্ষিণদিকে নিকটেই নদীর বাঁক, সুতরাং সে দিকে বেশী দূর দেখা গেল না। বামে ও সম্মুখে জাহ্নবী-বক্ষে কোন মনুষ্যমুণ্ড দৃষ্ট হইল না। এক জন যুক্তি দিল, কিনারা ধরিয়া ছুটিলে চোরকে ধরা যাইতে পারে। তখন তার পরামর্শমত কিনারা বহিয়া দুই দিকে লোক ছুটিল।

যে দুই ব্যক্তি দক্ষিণদিকে ছুটিল, তাহারা বাঁকের মাথায় আসিয়া দেখিল, এক জন সাধু প্রায় কোমর-জলে বসিয়া গঙ্গাপানে ফিরিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠে ও হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, ললাটে গঙ্গা-মৃত্তিকার দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান আছে বলিয়া প্রহরীদের মনে হইল না। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতেও তাহাদের সাহসে কুলাইল না। এক জনের ইচ্ছা ছিল, সাধুকে জিজ্ঞাসা করে, এ পথে কাহাকেও তিনি দেখিয়াছেন কি না। দ্বিতীয় প্রহরী তাহাকে গালি দিয়া কহিল, "তুই একটা প্রকাণ্ড বুড়বক্। দেখছিস না, সাধু চোখ বুজে ধ্যান করছেন, উনি কি ক'রে মানুষ দেখবেন?"

প্র-প্র। ও-ত ঠিক্ বাত হ্যায়।

দ্বি-প্র। আরে, বেঠিক বাৎ কভি হাম বোলতা হ্যায়?

প্র-প্র। ও-ত ঠিক।

প্রহরিদ্বয় আরও কিছু দূর অগ্রসর হইল; জল হইতে ভিজা কাপড়ে কেহ যে উঠিয়াছে, এমন কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। এ-দিক ও-দিক্ দেখিয়া শুনিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিল। ফিরিবার পথে সাধুর

পানে একবার চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সাধু সেই অবস্থায় মুদ্রিত-নয়নে যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দেখিয়া প্রহরীদের ভক্তি হইল, তাহারা দূর হইতে সাধুকে প্রণাম করিল।

প্রহরীরা অদৃশ্য হইবার কিছু পরে সাধুর ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তিনি তখন উপরে উঠিয়া গাছের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, যে দুই জন প্রহরী ক্ষণপূর্ব্বে সে দিকে আসিয়াছিল, তাহারা বস্ত্রাবাসের কাছে দাঁড়াইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া অনেক বক্তৃতা করিতেছে। তিনি তখন ঝটিতি ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাগর্ভ হইতে একটা পুঁটুলি উঠাইলেন এবং এক গুপ্ত স্থানে মাটীর নীচে পুতিয়া, তাহার উপর একটা বৃহদাকার পাথর চাপা দিলেন। মুখে লাল কাল রং ছিল; তাহা পূর্ব্বে উঠাইয়াছিলেন; যদি কিছু থাকিয়া গিয়া থাকে, এই ভাবিয়া পুনরায় মুখে মাটী ঘষিলেন; তার পর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে রাজবাড়ীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। রাজা মহাকুপিত, সহর-কোটাল বিচলিত। প্রহরীরা সন্ত্রাসিত। চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতেছে। সহরময় একটা ভীতি, একটা আশঙ্কা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ রকম অসমসাহসী চোরের কথা নগরবাসীরা পূর্ব্বে শুনে নাই। যার যা' কিছু স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল, তা' চুরি যাবার ভয়ে মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলিতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারীরা অত সাবধান হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখিল না। তাহাদের ঘরে দাস-দাসী প্রহরীর অভাব নাই। গৃহস্থ ব্যক্তিদেরই যা' কিছু ভয়।

মাধো দাস দেখিয়া শুনিয়া কোটালের সহিত একবার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিল এবং যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, হুজুর?" কোটাল উত্তর না দিয়া চোরের বংশকে গালি পাড়িতে লাগিলেন; মাধো দাসের সঙ্গেও নানাপ্রকার সম্বন্ধ পাতাইলেন। অনেক বকাবকির পর যখন নূতন সম্বন্ধ পাতাইবার আর কিছু রহিল না, তখন কোটাল চুরির বৃত্তান্ত মাধোকে বলিলেন; পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই চোর ধ'রে দিতে পারিস্?" মাধো যুক্তকরে কহিল, "হুজুর, হাম গরীব পরওয়ার।" তার পর কোটালকে চুপি চুপি বলিল, "হুজুর, যেই চুরি ক'রে থাকুক, তাকে আজ রাতে মাল নিতে গঙ্গার ধারে আসতেই হবে; দিনের বেলায় কিছুতেই মাল সরাতে পারে নি। আপনি লোকজন নিয়ে ঘাটের এ-দিক্ ও-দিক্ অনেকটা জায়গা নিয়ে ঘিরে ফেলবেন। রাত একটু বেশী না হ'লে সে আসবে না; আপনারা আগে হ'তে গিয়ে গাছের উপরে উঠে থাক্‌বেন। আপনারা যাচ্ছেন টের পেলে সে আসবে না।"

যুক্তিটা খুব ভাল ব'লে কোটালের ঠেকিল। তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু বলিলেন না; যখন রাত্রি এক প্রহর, তখন চারিদিকের প্রহরী সংগ্রহ করিয়া কোটাল গঙ্গার দিকে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, দুই চারিটা শৃগাল ছাড়া আর কোন প্রাণী তাঁহার নয়নগোচর হইল না। তখন তিনি মাধোর উপর খুব চটিয়া গৃহে ফিরিলেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে, মূল্যবান্ যাহা কিছু ছিল, তাহা চোরে লইয়া গিয়াছে।

এই দুই চুরির জন্য চারিদিকে ধরপাকড় আরম্ভ হইল। মাধো বুঝিল, সেও পরিত্রাণ পাইবে না। তখনকার দিনে বিচার করিতেন রাজা স্বয়ং। বিচার-পদ্ধতিও ছিল বিচিত্র। প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই যে সকল সময় বিচার হইত, তাহা নহে; অনেক সময় শালগ্রামশিলা সম্মুখে রাখিয়া, তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত, কখন বা দেবমন্দির, কখন বা গরু স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতে হইত। অপরাধ গুরুতর হইলে কঠোর পরীক্ষার প্রয়োজন হইত। কাহাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হইত, কাহাকে বা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। যদি কেহ কখন এরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীবিত অবস্থায় ফিরিত, তাহা হইলে তাহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করা হইত, কিন্তু কেহ যে এরূপ পরীক্ষায় কখন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তা শুনা যায় নাই।

মাধো দাস মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল; ভাবিল, রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকিলেও সে যে এক জন বিখ্যাত দস্যু, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তাহার পিছনে গোয়েন্দা ফিরিতেছে, ইহাও সে বুঝিল। তখন সে সংকল্প করিল, গঙ্গার ধার হইতে গহনার পুঁটুলি সরাইয়া পর্ব্বতগুহামধ্যে তাহার সঞ্চিত ধনরাশির সঙ্গে লুকাইয়া রাখিবে; আর স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণার্থ কিছু অর্থ স্ত্রীর হাতে দিয়া কাশীধামে পলায়ন করিবে। এই সঙ্কল্প আঁটিয়া গভীর রাত্রিতে গঙ্গার ধারে পুঁটুলি উঠাইতে গেল; গুপ্ত স্থান হইতে পুঁটুলি লইয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিল, তাহার অনতিদূরে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লোকটা মাধোর

পরিচিত—নাম অর্জ্জুন দাস, পেসা গোয়েন্দাগিরি। মাধো তাহাকে দেখিয়া কহিল, "কেন আমার হাতে মরতে এলে অর্জ্জুন?"

অর্জ্জুন। আমাকে কিছু ভাগ দিলেই ত চুকে যায়।

মাধো। যে কাপড়ে মাল বাঁধা আছে, সে কাপড়খানাও নয়।

অর্জ্জুন। তবে তোর নিস্তার নেই মাধো।

মাধো। আগে ত তুই মর!

অর্জ্জুন। আমার সঙ্গে বিশ জন লোক আছে।

মাধো। দুশো লোক থাক্‌লেও তোমার নিস্তার নেই; তোমায় গলা টিপে মারতে কতক্ষণ! আমার গায়ের জোর জান ত?

অর্জ্জুন। মাধো, আমাকে রক্ষা কর—

মাধো। না, কিছুতেই তোমার নিস্তার নেই; আজ দু'দিন হ'তে তুমি আমার পিছু নিয়েছ।

অর্জ্জুন। আমি তোমার নিকট প্রাণ ভিক্ষা করছি।

মাধো। আজ আমার নিজের জীবন বিপন্ন,—ভিক্ষা দেবার অবসর নেই।

অর্জ্জুন। তোমার নিকট কেহ কিছু চাহিলে তুমি ত তাকে বিমুখ কর না মাধো!

মাধো নক্ষত্রপ্রতিবিম্বিত জাহ্নবী পানে চাহিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল; তার পর কহিল, "তবে তুমি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে দিব্য কর, আমার কোন কথা কাহাকেও বল্‌বে না।"

"দিব্য করছি।"

"জল হাতে কর—গঙ্গায় নেমে দাঁড়াও—এই রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে ধর—এইবার দিব্য কর।"

অর্জ্জুন দিব্য করিল,—"আমি গঙ্গায় দাঁড়িয়ে রুদ্রাক্ষমালা গলায় প'রে দিব্য করছি, আজিকার ঘটনার কোন কথা কাহাকেও বলব না।"

মাধো তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পুঁটলি লইয়া প্রস্থান করিল।

৬

তুলসীদাস শ্বশুরালয় ত্যাগ করত বরাবর কাশীতে আসিলেন এবং তাঁহার শিক্ষাগুরু নৃসিংহদাসের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু গুরুর গলগ্রহ হইয়া বেশী দিন তথায় অবস্থান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। অসির তীরে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কয়েক জন ছাত্রও আসিল, কিন্তু শান্তি আসিল না। কেমন একটা জ্বালা, একটা অনুতাপ তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কখন কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিতেন, "রঘুনাথ, রঘুনাথ, অবোধকে ক্ষমা কর—আর তোমাকে ছাড়িব না।"

রাত্রির অধিকাংশ সময় জপে অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচে গমন করিতেন। যাইতে হইত তাঁহাকে বারাণসী ক্ষেত্রের সীমার বাহিরে। অসি পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর যাইতেন। শৌচান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভৃঙ্গারমধ্যে যে জলটুকু অবশিষ্ট থাকিত, তাহা এক আম্রবৃক্ষমূলে সেচন করিতেন। সে অপবিত্র জল কাশীর সীমানা-মধ্যে আনিতেন না। এইরূপ প্রত্যহই করিতেন। একদা সেই বৃক্ষসমীপে আসিয়া দেখিলেন, ভৃঙ্গারে জল নাই। বহুকাল হইতে একই বৃক্ষমূলে একই সময়ে জল দিয়া আসিতেছেন, আজ সহসা সে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে বোধ হয় তুলসীদাসের মনে একটু কষ্ট হইল। তিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন। সহসা তিনি শুনিলেন, বৃক্ষ হইতে কে বলিতেছে, "দুঃখিত হইও না ব্রাহ্মণ, দৈবক্রমে আজ তোমার ভৃঙ্গারে জল নাই। তুমি আমাকে অনেক জলদান করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।"

তুলসীদাস বৃক্ষোপরি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলেন, কোন আত্মা বৃক্ষাশ্রয়ে বাস করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

আত্মা। আমি এখন কে, তা' আমি জানি না, বুঝি প্রেতাত্মা। পূর্ব্বে ছিলাম ব্রাহ্মণ।

তুলসী। ব্রাহ্মণ হয়ে আপনার এ অধোগতি কেন?

আত্মা। কর্ম্মফল; ব্রাহ্মণ যে দুষ্কৃতি করবে না, এমন ত কোন কথা নেই।

তুলসী। আমার বিশ্বাস ছিল, ব্রাহ্মণ এমন কুকার্য্য কখন করতে পারে না, যাতে ক'রে তার এমন অধোগতি ঘট্‌তে পারে। আর যদি জীবন-ভোর কুকার্য্য ক'রে থাকেন, তবে একবার—মাত্র একবার রাম নাম করেন নি কেন?

আত্মা। করতে মতি হয় নি।

তুলসী। তাঁরই মায়া-চক্র; নহিলে এমন পাপ-হরণ নাম থাক্‌তে মানুষের এই দুর্গতি!

আত্মা। তবে শুনুন আমার ইতিহাস। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের নিকট আমার বাস ছিল; সে দেশের রাজা আমার যজমান ছিলেন। তদ্ধেতু আমার যথেষ্ট গর্ব্ব ও প্রতিপত্তি ছিল। আমার অনুগ্রহ-লাভাশায় অনেকে

হাঁটাহাঁটি করিত। আমি নিঃস্বার্থভাবে কখন কাহারও উপকার করি নাই। রাজা আমার অনুরোধে যাহাদের অর্থাদি দান করিতেন, আমি তাহাদের বঞ্চনা করিয়া সেই অর্থ আত্মসাৎ করিতাম। রাজা, সাধু-সজ্জনদের কিছু দান করিলে আমি লোভ-পরবশ হইয়া সে সমুদয় নিজের গৃহে আনিতাম। সকলেই ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু আমি আনন্দ লাভ করিতাম। আমার উপাস্য ছিল অর্থ, ব্যবসা ছিল প্রবঞ্চনা। দেব-পূজা, উপাসনা, যা কিছু করিতাম, তাহা লোক দেখাইয়া। আমি চক্ষু বুজিয়া যখন ধ্যানে বসিতাম, তখন দেখিতাম শুধু অর্থ; জপ করিতাম, আমার সঞ্চিত অর্থের সংখ্যা; চিন্তা করিতাম কিরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব। জীবনে জ্ঞানতঃ কখনও কাহারও উপকার করি নাই; একবার কেবল এক তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণকে জলদান করিয়াছিলাম। কেন দিয়াছিলাম, তা' জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সেই পুণ্যফলে এই লোকে আপনার নিকট জল পাইয়াছি। আর আপনার ন্যায় সৎ ব্রাহ্মণের হস্তে জল লাভ করিয়াছি বলিয়া এ প্রেতযোনি হইতে সত্বর মুক্তিলাভ করিব।

তুলসী। আপনি বিন্ধ্যাচলবাসী, এখানে আসিলেন কিরূপে?

আত্মা। আসিলাম ঘটনাক্রমে। রাজা তীর্থ-দর্শন অভিলাষে কাশীধামে আসিতেছিলেন; আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আমার মত পাপী কাশী-ধামে প্রবেশ করিতে পারে না; শুনিয়াছি, ভৈরব না কি তাহাকে তাড়াইয়া দেন। ভৈরব আমাকে ক্ষেত্রসীমামধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না; এই বৃক্ষতলে পৌঁছিবামাত্র ভৈরব আমাকে সর্পরূপে দংশন করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলাম এবং প্রেতযোনি লাভ করিয়া এইখানেই রহিয়া গেলাম।

তুলসী। হায়, হায়, একটা জন্ম আপনি বৃথা নষ্ট করেছেন! দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রে, ততোধিক দুর্ল্লভ এই পুণ্যময় ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ক'রে, তা'র চেয়েও দুর্ল্লভ পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিয়ে শেষে কি না এই অধোগতি! এত বড় সৌভাগ্য আপনি পদতলে দলিত করেছেন!

আত্মা। এখন আক্ষেপ ক'রে কোন ফল নেই, যদি পরজন্মে কিছু করতে পারি।

তুলসী। এখন কি সহসা মানুষ হয়ে জন্মাতে পারবেন? হয় ত আপনাকে কীট বা পশুজন্ম হ'তে আরম্ভ করতে হবে।

আত্মা। আপনার হাতের জল যখন পেয়েছি, তখন আবার মানুষ হয়েই জন্মাব। আপনি আমার মহৎ উপকার করেছেন। আপনার যদি আমি কোনও উপকার করতে পারি, তা হ'লে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।

তুলসী। এ অবস্থায় আপনার কি কিছু করবার ক্ষমতা আছে?

আত্মা। আছে—ইষ্টানিষ্টের দুই ক্ষমতাই আছে।

তুলসী। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রজীর দর্শনলাভের জন্য আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি*। কিছু উপায় হইতে পারে?

আত্মা। আমার দ্বারা তা' হ'তে পারে না; সদ্গুরু ছাড়া সে ক্ষমতা আর কাহারও আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

। সদ্গুরু কোথায় গেলে পাব?

আত্মা। তা' আমি ব'লে দিতে পারি।

তুলসী। দয়া ক'রে তাই বলুন।

আত্মা। মহাপুরুষ জগন্নাথদাসের আশ্রয় আপনি গ্রহণ করুন; তাঁহার নিকট যদি আপনি দীক্ষা প্রাপ্ত হ'ন, তাহা হইলে আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইবে না।

তুলসী। তিনি কে?

আত্মা। মহাত্মা অগ্রদাসের শিষ্য।

তুলসী। কোথায় তাঁর দর্শন পাব?

আত্মা। কর্ণঘণ্টা-নামক স্থানে।

তুলসীদাস আর দাঁড়াইলেন না, সত্বর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

৭

মাধো সেই রাত্রিতেই গৃহত্যাগ করিল। যখন প্রভাত হইল, তখন এক জঙ্গলমধ্যে আশ্রয় লইল সন্ধ্যা হইলে আবার পথ চলিতে লাগিল। তাহার লক্ষ্য কাশীধাম। কাশী হইতে যখন কয়েক ক্রোশ দূরে, তখন দেখিল, এক গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে বহুলোক সমবেত হইয়া নীরবে উপবিষ্ট রহিয়াছে। মধ্যে এক জন তিলকমালাধারী বৈষ্ণব উচ্চাসনে বসিয়া কি পাঠ করিতেছেন। তাঁহার দুই পাশে উজ্জ্বল দীপ, কণ্ঠে মালতীর মালা, সম্মুখে ভাগবতের পুঁথি। মাধো অগ্রসর হইয়া জনতার নিকট আসিল; বুঝিল, ভাগবত-পাঠ হইতেছে। স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল শুনিল। শুনিতে বেশ লাগিল, এ-দিক ও-দিক দেখিয়া অন্ধকারের মধ্যে একটা স্থান লইয়া বসিয়া পড়িল।

* শ্রীরামদর্শন আমি কি উপায়ে পাই।
কৃপা করি কহ মোর নিবেদন এই।—ভক্তমাল।

পাঠক একজন বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাযশস্বী পণ্ডিত। তাঁহার নাম সুন্দরনারায়ণ, নিবাস নিকটবর্ত্তী বিল্বগ্রামে। তিনি দেশে বিদেশে ভগবানের নাম করিয়া বেড়ান। কেহ কিছু দিলে তাঁহার যেমন সন্তোষ, না দিলেও তেমনি সন্তোষ। আকাঙ্ক্ষা নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই—সকল সময়ই প্রসন্নবদন। তিনি তাঁহার শ্রোতাদের বুঝাইতেছিলেন, এই বৃহৎ সংসারের কর্ত্তা কৃষ্ণেরও একটা কামনা ছিল; সে কামনা,—প্রেম; আমরা ক্ষুদ্র সংসারে সন্তানের নিকট যেমন আনুগত্য, প্রীতি, ভালবাসা কামনা করি, তিনিও তেমনি তাঁহার বৃহৎ সংসারে তাঁহার সন্তানের নিকট প্রীতি-ভালবাসা কামনা করেন। সেই প্রীতিলাভের জন্য তিনি বৃন্দাবনে গোপীদের দ্বারস্থ হইলেন—দ্বারে দ্বারে প্রেম যাচিয়া বেড়াইলেন। ভুবনমোহন রূপ লইয়া কহিয়া বেড়াইলেন—"ওগো, আমায় কেউ ভালবাসে না—তোমরা একটু ভালবাস, আমি চিরদিন তোমাদের হয়ে থাকব—আমি আর কিছু চাই না, শুধু চাই ভালবাসা—আমি প্রেমের কাঙ্গাল—"বলিতে বলিতে চক্ষু অশ্রুময় হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। ক্ষণমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া কৃষ্ণের রাসলীলা বুঝাইতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সে অদ্ভুত তত্ত্ব বুঝাইলেন; বুঝাইয়া অবশেষে কহিলেন,—"এই কৃষ্ণনাম, শ্রদ্ধায় হউক, অসম্পূর্ণ বা অব্যক্তরূপেও একবার উচ্চারিত হইলে, মনুষ্যমাত্রকেই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই মধুর হইতে মধুর কৃষ্ণনাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে ম্লেচ্ছ বা চণ্ডাল হইলেও তাহার দুর্জাতিত্ব নষ্ট হয়, সে বিপ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়। আর যে ব্যক্তি এই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্জন্ম লাভ করে—তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, তাহার দুর্জাতিত্ব বিনষ্ট হয়—সে দ্বিজ হয়।"

মাধো চমৎকৃত হইল; বিমনা হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল—ভগবৎকথায় আর তাহার মন রহিল না। রাত্রি যখন দেড় প্রহর, তখন পাঠ সমাপ্ত হইল; শ্রোতারাও নিজ নিজ গৃহাভিমুখে যথাসাধ্য প্রণামী দিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু মাধো উঠিল না, পাঠকের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। সুন্দরনারায়ণ কিছু জলযোগ করিলেন; অবশেষে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্রাদি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে এক জন ভৃত্য ছিল, সে তণ্ডুল ও পিত্তল-কলস ইত্যাদি লইয়া চলিল। বিল্বগ্রাম বড় বেশী দূর নয়—এক ক্রোশ পথ হইবে। আকাশে চাঁদ না থাকিলেও কয়েকটি বড় বড় নক্ষত্র পৃথিবীর অন্ধকার অনেকটা দূর করিয়াছিল। উভয়ে সেই ক্ষীণ আলোকে পথ দেখিয়া চলিয়াছেন। সহসা পথপার্শ্বস্থিত একটা ঝোপের ভিতর হইতে সাত আট জন দস্যু বাহির হইয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই হাতে লাঠি, কেবল সর্দ্দারের লাঠির বহর সাড়ে চারি হাত। সকলের মুখের ভূরিভাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত, যে অংশটুকু মুক্ত, সে অংশটুকুও বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, সেই ভীষণদর্শন দস্যুদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশান্তবদনে কহিলেন, "কৃষ্ণ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" কিন্তু তাঁহার ভৃত্যটি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক জন দস্যু লাঠি উঠাইল; কিন্তু লাঠি পড়িবার পূর্ব্বে এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া লাঠি ধরিল এবং দস্যুদের বিনয়সহকারে কহিল, "বাবা সকল, গরীব ব্রাহ্মণকে মেরো না।"

সর্দ্দার। তুই বেটা কেন জান্ দিতে এলি?

আগন্তুক। মারতে হয় আমায় মার, কিন্তু গরীব ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তুলো না।

সর্দ্দার। তোর বামুনের সঙ্গে অনেক সোনারূপা আছে। গরীব কোথা?

আগ। তোমরা ত হিন্দু; হিন্দু হয়ে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের গায়ে হাত তুলতে তোমাদের বাধছে না?

সর্দ্দা। আরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোর কাছে কি ধর্ম্মকথা শুনতে এসেছি বদ্‌মাস? আগে তোকে মারব।

আগ। সাধ্য থাকে মারো।

বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাঘের ন্যায় সর্দ্দারের উপর আচম্বিতে পড়িয়া আগন্তুক তাহার হাত হইতে লাঠি ছিনাইয়া লইল এবং লাঠি ঘুরাইয়া দস্যুদের আক্রমণ করিল। দস্যুরা ব্যাপারটা কি, বুঝিবার আগেই এক জন আহত হইল। রিক্তহস্ত সর্দ্দার পশ্চাতে হটিয়া গিয়া তাহার অনুচরদের উৎসাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা অসুরবীর্য্য বৈরীর সম্মুখে নিস্তেজ হইয়া পড়িল,—আত্মরক্ষার্থে ক্রমশঃ পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। আগন্তুক কহিল, "এখনও তোদের পালাবার অবসর দিচ্ছি, পালিয়ে প্রাণরক্ষা কর্; আমার রক্ত চ'ড়ে উঠলে তোদের কারুর নিস্তার নেই।"

দস্যুরা এ পরামর্শ সমীচীন মনে করিল। সর্দ্দার অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমরা হার স্বীকার করছি—সকলেই চ'লে যাচ্ছি; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

আগ। কি জিজ্ঞেস করবি, শীগ্‌গির কর—ব্রাহ্মণের কষ্ট হচ্ছে।

সর্দ্দা। তুমি কে কর্ত্তা? কব্‌জিতে এত জোর কখন দেখি নি।

আগ। আমার নাম মাধোদাস, ঘর হোসিনগর; সাহস থাকে ত দলবল নিয়ে এক দিন যাস।

সর্দ্দা। না কর্ত্তা, সে ইচ্ছে আর নেই। বলি কি, তুমি আমাদের দলে এসো না—তোমাকে আমাদের সর্দ্দার করব।

মাধো ঘৃণাভরে কহিল, "তোদের মত কুত্তার দলে ভদ্রলোকে যায়? তোরা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ঠেঙ্গাস!"

সর্দ্দা। আর তুমি কি কর কর্ত্তা? তোমার কীর্ত্তিও ত আমাদের শুনা আছে।

মাধো। আমি গরীবের নিই না, ব্রাহ্মণও ঠেঙ্গাই না; দরকার হ'লে রাজা-রাজড়ার ভাণ্ডার লুঠি। তোরা এখন যা—জ্বালাতন করিস নে।

দস্যুদল প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ তখন অগ্রসর হইয়া আবেগভরে কহিলেন, "বাবা, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করলে।"

মাধো। আপনার কাছে এ কথা শুনব মনে করি নি।

ব্রাহ্মণ। কেন বাবা?

মাধো। রক্ষাকর্ত্তা আমি কি?

ব্রাহ্মণ। সে কথা ঠিক বলেছ বাবা।

মাধো। কৃষ্ণ আমাকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়েছেন—কৃষ্ণ আমার হাতে বল দিয়েছেন। তিনি রক্ষাকর্ত্তা, আমি যন্ত্রমাত্র।

ব্রাহ্মণ। বাবা, তোমার মুখে এ কথা শুনে বড় খুসী হলুম। তোমাতে কৃষ্ণপ্রেমস্ফূর্ত্তি হ'উক।

মাধো। প্রেম বা ভক্তির কোন ধার ধারি না, তাঁকে পাবার জন্যেও কোন বাসনা নেই। কিন্তু আপনার মুখে আজ কতকগুলি কথা শুনে বুকের ভিতর কেমন কচ্ছে; কিছু জিজ্ঞেস কর্‌তে চাই।

ব্রাহ্মণ। স্বচ্ছন্দে কর বাবা।

মাধো। আপনি পথ চলতে থাকুন; আপনার বাড়ী চিনতেই আপনার পিছন পিছন আসছিলুম।

ব্রাহ্মণ। কেন বাবা?

মাধো। আপনি খানিক আগে বলছিলেন, 'যে ব্যক্তি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা লয়, সে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে'। এ কথা কি ঠিক?

ব্রাহ্মণ। ঠিক; আমার বিশ্বাস তাই। শাস্ত্রপাঠে আমার যেটুকু জ্ঞান জন্মেছে, সেই জ্ঞানমত তোমায় বলছি যে, বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করবামাত্র পুনর্জ্জন্মলাভ হয়। কন্যাদানের সময় কন্যা যেমন গোত্রান্তর গ্রহণ করে, যজ্ঞোপবীত-গ্রহণের সময় ব্রাহ্মণকুমার যেমন দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করলে পুনর্জ্জন্মলাভ হয়।

মাধো সহসা ব্রাহ্মণের চরণের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "তবে আমায় কৃপা করুন।"

ব্রা। কি বাবা, কি চাই?

মা। আমায় কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দান করুন।

ব্রা। দীক্ষা দেওয়া ত সোজা কথা নয় বাবা, শিষ্যের সমস্ত পাপ গ্রহণ ক'রে তাকে পুনর্জ্জন্ম দিতে হয়।

মা। তবে কাজ নেই; আমার অনেক পাপ, এ বোঝা আপনাকে দিতে পারবো না।

ব্রা। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই; তুমি আমাকে প্রাণ দিয়েছ, আমি তোমাকে পুনর্জ্জন্ম দেব।

মা। না ঠাকুর, থাক্।

ব্রা। কে কার পাপ নিতে পারে বাবা? কর্ত্তা এক জন। এই আমার ঘর, এস বাবা, এস। আজ এখানে থাক; কাল সকালে তোমাকে দীক্ষা দেব। এই যে গৃহিণী দরজায় দাঁড়িয়ে। কি বিথুরা, এখনও শোও নি?

বিথুরা। তুমি বাইরে আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শোব! পুরুষমানুষের এমনি বিবেচনা বটে!

ব্রাহ্মণ। কেন, ভেবেছিলে, ডাকাতে বুঝি আমায় মেরে ফেলেছে?

বি। সে ভয় আমার নেই।

ব্রা। কেন গো? এত জোর বিশ্বাস কোথা হ'তে এলো?

বি। আমার বাপের বাড়ী রাজাপুরে। তুলসীদাস যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, তার পরদিন আমি মহাত্মা নানকজীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তাঁর দেখা না পেয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়েছিলাম। তিনি কৃপা ক'রে স্বপ্নে আমায় দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় নেই মা, তুই চিরায়ুষ্মতী হবি।" আমার সেই অবধি বিশ্বাস, আমি থাকৃতে তোমাকে কেউ মারতে পারবে না।

ব্রা। বটে! এ কথা জানা থাকৃল, ভালই হ'ল। এখন হ'তে তোমাকে ভাল ক'রে খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখব, তা হ'লে আমার আর কোন ভাবনা নেই।

বি। তোমার সঙ্গে ইনি কে?

ব্রা। অতিথি—আমার জীবনদাতা।

বি। আসুন, আসুন, অন্ধকারে আগে দেখতে পাই নি।

পরদিন প্রভাতে মাধো গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া বিপ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। অতঃপর গুরুচরণে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল—কাশী গেল না।

গৃহে ফিরিলে স্ত্রী অঞ্জনা জি সা করিল, "এর মধ্যে ফিরলে যে ?"

মাধো। একটা মতলব আছে।

অঞ্জনা। এ দিকে তোমার খোঁজে কেবলি যে লোক আসছে। আমাদেরও ধ'রে নিয়ে যাবে ব'লে কোটাল এসেছিল। তুমি এখন ফিরে এসে ভাল কর নি।

মাধো। তোর কোন চিন্তা নেই।

অঞ্জনা। ঐ দেখ, তোমাকে ধরতে লোক আসছে।

মাধো। আসুক, তুই ভাবিস নে।

রাজসৈন্য আসিয়া মাধোকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

৮

সদ্‌গুরু জগন্নাথজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তুলসীদাস গুরুর আদেশে চিত্রকূট পর্ব্বতে তপস্যার্থ গমন করিলেন। সে স্থান হইতে তাঁহার জন্মভূমি বড় বেশী দূর নয়, কিন্তু তুলসীদাস সে দিক পানে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। তুলসীদাস এক্ষণে মায়ামুক্ত, অনিত্যে আর তাঁহার লোভ নাই।

তুলসীদাস কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। গুহামধ্যে বাস, বন্য-ফল আহার, ঝরণার জল পান। সকল দিন আসন ছাড়িয়া উঠেন না। যে দিন আপন হতে ধ্যানভঙ্গ হয়, সে দিন আহারের চেষ্টা করেন। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সমাধিকাল অধিক স্থায়ী হইতে লাগিল। অবশেষে পাঁচ সাত দিন অন্তর আসন ছাড়িয়া একবার উঠিয়া আহারের চেষ্টা করিতেন। শিষ্য নাই, সঙ্গী নাই—একা সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-কন্দরে। দিন দিন তাঁহার আনন্দ বাড়িতে লাগিল, এইরূপে ছয় মাস অতীত হইল। তাঁহার মাথায় জটা, দেহ কৃশ ও ক্ষীণ; কিন্তু মুখে আনন্দ, নয়নে তেজ।

একদা গভীর রাত্রিতে তুলসীদাস গুহামধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট। সহসা তাঁহার মনে হইল, যেন রত্নাবলী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তুলসীদাস বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি এখানে কেন ?"

রত্না। আমি তোমাকে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি।

তুল। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই —যাও।

রত্না। আর আমি তোমার অবাধ্য হব না—ক্ষমা কর।

তুল। রত্নাবলি, তুমি আমার মহৎ উপকার করেছ,—আমাকে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছ, তুমি ছায়া, সংসার অনিত্য। তোমার উপর আমার কোন রাগ বা অভিমান নেই—এখন যাও।

রত্না। আমি তোমার চরণাশ্রিতা দাসী; যেখানে প্রভু, দাসীও সেখানে।

তুল। যদি আমার অবাধ্য হ'তে তোমার অভিলাষ না থাকে, তবে এখনি এ স্থান ত্যাগ কর।

রত্নাবলী তদ্দণ্ডে অন্তর্হিতা হইলেন। ক্ষণপরে যেন হুলসী দেবী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "বাবা আমার, তোমাকে আমি কত খুঁজেছি।"

তুল। কেন মা ?

হুল। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বাবা ?

তুল। কেন, রঘুনাথজী, তিনিই ত সব।

হুল। নন্দ ছেড়ে চ'লে গেছে, তুমিও গৃহত্যাগী, আমি কি নিয়ে সংসারে থাকি বাবা ?

তুল। যা' সার, যা' নিত্য, তাই নিয়ে থাক।

হুল। আমি তোমার গর্ভধারিণী, আমার মনে ব্যথা দিও না—এস, গৃহে এস।

তুল। ক্ষমা কর মা।

হুল। তোমার জননীকে মনঃপীড়া দেওয়াই কি তোমার ধর্ম্ম হ'ল ? এই ধর্ম্মই কি তুমি এখন শিক্ষা করেছ ? গৃহসংসার, স্ত্রী, মা, সব ত্যাগ ক'রে, তোমার প্রতিপালাদের অকূলে ভাসায়ে, এক অনিত্য ছায়ার পিছনে ঘুরে বেড়ানই কি তোমার ধর্ম্ম হ'ল ?

তুল। তবে শুন মা, তোমার সঙ্গে বা রত্নাবলীর সঙ্গে আমার চিরসম্বন্ধ নয়। যাঁর সঙ্গে আমার চিরসম্বন্ধ, আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি। তিনি আমার বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র ; অনন্ত পথে যেতে যেতে তোমাদের সঙ্গে আমার দু'দিনের পরিচয় হয়েছিল। আমার বাপ-মাকে আমি চিনেছি—তুমি যাও—আর আমায় জ্বালাতন করো না।

হুলসী মূর্ত্তি সরিয়া গেল। ক্ষণমধ্যে এক উজ্জ্বল পুরুষ-মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তুলসীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

পুরুষ। আমি যক্ষ।

তুলসী। কি চাও ?

পুরুষ। আমি তোমায় বিপুল ধন দিতে এসেছি।

তুলসী। ধনে আমার প্রয়োজন নেই।

পুরুষ। ধনে প্রয়োজন নেই, এমন মানুষ আছে ?

তুলসী। থাকুক বা না থাকুক, আমি অর্থপ্রার্থী নই।

পুরুষ। দেখ, যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা

জগতে বিরল, তিনিও অর্থ-লাভাশায় হিমালয়ে ছুটেছিলেন।

তুলসী। তোমার অর্থ তবে মহাত্মাদের দেও গে; আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার অর্থের প্রয়োজন নেই।

পুরুষ। তোমার বসিবার আসন নিয়ে—

তুলসী। দূর হও পিশাচ।

যক্ষ অদৃশ্য হইল।

ক্ষণমধ্যে এক পরম-লাবণ্যময়ী প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া তুলসীদাসের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা?"

রমণী। আমি অষ্ট সিদ্ধি।

তুলসী। আমার কাছে কি প্রয়োজন?

রমণী। তোমার সাধনায় তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে বরণ করতে এসেছি।

তুলসী। রঘুনাথজীকে এনে দিতে পার কি মা?

রমণী। না; ত্রিলোকমধ্যে আর যা কিছু—

তুলসী। আমি তোমাকে কামনা করি না, যাও।

রমণী। তুমি বোধ হয় জান না তুলসীদাস, কত-শত যোগী, কতশত বৎসর ধ'রে অরণ্য জঙ্গলে বাস ক'রে সিদ্ধিলাভের জন্যে কত কঠোর তপস্যা করছে; কেহ একটি পায়, কেহ বা দুটি পায়। যোগীদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য ছাড়া অষ্টসিদ্ধি লাভ করতে আর কেহ পারেন নি। আমি সেই অষ্টসিদ্ধি তোমাকে দিতে এসেছি।

তুলসী। যাঁহারা তোমার সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের কাছে যাও; আমার কাছে কেন মা?

রমণী। তুমি সাধনায় শঙ্করাচার্য্যের চেয়েও বড়—

তুলসী। ছি মা! আমার অভিমান বাড়াইও না। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, রাম নাম করি মাত্র—সাধন-ভজনের কি জানি?

রমণী। তবে তুমি কিছু চাও না?

তুলসী। তোমার কাছে কিছু চাই না।

রমণীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। তখন গুরুদেব আসিলেন; কহিলেন, "বৎস, তুমি পূর্ণকাম হইয়াছ, অচিরাৎ ইষ্টদেবের দর্শন পাইবে।"

তুলসী। আমার কি সে সৌভাগ্য হবে প্রভু?

গুরু। কেন হবে না? তিনি যে দর্শন দেবার জন্যে সকল সময় ব্যগ্র, ডাকলেই তিনি আসেন। এখন গুহার বাহিরে এস, রজনী-প্রভাতের আর বিলম্ব নাই।

গুরুদেব অদৃশ্য হইলেন।

তুলসীদাস বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বাকাশ জ্যোতির্ম্ময়, পৃথিবী আনন্দময়। চারিদিকে অপূর্ব্ব বনের শোভা। দেখিলেই মনে হয়, কে যেন গাছপালা সাজিয়ে রেখেছে। এক একটা ঝোপের মাথা সাদা ফুলে ঢাকা রয়েছে। ফুলগুলি ছোট, কিন্তু গন্ধ অতি মিষ্ট। পাছে পাহাড়ের গা এই সব ফুলের আচ্ছাদনে সাদা দেখায়, তাই মাঝে মাঝে লাল ফুলের অসংখ্য লতা। বাগানের মালী এ ফুলে গন্ধ দেন নি, কিন্তু রূপ দিয়েছেন। এত রূপ যে, তুলসীদাস দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গান ধরিলেন,—

কত রকমে সাজায়েছ নাথ তোমারি সংসার।
কত রূপ দিয়ে
কত গন্ধ ছড়ায়ে,
ভরিয়াছ দশ দিশি ওহে করুণাধার॥
ফুলেতে তোমারি রূপ,
গন্ধেতে তোমারি ধূপ,
আমারি হৃদয় শুধু করে হাহাকার।
সেথা তব রূপ নাই,
সেথা তব গন্ধ নাই,
কি দিয়ে তুষিব কোথায় বসাব (ওগো) আমার কণ্ঠহার॥

গাইতে গাইতে তুলসীদাসের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। চক্ষু মুছিয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, পর্ব্বতপাদমূলে দুই জন অশ্বারোহী পার্ব্বত্য-পথ অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। তাঁহাদের স্কন্ধে ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তূণ বা শরাধার। তাঁহারা অতি সুদর্শন, রূপে পার্ব্বত্য প্রদেশ আলো করিয়া চলিয়াছেন। তুলসীদাসের হৃদয় তখন রঘুনাথময়, তিনি অশ্বারোহি-দ্বয়-পানে বড় একটা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহারা ক্রমে অদৃশ্য হইলেন।

বেলা বাড়িয়া মধ্যাহ্ন হইল, তুলসীদাস একই স্থানে বসিয়া রহিলেন। গুরুজী কহিয়াছেন, আজ ইষ্টদেব-দর্শনলাভ হইবে, তখন ভক্ত আর স্থান ত্যাগ করিতে পারেন না—সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন গড়াইয়া সন্ধ্যা হইল, সূর্য্যদেব চক্ষুর অন্তরাল হইলেন, ভক্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। যখন অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না, তখন নিরাশ হইয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "কৈ গুরুদেব, আমি ত রঘুনাথজীর দর্শন পেলাম না।"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "প্রভাতে ত দর্শন পেয়েছ।"

"কৈ?"

"তোমার সম্মুখ দিয়ে রামলক্ষ্মণ অশ্বারোহণে—"

"ওঃ, তাঁরা? হায় হায়, আমি কি করলুম! আমি পেয়ে হারালুম!"

"শান্ত হও তুলসীদাস, আবার তুমি রঘুনাথজীর দর্শন পাবে।"

"পাব?"

"পাবে; কিন্তু তিনি তোমায় ছদ্মবেশে দর্শন দেবেন—তোমার পক্ষে চিনে লওয়া কঠিন হবে।"

"সে দেখায় ত আমার পিপাসার শান্তি হবে না। এই কর বাবা, যেন আমি নিয়তই তাঁকে দেখতে পাই।"

"ব্যস্ত হইও না বৎস, সময়ে সব পাইবে। এখন তুমি বৃন্দাবনে যাও। আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলাম। যখনই আমাকে স্মরণ করিবে, তখনই দর্শন পাইবে।"

৯

আজ মাধোর বিচার। রাজা বিচার করিতে বসিয়াছেন। ছোট-খাট অপরাধ নগরপাল বিচার করিতেন। মাধোর অপরাধ গুরুতর, রাজকন্যার গহনা চুরি! তার উপর আবার কোটালের সর্ব্বস্ব অপহরণ! সকলেই চটিয়াছে! পাত্রমিত্র কর্ম্মচারী প্রভৃতি লইয়া রাজা বিচার করিতে বসিয়াছেন। বিস্তীর্ণ বিচারালয় লোকে পরিপূর্ণ। সকলেরই অবারিত দ্বার, গোপনে বিচার হইত না। অঞ্জনা ঘরে থাকিতে না পারিয়া তার ছেলে দু'টিকে লইয়া আসিয়াছে। কোটাল তাহার দলবল সাক্ষী প্রমাণ লইয়া উপস্থিত। রাজকুমারী তাঁহার দাসীসহ রাজার পশ্চাতে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়াছেন।

বিচারালয়ের এক প্রান্তে অগ্নিকুণ্ড; কটাহে উত্তপ্ত তৈল, কুণ্ডে রক্তবর্ণ লৌহদণ্ড। শূল, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রাদি সন্নিকটে কিছু কিছু আছে। জল্লাদও হুকুম-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

অপরাধী আসিয়া যখন বিচারালয়ে প্রবেশ করিল, তখন তাহার উদ্বেগশূন্য প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইল। নির্ভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মাধো দাঁড়াইল এবং মনে মনে গুরুকে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে রাজাকে প্রণাম করিল। রাজা পূর্ব্বে তাহাকে দেখেন নাই; মাধোর প্রশান্ত বদন দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, "আমি এত অপরাধীকে দেখেছি, কিন্তু এমন নির্ভীক কাউকে দেখি নি। যে নির্দ্দোষ, তার মুখেও উদ্বেগ দেখিছি, কিন্তু এর মুখে শুধু শান্তি।" ক্ষণপরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অভিযোগ কি?"

জনৈক কর্ম্মচারী উঠিয়া কহিল, "চুরি। রাজকন্যার অলঙ্কার আগে চুরি করেছে, তারপর চোরের অনুসন্ধানে কোটালকে পাঠিয়ে কোটালের সব চুরি করেছে।"

রাজা। কোটাল যে কত বড় বিচক্ষণ কর্ম্মচারী তা এ হ'তেই বুঝা যাচ্ছে। যাক্, এখন চুরি করতে কেউ দেখেছে?

কর্ম্মচারী। না মহারাজ, রাজকুমারী ও তাঁহার দাসীরা যদি দেখে থাকেন।

রাজা। সে কথা পরে হবে, এখন কোটাল কৈ?

কোটাল যুক্তকরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা কহিলেন, "রাজকুমারীর সঙ্গে পাহারা ছিল?"

কোটাল। ছিল মহারাজ।

রাজা। শুনছি, চোর নাকি ডুবে এসে ডুবে পালায়। চোরের সন্ধানে তখনি লোক ছুটেছিল?

কোটাল। ছুটেছিল মহারাজ; গঙ্গার ধার বয়ে দু'দিকে লোক গিয়েছিল।

রাজা। তা'রা কাউকে দেখেছিল?

কোটাল। এক দিকে এক সন্ন্যাসীকে শুধু দেখেছিল।

রাজা। কে দেখেছিল, ডাক।

দুই জন প্রহরী কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কা'কে দেখেছিলি?"

প্রহরী ভাবিল, 'যদি বলি, একে দেখেছিলাম, তা হ'লেই ত রাজা বলবে, তবে তুই ধরিস নি কেন? শূলে ত দেবেই, তার পর আরও কিছু করতে পারে। গোলমালে কাজ নেই।' মুহূর্ত্তের মধ্যে চিন্তাটা করিয়া লইয়া প্রহরী কহিল, "মহারাজ, একটা সাধু দেখেছিলাম।"

রাজা। সে কি এই লোক?

প্রহ। না মহারাজ, তার বড় বড় জটা, বড় বড় মালা—

দ্বি-প্র। বড় বড় নখ, বড় বড় তিলক—

রাজা। সাধু কি করছিল?

প্র-প্র। জলে ব'সে ধ্যান করছিল।

দ্বি-প্র। ঠিক মুদ্দরের মত পড়েছিল।

রাজা। এ লোক নয়?

দ্বি-প্র। না মহারাজ, সে খুব বুড়া।

রাজা। আচ্ছা, তোরা যা; আর কি প্রমাণ আছে কোটাল?

কোটাল। চুরি করতে কেউ দেখে নি, কিন্তু—

রাজা। থামো, যারা দেখেছে, আগে তাদের জিজ্ঞেস করি।

রাজার আদেশে এক জন পরিচারিকা পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটা চুরি করেছিল ব'লে তোমাদের মনে হয়?"

দাসী। ঠিক বলতে পারি নে, আমরা তখন এত ভয় পেয়েছিলাম—

রাজা। রাজকুমারী কি বলেন?

দাসী। তিনি বলেন, এ সে নয়। তার চেহারা অতি ভয়ানক। তবে তার গলার স্বর মিষ্ট। এ লোকটা কথা কইলে অনেকটা অনুমান ক'রে বলতে পারি।

রাজা তখন মাধোর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কি?"

মাধো তার স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর করিল, "মাধোদাস, মহারাজের প্রজা।"

দাসী বলিয়া উঠিল, "এই ব্যক্তিই সেই লোক; তার গলার স্বর আজও আমার কানে লেগে আছে।"

রাজা। তুমি পর্দ্দার ভিতরে গিয়ে অন্যান্য দাসীদের জিজ্ঞাসা কর।

দাসী পর্দ্দার অন্তরালে গেল; ক্ষণপরে সেই স্থান হইতেই কহিল, "এই লোকটাই চোর ব'লে সকলে অনুমান করছে।"

রাজা। রাজকুমারী কি বলেন?

দাসী। তিনি ঠিক ক'রে বলতে পারছেন না।

রাজা অতঃপর কোটালের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি কি বলছিলে কোটাল?"

কোটাল। আমি বলছিলাম, চুরি করতে কেউ দেখে নি বটে, কিন্তু গঙ্গার কিনারা হ'তে চোবাই মাল সরাতে এক জন গোয়েন্দা দেখেছে।

রাজা। কৈ সে গোয়েন্দা?

অর্জ্জুন ভিড়ের ভিতর কোথায় বসিয়াছিল; এখন কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিল। মাধো ঝটিতি ফিরিয়া গোয়েন্দার পানে চাহিল; মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল, তার পর নিম্নমুখে দাঁড়াইয়া গুরুচরণ ধ্যান করিতে লাগিল। রাজা, গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে?"

অ। আমি মহারাজের গরীব প্রজা, নাম অর্জ্জুন।

রা। তুই কি জানিস্, বল্।

অ। আমি কিছু জানি নে মহারাজ, না, জানি—সব জানি, এই মাধো মস্ত চোর, অনেক চুরি করেছে।

রা। তুই এই চুরির কি জানিস বল্।

অর্জ্জুন অধোমুখে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে আসিয়া অবধি মাধোর পানে একবারও ফিরিয়া দেখে নাই। রাজা তাহাকে তাড়না করিয়া বলিলেন, "চুপ ক'রে রইলি যে? বল্।"

অ। মহারাজ আমাকে ক্ষমা কর, আমি বলতে পারব না।

রা। কেন পারবি নে?

অ। না মহারাজ, বলতে পারব না; আমাকে শূলে দিন্, আগুনে দিন, যা' ইচ্ছে করুন—আমি বলতে পারব না।

রা। তবে কোটালকে বললি কেমন ক'রে?

অ। মহারাজ, আমি বড় গরীব, গোয়েন্দাগিরি ক'রে কখন কিছু পাই, তাইতে সংসার চলে। অনেকগুলি পোষ্য, খেতে দিতে পারিনে। দু'দিন আমরা অনাহারে ছিলুম, ছেলেগুলো আমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল, আমি থাকতে পারলুম না, কোটালের কাছে গেলুম—

রা। তার পর?

অ। কোটালের কাছে কিছু চাইতে গিছলাম, না না, বলতে গিছলাম। কোটাল এই চুরির কথা তুলে আমাকে অনেক লোভ দেখালে। তার পর—তার পর আমি সব বললুম। কখন্ কি বলেছি, তা' আমার স্মরণ নেই।

মাধো আবার একবার অর্জ্জুনের পানে চাহিল: এবার আর চোখে আগুন নাই, শুধু জল। রাজা, অর্জ্জুনকে কহিলেন, "তখন তুই পেটের দায়ে কোটালের কাছে সব কথা বলেছিস, এখন তোকে প্রাণের দায়ে সব বলতে হবে; না বলিস, শূলে যাবি।"

অর্জ্জুন তথাপি নীরব। রাজা কহিলেন, "এখনও চুপ্ ক'রে! জল্লাদ!"

মাধো তখন অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে কহিল, "প্রাণের কাছে কিছুই বড় নয় অর্জ্জুন, যা' জান, সত্য বল।"

অর্জ্জুন মাধোর পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ মাধো?"

মা। সে রাত্রির ঘটনা যা' জান, বল।

অ। মাধো, মাধো—

মা। আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি, বল।

অর্জ্জুন এবার কাঁদিয়া ফেলিল। আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল, "তবে শুনুন মহারাজ, আজ এক মহাপাপী নিজের জীবন বাঁচাতে তার জীবনদাতাকে মারিতে উদ্যত হয়েছে; মা গঙ্গা, আমাকে ক্ষমা কর; মহারাজ, মাধোদাস অলঙ্কারগুলি

চুরি ক'রে গঙ্গার ধারে পুতে রেখেছিল, সেখান হ'তে উঠিয়ে আনতে আমি তাকে দেখেছি।"

১০

সভাতল চমকিত হইল। মাধোর মুখ দেখিয়া অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, মাধো নির্দ্দোষ। রাজারও তাই ধারণা জন্মিয়াছিল; এক্ষণে গোয়েন্দার কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। মাধোর প্রতি একটু দয়া, একটু সহানুভূতি তাঁহার হৃদয়মধ্যে দেখা দিয়াছিল; এখন সে-সব ছুটিয়া পলাইল। তাহাদের স্থানে আসিল—ক্রোধ ও কঠোরতা। রাজা বজ্রনির্ঘোষতুল্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধো দাস, তুমি রাজকুমারীর অলঙ্কার চুরি করেছ?"

মাধো। এ জন্মে করি নি মহারাজ।

রাজা। সত্য বলছ?

মাধো। সত্য বলছি, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলছি।

রাজা। পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ?

মাধো। আছি মহারাজ।

রাজা। কিরূপ পরীক্ষায় প্রস্তুত আছ?

মাধো। যে কোনও পরীক্ষায়—যাহাতে মহারাজের সন্তোষ হয়।

রাজা। অগ্নি-পরীক্ষা?

মাধো। সম্মত আছি।

রাজা তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করিলেন, "জল্লাদ, লৌহদণ্ড উত্তপ্ত কর।"

জল্লাদ। দু'দণ্ড ধ'রে লোহা পুড়ছে, মহারাজ!

রাজা। নিয়ে এস।

জল্লাদ। নিয়ে যাওয়া কিছু কঠিন—

রাজা। আচ্ছা থাক্, বন্দী গিয়ে নিয়ে আসছে—যাও মাধো।

মাধো দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল এবং কুণ্ডের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তপ্ত তৈল বা তপ্ত দণ্ডের কখন প্রয়োজন হয় না—অপরাধীদের ভয় দেখাইবার জন্য বিচারের সময় প্রস্তুত থাকিত। অগ্নির হুঙ্কার শুনিয়াই অপরাধীরা সচরাচর দোষ স্বীকার করিত, আগুনের কাছে যাইত না। জল্লাদ দুঃখিত অন্তরে ভাবিত, এক দিনও সে তাহার কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না। আজ সে মহা আনন্দিত। আগুনের সম্মুখে মাধো যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন জল্লাদ গোঁফে মোচড় দিয়া সোল্লাসে কহিল, "লে, উঠা।"

মাধো তখন করযোড়ে অগ্নিকে স্তব করিয়া কহিল, "হে অগ্নিদেব, তুমি চার যুগ বর্ত্তমান, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সব দেখেছ, এখনও দেখ্ছ। আমি তোমার মহিমা জানি না, স্তবও জানি না। এ মূর্খের কথা শুন দেবতা, আমি যদি এই জন্মে চুরি করিয়া থাকি, তবে আমাকে পুড়িয়ে ফেল, আর যদি আমি সত্যই এ জন্মে চুরি না ক'রে থাকি, তবে তুমি আমার অঙ্গে শীতল হও। ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমি সাক্ষী, জয় গুরু—" বলিতে বলিতে মাধো কুণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইয়া রক্তবর্ণ দণ্ড উঠাইয়া লইল। দণ্ড লইয়া মাধো রাজসিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইল। যে পথ দিয়া যাইতেছিল, সেই পথের দুই পাশের লোকেরা উত্তাপে ঝলসিয়া গেল, কিন্তু মাধো কিছুমাত্র উত্তাপ অনুভব করিল না। রাজা নির্ব্বাক্, সভাতল স্তব্ধ। রাজা বা তাঁহার প্রজারা অদ্যাবধি কাহাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে দেখেন নাই, এই প্রথম।

মাধো কহিল, "মহারাজ, এই দণ্ড বড় শীতল, বড় কোমল, লোহা এত কোমল হয়, তা' জানতাম না, ধর্ম্মের মহিমা এমনি, তা' কখন ভাবি নি।"

এক জন কহিল, "লোহা যে গ'লে পড়ছে, তাই তোমার হাতে নরম ঠেক্ছে।"

সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিলেন; রাজা, রাজকুমারী প্রভৃতি সকলেই চমৎকৃত হইলেন। সকলে দেখিল, লোহা সত্যই গলিয়া মাধোর মুঠার উপর পড়িতেছে। মাধোর চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারাও সেই সঙ্গে পড়িতে লাগিল। রাজা আত্মসংবরণ করিয়া স্নেহের সহিত মাধোকে কহিলেন, "মাধো, তুমি মুক্ত, আর তোমাকে শত মুদ্রা পারিতোষিক দিতেছি।"

মাধো। মহারাজ, দয়া ক'রে পারিতোষিকটা গোয়েন্দার ছেলেদের দেবেন।

রাজা। বেশ, তাই হবে। এখন তুমি দণ্ডটা যথাস্থানে রেখে এস—উত্তাপ সকলেরই অসহ্য বোধ হচ্ছে। প্রহরি, এই মিথ্যাবাদী গোয়েন্দাকে বাঁধ, আর ঐ দাসীকয়টাকে ধর। দাসীদের মাথা মুড়িয়ে বিদায় কর, আর গোয়েন্দাকে আগুনের ভেতর ফেলে দেও।

প্রহরী স্ফূর্ত্তির সহিত গোয়েন্দাকে ধরিল। পর্দ্দার অন্তরাল হইতে ক্রন্দনের স্বর উঠিল। মাধো তখন যুক্তকরে কহিল, "মহারাজ, গোয়েন্দা মিথ্যা বলেনি, দাসীরাও মিথ্যা কয়নি—তাদের কোন অপরাধ নেই।"

রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি তুমি চুরি করেছ?"

মাধো। এ জন্মে করি নি, পূর্ব্বজন্মে করেছিলাম।

রাজা। তুমি কি বলতে চাও, রাজকুমারীর অলঙ্কার তুমি পূর্ব্বজন্মে চুরি করেছিলে?

মাধো। তাই আমি বলতে চাই মহারাজ!

রাজা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না;

চুরি ত হয়েছে আজ ক'দিন আগে, এর মধ্যে তোমার জন্মান্তর হ'ল কিরূপে ?

মাধো। তবে শুনুন মহারাজ, ক'দিন আগে আমার পূর্ব্বজন্মে যখন এই চুরি ক'রে দেখলাম, চারিদিকে ধর্‌পাকড় হচ্ছে, তখন আমি ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাই। পথে এক গাঁয়ে ভাগবত-পাঠ হচ্ছিল, আমি শুনতে বসলুম। বৈষ্ণব-ঠাকুর বললেন, "কৃষ্ণমন্ত্রে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট যে দীক্ষা লয়, সে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে।" আমি তাই শুনে তাঁর নিকট পরদিন দীক্ষা নিলাম। তিনি আমার সমস্ত পাপ নিয়ে আমাকে নূতন জন্ম দিলেন।

বলিতে বলিতে মাধোর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু অশ্রুময় হইল। একটু স্থির হইয়া পুনরায় কহিল, "পিতায় যা করে না, সন্তানে যা করে না, তিনি আমার জন্যে তাই করলেন—আমার সমস্ত পাপ নিয়ে আমাকে পাপমুক্ত করলেন। আমি পাপমুক্ত দেহ নিয়ে ঘরে ফিরলাম। যার দেহে পাপ নেই, তাকে অগ্নিদেব পোড়ান না, অস্ত্র তার গায়ে বিদ্ধ হয় না। মহারাজ, আমি পাপশূন্য—আমি এ জন্মে এখনও কোন পাপ করিনি ; কিন্তু পূর্ব্বজন্মে করেছিলাম ; গোয়েন্দা মিথ্যা বলেনি।"

রাজা চমৎকৃত হইলেন ; এ ভাবের কথা পূর্ব্বে কখন তিনি শুনেন নাই। তিনি চিন্তা করিলেন, সত্যই কি এমনটা হয় ? যদি সত্যই না হবে, তবে এ পাপী কিরূপে অগ্নির কবল হ'তে পরিত্রাণ পেলে ? অগ্নি-পরীক্ষাটা তা হ'লে ঠিক শুনেছিলাম, অগ্নিদেব নিষ্পাপ সীতা দেবীকে পোড়াননি ; আজ আমরা সকলেই ত তাই দেখ্‌লুম। পাপশূন্য মানুষ আগে আমি দেখিনি। ইচ্ছা করছে, মাধোকে বুকে জড়িয়ে ধরি, তা হ'লে আমার পাপ দূর হ'তে পারে। মাধো মহা ভাগ্যবান্‌, নইলে এমন গুরু পাবে কেন ? আর গুরুর কথায় তা'র বিশ্বাসই বা কি ! তাঁরই কথায় বিশ্বাস ক'রে মাধো আপনাকে নিষ্পাপ মনে করছে ; অগ্নিদেব সে বিশ্বাসের সম্মুখে শীতল হলেন। ধন্য মাধো, তুমি আমার রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বড়।

রাজাকে দীর্ঘকাল চিন্তিত থাকিতে দেখিয়া মাধো চিন্তিত হইল ; বলিল, "মহারাজ, যদি আমার পূর্ব্বজন্মের অপরাধের জন্য আমাকে এ জন্মে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার ইচ্ছামত শাস্তি আমাকে দিন্‌, কিন্তু অস্ত্র বা অগ্নি আমাকে গ্রহণ করবেন না।"

রাজা। মাধো, তুমি আমাকে পরাস্ত করেছ ; তোমাকে শাস্তি দেবার অধিকার আমার নেই। তুমি আমার চেয়েও বড়।

তার পর সভাসদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "মাধো আজ যে দীক্ষা নিয়ে বড় হয়েছে, তা নয়, সে চিরদিনই বড়। এই ঘৃণিত গোয়েন্দা মাধোকে মারতে এসেছিল, কিন্তু মাধো তাকে বাঁচালে। বাঁচালে আবার কিরূপে ? নিজেকে ছোট ক'রে। তোমাদের মধ্যে কার এমন সাহস আছে, এমন প্রাণ আছে যে, এই শত শত লোকের মধ্যে, রাজার সিংহাসনের সুমুখে দাঁড়িয়ে নিজের দুষ্কৃতির কথা, ঘৃণিত অপরাধের কথা স্বীকার করতে পার ? তোমরা কেউ পার কি না, জানি না, কিন্তু আমি পারি না। মাধো তোমাদের রাজার চেয়েও বড়।"

মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদেরা বলিয়া উঠিলেন, "মাধো আমাদের সকলের চেয়ে বড়।"

রাজা। আমার ইচ্ছা, মাধোকে সহরের কোটাল করি। তার যেমন বুদ্ধি, কৃতিত্ব—

মন্ত্রী। মাধো কোটাল হ'লে সহরে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

মাধো। মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করবেন—

বলিতে বলিতে মাধো ছুটিয়া পলাইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। অঞ্জনাও ছেলেদের নিয়ে পিছন পিছন ছুটিল।

স্ত্রী গৃহে আসিলে মাধো কহিল, "শীগ্‌গির পুঁটলি বাঁধ, পালা, পালা।"

অঞ্জনা। কেন গো ?

মাধো। এ দেশে আর থাকা হবে না।

অঞ্জনা। কি হয়েছে শুনি ?

মাধো। রাজা ক্ষেপেছে।

অঞ্জনা। রাজা তোকে এত আদর-যত্নি করলে, আবার ক্ষেপেছে কি রে ?

মাধো। আরে, আমার মত চোরকে যে আদর-যত্নি করে, সে ক্ষেপেনি ত কি ?

অঞ্জনা। ভেতরের কথাটা কি, খুলে বল্‌ দেখি।

মাধো। এ রাজ্যিতে আর চুরি করা চলবে না।

অঞ্জনা। চুরি আর নাই করলি ; রাজার সুনজরে যখন পড়েছিস, তখন আর তোর ভাবনা কি ?

মাধো। আরে বাপ রে, চুরি না ক'রে আমি থাকতে পারব না। চল্‌ চল্‌—

অঞ্জনা। কোথায় যাবে ?

মাধো। এখন ত তোর বাপের বাড়ী চল্‌, তার পর কাশীর দিকে যাওয়া যাবে।

১১

বিল্বগ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস। বিল্বলা ও বিথুরার এই গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। বিথুরা থাকিতেন গ্রাম-প্রান্তে, বিভিন্ন পল্লীতে; তাহা হইলেও তিনি বিল্বলার নিকট প্রায় যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাকে মাতৃস্থানে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

বিল্বলার স্বামী সীতাপতি গ্রামের মধ্যে এক জন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। তাঁহার শিষ্য, যজমান, জমা-জমী যথেষ্ট; মান-সম্ভ্রম, পুত্র-কন্যা, নাতি-পুতি কিছুরই অভাব নাই। শুধু অভাব ছিল শান্তির। সেটা বুঝি ভগবান্ সংসারী মানবের অদৃষ্টে লেখেন নাই। এক আত্মীয়—সম্বন্ধে ভ্রাতুষ্পুত্র—তাঁহার শান্তির অন্তরায় হইয়াছিলেন। এই আত্মীয় জানকীবল্লভ সচরাচর বড় অনাত্মীয়ের কাজ করিতেন। তাঁহার বয়স ছিল, গায়ে শক্তি ছিল, হিংসা-দ্বেষ তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট ছিল; সুতরাং তাঁহাকে সীতাপতি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। উভয়ের বাড়ী পাশাপাশি, আগে এক বাড়ী ছিল; এখন হাঁড়ির সঙ্গে বাড়ীও ভাগাভাগি হইয়াছে। ভাগাভাগি হইলেও নিস্তার ছিল না, জানকীবল্লভ নিয়তই নূতন নূতন হাঙ্গামা তুলিয়া সীতাপতির জীবন অশান্তিময় করিয়া তুলিতেন। সীতাপতির ঘর-দ্বার অনেক বাড়িয়াছে, জানকীবল্লভের যা ছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সীতাপতির গৃহে গরু, মহিষ, নাতি-পুতি অনেক; জানকীবল্লভের ঘরে স্ত্রী নিরুজা ছাড়া আর কেহ নাই। এক জনের ঘরে ধান-ভরা মরাই, গম-ভরা গোলা, মাঠ-ভরা ফসল; আর এক জনের ঘরে অভাব অনাটন। সুতরাং হিংসা, কলহ নিয়ত হাঁটাহাঁটি করিত। এক জনের ঘরে দেব-পূজা, অপরের ঘরে ইন্দ্রিয়পূজা; এক স্থানে দান, অতিথিসৎকার; অপর স্থানে ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা। সুতরাং দুই ঘরের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সম্ভবপর নয়।

সীতাপতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, বিষয়কর্ম্মাদি আর দেখিতে পারেন না; উপযুক্ত ছেলেদের হাতে সে সব ভার অর্পণ করিয়া নিজে জপ পূজা লইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাস নিরীহ প্রকৃতির লোক—বিবাদ-বিসম্বাদে কখন যাইতেন না; জানকীবল্লভের নিকট অপমানিত হইলেও তিনি কথা কহিতেন না। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র রামসেবক অতি দুষ্ট ও কলহপরায়ণ।

একদা মধ্যাহ্নে এক সাধু আসিয়া জানকীবল্লভের গৃহদ্বারে 'হরি নারায়ণ' বলিয়া দাঁড়াইলেন। জানকী সদরে ছিলেন; কহিলেন, "এখানে কিছু হবে না, পাশের বাড়ী যাও।"

"এক টুক্‌রা রোটীও কি তোমার ঘরে নেই বাবা?"

"আ গেল যা, ঘরের সন্ধান নিতে এসেছে না কি! ব'লে দিলুম, এখানে হবে না, ব্যস, অন্য পথ দেখ গে।"

"তা'ই দেখ্‌ছি বাবা, ক্রোধ করো না।"

নিরুজা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "অতিথি ফিরিও না—আমি ভিক্ষা দিচ্ছি।"

জানকী স্ত্রীর প্রতি কহিলেন, "তুই কা'র দিবি রে? বলি আমার, না তোর বাপের?"

নিরুজা। দেখ, অনেক ভাগ্য করলে অতিথি পাওয়া যায়; ভাগ্যকে লাথি মেরে অপমান করো না।

জানকী। করি করব, তোর কি রে?

নিরুজা কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেঁদো না মা; তুমি একটা হরীতকী দিলেও আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাই।"

জানকী। আমি তাও দিতে দেব না বেটা ভণ্ডকে।

সন্ন্যাসী। কি আর করব মা? এখন আমি চললুম। একটা কথা ব'লে যাই, তুমি সকাল সন্ধ্যায় রামনাম জপ করো, তাঁর নামে অশুভ নষ্ট হয়।

জানকী। আমার অশুভটা কোথায় দেখলে?

সন্ন্যাসী। তোমার এই ঘর যে জ্ব'লে যাচ্ছে বাবা।

জানকী। তুমি জ্বালাবে মতলব করেছ না কি?

সন্ন্যাসী। তুমিই জ্বালাবে।

জানকী। কেন, সব খুইয়ে তোমার চেলা হ'তে হবে না কি?

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন; বলিলেন, "তাঁর কি ইচ্ছা, জানি না ত বাবা।"

জানকী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাধু গান গাইতে গাইতে প্রস্থান করিলেন—

"দয়া ধরমকি মূল হৈঁস, নরক মূল অভিমান,
তুলসী মৎ ছড়িয়ে দয়া যব কণ্ঠাগত জান্।"

গাইতে গাইতে সীতাপতির গৃহদ্বারে সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সীতাপতি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রণাম করিলেন; প্রচুর ফল আনিয়া সাধুর চরণ-সমীপে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমি ধন্য হইলাম।" সাধু কিঞ্চিৎ ফল উঠাইয়া লইয়া কহিলেন, "বেশী প্রয়োজন নেই বাবা।" কিছু দূরে বিল্বলা ছিলেন, তিনি ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "সাধুকে আজ ছেড়ে দেওয়া হবে না, তাঁর মেয়ের ঘরে আজ সেবা নিতে হবে।"

সাধু। আমি কাঙ্গাল ভিক্ষুক, পথে পথে ঘুরে বেড়াই, বৃক্ষতল আমার আশ্রয়।

বিল্বলা। তা' হবে না বাবা, আজ আমি ছাড়ব না।

সাধু। তবে আয়োজন কর।

বিল্বলা আয়োজনে তৎপর হইলেন। সীতাপতি

অতিথিকে আসনে বসাইয়া পদ ধৌত করিয়া দিলেন এবং উত্তরীয় দ্বারা চরণযুগল সযত্নে মুছাইয়া দিলেন। সাধু সুস্থির হইয়া আসনে বসিলে ক্ষণমধ্যে বিল্বলা আহার্য্য আনিলেন। বিল্বলার অনেক বয়স হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেহে শক্তির অভাব হয় নাই। আজ সে শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল—তিনি অতি উৎসাহভরে দধি, দুগ্ধ, পায়স আনিয়া অতি পরিতোষ সহকারে অতিথিকে ভোজন করাইলেন। আহারাদি সমাপ্ত হইলে বিল্বলা হরীতকী দিয়া কহিলেন, "নানকজির বরপুত্র, আমাকে চিন্‌তে পার কি ?"

সাধু। কে মা তুমি ?

বিল্বলা। আমার নাম বিল্বলা, বাপের ঘর রাজাপুরে ; হুলসী দেবী আমার গ্রাম-সম্পর্কে দিদি।

সাধু। মা, আমার আশ্রম কাশীতে।

বিল্বলা। আমার কাছে লুকিয়ে কি হবে বাবা ? আমি তোমাকে একবার দেখেই চিনেছি—তুমি আমাদের কত আদরের তুলসীদাস।

সাধু। এইবার অনুমতি দেও মা, আমি যাই।

বিল্বলা। আবার কি দেখা পাব বাবা ?

সাধু। পাবে—কাশীতে। সেইখানে স্বামীকে নিয়ে যাও।

বিল্বলা। তুমি যা' বলবে, তাই করব ; তুমি যে আমার বড় ছেলে।

সাধু। আর এক কাজ করো মা : ক্ষুধার্ত্তকে, ভিক্ষুককে কখন বিমুখ করো না, অতিথি-সেবা না ক'রে কোন দিন অন্ন গ্রহণ করো না।

সীতাপতি। আপনি এরূপ আদেশ করছেন কেন ? আমরা কখন ত অতিথি ফিরাই না।

সাধু। তোমরা না ফিরাও, তোমাদের পুত্র ফিরায়ে থাকে।

উভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। সীতাপতি কহিলেন, "এ তবে রামসেবকের কাজ ; এখন বাবা উপায় ?"

সাধু। উপায়ের কর্ত্তা রঘুনাথ ; আমি অতি ক্ষুদ্র, কি উপায় করব বাবা ?

বিল্বলা। তুমি আমাদের কাছে খুব বড়—

সাধু। তাল-নারিকেলও খুব বড়, কিন্তু তাহারা সূর্য্যের উত্তাপ হ'তে আশ্রয় দিতে পারে না ; ফলও অনেক দূরে। আমি আজ গুরুজীর প্রেরণায় তোমাদের গৃহে ভিক্ষা নিতে এসেছিলাম। তোমাদের অতিথিসৎকারে আমি বড়ই তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু কর্ম্মফল সহজে অতিক্রম করা যায় না।

বিল্বলা। আমাদের উপায় কর বাবা, নইলে আমি তোমার চরণ ছাড়ব না।

সাধু। উপায় করেছে তোমাদের কর্ম্ম। এখন কাশী যাও—রঘুনাথ তোমাকে চিরায়ুষ্মতী করুন।

উভয়ে সাধুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সাধু ভজন গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।—

"সব বন তুলসী ভেয়ো, সব পাহাড় শালগেরাম।
সব পাণি গঙ্গা ভেয়ো যেস্ ঘটমে বিরাজে রাম॥"

১২

যে রাত্রিতে তুলসীদাস রত্নাবলীর সহিত কলহ করিয়া শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন, সে রাত্রি রত্নাবলীর পক্ষে দুর্ব্বিবহ হইল। কোনরূপে ধৈর্য্যধারণ করত রাত্রিটুকু পিত্রালয়ে অতিবাহিত করিয়া রত্নাবলী অতি প্রত্যুষে এক জন দাসী-সমভিব্যাহারে গৃহত্যাগ করিলেন। শ্বশুরালয়ে যখন উপনীত হইলেন, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। রত্নাবলী আসিয়াই আগে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, তথায় স্বামী নাই, শয্যা কেহ যে স্পর্শ করিয়াছে, এরূপ অনুমিত হইল না। রত্নাবলী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে হুলসীদেবী আসিয়া বউকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন ক'রে ব'সে কেন বউ-মা ?"

"তিনি কৈ মা ?"

বৃদ্ধা বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "সে কি মা ! তুলসী যে তোমার পিছন পিছন কাল গিয়েছে।"

রত্নাবলী অনুতাপদিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "মা, আমি সেখান হ'তে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

শাশুড়ী। সর্ব্বনাশ করেছ মা, সে যে আমার বড় অভিমানী।

দুই জনে সমস্ত দিন অনাহারে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। পলাতক আসিল না। ক্রমে রাত্রি হইল, উভয়ে দ্বারের নিকট জাগিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, কেহ আসিল না। দিনের পর দিন বহিয়া যাইতে লাগিল, স্নেহের জিনিস ঘরে আর ফিরিয়া আসিল না। কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে উভয়ে চমকিয়া উঠেন, দ্বারে শব্দ শুনিলে ছুটিয়া আসেন। এইরূপে প্রতীক্ষায় এক বৎসর কাটিল। যাহারা তুলসীদাসের অনুসন্ধানে চারিদিকে গিয়াছিল, তাহারাও একে একে ফিরিয়া আসিল। কেহ তুলসীদাসের কোন সন্ধান আনিতে পারিল না।

একদা রত্নাবলী কহিলেন, "মা, এমন ক'রে ত আর দিন কাটে না।"

হুলসী। কি করতে চাও মা ?

রত্না। চল, আমরা ঘরদ্বার ছেড়ে কাশী যাই।

হুল। সেখানে গেলেই কি তার দেখা পাব ?

রত্না। কি জানি কেন, কিন্তু আমার মন আর ঘরে থাকতে চাচ্ছে না।

হুল। আমরা চ'লে গেলে পর তুলসী যদি ঘরে এসে দেখে আমরা নেই ?

রত্না। সে কথা সত্যি, কিন্তু মা, আমার ভিতর হ'তে কে ব'লে দিচ্ছে, তিনি আর ঘরে ফিরবেন না।

বলিতে বলিতে রত্নাবলী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

স্নেহময়ী শাশুড়ী 'চুপ কর' বলিয়া নিজেই কাঁদিয়া ভাসাইলেন।

তাঁহারা আবার এক বৎসর তুলসীদাসের প্রতীক্ষায় শূন্য গৃহে শূন্য-হৃদয়ে পড়িয়া রহিলেন। সহসা রত্নাবলী এক দিন নিশিশেষে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ আসিয়া রত্নকে বলিতেছেন, "আজও ঘরে ব'সে কেন বাচ্ছা ?"

রত্ন স্বপ্নঘোরে উত্তর করিলেন, "কোথায় যাব বাবা ?"

"যে পথে তোমার স্বামী গিয়েছেন।"

"তিনি কি আর ঘরে ফিরবেন না ?"

"না। এক দিন আসবেন, শুধু জন্মভূমি দর্শন করতে।"

"আমি তাঁর দর্শন পাব ?"

"পাবে, কিন্তু এখানে নয়।"

"কোথায় দর্শন পাব ?"

"কাশীতে।"

রত্নাবলীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি পার্শ্বে শায়িতা শাশুড়ীকে উঠাইয়া কহিলেন, "মা, কাশী চল।"

"কেন ?"

"তিনি কাশীতে আছেন।"

"কেমন ক'রে জানলে ?"

"এইমাত্র স্বপ্নে এক মহাপুরুষের নিকট জানলুম, তিনি কাশীতে আছেন।"

"তবে চল মা, আমিও যাই।"

"তুমি যেতে পারবে ?"

"নিশ্চয় পারব। তাকে না দেখে আমি মরব না—ভয় নেই।"

পরদিন প্রভাতে উভয়ে গো-শকটে উঠিলেন। সঙ্গে দুই জন অনুগত প্রতিবাসী চলিল। তাহাদের বিশেষ লোভ বিশ্বেশ্বর-দর্শন; তুলসীদাসের প্রতি তাহাদের অনুরাগও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে চাষবাস তাহারাই দেখাশুনা করিত। এখন তাহারা নিজেদেরই দুইখানা শকট লইয়া সঙ্গে চলিল। দুই শকটে চালক নিয়ে ছয় জন; আর তৈজস ও খাদ্যাদিও সঙ্গে কিছু কিছু থাকিল। পথে পাক করিয়া খাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

দুই দিন পথে কাটিল। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে যান দুইটি এক অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। অরণ্য পার হইলে গ্রাম পাওয়া যাইবে; সেইখানে রন্ধনাদি হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। অরণ্যপথ সঙ্কীর্ণ ও অসরল; চারিদিকে পাহাড়, কখন উঠিতে হইতেছে, কখন বা নামিতে হইতেছে। অরণ্য নিবিড় নয়, তবে বন্যজন্তুর অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। হুলসী ও রত্নাবলী যে গাড়ীতে বসিয়া চলিয়াছেন, সে গাড়ীখানা কিছু পিছনে পড়িয়াছে। বেশী পিছন হইবে না, শত হস্ত হইতে পারে, কিন্তু মধ্যে বাঁক থাকায় এ-গাড়ী ও-গাড়ীকে দেখিতে পাইতেছিল না। যখন গাড়ী দুইখানি এই ভাবে অবস্থিত, তখন পশ্চাতের গাড়ীর সম্মুখে সহসা কয়েক জন দস্যু নিঃশব্দে যষ্টিহস্তে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহীরা চমকিয়া উঠিলেন। শকটচালক লাঠি তুলিবার পূর্ব্বেই এক জন দস্যু তাহা ছিনাইয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। তৃতীয় ব্যক্তি লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল; যাহা লুণ্ঠনযোগ্য, তাহা লইয়া রত্নাবলীকে কহিল, "তুমি নেমে এস।"

রত্ন। আর কি চাও ?

দস্যু। তা' পরে জানবে।

রত্ন। অলঙ্কার চাও ? আমি খুলে দিচ্ছি—

দস্যু। তোমাকে পেলে সে ত পাবই।

রত্ন। আমি মাকে ছেড়ে যাব না।

দস্যু। জোর করতে হবে না কি ?

হুলসী দেবী চীৎকার করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমার বাছাকে নিয়ে যেও না; যা' চাও, তাই দেব।"

দস্যু উত্তর না করিয়া রত্নাবলীকে ধরিতে উদ্যত হইল। রত্নাবলী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কোন ফল হইল না, দস্যু রত্নাবলীর হাত ধরিল। রত্নাবলী কাতরে ডাকিলেন, "রঘুনাথ, রক্ষা কর।" রঘুনাথ রক্ষা করিলেন না। দস্যু তাঁহাকে টানিয়া লইয়া জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। হুলসী তখন চীৎকার করিয়া তাঁহার অনুচর দুই জনকে ডাকিতে লাগিলেন,—'লছমন, ভরত'। ইতিপূর্ব্বে শকটচালকও অনেক চীৎকার করিয়াছিল কিন্তু অগ্রবর্ত্তী শকটের আরোহীদের কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। হুলসীদেবীর ক্ষীণ কণ্ঠের চীৎকার সে অরণ্যের ভিতর কে শুনিবে ? সাহায্যার্থে কেহ আসিল না। হুলসী চোখেও কম

দেখেন, পায়েও বল নাই; তবু তিনি শকট হইতে নামিয়া দস্যুদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, তোমরা আমাকেও নিয়ে যাও।" কয়েক পদ যাইতে না যাইতে তিনি পড়িয়া গেলেন। শকটচালক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইল এবং গাড়ীতে উঠাইয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল। উদ্দেশ্য, সহযাত্রীদের সাহায্য প্রার্থনা।

প্রথম শকটের অবস্থাও শোচনীয়। আরোহীরা দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠিত হইয়াছিল। শুধু লুণ্ঠিত নয়, প্রহৃতও হইয়াছিল। লছমন, ভরত, পৌরাণিক লক্ষণ-ভরতের ন্যায় বীর্য্যশালী না হইলেও সহজে পরাভব স্বীকার করেন নাই, যুদ্ধ দিয়াছিলেন; কিন্তু আততায়ীর শক্তিশেলে বিমর্দ্দিত হইয়া ধরা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় শকটের চালক আসিয়া দেখিল, তাহারই অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সহযাত্রীদের সাহায্য লইয়া দস্যুদের অনুসরণ করা দূরে থাক্, এক্ষণে তাহাকে তাহাদের শুশ্রূষা করিতে হইল। সকলে একটু সুস্থ হইলে পরামর্শ করিতে বসিলেন। সামান্য তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় রত্নাবলীর অন্বেষণ সম্ভবপর নয়; নিকটবর্ত্তী গ্রামে আপাততঃ আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য এবং গ্রামবাসীদের সাহায্য লইয়া দস্যুদের অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত। পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা গ্রামাভিমুখে শকট ছুটাইয়া দিলেন।

১৩

তুলসীদাস যখন বৃন্দাবনে আসিলেন, তখন জীবগোস্বামী বৈষ্ণব-জগতের রাজা। তৎপূর্ব্বে রূপগোস্বামী দেহ রক্ষা করিয়াছেন; তাঁহার তিরোধানের তের মাস পূর্ব্বে সনাতন গোস্বামী দেহ রাখিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি তখনও বর্ত্তমান। রঘুনাথ ঝোপে জঙ্গলে তাঁহার কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন, আর ভট্ট-গোস্বামী তাঁহার রাধারমণকে লইয়া উন্মত্ত।

তুলসীদাস বৃন্দাবনে আসিয়া শুনিলেন, চতুর্দ্দিকে রাধাকৃষ্ণ-ধ্বনি; সীতারাম কেহ বলে না। তুলসীদাস ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। গৃহের ভিতরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাম-নাম করিতে লাগিলেন। কর্ণে শুধু সেই নামই ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল, বাহিরের রাধাকৃষ্ণ-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে আর প্রবেশ করিল না।

জীবগোস্বামী তাহা শুনিলেন। শুনিয়া একদা অপরাহ্ণে সপার্ষদ তুলসীদাসের বাসাবাটীতে উপনীত হইলেন। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না; কিন্তু উভয় উভয়ের নাম শুনিয়াছিলেন। তুলসীদাস তখন রামনামে বিভোর, জীবগোস্বামীও তাঁহার সহিত উচ্চৈঃস্বরে রাম-নাম করিতে লাগিলেন। উভয়ের নয়নে বারিধারা গড়াইতে লাগিল। যখন তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তখন তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন। তুলসীদাস ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীজীবের প্রতি নেত্রপাত করিলেন; ক্ষণেকের জন্যে তীক্ষ্ণনয়নে চাহিলেন, তার পর শ্রীজীবের চরণোপরি লুটাইয়া পড়িলেন। গোস্বামি-মহারাজ চরণ সরাইয়া লইয়া শ্রীরামভক্তের পদধূলা লইলেন এবং যুক্তকরে কহিলেন, "আপনি পরমবৈষ্ণব, আমার মাথার মণি।"

তুলসীদাস লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আপনি বৈষ্ণব-চূড়ামণি, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—আমি আপনার দাসানুদাস।"

জীব। আমরা সকলেই এক জনের দাস—ত্রিভুবনতারণ রঘুনাথজী আমাদের পিতা ও প্রভু।

তুল। আপনার মুখে রঘুনাথজীর নাম শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, এখানে সকলের মুখেই শুনি কৃষ্ণনাম।

জীব। কৃষ্ণ আমাদের হৃদয় কর্ষণ করেছেন, রাম আমাদের হৃদয় রমণ করেছেন। রামই ত নাম বদলে রূপ বদলে কৃষ্ণ হয়ে এসেছেন।

তুল। আপনারা মহাবীরের পূজা করেন?

জীব। করি বৈ কি। তাঁর মুখ ভক্কার, লেজ প্রকৃতি; মহাবীর প্রসন্ন না হ'লে রঘুনাথজীর প্রসন্নতা-লাভ দুরাশা।

তুল। আপনারা ত সীতারামের ভজন করেন না।

জীব। তাঁদের যে ভজন না করে, সে ত বৈষ্ণব নয়। যে বৈষ্ণব, সে সীতারাম ও রাধাকৃষ্ণের ভজন করবে। যাঁর যেমন রুচি, তিনি সেই নামে ডাকবেন। কেউ কৃষ্ণ ব'লে হাতে বাঁশী দেন, কেউ রাম ব'লে হাতে ধনুর্ব্বাণ দেন।

তুল। শুনেছি, আপনার পিতা রামভক্ত ছিলেন।

জীব। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, রাম-নামে তাঁহার রুচি ও প্রেম ছিল।

তুল। আমার প্রীতি ও প্রেম যে রূপে, সে রূপ ত এখানে কোন বিগ্রহে দেখতে পাই না।

জীব। কেন দেখতে পাবেন না? ভক্ত যে রূপ দেখতে চাইবে, তিনি সেই রূপে তাকে দেখা দেবেন। রূপ ত আমরাই গড়ি।

তুল। আপনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ, আপনার উপদেশে আমি ধন্য হলাম।

জীব। আমি বৈষ্ণবমাত্রেরই দাস, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সামান্য, আপনার ন্যায় মহাত্মাকে আমি কি উপদেশ দেব?

তুল। যথেষ্ট দিয়েছেন, আমি কৃতার্থ হয়েছি। যদি অনুমতি করেন, তবে আমি বিগ্রহ দর্শন ক'রে আসি।

জীব। নিকটেই মদনগোপালের শ্রীবিগ্রহ, দেখবেন চলুন।

সকলে উঠিলেন। মন্দির-দ্বারে পৌঁছিবামাত্র পূজারী ঠাকুর সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। তখন আরতির উদ্‌যোগ হইতেছে। শ্রীজীব প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তেরা ভক্তিবিগলিতচিত্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; কিন্তু তুলসীদাস মূর্ত্তিপানে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "কৈ, আমার ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্র কৈ?"

জীব। ইনিই আপনার রঘুনাথজী।

তুল। তবে হাতে ধনুর্ব্বাণ নেই কেন?

জীব। আপনি দেখতে চাইলেই দেখ্‌তে পাবেন।

তুল। রঘুনাথ, দয়া ক'রে তোমার দাসকে দর্শন দেও—বাঁশী ছেড়ে ধনুষবাণ হাতে লও, নইলে তুলসী-দাস তোমায় প্রণাম করবে না—

"কহা কহো ছবি আজকী ভালেব নেহো নাথ,
তুলসী মস্তক তব নোয়ে ধনুষবাণ লেও হাত।"

এই কথা শুনিয়া বেদবিদিত ভক্তবৎসল হরি—

"মুরলী মুকুট দুরাউকে নাথ ভয়ে রঘুনাথ।"

মদনগোপাল মুরলী-মুকুট ছাড়িয়া ধনুর্ব্বাণ হাতে লইলেন। তুলসীদাস গলদশ্রুলোচনে মদনগোপালের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। হর্ম্ম্যতল আঁখিজলে সিক্ত করিয়া তুলসীদাস উঠিয়া বসিলেন এবং যুক্তকরে কহিলেন,—

"রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

পুনরায় রাধারাণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—

"শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ।"

শ্রীজীব কহিলেন, "এখন বোধ হয় বুঝেছেন ভক্ত-চূড়ামণি, রঘুনাথই কৃষ্ণ আর কৃষ্ণই রঘুনাথ। শ্রীহরির ত রূপ নাই, আমরাই কুমারের ন্যায় তাঁকে ইচ্ছামত গড়ি, রং দি, সাজ পরাই।"

তুলসী। আপনারই কৃপায় আজ তা' বুঝলাম। জয় রঘুনাথ, জয় মদনগোপাল!

শ্রীজীবপ্রমুখ ভক্তেরাও কহিয়া উঠিলেন, "জয় রঘুনাথ, জয় মদনগোপাল!"

তুলসীদাস শ্রীজীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি যথার্থ ভক্ত ও জ্ঞানী, আমরা ভণ্ডমাত্র!"

জীব। ছি ছি, ও-কথা বলিবেন না। যাঁহার ইচ্ছায় ভগবান্‌ রূপ-পরিবর্ত্তন করেন, তিনি ভক্তচূড়া-মণি, আমরা তাঁহার দাসানুদাস।

আরতি আরম্ভ হইল, শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া সকলে আরতি দেখিতে লাগিলেন। শ্রীজীব দেখিলেন, মদনগোপাল বংশীহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন; তুলসীদাস দেখিলেন, শ্রীবিগ্রহ ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া মৃদুমধুর হাসিতেছেন।

আরতি শেষ হইলে সকলে প্রণাম করিয়া প্রাঙ্গণে আসিলেন। তথায় তুলসীদাস দাঁড়াইলেন এবং হস্ত দ্বারা শ্রীজীবকে আরতি করিলেন। হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে দোঁহা ধরিলেন—

"এক ঘড়ি আধি ঘড়ি আধিহুমে আধ
তুলসী সঙ্গৎ সন্তকি হরে কোটি অপরাধ।

আজ আমি আধ ঘড়ির জন্যেও আপনার ন্যায় সাধুর সঙ্গ করেছি, আমার কোটি অপরাধ ধ্বংস হ'ল।"

জীব। আপনার ন্যায় ভক্তের দর্শনলাভ বহু ভাগ্যের কথা; আজ আমি ধন্য হইলাম।

উভয়ে উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তখন শ্রীজীবের বয়স ষাটের উপর; তুলসীদাস তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। মহাপুরুষেরা আত্মার বয়স দেখেন, দেহের বয়স দেখেন না।

কিছুকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া তুলসীদাস চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৪

সীতাপতি এক্ষণে সস্ত্রীক কাশীবাসী। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাস বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করেন; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র জ্যেষ্ঠের সাহায্য করেন, কনিষ্ঠ রামসেবক কলহাদি করিয়া বেড়ান। জানকীবল্লভের সহিত তিনি সময় অসময়ে ঝগড়া বাধান; লাঠি-সোটাও যে উভয় পক্ষে মাঝে মাঝে ধরা হয় না, এমন নয়; তবে জানকীর সাহসে কুলায় না, সেবকের লোকবল যথেষ্ট। রামদাস এ সব কলহ-বিবাদের কথা শুনিলে কনিষ্ঠকে তিরস্কার করেন; কনিষ্ঠ অতি নিরীহ ব্যক্তির ন্যায় অবনত-মস্তকে সকল কথা শুনে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিবাদে প্রবৃত্ত হয়।

জমীজমা লইয়া বিবাদ বাধিলে রাম দাস গ্রামের পঞ্চায়তের দ্বারে অভিযোগ আনয়ন করেন। গ্রামের পাঁচ জন যাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন, জানকীকে তাহা মাথা পাতিয়া লইতে হইত। গ্রামে বাস করিয়া গ্রামের পঞ্চায়তের আদেশ অমান্য করিবার শক্তি ও সাহস কাহারও ছিল না। পঞ্চায়তের সকল নিষ্পত্তিই জানকীবল্লভের বিরুদ্ধে হইত। জানকী এতই উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তিনি মধ্যে মধ্যে রামদাসের ঘর পুড়াইয়া দিতে সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ঘরও পুড়িয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় সে সাধু সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেন। শত্রুর ঘরের পর ঘর উঠিতেছে, গো-মহিষ নিত্য বাড়িতেছে, ইহা জানকীকে নিত্য দেখিতে হইতেছে; আবার রামসেবকের বিদ্রূপও এর উপর আছে। জানকী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

একদা বিথুরার স্বামী সুন্দরনারায়ণ আসিয়া রামদাসকে কহিলেন, "আমরা কাশীবাস করব ইচ্ছা করেছি; সুযোগও হয়েছে, আমার এক আত্মীয় মৃত্যুকালে আমাকে তাঁহার ভদ্রাসন দান ক'রে গেছেন। এ ইঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের, আমি এ আদেশ অবহেলা করব না।"

রামদাস। আমারও ইচ্ছা, এ সব ছেড়ে কাশীবাস করি, কিন্তু পিতার আদেশ না পেলে যেতে পারব না। কাশীতে তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলে আমার প্রার্থনা জানাবেন।

সুন্দর। বেশ, তা জানাব। এখন তোমাকে কিছু ভার নিতে হচ্ছে ভাই।

রাম। আজ্ঞা করুন।

সুন্দ। আমার শিষ্য-যজমান কিছু আছে, তাদের ক্রিয়াকর্ম্ম—

রাম। বেশ, সে ভার নিলাম দাদা।

সুন্দ। আর ভাই, আমার জমীজমা ঘরবাড়ী যা কিছু আছে, সবই তোমাকে দিলাম—গ্রামের পাঁচ জনকে তা' জানিয়েছি।

রাম। আপনার চরণ-ধূলা দিন, তাই যথেষ্ট; কিন্তু এ সব নিতে পারব না।

সুন্দ। কেন ভাই?

রাম। আপনি আর কাউকে দিন।

সুন্দ। আমার যে আর কেউ নেই ভাই।

রাম। জানকী দাদা আপনার নিকটাত্মীয়, আপনি তাঁকে দিন।

সুন্দ। সেটা দানীর ইচ্ছা। আচ্ছা, তুমি নিজে গ্রহণ করতে ইচ্ছা না কর, কাঙ্গাল-গরীবের তরফে গ্রহণ কর। আমি তাদের দিচ্ছি। যে অনাথ, নিরাশ্রয়, তাকে আমার গৃহে স্থান দেবে, আর মাঠে যা ফসল হবে, তা হ'তে তাদের আহারের ব্যবস্থা করবে।

রাম। তাদের নামে আপনার দান শিরোধার্য্য ক'রে নিলাম।

সুন্দরনারায়ণ তখন হৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক দিবসের মধ্যে কাশীযাত্রা করিলেন। তাঁহার জন্যে গ্রামের সকলেই কাঁদিল; কাঁদিল না কেবল জানকী। সেও এ কয়দিন তাহার জিনিসপত্র গুছাইতেছিল। সুন্দরনারায়ণ গ্রাম ছাড়িয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতে জানকী তাহার দ্রব্যাদি ও পরিবারসহ সুন্দরনারায়ণের শূন্য গৃহে উপস্থিত হইলেন। রামদাস দেখিয়া শুনিয়া লইতে আসিয়া দেখিলেন, জানকী তথায় বেশ গুছাইয়া বসিয়াছে। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া পঞ্চায়তের দ্বারে অভিযোগ আনিলেন। তাঁহাদের সভা-সমিতি করিয়া মীমাংসা করিবার পূর্ব্বেই জানকী ফসলাদি আহরণে মনোনিবেশ করিলেন। কয়েক দিবস পরে একদা অপরাহ্ণে পঞ্চায়তের বৈঠক বসিল। দুই পক্ষই উপস্থিত ছিলেন। জানকীবল্লভ গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে তীব্র ভাষায় কহিলেন, "সুন্দরনারায়ণ আমার নিকটাত্মীয়, আমি তাহার উত্তরাধিকারী। যদি আমার চেয়ে তার কোন নিকটাত্মীয় থাকে, তবে আমি তাহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিব, নতুবা নয়। দায়ভাগ, মিতাক্ষর আমার পড়া আছে, আপনারা পড়িয়া দেখিবেন।"

জানকীর কোন কথাই টেকিল না, সভা নিষ্পত্তি করিলেন, বিষয় রামদাসের, এখনই তাঁহাকে দখল ছাড়িয়া দিতে হইবে। জানকী তখন ক্রোধভরে সভাগৃহ ত্যাগ করিল। তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। আকাশেও চাঁদ নাই। গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে তাহার নূতন গৃহে আসিয়া দেখিল, দাওয়াতে এক জন লোক ছেলে-মেয়ে লইয়া বসিয়াছে। রুক্ষভাবে জানকী জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কে রে?"

"আজ্ঞে, আমি মাধো, গুরুদেবকে দর্শন করতে এসেছি।"

জানকী। কে তোর গুরুদেব?

মাধো। আজ্ঞে, এই ঘর-বাড়ী যার।

জান। এ ঘর-বাড়ী আমার।

মাধো। আপনি তাঁর কে হন?

জান। কার কে হই?

মাধো। আমার গুরুজী মহাত্মা সুন্দরনারায়ণের।

জান। যে হই সে হই, তোর সে খবরে কাজ কি?

মাধো। তিনি কোথায় আছেন বললেই ত হয়।

জান। আ মলো, আমার বাড়ীতে ব'সে আমাকে ধমকায়! বেরো বেটা এখান থেকে!

মাধো। গাল-মন্দ করবেন না, আমার মেজাজটা সব সময় ঠিক থাকে না।

জানকীর মেজাজই তখন পঞ্চমে ছিল, এখন সপ্তমে উঠিল; কহিল, "এখনি বেরো বেটা, নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব; আমার বাড়ীতে ব'সে আমাকে মেজাজ দেখাতে এয়েছে পাজি ছোট লোক!"

মাধো। বটে! এইবার বেশ বুঝা গেল, তুমি গুরুজীর কেউ নও। আচ্ছা, তুমি থাকো।

মাধো গাত্রোত্থান করিল এবং সপরিবারে নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল; গুরুগৃহের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল না। শু যে গুরুভক্তির প্রাবল্যেই তাহাকে গুরুগৃহের সান্নিধ্যে ধরিয়া রাখিল, তা' নয়। তাহার বুকের ভিতর সয়তানও জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে চুপি চুপি কত কি পরামর্শ মাধোকে দিতে লাগিল। মাধো তাহার কথা শুনিতে নিবিষ্ট-চিত্ত, এমন সময়ে দেখিল, কয়েক জন লোক আলো লইয়া গুরুগৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মাধো চুপি চুপি তাহাদের পশ্চাৎ লইল। মাধো শুনিল, এক ব্যক্তি বর্ত্তমান গৃহস্বামীকে কহিতেছেন, "আগামী কল্য মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তোমাকে সময় দেওয়া গিয়াছে, তার মধ্যে তোমাকে এ গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে।" জানকী দাওয়া হইতে উত্তর করিল, "সে কথা পরে বুঝা যাবে, এখন রাতে হল্লা করো না—যাও।"

"দেখা যাবে নয়; পঞ্চায়তের হুকুম না শুন, আমরা তোমাকে জোর ক'রে এখান হ'তে তাড়াব।"

বলিয়া গ্রামবাসীরা স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। মাধো এক প্রাচীন ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিয়া তাঁহার নির্জ্জন সঙ্গ হইল; এবং গুরুদেব ও তাঁহার গৃহ-সংক্রান্ত সকল সংবাদ জানিয়া লইল। পরে স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কিছু আহার্য্য ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া স্ত্রীপুত্রের নিকট ফিরিয়া আসিল। অঞ্জনা জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি?"

মা। গুরুজীর খবর পেয়েছি।

অ। তিনি কোথায়?

মা। কাশীতে।

অ। তবে চল, আমরাও সেখানে যাই।

মা। আরে থাম্, বললেই ত যাওয়া হয় না।

অ। কেন হবে না? নিশ্চয় হবে।

মা। এখানে আমার কিছু কাজ আছে।

অ। এখানে আবার চুরি করতে হবে না কি?

মা। না রে না, গুরুদেবের চরণে দুটো ফুল দিয়ে যাব।

অ। ব্যাপারটা খুলেই বল না।

মা। গুরুজী, রামদাস বলে একটা ভাল লোককে তাঁর ঘরদ্বার দিয়ে গেছেন; এই লোকটা—এই জানোয়ার জানকীবল্লভ জোর ক'রে ঘর দখল ক'রে বসেছে।

অ। তা' তুমি কি করতে চাও?

মা। গুরুজী যাকে বাড়ী দিয়ে গেছেন, আম তা'কে বাড়ী দেব, আর এই জানোয়ারটাকে কিছু শিক্ষা দেব।

অ। তুমি কেন এ সব গোলমালে মাথা দেও? —চল, কাশী যাই।

মা। মাথা আমায় দিতেই হবে; গুরুর ভিটায় গর্দ্দভ চ'রে বেড়াবে, তা' আমি দেখতে পারব না। তা' ছাড়া—

অ। তা' ছাড়া আরও মতলব আছে না কি?

মা। আছে; গুরুর দরজা হ'তে গাল খেয়ে হাসি মুখে ফিরতে পারব না।

অ। আজ রাতে এখন ছেলেপিলে নিয়ে কোথা যাই?

মা। গাছতলা কি পছন্দ হ'ল না?

অ। না, ভয় করে।

মা। গুরুর ঘরের সামনে প'ড়ে আছিস, তোর আবার ভয়! গোটা বনের বাঘ-ভাল্লুকও যে কাছে আসতে সাহস পাবে না রে! নির্ভয়ে পড়ে থাক্।

অঞ্জনা গাছতলা পরিষ্কার করিয়া পুঁটলি খুলিয়া ছেলে দুইটির জন্য শয্যা বিছাইল। তাহাদের কিছু খাওয়াইল, নিজেও কিছু খাইল; তার পর তাহাদের লইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। মাধো আকাশপানে চাহিয়া, বৃক্ষপত্রমুক্ত একটি নক্ষত্রের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। অঞ্জনা তাহাকে কিছু খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মাধো খায় নাই।

গভীর রাত্রি। মাধো বৃক্ষতল ছাড়িয়া উঠিল; এবং গুরুগৃহের দিকে চুপি চুপি অগ্রসর হইল। কয়েক পদ মাত্র গিয়াছে, এমন সময় দেখিল, গৃহদ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইল এবং এক ব্যক্তি গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। আকাশে চাঁদ না থাকিলেও কয়েকটি বড় বড় নক্ষত্র ছিল। সেই আলোকে মাধো মানুষটাকে চিনিল। ভাবিল, জানকী বুঝি তারই মত চুরি করতে বেরিয়েছে। মনে মনে একটু হাসিয়া একটা ঝোপের অন্তরালে দাঁড়াইল। দেখিল, জানকীবল্লভ অতি সতর্ক চরণে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

তখন মাধো অতি প্রফুল্লমনে জানকীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বার খোলাই ছিল। চোরেরা অন্ধকারে কোন্ শক্তিবলে মূল্যবান্ দ্রব্যাদির সন্ধান পায়, তা তাহারাই জানে। অতি অল্পসময়ের মধ্যে গৃহে যা' কিছু মূল্যবান্ ছিল, তাহা সরাইয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের ভিতর চলিয়া গেল। কোথায় কেমন ক'রে লুকাইতে হয়, মাধো তাহা বেশ জানিত; চঞ্চলহস্তে কার্য্য সমাধা করিয়া ত্রস্তপদে ফিরিয়া আসিল। যখন অঞ্জনার কাছে আসিতেছে, তখন দেখিল, তাহার পথ আলোকিত। বিস্মিত হইয়া আকাশ পানে চাহিল; বুঝিল, কোনও ঘরে আগুন লাগিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের চীৎকার শুনিতে পাইল। সন্দেহ হইল, এ কাজ জানকীর; পরমুহূর্ত্তেই দেখিল, জানকী ত্রস্তপদে ফিরিয়া আসিতেছে। সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল।

মাধো চিন্তার আর অবসর পাইল না; অঞ্জনার নিকট না ফিরিয়া আলো লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে ছুটিল। অচিরে ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখিল, একস্থানে অনেকগুলি ঘর একসঙ্গে জ্বলিতেছে; আর অনেকগুলি লোক জমিয়া তাহা দেখিতেছে। আগুন এত প্রবল যে, ঘরের নিকট কেহ আসিতে সাহস পাইতেছে না—দূরে দাঁড়াইয়া সকলে জল জল করিতেছে। ঘরগুলির চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর; প্রাচীর-গাত্রে দুই দিকে দুইটি দ্বার। দুইটি দ্বারেরই শিকল বাহির হইতে তোলা। সুতরাং গৃহবাসীদের কেহই বাহিরে আসিতে পারেন নাই। আগুনের তেজ এত বেশী যে, বাহিরের লোকেও অগ্রসর হইয়া শিকল খুলিয়া দিতে পারেন নাই। মাধো চকিতমধ্যে সমস্ত অবস্থা দেখিয়া লইল। দ্বার দুইটি হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, মাধো সে দিকে গেল না। কয়েক কলসী জল লইয়া কয়েক ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল, মাধো ক্ষিপ্রহস্তে এক কলসী জল লইয়া নিজের মাথায় ঢালিল, এবং কাপড়খানা গুছাইয়া লইয়া 'জয় গুরু' বলিতে বলিতে নিমেষমধ্যে প্রাচীরের মাথার উপর উঠিয়া বসিল। পরমুহূর্ত্তে তাহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। শতাধিক ব্যক্তি সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হায় হায়, এ লোকটাও গেল দেখছি।"

তাহাদের চীৎকার শেষ হইতে না হইতে প্রাচীরের এক স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাহিরের লোক দেখিল, সেই দুঃসাহসিক ব্যক্তি একটা ঢেঁকি লইয়া প্রাচীর ভাঙ্গিতেছে। দুই চারি আঘাতেই যথেষ্ট পথ হইল। মাধোর সাহস ও শক্তি দৃষ্টে সকলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল। মাধো ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণমধ্যে কয়েক জন উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যুবা, বালক, স্ত্রীলোক সকলেই আছেন। তাঁহারা আশু মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কেহ ছেলেকে বুকে লইয়াছেন, কেহ বা ভীত হইয়া স্বামীর বক্ষে আশ্রয় লইয়াছেন। মাধো মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া লইয়া তিনটি ছেলেকে জড়াইয়া ধরিল এবং ভগ্ন প্রাচীর-পথে লম্ফত্যাগে বাহিরে আসিল। জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মাধো তাহাদের নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া ছুটিয়া পুনরায় ভিতরে আসিল; এবং দুই তিন জনকে লইয়া পুনরায় বাহিরে আসিল। এইরূপে সকলকে আনিল। মাধোর ক্ষিপ্রকারিতা জনতাকে মুগ্ধ করিল। গৃহবাসীদের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিলেন, দাদা কৈ? তিনি কি বাইরে এসেছেন? জনতা উত্তর করিল, "না"। তখন একটি রমণী ও দুইটি যুবা পাগলের ন্যায় অগ্নিময় গৃহের দিকে ছুটিলেন। মাধো তাঁহাদের নিরস্ত করিয়া নিজে ছুটিল। তখন আগুন আর জিহ্বা বিস্তার করিতেছে না, ঘর সব পুড়িয়া আসিয়াছে। গোশালা কিছু দূরে ছিল, তাহাতে আগুন লাগে নাই; চালের উপর উঠিয়া কয়েক জন ভৃত্য তাহা রক্ষা করিতেছিল। জানকীর পুরাতন ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। নিকটে আর কোন ঘর নাই; অগ্নিদেব রসনা বাড়াইয়া যখন আর কোন আহার্য্যলাভে সমর্থ হইলেন না, তখন যাহা উদরস্থ করিয়াছেন, তাহা জীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মাধো দেখিল, সে যে পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, সে পথ এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে—জ্বলন্ত কাঠ, বাঁশ, ভগ্নপ্রাচীর সে পথ রোধ করিয়াছে। মাধো একটু ইতস্ততঃ করিল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; কিছু দূরে একটা বাঁশ পড়িয়াছিল, মাধো তাহা ক্ষিপ্রহস্তে উঠাইয়া লইয়া তাহার সাহায্য এক প্রকাণ্ড লম্ফত্যাগ করিল। জ্বলন্ত কাঠ, ভগ্ন প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া মাধো একেবারে ভিতরের উঠানে আসিয়া পড়িল। তার পর উঠানের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কোথায় কে আছ, সাড়া দেও।'

কেহ সাড়া দিল না। মাধো তখন হতাশ হইয়া নিজের পথ দেখিতে লাগিল। যে পথে আসিয়াছিল, সে পথও এখন রুদ্ধ। মাধো পশ্চাদ্দিকে গেল; সে দিকে কয়েকখানি ছোট ঘর ছিল, সেগুলি পুড়িয়া শেষ হইয়াছে, কঙ্কালের ন্যায় কালো দেয়ালগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মাধো খিড়কি-দ্বারের সন্ধান পাইল, সেই দিকে বাঁশ লইয়া অগ্রসর হইল। দ্বার

পুড়িয়া গিয়াছে—ভগ্ন প্রাচীর, অর্দ্ধ-দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড এখন সে পথ রোধ করিয়া আছে। মাধো সেই পথে বাহিরে যাইবে স্থির করিল; বাঁশ ধরিয়া লম্ফত্যাগের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দেখিল, তাহার পথের উপর একটি মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড তাহার মাথার উপর; কাঠ তখনও জ্বলিতেছে। মাধো পদাঘাতে কাষ্ঠখণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিল এবং বাঁশ ফেলিয়া দেহটিকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। তার পর গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ভগ্ন প্রাচীরের উপর দিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল এবং মাধোর গুণগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। মাধোর পদতল যে পুড়িয়া গিয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

মাধো যখন সেই অচৈতন্য দেহ বহন করিয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিল, তখন সকলে সেই দেহ রামদাসের বলিয়া চিনিল। তাঁহার হাত দুইটি বুকের উপর অঞ্জলিবদ্ধ; হাত সরাইয়া লোকে দেখিল, মুঠার মধ্যে শালগ্রাম। লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল; তাহারা বুঝিল, ঠাকুরকে লইয়া পলায়নকালে তাঁহার এই বিপদ্। তাঁহার শুশ্রূষা করিতে গিয়া দেখিল, তাঁহার দেহ প্রাণহীন। সকলে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

১৫

তুলসীদাস চিত্রকূটে যে গুহার মধ্যে বসিয়া কিছু-কাল আগে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই গুহার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু তাহা আর খুঁজিয়া পাইলেন না। পূর্ব্বপরিচিত কয়েকটা স্থান তাঁহার নয়নপথ-বর্ত্তী হইল, কিন্তু গুহা দৃষ্ট হইল না। তিনি মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে, গুরুদেবের ইচ্ছা নয় আমি আর সে গুহায় বাস করি। আমি পাহাড়ের পাদদেশে যে পথ রাম-লক্ষ্মণ অশ্বারোহণে এক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই পথের ধারে পাথরের উপরে থাকিব।

তুলসীদাস পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং একটা খুব বড় সমতল পাথরের উপর তাঁহার ঝুলি নামাইয়া রাখিলেন। তার পর চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনে হইল, বনের শোভা যেন আরও বাড়িয়াছে। পাহাড়ের গাত্র লতায় ভরিয়া গিয়াছে, আর লতার গাত্র ফুলে ঢাকা। তাঁহার মনে হইল, ফুলের গন্ধ যেন আরও মিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সাধ হইল, ফুলরাশি তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথেন, আর রঘুনাথজীর কণ্ঠে তাহা পরাইয়া দেন। বিচিত্র বর্ণের সৌন্দর্য্য-ভরা পাতাগুলি দেখিয়া তাঁহার লোভ হইল, রঘুনাথের চরণে তাহা অর্পণ করেন। ইচ্ছা যখন প্রবল হইল, তখন তিনি ফুল ও পাতা সংগ্রহে তৎপর হইলেন। স্বল্পকালমধ্যে রাশি রাশি ফুল ও পাতা আনিয়া তুলসীদাস পাথরের উপরে ফেলিলেন। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে তুলসীদাসের নয়ন জলে ভরিয়া গেল; প্রত্যেক ফুলটি অশ্রুতে সিক্ত হইল, রামনামে গ্রথিত হইল। মালা রাখিয়া তুলসীদাস ঝুলির ভিতর হইতে চন্দন-কাষ্ঠ বাহির করিলেন। জল বা প্রস্তরের অভাব ছিল না; চন্দন ঘষিয়া মালায় চন্দন মাখাইলেন; উত্তম করিয়া দেখিয়া লইলেন, প্রত্যেক ফুলটিতে চন্দন লাগিয়াছে কি না। সেই অশ্রু ও চন্দনসিক্ত মালা হাতে ধরিয়া ভাবিলেন, আজ যদি এই মালা তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে পারিতাম, ইন্দ্রের বৈভবও সে সৌভাগ্যের তুলনায় অতি তুচ্ছ! কেন তিনি কাছে আসেন না? যত ডাকি, তত কেন তিনি দূরে সরিয়া যান? তিনি কি আমাদের সুখী দেখতে ইচ্ছা করেন না? তিনি কি আমাদের ভালবাসেন না?

তুলসীদাস মালাটি পাতার উপর রাখিয়া অধীরচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন। গণ্ডবক্ষঃ ভাসিল, বস্ত্র-প্রস্তর ভাসিল। কান্নার বিরাম নাই, সহসা তিনি শুনিলেন, অতিদূরে কি একটা সুর বাজিয়া উঠিল; প্রথমে বাঁশীর স্বর বলিয়া মনে হইল। ক্রমে বুঝিলেন, বংশী-ধ্বনি নয়, কণ্ঠ-সঙ্গীত। সুরতরঙ্গ যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তত সে গানের ভাষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তুলসীদাস শুনিলেন—

আমি কত ভালবাসি তোরে বুঝেও কি বুঝ না।

এ কি! কে গাইল ওই? কোথা হ'তে এ অপূর্ব্ব সুরতরঙ্গ ভেসে এল? কে তুমি সঙ্গীত-ঝঙ্কারে আকাশ-পৃথিবী ভরিয়ে দিলে? তুমি কি আমার রঘুনাথ? ওগো, আর একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস।

আবার সুর উঠিল—

আমি কত ভালবাসি তোরে বুঝেও কি বুঝ না।

তুলসীদাসের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে উত্তর উঠিল—

"ভাল যদি বাস নাথ (তবে) কেন, দেখা দেও না।"

আকাশ। তুমি আমায় ডাক কৈ, তুমি আমায় চাও কৈ?

তুলসী। চাইলে যদি ব্যথা পাও, ভয়ে তাই ডাকি না।

আর উত্তর আসিল না—সুর বন্ধ হইল; তুলসী-দাস সুরের আশায় উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, সুর আসিল না; সুরের দেবতাকে দেখিবার আশায় তিনি আকাশ

পানে চাহিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বুকের ভিতর তখন অনেকগুলি সুর জাগিয়া উঠিয়াছে, অনেক কথা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বলিবেন কা'কে? বলিবার লোকের অভাবে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে আর্ত্তনাদ, একটা হাহাকার জাগিয়া উঠিল। কত কথা বলিবার আছে, আমি কা'কে বলিব? ওগো আমার দেবতা, আমার হৃদয়বল্লভ, আমার কাছে এস—আমি তোমাকে দেখিব, আর আমার মনের কথা তোমাকে একটি একটি করিয়া বলিব। দুঃখের কথা বলিব না, দুঃখের কথা বলিয়া তোমায় ব্যথা দিব না; আমি তোমার কাছে কিছু চাহিব না, অভাব-অভিযোগের কথা বলিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না। তোমাকে আমি শুধু দেখিব, আর তুমি আমাকে দেখিবে; আমি কথা কহিব, আর তোমার কথা শুনিব; আমি গান করিব, আর তোমার গান শুনিব। আমাদের মধ্যে আর কেহ থাকিবে না, আর কেহ আসিবে না—শুধু তুমি আর আমি—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শুধু তুমি আর আমি। এ সুখের আশা আমি যে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না রঘুনাথ!

পথের উপর অকস্মাৎ শব্দ হইল; অশ্রুভরা চক্ষু মুছিয়া তুলসীদাস চাহিয়া দেখিলেন, এক বন-মৃগ ছুটিয়া আসিতেছে; দেখিতে দেখিতে সে আসিয়া তুলসীদাসের নিকট দাঁড়াইল। হরিণী ভয়ে কাঁপিতেছে, আর চকিতনেত্রে পশ্চাতে দেখিতেছে; তুলসীদাস সস্নেহে তাহার অঙ্গে হস্ত-বিমর্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মা?"

হরিণী চক্ষুর ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল, তাহার ভয়ের কারণ পশ্চাতে আসিতেছে। তুলসীদাস তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "কোন ভয় নেই মা, আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম।" হরিণী নীরবে তুলসীদাসের পানে চাহিয়া রহিল। তুলসীদাস কহিলেন, "আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে সমর্থ কি না, তাই ভাব্‌ছ? নিশ্চিন্ত হও, পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে আমার নিকট হ'তে কেড়ে নিতে পারবে না।"

তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে এক ধনুর্দ্ধারী বালক তথায় উপস্থিত হইলেন এবং হরিণীকে দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তুলসীদাস দেখিলেন, এক পরম সুন্দর কিশোরবয়স্ক বালক ধনুকে শর-যোজনা করিয়া হরিণীকে লক্ষ্য করিতেছেন। হরিণী ভয়ে তুলসীদাসের আরও নিকটে সরিয়া আসিল, তুলসীদাস তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া কহিলেন,—"ক্ষান্ত হও বালক, হরিণী আমার আশ্রিত।"

বালক। মৃগ আমার; তুমি তাকে আশ্রয় দেবার পূর্ব্বে আমি তা'কে লক্ষ্য করেছিলাম।

তুলসী। সে তর্ক তোমার সঙ্গে করতে চাই নে বালক! এটা স্থির জেনো, আমাকে না মেরে মৃগকে মারতে পারবে না।

বালক উচ্চৈস্বঃরে হাসিয়া উঠিলেন। কি সুন্দর হাসি! চোখ-মুখ সমস্তই হাসিতে ভরিয়া গেল। পাহাড়-জঙ্গল সেই হাসির সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। তুলসীদাস মুগ্ধ হইলেন।

বালক। তোমার বুঝি ছেলিয়া নেই, সাধুজী!

তুলসী। কেন বল দেখি?

বালক। ছেলিয়া থাকলে তুমি ছেলিয়ার দুঃখ বুঝ্‌তে।

তুলসী। তোমার কি দুঃখ বাবা?

বালক। আমি হরিণী চাই।

তুলসী। আমি ত একে কিছুতেই দিতে পারব না।

বালক। তবে আমাকে এই মালা-ছড়াটা দেও।

তুলসী। তা'ও দিতে পারব না।

বালক। কেন?

তুলসী। এ মালা আমি রঘুনাথজীর জন্য গেঁথেছি।

বালক। তিনি কে?

তুলসী। তিনি দেবতা ভগবান্।

বালক। তিনি বুঝি তোমার মালা নিতে আকাশ হতে নেমে আস্‌বেন?

তুলসী। আসুন বা না আসুন, আমি তোমাকে এ মালা দিতে পারব না। বল ত একছড়া গেঁথে দি।

বালক। আমি অতক্ষণ ব'সে থাকতে পারব না, আমাকে শিকার দেখ্‌তে হবে। আমি নিরাশ হয়ে ফিরে চল্লুম—আমাকে হরিণ দিলে না, মালাও দিলে না।

তুলসী। আর যা' কিছু চাও, তোমাকে তাই দেব।

বালক। আর তুমি আমাকে দেবে কি? তোমার আছে কি?

তুলসী। আমার এই ঝুলিটি আছে; চাও যদি এটা দিতে পারি।

বালক। ভিক্ষুকের ঝুলি নিয়ে কি করব? তুমি অনেক চন্দন ঘষেছ; আমি এই চন্দন পরি।

বলিতে বলিতে বালক চন্দন তুলিয়া লইয়া কপালে ও গালে লেপন করিলেন। শ্যামবর্ণ সুন্দর মুখ শুভ্র চন্দনরাগে আরও ফুটিয়া উঠিল। তুলসীদাস কহিলেন, "করিলে কি, চন্দন যে আমি রঘুনাথজীর জন্যে রেখেছি।"

বালক। আমাকে কিছুই দেবে না বুঝি? সবই তোমার রঘুনাথজীর, না?

তুলসী। সত্যই বালক, সবই রঘুনাথজীর। কিন্তু তুমি আমার মন মুগ্ধ করেছ, তোমাকেও অদেয় আমার কিছু নেই, বেশ করেছ চন্দন পরেছ।

বালক। তবে আমি মালাও পরি।

বলিতে বলিতে বালক ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইয়া পত্র ও ফুলরাশির উপর দাঁড়াইলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে মালা উঠাইয়া লইয়া গলায় পরিলেন। মরি মরি, কি সুন্দর! এ-রূপে যে আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল। তুলসীদাস আত্মহারা হইয়া সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন।

ক্ষণমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া তুলসীদাস কহিলেন, "তুমি এ কি করলে বালক? ফুল পাতা রেখেছিলাম, রঘুনাথজীর চরণে দেব ব'লে; মালা গেঁথে রেখেছিলাম, তাঁর গলায় পরাব বলে। তুমি সব নিলে বালক!"

বালক। তোমার দুঃখ হয় যদি, না হয় মালা ফিরিয়ে দি?

তুলসী। না, না, তুমি পর, তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে। আহা, কি সুন্দর! মালা-চন্দন প'রে তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে বালক! রঘুনাথজীকে বুঝি এমনই সুন্দর দেখাত। তুমি কে? সত্য বল, দোহাই তোমার, সত্য বল—

'বালক, শুনহ বিনয় মম এহুঁ,
তুমি শ্রীরামচন্দ্র কি কেহু"

বালক হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—

"সাধু! সকল শ্রীরাম অবতারা।"

যে মুহূর্ত্তে তুলসীদাস বুঝিলেন, এই বালকই তাঁহার উপাস্য দেবতা রঘুনাথ, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানসঞ্চার হইলে উঠিয়া দেখিলেন, সে বালক নাই, সে হরিণীও নাই। তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া অধৈর্য্য হৃদয়ে কত ডাকিতে লাগিলেন, কাহারও সাড়া পাইলেন না। উন্মাদের ন্যায় বনময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কখন কোন বৃক্ষদেহ, কখন বা শিলাখণ্ড বক্ষে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"চিত্রকূট কি ঘাট পর ভই সন্তন কি ভিড়।
তুলসীদাস তাঁহা চন্দন ঘষে তিলক করে রঘুবীর॥"

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রিয়তমের অন্বেষণ করিয়াও যখন তাঁহার দর্শন মিলিল না, তখন তিনি অবসন্ন দেহ-মন লইয়া শিলাতলে বসিয়া পড়িলেন। সত্বরই নিদ্রাভিভূত হইলেন; স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন—"অযোধ্যায় যাও—রামায়ণ রচনা কর।"

১৬

ঘটনাস্থল হইতে দস্যুদের আড্ডা প্রায় দুই ক্রোশ পথ। পথও দুরারোহ ও জঙ্গলাকীর্ণ। আড্ডার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহারা রত্নাবলীকে লইয়া এক সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া অবশেষে তাহারা তাহাদের বাসস্থানে আসিয়া পৌছিল।

বাসস্থান প্রস্তরনির্ম্মিত—পর্ব্বতগাত্রে কতিপয় গুহা মাত্র। কোন গুহা ছোট, কোন গুহা বড়; কিন্তু কোন গুহায় সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই —মাথায় ছাদ বাধে। পূর্ব্বে কোন সময় হয় ত এই গুহানিচয় সন্ন্যাসীদের আশ্রম ছিল, এক্ষণে দস্যুদের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। বাহির হইতে এই সব গুহার অস্তিত্ব নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়; সুতরাং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা দলবল লইয়া আসিলেও এই গুপ্ত স্থান হইতে রত্নাবলীকে যে উদ্ধার করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। রত্নাবলী সুড়ঙ্গ-পথে যাইতে যাইতে তাহা বুঝিলেন; তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

একটা ছোট গুহার মধ্যে রত্নাবলীকে নিক্ষেপ করিয়া সর্দ্দার বলিল, "আপাততঃ এইখানে থাক।"

তখন অপরাহ্ণ হইলেও গুহাটি অন্ধকার। চকিত নয়নে একবার চতুর্দ্দিকের অন্ধকারটা দেখিয়া লইয়া রত্নাবলী কহিলেন, "আমার কাছে তোমরা কি চাও? গহনা?"

দস্যু। সে ত যখন ইচ্ছা তখনই কেড়ে নিতে পারি।

রত্ন। তবে কি চাও? অর্থ?

দস্যু। অর্থ তোমার যা' ছিল, তা ত আগেই নিয়েছি।

রত্ন। তবে আর কি প্রত্যাশা কর?

প্রশ্নটা করিতে রত্নাবলীর বুক কাঁপিতেছিল; দস্যুর উত্তরের উপর তাঁহার জীবন-মরণ। দস্যু তা' বুঝিল; বুঝিয়া উত্তর করিল, "তোমার কোন ভয় নেই। আমরা চোর-ডাকাত, ছোট লোক; আমরা অর্থ চাই, ইজ্জত চাই না। তবে সকলে সমান নয়। আমি তোমাকে মা বললুম, তোমার কোন ভয় নেই মা, আমি থাকতে।"

রত্নাবলী আশ্বস্ত হইলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমাকে ধ'রে রাখছ কেন?"

দস্যু। তোমাকে আমরা বেচব।

রত্ন। বেচবে? সে কি! কার কাছে বেচবে?

দস্যু। যার কাছে বেশী দাম পাব।

রত্ন। সে আমাকে নিয়ে কি করবে?

দস্যু। তা'র যা' ইচ্ছা, সে তাই করবে।

রত্ন। তুমি আর কখন মেয়ে বেচেছ?

দস্যু। বেচেছি বৈ কি।

রত্ন। তাদের দশা কি হয়েছে?

দস্যু। তা আমি জানি নে; এখন আমি চললুম—কাজ আছে।

রত্ন। শুন, দাঁড়াও, আর এক কথা।

দস্যু। কি বলবে, শীগ্‌গির বল।

রত্ন। আমাকে বেচে কত অর্থ পাবার আশা কর?

দস্যু। তোমার মত মেয়েকে আমরা দুশো রূপেয়ার কম ছাড়্‌ব না।

রত্ন। আচ্ছা, আমি দু'শোই দেব, আমরা সঙ্গে চল।

দস্যু। কোথায়?

রত্ন। কাশীতে।

দস্যু। আমরা সেখানে যেতে পারব না।

বলিয়া দস্যু প্রস্থান করিল। রত্নাবলী চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দস্যুর কবল হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। এ দুর্গম পর্ব্বত-গুহামধ্যে কেহ যে তাঁহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। সন্ধান পাইলেই বা কি হইবে? এ দস্যুদুর্গ এমনই ভাবে সুরক্ষিত যে, দুর্গ জয় করা বাহিরের লোকের পক্ষে বড় সহজ নয়। রত্নাবলী পাথরের উপর পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ভগবানের কৃপা ভিন্ন আমার এখান হ'তে উদ্ধারের উপায় নেই। আমার বুদ্ধিশক্তি কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পারবে না—মানুষের শক্তি-সামর্থ্যেও কোন ফল হবে না। আমি এ বিপদের সম্মুখে শক্তিহীন; রঘুনাথজী, আমি তোমার শরণাগত; তুমি উপায় না করলে এই খানেই আমায় আত্মহত্যা করতে হবে। তুমি দীনের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি আমাকে রক্ষা না করলে কে আর রক্ষা করবে? আমি শক্তিহীনা, সামর্থ্যহীনা, তোমার চরণে শরণ লইলাম—আমাকে রক্ষা কর—আমাকে চরণে আশ্রয় দেও।"

রঘুনাথকে অনেক ডাকিলেন; মন যখন ভক্তিতে ভরিয়া আসিল, তখন তিনি যুক্তকরে স্তব করিতে লাগিলেন,—

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবেন্দ্রো দেবতাস্তথা।
আদিত্যাদি-গ্রহাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনন্দন ॥
তাপসা ঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মরুতস্তথা।
বিপ্রা বেদাস্তথা যজ্ঞাঃ পুরাণধর্ম্মসংহিতাঃ ॥
বর্ণাশ্রমাস্তথা ধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাস্তথৈব চ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা দিক্‌পালা দিগ্‌গজাদয়ঃ ॥
সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠাস্ত্বমেব রঘুপুঙ্গব।
বসবোঽষ্টৌ ত্রয়ঃ কালা রুদ্রা একাদশা স্মৃতাঃ ॥
তারকা দশদিক্ চৈব ত্বমেব রঘুনন্দন।
সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ নগা নদ্যস্তথা দ্রুমাঃ ॥
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনায়ক।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং দানবানাং তথৈব চ ॥
মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুবল্লভ।
সর্ব্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম ত্বন্ময়ং সর্ব্বমেব হি ॥
ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিস্ত্বমেব পুরুষোত্তম।
ত্বমেব তারকং ব্রহ্ম ত্বত্তোঽন্যন্নৈব কিঞ্চন ॥
শান্তং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্ ॥"

স্তব করিতে করিতে রত্নাবলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, চোখের জলে বসন ও পৃথিবী ভিজিয়া গেল, দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি ভাবাবেশে দেখিলেন, রঘুনাথ যেন তাঁহার সম্মুখে হাস্যমুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার রাজবেশ নাই; যে বেশে তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভিখারীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই বেশে—নগ্নপদে, নগ্ন অঙ্গে বল্কলমাত্র পরিধানে—আশ্রয়হীনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নব-দূর্ব্বাদলের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ, জ্যোতির্ম্ময় চরণনখর, পদ্মদলতুল্য পদতল, আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণবিস্তৃত নীল নয়ন, বায়ু অপেক্ষা কোমল দেহ, পদ্মরাগলাঞ্ছিত ওষ্ঠাধরে ভুবনমোহন হাসি, সব যেন স্পষ্টরূপে রত্নাবলীর নয়ন-সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। রত্নাবলী বায়ু-তাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ পুলকে ভরিয়া গেল—শরীর অবশ হইল। তিনি গলদশ্রুলোচনে যুক্তকরে আবেগভরে স্তব করিতে লাগিলেন,—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং পুণ্যোঽহং পুরুষোত্তম।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং সফলঞ্চ মে ॥
অদ্য মে সফলং জ্ঞানমদ্য মে সফলং তপঃ।
অদ্য মে সফলং কর্ম্ম ত্বৎপাদাম্ভোজদর্শনাৎ ॥
অদ্য মে সফলং সর্ব্বং ত্বন্নামস্মরণং তথা।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহদ্বন্দ্বে সদ্ভক্তিং দেহি রাঘব ॥"

রত্নাবলী বলিতে বলিতে সংজ্ঞা হারাইয়া পাথরের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। যখন চৈতন্যোদয় হইল, তখন দেখিলেন, তিনি অন্ধকারের মধ্যে সিক্ত হর্ম্ম্যের উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। ঝটিতি পূর্ব্ববৃত্তান্ত মনে পড়িয়া গেল, তখন বিদ্যুদ্বেগে নয়ন ফিরাইয়া চতুর্দ্দিকে রঘুনাথজীর অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কেহ নাই। তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে যুক্তকরে কহিলেন, "কৈ প্রভু, কোথায় লুকালে? দেখা দেও—ওগো, দেখা দেও। এখানে আমি চির-জীবন থাকৃতে প্রস্তুত, যদি তুমি আমায় মাঝে মাঝে দেখা দেও। ওগো দেখা দেও। বিয়ের আগে সেই একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলে; তখন তোমায় চিন্‌তে পারি নি, এইবার তোমায় চিনেছি। ও আমার দয়াল ঠাকুর, তুমি এ অধম দাসীকে এত কৃপা কর, তা ত আমি জানতাম না। আমাকে তোমার চরণের দাসী ক'রে লও, দীনদয়াল!"

রত্নাবলীর আহ্বানে কোন ঠাকুর আসিয়া দর্শন দিলেন না। তখন তিনি ব্যাকুলচিত্তে পাগলিনীর ন্যায় পাথরে মাথা কুটিতে লাগিলেন। রঘুনাথজীর প্রাণও যে চঞ্চল হইল, ইহা নিশ্চিত; তিনি যে চিরদিনই করুণাময়, চিরদিনই ভক্তবৎসল। আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তিনি সরিয়া পড়েন, তারপর বিরহের আগুনে পুড়াইয়া হৃদয়টাকে নির্ম্মল করেন। নির্ম্মল করিবার সময় তিনি এত কঠোর যে, তখন তাঁহাকে দয়াল বলিয়া চেনা যায় না। রত্নাবলী কত কাঁদিলেন, কত মাথা কুটিলেন, কিন্তু দয়াময় আর দর্শন দিলেন না। রত্নাবলী কাঁদিতে কাঁদিতে হর্ম্ম্যতলে শুইয়া পড়িলেন এবং সত্বরই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কিন্তু নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটিল। তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় তিনি শুনিলেন, কে তাঁহাকে বলিতেছে,—"ঘুমিও না—ওঠ।" রত্নাবলী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, গুহা পূর্ব্ববৎ অন্ধকারাবৃত। সহসা শুনিলেন, কে তাঁহাকে বলিতেছে, "আমার সঙ্গে এস মা।"

এ ত দস্যুর কণ্ঠস্বর নয়; এ অপরিচিত কণ্ঠ! জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

আগন্তুক। সে পরিচয়ের প্রয়োজন নেই; তুমি এখন উঠে এস—আমি তোমাকে উদ্ধার করৃতে এসেছি।

রত্ন। তোমাকেই বা বিশ্বাস কি? যদি আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার এক বিপদে ফেল?

আগ। এর চেয়ে আর কি বিপদ আছে মা?

রত্ন। সে কথা সত্য। কিন্তু তুমি কি ক'রে দস্যুদের চোখে ধুলা দিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে?

আগ। তারা এখন কলহে ব্যস্ত। শীঘ্র উঠ, দেরী করো না।

রত্ন। ঝগড়া কেন?

আগ। তোমাকে নিয়ে—আর জিজ্ঞেস করো না।

রত্নাবলী আর আপত্তি না করিয়া গুটি গুটি গুহামুখে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গীকে অতি অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলেন। রত্নাবলী তাঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তিনী হইলেন; যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে?"

আগ। চুপ কর, নীরবে আমার পিছনে এস।

রত্ন। আমি যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

আগ। দেখবার দরকার নেই, চোখ বুজে এস।

রত্ন। তোমার উত্তরীয়ের একাংশ আমাকে দেও, আমি ধ'রে যাই।

আগ। ধ'রে আস্‌তে পারবে না।

রত্ন। বেশ পারব।

আগ। নিজের শক্তি সামান্য জানবে।

রত্ন। তবে কি করব?

আগ। আমার উপর নির্ভর কর—তোমার বস্ত্রাঞ্চল দেও।

রত্ন। পিছনে অত গোল কিসের?

আগ। দস্যুরা মারামারি করছে।

রত্নাবলীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আগন্তুক ধীরপদে অগ্রসর হইলেন। পথ অতি জটিল ও অসরল। কোন-রকমে বাহিরে আসিয়া উভয়ে দেখিলেন, চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। পৃথিবীতে কোথাও আলো আছে বলিয়া মনে হইল না। আশে-পাশে গাছ, মাথার উপর গাছ। সেই অসংখ্য গাছের মধ্য দিয়া পার্ব্বত্য পথে উভয়ে চলিতে লাগিলেন। কোন বৃক্ষকাণ্ড তাঁহাদের বাধা জন্মাইল না।

অনেকটা পথ অতিক্রম করিবার পর উভয়ে এক পাহাড়ের উপর উঠিলেন। সেখানে জঙ্গল আরও ঘন, অন্ধকার আরও নিবিড়। রত্নাবলী ভয়ে অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতক্ষণ এই ভাবে যেতে হবে?"

সঙ্গী। যতক্ষণ না নিরাপদ স্থানে পৌছাও।

রত্ন। নিরাপদ স্থান আর কত দূর?

সঙ্গী। যে স্থানে তুমি নিজেকে নির্ভয় মনে কর, সেই স্থান নিরাপদ।

রত্ন। আমি নির্ভয় হই নি, কিন্তু ক্লান্ত হয়েছি।

সঙ্গী। তবে একটু বসো।

রত্নাবলী বসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়

অস্পষ্ট আলোকে দেখিলেন, এক বৃহৎ বন্য পশু তাঁহার পার্শ্ব দিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। তিনি ভীত হইয়া বলিলেন, "আমি বসতে চাই নে, চলুন।"

সঙ্গী আর একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও, রত্নাবলী?"

রত্নাবলী চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুমি—আপনি আমার নাম জানিলেন কিরূপে?"

সঙ্গী। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে কৈ?

রত্ন। আমি কি চাই?

সঙ্গী। দস্যুর হাত হ'তে মুক্তি চেয়েছিলে, মুক্তি পেয়েছ, আর কি চাও?

রত্ন। আপনি তাও জানতে পেরেছেন?

সঙ্গী। বল, তুমি আর কি চাও?

রত্ন। আমার স্বামীকে চাই।

সঙ্গী। তুমি কি চাও, তোমার স্বামী, রঘুনাথের উপাসনা ছেড়ে আবার তোমার ভজনায় প্রবৃত্ত হ'ন?

রত্ন। না, না, আমি তা' চাই না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর সে প্রবৃত্তি কখন যেন না হয়।

উভয়ে ক্রমে এক দুরারোহ পর্ব্বতের সানুদেশে উপনীত হইলেন। রত্নাবলীর বস্ত্রাঞ্চল এক্ষণে মুক্ত। সঙ্গী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি চাও?"

রত্ন। আর কোন ভাবে কি তাঁকে পাওয়া যায় না?

সঙ্গী। পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা সাধনসাপেক্ষ। তপস্যা, চিত্তসংযম প্রয়োজন।

রত্ন। আমাকে কি করতে হবে, আদেশ করুন।

সঙ্গী। তোমাকে দীর্ঘকাল তপস্যা করতে হবে।

রত্ন। আপনি কে তা' জানি না, কিন্তু আমার চিত্ত ক্রমশই আপনাতে আকৃষ্ট হচ্ছে। আপনি যা আদেশ করবেন, তাই করব।

সঙ্গী। তবে এইখানে থাক, আর অগ্রসর হও না।

রত্ন। এখানে?

সঙ্গী। হাঁ, এখানে। থাকতে পারবে?

রত্নাবলী একবার চকিত নেত্রে চারিদিক্ দেখিয়া লইলেন। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী-বেষ্টিত পর্ব্বতগাত্র, তা'র মধ্যে তিনি একা। ভাবিতেই রত্নাবলীর বুকের ভিতর আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। বলিলেন, "এই জঙ্গলের ভিতর একা! আমার ভয় করছে।"

সঙ্গী। কেহ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না—নির্ভয় হও।

রত্ন। আর আমার ভয় নাই।

সঙ্গী। তবে এখানে থাক, স্থানান্তরে যেও না—সময়ে আমি নয়ে যাব।

রত্ন। তপস্যা কি ক'রে করতে হয়, তা ত আমি জানি নে।

সঙ্গী। আমি শিক্ষা দিচ্ছি—বসো।

রত্নাবলী ভূপৃষ্ঠে বসিলেন এবং ভক্তিনম্রনয়নে সঙ্গীর মুখপ্রতি চাহিলেন। এই প্রথম দৃষ্টি, পূর্ব্বে দেখিবার অবসর ঘটে নাই। দেখিয়াই মনে হইল, ইঁহাকে পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। গৃহত্যাগের পূর্ব্ব-দিন ইনিই স্বপ্নে দেখা দিয়া কাশীতে আসিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। রত্নাবলী স্থির করিলেন, ইনি কোন দেবতা। রত্নাবলী গলায় কাপড় দিয়া যুক্তকরে বসিলেন। তখন পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কহিলেন, "মন স্থির কর, শিক্ষা লও।"

অল্পসময়ে শিক্ষা দিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি এখন চলিলাম মা।"

রত্নাবলী পুনরায় প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি নিয়ে থাকব গুরুদেব?"

সন্ন্যাসী। এই মন্ত্র নিয়ে। মন্ত্রতেই সব পাবে।

রত্ন। প্রভু!

সন্ন্যা। বল, নির্ভয়ে বল।

রত্ন। আপনি কে গুরুদেব, আমাকে এত অভিভূত করেছেন?

সন্ন্যা। আমি তোমার স্বামীর গুরু।

রত্ন। আপনি? আপনি তাঁর গুরু? দাঁড়ান দেবতা, একবার চরণে মাথা দিই।

চরণে মাথা দিয়া উঠিতে না উঠিতে রত্নাবলী দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই; ঊষালোকিত অরণ্যের মধ্যে তিনি একা।

১৭

অযোধ্যার মহাবীরের মন্দির প্রসিদ্ধ ও বহু পুরাতন। অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। প্রশস্ত মন্দিরের ভিতর বিরাট মূর্ত্তি; তিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ, ভক্তির ভাণ্ডারী। তাঁর উপাসনা আগে, তার পর সীতারামের। সাধুর ভিড়, যাত্রীর ভিড়, মহাবীরের মন্দিরদ্বারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মন্দিরে উঠিবার অনেকগুলি সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির দুই পাশে কয়েকটি ছোট কুঠারী। ভক্তেরাই সেগুলি অভ্যাগত সাধুদের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা নির্জ্জনে সাধন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা এখানে থাকেন না।

যাঁহারা 'দামড়ি চামড়ি পেট' লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারাই এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘরের ভাড়া লাগে না, প্রসাদও জুটে, আবার যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু পাওয়াও যায়।

ঘরগুলি বড় ছোট, এক জনেরই স্থান হয়; দুই জনের থাকিতে কষ্ট হয়! সাধুর সমাগম বেশী হইলে দু' জনকেও ছোট ঘরে থাকিতে হয়। ঘরগুলির মালিক নাই, যিনি আগে দখল করিতে পারিবেন, ঘর তাঁহার। কেহ তাড়ায় না, তাড়াইবার অধিকার বুঝি কাহারও নাই।

এই রকম একটা ছোট ঘরে এক সাধু উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার সাজ-সরঞ্জামের কোন ত্রুটি নাই। জটা বিপুল, শ্মশ্রু-গুম্ফ যথেষ্ট, অঙ্গে ভস্ম প্রচুর; ভৃঙ্গার, কন্থা, কম্বল, চিমটা সব আছে, নাই কেবল ভক্তি শান্তি। তিনি চক্ষু বুজিয়া গান ধরিয়াছেন, কিন্তু গানে মন নাই, কি যেন তিনি প্রত্যাশা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে চক্ষু ঈষন্মুক্ত করিয়া বাহিরের দিকে দেখিতেছেন। তিনি ভজন ধরিয়াছেন,

রঘুপতি সীতাপতি, দরশন দেওজী,
তুঁহু গোলোকপতি, কৃপা কর দাসে জী।
তুঁহু ভকতবৎসল ত্রিভুবন-তারণ,
হম্ পাপী অভাজন তুঁহু করুণা-নিদান।
কৃপা করি সীতাপতি দরশন দেও জী,
হম্ তুমারা শরণ লিয়া হম্‌কো নেহি ছাড়ো জী।

দ্বারপথ অন্ধকার করিয়া একজন সাধু দাঁড়াইলেন। প্রথম সাধু বোধ হয় এই ব্যক্তিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আড়-নয়নে আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া চক্ষু চাপিয়া বন্ধ করিলেন এবং খুব জোরে গান ধরিলেন। আগন্তুক সাধু ডাকিলেন, "জী!"

প্রথম সাধু মাথা ঘুরাইয়া খুব জোরের সহিত গাইলেন, "হাম্‌কো নেহি ছাড়ো জী!"

২য় সাধু। জী, শুনিয়ে।

১ম সাধু। হম্ তুমারা শরণ লিয়া—

২য় সাধু। এ কোঠরি মেরা।

১ম সাধু। রঘুনাথ সীতাপতি—

২য় সাধু। আপ্ উঠিয়ে।

১ম সাধু। হম্‌কো নেহি ছাড়ো জী—

২য় সাধু। শুনিয়ে—কোঠরিমে হম্ চিজ্ ছোড়কে আস্নান করনে ওয়াস্তে গেয়ে থে—ইয়া সব্ মেরি হ্যায়।

১ম সাধু। হম্ তুমারা শরণ লিয়া হম্‌কো নেহি ছাড়ো জী—

২য় সাধু। উঠনেকো নেহি মতলব হ্যায় তো হম্—

১ম সাধু। তব্ কেয়া করে গা?

২য় সাধু। তব্ জোরসে উঠায় দেঙ্গে।

১ম সাধু। কেয়া মইনে এৎনা বড়া সাধু হ্যায়, হম্‌কো জোরসে উঠা দেঙ্গে! দেখে তো।

দ্বিতীয় সাধু বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন; ভয় দেখাইয়া ত উঠান গেল না, এখন মারামারি করিতে হয়। তা'তে বড়ই কেলেঙ্কারী, সাধুর পক্ষে অশোভন। তিনি রাগে গর-গর করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "তোম্‌তো বড়া সাধু—"

প্র-সাধু। কেয়া, হাম্ বড়া সাধু নেহি! মেরা নাম লছমীনারায়ণ, গুরুকা নাম—ইয়াদ নেহি হোতা—রহো।

দ্বি-সাধু। আরে রয়নে দিজিয়ে, তোমরা মাফিক্ একঠো বদমাস্ হোগা।

লছমীনারায়ণ এবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন; এমন কি, আড়-নয়নে একবার দেখিয়াও লইলেন, চিম্‌টাটা কোথায় আছে। কহিলেন, "সমঝকে বাৎ কহো; মেরা গুরু বিশ লাখ রাম নাম জপ দিনমে কর্‌তে হেঁ, আওর হম দশ লাখ নাম দিনমে লেতা হেঁ, তোমরে মাফিক—"

এমন সময় অদূরে কে গাইল,—

"রাম রাম সব্ কোই কহে ঠক্ ঠাকুরত্যা চোর।
বিনা প্রেম্‌সে রিঝাৎ নেহি তুলসী নন্দকিশোর॥"*

গান শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। লছমী কহিলেন, "দেখ ত ভাই কে গান কর্‌ছে।"

দ্বিতীয় সাধু হরিসহায় উত্তর করিলেন, "তুমি উঠে দেখ না।"

লছমী তখন পরম উদারতা দেখাইয়া কহিলেন, "যেতে দাও—ভিক্ষু টিক্ষু হবে।"

আবার গান উঠিল—

সাধন ভজন কিছুই জানি না, ভরসা শুধু তোমার নাম,
ধরম করম কিছুই বুঝি না, করি শুধু তোমার গান।

লছমী। লোকটা কিছুই জানে না, মহামূর্খ; আমি বহুত শাস্ত্র পড়েছি।

হরিসহায়। ছাই পড়েছ; এখন থাম—গান শোন। আবার সুর উঠিল—

জানি শুধু তুমি আছ গো,
আমার আশে-পাশে গো,
আমার অন্তরে বাহিরে,
আকাশে পাতালে তুমি আছ গো।

* ভাবার্থ—দুষ্ট শিষ্ট চোর সকলেই রাম রাম বলে, কিন্তু প্রেম বিনা নন্দকিশোর প্রসন্ন হ'ন না।

লছমী। লোকটা কাঁদে কেন? বহু টহু ম'রে থাকবে।

হরি। তুমি একটা গিদ্ধড়; গোলমাল করো না—শোন। সুর উঠিল,—

আশা-ভরসা সাহস-সম্বল, সকলি তোমারি নাম,
আমি কাঙ্গাল হ'তেও কাঙ্গাল চাই শুধু তোমারে রাম।
রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম,
আমি ভিখারী কাঙ্গাল চাই শুধু তোমারে রাম॥

লছমী। ওঃ, ভজন গাইছে! আমিও বহুৎ ভজন জানি।

হরি। ছাই জানো; শুধু গাধার মত চিল্লাতে জানো।

গায়ক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উভয়ের নেত্র-পথবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র উভয়ে কেমন একটু চমকিয়া উঠিলেন। বয়স তত বেশী নয়, সুন্দর কান্তি, প্রেমময় নয়ন। একটা জ্যোতিঃ, একটা অপার্থিব সৌন্দর্য্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হরিসহায় মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিলেন; লছমীনারায়ণ উঠিলেন না, কি জানি যদি সেই সুযোগে আগন্তুক ঘরখানি দখল করিয়া লন! তাঁহার বিশ্বাস, আগন্তুক একখানি ঘর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রণাম করিলেন না; ভাবিলেন, আমিই বা কম কিসে? আমার চেহারাও ভাল, সাধন-ভজনও উঁচু দরের।

তুলসীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমরা কাজিয়া করছ কেন?"

লছমী। এই লোকটা আমাকে মারতে চায়।

হরি। আমি চান্ করতে গেছি, আর এই ভণ্ড আমার ঘর, জিনিসপত্র সব দখল ক'রে বসেছে, কিছুতেই উঠছে না।

তুলসী। কত দিন এই ঘরে থাকতে পাবে বাবা?

কেহই কোন উত্তর করিল না। তুলসীদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল বাবা, এ দুনিয়ায় কত দিন থাকতে পাবে?"

হরি। যতদিন রঘুনাথজী রাখেন।

তুলসী। যত দিন রাখেন, তত দিন কি করবে?

হরি। সাধন-ভজন করব।

তুলসী। তাই কি করছ? না, দামড়ি-চামড়ি পেট নিয়ে ব্যস্ত?

লছমী। ঠিক বলেছেন সাধুজী, এ লোকটা পয়সা, শিশ্ন, পেট নিয়ে ব্যস্ত। সাধন-ভজনে কুচ্ছু মন নেই।

তুলসী। তোমারই কৈ আছে বাবা? থাকত যদি, একটা ঘর নিয়ে ঝগড়া করতে না।

লছমী। একটা আশ্রয় না থাকলে ভজন-পূজন করি কোথায় ব'সে?

তুলসী। পাহাড়ে-জঙ্গলে; যদি পেটের পূজা করতে চাও, তবে লোকালয়ে যাও, সাধুর বেশ ত্যাগ কর।

লছমী। পাহাড়ে-জঙ্গলে কি খেয়ে থাকব? পাথর?

তুলসী। ভগবানের উপর নির্ভর করলে পাথর খেয়ে থাকতে হবে না—তিনি আহার যোগাবেন।

লছমী। (সহাস্যে) আপনার কথা শুনে হাসি এল, ভগবান্ না কি আহার যোগাবেন!

তুলসী। হেসো না বাবা,—সত্যই তিনি আহার যোগাবেন। গিয়ে একবার দেখ, কত মহাপুরুষকে তিনি আহার যোগাচ্ছেন। পাথরে দুধ, গাছে ফল, মাটীর নীচে মূল। আর কি চাই বাবা! তবে ডাল রুটী পাবে না। তবে যদি দুইয়ের পূজা করতে চাও—ভগবান্ ও জঠরের—তবে কিছুই হবে না; সাধুর বেশ ধরাই সার হবে।

লছমী। আর জাড়া লাগলে কি করব? সেখানে ত আগুন নেই।

তুলসী। আছে বৈ কি। ঘর আছে, আগুন আছে, কোন জিনিসের অভাব তিনি রাখেন নি।

লছমী। তবে বড় বড় সাধুরা লোকালয়ে ঘুরে বেড়ান কেন?

তুলসী। লোকের উপকারের জন্যে। ব্রহ্ম-দর্শনাভিলাষী যোগীরা, অথবা সিদ্ধিকামী তপস্বীরা লোকালয়ে থাকেন না। আর যাঁরা ভক্তিপথ অবলম্বন করেছেন, তাঁরা মানুষের হিতের জন্যে সংসারে নাম বিলিয়ে বেড়ান।

লছমী। আপনি কি করেন?

তুলসী। আমি কিছুই করি না, গুরুজী যা আদেশ করেন, তাই করি। আমি পথে-পথে ঘুরে বেড়াই তাঁর নাম গেয়ে, আর যেচে বেড়াই তাঁর করুণা।

বলিতে বলিতে তুলসীদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; তিনি ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। হরিসহায় নীরবে তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন। তুলসীদাস সহসা ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় চলেছ বাবা?"

হরি। আপনার মুখে তাঁর নাম শুনতে।

তুল। আমি যে আর নাম করতে পারি নে—নাম আমাকে বিহ্বল ক'রে তুলে।

হরি। বাবা, আমি মহাপাপী, তাঁর নাম করতে পারি না; তাঁকে ডাকতে গেলে মন আমার ছুটে অন্য

পথে যায়। প্রবৃত্তি বড় বল করছে, আমাকে কৃপা করুন।

তুলসী। আমি যে অতি ক্ষুদ্র; তোমাকে কি শেখাব? কি কৃপা করব?

হরি। আমি আপনাকে চিনেছি—আপনি মহাত্মা তুলসীদাস। আপনার চরণ কিছুতেই আমি ছাড়ব না!

তুলসী। তবে চল বাবা, অন্ধের হাত ধ'রে চল বাবা।

১৮

হরিসহায়ের বয়স বড় বেশী হবে না—ত্রিশ বৎসর হ'তে পারে। বাল্যকাল হইতেই তাহার হৃদয়ে একটু ধর্ম্মভাব ছিল, কিন্তু সে অতি সামান্য। ভগবান্‌কে ডাকিত, নিজের স্বার্থের জন্য—তাঁহাকে পাবার জন্যে নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রিপুর তেজ বাড়িতে লাগিল, ভগবানের দ্বারে প্রার্থনাও পড়িল। ব্যর্থ প্রার্থনা হইতে নৈরাশ্য, নৈরাশ্য হইতে বিরক্তি ও ক্রোধ উপজিত হইল। অবশেষে এক দিন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহত্যাগ করিল। সঙ্গে কিছু অর্থ লইতে ভুলে নাই; অর্থ ফুরাইলে অভাবে পড়িয়া রামসহায় সন্ন্যাসীর ভেক গ্রহণ করিল। ভেকের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভজন-সাধনেরও প্রয়োজন হইল, কিন্তু মন বসিল না। মন চায় ইন্দ্রিয়ের সুখ; সে সুখ সন্ন্যাসাশ্রমে নাই। হরিসহায় গৃহে ফিরিবেন কি না ভাবিতেছিলেন, এমন সময় সদ্‌-গুরুর দর্শন পাইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য সাধুসঙ্গ করিয়া তিনি কোটি অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন। ইন্দ্রিয় ঈশ্বরমুখ হইল। তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া তুলসীদাসের চরণে কাতর হইয়া পড়িলেন। তুলসীদাস তাঁহার গুরুর অনুমতি লইয়া মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র দিয়া নাম দিলেন, বালাজী।

তুলসীদাসের আশ্রম নাই। সরযূতীরে এক মহান্ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চাতে নিবিড় জঙ্গল, সম্মুখে নদী। বালাজি সেই বৃক্ষতলে একখানি কুটীর তুলিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অরণ্যে উপকরণের অভাব নাই। বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র, বৃক্ষলতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন: কিন্তু তাঁহাকে বড় বেগ পাইতে হইল না—এক কিশোরবয়স্ক বালক সমস্ত উপকরণাদি আনিয়া যোগাইল। বালকটি বালাজীর অপরিচিত; তাহাকে কোন সময় বিশেষভাবে লক্ষ্যও করেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, কোন অরণ্যবাসীর সন্তান হইবে। কিন্তু তুলসীদাস যখন তাহাকে দেখিলেন, তখন তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেন! যতই তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। মুগ্ধ হইবারই কথা। মুখখানি হাসিতে ভরা, চোখ দুটি স্নেহমাখা, গায়ে কাপড় নাই; পরিধানে একখানি ছোট কাপড়, তাও মালকোচা মেরে পরা। সমস্ত দেহটি লাবণ্যে ভরা। পায়ে পাদুকা নাই, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, এ চরণ কখন কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই। তুলসীদাস বালক-টিকে পলকশূন্য-নয়নে দেখিতে লাগিলেন; বালকও তাঁহার পানে আড়নয়নে চাহিতে লাগিল। তুলসী-দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাবা?"

"তোমার ছেলিয়া।"

তুলসীদাস মুগ্ধ হইলেন। বালকের মাথায় তখন একটি পাতার বোঝা ছিল; তুলসীদাসের ইচ্ছা হইল, বোঝাটি কাড়িয়া লইয়া নিজের মাথায় লয়েন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, এই কোমল বয়সে কোমল অঙ্গে এই পরিশ্রম করছ?"

বালক। পরিশ্রম ত কিছুই নয়, কাজ করা আমার অভ্যাস আছে।

তুলসী। এই বয়সেই কাজ করা অভ্যাস! তা' হোক, তুমি বোঝা আর মাথায় করো না, বালাজী কিছু বলবে না—ব'সো।

বালক। আমি ব'সে থাকতে পারি নে। থাকলে চলে না।

তুলসী। তুমি এতই গরীব? তা' বাবা, আমি ত তোমায় কিছু দিতে পারব না।

বালক। তুমিও আমার মত কাঙ্গাল বুঝি?

তুলসী। হাঁ বাবা, আমি বড় কাঙ্গাল।

বালক। বেশ মিলেছে তবে—কাঙ্গালের ছেলে কাঙ্গাল।

তুলসী। তবে এস বাবা, আমার বুকে এস; তোমাকে বুকে করতে আমার বড় সাধ হয়েছে।

বালক। ছিঃ, আমাকে ছুঁয়ো না—আমার জাত নেই।

তুলসীদাস প্রসারিত বাহু নামাইলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে—এ জঙ্গলে এসেছ কেন?"

তুলসী। স্থানটি নির্জ্জন ব'লে।

বালক। নির্জ্জন স্থান নিয়ে কি হবে?

তুলসী। এখানে ব'সে আমি রামায়ণ লিখব।

বালক। সে কি?

তুলসী। রঘুনাথজীর কীর্ত্তিগাথা।

বালক। রঘুনাথজীকে তুমি ভালবাস বুঝি?

তুলসী। তাঁকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

বালক। দেখ, সকলে সকলকে ভালবাসে, কিন্তু আমাকে কেউ ভালবাসে না।

তুলসী। কেন, আমি ত তোমায় ভালবাসি।

বালক। বাস? সত্যি ভালবাস?

তুলসী। সত্যই তোমায় ভালবাসি; তোমাকে ভাল না বেসে কেউ থাক্‌তে পারে না। আমি চিরদিন তোমাকে বুকে রাখব।

বালক। এখন বলছ বুকে ক'রে রাখবে; কিন্তু যখন তোমাকে আমি আব্দারে আব্দারে অস্থির ক'রে তুলব, তখন তুমি বুক হ'তে নামাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

তুলসী। না বালক, তা' কখনই হব না।

বালক। দেখ, আমি কিন্তু তোমার কাছে আর কাউকে আসতে দেব না; আর কেউ আসে, আমি তা সহ্য করতে পারি না।

তুলসী। বেশ, আর কাউকে আসতে দিও না।

বালক। আর তোমার রঘুনাথজী যদি আসেন?

তুলসী। তিনি যে দেবতা।

বালক। তাই বুঝি তাঁর স্থান আগে? তাঁকে পেলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে বুঝি? আমি তোমার কাছে যাব না।

তুলসী। তিনি ত আসছেন না, আমি তাঁকে আমার প্রাণের ব্যথা এত জানাই, তবু ত তিনি আসছেন না।

বালক। এক দিন ত আসবেন।

তুলসী। আসবেন? তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে বালক, এক দিন তিনি আসবেন?

বালক। বাঃ! আমার যখন বাপ-মাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয়, তখন আমি সব ছেড়ে সব ভুলে তাঁদের ডাকি, তাঁরা আর থাকতে পারেন না—ছুটে আসেন।

তুলসী। কে তুমি বালক, আমার মনে আবার আশা জাগালে?

বালক উত্তর না করিয়া হাসিতে হাসিতে গান ধরিল, আর একটু একটু করিয়া জঙ্গলের দিকে পিছাইতে লাগিল। বালককে তখন অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার সুন্দর গণ্ডে ও কণ্ঠের আশে-পাশে কোঁকড়ান কালো চুলগুলি ঝুলিয়া পাড়িয়াছে; আঁখির চাহনিতে আনন্দের তরঙ্গ মাঝে মাঝে খেলিয়া যাইতেছে, ঠোঁট দু'খানি হাসির তাড়নায় কাঁপিয়া উঠিতেছে; আর ক্ষুদ্র চরণ দু'খানি গানের তালে মাঝে মাঝে নাচিয়া উঠিতেছে। তুলসীদাস তখন সকলি ভুলিলেন; ভুলিয়া মুগ্ধ নয়নে বালকের মুখশ্রী দেখিতে লাগিলেন। গানের ভাব বড় একটা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। বালক গাহিতেছিল—

আমি তোমারি, আমি তোমারি, ওগো আমি তোমারি,
তুমি আমার মাতাপিতা সন্তান আমি তোমারি।
সংসারময় ঘুরি ফিরি,
খুঁজি সদা কে আছ আমারি;
(আমি বড়ই কাঙ্গাল, ওগো আমি বড়ই কাঙ্গাল)
দ্বারে দ্বারে ফিরি আমি চিরস্নেহ-ভিখারী,
তুমি ভালবাস মোরে তাই হয়েছি তোমারি।

গাইতে গাইতে বালক বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইল। বালক যে পথে গিয়াছে, সেই পথপানে চাহিয়া তুলসীদাস অবশচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন বালককে একেবারেই আর দেখা গেল না, তখন তুলসীদাস কহিলেন, "কে তুমি বালক আমাকে পাগল ক'রে চ'লে গেলে? আর কি তুমি আসবে না?"

বৃক্ষান্তরাল হইতে সুর উঠিল—

আমি ত তোমার (ওগো) আমি ত তোমার,
তোমারে ছাড়িয়ে আমি কোথা যাব আর।
যখনি ডাকিবে মো'রে,
তখনি আসিব ফিরে,
(তুমি দেখ বা না দেখ, চেন বা না চেন)
(আমি তখনি আসিব ফিরে)
আমি আসিব (ওগো) আসিব তোমারি পাশে,
তব স্নেহ প্রীতি প্রেম পাবার আশে॥

তুলসীদাস ব্যাকুলভাবে উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "আসিবে? সত্যই তুমি আসিবে?"

অরণ্যের ভিতর হইতে আবার ঝঙ্কার উঠিল—

আসিব আসিব ওগো আসিব ফিরিয়া,
যখনি ডাকিবে মোরে আপন ভাবিয়া।
আমি ত তোমার
তুমি ত আমার,
আমি কি পারি থাকিতে তোমারে ছাড়িয়া।
তুমি আজ সদা প্রিয় আমাতে মিশিয়া॥

তুলসীদাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এইবার তোমাকে চিনেছি! ও আমার দয়াল, কেন নিষ্ঠুরের মত তুমি বারে বারে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন ক'রে রাখো। ফিরে এসো—আর একবার তোমাকে দেখি। ওগো ফিরে এসো—রঘুনাথ—রঘু—" বলিতে বলিতে তুলসীদাস ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন।

* * * *

তুলসীদাস এই নির্জ্জন আশ্রমে বসিয়া রামায়ণ

লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাপ্ত করিতে এক বৎসরের উপর লাগিল। তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ তেতাল্লিশ বৎসর। রামায়ণ প্রকাশিত হইল, চৈত্র মাসে সংবৎ ৬৩১। *

রামায়ণ প্রকাশ করিয়া তুলসীদাস কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। †

১৯

প্রভাতের আলো ধরা স্পর্শ করিলে, রত্নাবলী দেখিলেন, চতুর্দ্দিক সৌন্দর্য্যময়। রাত্রির অন্ধকারে যাহা জঙ্গল বলিয়া রত্নাবলীর প্রতীতি হইয়াছিল, এক্ষণে দিবালোকে দেখিলেন, সে সব বন্য পুষ্প-বৃক্ষ। এমন সুন্দর পৃথিবী রত্নাবলী পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। কত সাধ, কত আশা লইয়া, কত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, কত সৌরভ অঙ্গে মাখিয়া বসুন্ধরা আজ অন্ধকারের ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রত্নাবলীর মনে হইল, অন্ধকার রজনীর তারকানিচয় আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া এই পার্ব্বত্য উদ্যানে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, আর তাঁহাদের অঙ্গ-সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছেন। যত দেখেন, ততই পৃথিবী মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। দেখিবার শেষ নাই, মিষ্টত্বের ক্ষয় নাই।

পাহাড়ের নীচে ঝরণা, গাত্রে ফলভারাবনত বৃক্ষরাজি। নিকটেই একটি সুন্দর গুহা। কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা অধিকৃত ছিল বলিয়া রত্নাবলীর প্রতীতি হইল। গুহার সম্মুখে একখানি প্রশস্ত পাথর। সেই পাথরের উপর বসিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় শুধু বৃক্ষশির। বিশ্বকর্ম্মা এই নির্জ্জন স্থানে রত্নাবলীর জন্যে সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। ধ্যানের জন্য নির্জ্জনতা আছে, পূজার জন্য ফুল আছে, সঙ্গীতের জন্য গাছে গাছে পাখী আছে, আহারের জন্য ফল আছে, তৃষ্ণার জন্য বারি আছে, আশ্রয়ের জন্য গুহা আছে। রত্নাবলী প্রফুল্লমনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তপস্যা করিতে করিতে গুরুর রূপ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। আবার কিছুকাল গত হইলে, গুরুর মূর্ত্তি হৃদয় হইতে সরিয়া গেল। সেই স্থান মন্ত্র অধিকার করিল। কিছুকাল পরে মন্ত্রের স্থানে গুরু আসিয়া বসিতে লাগিলেন, কখন বা গুরুর স্থানে মন্ত্র আসিয়া বসিতে লাগিলেন। অবশেষে দুই মিশিয়া এক হইল। তখন হৃদয় আনন্দময়—শুষ্কতা অপসৃত হইল। রত্নাবলী সেই আনন্দে বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইলেন এবং দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময় ধ্যানে নিমগ্না রহিলেন।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিল। তৃতীয় বৎসরে ফলের অপ্রতুলতা ঘটিল। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহে রত্নাবলী আর ফল পাইলেন না। ফল আহরণের নিমিত্ত তাঁহাকে দূরে যাইতে হইত। সহসা এক দিন মনে হইল, আমি কেন আহারান্বেষণে বৃথা সময় নষ্ট করি? সেটুকু সময় সাধন করিলে সুখের ও কাজের হয়। আহার দিবার মালিক এক জন; তিনি দিতে হয় দেবেন, না দেন, উপবাসে থাকিব।

এইরূপ স্থির করিয়া রত্নাবলী আহার্য্য আহরণে বিরত হইলেন। ফল এই হইল, ঝরণার জল ব্যতীত উদরস্থ করিতে রত্নাবলী আর কিছুই পাইলেন না। জলে উদরপূর্ত্তি হয় না, অন্নময় কোষ শুধু জলে তৃপ্ত হয় না। কখন কখন দুই এক জন পাহাড়িয়া নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য পথ দিয়া যাতায়াত করিত। তাহারা রত্নাবলীর অস্তিত্ব অবগত ছিল, এরূপ ধারণা করিবার কোন কারণ তাঁহার জানা ছিল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনা কখন কখন ঘটিয়া থাকে। একদা এক বন্য বালক কয়েকটি ফল আনিয়া রত্নাবলীর নিকটে নীরবে রক্ষা করত হাস্যমুখে প্রস্থান করিল। রত্নাবলী চমৎকৃত হইলেন। সেই ফল তাঁহার জীবন রক্ষা করিল।

পরদিন আবার উপবাস; শুধু পরদিন নয়—উপর্য্যুপরি কয়েক দিন। যখন উদর আর প্রবোধ মানে না, তখন ইচ্ছা হইল, আহার সংগ্রহের একটু চেষ্টা দেখিলে মন্দ হয় না। কিঞ্চিৎ দূরে এক পথিক যাইতেছিল, তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে রত্নাবলীর বাসনা হইল। কিন্তু তিনি তখন উত্থানশক্তি-রহিত; কিরূপে তাহার মন বা নয়ন আকর্ষণ করিবেন? একবার সঙ্কল্প করিলেন, প্রস্তর নিক্ষেপ করত তাহার মন ও নয়ন আকর্ষণ করিবেন। যুক্তি সাধনযোগ্য

---

* সম্বৎ সোলহসৌ, ইকতৈসা, করৌ কথা হরিপদ ধরি সীমা।
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা অবধ পুবায়হ চরিত প্রকাশা॥

† অনেকের বিশ্বাস, তুলসীদাস কাশীতে বসিয়া রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। বেণীমাধবের ধ্বজার নিকট এক স্থানে বড়লাট লর্ড কর্জ্জন এক ট্যাবলেট উঠাইয়া তাহাতে লিখিয়াছেন,—"Probably Tulsidas wrote his Ramayan here," বড় লাট নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই, 'সম্ভবতঃ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

ভাবিয়া রত্নাবলী একখণ্ড শিলা হস্তমধ্যে গ্রহণ করিলেন। গুহাসম্মুখস্থ প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপর শয়ান ছিলেন; ধীরে ধীরে উঠিয়া শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল, 'আমার কাছেই ত গুরুজী রয়েছেন, আমার কষ্টত তাঁর অবিদিত নেই। তাঁর ইচ্ছা যা' হয়, তাই হবে। আমি কেন নিজের জন্যে ভাবি।' তিনি শিলাত্যাগ করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। চক্ষু আপন হ'তেই বুজিয়া আসিল—তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, গুরুজী তাঁহাকে আদর করিয়া কত ফলমূল খাওয়াইতেছেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন; দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে প্রস্তরের উপর অনেকগুলি ফলমূল রক্ষিত রহিয়াছে; আর সেই পথিক—এক পাহাড়িয়া—আশ্রম-বাহিত পথ দিয়া নীচে নামিয়া যাইতেছে। রত্নাবলীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

রত্নাবলীর যখন পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল যে, গুরুদেব তাঁহাকে আহার্য্য দিয়া আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতে আহার সম্বন্ধে এককালে নিরুদ্বেগ হইলেন। বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে কোন পথিক অযাচিতভাবে তাঁহাকে বস্ত্র দিয়া যাইত। গুরুজী অভাব রাখিতেন না; রাখিবেনও না, এইরূপ বিশ্বাস রত্নাবলীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল।

এইরূপ কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। সহসা এক গোল বাধিল। আশ্রমের সান্নুদেশে এক পার্ব্বত্য ঝরণা ছিল; এত কাল সারা বৎসর জল দিয়া আসিতেছিল, কখনও শুকায় নাই। এই বৎসর বৃষ্টির অপ্রতুলতা হেতু ঝরণাটি শুকাইয়া গেল। শুষ্ক বক্ষ হইতে বালুকা সরাইয়াও রত্নাবলী যখন জল পাইলেন না, তখন তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। জলের জন্য গুরুজীকে কষ্ট দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। জল নিয়তই প্রয়োজন হইবে। আহার না হইলে দুই দিন উপবাসে থাকা যায়, কিন্তু জল না হইলে এক দিনও থাকা যায় না। সুতরাং তাঁহাকে জলের চেষ্টায় চারিদিকে ঘুরিতে হইল। উপর-নীচে অনেক খুঁজিলেন, কোথাও জল পাইলেন না। ফল এই হইল, তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ শুষ্কতর হইল।

ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে এক নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আশা, কোথাও যদি গুপ্ত উৎস থাকে। এরূপ আশা করা অন্যায় নয়, এরূপ উৎস পর্ব্বতগাত্রে থাকে। কিছু দূর যাইতে না যাইতে ক্ষীণ সলিল-রেখা তাঁহার নয়ন-পথবর্ত্তী হইল। বালুকা সরাইয়া দেখিলেন, তলে জল নাই; উপর হইতে জল আসিয়া এই পথে বহিয়া গিয়াছে, এইরূপ তাঁহার অনুমান হইল। তখন তিনি সেই রেখা ধরিয়া উপরে উঠিলেন এবং ত্বরায় এক স্বল্পবিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, তথায় এক বৃদ্ধ যোগী ধ্যানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে একদিকে নানাবিধ ফল মূল, অপর দিকে একটি জলের উৎস। উৎস হইতে ক্ষীণ ধারায় জল উঠিয়া ক্ষীণ ধারায় মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া চলিয়াছে। তদ্দৃষ্টে রত্নাবলী উল্লসিত হইলেন। জলপান করিবার পূর্ব্বে তিনি যোগিবরকে প্রণাম করিলেন; পরে উঠিয়া ব্যগ্রচিত্তে উৎসের সমীপস্থ হইলেন। জল স্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই যোগিবরের কণ্ঠ শ্রুত হইল। তিনি দৃঢ়-কণ্ঠে কহিলেন, "জল স্পর্শ করিও না।"

রত্নাবলী চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যোগী পুনরায় কহিলেন, "উৎস স্পর্শ করিও না।"

রত্ন। আমি পিপাসাতুর।

যোগী। অন্যত্র যাও।

রত্ন। আমি উৎস স্পর্শ করলে কি জল দূষিত হবে?

যোগী। হাঁ, হবে।

রত্ন। পক্ষীরা ত স্নান করছে, পান করছে।

যোগী। তাহারা আশ্রম-পক্ষী।

রত্ন। আর আমি?

যোগী। তুমি আশ্রমবাসী নও। আশ্রমবাসীরাই শুধু ফল-জল এখানে পাইবে।

রত্ন। আশ্রমটাকে একটা এত ছোট গণ্ডীর মধ্যে ভরেছেন কেন? সমস্ত বিশ্ব কি আপনার আশ্রম হ'তে পারে না? সমস্ত বিশ্ববাসী কি এক জনের সন্তান নয়?

যোগী। তুমি কেন বাছা, তোমার নিজের তৃষ্ণা, নিজের দেহের কথা ভাবছ? তোমার আশে-পাশে কত লক্ষ প্রাণী রয়েছে, তাদের কথা কেন ভাবছ না? এ উৎস আমার ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়েছে, আশ্রম-বহির্ভূত কোন জীব উৎস স্পর্শ করলে উহা বিশুষ্ক হবে।

রত্ন। তবে আর আমি উহা স্পর্শ করতে ইচ্ছা করি না—আমি এ ক্ষুদ্র জীবন রক্ষা করতে এতগুলি প্রাণীর তৃষ্ণার জল কেড়ে নিতে ইচ্ছে করি না। আপনি দয়া ক'রে আমাকে একটু জলদান করুন।

যোগী। তাহাও আমি পারব না।

রত্ন। সে কি? আপনি পিপাসাতুরকে জল দেবেন না?

যোগী। দিতে পারব না বাছা।

রত্ন। জলদান কি ধর্ম্ম নয়?

যোগী। ধর্ম্ম বটে, কিন্তু নিকৃষ্ট ধর্ম্ম।

রত্নাবলী একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু ক্রোধ বা অসন্তোষকে মনের ভিতর আসিতে দিলেন না। বেশ প্রফুল্ল-মনে যোগিবরকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যতা হইলেন। যোগী কহিলেন, "তুমি এক কাজ কর না কেন মা?"

রত্না। কি করতে হবে, আদেশ করুন।

যোগী। তুমি এই আশ্রমে থাক না কেন মা?

রত্না। কেন?

যোগী। তা হ'লে তোমার ফলজলের অভাব হবে না।

রত্না। আমি থাকতে পারব না।

যোগী। কেন?

রত্না। আমার গুরুর আদেশ নেই; তিনি যেখানে আমায় রেখে গেছেন, আমি সেইখানে থাক্‌ব।

যোগী। সেখানে জলের অভাবেই তোমার প্রাণ যাবে।

রত্না। যায় যাক্, গুরু এসে আমার মৃতদেহ দেখবেন।

যোগী। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে এ আশ্রমের ভার দিয়ে আমি অন্যত্র যাই। এ আসন সিদ্ধ, এখানে ব'সে তপস্যা করলে অচিরে ইষ্টদেবের দর্শন-লাভ হয়।

রত্না। আমার সময় হ'লে আমি দর্শন পাব, তা' এখানেই থাকি আর সেখানেই থাকি।

যোগী একটু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার আশ্রমে ফিরে যাও মা—সন্ধ্যা হয়ে এল।"

রত্নাবলী যোগীকে পুনরায় প্রণাম করিয়া আশ্রমাভিমুখী হইলেন। অর্দ্ধেক পথ যাইতে না যাইতে অন্ধকার নামিয়া আসিল। তবে আলোকের অভাব হইল না—আকাশে চাঁদ উঠিল। রত্নাবলী সচকিতে দেখিলেন, এক প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র তাঁহার পথের উপর শুইয়া রহিয়াছে। তিনি ভয় পাইয়া চোখ বন্ধ করিলেন, কিন্তু গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিলেন না। মনে মনে কহিলেন, "গুরুজী রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিতে হয় মারিবেন; আমি ভাবিয়া মরি কেন?" চক্ষু উন্মীলন করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, 'জয় গুরু, জয় গুরু।'

ব্যাঘ্র ধীরে ধীরে উঠিল এবং পাশের জঙ্গলের ভিতর চলিয়া গেল। রত্নাবলী কোন দিকে না চাহিয়া ক্ষিপ্রচরণে পথ চলিতে লাগিলেন। আশ্রমের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন, একদল দস্যু তাঁহার পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রত্নাবলীর মনে হইল, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি সেই পূর্ব্বপরিচিত দস্যু-সর্দ্দার। প্রথমটা রত্নাবলী ভয় পাইলেন, পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহাকে ভয় দেখাইল; তারপর ভয়টাকে মনের ভিতর হইতে সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া দিয়া সহজকণ্ঠে কহিলেন, "তোমাদের আর ভয় করি না; তোমাদের সাধ্য নেই, আমার অঙ্গ স্পর্শ কর—দূর হও।"

দস্যুদল অন্তর্হিত হইল। রত্নাবলী অগ্রসর হইলেন এবং অচিরে নিজ আশ্রমে পৌঁছিলেন। সেখানে আসিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, অতি নিকটে এক সুন্দর ও সতেজ উৎস কলকল হাস্যে নির্জ্জন আশ্রম মুখরিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। রত্নাবলী কাঁপিয়া উঠিলেন, দেহ কণ্টকিত হইল। তিনি জলপান না করিয়া প্রস্তরপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন; এবং গুরুদেবের উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করিয়া কহিলেন, "প্রভু, কত দয়া তোমার!"

মাথা তুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গুরুদেব। তৎক্ষণাৎ চরণে লুটাইয়া পড়িয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া ডাকিলেন, "আমার দেবতা!"

"উঠ মা! এখানে আর তোমায় থাকতে হবে না—বড় কষ্ট হয়েছে, না?"

"বাবা ত আমায় কষ্ট দেন নি, কত বিপদে রক্ষা করেছেন।"

"এখন তুমি কোথায় যেতে চাও মা?"

"যেখানে আপনি নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন।"

"বৎসে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি কি চাও?"

"বাবা, যদি দয়া হয়ে থাকে—"

"নিঃসঙ্কোচে বল!"

"আপনার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখতে ইচ্ছা করি।"

"তোমারই উপযুক্ত কামনা। কিন্তু তুমি সে সাধন আজও ত করনি মা।"

"কি করতে হবে, আদেশ করুন।"

"যুগলে সাধন করতে হবে যে মা!"

"যুগলে! তাঁর সঙ্গে?"

"হাঁ মা; তুলসীদাসই তোমাকে সে সাধন দেবেন।"

"আপনার স্বরূপমূর্ত্তি দর্শন ছাড়া আমার আর কোন কামনা নেই।"

"বেশ; তবে কাশীতে যাও।"

"তিনি কাশীতে আছেন?"

"অযোধ্যা হ'তে সম্প্রতি কাশীতে ফিরেছেন; কিন্তু তুমি তুলসীদাসের সহিত মিলিত হবার কোন চেষ্টা করবে না, সময় হ'লে আমি তোমাকে ডেকে নেব।"

"তবে কাশী যাবার তাড়াতাড়ি কি?"

"তাড়াতাড়ি একটু আছে। তুলসীদাসের নিকটে থাকলে তুমি তাকে আদর্শ করতে পাবে। আদর্শ বড় না হ'লে ত কাজ হবে না।"

"তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে ত নিষেধ করেছেন।"

"মিলিত হ'তে নিষেধ করেছি, কিন্তু ছদ্মবেশে তার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে ত নিষেধ করছি না।"

"কাশীর পথ যে চিনি না বাবা।"

"তোমার পা তোমাকে ঠিক নিয়ে যাবে—কোন ভুল হবে না। নির্ভয়ে যাও, জেনো, আমি তোমার সঙ্গে সকল সময়ে আছি।"

"সেখানে গুহা-টুহা আছে বাবা?"

"না থাকলেও সেখানে তোমার কোন কষ্ট হবে না। এক অনাথা বৈষ্ণবী তোমাকে পথ হ'তে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তার বাড়ীতে থেকো।"

"আবার কবে দর্শন পাব?"

"যখনি ডাকবে, তখনি পাবে। আমি ত তোমাকে ছেড়ে থাকি না।"

রত্নাবলী প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, গুরু অদৃশ্য।

২০

সুন্দরনারায়ণ এক্ষণে বিথুরাকে লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। বাড়ীটি বেশ, দ্বিতল, তবে গঙ্গার উপর নয়। কোন উদ্বেগ নাই, অশান্তি নাই—দিবারাত্র ধর্ম্মকথায়, ভগবৎ-কথায় যাপন করেন। তবে যখন সুন্দরকে ভাগবত পাঠ করিতে কাশীর বাহিরে যাইতে হইত, তখন বিথুরাকে বড় কষ্টে একাকী দিনযাপন করিতে হইত। অবশ্য দাসদাসী ছিল, প্রতিবাসীরাও ছিল; কিন্তু সুন্দর গৃহে না থাকিলে বিথুরার সব অন্ধকার—সহস্র লোকের মধ্যে তিনি একা। স্বামী ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই, স্বামী ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানেন না। খেলা-ধূলা স্বামীর সঙ্গে, কলহ স্বামীর সঙ্গে, রহস্য-সদালাপ স্বামীর সঙ্গে। পূজার ফুল স্বামীর চরণে, আবার বিদ্রূপের বাণ স্বামীর উপর বর্ষিত। স্বামী তাঁহার পুত্র, স্বামী তাঁহার সখা, স্বামী তাঁহার ঈশ্বর। ভগবানের উপাসনা কখন তিনি করেন নাই, করিবার বাসনাও নাই। স্বামীতে সমস্ত বুকভরা, সে বুকে ভগবানের স্থান নাই।

সেই স্বামী আজ চার পাঁচ দিন কিছু দূরে এক গ্রামে ভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছেন। ফিরিবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, আজ প্রভাতে; তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে দিন যে সময়ে তিনি ফিরিবেন বলিয়া যান, ঠিক সেই সময়ে ফিরেন; কথা কখন নড়ে না। কিন্তু আজ ত আসিলেন না, কোন সংবাদ লইয়াও কেহ আসিল না। বিথুরা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বিথুরা অস্থিরচিত্তে উপর-নীচে করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইল; বিথুরার আহারের চেষ্টা নাই—সমস্ত দিন উপবাসী রহিয়াছেন। একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল, এক জনকে ডাকি, ডেকে বলি, ওগো, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, আমার স্বামীকে রক্ষা কর। তখনই মনে হ'ল, না, ডাক্‌ব না, আমার স্বামীর পুণ্যই তাঁহাকে রক্ষা করবে। আচ্ছা দেখি ত—বলিতে বলিতে তিনি দর্পণের নিকট ছুটিয়া গেলেন। দেখিলেন, ললাটের সিন্দুর উজ্জ্বল। দর্পণ রাখিয়া বলিলেন, আমি যেমন পাগল, তাই এত ভাবছি! নানকজীর কথা মনে নেই বুঝি! নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়া করি গে।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়া করিতে পারিলেন না; রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে না করিতে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। দ্বারে হাত দিয়া ভাবিলেন, না, এ মন নিয়ে খাওয়া চলে না। দাসী কহিল, "মাইজী, উপোস ক'রে থেকে কি হবে বল—কিছু খাও।"

"আমি কিছু খাবো না, তোরা খেয়ে নে।"

দাসদাসীর পূর্ব্বেই খাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা গোপনে সে কার্য্য সমাধা করিয়া এক্ষণে শুষ্কমুখে কহিলেন, "মাইজী না খেলে কি আমরা খেতে পারি!" মাইজী উত্তর করিলেন না, উপরে চলিয়া গেলেন।

ক্ষণপরে সদর-দ্বারে শব্দ হইল, কে গৃহে প্রবেশ করিল। বিথুরা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। না, এ সুন্দর নয়—এ তাঁর প্রতিবেশিনী মঞ্জিষ্ঠা। মঞ্জিষ্ঠা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন খবর পেলে?"

"না।"

"আজ খবর আসবে, তুমি খাওয়া-দাওয়া কর।"

"তাঁকে খাইয়ে আমি খাব।"

মঞ্জিষ্ঠা প্রতিবাদ করিল না; ভাবিয়া দেখিল, সে নিজে এ অবস্থায় এইরূপই করিত। সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "ভয় কি, তিনি নিরাপদে আজই ফিরে আসবেন। রঘুনাথজীকে ডাক, তিনি রক্ষা করবেন।"

বিথুরা। আমার রঘুনাথজী তিনি, তাঁকে ছেড়ে আমি অন্য দেবতার উপাসনা করি নি।

মঞ্জিষ্ঠা। তাঁর কাছে কি তুমি দীক্ষা গ্রহণ করেছ?

বিথুরা। না, আমি আজও দীক্ষা লইনি।

মঞ্জিষ্ঠা। তবে? তবে তুমি ভগবানের উপাসনা কর না কেন? চিরদিনের সম্বন্ধ যাঁর সঙ্গে, তাঁকে ছেড়ে তুমি খেলাঘরের পুতুলের মোহে ভুলে রইলে?

বিথুরা। বিশুদ্ধ প্রেম কি মোহ?

মঞ্জিষ্ঠা। সে তর্ক এখন থাক্। তুমি সংসারের দিক্ দিয়েও দেখ যদি, তা হ'লেও বুঝতে, উপরে এক জন সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ আছেন। তাঁর নিকট একান্তমনে যে যা' চায়, সে তাই পায়। আজ এই বিপদের দিনে তুমি তাঁর নিকট কৃপা ভিক্ষা কর—তিনি তোমার স্বামীকে রক্ষা করবেন।

বিথুরা। তাঁর নিজের পুণ্যই তাঁকে রক্ষা করবে।

মঞ্জিষ্ঠা। তুমি কি বলতে চাও, ভগবান্ কেউ ন'ন, কিছুই করতে পারেন না?

বিথুরা। ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করতে তিনি পারেন না।

মঞ্জিষ্ঠা। ছি ছি, ও কথা বলো না, তিনি সব করতে পারেন।

বিথুরা। মহামুনি বশিষ্ঠদেব রাজা ভরতকে কি বলেছিলেন, তা' বুঝি ভুলে গেছ? তিনি বলেছিলেন, হে ভরত, আমার কথা শুন, আমি বিচার ক'রে তোমাকে বলছি যে, কর্ম্মই জীবকে ভবিষ্যতে ফলদান ক'রে থাকে; অর্থাৎ যাহা ভবিষ্যতে ঘটবে ব'লে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তা ঘটবেই—কিছুতেই তার লঙ্ঘন নেই। জীবন, মরণ, যশঃ, অপযশ সকলই বিধাতার হাত, কর্ম্মফল-অনুসারে তিনি তা'র ফল প্রদান ক'রে থাকেন।

মঞ্জিষ্ঠা। ইহাও আবার এক মহাপুরুষ বলেছেন যে, মানুষ যত দিন না কপটতা ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা ভগবানের শরণাগত হবে, তত দিন কোটি উপায় অবলম্বন করলেও তার সুখের সম্ভাবনা নেই; অর্থাৎ তাঁর শরণাগত হ'তে পারলেই সকল কর্ম্মফল কেটে যায়।

বিথুরা। কর্ম্মফল কাটে কি না, তা' ভগবান্ই জানেন; কিন্তু আমার মনে হয়, আমরাই আমাদের ভাগ্য গঠন করি।

মঞ্জিষ্ঠা। আমিও ত তাই বলছি বোন্! তাঁকে ডাকাই যে মস্ত কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম তোমার পাপ ধ্বংস করবে, তোমাকে রক্ষা করবে। তিনি যদি বিপদ-হন্তা না হ'তেন, তা' হ'লে লোকে বিপদে পড়লে তাঁকে ডাকে কেন? দ্রৌপদী ঘোর সঙ্কটে তাঁকে ডেকেছিলেন কেন? আর তিনিই বা ছুটে এসে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন কেন?

বিথুরা। লজ্জা নিবারণ করবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা' কি ভুলে গেছ? তিনি আগে জানতে চাইলেন, 'তুমি কোনও বস্ত্রহীনকে কখন বস্ত্র দিয়াছ কি না?' দ্রৌপদী স্মরণ ক'রে বললেন, 'হাঁ, দিয়েছি।' তখন কৃষ্ণ দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করলেন। এই কর্ম্মটুকুই দ্রৌপদীকে রক্ষা করল।

মঞ্জিষ্ঠা। আমি বলি, দ্রৌপদীর সকাতর প্রার্থনা তাঁকে রক্ষা করলে। কৃষ্ণ দূরে—বহুদূরে, তিনি ভক্তের আহ্বানে থাকৃতে পারলেন না, ছুটে এলেন, আর বস্ত্ররূপে তাঁকে রক্ষা করলেন। আহ্বান কৃষ্ণকে টেনে এনেছিল, বস্ত্রদান ডেকে আনে নি।

বিথুরা। আর যদি দ্রৌপদী বস্ত্রটুকু দিয়ে না রাখতেন?

মঞ্জিষ্ঠা। তা হ'লেও কৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা কর্তেন—রক্ষা করতেই এসেছিলেন। অন্তর্য্যামী জানতেন, দ্রৌপদী বস্ত্র দান করেছেন, জিজ্ঞাসা করবার কোন প্রয়োজন ছিল না—শুধু জগৎকে দানে প্রবৃত্তি দেওয়াই শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

বিথুরা। তুমি ভাই মস্ত পণ্ডিতের ঘরণী—

মঞ্জিষ্ঠা। আর তুমি বুঝি মূর্খের গৃহিণী?

বিথুরা। কিন্তু আমার মনে হয়, কর্ম্মফলই বলবান্—

মঞ্জিষ্ঠা। আমিও ত তাই বলছি; তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝছ না। তুমি নিজের পাপপুণ্যকে বড় করতে চাচ্ছ, আমি পাপহন্তা ভগবান্‌কে বড় করতে চাচ্ছি। তাঁকে ডাকাই যে মহাকর্ম্ম, তাঁকে ডাকলেই যে পাপক্ষয় হয়।

বিথুরা। আমি মহাপাপী হ'লেও কি তিনি আমায় পরিত্রাণ করবেন?

মঞ্জিষ্ঠা। তাঁকে ডাকৃতে পারলেই তিনি কৃপা করবেন, তিনি যে করুণাময়। খড়ের গাদায় আগুন ধরালে যেমন তা' পুড়ে যায়, তেমনই তাঁর নামে পাপ পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। বাল্মীকি মুনির কথা, অজামিলের উপাখ্যান, এ সব কি ভুলে গেছ?

এমন সময় দ্বারে কোলাহল শ্রুত হইল। দাসদাসী ছুটিয়া গেল, বিথুরাও উঁকি মারিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর দেহ বাহকস্কন্ধে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মঞ্জিষ্ঠা বিথুরাকে ধরিয়া লইয়া নীচে আসিলেন। উভয়ে সচকিতে দেখিলেন, সুন্দরনারায়ণের দেহে প্রাণ নাই। বিথুরার জ্ঞান লুপ্ত হইল,—তিনি ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন।

২১

"তুমি কি বুঝেছ বিহ্বলা?"

"কি?"

"মাহাত্মা তুলসীদাস কেন সে দিন আমাদের ঘরে ভিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন?"

"বুঝেছি।"

"কি বুঝেছ?"

"তিনি আমাদের পাপ হরণ করতে এসেছিলেন।"

"না, আমার প্রাণ রক্ষা করতে এসেছিলেন।"

"সে কি!"

"আমার হাতে ফল ভিক্ষা নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'দীর্ঘায়ু হও'। আমি তখন বুঝি নি, এখন বুঝেছি, তিনি কেন আমাদের কাশী পাঠিয়েছিলেন।"

"এখন কি বুঝেছ?"

"এখন বুঝেছি, সেখানে থাকলে আমরা প্রাণ হারাতাম—আগুনে পুড়ে মরতাম।"

"তুমি কি বলছ?"

"আর এক দিন বুঝিয়ে বলব—আজ থাক্।"

উভয়ে নীরব হইলেন। ক্ষণপরে সীতাপতি কহিলেন, "তাঁর একটা কথা তোমার স্মরণ হয় কি বিল্বলা?"

বি। কোন্ কথা?

সী। বিদায়কালে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের উপায় করেছে তোমাদের কর্ম্ম।" এই কথা পরিষ্কার ক'রে সব বুঝিয়ে দিচ্ছে।

বিল্বলা। কত ভাগ্য ব'লে তাঁকে আমি ছেলে বল্‌তে পেয়েছি, আর তুলসী দেবীকে—আমার দিদিকে ঘরে রেখে সেবা করতে পেয়েছি। তুলসীদাস এখন কোথায়?

সীতা। কাশীতে এসেছেন।

বিল্ব। এসেছেন? চল, আমরা তাঁকে দেখতে যাই।

সীতা। যাব—অপেক্ষা কর, তুলসী দেবীকেও নিয়ে যাব। একটা কথা তোমায় বল্‌ব ব'লে আজ ক'দিন হ'তে মনে করছি—

বিল্ব। কি কথা?

সীতা। এমন কিছু গুরুতর নয়, এই—

সীতাপতি মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন; ক্ষণপরে বলিলেন, "আচ্ছা বিল্বলা, তুমি যদি শোন, তোমার বিল্বগ্রামের ঘর-বাড়ী পুড়ে গেছে?"

বিল্ব। তা'তে কি? সে কি আমার চিরদিনের ঘর?

সীতা। আর যদি শোন, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র দেহ-ত্যাগ করেছে?

বিল্বলা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না; তাঁহার বুকের ভিতর ফুলিয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। সীতাপতি কহিলেন, "আমার পানে চেয়ে দেখ—শোন বিল্বলা—অত কাতর হয়ো না—চোখ তুলে আমার পানে দেখ—"

বিল্বলা ধীরে ধীরে সজল নয়ন উঠাইলেন। সীতাপতি কহিলেন, "ঘর তোমার চিরদিনের নয়, সন্তান কি তোমার চিরদিনের?"

বিল্বলা কোন উত্তর করিলেন না। সীতাপতি পুনরায় কহিলেন, "এই ত তাদের ছেড়ে রয়েছ। আর দু'দিন বাদে ত এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে তাদের ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। তবে দুঃখ কিসের? কয়টা দিন আগু-

বিল্বলা। কত দিন হ'ল?

সীতা। অনেক দিন; অপ্রয়োজন বোধে তোমাকে কিছু বলি নি।

বিল্ব। কিরূপে ঘটল?

সীতা। সে কথা আর এক দিন বলব।

এমন সময় সদর-দ্বারে এক জন ভিখারী বৈষ্ণব আসিয়া গান ধরিল।—

ও আমার হৃদয়নাথ কোথা আছ লুকাইয়ে।
আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরি,
পাহাড়ে জঙ্গলে ফিরি,
তব দেখা পাব ব'লে কত আশা করিয়ে।
(ওগো কত আশা হৃদে ধরিয়ে)।
কে জানো তাঁহার নাম,
কে জানো তাঁহার ধাম,
আমায় হাতে ধ'রে নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে।
পথিক খুঁজিয়ে বেড়াই,
যে গিয়েছে তাঁর ঠাঁই,
এ অন্ধে খঞ্জে নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে।
(কে আছ দয়াল আমায় হাতে ধ'রে নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে।)॥

বৈষ্ণবের বেশ, বৈষ্ণবোচিত। পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, দেহের উপর আজানুলম্বিত অঙ্গাবরণ, মস্তক ও চরণ অনাবৃত। মাথায় দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, তা'তে জটা বাঁধিয়াছে। মুখে, চোখে, বুকে অনেক চুল আসিয়া পড়িয়াছে। মুখখানির সবটা ভাল দেখা যায় না। গোঁফ-দাড়ি নাই; বয়স কত, অনুমান করিবার উপায় নাই। বৈষ্ণব গাইতে গাইতে দ্বারে দাঁড়াইলেন। বিল্বলা ঝটিতি উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বৈষ্ণবকে প্রণাম করিলেন এবং বসিতে আসন দিলেন। বৈষ্ণব আসন গ্রহণ না করিয়া তীক্ষ্নয়নে বিল্বলার পানে চাহিলেন; বলিলেন, "মা, আজ আমি চলিলাম, পারি ত আর এক দিন আসিব।"

"কেন বাবা চ'লে যাবে ?"

"তুমি আজ শোকাতুরা।"

"আর আমার শোক নাই।"

"আছে, অন্তরের ভিতর আছে। তাঁর রাজ্যে শোক-দুঃখ নেই ত মা। দুঃখ যা তাঁর অদর্শনে।"

বৈষ্ণব প্রস্থান করিলেন। বিল্বলা অতি ব্যথিত-চিত্তে দ্বার-সমীপে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকাতরে ঈশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো শোকহারী, কেন আমার হৃদয়ে এখনও শোক রেখেছ ? আমার ঘর হ'তে আজ যে অতিথি ফিরল! আমাকে শক্তি দেও, তোমার বিধান যেন সকল সময়ে প্রফুল্লচিত্তে মাথা পেতে নিতে পারি !"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে একজন বৈষ্ণব ভিখারী দ্বার-পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গান জানেন না, তবু গাইতেছিলেন—

গৌরী শঙ্কর সীতারাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

তাঁহার বেশভূষা বৈষ্ণবোচিত, কিন্তু আকার-ইঙ্গিত দেখিলে মনে হয়, ইনি এক জন ভণ্ড ছদ্মবেশী। দাস-দাসীদের শ্রদ্ধা না হইলেও বিল্বলা তাঁহাকে সমাদর করিয়া আসন দিলেন। বাবাজী আসনে বসিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ একবার দেখিয়া লইলেন। বিল্বলা জল আনিয়া অতিথির পা ধোয়াইয়া দিলেন এবং বসনাঞ্চলে চরণ মুছাইয়া পাদোদক পান করিলেন। তার পর বিল্বলা অতিথিসেবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিলেন। এ দিকে আমাদের মাধো মহারাজ এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৈষ্ণব-অতিথির পথ অবারিত, কেহ কিছু বলিল না। মাধো সেই সুযোগে বেশ একটি মোটা পুঁটলি বাঁধিল এবং সুযোগ বুঝিয়া সরিয়া পড়িল। দ্বার অতিক্রমকালে গৃহের ভৃত্য তাহাকে ধরিল, দাসীও চীৎকার করিয়া উঠিল, আর এক জন আসিয়া দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিল। মাধো বড় ফাঁপরে পড়িল। একবার ইচ্ছা হইল, সব কয়টাকে মারিয়া সরিয়া পড়ে, কিন্তু পারিল না—গৃহিণী আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মাধো কেমন জড়সড় হইয়া পড়িল। অতিথির নিগ্রহ দেখিয়া বিল্বলা বড় ব্যথিত হইলেন এবং ভৃত্যকে ভর্ৎসনা করিলেন। ভৃত্য কহিল, "মা, এ বেটা চোর।"

"ছি ছি, ও কথা বলো না, ইনি বৈষ্ণব।"

"বৈষ্ণবের বেশ বটে।"

"আমাদের যে তা'ও নেই।"

দাসদাসী নিবৃত্ত হইল। বিল্বলা তখন মাধোর চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন এবং যুক্তকরে কহিলেন, "আহার্য্য প্রস্তুত—সেবা করুন।"

মাধো নড়িল না।

বিল্বলা। আমার অপরাধ হয়েছে—আমি দাস-দাসীদের বিদায় দিচ্ছি—আপনি সেবা করুন।

অতিথি নিস্পন্দ ও নীরব।

বিল্বলা। এ পুঁটলি ত আপনার, আপনারই জন্যে গচ্ছিত ছিল। আপনি সেবা করুন, আমার লোক আপনার সঙ্গে পুঁটলি নিয়ে যাবে, আপনি নিশ্চিন্তমনে বসুন।

মাধো দেখিল, কিছু আহার না করিলে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। তখন সে ভোজনে বসিল এবং সত্বর কার্য্য সমাধা করিয়া হস্তপ্রক্ষালনাদি করিল। পুঁটলি আর লইল না, লইতে লজ্জাবোধ করিল। কিন্তু বিল্বলা ছাড়িলেন না, ভৃত্যকে পুঁটলিসহ সঙ্গে দিলেন।

তাহারা বাহির হইয়া যাইতে না যাইতে জনৈক বিল্বগ্রামবাসী আসিয়া বিল্বলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটি কে মা ?"

বিল্বলা। বৈষ্ণব-অতিথি।

আগন্তুক। আর কোন পরিচয় জান না ?

বিল্বলা। না ; কেন বল দেখি ?

আগন্তুক। ইনি তোমার ছেলে, বউ, নাতিপুতি রক্ষা করেছেন।

বিল্বলা। সে কি ! তাদের কি হয়েছিল ?

আগন্তুক। এক দিন রাত্রিতে—

উপর হইতে সীতাপতি বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি সে কথা এর পরে তোমায় বলব, এখন থাক্।"

এমন সময় ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া কহিল, জানকী-বল্লভ পাগলের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বিল্বলা উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন ?"

ভৃত্য। তা' জানিনে ; মুখে শুধু বলছে, 'ওগো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ব'লে দেও'।

বিল্বলা। আহা, কি পাপ এমন সে করেছে ?

উপর হইতে সীতাপতি কহিলেন, "সে ঘরে আগুন লাগিয়ে তোমার ছেলেকে মেরেছে।"

বিল্বলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। সীতাপতি নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগতের কর্ত্তা কে বিল্বলা ?"

বিল্বলা উত্তর করিলেন না। সীতাপতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল বিল্বলা, জগতের কর্ত্তা কে ? কার ইচ্ছায় গাছের পাতা পড়ে, মানুষ মরে ?"

বিল্বলা। বুঝেছি—জানকী নিরপরাধ।

সীতাপতি। নয়টি জিনিস একত্র না হ'লে মানুষ মরে না। জানকী নিশ্চয়ই নিরপরাধ। বিল্বলা, তুমি সেই নিরপরাধকে ক্ষমা করতে পার না কি?

বিল্বলা। তুমি যাও, তা'কে নিয়ে এসো। আহা, পথে পথে সে কত কষ্ট পাচ্ছে!

সীতাপতি। আহার বা আশ্রয় দিলে সে ত এখন শান্তি পাবে না।

বিল্বলা। তবে কিসে পাবে?

সীতাপতি। পাপমুক্তিতে।

বিল্বলা। আমি তার পাপ নেব—তা'কে নিয়ে এসো।

শুভ্রকেশী গৌরবর্ণা বিল্বলার মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সীতাপতি, জানকীবল্লভের অনুসন্ধানে ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

২২

অপরাহ্ণ—সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। কেদার-ঘাটের একখানা বড় পাথরের উপর কয়েক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বসিয়া রহিয়াছেন। গঙ্গাদর্শন ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে তাঁহারা প্রত্যহই এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। তা ছাড়া আর একটি কাজ তাঁহারা করেন। সেটি পরচর্চ্চা। কাজটি এতই প্রীতিকর যে, সময় সময় সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহারা স্থানত্যাগ করেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলাপও সময় সময় চলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুলসীদাস কি সত্যই সিদ্ধ?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ভূতসিদ্ধ বটে।

তৃতীয়। না, না, লোকটার ভিতর কিছু আছে।

চতুর্থ। অন্ততঃ নাড়ী-ভুঁড়িও আছে। কি বল বাচস্পতি?

প্রবীণ বাচস্পতি। মা গঙ্গা জানেন।

তৃতীয়। তুলসীদাসের ভিতরে কি আছে, মা গঙ্গাও তা জানেন না; সাধু ঠাকুর আমাদের মত কখন সন্ধ্যাবন্দনা করেন না, গঙ্গাদর্শনও করতে আসেন না।

এমন সময় পিছন হইতে এক জন বলিল, "আমার উপায় ব'লে দাও না গা!"

সকলে চমকিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার অঙ্গে ধূলা, পরিধানে একখানি মাত্র বস্ত্র, তাহাও আবার ছিন্ন। তাহাকে সহসা দেখিলে উন্মাদ বলিয়া মনে হয়। বাচস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের উপায় বাবা?"

আগন্তুক জানকীবল্লভ দুই পা অগ্রসর হইয়া উত্তর করিলেন, "আমার এ পাপমুক্তির উপায়।"

বাচস্পতি। আমরা যে সকলেই পাপী, বাবা! আমিও যে ভাবছি, কিরূপে পাপ হ'তে পরিত্রাণ পাব।

জানকী। ওগো, সে পাপ নয়—তোমরা যে পাপ কর, সে পাপ নয়—আমার পাপ অতি ভীষণ, শুনলে শিউরে উঠবে।

বাচ। আমিও যৌবনে এমন অনেক পাপ করেছি, তা' শুনলে তুমি শিউরে উঠবে।

জান। ঘরে আগুন দিয়ে লোক পুড়িয়ে মেরেছ? না, তা' কর নি। করলে শান্তি পেতে না। আমার বুকের ভিতর জ্ব'লে যাচ্ছে, সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা আমি সকল সময় অনুভব করছি। এ জ্বালা তোমরা বুঝবে না; আমি ঘরদ্বার সংসার সব ছেড়ে পাগলের ন্যায় পথে পথে ছুটে বেড়াচ্ছি। আমার উপায় কর; তোমরা ধর্ম্ম বুঝ, শাস্ত্র জান—আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর।

বাচ। কি পাপ করেছ?

জান। মহাপাপ; যার বড় পাপ নেই, তাই করেছি। শুনে শিউরে উঠো না, ঘৃণায় মুখ ফিরিও না—আমি ব্রহ্মহত্যা করেছি।

পণ্ডিতমণ্ডলী নীরব—নিস্তব্ধ। অস্তগামী সূর্য্যদেব লাল ছটা আকাশময় মেঘের গায়ে ছড়াইয়াছেন। বাচস্পতি মেঘের পানে চাহিয়া অতীতের অনেক কথা মনোমধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। সুদূর জন্মভূমিতে যৌবনকালে তিনি যে সকল পাপ করিয়াছিলেন, তাহা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বিস্মৃত হইলেন, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া একজন মহাপাপী জীবন-মৃত্যুর আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া জানকী নিরাশ হইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বল বল, তুষানলে আমার পাপ ধ্বংস হবে, মরণের পর আমি আবার শান্তি পাব।"

বাচস্পতি কোন উত্তর করিলেন না। জানকী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—"তবে কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

বাচস্পতি তথাপি নীরব। জনৈক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "পাপ যা' করেছ, তা ত সামান্য নয়।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। তিনি মহাপণ্ডিত ও মহাগর্ব্বী; কাশীর ব্যবস্থাদাতা তিনি। তাঁহার ব্যবস্থার উপর কাহারও কথা কহিবার শক্তি নাই। তিনি এক্ষণে একটু ঘৃণার সহিত কহিলেন,

"সামান্য কি বল্ছ ন্যায়রত্ন ? শাস্ত্র বল্ছে, স্বেচ্ছাকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

পাপী চীৎকার করিয়া উঠিল ; কহিল, "প্রায়শ্চিত্ত নেই ! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই ?" (বাচস্পতির পদতলে পড়িয়া) "তুমি একবার বল ঠাকুর, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না। আমার প্রাণ লও—যথাসর্ব্বস্ব লও, কিন্তু আমাকে এ জ্বালা হ'তে মুক্ত কর।"

বৃদ্ধ বাচস্পতি ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী পানে ফিরিয়া কহিলেন,"আপনারা আমার পাপের কথা শুন্‌লে শিউরে উঠবেন। অনেক পাপ করেছি, শুমুন তবে, বল্‌লে পাপক্ষয় হয়—"

বিদ্যাচঞ্চু বাধা দিয়া কহিলেন, "সে সব কথা আমরা শুনতে চাই না—আপনি নিষ্পাপ।"

বাচস্পতি। এখন বুঝি নিষ্পাপ ; কিন্তু আগে আমি মহাপাপী ছিলাম। আমি কিরূপে পাপের কবল হ'তে পরিত্রাণ পাই, সে কাহিনী শুমুন। শুনলে বুঝবেন, পৃথিবীতে এমন পাপ নেই—যা' গুরুকৃপায় ধ্বংস হয় না।

সকলেই বাচস্পতির আখ্যায়িকা শুনিতে একটু ব্যগ্র হইলেন। বাচস্পতি আরম্ভ করিলেন,—"বর্দ্ধমান হ'তে এক দিনের পথ হবে গঙ্গাতীরে একখানি গ্রামে আমার বাস ছিল। গ্রামখানিতে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু গর্ব্ব ও আত্মাভিমানে কেহই আমার সমকক্ষ ছিলেন না। আমি সকলকে ছোট ক'রে নিজে বড় হ'তে চেষ্টা করতাম। এক দিন এক গৃহস্থের বাটীতে ভাগবতপাঠ হচ্ছিল ; এক ভক্ত পণ্ডিত পাঠ করছিলেন। চারিদিকে লোকারণ্য ; পাঠক বয়সে নবীন হলেও তাঁহার যশ ও খ্যাতি যথেষ্ট। তাঁহার খ্যাতি নষ্ট ক'রে আমার পাণ্ডিত্য প্রচার করবার বাসনা হ'ল। তিনি প্রারম্ভে পুথি দেখে গৌরাঙ্গদেবের স্তবপাঠ করতে লাগলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম, ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গের উল্লেখ নাই—তিনি সবে অপ্রকট হয়েছেন। যা পুথিতে নাই, তা আপনি পাঠ করছেন কেন ? আমার কথা শুনে তিনি বললেন, গৌরের স্তব ভাগবতে আছে—ছত্রের মাঝে মাঝে লাল কালীতে লেখা আছে। আমি পুথি নিয়ে দেখলাম, কিছুই দেখতে পেলাম না।"

স্মৃতিরত্ন। তার পর ?

বাচস্পতি। পুথিতে কিছু দেখতে না পেয়ে আমি তাঁকে উপহাস করলুম। তিনি আমার উপহাসে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে সহাস্যে আমাকে বল্‌লেন, 'আপনি দৃষ্টিহীন, তাই দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি কোন ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা নিয়ে আমুন, তার পর আমি যে উপদেশ দেব, সেই উপদেশমত আপনি সাতদিন কাজ করবেন। অষ্টম দিবসে আপনিও আমার ন্যায় প্রতি দুই ছত্রের মধ্যে লাল কালীতে লেখা শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব দেখতে পাবেন।' আমি বললুম, 'যদি না পাই ?' তিনি সতেজে উত্তর করলেন, 'যদি তথাপি আপনি দৃষ্টি না পান, তা হ'লে আমি আর ভাগবত পাঠ করব না।' আমি তাঁহার উপদেশমত নবদ্বীপে গিয়ে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলুম ; তার পর পাঠকের উপদেশমত সাতদিন চললুম। অষ্টম দিবসে আমি যথার্থই দৃষ্টি পেলাম—ভাগবতের সূচনায় প্রত্যেক দুই ছত্রের মধ্যে গৌরচন্দ্রের স্তুতি দেখতে পেলাম—তিনি যেমন দেখতে পেয়েছিলেন, আমিও তেমনই দেখতে পেলাম।

স্মৃতিরত্ন। তার পর ?

বাচস্পতি। তার পর আমি বুঝলুম, আমি কয়দিনের মধ্যে সমস্ত পাপ হ'তে মুক্ত হয়েছি। সেই সব স্মৃতি নিয়ে গ্রামে থাকতে আর আমার প্রবৃত্তি হ'ল না—আমি সপরিবারে কাশী চ'লে এলুম। এখন এই বৃদ্ধবয়সে মনে হয়, আমার পাপ অমার্জ্জনীয় ছিল, কিন্তু করুণাময় আমার সকল পাপ ক্ষমা করেছেন। সময় সময় আবার অবিশ্বাস চুপি চুপি এসে বলে, না, 'তোমার পাপ আজও আছে, ব্যভিচারী পরস্বাপহারীর পাপ মার্জ্জিত হয় না।'

স্মৃতিরত্ন। আপনি পাপ করবার আগেই যে ভগবান্ আপনার পাপমুক্তির বিধান ক'রে রেখেছিলেন ; নইলে আপনি সদ্‌গুরু পাবেন কেন ?

বাচস্পতি। করুণাময় যে সকলেরই পাপমুক্তির বিধান করে রেখেছেন স্মৃতিরত্ন ! আমার মনে হয়, এমন কোন পাপ নেই, যার প্রায়শ্চিত্ত নেই। রোগের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের সৃষ্টি হয়েছে।

জানকী। তাই বল ঠাকুর, আমায় আশা দেও।

স্মৃতিরত্ন। তোমাকে আশা দেবার কিছু নেই। শাস্ত্র স্পষ্ট বলেছে, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নেই।

বাচস্পতি। শাস্ত্র এতকালেও কিছু বুঝতে পারলাম না স্মৃতিরত্ন ; এইমাত্র বুঝেছি যে, শাস্ত্রের চেয়েও একজন বড় নিয়ামক আমাদের অতি নিকটে আছেন ; তাঁর বাণী স্পষ্ট ও অভ্রান্ত।

স্মৃতিরত্ন। শাস্ত্রও স্পষ্ট ও অভ্রান্ত ; ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নেই।

জানকী। নেই ! প্রায়শ্চিত্ত নেই ?

স্মৃতিরত্ন। না, নেই। যে তুষানল বহু পাপের পক্ষে ব্যবস্থা আছে, সে তুষানলও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ধ্বংস করতে অসমর্থ। এক আছে—

জানকী। কি আছে, বল বল—

স্মৃতিরত্ন। এক আছে অশ্বমেধযজ্ঞ। কিন্তু তা' ত কলিকালে সম্ভব নয়।

জানকী। কেন নয়?

স্মৃতিরত্ন। স্মৃতি-উক্ত যজ্ঞ কলিকালে চলে না; তা' ছাড়া সে এক বিরাট ব্যাপার; ইন্দ্র বা সসাগরা সম্রাটের পক্ষেই তা সম্ভব।

জানকী। হা ভগবান্, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, সে পাপ করতে কেন আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছিলে?

বলিতে বলিতে জানকীবল্লভ ঘাটের সোপানাবলী অবতরণ করিলেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া গঙ্গায় নামিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, কিন্তু অন্ধকার হয় নাই; লোকে তখনও ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন।

২৩

সুন্দরনারায়ণের পাঞ্চভৌতিক দেহ মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। শবানুগমন করিয়া অনেক ভক্ত চলিলেন। তাঁহার শিষ্য যজমান যথেষ্ট ছিল। যাঁহারা এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন, তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়া সাহায্য করিতে অথবা শেষ পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহাদের গৃহে সুন্দরনারায়ণ ভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, 'হঠাৎ নারাণ ঠাকুরের মৃত্যু হ'ল কেন?, উত্তর পাইলেন, 'তা' ঠিক জানি না। গতরাত্রে ভাগবত পাঠ করতে করতে ঠাকুর মশায় সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন; সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নি, বৈদ্য এসে দেখলেন; কিছুতেই কিছু হ'ল না—শেষ রাতে দেহ রাখলেন।'

নানা কথা নানা লোকে বলিতে বলিতে চলিল। বিথুরাও আসিতেছিলেন, কিন্তু কিছু পিছনে। তাঁহার সঙ্গে মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি কয়েক জন প্রতিবেশিনী ছিলেন। বিথুরার চক্ষু শুষ্ক, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনীদের নয়ন আর্দ্র। সঙ্গিনীদের মধ্যে এক জন বলিতেছিলেন, "কপালে যা লেখা আছে, তা' ঘটবেই. দুঃখ করলে কি হবে বল।"

মঞ্জিষ্ঠা একটু তেজের সহিত বলিলেন, "কপালে কি লেখা থাকে, তুমি আগে হ'তে কি তা' দেখতে পাও?"

সঙ্গিনী। আগে না পাই, শেষে ত জানতে পারি।

মঞ্জিষ্ঠা। শেষে যা' জানতে পার, সেটা ললাট-লিখন নয়।

সঙ্গিনী। সেটা তবে কি?

মঞ্জিষ্ঠা। সেটা তোমার কর্ম্মফল।

সঙ্গিনী কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া মঞ্জিষ্ঠার মুখপানে শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কথাটা বুঝিতে পারিয়াছেন, এরূপ ভাণও করিলেন না। নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি ভাই পণ্ডিতমানুষ, তোমার কথা বুঝতে পারি, এত বিদ্যে আমার নেই। আমরা মোটামুটি বুঝি, কপালে যা' লেখা আছে, তা' ঘটবেই।"

মঞ্জিষ্ঠা। তা ঘটতে পারে না; যা' লেখা আছে, তা' তুমি নিজের কাজের দ্বারা বদলাতে পার।

সঙ্গিনী। কেমন ক'রে বদলাব গো? বিধাতার কলমের উপর আমার কলম।

মঞ্জিষ্ঠা। হাঁ, তোমার কলম। রোগ হ'লে ওষুধ খাও না? বিপদে পড়লে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর না? ওষুধ খাও কেন? ভগবান্‌কে ডাক কেন? রোগ ও বিপদ্-মুক্তির কামনায় ত? তখন কেন কপালে যা' আছে, তা' ঘটবেই ব'লে নিশ্চিন্ত থাক না?

বিথুরা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর হইতে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। এখন তিনি তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষু মঞ্জিষ্ঠার পানে ফিরাইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলতে চাও, আমি রঘুনাথজীর আশ্রয় লই নি ব'লে আজ আমার এই দুর্দ্দশা?"

মঞ্জিষ্ঠা। আমি তা' একেবারেই বলি না। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তা'র আয়ু কমাতে পারে, আবার বাড়াতে পারে। তুমিও চেষ্টা করলে তোমার স্বামীকে হয় ত আয়ু দিতে পারতে। উপলক্ষ ব্যতীত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না।

বিথুরা। উপলক্ষটা কি?

মঞ্জিষ্ঠা। আশীর্ব্বাদ বা অভিসম্পাত। আশীর্ব্বাদে অনেক কাজ হয়। নারদ ঋষি বিষ্ণুর নিকট সকাতর প্রার্থনা করিয়াও এক নিঃসন্তানকে পুত্র দিতে পারেন নাই, কিন্তু এক বৈষ্ণব অতিথির আশীর্ব্বাদে সেই অপুত্রক পুত্র পাইল।

বিথুরা। আশীর্ব্বাদ! কা'র আশীর্ব্বাদ?

মঞ্জিষ্ঠা। ভগবানের আশীর্ব্বাদ। তাঁর আশীর্ব্বাদ আসে মানুষের ভিতর দিয়ে—তিনি নিজে রূপ ধ'রে আসেন না।

বিথুরা। কি করলে তাঁর আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়?

মঞ্জিষ্ঠা। সৎকর্ম্মের দ্বারা।

বিথুরা। তাঁকে ডাকাও কি একটা কর্ম্ম?

মঞ্জিষ্ঠা। নিশ্চয়।

বিথুরা। তাঁকে ডাক্‌লে কি আমার স্বামীকে ফিরে পাব?

মঞ্জিষ্ঠা। সাবিত্রী ত এক দিন পেয়েছিলেন, তুমি পাবে কি না, কেমন ক'রে বলব? আমার বিশ্বাস, ডাকতে পারলে সব হয়, তিনিও আসেন।

বিথুরা। মৃত ব্যক্তিও তা হ'লে জীবিত হয়?

মঞ্জিষ্ঠা। তাঁর ইচ্ছায় সব হয়।

বিথুরা। আমিও তবে সাবিত্রীর মত ডেকে দেখি।

বলিতে বলিতে তিনি পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং উর্দ্ধমুখে যুক্তকরে মুদ্রিতনয়নে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।—"রঘুনাথ, জীবনে কখন তোমাকে ডাকিনি, আমার কাতর প্রার্থনা শুন্‌বে কি? তুমি ত্রিলোকের নাথ, সর্ব্বব্যাপী—আমার প্রার্থনা মৃদু হ'লেও তুমি শুন্‌তে পাবে ব'লে বিশ্বাস। হে দয়াল, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, আমার সীঁথির সিন্দুর বজায় রাখ। আমি তোমার করুণাপ্রার্থী; যদি আমি কখন কোন পুণ্যকর্ম্ম ক'রে থাকি, যদি তোমার বিধানে স্বামি-সেবায় ধর্ম্ম থাকে, তবে আমার সেই পুণ্য, সেই ধর্ম্ম আজ আমার স্বামীকে রক্ষা করুক। আমি তোমার শরণাগত—"

বলিতে বলিতে বিথুরার শুষ্ক চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। আগুন নিবাইয়া যখন জল বাহির হইয়াছে, তখন সে বারিধারা সহজে থামিবার নয়—অবিরাম ঝরিতে লাগিল। ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিথুরা ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। সঙ্গিনীরা বিথুরাকে উঠাইতে যাইতেছিল, কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা উঠাইতে দেন নাই। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিপদ্‌ভঞ্জনকে ডাকিয়া ডাকিয়া যখন তাঁহার প্রাণ একটু হাল্কা হইল, তখন তিনি বিস্রস্ত-বসন সংযত করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মঞ্জিষ্ঠা কহিলেন, "তুমি এখনও তাঁহার উপর নির্ভর করতে পারনি; এখনও তোমার অভিমান আছে, তাই পুণ্য-ধর্ম্মের কথা তুলেছ।"

বিথুরা। না দিদি, এখন আর আমার সে আত্মাভিমান নেই, এখন আমি তাঁর চরণে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত।

এমন সময়ে সকলে দেখিলেন, বিপরীত দিক্ হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কমণ্ডলুহস্তে আসিতেছেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, বক্ষে যজ্ঞোপবীত, বদন প্রফুল্ল, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রেমময়। তিনি রামনাম মৃদুকণ্ঠে জপ করিতে করিতে আসিতেছিলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে বিথুরা তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা তুলসীদাস আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরায়ুষ্মতী হও।"

সঙ্গিনীরা শিহরিয়া উঠিলেন। এক জন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বাবা, ইনি সদ্যোবিধবা হইয়াছেন।"

তুলসী। তা ত হ'তে পারে না; ইঁহার সীঁথার সিন্দুর উজ্জ্বল রয়েছে—এ সিন্দুর-রেখা মুছিতে পারে না।

বিথুরা। বাবা, সাধু-সন্ন্যাসীর কথায় আর আমার প্রত্যয় নেই।

তুলসী। কেন মা?

বিথুরা। এক দিন এক জন তোমার চেয়ে বড়, দেবতাদের চেয়েও বড় মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, আমার সীঁথার সিন্দুর অক্ষয় হবে; সেই সীঁথা আজ আমি স্বামীর চিতাপার্শ্বে ধুতে যাচ্ছি।

তুলসী। সে মহাপুরুষ কে মা?

বিথুরা। বাবা নানক।

তুলসী। তাঁর বাক্য ত কখন মিথ্যা হবার নয়।

বিথুরা। মিথ্যা ত হ'ল; তোমার আশীর্ব্বাদও ত মিথ্যা হ'ল।

তুলসীদাস একটু হাসিয়া বলিলেন, "চল মা, দেখি গে কোথায় তোমার স্বামী আছেন।"

তখন অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। জনতার ভিতর হইতে কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল। এক জন বলিল, 'যে মহাপুরুষের কথায় বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক।' আর এক জন বলিল, 'আরে, ম'রে গেছে, এখন বিশ্বাস না ক'রে করবে কি?' তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, 'তাই ব'লে মহাত্মা তুলসীদাসের কথায় অবিশ্বাস?'

বিথুরা তা শুনিলেন; তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তুলসীদাসের কাছে সরিয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাদের সেই তুলসীদাস—নানকজীর বরপুত্র?"

তুলসী। হাঁ মা, আমি নানকজীর দাসানুদাস।

বিথুরা। তবে ত তোমার বাক্য বৃথা হ'তে পারে না।

তুলসী। মহাপুরুষ নানকজীর বাক্য বৃথা হ'তে পারে না মা।

বিথুরা। চল বাবা, একটু শীঘ্র চল।

সকলে মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে দ্রুত চলিলেন। বিপুল জনতা পিছন পিছন চলিল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই জনতা বাড়িতে লাগিল। ঘাটে আসিয়া তুলসীদাস দেখিলেন, শব শায়িত রহিয়াছে, আর বহু ব্যক্তি তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মৃত ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিতেছেন। তুলসীদাসকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তুলসীদাস অগ্রসর হইয়া শব-আচ্ছাদক বস্ত্র উঠাইয়া লইয়া তীব্র দৃষ্টিতে একবার সুন্দরনারায়ণের বদন প্রতি চাহিলেন; কমণ্ডলু হইতে একটু জল লইয়া মুখে-চোখে দিলেন। তার পর কহিলেন, "মা, তোমার স্বামীর দেহে ত প্রাণ আছে।" জনতা স্তব্ধ। বিথুরা কম্পিতা, বেপমানা। উন্মত্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাণ আছে?"

"হাঁ মা, ঘরে নিয়ে যাও। কিন্তু মা, আজ যা' ধরেছ তা' ছেড়ো না।"

"আমি কি ধরেছি বাবা?"

"তাঁর দ্বারে প্রার্থনা। কিন্তু সেটা নিষ্কামভাবে করো। তাঁর কাছে কিছু চাইলে, তিনি যদি তা' না দিতে পারেন, তবে তাঁর প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। তাঁকে ব্যথা দিও না।"

বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন; জনতা চরণ-ধূলা না লইয়া ছাড়িল না। এ দিকে সুন্দরনারায়ণ উঠিয়া বসিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, লোকে দেখিল; তখন তাহারা তুলসীদাসকে ছাড়িয়া এ দিকে মন দিল। মহাপুরুষ সেই সুযোগে প্রস্থান করিলেন।

২৪

জানকীবল্লভ আকণ্ঠ জলে নামিয়া ভাবিলেন, 'মরণের পর কি আমার জ্বালার অবসান হবে? শুনেছি, নরক ব'লে আবার একটা স্থান আছে; সেখানে না কি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। সে যন্ত্রণা কি এর চেয়ে তীব্র? না, তা' হ'তে পারে না; এ জ্বালা যে অসহ্য। ব্রহ্মহত্যা! মানুষ মেরেছি! আচ্ছা, হঠাৎ মেরেছি কি? না, ইচ্ছাপূর্ব্বকই মেরেছি—মারব ব'লে মেরেছি—দু'দিকের দ্বারে শিকল তুলে দিয়ে মেরেছি। বাঃ বাঃ! কোনও ছিদ্র রাখিনি—পালাবার পথ রাখিনি! এখন ব্যবস্থা খুঁজে বেড়ালে হবে কেন? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—স্বেচ্ছাকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

দূরে অন্ধকার হইতে কে বলিল, "আছে।"

জানকীবল্লভ চমকিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া লইয়া স্থির করিলেন, তিনি ভুল শুনিয়াছেন। যে কথা তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন, সে কথা অপরে জানিবে কিরূপে? তিনি স্থির করিলেন, নৈশচর পাখীর চীৎকারে তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। এ কথা ছাড়িয়া দিয়া আবার ভাবিলেন, "শুনেছি, গঙ্গাজল অতি পবিত্র, পাপ না কি ধূয়ে যায়। স্নানে যায়, স্পর্শে যায়, ডুবে মলেও যায়। কিন্তু আমার পাপ যাবে কি? পণ্ডিতেরা বলেছে যাবে না। তবে কি ম'রে আবার আমাকে নরকে যেতে হবে? আবার এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? না, না, আমি নরকে যেতে পারব না, আর এ যন্ত্রণা ভোগ করতে পারব না। রক্ষা কর—ওগো রক্ষা কর—কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।"

"ভয় নাই।"

আবার! জানকীবল্লভ চমকাইয়া উঠিলেন। এবার কোন ভুল নাই—ধ্বনি পরিষ্কার শুনা গেল, তবে দূর হইতে আসিতেছে বলিয়া প্রতীতি হইল। জানকীর মনে কত আশা জাগিল, কত আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কে বলছ গো ভয় নেই—ওগো, তুমি কাছে এসে একবার বল, ভয় নেই।"

উত্তর নাই। জানকীবল্লভ কহিলেন, "বুঝেছি, আমার ভ্রম; আমার মাথার ঠিক নেই, ঠিক থাকবেই বা কি ক'রে? না, না, ঠিক আছে, বেশ ঠিক আছে, কত কৌশল ক'রে ঘর পুড়িয়েছি, ঘরের শিকল বন্ধ ক'রে মানুষ মেরেছি, শালগ্রাম পুড়িয়েছি। এ কি সকলে পারে? আমার মাথা খুব ঠিক, তাই অমন কৌশল করতে পেরেছি। বাঃ বাঃ! চল, এখন নরক গুলজার করি গে। দেখি, সেখানে আমার চেয়েও কে বড় নারকী আছে—কোন্ পিশাচ তার কৃত কর্ম্মের গৌরব আমার চেয়েও বেশী করতে পারে।"

জানকীবল্লভ অগ্রসর হইলেন; চিবুক ডুবিল, অধর ডুবিল; কর্ণ ও নাসিকা ডুবে নাই, এমন সময় কূল হইতে মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "দাঁড়াও।"

এ আদেশ অবহেলা করিবার নয়—জানকীবল্লভ দাঁড়াইলেন।

"কূলে ফিরে এস।"

জানকী বিনা প্রতিবাদে কূলে ফিরিলেন। কে যেন তাঁহাকে টানিয়া আনিল। কূলে আসিয়া দেখিলেন, এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অন্ধকারে ফুটিয়া রহিয়াছেন। সরিয়া নিকটে আসিলেন; দেখিলেন, আগন্তুকের শিরোদেশে জটাভার নাই, পরিধানে

কৌপীন নাই, অঙ্গে ভস্ম নাই; তবু তাঁহাকে দেখিয়া জানকীর প্রতীতি হইল, ইনি এক জন মহাপুরুষ। মস্তক আপনা হইতে নমিত হইল, অবশেষে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইল। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎস, শান্তিলাভ কর।"

জানকীবল্লভ কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "জীবনে বা জীবনান্তে আর কি শান্তিলাভ করব প্রভু?"

মহাপুরুষ তুলসীদাস উত্তর করিলেন, "কেন হতাশ হও, বৎস?"

জানকী। প্রভু, আমি মহাপাপী।

তুলসী। সকল পাপেরই নাশ আছে।

জানকী। আমি ঈর্ষ্যাবশতঃ এক ব্রাহ্মণের ঘর পুড়িয়েছি।

তুলসী। নির্ভয় হও।

জানকী। নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে পুড়িয়ে মেরেছি।

তুলসী। নির্ভয় হও।

জানকী। নির্ভয় হব! সে কি! আরও শুনুন, আমি শালগ্রাম পুড়িয়েছি।

তুলসী। নির্ভয় হও।

জানকী ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তুলসীদাসের চরণে পতিত হইলেন; কহিলেন, "আপনি কে জানি না দেবতা, কিন্তু আমার বুকের ভিতর অনেক আশা জাগায়ে তুলেছেন। নিরাশ করবেন না, এ মহাপাপীকে রক্ষা করুন।"

তুলসী। রক্ষাকর্ত্তা আমি নই বৎস, রক্ষাকর্ত্তা রঘুনাথজী, তাঁর কৃপা হ'লে তুমি অচিরে পাপ হ'তে মুক্ত হবে।

জানকী। আপনিই আমার রঘুনাথ, আমাকে রক্ষা করুন।

তুলসী। আমি তাঁর দাসানুদাসেরও যোগ্য নই। এখন তুমি যাও, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস, উত্তরমুখ হয়ে তটের উপর উপবেশন কর—আমি তোমাকে মহামন্ত্র দান করব।

জানকীবল্লভ আবার গঙ্গায় নামিলেন এবং তৎপরতার সহিত কয়েকটা ডুব দিয়া আসিয়া আশান্বিত-হৃদয়ে তটের উপর বসিলেন। তুলসীদাস বলিলেন, "স্থির হয়ে শোন। আরাধ্য দেবতার ধ্যানের এখন প্রয়োজন নেই, তাঁর মূর্ত্তি কল্পনা করবারও কোন আবশ্যকতা নেই। তুমি শুধু মন্ত্র জপ করবে; মন্ত্রের মূর্ত্তি ক্রমে তোমার অন্তরে বিকাশ প্রাপ্ত হবে।"

"মন্ত্র, মন্ত্র, মন্ত্র, কৈ?"

"আমি তোমাকে [illegible]নাম মহামন্ত্র দান করলুম। এই মন্ত্রে দস্যু রত্নাকর সিদ্ধিলাভ করেছিলেন; ভরসা আছে, তুমিও সিদ্ধিলাভ করবে।"

"শুধু রামনাম? এ নাম ত জানতুম।"

"বৎস, এ শুধু নাম নয়, এ মহামন্ত্র। এমন পাপ নেই, যা' এই মন্ত্রের প্রভাবে ভস্মীভূত না হয়। এত পাপ মানুষে করতে পারে না, যা' একবার রামনাম উচ্চারণে ধ্বংস না হয়। তবে বিশ্বাস চাই। তুমি জপ করতে থাক—অচিরে ফল পাবে।"

বলিয়া তুলসীদাস অদৃশ্য হইলেন। জানকীবল্লভ সিক্ত তটের উপর সিক্ত বস্ত্রে বসিয়া মহামন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শতবার জপ শেষ হইতে না হইতে অদূরে চীৎকার হইল, "জানকি, জানকীবল্লভ, কোথা তুমি?"

জানকীবল্লভ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন; ডাকের উপর ডাক। উত্তর দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অবশেষে আর উত্তর না দিয়া পারিলেন না; বলিলেন, "কে, খুড়ো?"

সীতাপতি সত্বর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "এই যে জানকী। ঘরে চল বাবা।"

জানকী। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করেছ বুঝি? তা' মার; ঘরে নিয়ে গিয়ে আর কেন, এইখানেই মার।

সীতাপতি। ছি, বাবা!

জানকী। মৃত্যুর চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারবে? মৃত্যু ত আমি নিজেই বরণ করেছিলাম। তা'তে আমার কিছু হবে না; তা'র চেয়ে কঠোর কোন শাস্তি যদি দিতে পার, তবে আমাকে নিয়ে চল।

সীতাপতি। কি বলছ জানকি, তোমাকে মারতে আমি ঘরে নিয়ে যাব! তুমি কি আমার পুত্র নও? তুমি বুঝি স্থির করেছ বাবা, তুমি রামদাসকে মেরেছ? তোমার সাধ্য কি মার! মেরেছেন ভগবান্, তুমি উপলক্ষ মাত্র। সে মরতই, তুমি আমি শত চেষ্টা করেও তা'কে রক্ষা করতে পারতাম না।

জানকী। আপনি এ কি বলছেন খুড়া-মহাশয়? আমি তাকে মারিনি?

সীতাপতি। না বাবা, তুমি মারোনি। আমি যেমন নির্দ্দোষ, তুমিও তেমনি নির্দ্দোষ।

জানকী। কাকা, কাকা, আপনি আমাকে রক্ষা করলেন।

বলিতে বলিতে জানকী তাঁহার খুড়ার চরণের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সীতাপতি তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "তোমাকে পাইয়া আজ আমি পুত্রশোক ভুলিলাম।"

২৫

"তুমি কি এখনও পূজা করছ, বিথুরা?"

ধ্যানস্থ বিথুরা চমকিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পানে চাহিলেন। সুন্দরনারায়ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপরাহ্ণ হয়ে এল, এখনও তোমার পূজা শেষ হ'ল না? তুমি কি দিনরাত পূজা করবে?"

বিথুরা। দিনরাত পূজা করেও যে আকাঙ্ক্ষা মিটছে না!

সুন্দর। আকাঙ্ক্ষা মিটলেই যে আনন্দ গেল।

বিথুরা। এ আকাঙ্ক্ষার যে শেষ নেই। আমার প্রাণের ভিতর গুরুজী কি যে সঞ্চারিত করেছেন, তা' জানি না, কি এক অভিনব রাজ্যের দৃশ্য আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে খুলে দিয়েছেন, তা' বলতে পারি না, বুঝাতে পারি না।

সুন্দর। বেশ, ধ্যান-পূজা কর, কিন্তু শরীরের দিকেও ত চাইতে হবে।

বিথুরা। আমার জন্যে কোন ভাবনা নেই, আমি বড় সুখে আছি।

সুন্দরনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর মুখের উপর এক আনন্দজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তদ্দৃষ্টে তিনি বিহ্বল হইয়া কহিলেন, "তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, বিথুরা!"

বিথুরা। শুধু যে এ জন্মে তোমাকে আমি পেয়েছি, তা নয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও তোমাকে পেয়েছি, তবে সকল জন্মে স্বামিরূপে নয়। আমার চোখের কপাট কে খুলে দিয়েছে, আমি অতীত জীবনের অনেক দৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্ছি।

সুন্দর। দেখাটা বিচিত্র নয়; কিন্তু এটা ঠিক নয় যে, তোমাতে আমাতে কয়েকবার দেখা হয়েছে ব'লে চিরদিনই আমাদের মিলন হবে।

বিথুরা। কেন হবে না?

সুন্দর। তোমার সঙ্গে আমার ত চিরসম্বন্ধ নয়।

বিথুরা। চিরসম্বন্ধ নয়? সে কি?

সুন্দর। জীবন কতটুকু বিথুরা? দশ বিশটা জীবন নিয়ে চিরকাল নয়। দশ বিশটা জীবন, অনন্ত কালসমুদ্রের একটা বুদ্‌বুদ্‌ও নয়।

বিথুরা। স্বামীর সঙ্গে কি স্ত্রীর চিরসম্বন্ধ নয়?

সুন্দর। না, নয়—দু'দিনের সম্বন্ধ মাত্র। যাঁর সঙ্গে তোমার চিরসম্বন্ধ, তাঁকে তুমি বহুপুণ্যফলে এইবার পেয়েছ, এতকাল পরে চিনেছ।

বিথুরা। গুরুর কথা বলছ? তাঁর সঙ্গে কি চিরসম্বন্ধ?

সুন্দর। গুরুই যে ভগবান্, বিথুরা! তাঁর সঙ্গেই ত চিরসম্বন্ধ। তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন, হয় ত তোমার আর জন্ম হতেই দেবেন না। তখন আমি কোথায় থাকব, বিথুরা?

বিথুরা। না না, আমি আবার জন্মাতে চাই।

সুন্দর। কেন চাও? আমাকে পাবে ব'লে? ছি! তোমাতে আমাতে এই বড় বাজারে ভিন্ন পথ দিয়ে এসেছি বেচা-কেনা করতে; বেচা-কেনা ক'রে আবার ভিন্ন পথে ভিন্ন সময়ে চ'লে যাব। বাজারে আবার যদি আসি, তবে দেখা আমাদের হ'তে পারে, না-ও হতে পারে।

এমন সময় জানকীবল্লভ আসিয়া দর্শন দিলেন। নগ্নপদ, মুণ্ডিত মস্তক; নামাবলী গায়ে, তুলসীর মালা হাতে। সুন্দর আদর করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ভাই? তোমাকে ত আর দেখতে পাইনে।"

জানকী। আমি গুরুজীর সংবাদ নিতে এসেছি।

সুন্দর। তুমি কি তাঁর সংবাদ কিছুই জান না?

জানকী। আমি ত কাকার বাড়ী হ'তে বেরুই না, জপ নিয়েই থাকি—

বিথুরা। তোমার কাকী-মা কেমন আছেন?

জানকী। দেবীর দেহ কি ব্যাধি স্পর্শ করতে পারে? তিনি নিত্যপ্রফুল্ল, সদানন্দময়ী—

বিথুরা। বউ কোথা?

জানকী। সে ত অনেক দিন হ'তে কাকীমার কাছে।

বিথুরা। বিন্দুমাসী তোমার জন্যে যা' করেছেন, তা' তিনিই পারেন—মানুষে পারে না।

জানকী। থাক্ ও সব কথা। মন বড় চঞ্চল হ'ল, তাই গুরুজীর সংবাদ নিতে এসেছি। আপনি কোন সংবাদ জানেন?

সুন্দর। সেই যে বাদ্‌সার লোকেরা তাঁকে দিল্লী নিয়ে গেছে, তার পর আর ঠিক সংবাদ পাইনি।

জানকী। তাঁকে দিল্লী নিয়ে গেল কেন?

সুন্দর। আকবর বাদ্‌সা ডেকেছেন।

জানকী। কেন, কেন?

সুন্দর। মহাত্মা মৃতকে জীবন দিয়েছেন, তাই শুনে বাদসা তাঁকে দেখতে চেয়েছেন।

জানকী। কত দিন হ'ল তিনি গিয়েছেন?

সুন্দর। তা' অনেক দিন হ'ল বই কি। আজও ফিরলেন না কেন, বুঝতে পারছি না। তবে গুজবটা কি সত্যি?

জানকী। কি গুজব?

সুন্দর। একটা গুজব উঠেছিল, বাদসা নাকি মহাত্মাকে কয়েদখানায় আটক রেখেছেন।

জানকী। সত্যি? তবে আমি দিল্লী চলনুম।

সুন্দর। ব্যস্ত হয়ো না; ত্রিভুবনের কাহারও সাধ্য নেই তাঁর অনিষ্ট করে। তোমাকে যা' করতে ব'লে গেছেন, তুমি তাই কর।

জানকী। বাদসা কি বুড়ো?

সুন্দর। বুড়ো কতকটা বটে।

জানকী। তবে তিনি সহসা কিছু করবেন না।

সুন্দর। কিছু করবার কাহারও সাধ্য নেই ভাই। মহাপুরুষ তুলসীদাস তোমার আমার মত সামান্য মানুষ ন'ন।—মহামুনি বাল্মীকি তুলসীদাস নাম নিয়ে ধরাধামে রামনাম বিতরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে সামান্য জ্ঞান ক'রে অপরাধ করো না। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

জানকীবল্লভ উঠিলেন; এবং রামায়ণ গাইতে গাইতে চলিলেন,—

বিনীত প্রভু মোরী (১) মৈঁ (২) মতি ভোরী (৩)
নাথ নম্ন গৌ (৪) বর আনা (৫)
পদকমল পরাগা (৬) রস অনুরাগা,
মম মন মধুপ করৈ পানা।
জেহি পদ সুর-সরিতা (৭) পরম পুনীতা (৮)
প্রগট ভই শিব শিশ (৯) ধরী।
সোই পদপঙ্কজ, জ্যহি পূজত অজ,
মম শির ধরেউ কৃপালু হরী।"

২৭

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। বাচস্পতি মহাশয়কে লোকে ভালবাসিত, কিন্তু তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইতে ইদানীং বড় কেহ আসিত না। তাঁহাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে তিনি বলিতেন, 'শাস্ত্র কিছু বুঝি না বাবা।' ধর্ম্মের কথা পড়িলে বলিতেন, 'অগাধ সমুদ্রের এক বিন্দু জলও আহরণ করতে পারিনি, ধর্ম্মের কথা কি বলব বাবা!' সাধারণ লোকে দেখিত, তিনি সকল বিষয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তাহারা অজ্ঞ লোকের সাহচর্য্য পরিহারপূর্ব্বক পণ্ডিত-কুলচূড়ামণি স্মৃতিরত্নের নিকট ব্যবস্থা লইতে ও শাস্ত্রকথা শুনিতে আসিত।

কাজেই স্মৃতিরত্নের যজমান ও ছাত্র দিন দিন বাড়িতে লাগিল, আর বাচস্পতির কমিতে লাগিল। এমন কি, উপগ্রহরূপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্ডিতেরাও বাচস্পতিকে ত্যাগ করিয়া স্মৃতিরত্নের স্তুতিগানে মন দিলেন। না দিলে চলে না। স্মৃতিরত্নের প্রতিপত্তি এতই বাড়িয়া উঠিল যে, তাঁহার স্তাবক ব্যতীত অপর কোন পণ্ডিত কাশীধামে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না। কোন যাগ-যজ্ঞ অথবা কোন শ্রাদ্ধ বিবাহে স্মৃতিরত্নের নিকটেই লোকে ফর্দ্দ ও ব্যবস্থা লইতে আসিত। তিনি তালিকায় যাঁহাদের নাম দিতেন, তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইতেন। কাজেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা স্মৃতিরত্নের মুখাপেক্ষী হইলেন।

কিন্তু কাশীর আকাশে যেমন সূর্য্যোদয় হইল, অমনি চন্দ্র তাঁহার নক্ষত্ররাশি লইয়া নিষ্প্রভ হইলেন। তুলসীদাসের যশোরবি যতই চতুর্দ্দিকে কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন, ততই স্মৃতিরত্নের যশঃশশী ম্লান হইতে লাগিলেন। সকলের মুখে তুলসীদাসের কথা, চারিদিকে তাঁহার স্তুতিগান। তিনি পথে বাহির হইলে শতশত ভক্ত তাঁহার অনুগমন করিত। আর স্মৃতিরত্নের প্রশংসা শুধু তাঁহার অনুজীবীদের মুখে; তিনি পথে বাহির হইলে তাঁহার ছাত্র ও অনুচর ব্যতীত কেহই তাঁহার অনুগমন করিত না। দেশবিখ্যাত মহাপণ্ডিতের ইহা সহ্য হইত না; তিনি হৃদয়ের হলাহল উদ্‌গিরণ করিয়া তাঁহার অনুচরদিগের কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিতেন।

একদা প্রভাতে স্মৃতিরত্ন তাঁহার ছাত্র ও অনুজীবী লইয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। একজন ভয়ে ভয়ে তুলসীদাসের সুখ্যাতি করিয়া বলিতেছিলেন, "কিন্তু তুলসীদাস যোগবলে অনেক অসাধ্যসাধন করিয়াছেন।"

স্মৃতিরত্ন অমনি বলিয়া উঠিলেন, "সেটা যোগবল নয়; যা করেছেন বা করেন, সেটা ওঁর গুরু প্রেতের কৃপায়।"

"যে যাই বলুক, তুলসীদাস কিন্তু বিনয়ী নিরহঙ্কার।"

"যা'র জ্ঞান নেই, বিদ্যা নেই, তার অহঙ্কার করবার কি আছে?"

"তুলসীদাস ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার আশ্রমের পাশে, অসির তটে সীতারামের মন্দির তুলেছেন।"

"লোককে দেখাবার জন্যে। যাঁর গুরু প্রেত, তাঁর প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান কোথা হ'তে আসবে? তিনি

(১) আমার (২) আমি (৩) ভ্রান্ত (৪) যাচি (৫) অজ্ঞ (৬) পরাগ, পুষ্পরেণু (৭) দেবনদী, গঙ্গা (৮) পবিত্র (৯) শির।

ভৌতিক মায়ায় মুগ্ধ হয়ে প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথ পরিহার করেছেন। তাঁহার সংসর্গে যাহারা আসে, তাহারাও মূর্খ ও অজ্ঞানী।"

এর পর আর প্রতিবাদ চলে না।' সকলেই নীরব হইলেন। বাচস্পতি বিশেষ উত্তেজিত না হইলে এ সব তর্কে যোগদান করিতেন না, জিজ্ঞাসিত হইলেও কাটাইয়া যাইতেন। তাই ব'লে তিনি যে সাধু-বৈষ্ণব-নিন্দকদের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন, তাহাও করিতেন না। করিলে চলে না। যিনি একদিন কাশীধামে পণ্ডিতদিগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তিনি আজ স্মৃতিরত্নের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী। অনুগ্রহ বিনা সংসার চলে না। আয় কমিয়াছে, কিন্তু পোষ্য বাড়িয়াছে। কাজেই তিনি এখন পরের মুখাপেক্ষী।

চতুষ্পাঠীতে ঘসিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী শাস্ত্রালাপ ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের নিন্দাবাদ করিতেছেন, এমন সময় অদূরে সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। সকলে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। কে গাইতেছিল—

কে জানো তাঁহার নাম, কে জানো তাঁহার ধাম,
আমায় হাতে ধ'রে লয়ে চল পথ দেখাইয়ে।
পথিক খুঁজিয়া বেড়াই, যে গিয়েছে তাঁর ঠাঁই,
এ অন্ধে খঞ্জে লয়ে চল পথ দেখাইয়ে।
(কে আছ দয়াল আমায় হাতে
ধ'রে লয়ে চল পথ দেখাইয়ে)।

বাচস্পতি ছুটিয়া গিয়া গায়ককে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গায়ক আবার গান ধরিলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বস্ত্র,দেহ কর্দ্দমলিপ্ত,কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার নয়নে বারিধারা, কিন্তু দৃষ্টি বহুদূরে। তাঁহার দীর্ঘ জটাভার মুখে বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুন্দর চরণ দুখানি ধূলা-কাদা-মাখা হইলেও সোণার বর্ণ লুকাইতে পারিতেছে না। গায়ক গলদশ্রুলোচনে পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি করুণকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ গাইতে লাগিলেন, কে কোথায় দয়াল আছ, আমায় লয়ে চল পথ দেখাইয়ে। সে করুণকণ্ঠের প্রার্থনা শুনিয়া অনেকেরই প্রাণ বিগলিত হইল। গায়ক আর কিছুই চান না, জীবনে তাঁহার আর কোন আকাজ্ক্ষা নাই, শুধু চান একজন পথপ্রদর্শক। কণ্ঠ এত আর্ত্ত যে, পুত্রপ্রার্থীরও কণ্ঠে সে আর্ত্ত শুনা যায় না। সমস্ত প্রাণ একটি প্রার্থনায়, একাদশ ইন্দ্রিয়ের একমাত্র লক্ষ্য একটি ভিক্ষায়। আমি ভগবানকে চাই নাই, তাঁহাকে দর্শন দিতে বলি নাই! আমি চাই শুধু একজন মানুষ—যে আমাকে পথ দেখাইয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। আমি চাই না, তিনি কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাকে দেখা দিতে আসেন, আমি মনে করি না, আমি তাঁহার দর্শন পাবার যোগ্য; আমার এইটুকু ভিক্ষা, কেহ আমাকে কৃপা ক'রে তাঁর স্থানে নিয়ে চল। আমি তাঁহার নাম জানি না, তাঁহার কাছে যাবার পথ চিনি না; আমি বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন, শক্তিহীন, আমাকে কৃপা ক'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

এতগুলি কথা গানে বুঝাইয়া গায়ক নানাভঙ্গীতে গানটি গাইতে লাগিলেন। কোন কোন শ্রোতার প্রাণে আঘাত লাগিল। বাচস্পতি কাঁদিয়া আকুল; বলিলেন, "বাবা, আমাকে পথ দেখিয়ে নিলে চল; আমি মহামূর্খ, মহাপাপী—"

স্মৃতিরত্ন বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনি কেন আত্মনিন্দা করছেন? আপনি মহাজ্ঞানী, কত লোককে পথ দেখায়ে নিয়ে যেতে পারেন।"

বাচ। হায়, হায়, আমি নিজেই পথ চিনি না, অপরকে আবার পথ দেখাব! ওগো ভক্ত, ওগো প্রেমিক, ওগো বৈষ্ণব, আমাকে তোমার সাথী ক'রে লও—আমাকে পথ দেখায়ে লয়ে চল।

গায়ক। আমি অধমের অধম, আমাকে অমন কথা বলবেন না। যদি কেউ পথ দেখাতে পারেন, তবে সেই মহাপুরুষ নানকজীর বরপুত্র।

বাচ। মহাত্মা তুলসীদাসের কথা বলছ বাবা? তিনি ত এখানে নেই।

গায়। কোথায় আছেন?

স্মৃতিরত্ন উত্তর করিলেন, "আমরা ভূতপ্রেতের খবর রাখি না।"

গায়। কা'কে ভূতপ্রেত বলছ?

স্মৃতি। তুমি কি জান না, তুলসীদাস দীক্ষা নিয়েছেন এক প্রেতের নিকট হ'তে? প্রেত থাকৃত অসির পারে আমগাছের উপর। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য!

গায়ক। ছি ছি, মহাজনের নিন্দা! এ স্থানে অবস্থানও মহাপাপ।

বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। এমন সময় ন্যায়-চঞ্চু মহাশয় আসিয়া ব্যস্ততাসহ কহিলেন, "শুনেছেন স্মৃতিরত্ন ভায়া!"

স্মৃতি। কি?

ন্যায়। তুলসীদাস কাল রাতে ফিরে এসেছেন।

স্মৃতি। বাদসা ছেড়ে দিলে?

ন্যায়। সহজে দিয়েছে! বাঁদরে কাণ্ড দেখাতে হয়েছে, তবে ছাড় পেয়েছে।

স্মৃতি। কি রকম? কি রকম?

ইত্যবসরে গায়ক প্রস্থান করিলেন; কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না।

ন্যায়চঞ্চু উপবেশন করণানন্তর কহিলেন, "সে অনেক কথা। বাদ্‌সা ত এখান হ'তে তুলসীদাসকে ধ'রে নিয়ে গেলেন। দিল্লীতে পঁহুছিতে না পঁহুছিতে বাদসা বললে, 'তুমি অনেক ভেল্কি জান, আমাকে কিছু দেখাও তুলসীদাস।' সেখানে ত আর চালাকি করবার যো নেই; ভয় পেয়ে বললেন, 'আমি শুধু নাম গেয়ে বেড়াই, আর কিছু জানি না।' বাদসা ছাড়বার লোক নয়, অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। যখন কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন কয়েদখানায় আটক করলেন। কয়েদে গিয়ে বাছা গুরুকে ডাক্‌তে লাগলেন। গুরু তখন একপাল বাঁদর দিল্লীতে ছেড়ে দিলেন। বাঁদরের উৎপাতে সহরবাসী অস্থির। তখন সকলে পরামর্শ ক'রে বাদসাকে বললে, 'জাহাঁপনা, বহুৎ প্রেত এসে দিল্লী ছারখার দিলে, প্রেতরা বাঁদর হয়ে এসেছে; তুলসীদাসকে ছেড়ে দিন্, নইলে দিল্লী আর থাকবে না।' তাদের কথা শুনে বাদসা, তুলসীদাসকে ছেড়ে দিলেন।

বিদ্যাচঞ্চু। বাদসা ত বড় কাপুরুষ। বাঁদরের ভয়ে তুলসীদাসকে ছেড়ে দিলে! ফৌজ আছে কি করতে? ফট্ ফট্ গুলী ছুড়্‌লে কোথায় যে বাঁদর থাক্‌ত—

স্মৃতিরত্ন। যাঁ্যা, আবার ফিরে এল!

ন্যায়চঞ্চু। এসেই এক গোল বাধিয়েছে।

স্মৃতি। কি করেছে?

ন্যায়। একটা লোক ব্রহ্মহত্যা করেছিল না—

স্মৃতি। মনে আছে।

ন্যায়। আপনার কাছে ব্যবস্থা নিতে আসাতে আপনি বলেছিলেন, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নেই।

স্মৃতি। তা'ও স্মরণ আছে।

ন্যায়। তুলসীদাস তা' জান্‌তে পেরে চট্ ক'রে তা'কে শিষ্য বানিয়ে নিয়েছে—

স্মৃতি। তা'ও আমি জানি।

ন্যায়। কিন্তু এটা ত জানেন না, তুলসীদাস আজ সকালে তাকে নিষ্পাপ ব'লে ঘোষণা করেছে; আর চৌবের বাড়ীতে কাল যে একটা ভোজ আছে, সে ভোজে নাকি তাকে নিয়ে গিয়ে এক পংক্তিতে ব'সে আহার করবে।

স্মৃতি। আমি কিছুতেই তা' করতে দেব না। চৌবেকে ব'লে দেব, তুলসীদাসকে যেন নিমন্ত্রণ না করে।

ন্যায়। চৌবে নিমন্ত্রণ করবার পরই ত তুলসীদাস তা'র সাক্ষাতে এই কথা বললেন।

স্মৃতি। চৌবে প্রতিবাদ করলে না?

ন্যায়। আর কি সত্য যুগ আছে? এখন যে ঘোর কলি। প্রতিবাদ করা দূরে যাক্, চৌবে কৃতার্থ হয়ে গেল।

স্মৃতি। আচ্ছা, এর আমি ব্যবস্থা করছি; চৌবের কাজ পণ্ড করব; কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ওর ঘরে নিমন্ত্রণে যাবে না। আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে নিমন্ত্রণ!

বাচস্পতি উঠিয়া গেলেন। সূর্য্যদেবকে মাথার উপরে দেখিয়া অনেকেই গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন ন্যায়চঞ্চু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুলসীদাসের কি করছেন?"

সহাস্যে স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "তার ব্যবস্থাও করছি। সাম্‌নে নাভাজির ভাণ্ডারা, জান ত।"

ন্যায়। সে ত পুষ্করে।

স্মৃতি। পুষ্করে হোক বা চুলোয় হোক; তোমাদের নিমন্ত্রণ হবে, যেতেও হবে।

ন্যায়। তার পর?

স্মৃতি। তুলসীদাসের নিমন্ত্রণ হবে না।

ন্যায়। আপনি কি ক'রে তার নিমন্ত্রণ বন্ধ করবেন?

স্মৃতি। কাশীর সমাজের নিমন্ত্রণ-ভার আমার উপর। চৌবের ঘরে ব্রহ্মঘাতীর সঙ্গে যারা এক পংক্তিতে ভোজন করবে, তারা সমাজচ্যুত হবে—আমি নিমন্ত্রণ বন্ধ করব।

ন্যায়। এ অতি উত্তম পরামর্শ। এখন আমি বিদায় হই।

২৭

পরদিন অপরাহ্লে তুলসীদাসের আশ্রমে বহু ভক্ত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। জানকীবল্লভ তুলসীদাসের চরণতলে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছেন,—

"শুচি সুশীল বসুমতী
কঁহু প্রিয় কাহিন লাগ।
শ্রুতি পুরাণ কঁহু নীতি যশ,
সাবধান শৃণু কাগ॥
এক পিতা কহ বিপুল কুমারা,
হোই পৃথক গুণশীল আচারা।
কেউ পণ্ডিত, কেউ তাপস জ্ঞাতা,
কেউ ধনবন্ত শূর কেউ দাতা॥

কেউ সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মরত কোই,
সব পর পিতাই প্রীতিসম হোই,
কোই পিতৃভক্ত বচন মনকর্ম্মা,
স্বপনেহুঁ জানে না দুসর ধর্ম্মা।
সো প্রিয় সুত পিতৃপ্রাণ সমানা,
যগুপি সো সমভাতি অয়ানা॥"

জানকীর নয়ন জলে ভরিয়া আসিল, তাঁহার দৃষ্টি আর চলিল না,—তিনি পাঠ বন্ধ করিলেন। হুলসী দেবী কহিলেন, "আর একটু পড় বাবা—বালকাণ্ডে নামের মহিমাটা পড়।" জানকী চক্ষু মুছিয়া রাম-নামের মহিমা যে স্থানে লিখিত হইয়াছে, সেই স্থানটা পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

—দেখিয় রূপ নাম অধীনা।
রূপ জ্ঞান নহিঁ নাম বিহীনা॥
রূপ বিশেষ নাম বিনু জানে।
করতলগত ন পরহিঁ ১ পঁহি চানে ২॥
সুমিরিয় ৩ নাম রূপ বিনু দেখে।
আবত ৪ হৃদয় সনেহ ৫ বিশেষে॥
নামরূপ গতি অকথা ৬ কহানী ৭।
সমুঝত সুখদ ন জাত বখানী॥
অগুণ সগুণ বিচ ৮ নাম সুসাখী ৯।
উভয় প্রবোধক চতুর দুভাখী ১০॥

এমন সময় একজন কারিগর আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, "মহারাজ, ধরণ বড়্ গিয়া।"

এই কারিগর আশ্রমের একখানি ঘর তৈয়ারী করিতেছিল। ঘরখানি খড়ের। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে একখানা ধরণ বা কড়ি লাগাইবার সময় কারিগর দেখিল, ধরণ খাটো হইয়াছে। সে কথা সে তখনি ব্যথিতচিত্তে তুলসীদাসকে জানাইয়াছিল। তুলসীদাস কহিয়াছিলেন, "কাঠ জঙ্গলে থাক্‌লে বাড়ে, আমার ঘরে বাড়বে না কেন? তুমি কাঠখানাকে আজ রেখে দেও, কাল এমনি সময়ে মেপে দেখো বেড়েছে কি না।" চব্বিশ ঘণ্টা পরে কারিগর আসিয়া কহিল, "মহারাজ ধরণ বড়্ গিয়া।"

তুলসীদাস সহাস্তে কহিলেন, "বললুম ত জঙ্গলে যখন গাছ বাড়ে, তখন ঘরে কেন বাড়বে না? কতটা বেড়েছে?"

কারি। মহারাজ, যাস্তি বড়্‌গিয়া, থোড়া কাটনে পড়েগা।

১ পারিবে ২ চিনিতে ৩ স্মরণ করিয়া ৪ আসিবে ৫ স্নেহ ৬ অব্যক্ত ৭ কথন ৮ মধ্যে ৯ সুসাক্ষী ১০ দ্ব্যর্থবোধক।

তুলসী। কেটো না, যেমন আছে, তেমনি লাগাও।

কারি। দেখনে আচ্ছা নেহি হোগা; সব কোই বোলেগা মিস্ত্রী বুড়বক্ থা।

তুলসী। কি কবব বাচ্ছা, তুমি কেম কাঠকে আগে ব'লে দেও নি কতটা বাড়্‌তে হবে?

কারিগর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

ন্যায়চঞ্চু মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; তিনি কহিলেন, "কি অদ্ভুত ব্যাপার! কাঠ এক রাতে বেড়ে গেল। তা' মহাপুরুষের ইচ্ছায় সকলি সম্ভব। এমন লোকের স্মৃতিরত্ন আবার নিন্দে করে!! মূর্খ, বর্ব্বর, নাস্তিক—"

তুলসীদাস বাধা দিয়া কহিলেস, "ছি ছি, তাঁর নিন্দা করবেন না; তিনি জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক।"

ন্যায়। আমি নিন্দা করছি না, সত্য বলছি।

তুল। সত্য হ'লেও সেটা অসূয়া; তাহাও পরিত্যাগ করা উচিত।

ন্যায়। দেখুন না, আজকের কাণ্ডটা কি! আপনার নিমন্ত্রণ হয়েছে ব'লে চোবের ঘরে কাউকে যেতে দিলে না।

তুল। তিনি যা ভাল বুঝেছেন, তাই করেছেন, আমাদের তা'তে রাগ করবার ত কিছু নেই বাবা?

ন্যায়। রাগ করবার আছে বই কি। যদি ভাল বুঝে করত, তা'হলে কোন কথাই ছিল না। মতলব আপনাকে অপদস্থ করা; আবার একটা বড় গোছের কিছু করবার মতলবে আছে।

তুল। আমি তা' শুনতে চাই না, ক্ষমা কর—

ন্যায়। আচ্ছা, আপনি নাভাজির ভাণ্ডারায় যাবেন ব'লে সঙ্কল্প করেছেন কি?

তুল। গুরুজীর আদেশ হ'লে যাব। নাভাজী আমার গুরুদেবের সতীর্থ, আমাকে বোধ হয় যেতে হবে।

ন্যায়। নিমন্ত্রণ না হলেও যাবেন?

তুল। তা'ত এখন বলতে পারছি না।

ন্যায়। নিমন্ত্রণ হবে না—পাষণ্ডটা বন্ধ করেছে।

তুল। ছি ছি, তিনি আমার মাথার মণি, তাঁর চরণধূলা পেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। আপনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন।

ন্যায়চঞ্চু দেখিলেন, এখানে সুবিধা হইবে না, তিনি এ দিক ও-দিক চাহিয়া বিদায় লইলেন। তিনি উঠিতে না উঠিতে বাচস্পতি আসিয়া তুলসীদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। মহাত্মা তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও নমস্কার করিয়া বসিতে আসন দিলেন। বাচস্পতি

জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিল্লীতে আপনি নাকি বড়ই নিগৃহীত হয়েছেন ?"

তুল। নিগৃহীত! কই, না।

বাচ। বাদসা নাকি আপনাকে আটক করেছিলেন ?

তুল। বাদসার তা'তে কোন দোষ নেই ; তিনি আমাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করেছিলেন।

বাচস্পতি সে কথা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করিলেন না। একজন ভক্ত যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, রিপুর তাড়নে অস্থির হয়ে পড়েছি, কিসে রক্ষা পাই ?"

তুলসী। কোন্ রিপু তোমাকে বেশী কষ্ট দেয় ?

ভক্ত। সকলেই সমান, কেউ কম নয় ; তবে তা'র মধ্যে ক্রোধটাই বড় প্রবল।

তুলসী। ক্রোধ ক্ষমার দ্বারা নষ্ট হয়।

ভক্ত। আর কাম ?

তুলসী। বস্তুবিচার দ্বারা।

ভক্ত। লোভ ?

তুলসী। সন্তোষ দ্বারা।

ভক্ত। অহঙ্কার ?

তুলসী। সুবুদ্ধি দ্বারা নষ্ট হয়। দেখ, গুরু আহার্য্য মুখে তুলে দিতে পারেন, কিন্তু গিলতে হবে তোমাকে। কার্য্যে পরিণত করতে না পারলে উপায় জেনে কোন ফল নেই।

ভক্ত নীরব হইলেন। বাচস্পতি অবসর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল পাপেরই কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ?"

"নিশ্চয় আছে।"

"ব্রহ্মহত্যার ?"

"এমন পাপ নেই পণ্ডিতজি, যার শাস্তি নেই।"

"শাস্ত্রে ত দেখি না, মহারাজ !"

"শাস্ত্র ছাড়াও ত অনেক জিনিস আছে।"

"কৃপা ক'রে যদি কিছু বলেন বাবা।"

"পণ্ডিতজি, সংসারে বিশ্বাসটা কিছু কম দেখা যায় ; আমি বললেই কি আপনি বিশ্বাস করবেন ?"

"আপনার বাক্য, বেদবাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করি !"

"তবে শুনুন পণ্ডিতজি, জগতে এমন কোন পাপ নেই, মানুষে এমন কোন পাপ করতে পারে না, যা' রাম নামে ভস্ম না হয়। এমন অমূল্য নাম থাকতে পাপের ভয় ?"

"কত জপ করলে সকল পাপ ধ্বংস হয় ?"

"কত জপ কি ? একবার শুদ্ধচিত্তে রাম নাম করলে সকল পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। তবে বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা চাই।"

সহসা ঠাকুরবাড়ীতে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সকলে বুঝিলেন, সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তি-নম্রচিত্তে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মন্দির অতি নিকটে—আশ্রম-প্রাঙ্গণের বাহিরে। দেবালয়ে সীতারাম-বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। তুলসীদাস এক্ষণে মন্দিরে সকল দিন যান না ; যে দিন যান, সে দিন সহজে উঠেন না—কখন কখন দুই তিন দিন একাদিক্রমে সমাধিস্থ থাকেন। তুলসীদাস যখন মন্দিরে গেলেন না, তখন মহাপুরুষের সাহচর্য্য ছাড়িয়া অচল বিগ্রহকে দেখিতে কেহ আর উঠিলেন না। শঙ্খ-ঘণ্টা নীরব হইলে তুলসীদাস জননীকে প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা তা'র পর উঠিয়া হুলসী দেবীকে ও তুলসীদাসকে প্রণাম করিলেন। সকলে প্রণাম করিল, কেবল একজন করিল না। সে আমাদের মাধো।

মাধো কিছু দূরে এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল ; বাড়ী-ঘর, জিনিসপত্র এই সবই লক্ষ্য করিতেছিল, মানুষের প্রতি বড় একটা তা'র লক্ষ্য ছিল না। জানকী ছাড়া অপর কাহারও নিকট সে পরিচিত ছিল না ; কিন্তু জানকীও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কোথায় কোন্ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়াছেন। মাধো প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহাকে চিনিয়াছিল। মাধো জানকীকে তথায় দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, অতবড় পাষণ্ড যখন এই দলের ভিতর আছে, তখন সাধুবেশধারী এই সকল লোক, ভণ্ডতপস্বী ব্যতীত আর কিছু নয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মাধো উঠিল ; এবং মন্দিরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিল, অনেকগুলি সোণা-রূপার পূজার পাত্র মন্দিরের ভিতর রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল ; ভাবিল, "ভণ্ডবেটারা সাধুর বেশ ধ'রে লোক ঠকিয়ে সোণারূপা সংগ্রহ করেছে। আমার ঘরে এ সব আসবে না কেন, তাহা ত বুঝতে পারছি না। ভণ্ডবেটাদের একটু শিক্ষা হবে, আমারও কিছু লাভ হবে।" মাধো এই সাধু সঙ্কল্প আঁটিয়া মন্দির ত্যাগ করিল।

বাচস্পতি বিদায় লইয়া উঠিবার উদ্‌যোগ করিতে-ছেন, এমন সময় দূরে সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। গায়ক ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইলেন, অবশেষে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া গাইতে লাগিলেন—

"জগমগাত রহত ভবন, মন্দ মন্দ চলত পবন,
জানকী-রমণ বৈঠে, খাসকি মহল পরি মেরি।
অতিম লালরূপ শোভা, বিভুত মনলোভা
বিহরত শ্রীরামচন্দ্র, খাসকি মহল পরি মেরি।

গাওবত সুরঙ্গ রাগ, হিয়াকে সোহাগ ভাগ,
বিহরত অনুরাগ, প্রেম কি বহুলাও মে ;—
কাঞ্চার করুণা নিদান, সন্তানকে পুরণে কাম,
বিহরত সংসিয়া * রাম, চরণ তাহু লাও মেরি ॥

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাচস্পতি গায়ককে চিনিলেন। উঠিয়া গায়ককে আহ্বান করিয়া তথায় আনিবেন, এরূপ ইচ্ছাও হইল। কিন্তু তুলসীদাস তাঁহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই উঠিলেন এবং দ্রুতপদে কিয়দ্দূর আসিলেন। অঙ্গন অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তিনি দাঁড়াইলেন, পরে ধীরপাদবিক্ষেপে ফিরিয়া আসিলেন। সকলেই বিস্মিত হইল।

২৮

মাধো সীতারামের মন্দির হইতে ফিরিয়া ঘরে গেল। নগরের এক প্রান্তে একখানি চালা তুলিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতেছিল। রাত্রি যখন এক প্রহর, তখন মাধো পাকা বৈষ্ণব সাজিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। কণ্ঠে মোটা তুলসীর মালা, হাতে ঝুলির ভিতর জপের মালা; ললাটে ও নাসিকায় চন্দন-সেবা, বক্ষে বাহুমূলে নানাবিধ ছাপ। দীর্ঘ শিখা মস্তকের উপর সর্প-শিশুর ন্যায় দুলিতেছে। কৌপীন-বহির্ব্বাসেরও অভাব নাই; একটা ঝোলাও পৃষ্ঠে ঝুলিতেছিল; তবে সেটায় কিছু ছিল না, ফিরিবার সময় সেটাকে ভর্ত্তি করিয়া আনিতে হইবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মাধো তাহাকে পিঠে ফেলিয়া আনিয়াছিল।

পথ নিস্তব্ধ, পথিক বড় একটা নাই। মাধো নিঃশঙ্কচিত্তে গাইতে গাইতে চলিল, 'গৌরীশঙ্কর সীতারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। সীতারামের মন্দিরের নিকট আসিয়া গান বন্ধ করিল। মাধো একবার সতর্ক-নয়নে চারিদিক দেখিয়া লইল। উঁকি মারিয়া দেখিল, আশ্রমের মধ্যে দুইচারিজন সাধু তখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মাধো ক্ষণকাল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তার পর নিঃশব্দে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। উঁকি মারিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি সীতারামের মূর্ত্তি-সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মাধো তাঁহাকে সর্দ্দার বলিয়া চিনিল; ক্ষণপূর্ব্বে এঁরই চরণে জানকীবল্লভ প্রভৃতি লুণ্ঠিত হইতেছিল। মাধো ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, সর্দ্দারের বাহ্যজ্ঞান আছে কি না। মাধো ইতিপূর্ব্বে যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করণানন্তর ধ্যান করিয়াছে; কিন্তু তখন তাহার পূর্ণ চৈতন্য থাকিত, বরং চৈতন্য জিনিসটি কিছু বেশী প্রবল হইত। যোগীরা জ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যান করেন, মাধো তা' শুনিয়াছে। কিন্তু এ সর্দ্দার ত যোগী নয় —ভণ্ড তপস্বী মাত্র। জ্ঞান আছে কি না, পরীক্ষা করিবার মানসে মাধো দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কণ্ঠের একটু শব্দ করিল; কিন্তু ধ্যানস্থ ব্যক্তি নির্ব্বিকার। মাধোর সন্দেহ দূর হইল না, সে ফিরিয়া আসিয়া নাট-মন্দিরে বসিল। আশ্রমের সাধুরা তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, মাধো তাহা লক্ষ্য করিল। তাহারা শয্যা না লইলে মাধো হঠ্ করিয়া কিছু করিবে না স্থির করিল।

মাধো যোগাসন করিয়া বসিল। জপ করিতে করিতে তাহার সমাধি হয় কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার তাহার সাধ হইল। চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া করসঞ্চালনে মালা দ্রুত ঘুরাইতে লাগিল ও মনে মনে রাম নাম জপিতে লাগিল। জ্ঞান কিছুতেই লুপ্ত হইল না; শত শত সহস্র সহস্র বার রাম নাম জপ করিল, কত মালা ঘুরাইল, কিন্তু তাহার চৈতন্য কিছুতেই আচ্ছন্ন হইল না। অনেক জপের পর নিদ্রালু হইয়া আসিল। মাধো উঠিয়া আশ্রমের ভিতর কে কি করিতেছে দেখিবার মানস করিল; উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় দেখিল, এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিতেছে। মাধো তখন তাড়াতাড়ি জপ বন্ধ রাখিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িল। আগন্তুক মঠেরই এক জন সাধু; তিনি অনুসন্ধান লইতেছিলেন, আশ্রম-সীমানার মধ্যে কেহ অভুক্ত আছেন কি না। সাধু দেখিলেন, মাধো ধ্যানস্থ, তখন তাহাকে বিরক্ত না করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মাধো প্রস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশে কহিল, "জ্বালাও কেন বাবা, ঘুমিয়ে পড়—আবার ত ভোরে উঠ্‌তে হবে—যাও বাবা, যাও। এ রকম ক'রে আর কতক্ষণ থাকব? বুড়োও হই নি, মরেও যাই নি—চোখ বুজে খুঁটির মত ব'সে থাক্‌তে পারব কেন? আচ্ছা, এরা থাকে কেমন ক'রে? এই যে সর্দ্দার মন্দিরের ভেতর পাঁচদণ্ড ব'সে রয়েছে, ও-ত একবারও নড়চে চড়চে না—ঠিক ব'সে আছে! মশাও কি কামড়ায় না? হয় ত তুকতাক্ জানে। আমি ত বাবা, মশার কামড়ে অস্থির হয়ে পড়েছি। মন্তরটা যদি শিখিয়ে দিত, তা' হ'লেও অনেক কাজে লাগত। নাঃ, ব্যাটারা ঘুমুবে না! ভ্যালা মুস্কিলে পড়েছি যা' হো'ক, অদ্দেক রাত্তির হ'ল, এখনো ঘুমোবার নামটি নেই।"

* জানকী।

অর্দ্ধেক রাত্রি অতীত হইয়া গেল; আশ্রম ও মন্দির নিস্তব্ধ। সুযোগ বুঝিয়া মাধো উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তখন সে নিঃশব্দে মন্দির-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কপাট ঠেলিয়া দেখিল, দ্বার পূর্ব্ববৎ অর্গলমুক্ত; ঈষন্মুক্ত করিয়া দেখিল, সর্দ্দার ঠিক সেই ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পাশে ঘৃতের উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে, আর আশে পাশে সোণারূপার বাসন ছড়ান রহিয়াছে। পাত্রগুলি ভক্তের দান। সোণার পুষ্পপাত্র, সোণার কোশাকুশি, রূপার থালা ঘটী চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে মাধোর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার ঝোলাটা ঠিক করিয়া লইয়া পাত্রগুলি সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার ধ্যানস্থ পুরুষকে পরীক্ষা করিয়া দেখা সমীচীন মনে করিল। শ্রীমন্দিরে আর কেহ নাই, সেটা সে আগেই দেখিয়া লইয়াছিল; এক্ষণে যোগীকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকটস্থ হইল ও অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "মহারাজ!" উত্তর নাই; মাধো তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে পাত্রগুলি ঝুলির ভিতর উঠাইতে প্রবৃত্ত হইল। যেমন একখানি পাত্রে হাত দিয়াছে, অমনি মাধো ভয় পাইয়া হাত টানিয়া লইল; চকিতে দেখিল, ধনুর্ব্বাণধারী এক কিশোরবয়স্ক বালক ধনুকে শর যোজন করিয়া মাধোকে লক্ষ্য করিতেছেন। মাধো শূন্য ঝুলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ধনুক বেঁকিল, মাধো সভয়ে পশ্চাৎ হটিল। মাধো যত পিছু হটে, বালকও তত অগ্রসর হইতে থাকেন। অবশেষে মাধো দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল।

মাধো মন্দিরের সান্নিধ্য ছাড়িয়া ভাগীরথীর দিকে চলিল; গঙ্গা কিছু দূরে। তটের উপর একখানি প্রশস্ত প্রস্তরের উপর আসিয়া বসিল। ক্রোধ, আত্মগ্লানি, নৈরাশ্য প্রভৃতি ভাব তাহাকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল। পাথরের উপর ঝুলি ফেলিয়া মাধো চিন্তা করিতে লাগিল, "ছোঁড়ার ভয়ে পালালাম! ছি, ছি, আমার জীবনে ধিক্! গঙ্গাজলে ডুবে মরা আমার উচিত। কেন যে আমার তীর ধনুকে এত ভয়, তা' বলতে পারি নে। ভয় ত হতেই পারে; যারা কাপুরুষ, চোর, তারাই দূর হ'তে ভয়ে ভয়ে মারে। এস না বাবা লাঠিসোটা নিয়ে, তা' দশজনই হো'ক আর বিশ জনই হো'ক, তা'তে মাধো পিছায় না। কিন্তু এ কি বাবা, ইটপাট্‌কেল।"

মাধো অনুপস্থিত শত্রুর প্রতি অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি ভেবেছ মাধো পিছাবে! মাধো পিছাতে জানে না। তুমি কতক্ষণ জেগে থাকবে? ঘুমুতে ত হবে। এক ফোঁটা ছোঁড়া আমাকে মারতে আসে। সাহস কম নয়! এবার আগে গিয়ে কায়দা ক'রে ধরব, ধনুক তুলতে আর দিচ্ছি না। কিন্তু— কিন্তু ছোঁড়াটাকে দেখতে ভাল; বদ্‌মায়েস হোক আর যাই হো'ক, সত্যি বলতে হবে, ছোঁড়াটা বেশ। নধর, অথচ ছিপ্‌ছিপে, টানা চোখ, লাল ঠোঁট, হাসি-মাখা মুখ। আর দেখতেই কি পেলাম ছাই! ধনুকে টান না দিলে দাঁড়িয়ে না হয় খানিকটা দেখতাম। টান ব'লে টান, ধনুকের দু'মুখ এক হবার যোগাড়। কিন্তু ছোঁড়াটার বেশ কচি কলাপাতার মত রং, না? কি জানি, মনে নেই, কিন্তু বেশ।"

মাধো অনেকক্ষণ আবার নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর যখন অতীত-প্রায়, তখন সে উঠিয়া গঙ্গায় নামিল; গঙ্গায় নামিয়া মাধো বৈষ্ণবের বেশভূষা, কৃত্রিম শিখা, নামের মালা, যা' কিছু কৃত্রিমতা সঙ্গে ছিল, সব গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়া কয়েকটা ডুব দিল। তারপর কোমর-জলে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে কহিল, "মা গঙ্গা, লোকে বলে, তোমার জলে স্নান কর্‌লে পাপ থাকে না। কথাটায় বিশ্বাস হ'ত না; কিন্তু গুরুদেব যখন বল্‌লেন, কথাটা সত্য, তখন সত্য না হয়ে যায় না। পুনর্জ্জন্ম হবার পর কত পাপ করেছি, সেই পাপের ফলে আজ এই দুর্গতি। কত বড় বড় কাজ একা করেছি, কখন পিছুই নি; আর আজ একটা ছোঁড়ার ভয়ে আমাকে পিছুতে হ'ল? কিন্তু ছোঁড়াটা বেশ। তা'কে আবার দেখতে ইচ্ছে করে। যাই হো'ক, মা গঙ্গা, তুমি আমাকে পাপমুক্ত কর, আমাকে শক্তিমান্ কর।"

বলিয়া আরও কয়েকটা ডুব দিল। তার পর তীরে উঠিয়া কহিল, "মা গঙ্গা, তুমি মায়ের কাজ করেছ, আমাকে পাপ হ'তে মুক্ত করেছ। আর আমার ভয় কি? এখন আমার গায়ে হাতীর বল, মনে বহুত সাহস; কোনও বেটার তীর এখন আমার গায়ে ফুটবে না। চল্‌লুম মা—জয় গুরু।"

কৌপীনমাত্র পরিধানে, তাহাও সিক্ত। মাধো ঝুলি ফেলে নাই, তাহা গঙ্গাজলে ভিজাইয়া লইয়া দৃঢ়পাদবিক্ষেপে মন্দিরের দিকে চলিল। মনে মনে কহিতে লাগিল, "ছোঁড়াটা যদি এখনও জেগে থাকে, তা হ'লে আগে গিয়ে তা'কে জড়িয়ে ধরুব। তা'কে মারব না, তা'র যাতে কষ্ট হয়, এমন কোন কাজ করব না। আহা, তা'কে কি দুঃখ দেওয়া যায়!" ক্ষণপরে আবার ভাবিল, "আচ্ছা, চুরি করতে যাচ্ছি, এ'তে পাপ স্পর্শ করবে না ত? পূজার বাসন, ঠাকুর

সম্মুখে পাপ ত হ'তেই পারে। ন', না, পাপ হ'তে পারে না, পাপের সাধ্য নেই যে আমাকে স্পর্শ করে। মাথায় এখনও আমার গঙ্গাজল, দেহে বস্ত্রে গঙ্গাজল, পাপের সাধ্য নেই আমার কাছে আসে।"

দ্বার ঠেলিয়া মাধো মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দেখিল, সাধক পূর্ব্ববৎ যোগাসনে উপবিষ্ট। মাধো তাঁহাকে আর লক্ষ্য না করিয়া প্রতিমা পানে চাহিল; দেখিল, বিগ্রহদ্বয় মাধোর পানে চাহিয়া হাস্য করিতেছেন। মাধো ভাবিল, তাহার দেখিবার ভুল। সীতারামকে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া মাধো ত্রস্তনয়নে চতুর্দ্দিকে দেখিল। বালককে কোথাও দেখিতে পাইল না। প্রতিমার পিছনেও উঁকি মারিয়া দেখিল। সেখানেও কেহ নাই। তখন ফিরিয়া আসিয়া স্বর্ণপাত্রে হাত দিল। হাত দিবামাত্রই মাধো অনুভব করিল, কে যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নয়ন উঠাইয়া দেখিল; দেখিল, সেই বালক। অপূর্ব্ব বেশ, নগ্নদেহ, পরিধানে পীতবস্ত্র, হস্তে ধনুর্ব্বাণ; উজ্জ্বল শ্যামকান্তি, নীলপদ্মতুল্য নয়ন, রক্তজবাবিনিন্দিত ওষ্ঠাধর, অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়। ক্ষণেকের জন্য মাধো আত্মবিস্মৃত হইল। সচল ঠাকুর-দেবতা মাধো কখন দেখে নাই, অচল প্রতিমা দেখিয়াছে। প্রতিমা দেখিলে প্রণাম করিতে হয়, তাই সে প্রণাম ক'রিয়া আসিতেছে। ভক্তি কাহাকে বলে, পূজা ধ্যান মন্ত্র কাহাকে বলে, সে সব কিছুই জানে না। সচল দেবতা কখন যে কেহ দেখিয়াছেন বা দৃষ্ট হওয়া সম্ভব, মাধো তা' শুনে নাই। এই বালকমূর্ত্তি যে সচল-দেবতা হইতে পারেন, ইহা মাধোর ধারণার অতীত। মাধো ভাবিল, "তবে কি প্রেত? যে এত সুন্দর, সে কি প্রেত হ'তে পারে? না, না, প্রেত নয়। প্রেত যে অতি ভীষণ, অতি কুৎসিত, তবে এ বালক কে?" মাধো মুহূর্ত্তমধ্যে এই সব চিন্তা করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুস্বরে কহিল, "তোমার ধনুর্ব্বাণে আমি আর ভয় করি না; এমন তীর আজও তৈরী হয় নি, যা' আমার এই পাপশূন্য দেহ ভেদ করতে পারে। তীর মারবে? মেরে দেখ।"

বালক একটু হাসিয়া ধনুক নামাইলেন। সে হাসিটুকুতে ঘর হাসিয়া উঠিল; মাধোর বুকের ভিতরও সে হাসির প্রভা ফুটিয়া উঠিল—বিদ্যুৎ-স্ফুরণে অন্ধকার ঘর যেমন হাসিয়া উঠে, মাধোর দেহমধ্যে তেমনি একটা জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল; শিরায় শিরায় প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে সে জ্যোতিঃ বিভাবিত হইল। মাধো অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অতি কাতরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে বালক?"

বালক উত্তর না করিয়া আবার একটু হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; অবশেষে দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মাধো দ্বারপানে বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া রহিল। চিত্ত বিহ্বল, উঠিবার শক্তি নাই—হস্তপদ এলাইয়া পড়িয়াছে। যখন দেখিল, বালক অদৃশ্য, তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওগো ব'লে যাও, কে তুমি?"

উত্তর নাই; মাধো পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া ডাকিল। মাধো দ্বারপানে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সে দিক্ হইতে কোন উত্তর না আসিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে উত্তর হইল, "আমি কে, তা' পরে বলব; আগে বল দেখি, তুমি কে আমার সমাধি ভঙ্গ করলে?"

মাধো ফিরিয়া দেখিল, যোগী তাহাকে এই প্রশ্ন করিতেছেন। মাধো উঠিল না, ভীতও হইল না। ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র চিন্তা তাহার মনে তখন নাই। মাধো নির্ভয়ে সত্য কহিল, "আমি মাধো, তোমার বাসন নিতে এসেছিলাম। কিন্তু, কিন্তু বল দেখি, তুমি কা'কে পাহারায় রেখেছিলে?"

তুলসীদাস। পাহারায় রেখেছিলাম? সে কি!

মাধো। হাঁ, পাহারায় রেখেছিলে; যখনি আসি, তখনি দেখি, বালক তীর-ধনুক নিয়ে আমাকে মারতে আসছে; এ কি সমস্ত রাত জেগে পাহারা দেয়?

তুল। বালক? বালকে পাহারা দেয়?

মাধো। ন্যাকা সাজছ যে!

তুল। কি রকম তা'র চেহারা বল দেখি।

মাধো সত্যিই কি তুমি তাকে চেন না? জান না?

তুল। আমি ত বাবা, কখন মিথ্যা বলি না।

মাধো কথাটা বিশ্বাস করিল। এ কণ্ঠস্বর ত মিথ্যাবাদীর নয়। মাধো লজ্জিত হইল; উদ্ধত কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া কহিল, "আমি ভেবেছিলাম, আপনি তাকে পাহারায় রেখেছেন। আপনি যখন তা'কে চেনেন না, তখন সে কে? ভূত-প্রেত কি? তাই বা কেমন ক'রে হবে? যাঁর নামে ভূত-প্রেত পালায়, তাঁর মন্দিরে ভূত? অসম্ভব।"

তুল। বল, আগে বল, তিনি দেখতে কেমন?

মাধো। অতি সুন্দর। এত রূপ মানুষে আমি দেখি নি, সে রূপের কথা আমি বলব কেমন ক'রে?

তুল। যা' দেখেছ, তা' যতটা পার বল।

মাধো। বয়স বেশী নয়, গোঁপ উঠে নি। বেশ

গড়ন, কচি দূর্ব্বার মত গায়ের রং ; হরিণের চোখের মত টানা চোখ ; ঠোঁট দু'খানি খুব রাঙ্গা, ভোরের স্বর্য্যের মত রাঙ্গা, আর তা'তে কি হাসি, যেন বিদ্যুতে ভরা ; হাসিটুকু বুকের ভিতর গিয়ে আমাকে কেমন ক'রে তুলেছে। ছোট ছোট হাতে তীর ধনুক—

তুলসীদাস মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"ও আমার দয়াল ঠাকুর ! তুমি এসেছিলে ? এই ধূলির অধম জিনিস কয়টাকে রক্ষা করতে তুমি এসেছিলে ? কত কষ্ট পেয়েছ নাথ, কত কষ্ট তোমাকে দিয়েছি। (অকস্মাৎ উঠিয়া) দূর হও স্বর্ণপাত্র, দূর হও রৌপ্যপাত্র—তোমাদের জন্যে প্রভুর এত কষ্ট ! ছি ছি, আমার জীবনে ধিক্।"

মাধো স্তম্ভিত হইল ; ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মনে বড় সংশয় হচ্ছে, সে বালকটি কে ঠাকুর ?"

তুলসী। কে, তা' তুমি এখনও বুঝতে পার নি ? তিনি যে ত্রিলোকপতি রঘুনাথ।

মাধো। রঘুনাথ ? এই যার মূর্ত্তি আমার সাম্‌নে ?

তুলসী। হাঁ।

মাধো। তিনি আমার মত হাত-পা নিয়ে আস্‌বেন কেন ? তিনি নড়েন না, হাসেন না—

তুলসী। নড়েন, হাসেন, বুকে তুলে নেন ; যখন তাঁর কৃপা হয়, তখন তিনি ভক্তের জন্য সব করেন, এমন কি, শৌচের জন্যে জলও ব'য়ে এনে দেন। তুমি তাঁর ভক্ত, তাই দেহ নিয়ে তোমাকে দেখা দিয়েছেন।

মাধো। আমি তাঁর ভক্ত ? আমি ত কখন তাঁকে ডাকি নি, কখন বলি নি, 'ওগো ত্রিলোকের নাথ, আমাকে দেখা দেও। তবে আমার মত নরাধমকে তিনি কৃপা কর্‌লেন কেন ?

তুলসী। তিনি যে কখন্ কা'কে কি ভাবে কি কারণে কৃপা করেন, তা ত বাবা আমি জানি নে। তাঁর মহিমা অপার, মানুষে কি বুঝবে ? তবে এই-টুকু বুঝেছি, তুমি বড় ভাগ্যবান্ ; বহু তপস্যায় যাঁর দর্শন মিলে না, তুমি অনেক পুণ্যবলে তাঁর দর্শন পেয়েছ।

মাধো। আমি সত্যই তাঁর দর্শন পেয়েছি ? বল ঠাকুর, আর একবার বল, আমি সত্যই কি সেই দুনিয়ার মালিক রঘুনাথজীর দর্শন পেয়েছি ?

তুলসী। সত্যই তুমি তাঁর দর্শন পেয়েছ।

মাধো। পেয়েছি, পেয়েছি, ওগো আমি সেই ত্রিলোকপতির দর্শন পেয়েছি। আমি মহাভাগ্যবান্ যাঁকে মুনি-ঋষিরা পান না, আমি তাঁকে পেয়েছি, আমার মত হাত-পা নিয়ে আমার সামনে আস্‌তে দেখেছি। মরি, মরি, কি রূপ ! আর একবার এসো গো, আর একবার ধনুর্ব্বাণ হাতে নিয়ে আমাকে মার্‌তে এসো গো। এসো, এসো, আমাকে—এ দস্যুকে, এ অধমকে মার্‌তে এসো—তা'কে মেরে ফেল ; আমি তোমাকে দেখতে দেখতে ম'রে যাই। আমি আর কিছু চাই না ত্রিলোকপতি, আমি তোমাকে আর একবার শুধু দেখতে চাই। ঠাকুর, এসো একবার—(মেঝেতে মাথা কুটিতে কুটিতে)—ওগো, একবার এসো, তোমার পায়ে পড়ি, একবার এস, বারবার তোমাকে বিরক্ত কর্‌ব না। তখন যে তোমাকে স্থির হয়ে দেখতে পাই নি—ঠাকুর ব'লে চিনি নি, ঠাকুর ব'লে দেখি নি ;' ওগো, একবার এসো গো। (উঠিয়া) কই এলে না ? তবে এই দেখ, আমি তোমার বাসন চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছি—

মাধো স্বর্ণপাত্র তুলিয়া লইল, কিন্তু নড়িল না ; ধনুর্দ্ধারীর প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিল। যখন দেখিল, তিনি আসিলেন না, তখন সে অস্থির-চিত্তে তুলসীদাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল না গো, কেন সে এলো না ; আমি যে তা'র পূজার বাসন নিয়ে পালাচ্ছি—"

তুলসী। তোমাকে নিয়ে পালাতে হবে না, আমি তোমাকে সমস্ত পাত্র দান করছি ; একা নিয়ে না যেতে পার, আমি ব'য়ে নিয়ে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

মাধো। আমি আবার এই বাসন নেব ! ছি, ছি !

তুলসী। নিতে ত এসেছিলে।

মাধো। যে নিতে এসেছিল, সে আর এখন নেই, সে ম'রে গেছে, মাধোদাস ম'রে গেছে। আমি এ কি দেখছি ! আমার সাম্‌নে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার মুক্ত হয়েছে। আমার চোখের আবরণকে কে সরিয়ে নিয়েছে—আমি এ সব কি দেখছি ! কি অন্ধকারেই পড়েছিলাম। আজ আমি মহাভক্তের তৈজসপত্র চুরি করতে এসে মহাধন লাভ করলুম। আজীবন আমি পরের নিয়েছি, এখন আমার যথাসর্ব্বস্ব পরকে দেব। যে সব নুড়ি-পাথর পাহাড়ের গর্ত্তে জমিয়ে রেখেছি, তা' আন্‌তে দেশে চললুম। মহাপুরুষ, তোমার চরণে লক্ষ লক্ষ প্রণাম।

মাধো প্রস্থান করিল।

২৯

'ভক্তমাল'-গ্রন্থ ভারত-বিশ্রুত। অনেকেই জানেন, ভক্তকবি লালদাস ইহার লেখক, কিন্তু তা' ঠিক নয়, লালদাস অনুবাদক মাত্র ; তা'ও আবার সমস্ত বই-খানার নয়। মহাপুরুষ অগ্রদাসের শিষ্য মহাত্মা

নাভাজি 'ভক্তমাল' লিখিয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। লিখিয়াছিলেন হিন্দীতে; সে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ। টীকাও হইল হিন্দীতে। তার পর বাঙ্গালাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধিলেন, মহাত্মা লালদাস। সুধার সবটুকু পাইলাম না, এই যা দুঃখ।

এই মহাভক্ত নাভাজি যখন দেহ রাখিলেন, তখন ভারতের বৈষ্ণব সমাজ বিচলিত হইলেন। তিনি ও তাঁহার সতীর্থ জগন্নাথ দাস বৈষ্ণব সমাজের মাথা ছিলেন। এক জন গেলেন, আর এক জনের সংবাদ নাই। ভক্ত বৈষ্ণবেরা নাভাজির ভাণ্ডারায় যোগদান করিবার জন্য পুষ্করাভিমুখে চারিদিক্ হইতে ছুটিলেন। পণ্ডিত সমাজও নিমন্ত্রিত হইলেন। এক এক স্থানের নিমন্ত্রণের ভার এক এক জনের উপর পড়িল। কাশীর ভার পাইলেন মহাপণ্ডিত স্মৃতিরত্ন। তিনি তাঁহার অনুগত ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিলেন, তুলসীদাসকে করিলেন না! তাঁহার চতুষ্পাঠীর কেহই নিমন্ত্রিত হইলেন না। এ অবিচারের প্রতিবাদ করিতে কাশীতে কাহারও সাহস ও সামর্থ্য নাই। সকলেই স্মৃতিরত্নকে বাহবা দিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ পুষ্করাভিমুখে ছুটিলেন। স্মৃতিরত্ন বেশ একটি মোটা দল লইয়া উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ভিক্ষুক প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের তিন দিকে অনেক ঘাসের ঘর উঠান হইয়াছে। সেগুলি নিমন্ত্রিতদিগের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাঙ্গণের একাংশে সাধু-সন্ন্যাসী পণ্ডিত-অধ্যাপক মিলিত হইয়া মৃতের গুণগান করিতেছেন, আর তাঁহার আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রাঙ্গণের কোন অংশে গীতা, কোথাও ভাগবত, কোথাও বা মহাভারতের বিরাটপর্ব্ব পঠিত হইতেছে। আবার কোথাও বা প্রাচীন সাধু ও বৈষ্ণবেরা মীমাংসা করিতেছিলেন, কোন্ মহাত্মাকে নাভাজির অবর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদে বরণ করা হইবে। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ তুলসীদাসের নাম করিতেছিলেন। এই সব অনুষ্ঠান শেষ হইতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। তার পর পাতা পড়িল।

সে-ও এক বিরাট ব্যাপার। বহুলোক একত্রে ভোজনে বসিয়াছেন। চারিদিকে কোলাহল; কেহ 'রোটী' 'রোটী' করিয়া চীৎকার করিতেছেন, কেহ বা ডাল চাহিতেছেন। কেহ পরচর্চ্চা করিতেছেন, কেহ বা রন্ধনের সমালোচনা করিতেছেন। একজন ভক্ত—নাম রামদীন—গ্রাসে গ্রাসে রাম নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার নিকটবর্ত্তী লোকদিগের নিকট পরিচয় দিতেছিলেন, তুলসীদাস কত বড় স্বেচ্ছাচারী ভণ্ড। তুলসীদাসের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় না থাকিলেও তাঁহারা সেই মহাপুরুষের নাম শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার নাম হইতেই অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুলসীদাস আসেন নাই কেন? স্মৃতিরত্ন নীরব রহিলেন। সার্ব্বভৌম থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "নিমন্ত্রণ হ'লে নিশ্চয়ই আস্‌তেন; এ যে তাঁর গুরুর সতীর্থের—"

১ম সাধু। তাঁর নিমন্ত্রণ হয় নি?

সার্ব্বভৌম। সম্ভবত হয় নি।

১ম সাধু। যার চরণধূলার যোগ্য আমরা নই, তাঁর নিমন্ত্রণ হয় নি?

স্মৃতিরত্ন। আপনি তুলসীদাসের চরণধূলার অযোগ্য নিজেকে মনে করতে পারেন, কিন্তু আমি তা' মনে করি না। আমি মনে করি, তুলসীদাস এই পবিত্র সমাজে বসিয়া আহার করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

২য় সাধু। আপনি কোন্ দেশের লোক গা?

ন্যায়চঞ্চু। ইনি কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত, ভারতের উজ্জ্বল নক্ষত্র—

২য় সাধু। দু' চারখানা পুঁথি প'ড়ে থাক্‌তে পারেন, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু দেখছি, জ্ঞান কিছুই হয় নি।

স্মৃতিরত্ন। কা'কে এ কথা বলছেন, তা জানেন?

৩য় সাধু তোমার জিহ্বা যে কেন এখনও খ'সে পড়ে নি, আমি তাই ভাবছি। বোধ হয়, তুলসীদাসের নাম নিয়েছ ব'লে।

৪র্থ সাধু। যে বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে মহাপাপিষ্ঠ; শাস্ত্রে বলেছে, নরক হ'তে তার কিছুতেই পরিত্রাণ নেই।

স্মৃতিরত্ন। তুলসীদাস বৈষ্ণব নহেন; তিনি বৈষ্ণবদ্বেষী, বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করেন—

৫ম সাধু। কি করেছেন তিনি?

স্মৃতিরত্ন। তিনি এক ব্রহ্মঘাতীকে নিয়ে পংক্তি-ভোজন করেছেন।

সকলে শুনিয়া নীরব হইলেন; কোলাহল কমিয়া গেল। তখন স্মৃতিরত্ন গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই ব্রহ্মঘাতী, এক ব্রাহ্মণের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, নিরীহ এক ব্রাহ্মণকে পুড়িয়ে মেরেছে, তার পর শালগ্রাম পুড়িয়েছে। কাশীর পণ্ডিত-সমাজ ব্যবস্থা দিলেন, এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—"

৫ম সাধু। কেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞ?

স্মৃতিরত্ন। স্মৃতি-উক্ত কাজ করিতে বিধান নেই।

৪র্থ সাধু। ইন্দ্র একবার প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

৫ম সাধু। যাক্ সে সব কথা। পণ্ডিতজী, তা'র পর কি হ'ল?

স্মৃতিরত্ন। সেই ব্রহ্মঘাতী যখন গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিতে গেল, তখন তুলসীদাস তাহাকে ডাকিয়া লইয়া শিষ্য করিলেন ও কয়েক মাস পরে প্রচার করিলেন, সে নিষ্পাপ। অতঃপর তাহাকে লইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করিলেন।

সকলে স্তম্ভিত হইলেন। স্মৃতিরত্ন সুযোগ ছাড়িলেন না; কহিলেন, "আমি সত্বরই এর একটা ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

সার্ব্বভৌম থাকিতে পারিলেন না, গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "মহাপুরুষ তুলসীদাস সকল ব্যবস্থার অতীত, তুমি তাঁর কি করতে পার স্মৃতিরত্ন?"

স্মৃতি। আমি তাকে সমাজচ্যুত করব, মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ ক'রে দেব, প্রয়োজন হয়, কাশী হ'তে তাড়িয়ে দেব।

সার্ব্ব। সামান্য শক্তি নিয়ে এত গর্ব্ব ভাল দেখায় না স্মৃতিরত্ন।

স্মৃতি। সামান্য শক্তি! আমার শক্তি সামান্য! আমি কাশীতে ব'সে কি না করতে পারি?

সার্ব্ব। ব্রহ্মঘাতীকে পাপমুক্ত করতে পার?

স্মৃতি। ব্রহ্মঘাতী কিছুতেই পাপমুক্ত হয় না; বিষ বিষই থাকে, অমৃত হয় না।

সার্ব্ব। হয়, তুলসীদাসের হাতে পড়লে হয়; যেমন মরা মানুষ তুলসীদাসের কৃপায় বেঁচে উঠ্‌ল।

সাধুরা। কি, কি, ব্যাপার কি?

যখন এ দিকে এই সব তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে, তখন তিন জন অভুক্ত ব্যক্তি প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, বসিবার স্থান কোথাও নেই। যে স্থানে তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার নিকটেই অভ্যাগত ব্যক্তিরা পাদুকা পরিত্যাগ করত আহারে বসিয়াছিলেন। তুলসীদাস তাঁহার দুইটি শিষ্যকে লইয়া সেইখানে একটু স্থান করিয়া বসিলেন। যাঁহারা আহারে ব্যস্ত, তাঁহারা কেহই লক্ষ্য করিলেন না। কর্ম্মকর্ত্তারাও তাঁহাদের লক্ষ্য করিলেন না। এই তিন ব্যক্তির বেশভূষার দীনতা দেখিয়া কেহই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল না। তুলসীদাসের বক্ষে যজ্ঞোপবীত, ললাটে ক্ষীণ চন্দনরেখা, পরিধানে একখানি সামান্য বস্ত্র। বালাজি ও জানকীবল্লভেরও তদ্রূপ বেশভূষা। তুলসীদাসের নিমন্ত্রণ হয় নাই, তিনি নিমন্ত্রণপত্র দেখাইতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি রবাহূত ভিক্ষুকমাত্র। ভিক্ষুকের সম্বর্দ্ধনা কে করে?

তুলসীদাস পাতা পান নাই, হাত পাতিয়া রোটী লইলেন, শিষ্যরাও তাই করিলেন। পরিবেষণকারী ডাল লইয়া উপস্থিত হইলে তুলসীদাস একটু মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি পাত্র পান নাই। পরিবেষক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাল কোথায় দেব?" তুলসীদাস মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া ভক্ত রামদীনের পাদুকা টানিয়া লইয়া কহিলেন, "এতে ডাল দেও।"

"তুমি কি ম্লেচ্ছ যে, পাদুকায় ডাল নেবে?"

"আমি ম্লেচ্ছ নই, আমি বৈষ্ণবের দাস।"

"বিশ্বাস হয় না।"

তখন তুলসীদাস বলিলেন—

"তুলসী যিস্কো মুসে কি ধোখো আয়ত রাম।
তাকে পাদকী পানহী, * কে মেরে তন্‌কা চাম॥"

যাঁহার মুখ হইতে আহারের সময় অজ্ঞাতসারে রামনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহার পাদুকার চামড়া আমার গায়ের চামড়া অপেক্ষা পবিত্র।

তুলসীদাসের শ্লোকটি অনেকের কাণে গেল। তাঁহারা ফিরিয়া দেখিলেন। কেহ চিনিলেন, কেহ বা বুঝিলেন, এই মহাপুরুষ স্বয়ং তুলসীদাস। তখন সকলে কোলাহল করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। চারিদিকে তুলসীদাসের জয়ধ্বনি উঠিল। কর্ম্মকর্ত্তারা লজ্জিত হইয়া যুক্তকরে তুলসীদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। পাদুকা সরাইয়া পাত্র দিলেন। তুলসীদাস কহিলেন—

"আপু আপনেতে অধিক জেহি প্রিয় সীতারাম,
তেহি কো পদকী পানহী তুলসী তনকা চাম।"

যিনি সীতারামকে আপন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করেন, তাঁহার পায়ের পাদুকা আমার অঙ্গের চর্ম্মস্বরূপ।

চারিদিকে জয় জয়কার উঠিল। রামদীন আসিয়া তুলসীদাসের চরণে পড়িলেন; তুলসীদাসও তাঁহার চরণধূলা মাথায় লইলেন। একজন বৃদ্ধ সাধু বলিয়া উঠিলেন, "তুলসীদাসে বৈষ্ণবের সকল গুণ লক্ষিত হয়, আমি ইঁহাকে ভারতবর্ষমধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া বিবেচনা করি। মালাচন্দন তুলসীদাসেরই প্রাপ্য।"

অনেক প্রবীণ সাধু সেই কথায় সায় দিলেন। তখন কর্ম্মকর্ত্তা মালাচন্দন একখানি তাম্রপাত্রের উপর রাখিয়া বৃদ্ধ সাধুর নিকট আসিলেন। স্মৃতিরত্ন

* পান শব উপানের অপভ্রংশ; অর্থ পাদুকা।

দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! তিনি ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমার একটা কথা আছে—"

বৃদ্ধ সাধু। পরে শুনিব।

স্মৃতিরত্ন। আগে শুনলে ভাল হয়—

বৃদ্ধ সাধু। এক্ষণে অবসর নেই, ক্ষমা করুন।

স্মৃতিরত্ন। তুলসীদাস বৈষ্ণব নহেন, আমি ইহা প্রতিপন্ন করতে চাই।

১ম সাধু। যে বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে এ সভায় আসন গ্রহণ করবার উপযুক্ত নয়।

স্মৃতিরত্ন। যে বৈষ্ণবদ্বেষী স্বেচ্ছাচারী, সেই বুঝি উপযুক্ত?

৩য় সাধু। চুপ কর, মহাপুরুষের নিন্দা করো না—জিব খ'সে পড়বে।

চন্দন গ্রহণ করত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, তুলসীদাসের ললাটে তিলক করিয়া দিয়া কহিলেন, "মহাত্মা তুলসীদাস, এই ভারতবর্ষমধ্যে ধর্ম্মজগতে তুমি সকলের চেয়ে বড়; তুমি শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রেষ্ঠ ভক্ত তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। যে তোমাকে না মানিবে, তোমার চরণে প্রণাম না করিবে, সে বৈষ্ণব নয়।" তার পর গলায় মালা পরাইয়া দিয়া কহিলেন, "যে মালা একদিন মহাপুরুষ বাবা নানকের কণ্ঠে উঠিয়াছিল, আজ সেই মালা তাঁহার বরপুত্র মহাত্মা তুলসীদাসের কণ্ঠে, বৈষ্ণব-সমাজের অনুমতি লইয়া পরাইয়া দিলাম।"

অদূরে একজন বলিয়া উঠিলেন, "উপযুক্ত কণ্ঠেই মালা দেওয়া হইয়াছে।" সকলেই বক্তার পানে ফিরিয়া দেখিলেন; তুলসীদাস ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া যুক্তকরে কহিলেন, "বাবা, আপনার আদেশ পেয়ে এসেছি!"

গুরু জগন্নাথদাস উত্তর করিলেন, "ভালই করেছ বৎস। তুমি যদি আজ অভিমান ক'রে না আসতে, তবে এ মান পেতে না। তুমি মান খোঁজ না জানি, তবু তোমাকে বুঝাতে চাই, ত্যাগের পুরস্কার আছে।"

তুলসী। আমি ত ত্যাগ কিছুই করি নি প্রভু; কিন্তু পুরস্কার যথেষ্ট পেয়েছি। আপনার শ্রীচরণ-দর্শন, আর এই বৈষ্ণব মহাত্মাদের চরণধূলা আমার মাথায়—এ আমার মহালাভ। আর কি আদেশ আছে বাবা?

গুরু। আছে, দাঁড়াও।

জগন্নাথ তখন বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন; বৈষ্ণবেরা চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া মৃতের সতীর্থের চরণধূলি লুণ্ঠন করিতেছিলেন। তিনি যে ইহজগতে আছেন, তাহাও অনেকে জানিতেন না। জগন্নাথদাসের শিষ্য, ভক্ত, সেবক উত্তর-ভারতে অনেক ছিলেন, তাঁহার নাম, খ্যাতি বৈষ্ণবজগতে সকলের মুখে। তাঁহার দর্শন পাইয়া সকলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, শিষ্য-সেবকদের ত কথাই নাই। তাঁহারা যুক্তকরে গুরুর আশে-পাশে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সকলে স্থির হইলে জগন্নাথ দাস কহিলেন, "স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের কিছু বক্তব্য আছে, আপনারা দয়া করিয়া তাহা শ্রবণ করুন।"

তখন সকলের দৃষ্টি স্মৃতিরত্নের উপর পড়িল; তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমার বলবার যা' বলেছি, কিন্তু কেহই তা' কাণে তুলেন নি। আপনারা স্বচক্ষে দেখলেন, তুলসীদাস এক ব্রহ্মঘাতীর সহিত এক পংক্তিতে ব'সে ভোজন করলেন। নিজে সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য ক'রে আমাদেরও অপরাধী করলেন।"

জগন্নাথ। ব্রহ্মঘাতী কে?

জানকীবল্লভ শুষ্কমুখে অগ্রসর হইলেন। জগন্নাথ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্রহ্মহত্যা করেছ?"

"করেছি।"

"স্বেচ্ছাপূর্ব্বক?"

"হাঁ।"

"প্রায়শ্চিত্ত করেছ?"

স্মৃতিরত্নের দলের এক জন বলিয়া উঠিলেন, "ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

মহাত্মা জগন্নাথ তখন কহিলেন, "তুলসীদাস, এ ব্যক্তি তোমার সেবক?"

তুলসীদাস। জানকীবল্লভ আমার শিষ্য।

জগ। তুমি তা'র সঙ্গে ভোজন করেছ?

তুল। করেছি।

জগ। কেন এরূপ কাজ করলে?

তুল। তিনি এক্ষণে নিষ্পাপ।

জগ। বিনা প্রায়শ্চিত্তে কিরূপে নিষ্পাপ হ'ল?

তুল। আমি তাঁ'কে মহামন্ত্র দিয়েছিলাম, সেই মন্ত্রপ্রভাবে তিনি পাপশূন্য হয়েছেন।

জগ। কেহ কেহ তোমার কথায় বিশ্বাস করেন না। জানকী পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছে?

তুল। আপনার আদেশে সে সকল কার্য্যে প্রস্তুত।

জগ। স্মৃতিরত্ন মহাশয়, আপনি কিরূপ পরীক্ষা বাসনা করেন?

স্মৃতিরত্ন একটু ইতস্ততঃ করিলেন; জগন্নাথ দাস পুনরায় কহিলেন, "আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন, এরূপ একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন—বলিতে কোন সঙ্কোচ করিবেন না।"

স্মৃতিরত্ন তখন আরও দুই পা অগ্রসর হইয়া উচ্চ-কণ্ঠে কহিলেন, "কাশীর বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত ষণ্ড আছে, যদি সেই ষণ্ড, ব্রহ্মঘাতীর হস্ত হইতে আহার্য্য নিয়ে ভক্ষণ করে, তবে জান্‌ব, এই মহাপাপী পাপশূন্য।"

সকলে স্তম্ভিত হইলেন। এক জন সাধু বলিয়া উঠিলেন, "পাথরের ষাঁড় জীবিত হবে, এটা অসম্ভব।"

স্মৃতিরত্ন। ব্রহ্মঘাতী পাপমুক্ত হবে, এটাও অসম্ভব।

সার্ব্বভৌম। যাহার নামে, মন্ত্রে বিশ্বাস নাই, সেই মনে করে, নামপ্রভাবে পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

জগন্নাথ দাস জানকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ ?"

জানকী। আমি কিছুই জানি না; গুরুজী যা' আদেশ করবেন, আমি তাই করব।

জগন্নাথ। তোমার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম। তুলসীদাস, তুমি সম্মত আছ ?

তুলসীদাস। আপনার আদেশই আমার ইচ্ছা।

জগন্নাথ। উত্তম। আগামী চতুর্দ্দশীর দিন প্রভাতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পরীক্ষা হইবে; যাহার ইচ্ছা হইবে, তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন। এইবার আমি আমার স্বর্গগত গুরু ভ্রাতার সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি যে কত বড় ভক্ত ছিলেন, আমি সেই সব গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া পরে প্রসাদ গ্রহণ করিব। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন।

স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি কাশীর পণ্ডিতরা সকলকে নমস্কারাদি করিয়া বিদায় হইলেন। তুলসীদাস তাঁহার গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন।

৩০

হৌসি নগরের রাজপথ বহিয়া একদা প্রভাতে মাধোদাস গাইতে গাইতে চলিয়াছে—

"আমি নাই বা ভালবাসিতে জানিনু,
তুমি ত জান হে ভালবাসা।
আমি নাই বা জানিনু সাধনা কেমন,
তুমি ত জান হে সেধে আসা।
নাই বা পারিনু ডাকিতে তোমারে,
নাই বা বিদায় দিনু বাসনারে,
নাই বা পাইনু ত্রাণ রিপুকরে,
ঠেলিবে না আছে এ ভরসা।
নাই বা গাইনু তব জয়গান,
নাই বা গলিল এ পাষাণ প্রাণ,
নাই বা পারিনু দিতে প্রতিদান,
তুমি ত রাখ না কিছু পাবার আশা।
ঘৃণার নয়নে বিশ্ব হেবে যায়,
তোমার করুণা সে ত না হারায়,
আশা তাই স্থান পাব রাঙ্গাপায়,
সেরে দু'দিনের কাঁদা-হাসা।"

যে মাধো কাঁদিতে জানিত না, সে মাধো কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছে; যে গাইতে জানিত না, সে গান ছাড়া থাকিতে পারে না; যে ঘর-বাড়ী সোণা-রূপা ছাড়া আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিত না, সে এখন বাহিরের জিনিস মন দিয়া লক্ষ্য করে না। মাধো অশ্রুপূর্ণ-নয়নে গাইতে গাইতে প্রাসাদ অভিমুখে চলিল। দৌবারিক তাহাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু তাহার গতি নিবারণ করিল না। মাধো সভাগৃহে প্রবেশ করিল; রাজা তখন সিংহাসনে উপবিষ্ট। রাজা মাধোকে দেখিবামাত্র সানন্দে বলিলেন, "এই যে মাধোদাস, কোথায় ছিলে এত দিন ?"

মাধো গান বন্ধ করিয়া উত্তর করিল, "মহারাজ, মাধোদাস ম'রে গেছে।"

রাজা। তবে তুমি কে ?

মাধো। আমি মাধবানন্দ। আমার গুরু নাম দিয়েছেন মাধবানন্দ।

রাজা। এত দিন কোথায় ছিলে ?

মাধো কাশীতে।

রাজা। হঠাৎ এখান হ'তে চ'লে গেলে কেন ?

মাধো। সে এখানে চুরি করতে পারবে না ব'লে।

রাজা। কেউ ত তোমায় চুরি করতে নিষেধ করে নি।

মাধো। আপনার আদর তাহাকে নিষেধ করেছিল।

রাজা। তুমি চুরি ক'রে যা উপার্জ্জন করতে, তা'র দ্বিগুণ অর্থ তোমায় দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম।

মাধো। বিশগুণ দিলেও ত মহারাজ, মাধোদাস সে অভ্যাস ছাড়্‌তে পারত না।

রাজা। এখন ছেড়েছ ?

মাধো। এখন ত মাধোদাস নেই মহারাজ।

রাজা। কবে মাধোদাস ম'রে গেল ?

মাধো। সেই একদিন—যে দিন—(বলিতে বলিতে মাধো কাঁদিয়া ফেলিল)—যে দিন ত্রিলোকপতি রঘুনাথজী তাহাকে দর্শন দিলেন

রাজা। রঘুনাথজী তোমাকে দর্শন দিয়েছেন ?

মাধো। আমি তাঁকে ডাকি নি, তাঁকে আসতে বলি নি, তবু তিনি দর্শন দিলেন।

মাধো আর বলিতে পারিল না—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সভাতল নিস্তব্ধ। মাধো একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, "মাধো রঘুনাথজীর পূজার বাসন চুরি করতে গিছল, মহাপুরুষ তুলসীদাস বিগ্রহ-পদতলে যোগাসনে উপবিষ্ট, গভীর রাত্রি, নির্জ্জন মন্দির, মূল্যবান্ দ্রব্যাদি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, মাধো উত্তম সুযোগ বুঝে চুরি করতে উদ্যত, এমন সময়—

রাজা। এমন সময় কি?

মাধো। এমন সময় তিনি ধনুর্ব্বাণ হাতে নিয়ে মাধোকে মারতে এলেন।

রাজা। মারতে এলেন? দেহ নিয়ে?

মাধো। হাঁ, তিনি তাঁর ভক্ত তুলসীদাসের ধন রক্ষা করছিলেন।

রাজা। তা'র পর কি হ'ল?

মাধো। মাধো ভেবেছিল, প্রহরী; তাই ভয় পেয়ে পালাল, আবার শেষ রাতে এল; তখনও দেখলে, তিনি সতর্ক রয়েছেন। মাধো যখন বললে, আমি তোমার তীরকে ভয় করি না, তখন তিনি হাসতে হাসতে অদৃশ্য হলেন। আর সেই হাসির বিদ্যুতে মাধোকে মেরে গেলেন।

রাজা। তাঁকে দেখতে কেমন?

মাধো। তা' ত আমি বলতে পারব না, বুঝাতে পারব না; সে জিনিস যে এ পৃথিবীর নয়, মহারাজ!

রাজা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া একটা সঙ্কল্প আঁটিলেন, পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "মাধবানন্দ, তুমি কি এখন এ অঞ্চলে থাকবে?"

মাধবানন্দ। না মহারাজ, আজই আমি ফিরে যাব; আমার স্ত্রী-পুত্র কাশীতে গুরুজীর কাছে রেখে এসেছি।

রাজা। তবে এখানে এসেছ কেন?

মাধো। মহারাজের কাছে একটু কাজে। বলতে আমার ভয় নেই, লজ্জা নেই। শুনুন মহারাজ—মাধোর পাপের কথা। তার জ্ঞান হওয়া অবধি পরের জিনিস চুরি ক'রে এসেছে, পরের জিনিস নিতে তা'র আনন্দবোধ হ'ত। যে স্থান হ'তে চুরি করা অতি কঠিন, সেই স্থান হ'তে চুরি করতে মাধো বেশী আনন্দ পেত। মহারাজের প্রাসাদে, মন্ত্রীর গৃহে, নগরপালের আলয়ে তাহার গতিবিধি বেশী ছিল; কোনও ধনীর গৃহ তাহার অত্যাচার হ'তে অব্যাহতি লাভ করে নি। এইরূপে সে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিল। সে অপহৃত ধনরাশি বড় একটা তাহার ব্যবহারে আসে নি, ব্যবহার করবার বড় প্রয়োজনও হয় নি। এখন আমার মনে হয়, কাশীধামের একমুষ্টি ধূলি এই ধনরাশি অপেক্ষা শতগুণে অধিক মূল্যবান্। আমার শৈশব উত্তীর্ণ হয়েছে, মাটীর খেলনায় ভুলে থাকবার এখন আর আমার মন নেই; তাই মহারাজ, মনে ক'রে এসেছি, আপনার চরণে এই প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, আপনি মাধোর সঞ্চিত সেই সব মাটীর খেলনা নিয়ে গরীব-দুঃখীকে দান করুন, আপনি তা'র যথেচ্ছ ব্যবহার করুন।

রাজা। মাধবানন্দ, একদিন বলেছিলাম, তুমি আমার রাজ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আর আজ বলছি—

মাধো। ছি, ছি, মহারাজ, ও সব কথা বলবেন না, আমি অতি হীন, অতি ক্ষুদ্র।

রাজা। মাধো—মাধবানন্দ, তুমি কবে কাশীতে ফিরবে?

মাধো। আপনার লোককে ধনরত্ন দেখিয়ে দিয়েই আমি কাশীর পথ ধরব।

রাজা। মাধবানন্দ, একটা দিন থাক—আমার বিশেষ অনুরোধ—

মাধো। কেন মহারাজ?

রাজা। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

মাধো। কোথায়?

রাজা। কাশীতে সেই মহাপুরুষের কাছে।

মাধো। যেতে যদি হয়, তবে এখুনি চলুন।

রাজা। বেশ, তাই চল। মন্ত্রী, রাজ্য দেখো—বলিতে বলিতে রাজা উঠিয়া পড়িলেন।

৩১

চতুর্দ্দশী সমাগত। আজ জানকীবল্লভের পরীক্ষা। কাশীর লোক ভাঙ্গিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। অরুণোদয় হইতে না হইতেই মন্দির জনাকীর্ণ। স্মৃতিরত্ন তাঁহার অনুজীবি-বাহিনী লইয়া সমুপস্থিত। পুষ্করের ফেরৎ অনেক সাধু-সন্ন্যাসীও আসিয়াছেন। সীতাপতি আসিয়াছেন। বাচস্পতি, সুন্দরনারায়ণ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। আসিয়াছেন, কাশীর প্রায় অর্দ্ধেক লোক; আসেন নাই শুধু তুলসীদাস ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ।

তুলসীদাস আসেন নাই দেখিয়া স্মৃতিরত্ন মহা পুলকিত। তাঁহার দলের ভিতর অনেক সমালোচনা চলিতে লাগিল। কেহ স্মৃতিরত্নের বিদ্যার গৌরব করিয়া তুলসীদাসকে খাট করিতে লাগিলেন, কেহ বা স্মৃতিরত্নের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তুলসীদাসকে নির্ব্বোধ

প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। ন্যায়চঞ্চু কহিলেন, "স্মৃতিরত্নকে কেউ যে ঠকিয়ে যাবে, সে যো নেই। ভুতুড়ে বিদ্যায় এখানে কিছু হবে না; এটা বিশ্বেশ্বরের মন্দির, এখানে যে ভূতপ্রেত প্রবেশ করবেন, সে দফা নাস্তি।"

ন্যায়রত্ন। আর এই যে ষাঁড়, ইনি বড় সোজা নন—অনেক ফুলচন্দন খেয়েছেন—ইনি দেবতা-বিশেষ; কেউ যে বুজরুকি দেখিয়ে যাবেন, তা'র উপায় নেই।

কবিরত্ন। বাঃ বাঃ, ভায়ার আমার কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! এইবার তুলসীদাসকে তুলসীতলায় শুতে হবে।

স্মৃতিরত্ন। (সহাস্যে)—আমার মনে হয় তুলসীদাস আসবেন না।

বিদ্যারত্ন। আমারও তাই মনে হয়, হয় ত তিনি এতক্ষণ পগার পার।

ন্যায়চঞ্চু। পালিয়েছে বলছ? তা' আর আশ্চর্য্য কি। যদি থাকৃত, তা হ'লে আস্‌ত; এ ত সোজা কথা।

স্মৃতিরত্ন। কই বাচস্পতি, তোমার তুলসীদাস কই?

বাচস্পতি। আশীর্ব্বাদ কর, তিনি যেন আমার হ'ন, আর আমি যেন তাঁর হই।

একজন পণ্ডিত অপর একজনকে চোখ টিপিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "আমার মনে হয়, তুলসীদাসের নিকট হ'তে বাচস্পতি কিছু খেয়েছে। নইলে এত বড় পণ্ডিত, সহসা মস্তিষ্ক বিকৃত!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। বাচস্পতি আবার বলে কি না, তুলসীদাস বাল্মীকির অবতার। হায় রে, আরও কত শুনব।

তৃতীয় ব্যক্তি। এ রকম দালাল অনেক ভণ্ড সাধুর পিছনে থাকে, তাদের যশ গেয়ে বেড়ায়, আর চেলা সংগ্রহ করে।

এমন সময় একটা কোলাহল উঠিল। কোলাহল দূরে—রাজপথের উপর। কোলাহল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল, তখন চীৎকারের অর্থ বুঝা গেল; তুলসীদাস আসিতেছেন; জনতা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'তুলসীদাস কি জয়'। স্মৃতিরত্ন প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দের ব্যঙ্গোক্তি থামিয়া গেল, তাঁহারা ব্যগ্র নয়নে দ্বারপানে চাহিলেন। ক্রমে জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইল, সকলে সরিয়া তুলসীদাস ও তাঁহার শিষ্যদিগকে পথ দিতে লাগিল। অনেকেরই ইচ্ছা, তুলসীদাসের চরণধূলা লয়, কিন্তু ভিড় এত বেশী যে, মাথা নীচু করিবার উপায় নাই। তুলসীদাস সহাস্যবদনে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তিনি দ্বার অতিক্রম করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে জানকীবল্লভ ও কয়েকজন শিষ্য। স্মৃতিরত্ন ভাবিলেন, "সত্যই এল দেখছি; আমি ভেবেছিলাম পালিয়েছে। আসে আসুক, একটু পরে হেঁটমুখে পালাতে হবে।" এই সুখকর চিন্তায় তিনি একটু শান্তি পাইলেন।

সশিষ্য তুলসীদাস জয়ধ্বনির মধ্যে অগ্রসর হইয়া আগে বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলেন। তার পর বৃষের নিকট আসিয়া বৃষকে বন্দনা করিলেন; পরে পরিচিত, অপরিচিত, শত্রু-মিত্র সকলকে করযোড়ে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আমি বলেছি, এই ব্রাহ্মণ-সন্তান নিষ্পাপ—সঞ্চিত বা ক্রিয়মাণ কোন পাপ এঁর দেহে নেই। এ কথা সত্য, আমি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছি, এ কথা সত্য।"

স্মৃতিরত্ন জনতার পানে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আমি বলছি, এ কথা অসত্য; ব্রহ্মঘাতীর পাপ কখন মোচন হয় না, হ'তে পারে না। আমি সমুদয় শাস্ত্র পাঠ করেছি; তুলসীদাস যে সব গ্রন্থের নাম পর্য্যন্তও শুনেন নি, সে সব শাস্ত্রও আমি পাঠ ক'রে দেখেছি, ব্রহ্মঘাতীর পাপ, বিনা অশ্বমেধযজ্ঞ কিছুতেই ধ্বংস হ'তে পারে না। নরঘাতীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ব্রহ্মঘাতীর এক অশ্বমেধযজ্ঞ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই। এই পণ্ডিতমণ্ডলী আমার সাক্ষী।"

উপাধিধারী বড় বড় পণ্ডিত শিখা আন্দোলন করত কহিলেন, "এ কথা সত্য, ব্রহ্মঘাতীর প্রায়শ্চিত্ত কলিকালে নেই।" যে সব পণ্ডিতরা প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই, তাঁহারাও এই শিখা-আন্দোলনে যোগদান করিলেন; স্মৃতিরত্ন আরও গর্জ্জিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি হিন্দুসমাজকে প্রতারণা করতে শিখিনি, ভূতের উপাসনা ক'রে ভূতসিদ্ধ হই নি; আমার পিতৃপুরুষ, পুরাকালের মুনি-ঋষি যেমন হিন্দু সমাজ, হিন্দু-আশ্রম রক্ষা ক'রে এসেছেন, আমিও তেমনি আমার সাধ্যানুযায়ী এই সব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সাহায্যে রক্ষা ক'রে আসছি। শাস্ত্র যা' বলেছে, আমার জ্ঞানবুদ্ধি যা' বলেছে, আমি আপনাদের তাই বলছি। যে নরকুলকলঙ্ক, নিরীহ ব্রাহ্মণকে বিনা কারণে ইচ্ছাপূর্ব্বক পুড়িয়ে মেরেছে, তার ঘরদ্বার জ্বালিয়ে দিয়েছে, শালগ্রাম পুড়িয়েছে, সে কখন কিছুতেই পাপমুক্ত হ'তে পারে না—কোন বিদ্যা, কোন প্রায়শ্চিত্ত, কোন ভূতপ্রেত তাহাকে পাপমুক্ত করতে পারে না।"

তুলসীদাস। পারে, রাম-নাম পারে। শাস্ত্রের বাইরে একজন আছেন, তিনি শাস্ত্রী। শুধু শাস্ত্র জানলে হবে না, তাঁকে জানা চাই—তাঁর উদ্দেশ্য বুঝা চাই। এমন কোন পাপ নেই, যা' রামনাম-প্রভাবে ধ্বংস না হয়। নামীর চেয়ে নাম বড়। রাম ধনুক ভেঙ্গে-ছিলেন, রাবণকে মেরেছিলেন ; কিন্তু নাম-প্রভাবে ভবভয় দূর হয়, সর্ব্বপাপ ধ্বংস হয়। এই রাম-নামের শক্তিতে রত্নাকর কোটি কোটি অপরাধ হ'তে মুক্ত হয়েছিলেন, প্রহ্লাদও সমুদ্রগর্ভ হ'তে রক্ষা পেয়েছিলেন ; আর আজ এই ব্রাহ্মণ-সন্তান রামনাম-প্রভাবে সমস্ত পাপ হ'তে মুক্ত হয়েছেন। রামনামের কত শক্তি, তাহা কলিকালে দুর্ব্বল মানুষকে বুঝাতে শিখাতে ভাগ্যবান্ জানকীবল্লভ আমাদের মধ্যে এসেছেন। আমার কথা সত্য কি না, আপনারা যেরূপে ইচ্ছা পরীক্ষা করতে পারেন।

স্মৃতিরত্ন। পরীক্ষার ব্যবস্থা আমরা পূর্ব্ব হ'তেই করেছি। এই প্রস্তরনির্ম্মিত ষণ্ড যদি ব্রহ্মঘাতীর হস্ত হ'তে আহার্য্য গ্রহণ করে, তবে বুঝব, সত্যই সে পাপমুক্ত।

ন্যায়রত্ন। এখানে ন্যায়ের ফাঁকি চল্‌বে না, বড় কঠিন পরীক্ষা।

বিদ্যারত্ন। এ দেবতার ঠাঁই, এখানে ভুতুড়ে বিদ্যা চল্‌বে না।

তুলসীদাস সে সব কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "জানকি, পরীক্ষা দেও, রামনামের মহিমা কত, তা' জগৎকে দেখাও। আগে এটা সকলকে ব'লে দেও, রামনাম জপ করতে করতে তোমার মনের ভাব, মনের অবস্থা কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল।"

বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে জানকী মন্দিরের দিকে ফিরিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে কি দেখিলেন, জানি না, কিন্তু তাঁহার নয়নে পলক পড়িল না—তিনি আবিষ্টের ন্যায় নিস্পন্দদেহে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তুলসীদাস কহিলেন, "বৎস, স্থির হও!"

জানকী কাঁপিয়া উঠিলেন। নয়ন ফিরাইয়া তুলসীদাসের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, তুলসীদাসের অনন্ত রূপ ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে ; সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, বিশ্বেশ্বর, রঘুনাথ, তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। মুহূর্ত্তের জন্য এ দৃশ্য তাঁহার নয়নসমক্ষে প্রকাশিত হইল। যখন সব সরিয়া গেল, তখন তিনি বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি!"

"বৎস, চঞ্চল হয়ো না।"

জানকী তাঁহার বাবা, তাঁহার ঈশ্বরের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন, "মন্দিরে দেখলুম আপনাকে, আর আপনাতে দেখলুম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমি আমার গুরুকে, আমার বাবাকে ছেড়ে বিশ্বনাথকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, তাই তিনি কৃপা ক'রে আমার ভ্রম দেখিয়ে দিলেন। আজ হ'তে প্রভু, তুমি আমার সব—সকলের উপর তুমি।"

বিদ্যারত্ন। এখন দালালি ছেড়ে পরীক্ষা দেও।

জানকী গুরুর চরণ ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ভোজ্য অন্বেষণে চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন। স্মৃতিরত্নের ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি কিছু তণ্ডুল ও কয়েকটি কদলী আনিয়া যোগাইল। জানকী তাহা হস্তে লইয়া বৃষের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার দেহ কাঁপিতেছিল ; তিনি কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "গুরুজী, তুমি জানছ আমি নিষ্পাপ, তখন আর পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রামনামের মাহাত্ম্য প্রচার করা তোমার ইচ্ছা, আমি তোমার ইচ্ছায় পরীক্ষা দিচ্ছি।"

তার পর জনতার পানে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত রামনামের মহিমা অবগত নহেন, তাই আমাকে নিষ্পাপ মনে করতে পারেন নি। আমিও আপনাদের ন্যায় একদিন এই নামে আস্থা স্থাপন করতে পারি নি। আমার ন্যায় পাতকী রত্নাকর ছিলেন না, অজামিলও ছিলেন না, বোধ হয়, জগতে কেহ কোনকালে জন্মগ্রহণ করেন নি। আমি যখন পাপের জ্বালায় অধীর হ'য়ে আত্ম-হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, তখন এই মহাপুরুষ—আমার সাক্ষাৎ নারায়ণ আমাকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাকে মহামন্ত্র দান ক'রে অদৃশ্য হ'লে আমি সেই স্থানেই ব'সে তৎক্ষণাৎ জপে প্রবৃত্ত হয়ে-ছিলাম। শতসংখ্যক জপ পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই আমি সহসা শান্তি পেয়েছিলাম। ওই যে মহাত্মা অদূরে দণ্ডায়মান রয়েছেন, ওঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমি আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি। তিনি সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গঙ্গাতীরে এসে আমাকে ব'লে যান, 'তুমি বুঝি স্থির করেছ, তুমি আমার ছেলেকে মেরেছ? তোমার সাধ্য কি, তুমি তা'কে মার। মেরেছেন ভগবান্, তুমি উপলক্ষ মাত্র। আমি যেমন নির্দ্দোষ, তুমিও তেমনি।' এই অভয়বাণী তখনই আমাকে শান্তি দিয়েছিল।"

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, নয়নেও দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। একটু থামিয়া জানকী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "তার পর আমি জপে মন দিলাম। প্রত্যেকবার রামনাম

উচ্চারণে আমার মনে হ'তে লাগল, আমার পাপ পুড়ে ছাই হচ্ছে; খড় যেমন আগুনে পোড়ে, আমার পাপও তেমনি পুড়তে লাগল। পাপ পুড়ছে, তাহা আমি অনুভব করতে পারতাম। শেষের দিকে মনে হ'ত, তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে আমার পাপ ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমাকে শীত ও কম্পে অভিভূত ক'রে ফেলত—সময় সময় আমার জ্ঞানও লোপ হ'ত। আজ কয়েক দিন হ'তে আমি অনুভব করছি, আমি নিষ্পাপ। পোড়াবার আর কিছু নেই, সব পাপ রামনাম-অনলে ভস্ম হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা তা বিশ্বাস করেন না, তাই আজ এ পরীক্ষা—বেশ।"

ভোজ্য হস্তে লইয়া জানকী বৃষকে কহিলেন, "আমাতে যদি এ জন্মের বা জন্মজন্মান্তরের পাপ, কণামাত্র না থাকে, তবে তুমি পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করত এই ভোজ্য গ্রহণ কর; আর যদি আমাতে কণামাত্রও পাপ থাকে, তবে—পাপীর দেহ নিয়ে তোমাকে স্পর্শ করলুম, এই অপরাধে আমাকে ভস্ম কর।"

দেখিতে দেখিতে বৃষের দেহ নড়িয়া উঠিল; অনুজ্জ্বল চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, পুচ্ছ দুলিল। দর্শকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। বৃষ ধীরে ধীরে মুখব্যাদান করিল, এবং জিহ্বা নাড়িয়া ভোজ্য গ্রহণ করিল; প্রথমে ধীরে, তার পর গোগ্রাসে সমস্ত উদরস্থ করিল। জনতা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

৩২

সুন্দরনারায়ণ কহিতেছেন, "আপনি একটা দেশের রাজা, আমি সামান্য মানুষ, আমার নিকটে আপনার এ দীনতা শোভা পায় না।"

হৌসিনগরের রাজা উত্তর করিলেন, "আমি ত আর রাজা নই; আমি দীন হ'তেও দীন। পথের ভিখারীর ছিন্ন বস্ত্রের সঙ্গে আমি রাজপরিচ্ছদ বিনিময় করেছি।"

সুন্দর। পরিচ্ছদ বিনিময় করেছ, কিন্তু দীনতার বিনিময় কর নি। মনকে ত পরিচ্ছদে ঢেকে রাখতে পারে না।

রাজা কিছু বুঝিলেন না; মাধবানন্দ ইঙ্গিতে রাজাকে ভূম্যাসনে বসিতে কহিলেন। রাজা শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়াছিলেন, এক্ষণে লজ্জা পাইয়া মাটীতে নামিয়া বসিলেন। রাজা করযোড়ে কহিলেন, "আপনি আমাকে দীক্ষা না দিলে আমার উপায় নেই।"

সুন্দর। তুমি সেই মহাপুরুষ তুলসীদাসের নিকট দীক্ষা লও গে। যদি তিনি তোমাকে কৃপা ক'রে মন্ত্র দেন, তবে বুঝবে, তোমার মহাভাগ্য।

রাজা। আমি এ পাপের বোঝা নিয়ে কেমন ক'রে তাঁর কাছে যাই? আগে আপনি আমাকে পুনর্জ্জন্ম দান করুন।

সুন্দর। বোঝাটা আমাকেই দেবে স্থির করেছ? আমার যে শক্তি কম, কেমন ক'রে বোঝা নেব? তুমি আমার জীবনদাতা মহাপুরুষের কাছে যাও।

রাজা। তিনি কি আমাকে গ্রহণ করবেন?

সুন্দর। সেটা তোমার ভাগ্য।

রাজা। আপনার কৃপায় মাধবানন্দ উদ্ধার হয়ে গেল—

সুন্দর। ভুল বুঝেছ বাবা, গুরুর কৃপা হ'লেই হয় না; সেই সঙ্গে নিজের কৃপা, ভগবানের কৃপাও চাই। তিনটি কৃপা একত্র না হ'লে উদ্ধার সম্ভবপর নয়।

রাজা। যে ব্যক্তি আজন্ম দস্যুতা ক'রে কাটাল, সে ভগবানের দর্শন পেল, আর আমি কত দান ধ্যান—

সুন্দর। আত্মপ্রশংসা করো না, তাতে সব নষ্ট হয়। মাধবানন্দকে তোমরা কেউ চিনতে পার নি। পরের জন্যে সে যা' করেছে, তোমরা তা' কেউ করো নি।—মাধব, উঠো না, বসো—কিন্তু মাধব কখন তার পরিচয় দেয় নি, নিজেও বোঝে নি, সে কত বড় হৃদয় নিয়ে এসেছে—

রাজা। কিন্তু সে ত কখন ভগবান্‌কে ডাকে নি, পূজা অর্চ্চনাও কখন করে নি। তবে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন হ'ল কিরূপে?

সুন্দর। প্রভু যে কখন্ কি ভাবে কা'কে দর্শন দেন, তা'ত আমি জানি না বাবা। তবে একটা উপাখ্যান আছে, বলতে পারি; যদি শ্রদ্ধা হয়, শোন—

রাজা। দয়া ক'রে বলুন।

সুন্দর। এক ভীলরাজা ছিল; ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন ভাব তার হৃদয়ে ছিল না। সে ভাবিল, 'আমিও রাজা, ঈশ্বরও রাজা; তবে তিনি একটা বড় দেশের রাজা, আমি একটা ছোট দেশের রাজা; অতএব তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। কিন্তু কোথায় তাঁর দর্শন পাব?'

রাজা। ভীল কি না, বুদ্ধি আর কত হবে!

সুন্দর। শোন। ভীল কিন্তু ঈশ্বরের বাড়ীর ঠিকানা জানে না; ঠিকানা অন্বেষণে অশ্বারোহণে

ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। একদা গঙ্গাকূল বহিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, উপকূলবর্ত্তী এক শিবালয়ে জনসমাগম হইয়াছে। কৌতূহলী হইয়া দূর হইতে তাহাদের ক্রিয়া-কলাপ দেখিতে লাগিল। দেখিল, কেহ শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালিতেছে, কেহ ফুল-পাতা দিতেছে, কেহ বা চাল-কলা দিতেছে। ভীল নীচজাতি, মন্দিরমধ্যে প্রবেশাধিকার নাই, জিজ্ঞাসাবাদে অবগত্ হইল, এই শিবলিঙ্গই জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর। রাজরাজ্যেশ্বরের অনুসন্ধান পাইয়া ভীল প্রফুল্লমনে গৃহপ্রত্যাগত হইল; এবং সন্ধ্যাকালে এক খরগোশ শিকার করিয়া মহাদেবের মন্দির অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন গভীর রাত্রি। মন্দিরে জনমানব নাই। ভীলের সঙ্গে জলপাত্র ছিল না, মুখে করিয়া জাহ্নবী হইতে জল লইল। মন্দির-দ্বার রুদ্ধ ছিল, পদাঘাতে ভাঙ্গিল; এবং জনশূন্য অন্ধকারময় দেবালয়ে রক্তাপ্লুত শশক-হস্তে প্রবেশ করিল।

রাজা। কি আস্পর্দ্ধা!

সুন্দর। অধৈর্য্য হইও না—শোন। তার পর ভীলরাজ মুখের জল শিবলিঙ্গের মাথায় ঢালিলেন; রক্তাক্ত শশকের মাংস মহাদেবের মাথার উপর অর্পণ করিলেন; পরে যুক্তকরে কহিলেন, "বন্ধু, তোমার জন্যে ভেট এনেছি, গ্রহণ কর, আর আমার সঙ্গে দু'টা কথা কও।" শিবলিঙ্গ বাক্যালাপ করিলেন না; তজ্জন্য ভীলরাজ বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিলেন, কিন্তু রাজরাজ্যেশ্বর কোন কথাই বলিলেন না। অবশেষে ভীলরাজ নিশিশেষে ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন গভীর রাত্রিতে আবার তিনি মুখে জল ও হস্তে শশকমাংস লইয়া মন্দিরে আসিলেন। মহাদেবের মাথায় জল ও রক্ত-মাখা কাঁচা মাংস অর্পণ করিয়া যুক্তকরে কহিলেন, "আমার সঙ্গে দুটো কথা কও বন্ধু, তোমার কাছে আমি আর কিছু চাই নে—একবার কথা কও—একবার বন্ধু ব'লে ডাক।" ভীলরাজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু বন্ধুর নিকট হইতে কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে নিরাশ-হৃদয়ে রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিলেন। নিরাশ হইলেও সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। পরদিন আবার আসিলেন। উপহারাদি পূর্ব্ববৎ অর্পণ করিয়া মহাদেবকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শঙ্কর নীরব। অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। যখন তৃতীয় প্রহর নিশি অতীত-প্রায়, তখন ভীলরাজ অধৈর্য্য হৃদয়ে কহিলেন, "এখনও কথা কইলে না বন্ধু? তবে আমার উপহারে কি তুষ্ট হও নি? আর কি দেব? যা' চাও, তাই দিতে প্রস্তুত। আমার শ্রেষ্ঠ ধন নেবে? তা পেলে কি তুমি প্রসন্ন হবে? তবে এই লও—আমার চক্ষু লও।" বলিয়া তিনি পৃষ্ঠোপরি লম্বিত তূণ হইতে একটি শর লইয়া দক্ষিণ আঁখি উৎপাটন করিলেন; এবং রক্তময় চক্ষু শিবলিঙ্গের উপর রক্ষা করিলেন। কহিলেন, "ঈশ্বর, রাজার রাজা, এইবার কথা কও; আমি ত তোমায় আমার শ্রেষ্ঠধন দিয়েছি, তবু কেন নীরব? ওঃ, বুঝেছি, তুমি এ চক্ষুও চাও; বেশ, দিচ্ছি—যা' চাইবে, তাই দেব।" বলিয়া ভীলরাজ দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন শিবলিঙ্গ ফাটিয়া গেল এবং মহাদেব মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক ভীলরাজের হস্ত ধারণ করিলেন; কহিলেন, "এই যে আমি এসেছি বন্ধু।" ভীলরাজ মহাপুলকিত-চিত্তে কহিলেন, "এতক্ষণ আসনি কেন বন্ধু?" শঙ্কর উত্তর করিলেন, "আমি অনেক দূরে ছিলাম, তোমার ডাক শুনতে পাই নি। এখন বন্ধু, আমি তোমার কি করতে পারি? তোমার কিছু চাই?" ভীলরাজ উত্তর করিলেন, "আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। তুমি যে আমাকে বন্ধু ব'লে ডাকলে, এই আমার যথেষ্ট। যদি তুমি আমার জন্যে কিছু করতেই চাও, তবে এই কর বন্ধু, আমি যখনি তোমাকে ডাকব, তখনি তুমি বন্ধু ব'লে কাছে এসো।" শঙ্করজী হাসিতে হাসিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করত নষ্ট চক্ষু প্রদান করিলেন।*

মাধব কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "কত দয়া তাঁর।"

রাজা কহিলেন, "তুমি এখন বলতে পার মাধব, কত দয়া তাঁর, কিন্তু আমি যে তা বলতে পারি নে।"

সুন্দরনারায়ণ বলিলেন, "এ কথা বলো না বাবা। তাঁর অসীম দয়া তোমার প্রতি, তাই তুমি বিষয়-বাসনা ছেড়ে তাঁর দুয়ারের সন্ধান নিতে এসেছ।'

রাজা। সন্ধান কৈ পেলুম? আপনি যে দীক্ষা দিতে সম্মত হচ্ছেন না?

সুন্দর। আমি যে বাবা, তোমাকে সন্ধান দিতে পারব না—আমি অতি ক্ষুদ্র, তিনি অতি মহান্। যাঁকে আমি চিনি না, জানি না, বুঝি না, তাঁর সন্ধান আমি তোমাকে কিরূপে দেব বাবা? যাও, সেই মহাপুরুষের কাছে, তিনি তোমাকে সকল সন্ধান দেবেন।

রাজা। আমার এ পাপের বোঝা নিয়ে তাঁর সামনে যেতে ভয় হচ্ছে।

* অপ্রয়োজনীয় বোধে এই আখ্যায়িকার কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইল।

সুন্দর। তাঁদের কাছে ভয়? ভয় ত মানুষের কাছে, আমাদের মত লোকের কাছে। পাপীদের উদ্ধার করতেই ত মহাপুরুষেরা ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, একবার গিয়ে দেখ।

এমন সময় জানকীবল্লভ গৃহে প্রবেশ করিয়া নীচে হইতে ডাকিলেন, 'সুন্দরদা!'

"কি?"

"হোসিনগরের রাজা এখানে আছেন?"

"আছেন।"

"তাঁকে গুরুজী স্মরণ করেছেন!"

"কেন?"

"দীক্ষা দেবেন ব'লে।"

সকলে বিস্মিত হইলেন। রাজা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিলেন, মাধব ভাবিলেন, "হায় হায়, আমি এঁকেই চোরের সর্দার মনে করেছিলাম! কি অজ্ঞান পাগণ্ডই ছিলাম।"

৩৩

পরীক্ষার কয়েকদিন পরে একদা অপরাহ্নে স্মৃতিরত্ন তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ছাত্রেরা পাঠে নিবিষ্টচিত্ত; কিন্তু গুরু নীরব; তাঁহার মন তখন পুঁথিতে নাই, তাঁহার মন তখন গ্রন্থ হ'তে অনেক দূরে। আজ কয়দিন হইতে ছাত্রেরা গুরুর এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছে। গুরুর পাঠে মন নাই, গৃহকার্য্যে মন নাই, ঠাকুর-সেবায় মন নাই; মন যে কোথায়, তাহা বোধ হয় স্মৃতিরত্নও জানেন না।

পাঠ দিতে বসিয়া স্মৃতিরত্ন আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। বিদ্যাচঞ্চু আসিয়া দেখিল, স্মৃতিরত্নের দৃষ্টি পৃথিবীতে নাই, আকাশেও নাই—দৃষ্টি অন্তরের ভিতর। জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবছেন কি অধ্যাপক মশায়, কোন সূত্রের অর্থ কি বেধেছে?"

স্মৃতিরত্ন আকাশ হইতে চক্ষু নামাইয়া বিদ্যাচঞ্চুকে উত্তমরূপে দেখিয়া লইয়া অবজ্ঞার সহিত কহিলেন, "অর্থ তোমার বোধগম্য না হ'তে পারে, কিন্তু এমন সূত্র আজও লেখা হয় নি—যা' আমার বোধগম্য নয়।"

বাচস্পতি তথায় আসিয়া কথা কয়টা শুনিলেন। তিনি বলিলেন,—

"চম্পায় হের তিন গুণ, রঙ রূপ আউর বাস,
এক অবগুণ হেয় যো, ভ্রমর না যায় পাশ।"

স্মৃতি। আমার কি অগুণ দেখ্‌ছ বাচস্পতি?

বাচ। অহঙ্কার, অভিমান।

স্মৃতি। যার মান নেই, তার কিছুই নেই।

বাচ। "তুলসী উহাঁ যাইয়ে, যাঁহা আদর না করে কোই,
মান ঘাটে মন মরে, রামকো স্মরণ না হোই।"

স্মৃতি। তুলসীদাস এ কথা বলেছেন?

বাচ। হাঁ; তিনি আরও বলেছেন—

"ধন আউর যৌবনকো গরব কবহু করিয়ে নাহি,
দেখ তহি মিট যত হেয়, যব্ বাদরকে ছাহি।"

বিদ্যাচঞ্চু। মেঘের ছায়ার ন্যায় ধন যৌবন ক্ষণস্থায়ী হ'লেও, ধন যৌবন সকলেরই বাঞ্ছিত—

বাচ। বাঞ্ছিত কেন, তা' ভেবে দেখেছ কি? ধন চাই পরকে দেব ব'লে, যৌবন চাই হরিকে ডাকব ব'লে—

"রসনা সাপিনী বদনবিল, যে ন জপহি হরিনাম,
তুলসী প্রেম ন রাম সোঁ, তাহি বিধাতা বাম।"

বিদ্যা। এ ত মস্ত গাল; যে হরিনাম না কর্‌বে, তার রসনা সর্পের ন্যায়, মুখবিবর গর্ত্ত মাত্র।

বাচ। যে হরিনাম না লয়, তা'রি কথা হচ্ছে! তুমি কি লও না?

বিদ্যা। নেব না কেন? কিন্তু—

বাচ। কিন্তু নেই বাবা; এ নাম অতি পবিত্র—

"হরণ অমঙ্গল অঘ অখিল, করণ সকল কল্যাণ,
রামনাম নিত কহত হর, গাওত বেদ পুরাণ।"

স্মৃতিরত্ন আর কোন কথা বলেন নাই, নীরবে সব শুনিতেছিলেন। এক্ষণে ছাত্রদের বিদায় দিয়া বাচস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথা তিনি কিছু বলেন?"

এই "তিনি" তুলসীদাস। বাচস্পতি তাহা বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "কই, আমার সাম্‌নে কোন কথা হয়েছে ব'লে ত মনে হয় না। তবে এক দিন কে একজন আপনার নিন্দা কর্‌ছিল; তাতে তিনি বড় অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে বলেন, স্মৃতিরত্ন মহা ভাগ্যবান্, তাঁর চরণধূলি পেলে আমি ধন্য হই।"

স্মৃতিরত্ন সবেগে অন্তরালে উঠিয়া গেলেন; ক্ষণপরে যখন ফিরিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ।

বিদ্যাচঞ্চু কহিলেন, "ভাগ্যবান্ ব'লে ভাগ্যবান্! এত বড় পণ্ডিত ভূভারতে কোথায় আছে? তাঁর চরণধুলো পেলে কে না ধন্য হয়?"

স্মৃতি। চুপ কর্ মূর্খ!

বাচ। তুলসীদাস বলেছেন—

"চৌদ্দহ চার আঠার হো, পড়ে শুনে ক্যা হোয়,
তুলসী আপন রামকো, যব লগনমে না হোয়।"*

এমন সময় ন্যায়রত্ন আসিয়া দর্শন দিলেন। স্মৃতিরত্ন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন না। এই সব লোকের সংসর্গ তাঁহার আর ভাল লাগিতেছিল না; ইচ্ছা হইতেছিল, বাচস্পতিকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া শুধু তুলসীদাসের গল্প করেন। ন্যায়রত্ন আসিয়াই মহাঝঙ্কারের সহিত কহিলেন, "আরে শুনেছ? তুলসীদাস যে সদাব্রত খুলে দিয়েছেন। আর—"

বিদ্যাচঞ্চু ধমক খেয়ে এতক্ষণ নীরব ছিলেন; আর তিনি রসনাকে নিশ্চল রাখিতে পারিলেন না, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

ন্যায়। তিনি তাঁর সব তৈজস-পত্র পূজার বাসন গরীব-দুঃখীকে বিতরণ ক'রে দিচ্ছেন—

বিদ্যা। ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বুঝি কিছু নয়?

ন্যায়। তা হ'লে বুঝি তুমি ছুটে যেতে?

বিদ্যা। যাই আর না যাই, কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে দান না করলে সে দান, দানই নয়। সে যা' হো'ক, তাঁর সহসা এ বৈরাগ্য কেন?

বাচ। সহসা নয় বিদ্যাচঞ্চু, তাঁর এ বৈরাগ্য জন্মেছে যে দিন তিনি গৃহত্যাগ করেছেন।

বিদ্যা। সেটা প্রকৃত বৈরাগ্য নয়; স্ত্রীর উপর রাগ ক'রে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন।

ন্যায়। বিদ্যাচঞ্চুটা যেমন মূর্খ, তেমনি বর্ব্বর—ভদ্রসমাজে বসবার উপযুক্ত নয়। আরে আগে আমার কথাটাই শোন্।

বিদ্যা। বলুন, বলুন, আমার ত্রুটি হয়েছে।

ন্যায়। ত্রুটি কি রে! ত্রুটি কা'কে বলে?

বিদ্যা। আজ্ঞে অপরাধ হয়েছে।

ন্যায়। অপরাধ হবে কেন? অপরাধ শব্দের ব্যুৎপত্তি কি বল দেখি।

বিদ্যা। আজ্ঞে আমার অনুচিত হয়েছে।

ন্যায়। উচিতানুচিত জ্ঞান সকলের সমান থাকে না; সুতরাং অনুচিত শব্দ এ স্থলে প্রয়োগ হ'তে পারে না।

বিদ্যা। আজ্ঞে তবে আমার কিছুই হয় নি।

স্মৃতিরত্ন অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাটা কি বলুন না, ন্যায়রত্ন মশায়।"

ন্যায়। বর্ব্বরটার জ্বালায় বলবার যো আছে। প্রতিপদে বাধা—

বিদ্যা। আচ্ছা, আমি চুপ করলুম—আপনি বলুন।

ন্যায়। পর্ব্বতপ্রমাণ তৈজস-পত্র—

বিদ্যা। য়্যাঁ, সে সব হ'ল কি?

ন্যায়। রাশি রাশি স্বর্ণপাত্র—

বিদ্যা। সে সব হ'ল কি?

ন্যায়। বিতরণ, বিতরণ।

বিদ্যা। বিতরণ! কৈ, আমরা ত কিছু জানতে পারলুম না।

ন্যায়। তোমার জন্যে এক গাড়ী রেখে দিয়েছেন, ভাবনা নেই, গেলেই পাবে।

বিদ্যা। তারপর কি হ'ল?

ন্যায়। তার পর আর হবে কি? তারা এখন তাদের ঘরে নিয়ে গেল, তার পর তোমাকে দিয়ে আসবে।

বিদ্যা। আহা, তা' বলছি না; আমি জিজ্ঞেস করছি, তিনি দান করলেন কেন?

ন্যায়। তাঁর মন হ'ল।

বিদ্যা। বলি, মন হ'ল কেন?

ন্যায়। ছোঁড়াটা জ্বালিয়ে তুললে। তাঁর কেন মন হ'ল, তা' আমি জানব কেমন ক'রে? তাঁকে জিজ্ঞেস কর গে।

বাচ। আপনি যে একটা কথার উল্লেখ করছিলেন—

ন্যায়। ছোঁড়াটা বলতে দিলে কৈ। বলছিলাম কি—

বিদ্যা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ন্যায়। হ্যাঁ, নয় ত কি, না? আমি এখানে কি অসত্য বলতে এসেছি? বেদ মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু আমার মুখের কথা মিথ্যা হ'তে পারে না।

বিদ্যা। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এখন বলুন।

ন্যায়। বলছি কি, সে দিন তাঁর ভূত-গুরু এসেছিল।

স্মৃতি। কা'র গুরু ভূত?

ন্যায়। তুলসীদাসের।

স্মৃতি। মিথ্যা কথা। তাঁর গুরু মহাপুরুষ জগন্নাথদাস।

ন্যায়। আপনারই কাছে এটা আমার শুনা ছিল।

স্মৃতি। ভুল শুনেছিলেন, এখন বলুন।

ন্যায়। কয়েক দিন পূর্ব্বে একদল দস্যু সীতারামের মন্দিরে চুরি করতে এসেছিল। তুলসীদাস তখন বিগ্রহের সম্মুখে ব'সে ঢুলছিলেন। চোরেরা সেই সুযোগে স্বর্ণপাত্রাদি সরাতে চেষ্টা করছিল;

---

* ভাবার্থ—চতুর্দ্দশ শাস্ত্র, চারি বেদ, অষ্টদশ পুরাণ এ সব প'ড়ে কি হবে, যদি রামচন্দ্রের দর্শনলাভ না হয়? অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যই ভগবদ্দর্শন। যদি তাই না ঘটল, তবে সবই বৃথা।

এমন সময় প্রেত-গুরু, না, না, মহাপুরুষ জগন্নাথ দাস লাঠি নিয়ে তা'দের তাড়া—

স্মৃতি। রাম রাম! এ সব অশ্রদ্ধেয় কথা আর বল্‌বেন না।

ন্যায়। অশ্রদ্ধেয় কেন?

স্মৃতি। তুলসীদাস নিদ্রার অতীত, আজ কয়েক বৎসর তিনি নিদ্রা যান নাই। মহাপুরুষ জগন্নাথ দাস লাঠী নিয়ে চোর তাড়াবেন, এ কথা অতি অশ্রদ্ধেয়। ঘটনাটি অন্যরূপ হয়েছিল, বাচস্পতিকে জিজ্ঞাসা করুলে জান্‌তে পারবেন। এখন আজকের ঘটনাটি কি, তাই বলুন।

ন্যায়। সেটাও বাচস্পতিকে বল্‌তে বলুন না; আমি বল্‌তে গেলে ত আবার অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠ্‌বে।

স্মৃতি। বাচস্পতি মশায় কিছু জানেন কি?

বাচ। ঘটনাটি আজ ঘটে নি, কাল ঘটেছে।

স্মৃতি। কি ঘটেছিল?

বাচ। কোন্ দেশের এক রাজা এসে মহাত্মা তুলসীদাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন; সেই উপলক্ষে তিনি বহুধন সীতারামের মন্দির-প্রাঙ্গণে গরীব-দুঃখীদের দান করুলেন। আর—

স্মৃতি। আর কি?

বাচ। আর যে চোর একদিন মন্দিরের ভিতর চুরি করুতে এসে, রঘুনাথজীর দর্শন পেয়েছিল, সেই চোর তার সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য সমস্তই দান করুলে।

বিদ্যা। কেন, কেন?

বাচ। তার মনে হয় ত অনুতাপ জন্মে থাক্‌বে; তিনি এখন একজন বড় সাধু; নাম মাধবানন্দ।

বিদ্যা। আমার ত একেবারেই বিশ্বাস হয় না, চোর চুরি করুতে এসে ভগবানের দর্শন পেলে!

বাচ। তিনি যে কা'কে কোন্ অবস্থায় কৃপা করুবেন, তা ত তিনি কাউকে ব'লে দেন নি।

বিদ্যা। তাই ব'লে চোরকে—

স্মৃতি। চুপ কর। আচ্ছা বাচস্পতি, সত্য বল, আমি তাঁর দর্শন পেতে পারি?

বাচ। কেন পেতে পারবেন না? তুলসীদাস যখন বলেছেন, আপনি মহাভাগ্যবান্, তখন আর ভাবনা কি? আকাঙ্ক্ষা মনে জাগলেই তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। তাঁর দর্শন পাওয়া যত সহজ, তত কঠিন।

স্মৃতি। আমার কথা তুমি শুনে রাখ, যদি জীবনে আর দেখা না হয়—

বাচ। এ কি বলছেন? আপনি কোথা যাবেন?

স্মৃতি। তা' পরে বল্‌ব; আগে যা বল্‌ছি, তাই শোন। তুলসীদাস কয়েক দিন আগে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'শাস্ত্র জান্‌লে হবে না, শাস্ত্রীকে জানা চাই;' আমি তা'র পর তিন দিন বিশ্বেশ্বরের কাছে প্রতিনিয়ত কামনা করেছিলাম, আমি যেন শাস্ত্রীকে জান্‌তে পারি। বিশ্বনাথ আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নি। তিনি আমাকে স্বপ্নে অনেক কথা জানিয়েছেন। আমি ইহাও জেনেছি যে, তুলসীদাস একজন জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ।

বাচ। তবে কেন আপনি তাঁর শরণ ল'ন না?

স্মৃতি। না, তা' নিতে পারব না, নিতে আমার সাহস হয় না। আমি মহাপাপী, বুঝি সেই ব্রহ্মঘাতী তুল্য পাপী; যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই ব'লে আমি গর্ব্বভরে বিধান দিয়েছিলাম, সে পাপমুক্ত হ'ল মহাপুরুষের কৃপায়। কিন্তু আমার ত তাঁর কৃপা পাবার উপায় নেই।

বাচ। কেন উপায় নেই?

স্মৃতি। আমি তাঁর কত নিন্দা করেছি, কত রকমে তাঁকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছি; আমি কেমন ক'রে তাঁকে বল্‌ব, 'ওগো, তুমি সে সব ভুলে যাও, আমাকে কৃপা কর।' আমি তা' পার্‌ব না।

বাচ। তবে কি করুবেন স্থির করেছেন?

স্মৃতি। আমি কাশী ত্যাগ করুব, তোমাদের সঙ্গে বোধ হয় আমার শেষ সাক্ষাৎ। চতুষ্পাঠী, ছাত্র, ঘর-দ্বার যা কিছু আমার এখানে আছে, সব আমি বাচস্পতিকে দিয়ে চললুম। আর আমার স্ত্রী-পুত্র দেশে যাবে—

"আর তুমি বুঝি আমার বুকে আস্‌বে?"

সকলে চমকিয়া উঠিলেন, ফিরিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণে তুলসীদাস দণ্ডায়মান। তাঁহার মুখে হাসি, নয়নে করুণা, সমস্ত দেহ জ্যোতির্ম্ময়। স্মৃতিরত্ন সেই প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তিনি উঠিতে পারিলেন না, একটা প্রণামও করিতে পারিলেন না। বাচস্পতি ব্যস্ততাসহ উঠিয়া তুলসীদাসের পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন; ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাচঞ্চু দেখাদেখি উঠিয়া একটা প্রণাম করিলেন। কিন্তু স্মৃতিরত্ন পলকশূন্যনয়নে তুলসীদাসের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তুলসীদাস হাসিতে হাসিতে দুই পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় কহিলেন, "আর তুমি বুঝি আমার বুকে আস্‌বে স্মৃতিরত্ন?"

স্মৃতিরত্ন আর থাকিতে পারিলেন না, বুক ফাটিয়া কান্না আসিল—এত দিনের রুদ্ধ বাঁধ ভাঙ্গিয়া অজস্র অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি তুলসদাসের চরণের

উপর পড়িয়া আঁখিজলে চরণ ধৌত করিয়া দিলেন। তুলসীদাস তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন; কহিলেন, "তোমাকে বুকে নিয়ে আজ আমি ধন্য হ'লুম।"

৩৪

নিস্তব্ধ রাত্রি। কেহ কোথাও জাগিয়া আছে বলিয়া বুঝা গেল না। কোথাও কোন শব্দ নাই, ধ্বনি নাই। এমন সময় সীতারামের মন্দিরের অদূরে গান উঠিল—

"এ অন্ধে খঞ্জে লয়ে চল পথ দেখাইয়ে।
কে আছ দয়াল আমায় হাতে ধ'রে লয়ে চল পথ দেখাইয়ে॥"

তুলসীদাস মন্দিরমধ্যে সমাধিস্থ ছিলেন। সহসা তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং কণ্ঠধ্বনি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে গায়কের সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন তাঁহার হাত ধরিয়া তুলসীদাস কহিলেন, "রত্নাবলি!"

"প্রভু!"

"এস।"

"এত দিনে দয়া হ'ল?"

"কি করব রত্ন, সময় না হ'লে যে ফসল হয় না।"

"আজ আমার সময় তবে হয়েছে?"

"হাঁ। এখন এস, মার কাছে চল।"

"না, আমি সেখানে এখন যাব না, আগে আমি গুরুজীর স্বরূপ-মূর্ত্তি দর্শন করব। আপনি আমাকে পথ দেখান।"

"দেখাব, পরে। আগে মায়ের কাছে চল; তিনি তোমার জন্যে পাগলের ন্যায় দিবারাত্রি কাঁদেন, তিনি তোমাকে দেখবার আশায় আজও দেহ রেখেছেন।"

"আমি তাঁকে দেখবার আশায় কতদিন আশ্রমের আশে-পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি; কিন্তু আজ আর দেখা করব না, সে প্রলোভনে আমাকে আর ফেলবেন না।"

"তবে চল মন্দিরে।"

"তাই চলুন।"

উভয়ে মন্দিরে আসিলেন। দুই জনে আগে সীতারামকে প্রণাম করিলেন, তার পর আসন লইয়া পাশাপাশি বসিলেন। তুলসীদাস রত্নাবলীর দক্ষিণ কর স্বীয় বাম করে ধারণ করত কি শক্তি সঞ্চার করিলেন, তা' জানি না; কিন্তু রত্নাবলী মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তুলসীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখছ রত্নাবলি?"

রত্ন। সীতারামের মূর্ত্তি।

তুল। নয়ন বন্ধ কর।

রত্ন। করেছি।

তুল। এবার কি দেখছ?

রত্ন। একটা জ্যোতিঃ, তার মধ্যে—

তুল। তার মধ্যে কি?

রত্ন। তার মধ্যে কি যেন একটা ফুটে উঠ্‌বার চেষ্টা করছে।

তুল। কি ফুটল দেখ।

রত্ন। মরি, মরি, কি সুন্দর। এ যে আমার গুরুদেব।

তুল স্পষ্ট দেখ্‌ছ?

রত্ন স্পষ্ট দেখছি। আমাকে একটু ছেড়ে দিন, আমি তাঁকে একবার প্রণাম করি।

তুল। মনে মনে কর; এখন নড়ো না।

রত্ন। আহা, কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি জ্যোতিঃ! আবার এ কি দেখছি।

তুল। কি দেখছ?

রত্ন। সীতারামের মূর্ত্তির মত, কি যেন একটা অস্পষ্ট এসে গুরুদেবের দেহমধ্যে দাঁড়াল।

তুল। এ যুগল মূর্ত্তি ছেড়ো না, দেখ।

রত্ন। এই যে আমার সীতারাম। কি রূপ, কি মাধুর্য্য! এত রূপ ত আমার ধ্যানে কল্পনায় কখন আসে নি! করুণাময়ী মা আমার আবার টিপি টিপি হাস্‌ছেন। আহা, কি হাসি! হাসিতে যে পৃথিবী ভ'রে গেল। প্রেমময়ী, প্রেমদায়িনী মা গো! তুমি কেমন ক'রে এতদিন তোমার সন্তানকে ভুলে ছিলে? তুমি ত ভুলতে জান না মা। তোমার ভিতর যে সবই প্রেম, সবই করুণা—

তুল। গুরুজীকে দেখতে পাচ্ছ?

রত্ন। না, তাঁর সমস্ত দেহ সীতারাম অধিকার করেছেন।

তুল। এই মূর্ত্তিই গুরুদেবের স্বরূপ-মূর্ত্তি।

পিছন হইতে কে বলিলেন, "হাঁ, এই আমার স্বরূপ-মূর্ত্তি। গুরুতে আর ইষ্টদেবে কোন প্রভেদ নাই; প্রভেদজ্ঞান ভেদে—"

উভয়ে উঠিয়া গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

সম্পূর্ণ

শঙ্করনাথ

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১

"দাদাঠাকুর, ও দাদাঠাকুর—"

"কে ?"

"আজ্ঞে আমি নবীন।"

"এত রাতে কেন ?"

"ছেলেটা কি রকম করচে—"

"জ্বর ছাড়্ছে বুঝি।"

"আমি অত বুঝি না, তুমি একবার এস।"

"যাচ্ছি, তুই জল গরম কর গে, আর এই বোতল দুটো নিয়ে যা।"

দ্বিতলের কক্ষ হইতে গৃহস্বামী নফর ভট্টাচার্য্য পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এসেছে শঙ্কর ?"

পুত্র শঙ্কর নীচের ঘর হইতে উত্তর করিল, "নবীন।"

"রাত দুপুরে নব্‌নে কেন ?"

"তা'র ছেলেটা কি রকম কর্‌ছে।"

"তা' তুমি কি করবে ? অসুখ ক'রে থাকে, ডাক্তার দেখাক্—"

"ডাক্তার দেখাবার পয়সা থাক্‌লে সে আমার কাছে আসত না।"

"তাই ব'লে তোমাকে এত রাতে বাগ্দী-বাড়ী যেতে হবে না।"

"না গেলে ছেলেটা হয় ত বাঁচবে না।"

"না বাঁচে, তোমার কি ?"

"আমি এখুনি ঘুরে আস্‌ছি।"

"তুমি অধঃপাতে গেছ, গোল্লায় গেছ।"

"আমি চট্ ক'রে একবার ছেলেটাকে দেখে আসি।"

"তুমি যেতে পাবে না।"

পুত্র আর উত্তর না করিয়া চুপি চুপি নবীনকে কহিল, "তুই এগিয়ে যা, আমি পরে যাচ্ছি।"

নবীন প্রস্থান করিল। শঙ্কর চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় একখানা পুস্তক লইয়া পড়িতে লাগিল। দণ্ড দুই পরে পিতার নাসিকাগর্জ্জন শুনিতে পাইল; তখন সে চুপি চুপি ঔষধের বাক্স সহ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইল।

নবীনের বাড়ী সহরের এক প্রান্তে তীব্র নদীর তীরে। নবীন মাছ ধরিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। তাহার দুইটি মেয়ে—একটি বিধবা, অপরটি অবিবাহিতা; একটি ছেলেও আছে; সেটি ছোট, তারই অসুখ। গোড়া হইতে শঙ্করই তাহাকে ঔষধ ও পথ্য দিতেছিল। ডাক্তার দেখাইতে শঙ্কর পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু নবীন সে পরামর্শ লয় নাই। গরীবদেব শঙ্করই দেখাশোনা করে। দূর-গ্রামেও শঙ্করকে রোগী দেখিতে যাইতে হয়; অথচ তাহার শিক্ষা কয়েকখানা হোমিওপ্যাথী পুস্তকের বেশী যায় নাই।

শঙ্কর আসিয়া দেখিল, রোগী খুব ঘামিতেছে আর পাশে বসিয়া তাহার জননী খুব জোরে পাখা করিতেছে। পাখা বন্ধ করিয়া দিয়া শঙ্কর গরম জলের বোতল রোগীর পায়ের তলায় ধরিল এবং ঔষধাদি খাওয়াইল, রোগের লক্ষণ দেখিয়া শঙ্কর ভীত হইল; কহিল, "এক জন ভাল ডাক্তার আনলে হ'ত নবীন, আমি না হয় টাকাটা দেব।"

"তুমিই আমার বড় ডাক্তার দাদাঠাকুর; তুমি বাঁচাতে না পারলে ওকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

স্ত্রী স্বামীকে কহিল, "দাদাঠাকুরের পায়ের ধুলো নিয়ে খোকার মাথায় দেও, তা' হ'লেই বাছা আমার সেরে উঠবে।"

নবীন তাহাই করিল। শঙ্কর সেই ময়লা বিছানার উপর বসিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল। রোগীর গায়ের ঘাম সযত্নে মুছাইয়া দিল, হাতে পায়ে সেঁক দিল, যাহা কিছু দরকার, সমস্ত করিল।

প্রভাতে রোগীকে বিপন্মুক্ত করিয়া শঙ্কর যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার পিতা দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কর একটুও ভয় পাইল না—সে বরাবর নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। নফর কহিলেন, "তুমি কুলাঙ্গার—"

"হ্যাঁ বাবা, আপনাকে একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি—"

"তোমার কোন কথা আমি শুন্‌তে চাইনে—তুমি আগে নদীতে ডুব দিয়ে এস।"

"হারাধন মুখুয্যে মারা গেছে।"

"য়্যাঁ, মারা গেল! কাল বিকেলেও যে বেঁচে ছিল দেখে এসেছি। কখন্ মরল?"

"এই একটু আগে।"

"তা'র শ্রাদ্ধটা ধুমধামের সঙ্গে হবে ব'লে মনে হয়। বৃষোৎসর্গ ত হবেই, এমন কি, দানসাগরও হ'তে পারে। ফর্দ্দ-টর্দ্দ করতে হবে ত। ওরে পরি, আমার তিলকমাটী ছাপটাপগুলো ঠিক ক'রে রাখ্—আমি যাচ্ছি।"

কন্যা পরিমল অন্তরাল হইতে উত্তর করিল, "সে সব ঠিক ক'রে রেখেছি বাবা, কিন্তু তোমার জপের মালা যে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"দেখ্ দেখ্ কোথা গেল, মালা না হ'লে আমি বেরুতে পারব না।"

"পাওয়া গেছে বাবা—"

"কোথা ছিল পরি?"

"তরকারির ঝুড়িতে।"

"এ তোর মার কাজ।"

"না বাবা, তুমিই পরশু হাট ক'রে যখন—"

"যা, যা, তোকে আর বকৃতে হবে না। হ্যাঁ শঙ্কর, নব্‌নে বাগ্দীর ছেলেটা কেমন আছে?"

"অনেকটা ভাল, বোধ হয়, এ যাত্রা রক্ষা পাবে।"

"তবে তা'কে বল্ না, একটা বড় মাছ এনে দিতে।"

"পেলেই দেবে, তা'কে বল্‌তে হবে না।"

"তোদের যেমন বুদ্ধি! আমি চোখ বুজলে তোরা যে কি ক'রে খাবি! শিব শিব—"

"আপনি এখন সন্ধ্যাহ্নিক ক'রে নিন্—"

নফর ভট্টাচার্য্য অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

২

হারাধন মুখুয্যে সত্যই দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। মরিবার সময় পুত্র জীবনকে বলিয়া গেলেন, অবিবাহিতা কন্যা নলিনীকে যেন সৎপাত্রে দান করা হয়। জীবন সে কথায় বড় একটা কর্ণপাত না করিয়া পিতাকে দাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যখন দেখিল, পিতার দেহাবশেষ ছাই হইয়া গিয়াছে, তখন সে নিশ্চিন্ত-মনে লোহার সিন্দুক খুলিল। তন্মধ্যে নগদ টাকা বেশী দেখিতে না পাইয়া জীবন ক্রুদ্ধ হইল। রাগটা পড়িল পিতার উপর এবং পিতাকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে প্রচার করিল, তিল-কাঞ্চন করিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিবে। সদ্যোবিধবা ও আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাদ করায় জীবন বৃষোৎসর্গে সম্মত হইল। যথাকালে নফর ভট্টাচার্য্যের কর্ত্তৃত্বাধীনে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল।

শ্রাদ্ধদিবসে কীর্ত্তনাদি শেষ হইলে সন্ধ্যার পর খেমটা নাচ আরম্ভ হইল। তরুণীর নৃত্যাদি শ্রাদ্ধ-বাসরে অশোভন হইবে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু জীবন কোন আপত্তিই শুনিল না;—দুই দল নর্ত্তকী আসিয়া আসর অলঙ্কৃত করিল। দর্শকের অভাব হইল না, এমন কি, স্থানাভাব হইল।

যখন নৃত্যগীত বেশ জমিয়া আসিয়াছে, তখন নবীন বাগ্দী খুব ব্যস্ত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ভাবে বোধ হইল, সে কাহাকে খুঁজিতেছে। যখন তাহাকে তথায় দেখিতে পাইল না, তখন বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নফর ভট্টের বাড়ীর দিকে ছুটিল। সেখানে অনুসন্ধানে জানিল, শঙ্কর তাঁহার দোকানে। শঙ্করের একখানি দোকান ছিল। তাহাতে তিনটি ঘর। একটি ঘরে খদ্দরের কাপড়, দ্বিতীয়টিতে চরকা ও তাঁত, তৃতীয়টিতে সন্ধ্যার পর বসিয়া শঙ্কর বালক-বালিকাদিগকে চরকা কাটিতে শিক্ষা দিত। যুবকরাও শিক্ষা লইতে আসিত, তবে সচরাচর তাহারা আসিত একটু বেশী রাত্রিতে; তখন বালক-বালিকারা ও বাহিরের লোক বড় একটা থাকিত না। এই যুবকের দল লইয়া শঙ্কর এক সমিতি গড়িয়াছিল। তাহারা কুস্তি লড়িত, লাঠি খেলিত, কাপড়ের বোঝা পিঠে ফেলিয়া গ্রামে গ্রামে খদ্দর বেচিয়া বেড়াইত এবং প্রয়োজন হইলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাঠি লইয়া দাঁড়াইত। যে সময় জীবনের গৃহে নৃত্যগীত চলিতেছিল, সে সময় শঙ্করের দোকানে বসিয়া কয়েক জন যুবক পরামর্শ করিতেছিল, কে কোন্ গ্রামে পরদিন কাপড় বেচিতে যাইবে।

নবীন ব্যস্তভাবে দোকানে প্রবেশ করিয়া শঙ্করের

অনুসন্ধান করিল। জনৈক বালক বলিয়া দিল, শঙ্কর পাশের ঘরে আছেন। নবীন তথায় আসিয়া শঙ্করের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল। শঙ্কর কহিলেন, "আবার কি হয়েছে নবীন?"

"সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে দাদাঠাকুর—"

"কি হয়েছে?"

"একদল ডাকাত দু'খানা ডিঙ্গি ক'রে আমাদের ঘাটে এসে উঠেচে।"

"তোমার তা'তে ভয় কি নবীন? তোমার মত লোকের বাড়ীতে তারা ডাকাতি করতে আসবে না।"

"এরা টাকাকড়ি নিতে আসেনি, এরা আমার মেয়ে কাদিকে নিতে এয়েচে।"

"কেমন ক'রে তা' জানলে?"

"কিছু দিন আগে নিমতলার ফকির একবার এ পাড়ায় এসেছিল। আমার মেয়ে কাদিকে ঘাটে একা দেখ্‌তে পেয়ে তাড়া করেছিল। আমি এসে পড়ায় পালিয়ে যায়, কিন্তু শাসিয়ে গিয়েছিল, একদিন সে কাদিকে নিয়ে যাবে। আজ তাই দলবল নিয়ে এসেচে।"

"তুমি ফকিরকে দলের মধ্যে দেখেছ?"

"দেখেছি; একটু আগে সে আমার ঘরের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাকে দেখে ঘাটের দিকে ছুটে পালাল; আমিও তোমাকে খবর দিতে ছুটে এলাম। এতক্ষণ কি হয়েচে জানিনে—"

"চল, আর দেরী করা ঠিক নয়; তুমিও এগোও, আমরা সকলেই যাচ্ছি।"

৩

নবীনের এক ষোড়শবর্ষীয়া বালবিধবা কন্যা ছিল, তাহার নাম কাদি বা কাদম্বিনী। অটুট স্বাস্থ্য ও পূর্ণ যৌবন ছাড়া তাহার গর্ব্ব করিবার বড় কিছু ছিল না। যাহা কিছু ছিল, তাহাতেই ফকির পাগল হইয়া গিয়াছিল। নিমতলা গ্রাম নদীর অপর পারে। কাদিকে দেখিতে ফকির মাঝে মাঝে নৌকা করিয়া বাগ্দীপাড়ার ঘাটে আসিত এবং একদিন সুযোগ পাইয়া তাহার নিকট কু-প্রস্তাব করিয়াছিল। প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হইয়া সে দিন সে গৃহে ফিরিয়াছিল, আজ সেই অপমানের শোধ লইতে দলবল লইয়া—তাহারই মত কয়েক জন উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র যুবককে লইয়া নবীনের গৃহ অবরোধ করিল। নবীন তখন শঙ্করের দোকানে। নবীনের ঘরের আশে-পাশে কয়েক ঘর বাগ্দী ছিল; তাহাদের কেহ মাছ ধরিতে গিয়াছিল, কেহ বা জীবনের বাড়ীতে গান শুনিতে গিয়াছিল, কাদিকে রক্ষা করিতে পাড়ায় বড় কেহ ছিল না; যাহারা ছিল, তাহারা লাঠির ভয়ে অগ্রসর হইল না। দস্যুরা বিনা বাধায় কাদিকে হরণ করিয়া নৌকায় তুলিল। কাদি চীৎকার করিয়াছিল, তাহার মা, ভাই, বোন চীৎকার করিয়াছিল—অনেকেরই কানে সে মর্ম্মভেদী চীৎকার গিয়াছিল, কিন্তু কেহই বিপন্নাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয় নাই।

সে করুণ রোদনধ্বনি শঙ্করনাথেরও কানে গিয়াছিল। তিনি তখন ঘটনাস্থল হইতে কিছু দূরে। তিনি ছুটিলেন, কিন্তু সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যখন আসিলেন, তখন নৌকা দুইখানি কূল-ত্যাগ করিয়াছে। নক্ষত্রালোকে স্পষ্ট দেখা গেল, দুইখানি ডিঙ্গি দুই দিকে চলিয়াছে। কোন্ নৌকা কাদিকে বহন করিয়া চলিয়াছে, তাহা শঙ্কর স্থির করিতে পারিলেন না। মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত রোদনধ্বনি তখন শ্রুত হইতেছিল না, দস্যুরা সম্ভবতঃ কাদির মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া থাকিবে। কোনও নৌকায় আলো জ্বলিতেছিল না—সব অন্ধকার। শঙ্কর দেখিলেন, দক্ষিণদিকের নৌকাখানা কিছু জোরে মাঝ-গাঙ্গ দিয়া চলিয়াছে। তখন ভাঁটা, এই ভাঁটার মুখেই সম্ভবত দস্যুরা কাদিকে লইয়া ছুটিয়াছে। শঙ্কর তাহার সহচর মিহিরকে কহিলেন, "চল, এই দক্ষিণদিকের নৌকা আমরা অনুসরণ করি।"

"তারা যদি কাদিকে নিয়ে বাঁ দিকে গিয়ে থাকে?"

"তা হ'লে বুঝ্‌ব, কাদির সর্ব্বনাশই ভগবানের অভিপ্রেত।"

শঙ্করের ভক্ত ও বন্ধু শিবু কহিল, "হিন্দুরমণীর সর্ব্বনাশই যে ভগবানের এখন অভিপ্রেত।"

মিহির জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা' কিসে বুঝ্‌লে?"

শিবু উত্তর করিল, "বুঝেছি দেখে শুনে। হিন্দু ভালবাসে তার ঘর ও মন্দির, এই দুইটির উপর অত্যাচার না হ'লে হিন্দু জাগবে না, একতাবদ্ধ হবে না—"

শঙ্কর বাধা দিয়া কহিলেন, "ও সব কথা এখন রেখে দাও। শিবু, তুমি এদের নিয়ে বাঁ দিকে যাও; মিহির, তুমি আমার সঙ্গে এস।"

বলিয়া তিনি পাড়ের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে ছুটিলেন, ডিঙ্গি তখন অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছে। অর্দ্ধঘণ্টা ছুটাছুটির পর নৌকা আবার দেখা গেল।

শঙ্কর ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন,—যে নৌকা

দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, সেই নৌকাতেই কাদি ছিল। তাহার মুখ বাঁধিয়া দস্যুরা তাহাকে ডিঙ্গিতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তিন ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, চতুর্থ ব্যক্তি হালে ছিল। ডিঙ্গি খানিকটা পথ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিল, তখন তাহারা কাদির মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল। কাদি বন্ধনমুক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং পলায়নের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্তেরা আপনাদের নির্ব্বিঘ্ন ভাবিয়া তামাকু সাজিবার চেষ্টা করিল। কাদি তাহাদিগকে অসতর্ক বিবেচনা করিয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যম করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না—দস্যুরা ধরিয়া ফেলিল। ফল এই হইল, দুর্ব্বৃত্তেরা তামাকু না খাইয়া বালিকার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। নিরক্ষরা বাগ্দীর মেয়ে তখন ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রাণ দিতেও কৃতসঙ্কল্প—সে সাধ্যমত তাহাদের সহিত যুঝিতে লাগিল; কাহাকে কামড়াইল, কাহাকে বা আঁচড়াইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। সে তখন বসনশূন্য, ক্ষতবিক্ষত, অবসন্ন—তাহার ক্লান্ত দেহ সত্বর লুটাইয়া অনেক দুর্ব্বৃত্তের ক্রোড়ের উপর পড়িল।

যে মুহূর্ত্তে দস্যুরা বালিকাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া পৈশাচিক ভাষায় আনন্দধ্বনি করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ডিঙ্গিখানা ভীষণবেগে দুলিয়া উঠিল এবং আরোহীরা কিছু বুঝিতে না বুঝিতে ডুবিয়া গেল। যে ব্যক্তি হালে ছিল, সে দেখিয়াছিল, দুই ব্যক্তি নিঃশব্দে সাঁতরাইয়া আসিয়া ডিঙ্গির পার্শ্বদেশ ধরিল, কিন্তু তাহার সহচরত্রয়কে সতর্ক করিবার অবসর পাইল না—দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গি উল্টাইয়া গেল।

যে দিকে ডাঙ্গা নিকটে ছিল, সেই দিকে দস্যুরা সাঁতরাইয়া গেল; বিপরীত দিকে শঙ্কর কাদিকে লইয়া উঠিলেন। নিজের কাপড় কাদিকে পরিতে দিয়া মিহিরের সহিত কাপড় ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। অতঃপর তাঁহারা বাগ্দীপাড়ার পথ ধরিলেন।

পথ বড় অল্প নয়, কাদি সত্বর অবসন্ন হইয়া পড়িল। দস্যুদের সহিত লড়াই করিয়া কাদি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর জলের নীচেও কাদিকে ক্ষণকাল থাকিতে হইয়াছিল। অল্প পথ হাঁটিয়া কাদি বসিয়া পড়িল। একটু বিশ্রাম লইয়া আবার হাঁটিতে লাগিল। আবার বসিল, ক্রমে শুইয়া পড়িল। তখন অনন্যোপায় হইয়া শঙ্কর তাহাকে কাঁধের উপর তুলিতে উদ্যত হইলেন। কাদি ঘোরতর আপত্তি করিল; কিন্তু শঙ্কর ও মিহির তাহাকে বুঝাইলেন, পথের মাঝে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিলে দস্যু কর্ত্তৃক পুনরায় তাঁহারা আক্রান্ত হইতে পারেন। দুই নৌকার আরোহী এতক্ষণ মিলিত হইয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় পলাতকার অন্বেষণে হয় ত ছুটিয়াছে। কাদি আর কোন আপত্তি না করিয়া শঙ্করের স্কন্ধে উঠিল, উঠিয়াই নামিয়া পড়িল; কহিল, "আমার পা আপনার গায়ে লাগ্‌চে—আমি হেঁটে যাব।"

"তুমি হাঁট্‌তে পারবে না কাদু—"

"দেখুন, এইবার পারব!"

"আচ্ছা, তুমি মিহিরের কাঁধে যাও—ও ত বামুন নয়।"

"না, না—"

"তবে তুমি আমার কোলে এস, কোন লজ্জা নেই—আমি যে তোমার বাবার দাদাঠাকুর!"

বলিয়া শঙ্কর তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। কাদু লজ্জায় মরিয়া গেল—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শঙ্করের বাহুমধ্যে পড়িয়া রহিল; মাঝে মাঝে চক্ষু খুলিয়া শঙ্করকে দেখিতে লাগিল। অন্ধকার রাত্রি, ভাল দেখা যায় না, তবু সে দেখিতে লাগিল। কতবার পূর্ব্বে দেখিয়াছে, আজও আবার দেখিল। শঙ্করের নিশ্বাস তাহার মুখের উপর পড়িতে লাগিল—শঙ্করের বক্ষঃস্পন্দন তাহার বক্ষকে আলোড়িত করিতে লাগিল—যে ভুজযুগল কখন কোন যুবতীকে বক্ষে ধারণ করে নাই, সেই বাহুদ্বয় কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বালিকা পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। অননুভূত আনন্দে বিভোর হইয়া কাদু শঙ্করের বাহুমধ্যে পড়িয়া রহিল।

কিন্তু শঙ্কর মহাবলশালী হইলেও এভাবে বালিকাকে বেশীক্ষণ বহন করিয়া যাইতে পারিলেন না—দণ্ডেকের মধ্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি মিহিরকে কহিলেন, "তুমি একটু কাদুকে নেও।"

কাদু চমকিয়া শঙ্করের ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল; কহিল, "আমাকে নিয়ে যেতে হবে না, আমি হেঁটে যাব।"

কাদু হাঁটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাহার ক্লান্ত চরণ তাহাকে বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিল না; কাদু বিশ্রাম লইল, আবার চলিল। যখন গৃহে আসিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। শঙ্কর তাহাকে তাহার গৃহের নিকটে ছাড়িয়া দিয়া বন্ধুসহ নিজের দোকানে গেলেন এবং বস্ত্রান্তর গ্রহণ করিয়া উভয়ে তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে শঙ্কর শুনিলেন, কাদুকে তাহার মা-বাপ ঘরে স্থান দেয় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ নবীনের গৃহে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কাদু গৃহ হইতে কিছু দূরে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিল।

নবীন কহিল, "কি ক'রে কাদিকে ঘরে নি বলুন, আমাদের আরও ত ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের বিয়ে-থা দিতে হবে—"

"কাদু নিষ্পাপ নিরপরাধ—"

"লোকে ত তা' বুঝ্‌বে না দাদাঠাকুর।"

"কাদু কোথা তবে দাঁড়াবে?"

"কি করব দাদাঠাকুর?"

"কি করব বললে ত তুমি নিষ্কৃতি পাবে না—অপরাধ তোমার।"

"আমার? আমি কি করলুম দাদাঠাকুর?"

"তুমি কাদুকে রক্ষে করলে না কেন?"

"আমি একা কি করব?"

"সে অপরাধ কি কাদুর?"

"তা'র নয় বটে—"

"তবে কোন্ অপরাধে কাদুকে তোমরা ত্যাগ করছ?"

"মুসলমান তাকে ছুঁয়েচে ব'লে?"

"সে অপরাধ কি কাদুর? তুমি তাকে ছুঁতে দিলে কেন? তুমি রক্ষক হয়ে তাকে রক্ষে করতে পারলে না, তার ফল ভোগ করবে কি কাদু?"

"আমার বুক কি ফাটচে না দাদাঠাকুর?"

"ফাটচে কৈ? তা হ'লে ত সেই পথে দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান তোমার বুকের ভিতর যেতে পারত। যাক্, তোমরা যখন কাদুকে ঘরে নেবে না স্থির করেছ, তখন ওকে ফকিরের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, না—"

"সেখানে কাদু দুটো খেতে পাবে, আশ্রয়ও পাবে।"

"তুমি ও কি বলছ দাদাঠাকুর?—"

"কাদুকে সে নিকেও করতে পারে—"

"তুমি চুপ কর দাদাঠাকুর, আমার পরাণটা ছিঁড়ে যাবার মত হয়েছে!"

"এ প্রস্তাব তোমার পছন্দ হ'ল না? তবে কি করা যায়? কাদু না হয় বাজারে—"

"দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর—"

"আর এক কাজ করা যেতে পারে,—তাকে একটা গাছতলা দেখিয়ে দিয়ে বলি, সেখানে সে আশ্রয় নেবে, আর গাছের পাতা নদীর জল খেয়ে দিন গুজরান করবে।"

"আমি কি করব দাদাঠাকুর, আমাকে উপায় ব'লে দেও।"

"উপায় ব'লে দিয়ে কি হবে, তুমি ত আমার কথামত কাজ করবে না।"

"কবে তোমার কথা ঠেলেচি দাদাঠাকুর?"

"কাদুর আর একটা বিয়ে দিতে পার?"

"কে ওকে সাঙ্গা করবে দাদাঠাকুর?"

"সে আমি বুঝে নেব, এখন তুমি রাজি আছ কি না, তাই বল।"

"তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।"

"বেশ, আগে আমি কাদুর শুদ্ধির ব্যবস্থা করি।"

"তুমি যা' ভাল বোঝ, তাই কর।"

"কিন্তু যত দিন না ওর শুদ্ধি হয়, তত দিন ও থাকবে কোথা?"

"আমি কি ক'রে ওকে বাড়ীতে ঠাঁই দি দাদা-ঠাকুর?"

মিহির আসিয়া কহিল, "আমার উপর সে ভার রইল শঙ্করদা।"

শঙ্কর। ভার লওয়া নয় ত, বিপদ্ ও অশান্তি বরণ ক'রে লওয়া। তুমি কোথা ওকে রাখবে? মনে রেখ, ফকির আবার আসবে।

"আমি কাদুকে আমার মাসীর বাড়ী যশোরে রেখে আসব; সেখানে আর ফকিরকে যেতে হবে না। আজ রাতেই সরিয়ে ফেলব।"

"বেশ, তাই কর। আমি সত্বরই ওর শুদ্ধির ব্যবস্থা করছি।"

"সঙ্গে সঙ্গে তোমার শুদ্ধিরও দরকার শঙ্করদা।"

"কেন বল দেখি?"

"ভট্‌চায জ্যেঠা (শঙ্করের পিতা) বলেছেন, তোমাকে আর বাড়ী ঢুকতে দেবেন না।"

"আমি বাবার কাছে যাচ্ছি। নবীন, দু'টো ভাত কাদুকে দিও।"

বলিয়া শঙ্কর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

৪

শঙ্কর তাঁহার পিতার সন্ধানে মুখুয্যেদের শিব-মন্দিরে আসিলেন। মস্ত মন্দির, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, চারিধারে প্রস্তরাসন, নফর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিরা প্রাতঃকালটা এইখানেই গল্পগুজবে অতিবাহিত করিতেন। সভা ভাঙ্গিতে কোন দিন মধ্যাহ্ন হইয়া যাইত। পরচর্চ্চা ছাড়া সভায় সচরাচর অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত না। হিন্দু-ধর্ম্ম কত দ্রুত অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর্য্য-সমাজীরা ধর্ম্ম ও সমাজের কি ঘোর অনিষ্ট-সাধন করিতেছে, কোন্ ভদ্রঘরের বাল-বিধবা একাদশীর দিন লুকাইয়া জল পান করিয়াছে, এ সব

প্রসঙ্গ সচরাচর আলোচিত হইত। কিন্তু যে দিন নূতন কিছু বলিবার থাকিত না, সে দিন দেড় প্রহরের মধ্যেই সভাভঙ্গ হইত। আজ আলোচ্য বিষয় বড়ই গুরুতর—কাহ্নু ও ফকিরের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট হইয়া উৎসাহশূন্য সভাকে নবজীবন দান করিল। এক এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে আসিয়া নূতন নূতন সংবাদ দান করিতে লাগিলেন। সংবাদটা চমকপ্রদ করিবার অভিপ্রায়ে সংবাদ-দাতারা সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। সত্যের সীমামধ্যে কেহই আবদ্ধ ছিলেন না। শঙ্কর ও মিহির সম্বন্ধে অনেক অলীক কথা সভামধ্যে প্রচারিত হইল। এক ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন, শঙ্কর কাদম্বিনীর হাত ধরিয়া তাঁহার দোকানের দিকে গমন করিলেন। নফর তাহা শুনিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন—ক্রোধভরে কহিলেন, "সে কুলাঙ্গারের নাম আমাব নিকট আর করো না—সে আজ হ'তে আমার ত্যজ্য পুত্র ; এই শিবের সাম্‌নে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—"

এমন সময় এক বৃদ্ধা ভিখারিণী যষ্টির উপর ভর দিয়া কোন রকমে হাঁটিয়া আসিয়া সমবেত ভদ্র মহোদয়গণের নিকট কিছু আহার্য্য ভিক্ষা করিল। তাঁহারা মহা বিরক্ত হইলেন। এক ব্যক্তি কহিলেন, "আ মলো যা, এখানেও জ্বালাতে এসেছে !"

"দুদিন খেতে পাই নি বাবা—"

"তবুও ত মরিস নি !"

"মলেই বাঁচি, যম যে নেয় না।"

"ওই দেখ্, যম আস্‌ছে।"

এক প্রকাণ্ডকায় ষাঁড় বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে আসিতেছিল। বৃদ্ধার হাতে কিছু শাক ছিল, সম্ভবতঃ তাহারই লোভে ষণ্ড আসিতেছিল। ভিখারিণী যমকে দেখিতে যখন পিছন ফিরিল, তখন বৃষ আসিয়া পড়িয়াছে। বুড়ী যমের সান্নিধ্য একেবারেই পছন্দ করিল না, সে দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল ; সে উদ্যমে সে ভূতলশায়িনী হইল। তাহার হস্তমধ্যে তখনও শাকের আঁটি, বৃষও আক্রমণোদ্যত। সভ্যেরা মহানন্দে কৌতুক দেখিতে লাগিলেন, বৃদ্ধাকে রক্ষা করিতে এক পাও কেহ নড়িলেন না।

এমন সময় শঙ্কর দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দৃঢ় হস্তে বৃষের শৃঙ্গ ধারণ করিলেন এবং তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। শৃঙ্গী এতক্ষণ রাগে নাই, এইবার রাগিল। এতৎপূর্ব্বে তাহার শৃঙ্গ মনুষ্য-ভুজবলে আকৃষ্ট হয় নাই। সে দূরে দাঁড়াইয়া একবার দেখিয়া লইল, কে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তার পর সে দুই চারি পা পিছাইয়া গেল এবং শৃঙ্গদ্বয় নত করিয়া মহাবেগে আততায়ীকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। শঙ্কর তখন চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এক জন কেউ বুড়ীকে তুলে নিয়ে যাও ?"

কেহ নড়িল না। এক ব্যক্তি কহিল, "কে এখন চাঁড়াল মাগীকে ছোঁবে।"

শঙ্কর চকিতমধ্যে বৃদ্ধাকে বক্ষের উপর উঠাইয়া লইয়া প্রাঙ্গণে আসিলেন এবং এক শূন্য আসনের উপর তাহাকে রক্ষা করত বৃষের দিকে ফিরিলেন। বৃষ তখন আসিয়া পড়িয়াছে। শঙ্কর তাহার আক্রমণোদ্যত শৃঙ্গের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া লগুড়াদির অন্বেষণ করিলেন। প্রাঙ্গণ তখন জনশূন্য ; যাঁহারা এতক্ষণ বক্তৃতা-ঝঙ্কারে আকাশ-পৃথিবী নিনাদিত করিতেছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে মন্দিরের উচ্চ রোয়াকে আশ্রয় লইয়াছেন। শঙ্কর কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া দ্রুতচরণে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করত এক বিল্ববৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ তাঁহার অনুসরণ করিল, বৃদ্ধার নিকট গেল না ; বৃদ্ধাকে নির্ব্বিঘ্ন করাই শঙ্করের উদ্দেশ্য।

শঙ্কর তখন আত্মরক্ষায় মনঃসংযোগ করিতে অবসর পাইলেন। তিনি বৃক্ষে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন,—কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, বৃষ তাঁহাকে না পাইলে বৃদ্ধাকে পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে। তিনি তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া দুরন্ত বৃষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন ; স্বীয় শক্তির উপর এককালে নির্ভর না করিয়া কিঞ্চিৎ কৌশল অবলম্বন করিলেন। বৃষ শৃঙ্গাঘাতে উদ্যত হইলে তিনি বৃক্ষকাণ্ডের অপর পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন—আঘাত পড়িল বৃক্ষদেহে। শঙ্করনাথ সেই সুযোগে তাহার শৃঙ্গদ্বয় বিপুল শক্তিতে আকর্ষণ করিলেন এবং তাহাকে ঠেলিতে লাগিলেন। বৃষ একটু হঠিল ; যে মুহূর্ত্তে সে এক পা হঠিল, সেই মুহূর্ত্তে তাহার পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। শঙ্কর তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন ; বৃষ তাহার শৃঙ্গদ্বয় মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইল, আক্রমণে তত ব্যস্ততা দেখাইল না। ফল এই হইল, শঙ্করের ভুজতাড়িত হইয়া বৃষকে পশ্চাৎ হইতে হইল। অনতিদূরে একটা খানা ছিল, শঙ্কর বৃষকে ঠেলিতে ঠেলিতে সেই খানার ধারে আনিলেন। খানা এত গভীর নয় যে, তন্মধ্যে বৃষ নিক্ষিপ্ত হইলে সে বিশেষরূপে আহত হইতে পারে। শঙ্কর তখন কোন সঙ্কোচ না করিয়া বৃষকে ঠেলিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

মন্দির-প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্কর দেখিলেন, বৃদ্ধা

তখনও বেদীর উপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেক লোক সমবেত হইয়া ষাঁড়ের লড়াই দেখিতেছিল; যাঁহারা মন্দিরের রোয়াকে উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে বিপদের আশঙ্কা নাই দেখিয়া প্রাঙ্গণে নামিলেন। সমবেত জনবৃন্দ শঙ্করের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অসাধারণত্বের একটা প্রভাব আছে, সেই প্রভাব সাধারণ ব্যক্তিকে প্রায় সকল সময় অভিভূত করে। শঙ্করের অসুরতুল্য বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতা সবিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিলেন; ভাবিলেন, এমন রূপবান্ গুণবান্ পুত্র কার আছে! গর্ব্ব ক্রোধকে তাড়াইল; যাহাকে ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইলেন।

শঙ্কর তখন বৃদ্ধা চণ্ডালিনীকে ক্রোড়ের উপর উঠাইয়া লইয়া জনতার পানে ফিরিয়া কহিলেন, "কেউ একটু জল আনিয়া দিতে পার?"

যুবক মতিলাল ছুটিয়া গিয়া একঘটী জল আনিল। শঙ্কর কহিলেন, "একটু গরম দুধ যোগাড় করতে পার মতি?"

মতি আবার ছুটিল। নফর কহিলেন, "তুমি চাঁড়াল মাগীটাকে ছেড়ে চান্ ক'রে এস।"

বুড়ীর মুখে-মাথায় জল দিতে দিতে শঙ্কর উত্তর করিলেন, "কে ওর সেবা করবে বাবা?"

"কেন, ওর কি কেউ নেই?"

"না বাবা, ওর কেউ কোথাও নেই, এমন কি, চাল চুলোও নেই।"

"তবে থাকে কোথা?"

"একটা বটগাছের তলায়।"

"তবে সেখানে ওকে পাঠিয়ে দেও।"

"এ অবস্থায় সেখানে পাঠালে ও ত আর বাঁচবে না।"

"তাই ব'লে তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে একটা চাঁড়াল মাগীকে কোলে ক'রে ব'সে থাকবে?"

"আমি ওর ব্যবস্থা করছি—শিবু আসুক, তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি।"

মতির সঙ্গে শিবু আসিল। শিবু পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র মাহিষ্য যুবক। একখানি কয়লার দোকান আর চার পাঁচটা চরকা ও তাঁত আছে; তাহাতেই তার ভাত-কাপড় এক রকম চলিয়া যায়। এই সংস্থানের মূল শঙ্কর; তা' ছাড়া তার শিক্ষা-দীক্ষাও শঙ্করের নিকট। শিবু আসিয়া শঙ্করকে কহিল, "তুমি ওঠ শঙ্করদা', যা' করবার, আমি তা করচি।

বৃদ্ধার চৈতন্যোদয় হইলে শঙ্কর উঠিল এবং বরাবর খানার নিকটে গেল। দেখিল, বৃষ গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিয়াছে। শঙ্কর কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে তাহাকে টানিয়া তুলিলেন।

৫

পরদিবস পুলিস শঙ্করকে গ্রেপ্তার করিল। তাঁহার বিরুদ্ধে ফকির সেখ গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছে। সে এজাহার দিয়াছে যে, একদা সন্ধ্যার পর সে তাহার নিকাহিতা স্ত্রী কাদু ওরফে কাদম্বিনীকে লইয়া নৌকাযোগে কুটুম-বাড়ীতে যাইতেছিল, পথে শঙ্কর তাহার নৌকা ডুবাইয়া দিয়া তাহার যুবতী স্ত্রীকে হরণ করিয়াছে এবং কোথায় যে তাহাকে লুকাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা হতভাগ্য ফকির সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। শঙ্কর ধৃত হইয়া থানায় আসিলে দারোগা বাবু কহিলেন, "আমি জানি, তুমি এক জন পাকা বদমায়েস, মস্ত একটা দল পাকিয়েছ; এবার তোমাকে পুলি-পোলাও পাঠাব।"

"তোমার বহুত দয়া দারোগা মশায়।"

"দয়া কি রকম?"

"তুমি যে আমাকে ফাঁসীতে ঝোলালে না, এই তোমার দয়া।"

"এখন কি করেছ বল!"

"তুমি ত সব জান, তবে আর আমাকে জিজ্ঞেসা করছ কেন?"

"তবু তোমার মুখে কথাটা শুনতে চাই; লোকে বলে, তুমি নাকি মিথ্যে বল না।"

"অত ভণিতায় কাজ নেই, কি বলতে হবে, তাই বল।"

"তুমি ফকিরের নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছ?"

"দিয়েছি।"

"তুমি কাদিকে ফকিরের নৌকো হ'তে কেড়ে এনেছ?"

"ঠিক তা' নয়। কাদি ডুবে যায়, আমি তাকে জলের ভেতর হ'তে তুলে আনি।"

"ও একই কথা। (সিপাহীর প্রতি—) পাহারা, আসামীকে হাজতে বন্ধ কর—একরার করেছে। আমার হাতে পড়লে একরার না ক'রে যাবে কোথা? কত বড় বড় আসামী—"

শঙ্কর হাসিতে হাসিতে হাজতে গেলেন। শিবু, মিহির প্রভৃতি অনেকেই থানার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা হুকুম শুনিয়া জামীনের চেষ্টা করিল, কিন্তু জামীন মঞ্জুর হইল না।

যে দিন শঙ্কর হাজতে গেলেন, সে দিন মুখুয্যে

বাড়ীতে এক বিষম ব্যাপার সংঘটিত হইল। নবীন গৃহস্বামী জীবন রাত্রিতে বড় একটা গৃহে থাকিতেন না—বন্ধুবান্ধব সহ গণিকার গৃহে একটু আমোদ-আহ্লাদ করিতে যাইতেন। সদ্যোবিধবা গৃহিণী তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা নলিনীকে লইয়া একটা ঘরে পড়িয়া থাকিতেন। নলিনী কলিকাতায় একটা বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করিত, পিতার রোগের সময় গৃহে আসিয়াছিল। ঘটনার দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের ঘণ্টা যখন থানাতে বাজিয়া উঠিল, তখন কয়েক জন দুর্ব্বৃত্ত জীবনের গৃহ আক্রমণ করিল। বাধা দিতে বড় কেহ অগ্রসর হইল না—ভৃত্যেরা আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বাধা যাহা কিছু দিয়াছিলেন, তাহা গৃহিণী ও তাঁহার কন্যা। কিন্তু স্রোতোমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহাদের সকল চেষ্টা ভাসিয়া গেল। দস্যুরা আসিয়াছিল নলিনীকে লইতে, তাহারা নলিনীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিল।

দস্যুর ভয়ে সে রাত্রিতে কেহ গৃহের বাহির হইল না। পরদিন প্রভাতে মিহিরকে সংবাদ দেওয়া হইল। পাড়ার অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিল, আজ শঙ্কর মুক্ত থাকিলে দস্যুরা নির্ব্বিবাদে পলায়ন করিতে সমর্থ হইত না। সে যাহা হউক, নলিনীকে উদ্ধার করিতে সমিতির অনেকেই ছুটিল। কিন্তু তাহারা নলিনীর কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। ঘটনার দশ দিন পরে তাহাকে এক দুর্ব্বৃত্তের ঘরে পাওয়া গেল। পুলিস কোন সাহায্য করিল না, মকর্দ্দমাও হইল না। অগত্যা যুবকদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বালিকাকে উদ্ধার করিতে হইল।

হতভাগিনীকে উদ্ধার করিয়া গৃহে আনিল বটে, কিন্তু গৃহে তাহার স্থান হইল না—কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত হইল। স্নেহময় চরিত্রবান্ ভ্রাতা, বালিকাকে দেশ হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। মিহির রাগিয়া উঠিল; কহিল, "সে খাবে কি?"

"বেশ্যাবৃত্তি করুক।"

"তোমার উপযুক্ত পরামর্শ বটে, আমি তাই ওকে বলি গে।"

জননী কাঁদিয়া ভাসাইলেন; কিন্তু ধর্ষিতা কন্যাকে গৃহে লইতে তাঁহারও প্রবৃত্তি হইল না। নলিনী পথের ধারে এক বাগানে গিয়া বসিল! মিহির অপরাহ্ণে তাহাকে দু'টা ভাত খাওয়াইয়া কহিল, "আমি তোমার কোন উপায় কর্‌তে পারলাম না, নলিনী দিদি!"

"দাদা কি বল্‌লেন?"

"তোমার গুণধর দাদা তোমাকে বেশ্যাবৃত্তি কর্‌তে বলেছেন।"

"বটে! আর মা?"

"তিনি বলিলেন, তীব্রাতে অনেক জল—"

"শঙ্করদা কোথা?"

"জেলে।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া বালিকা চিন্তা করিল; অতঃপর কহিল, "মাকে বলবেন, মরতে আমার ইচ্ছা নাই—আমি বেশ্যাবৃত্তিই করব।"

"ছি!"

"আপনি আমাকে কি কর্‌তে বলেন?"

"আমি—আমি আর কি বল্‌বো? তবে—"

"তবে কি? স্পষ্ট ক'রে বলুন?"

"ভিক্ষা ক'রেও ত পেট চলে?"

"ভিক্ষা করা আমার অভ্যাস নাই।"

"তার চেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করা কি গৌরবের হ'ল?"

"নিশ্চয়ই।"

"কথাটা বল্‌তে কি তোমার লজ্জা হ'ল না?"

"একটা নিরপরাধ বালিকাকে পথে বসাতে আপনাদেরও কি লজ্জা হ'ল না? আমি কি করেছি যে, আপনি আমাকে ভিক্ষা ক'রে খেতে উপদেশ দিচ্ছেন, মা আমাকে জলে ডুবে মরতে পরামর্শ দিচ্ছেন, দাদা আমাকে বেশ্যাবৃত্তি কর্‌তে হুকুম কর্‌ছেন? আমি দুর্ব্বল, আত্মরক্ষা করতে পারিনি, এই কি আমার অপরাধ? তা হ'লে আপনারা—যাহারা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছেন, তাঁহারা—আমাদের চেয়ে বেশী অপরাধী।"

"সত্য বটে; কিন্তু তা ব'লে তোমার মা দাদাও তোমাকে সংসারে গ্রহণ কর্‌তে পারেন না।"

"আপনি পারেন?"

"আমি? আমি কি ক'রে পারি বল? আমার মা আছেন—"

"তুমি তবে শঙ্কর দাদার বন্ধু ব'লে আর পরিচয় দিও না। তাঁর মুখে শুনেছি, বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, পুরুষত্ব মহাপুণ্য। এর মধ্যে একটা গুণও যার নাই, সে পাপী। তুমি তোমার অপবিত্র দেহ-মন নিয়ে সেই সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষের সংস্পর্শে আর এসো না—তাঁকে কলুষিত করো না! তুমি যাও—আমার জন্যে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।"

শিবু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কহিল, "আমি জেলখানাতে শঙ্করদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

তোমার সব কথা তাঁকে বলেছি দিদিমণি। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যেতে তিনি আদেশ করেছেন। তিনি যত দিন না ফেরেন, তত দিন তুমি আমার ঘরে আমার মায়ের মত থাক্‌বে। চল—"

মিহির কহিল, "তু' গরীব মানুষ, নিজেই খেতে পাস না, আবার একজনকে—"

"কে কা'কে খাওয়ায় মিহির বাবু? ভগবান্ তা'র ব্যবস্থা করবেন। উঠ দিদিমণি—"

"আমি না হয় কিছু সাহায্য করব—"

"তোমাকে কিছু কর্‌তে হবে না, শঙ্কর দাদার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট।"

৬

শঙ্করের মকর্দ্দমা দায়রায় উঠিল। নিম্ন আদালতের বিচারের সময় কাদম্বিনীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, তাহার সাক্ষ্যও গৃহীত হয় নাই। নবীন সাক্ষ্যে বলিয়াছিল, তাহার কন্যা কাদিকে ফকির প্রভৃতি হরণ করিয়া পলাইতেছিল, শঙ্কর তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে। মিহির প্রভৃতি সেই কথা বলিয়াছিল। হাকিম এ সব অলীক কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। মোল্লা সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, তিনি কাদাম্বিনীকে কলমা পড়াইয়া সত্যধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং ফকিরের সহিত যথারীতি বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি সমর্থন করিতে সাক্ষীর অভাব হয় নাই।

দায়রায় শঙ্করের পক্ষ সমর্থন করিতে বহু উকীল মোক্তার আগ্রহ দেখাইলেন। স্থানীয় বহু উকীল-মোক্তার বিনা পয়সায় মকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন। রতন বাবু নামধেয় এক জন ধনী ও দক্ষ উকীল কাদিকে তাঁহার বাগানবাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। ফকির প্রভৃতি পুনরায় হরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা হইল।

জজ ছিলেন ইংরাজ। তিনি বুদ্ধিমান্ ও ন্যায়পরায়ণ। ইংরাজ চিরদিনই ন্যায়পরায়ণ, যতক্ষণ না তাঁহার দেশের ও জাতির স্বার্থে আঘাত লাগে। এত বড় বুদ্ধিমান্ জাতি জগতে আর নাই। মকর্দ্দমার বিবরণ পড়িয়াই জজ সাহেব বুঝিলেন, পুলিশ মিথ্যা মকর্দ্দমা আনিয়াছে। এ দিকে মোল্লা প্রভৃতি মুসলমান সাক্ষীরা জেরাতে স্থান ও সময়ের অনেক গোল করিয়া বসিলেন। বিবাহিতা রমণী হরণের অভিযোগ টেঁকিল না। কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগ অর্থাৎ নৌকা ডুবাইয়া মানুষ মারিবার অভিযোগ সম্বন্ধে জজ সাহেবের সন্দেহ রহিল। আসামীর উকীল রতন বাবু কহিলেন, আসামী ইচ্ছাপূর্ব্বক নৌকা ডুবায় নাই, নৌকায় সে উঠিতে গিয়াছিল, সেই উদ্যমে ক্ষুদ্র পান্সী উল্টাইয়া গিয়াছিল। যুক্তিটা সম্ভবপর বলিয়া জজ ও জুরী বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু আসামী নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিল—সে জিজ্ঞাসিত হইয়া জুরীকে বলিল, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছিলাম। আসামীর এ উক্তিতে জজ-জুরী স্তম্ভিত হইলেন। রতন বাবু জজকে বুঝাইয়া দিলেন, আসামী কখন মিথ্যা বলে না, আত্মরক্ষার্থেও সে মিথ্যা বলিতে পারিল না। জজ ও জুরীর মন সম্ভ্রম ও সহানুভূতিতে বিগলিত হইল। কিন্তু তাঁহারা আসামীকে অব্যাহতি দিতে পারিলেন না—আইন মানিয়া দ্বিতীয় অভিযোগের দরুণ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন; জজ সাহেব বিনাশ্রমে ছয় মাস কারাবাসের হুকুম দিলেন।

জজ সাহেব তাঁহার রায়ে আসামীর অনেক সুখ্যাতি করিলেন এবং দারোগার বহু নিন্দা করিলেন। তিনি লিখিলেন, দারোগার উচিত ছিল, ফকির প্রভৃতিকে চালান দেওয়া, তাহা না করিয়া দারোগা বিদ্বেষ বশতঃ আসামীকে পরস্ত্রীহরণ অপরাধে চালান দিয়াছে। এই রায় পড়িয়া দারোগা মহাক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার ইচ্ছা হইল, আহাম্মুক জজটার মাথা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন, কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়, বিবেচনা করিয়া তিনি জজের প্রিয় আসামী শঙ্করকে জব্দ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। শঙ্কর এক্ষণে ছয় মাসের জন্যে শ্রীঘরে চলিলেন; ফিরিয়া আসিলে দারোগা তাহাকে দেখিয়া লইবেন।

এই ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে সহর আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। শিবু তাহার কুঁড়ে-ঘরে নলিনী ও চণ্ডালিনীকে রাখিয়াছিল। ছোট একখানি খড়ের ঘর, কোলে একটু দাওয়া। এই দাওয়াতে শিবু একগাছা মোটা লাঠি লইয়া রাত্রিতে পড়িয়া থাকিত, ভিতরে মেয়ে দুইটি শুইত। শিবু নিজে তাঁতে কাপড় বুনিয়া তাহাদের পরিতে দিয়াছিল, নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাদের দুই বেলা খাইতে দিত। চণ্ডালিনীকে মা বলিত। অবমানিতাকে মেয়ে বলিত। সুখ-দুঃখের মধ্যে তাহাদের কয়েক মাস স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল।

কিন্তু পাড়ার ভদ্র ব্যক্তিরা ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্রথমে শিবুর চরিত্র আক্রমণ

করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। শিবু সে সব নিন্দা বা আক্রমণে একটুও বিচলিত হইল না। তখন তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া শিবুকে উপদেশ দিলেন, নলিনীকে তোমার ঘর হইতে এখনি দূর করিয়া দেও। তাঁহারা ইহাও বলিলেন, তুমি চণ্ডালিনীকে গৃহে রাখিতে পার, কিন্তু অবমানিতা রমণীকে ঘরে স্থান দিতে পার না; যদি স্থান দেও, তোমাকে শুদ্ধ আমরা তাড়াইব। শিবু একটুও ভীত হইল না; সহাস্যে কহিল, "গোল করো না বাবুরা—ঘরে যাও।"

কয়েক দিবস পরে পাড়ার ব্যক্তিরা শুনিলেন, শঙ্কর জেলখানায় থাকিয়া নলিনীর শুদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন। শুনিয়া তাঁহারা মহা কুপিত হইলেন এবং প্রতীকার-মানসে শিবুর গৃহে আসিয়া শিবু ও নলিনীকে শুনাইয়া কহিলেন, "আমরা বেঁচে থাকতে এ সহরে শুদ্ধিটুদ্ধি চলবে না। দুটো মন্তর পড়ল আর ম্লেচ্ছ হিন্দু হয়ে গেল! এ সব কি কাজের কথা?"

"শঙ্করদা যখন বলেছেন ম্লেচ্ছ শুদ্ধিপ্রভাবে হিন্দু হয়, তখন নিশ্চয়ই হয়।"

"তোমার শঙ্করদা কি কখন শাস্ত্র পড়েছে? শাস্ত্রের সে কি জানে?"

"তিনি সব জানেন। আপনারা শাস্ত্র পড়েছেন, তিনি শাস্ত্র অনুভব করেছেন। যান—আপনারা বাড়ী যান।"

তার কয়েক দিন পরে একদা গভীর রাত্রিতে শিবুর ঘরখানি সহসা জ্বলিয়া উঠিল। শিবু আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিল না—মেয়ে দুইটিকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। দুই কক্ষে দুই জনকে লইয়া নিকটবর্ত্তী এক আম্র-কাননে তাহাদের রাখিয়া আসিল। পরে তৈজসপত্রাদি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। দণ্ডখানেক পরে আম-বাগানে গিয়া দেখিল, নলিনী নাই। ভিখারিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বড় বেশী কিছু জানিতে পারিল না। চতুর্দ্দিকে নলিনীকে অন্বেষণ করিল। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইল না।

৭

সহরের ধনবান্ ব্যক্তিরা শিবুকে চিনিতেন না। তাহার ঘর পুড়িয়া যাইবার পর কেহ কেহ তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। উকীল রতন বাবু শিবুর বসবাসের জন্য একখানি টিনের ঘর তৎপরতার সহিত তুলিয়া দিলেন। শিবু চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধাকে লইয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিল।

ছয় মাস অল্প দিন, ছয় মাস আবার অনেক দিন। অনেক দিন হইলেও শঙ্করের মুক্তির দিন সমাগত হইল। সহর চঞ্চল হইল। একদল সাজিল শঙ্করকে জেলখানা হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে, আর একদল শঙ্করকে পুনরায় জেলে পাঠাইবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মুক্তির দিন প্রভাতে সহরের বড় বড় লোক গাড়ী, ঘোড়া, মোটর লইয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর তখন শুধু তাঁহার দলের নয়, শঙ্কর তখন হিন্দুর। বহু হিন্দু তাঁহাকে ফুলমালায় বিভূষিত করিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাইল। অবশেষে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া গৃহে আনিল।

সহরের বড় বড় লোক যাহাকে সম্মান জানাইল, তাহাকে নফর ভট্‌চায আদর ও যত্নের সহিত গৃহে তুলিলেন। পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিরা শঙ্করকে জাতিচ্যুত করা দূরে থাক্, এক্ষণে তাঁহারা শঙ্করের যশোগানে পঞ্চমুখ হইলেন! তাঁহারা গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, শঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার গৃহপ্রবেশে আপত্তি করিবেন।

অভ্যর্থনার অভিনয় সাঙ্গ হইলে শঙ্কর তাঁহার দোকানে গিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইলেন। মিহিরকে কহিলেন, "তুমি যশোর থেকে কাদুকে লইয়া এস—এই সপ্তাহের মধ্যে ভাই কর্ম্মানন্দ আসিয়া কাদুকে শুদ্ধ করিবেন। আরও কয়েক জন অহিন্দুর শুদ্ধি-উৎসব সেই দিন সম্পাদিত হইবে।"

শিবু নিভৃতে কহিল, "নলিনী দিদির কোথাও সন্ধান পেলাম না, কি করব দাদা?"

"তাহার সন্ধান নেবার আর প্রয়োজন নেই।"

মিহির আসিয়া কহিল, "কাদুকে শিবুর বাড়ীতে রেখে এলাম শঙ্কর দা।"

"পাহারা বন্দোবস্ত করেছ? ফকিরকে বিশ্বাস নাই।"

"শিবু একাই একশ', পাহারা দরকার নেই!"

"শুদ্ধিটা হয়ে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হই মিহির।"

"কা'র সঙ্গে কাদির বিয়ে স্থির করলে শঙ্করদা?"

"তুমি তাকে বিয়ে করতে পার মিহির?"

"না। পরকে উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু নিজে পারি না।"

"যে কাদুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিয়ে করবে, তারই হাতে আমি ওকে দেব।"

"কোন ভদ্র সন্তান ওকে ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করবে না।"

"ভদ্র অভদ্র বুঝি না মিহির, যার হৃদয় বড়, যে

দেশের স্বার্থকে বড় মনে করে, সেই আমার বিবেচনায় ভদ্র। লেখাপড়া একটু আধটু শিখে ধুতি-জামা পরলেই লোকে ভদ্র হয় না।"

এমন সময় একজন সিপাহী আসিয়া শঙ্করকে কহিল, "দারোগা বাবু আপনাকে ডাকচেন।"

শঙ্কর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কেন ?"

"হামারা মালুম নেই।"

"এবার কত দিনের জন্যে ?"

সিপাহী উত্তর না করিয়া একটু হাসিল। অতঃপর শঙ্কর তাহার সঙ্গে থানাভিমুখে চলিলেন।

৮

থানায় আসিয়া শঙ্কর হাসিতে হাসিতে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার কি খবর মশাই!"

দারোগা—"এবার সংবাদ শুভ, জজ্ ও জুরী পর্য্যন্ত এবার আপনাকে যেতে হবে না।"

"তা হ'লে ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত ?"

"আপাততঃ তাই বটে।"

"তা হ'লে এ দু'দিনের ভেতর বড় রকম কোন অপরাধ করি নি—"

"কর্‌লেও আমাকে ত তা ঢেকে নিতে হবে, জানেন ত আমি আপনার পরম বন্ধু।"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। আপনার ন্যায় আমার হিতৈষী ফকির সেখও নয়। যা'ক, অজুহাতটা কি শুনি ?"

"মুসলমানরা দলে দলে আমার কাছে এসে নালিশ করচে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—ব'লে যান।"

"আপনি নাকি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধাবার চেষ্টা কর্‌চেন। মুসলমানরা নিরীহ দুর্ব্বল---"

"আর হিন্দুরা অত্যাচারী ও প্রবল। তার পর ?"

"আপনি নাকি মুসলমানদের পীড়ন করবার অভিপ্রায়ে কোলকাতা হ'তে গুণ্ডার সর্দ্দার করমানন্দকে আনচেন—"

"অত বেশী কথায় কাজ কি, আমার সেই পুরণো ঘরটায় ঢুকে পড়ব কি ?"

"আমি কি করব বলুন -আপনি ত সব বুঝচেন —আইনে আমাদের হাত-পা বাঁধা।"

"তা' বৈ কি" এই বলিয়া শঙ্কর হাসিতে হাসিতে হাজতঘরে প্রবেশ করিলেন। কপাট বন্ধ হইল।

অল্পসময়ের মধ্যে সহরময় রাষ্ট্র হইল, শঙ্কর আবার হাজতে গিয়াছেন। শিবু শুনিল, কাদিও শুনিল। শিবু থানায় শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কাদি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাচ্ছ কাকা ?"

"থানায়—শঙ্করদার কাছে!"

"আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই, তা হ'লে কি সেটা অন্যায় হবে ?"

"অন্যায় আর কি,—তবে—আচ্ছা চল্।"

কাদি চলিল থানায় শিবুর সঙ্গে। তখন বেলা চারটা। দারোগা বাবু হাজতঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, কি উপায়ে শঙ্করের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। দারোগাকে দেখিয়া কাদু আর বারান্দায় উঠিতে সাহস পাইল না—প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবু উঠিয়া গিয়া শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিল। শঙ্কর ভিতরে—শিবু বাহিরে—মধ্যে লোহার জালযুক্ত কপাট বা দ্বার।

দারোগা কাদুকে লক্ষ্য করিলেন। তিনি ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিলেন। কাদু বুঝিল না, দারোগা তাহাকে ডাকিতেছেন ; সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, আশে-পাশে দেখিল ; কেহ কোথাও নাই। তখন সে বুঝিল. দারোগা তাহাকেই ডাকিতেছেন। কিন্তু অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। দারোগা পুনঃপুনঃ তাহাকে ডাকিলেন। যে নররাক্ষস শঙ্করকে জেলে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহার মুখদর্শন করিতে কাদুর প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু কি করে, ভয়ে তাহাকে আসিতে হইল। অতি সঙ্কোচ ও বিরাগের সহিত অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে কাদু দারোগার সমীপবর্ত্তী হইল। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কাদি না ?"

"হ্যাঁ।"

"তুই এখানে কেন ?"

"বাবুকে দেখ্‌তে এসেচি।"

"আমাকে ?"

"না, শঙ্কর বাবুকে।"

"ওঃ, বুঝেচি। আচ্ছা বোস, দেখা করিয়ে দিচ্ছি।"

কাদি থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবু দূর হইতে সমস্ত দেখিল, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইল না। সে সরিয়া আসিয়া কাদিকে কহিল, "চল্ কাদি, ঘরে যাই।"

কাদি প্রস্থানোদ্যতা হইলে দারোগা কহিলেন, "কাদি এখন যাবে না, তুই যা।"

"আমিও তবে বসি, একসঙ্গে যাব।"

"তুই কার হুকুমে হাজতের আসামীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিস ? জেলে যাবার ভয় নেই ?"

"আর সে দিন নেই দারোগা মশাই, এখন জেল আর ঘর আমরা সমান মনে করি।"

"সিপাই—"

পাহারা আসিল। দারোগা কহিলেন, "এ উল্লুকটাকে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দেও।"

শিবু তাড়িত হইয়া থানা-কম্পাউণ্ডের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। যে স্থানে দাঁড়াইযাছিল, সে স্থান হইতে কাদিকে বেশ দেখা যাইতেছিল। কাদি ভয়ে ভয়ে দারোগাকে কহিল, "আমিও যাই—"

"তুই বোস, শঙ্করের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবি।"

কাদি তখন কাঁপিতেছিল। কহিল,"আজ থাক্—"

"এইচিস যখন, ফিরে যাবি কেন?—একটু বোস।"

কাদি আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না। একবার দূরে দণ্ডায়মান শিবুর পানে চাহিয়া দেখিল, তার পর নীরবে নতমুখে থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা কহিলেন, "সামনে স'রে আয় না কাদি—তোকে একটা কথা জিজ্ঞেসা করি, তুই কি শঙ্করের মুক্তি চাস?"

কাদি কথাটা ঠিক বুঝিল না, একটু সরিয়া আসিল; দারোগা পুনরায় জিজ্ঞেসা করিলেন, "তুই কি চাস শঙ্করকে আমি ছেড়ে দি?"

"হ্যাঁ।"

"দেখ্, এবার শঙ্কর ভয়ানক কাণ্ড করেচে; নলিনী ব'লে একটা মেয়ে আছে, শঙ্কর তাকে ভালবাসে, বিয়ে করবেও স্থির করেছিল। তার দাদা জীবন বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় শঙ্কর লোক লাগিয়ে তাকে বার ক'রে নিয়ে যায়। এখন তাকে নদীর ও-পারে একটা গাঁয়ে লুকিয়ে রেখেচে—কাল তার কাছে গিছল জীবন ধ'রে ফেলেচে। আজ সে নালিশ করায় আমরা শঙ্করকে গ্রেপ্তার করেচি; শঙ্করও দোষ স্বীকার করেচে—এবার আর রক্ষে নেই—পুলিপোলাও যেতে হবে; কিন্তু আমি এখনও তাকে রক্ষে করতে পারি।"

কাদি আর একটু সরিয়া দারোগার সম্মুখে আসিল; কহিল, "আপনি দয়া করুন।"

"দয়া করতে পারি তুই যদি—"

"আমাকে যা হুকুম করবেন, আমি তাই করব।"

"করবি ঠিক?"

"ঠিক।"

"আজ রাত এগারটার সময় তুই আমার এখানে চুপি চুপি একা আসতে পারবি?"

কাদি কথাটা বুঝিল; বুঝিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল। "তুই আমার কথাটা আগে বুঝে দেখ্, তার পর রাগ করিস্। শঙ্করের এবার খুব বিপদ্—পুলিপোলাও ওকে যেতেই হবে—জীবনে আর দেশে ফিরতে পারবে না। কিন্তু তুই যদি আমার কথা শুনিস্, তা হ'লে শঙ্করকে আমি ছেড়ে দেব—তোর দিব্যি, কাল সকালে আমি শঙ্করকে ছেড়ে দেব। রাত এগারটা মনে থাকে যেন— থানার ঘড়িতে যখন এগার ঘা পড়বে—তখন সেইখানে—বুঝেচিস ত? এখন তুই শঙ্করের সঙ্গে দেখা ক'রে বাড়ী যা'। আর দেখ্, এ কথা যদি তুই কাউকে বলিস্ বা কারুর সঙ্গে কোন পরমার্শ করিস্, তা হ'লে শঙ্করকে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারব—এখন যা'।"

কাদম্বিনী শঙ্করের সহিত দেখা না করিয়াই চলিয়া গেল। শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "দারোগা তোমাকে কি বল্‌ছিল কাদু?"

"মকর্দ্দমার কথা, নলিনী দিদির কথা। হ্যাঁ কাকা, নলিনী দিদি কোথা আছেন?"

"তোমার তা' জানবার দরকার নেই।"

উভয়ে নীরবে পথ চলিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে কাদি জিজ্ঞাসা করিল,"পুলিপোলাও কি কাকা?"

"সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপ-টাকে চল্‌তি কথায় পুলিপোলাও বলে।"

"সেখানে কি হয়?"

"সেখানে জেলখানা আছে, পুলিশ আছে; বড় বড় ডাকাত জোচ্চোর বদমাইসদের সরকার বাহাদুর সেখানে আটকে রেখে দেন।"

"তারা কি আর দেশে ফির্‌তে পায় না?"

"কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায় না, যে যেমন অপরাধ করে। তুমি এ সব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"আজ আর বকতে পারচি না, বুঝি জ্বর এসেছে!"

জ্বর না হউক, জ্বরের মতই একটা তীব্র যন্ত্রণা তাহার অন্তরকে তখন পীড়ন করিতেছিল। গৃহে ফিরিয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল। শুইয়াও শান্তি নাই, অবিরাম ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। রাত্রি যখন দশটা, তখন আর শুইতে পারিল না—উঠিল। উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। অন্ধকার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তার পর ভিতরে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারিল না—উঠিল—বাহিরে আসিল এবং এক মুহূর্ত্ত আর বিলম্ব না করিয়া থানার পথ ধরিল।

৯

পরদিন প্রভাতে শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ছ না কেন কাদু ?"

"শরীরটা ভাল নেই।"

"এখনও জ্বর ছাড়ে নি ?"

"জানি নে।"

শিবু কপালে হাত দিয়া দেখিল। বিশেষ গরম বলিয়া তাহার মনে হইল না; কহিল, "আজ আর ভাত খেও না—মুড়ি টুড়ি যা হয় খেয়ে থেকো। আমি শঙ্করদার খবর নিয়ে আসি।"

বেলা যখন দশটা, তখন শিবু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কহিল, "কাদু, শঙ্করদা খালাস পেয়েছেন।"

"হুঁ।"

"তোমার আনন্দ হ'ল না ?"

"হ'ল বৈ কি।"

"তুমি এখন ওঠ, তিনি তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

"আমাকে ? কেন ?"

"তা জানি নে।"

"বল গে আমি উঠতে পারচি নে।"

"তবে তাঁকে আবার এতটা পথ আসতে হবে।"

"আসবার দরকার কি ?"

"সেটা তাঁর মুখেই শুনবে।"

"আচ্ছা—আচ্ছা কাকা, একটা কথা জিজ্ঞেসা করব ?"

"কর।"

"নলিনী দিদির সঙ্গে তাঁর এখন বিয়ে হ'তে পারে ?"

"না।"

"হ'তে পারে না ? কেন ?"

"তোমার সে কথা শোনার দরকার নেই। এখন তুমি উঠ, উঠে হাত-মুখ ধোও।"

"আমাকে একটু চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে দেও।"

অগত্যা শিবু উঠিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, শঙ্কর আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কেহ নাই, তিনি সঙ্গী বর্জ্জন করিয়া একাকী আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিবু কহিল, "কাদু, শঙ্করদা আসছেন।"

কাদু আপাদমস্তক বসনে আবৃত করিল এবং দ্বারের দিকে পিছন করিয়া পড়িয়া রহিল। শঙ্কর আসিয়া ডাকিলেন, "কাদু!"

উত্তর নাই।

"তুমি কি ঘুমুচ্ছ ?"

"না।"

"তবে আমার কথার উত্তর দেও।"

"বলুন।"

"তুমি কি কাল রাত এগারটার সময় থানায় গিছলে ?"

কাদু নীরব।

"কথায় উত্তর দেও।"

"গিছলাম।"

"তা হ'লে আমি ঠিকই দেখেছিলাম। কিন্তু কাদি, আমি নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করতে পা'রি নি।"

কাদি নিস্পন্দ, নিরুত্তর।

"তোমাকে আমি খুব ভাল ব'লে জানতাম, কিন্তু তুমি কি নীচ, কি ঘৃণিত! ছি ছি!"

বলিতে বলিতে শঙ্কর উঠিয়া পড়িলেন।

কাদি তদবস্থায় পড়িয়া রহিল—সমস্ত দিন জলবিন্দুও মুখে দিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল, তখন কাদি একখানি জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিল। এই কাপড়খানি শঙ্কর ছয় মাস পূর্ব্বে নদীর ঘাটে তাহাকে পরিতে দিয়াছিল। এখানি বালিকা তুলিয়া রাখিয়াছিল—আজ পরিল। কাপড়ের অভাব হইলেও সে এখানি পরে নাই; যখন কেহ কোথাও থাকিত না, তখন কাপড়খানিকে কোলের উপর লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। আজ সমস্ত দেহ এই জীর্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইল। নিকটে একটা ছোট পুকুর ছিল, তাহার ধারে গিয়া কাদম্বিনী বসিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু সে নির্ভয়। আকাশ দেখিল, পৃথিবী দেখিল; আকাশ উজ্জ্বল, পরজন্মের—অনেক আশা তাহার প্রাণে জাগাইল, পৃথিবী অন্ধকার, ইহকাল আশাশূন্য তাহাকে বলিয়া দিল। কাদি ধীরে ধীরে জলে নামিল।

পরদিন কাদম্বিনীর শব ভাসিয়া উঠিল। থানায় সংবাদ গেল; দারোগা বাবু তদন্ত করিতে পুষ্করিণী-তীরে আসিলেন। কাদম্বিনীকে দেখিবামাত্র দারোগা চমকিয়া উঠিলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া গেল। তিনি অস্থির হইয়া সমস্ত কথা শঙ্করের নিকট প্রকাশ করিলেন। শঙ্কর নির্ব্বাক্‌, স্তম্ভিত।—আত্মগ্লানিতে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। শিবু আসিয়া দেখিল, কাদম্বিনীর মৃতদেহ ক্রোড়ের উপর উঠাইয়া লইয়া শঙ্করনাথ অজস্রধারে রোদন করিতেছেন।

সমাপ্ত

অন্তরীণের বধূ

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অনেক দিন পরে মালদা জিলার একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। গল্পের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও সত্যের মাধুর্য্য আছে। তবে সত্য কথাটা গল্পলেখক ও পাঠকরা মোটেই পছন্দ করেন না। চমকিয়া উঠার মত গল্পে কিছু না থাকিলে নূতন সমালোচকের দল বলিবেন, লেখকের কল্পনাশক্তি অতি সামান্য। তা বলুন, কি করিব।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল নিমগাছি গ্রামে। গ্রামখানি ছোট হইলেও অনেকগুলি সরকারী আফিস সেখানে আছে। গ্রামের নীচে মহানন্দা মন্থরগতিতে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদী গ্রামের সম্পদ্।

নদীর ধারে থানা-ঘর। ঘরখানি ছোট, কিন্তু দারোগা আছেন আড়াই—বড়, ছোট ও জমাদার। বড় বনমালী বাবু বিচক্ষণ হইলেও বড় একটা উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহার দয়ার শরীর, পরকে পীড়ন করিয়া টাকা লইতে তিনি জানিতেন না। পরের কান্না দেখিলে তাঁহার কান্না আসিত। ছোট যতীন বাবু একেবারে উল্টা। পরের কান্না দেখিলে তাঁহার আনন্দ হইত। মফঃস্বলে যখন যাইতেন, তখন প্রজাদের না কাঁদাইয়া তিনি ফিরিতেন না। পরের অশ্রু তাঁহার প্রিয় ছিল। আড়াই নম্বরের জমাদার সাহেব, কড়াই ডালের বড়ীবিশেষ—ঝোলে ঝালে অম্বলে সবত'াতেই থাকিতেন। যতীন বাবুর সঙ্গে মফঃস্বলে গেলে গরীবদের উপর খুবই তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেন, আবার বনমালীর সঙ্গে গেলে গরীবদের দুঃখে অশ্রুপাত করিতেন।

থানা-ঘর হইতে কিছু দূরে একখানি ছোট চালা-ঘর ছিল। সেখানিও নদীর ধারে। খুব নিকটে লোকালয় নাই, একটু দূরে রেজেষ্ট্রী আফিস ও বাবুদের বাসা। এই চালা-ঘরখানি নির্ম্মিত হইয়াছিল অন্তরীণের বাসের জন্য। অন্তরীণ—না বন্দী, না স্বাধীন—ত্রিশঙ্কুর ন্যায় আকাশ পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। পুলিস-কর্ম্মচারীর ইচ্ছা হইলে তিনি যাহাকে তাহাকে ধরিয়া অন্তরীণ করিতে পারিতেন। তাহার বিচার হইত না, তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রমাণ লওয়া হইত না—তাহাকে মাতৃক্রোড় হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া দূরদেশে চালান করা হইত। তবে সরকার তাহাকে মাথা গুঁজিবার স্থান দিতেন, পেঠ ভরিয়া খাইতেও দিতেন। স্বেচ্ছামত গ্রামের ভিতর বেড়াইতে দিতেন, দেশে স্বজনদিগকে পত্র লিখিতে দিতেন, কাগজপত্র পড়িতে দিতেন ; গানবাজনায় সরকারের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নেশা করিতে দিতেন না।

অন্তরীণের ঘরখানির মেঝে মাটীর, দেয়াল কাঠির, ছাউনি খড়ের। লম্বায় আট হাত, চওড়ায় ছয় হাত। ঘরের সামনে একটুখানি দাওয়া, তাহারই একাংশ ঘিরিয়া রন্ধনশালার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরখানি বর্ত্তমানে খালি ছিল না—হতভাগ্য ললিতকুমার মিত্র তথায় বাস করিত। তাহার নিবাস খুলনা জিলায়, বয়স ২১ বৎসর, অপরাধ অজ্ঞাত। কলিকাতায় মেসে থাকিয়া ললিত এম, এস-সি পড়িত ; পরীক্ষা দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় সহসা এক দিন পুলিস তাহাকে ধরিয়া আনিয়া চালান দিল। জলপাইগুড়ীর কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানে তাহাকে কিছু দিন থাকিতে হইয়াছিল। তাহার শরীর যখন বেশ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে স্বাস্থ্যকর নিমগাছিতে বদলী করিলেন।

নিমগাছিতে আসিয়াই যে তাহার শরীর সারিল, এ কথা বলা যায় না; তবে অনেকটা সুস্থ হইল। নদীবক্ষ ভেদ করিয়া ষ্টীমার, বড় নৌকা, পান্সী যাতায়াত করিত, তাহা সে শয্যায় শুইয়া শুইয়া আগ্রহান্বিত চিত্তে দেখিত, দেখিবার কিছু পাইত বলিয়া তাহার কত আনন্দ। যখন সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল, তখন সে সময় সময় নদীর ধারে আসিয়া বসিত। কত চিল জলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিরীহ মাছকে লইয়া পলাইত, তাহা সে ব্যথিতচিত্তে দেখিত। তাহার ইচ্ছা করিত, মাছকে সতর্ক করিয়া দিতে, কিন্তু সতর্ক করিবার অবসর পাইত না—বলবান্ চিল দুর্ব্বল মাছকে ধরিয়া লইয়া মহাবেগে প্রসন্নচিত্তে উড়িয়া যাইত। ললিত এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিত না—উঠিয়া ঘরে ফিরিত।

মাঝে মাঝে ললিত থানা-ঘরে বনমালীর পাশে আসিয়া বসিত। তিনি ললিতকে একটু স্নেহ করিতেন। হাঁসপাতাল হইতে তাহাকে ঔষধ আনাইয়া দিতেন, নিজের ঘর হইতে পথ্যাদি যোগাইতেন, পরিচর্য্যার জন্য এক জন বয়স্কা নারী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে সাধ্যমত বুঝিতে দিতেন না যে, সে বন্দী। পুলিসের হাতে অন্তরীণ সচরাচর যে ব্যবহার পাইয়া থাকে, বনমালী ললিতের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। সরকার বলিয়া দিতেন না, অভাগাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার কর, তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত কর, তাহাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত কর। যে শক্তিমান্, সে দুর্ব্বলকে পীড়ন করে না: পীড়ন করে ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীরা। যাহার শক্তি নাই, সে শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করে। সরকারের অজ্ঞাতে অত্যাচার হইলে তাহার প্রতিবিধান সম্ভবপর হইত না। যাহার চক্ষু দিয়া সরকার দেখিবেন, সে ভুল দেখাইলে সরকার কি করিবেন?

যে নারী পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার নাম নিত্য। সে জাতিতে কৈবর্ত্ত, বয়স চল্লিশ; তাহার রং কালো হইলেও তাহাকে দেখিতে ভদ্রঘরের মেয়ের মত; কথাবার্ত্তা চাল-চলন সব ভাল। দাসীপণা সে কখন করে নাই, করিবার প্রয়োজন হয় নাই। স্বামী কিছু জমীজমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই নিত্য ও তাহার কন্যা বিনুর এক রকম চলিয়া যাইত। পরের দ্বারে কখন আঁচল পাতিতে হয় নাই। মায়ে ঝিয়ে দুই জনই বিধবা। সাত বৎসর বয়সে কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ হইয়াছিল; বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে হাতের 'নোয়া' খুলিয়া বাপের ঘরে সে ফিরিয়া আসিল। বাপ-মা কাঁদিল, মেয়ে কিন্তু নিশ্চিন্ত হইল,—বাপ-মাকে ছাড়িয়া তাহাকে আর শ্বশুরঘরে যাইতে হইবে না। এখন তাহার বয়স ১৫ বৎসর।

২

ললিতের মাঝে মাঝে প্রবল জ্বর হইত। জ্বরের সখা কম্প অগ্রবর্ত্তী হইয়া জ্বরকে আহ্বান করিয়া আনিতেন। এক দিন বৈকালে কম্পটা কিছু বেশী হইল; অথচ গায়ে দিবার লেপ বা কম্বল ছিল না। গ্রীষ্মকালে গাত্রবস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, সুতরাং সরকার কম্পকে দমন করণার্থে কোন উদ্যোগ-আয়োজন করেন নাই। কম্প-দৈত্য নিরস্ত্র প্রজাকে নিঃসহায় পাইয়া পীড়ন আরম্ভ করিল। কাঁপিতে কাঁপিতে ললিত কহিল, "আমার গায়ে কিছু চাপা দাও, নিত্য।"

নি। কি চাপা দেব? কিছুই ত দেখছি না।

ল। কাপড়-চোপড় যা হয়,—

বিনু সেখানে ছিল; কহিল, "আমাদের বাড়ী থেকে কাঁথা এনে দেব, মা?"

নি। আমাদের কাঁথা বাবুর গায়ে? ছি!

ল। আমি বাবু নই, আমি তোমার ছেলে, মাসী,—এক মাস তোমরা আমার যে যত্ন করেছ।

নিত্য মেয়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, "যা', দৌড়ে যা—ভাল কাঁথা আনিস।"

বিনু ছুটিল। ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে যতীন দারোগার সহিত দেখা হইল। তিনি কহিলেন, "কোথা যাচ্ছ, বিনু?"

বিনু মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া অধোমুখে কহিল, "কাঁথা আনতে।"

"কাঁথা কি হবে?"

"বাবুর জন্যে—তাঁর জ্বর হয়েছে।"

"ওরে বাপ রে! সে বেটা আমার চাকরের যুগ্যি নয়, সে হ'ল বাবু! দেখছি, তোরাই ওর মাথা খেলি।"

বিনু কোন উত্তর না দিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল। যতীন কহিল, "দেখ বিনু, তোরা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিস্; ওখানে যাওয়া তোদের বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।"

সে কথারও বিনু কোন উত্তর করিল না। যতীন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "দেখ, আমার কথা যদি না শুনিস্—"

"বাবু, ও সব কথা বলবেন না।"

"কেন, তুমি কি সতীলক্ষ্মী?"

'আমরা গরীব হ'লেও আমাদের ধর্ম্ম আছে।"

সে ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিল। পশ্চাতে যতীন গজরাইতে লাগিল।

বিন্নুর ঘর নিকটে—রেজেষ্ট্রী আফিসের পশ্চাতে। বিন্নু ঘর খুলিয়া দুইখানি কাঁথা বাছিয়া লইল। নিজের একখানি বাসি-করা কাপড় বাহির করিয়া কাঁথা দুইখানি তাহাতে জড়াইল এবং ঘর বন্ধ করিয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, তাহার মা রোগীকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুক দিয়া চাপিয়া রহিয়াছে। মায়ে ঝিয়ে তাহাকে কাঁথা চাপা দিয়া ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল। ললিত কহিল, "আমি বেশ ছিলাম মাসী-মা, কেন আমাকে শুইয়ে দিলে?—আমি অনেক দিন মায়ের আদর পাই নি।"

নিত্যর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। ললিত কহিল, "ঘরে আছে আমার মা, ভাই, বোন্; এখানে আছ তুমি, বন-মালী-দা, আর বিন্নু।"

"তোমার—আপনার—কি বিয়ে হয় নি!"

"ছেলেকে তুমি বোলো, মাসী-মা।"

"তোমার বিয়ে হয়েছে, বাবা?"

"না, হয় নি। পাসটা দিয়ে বিয়ে করবার কথা ছিল।"

"তা' এরা তোমাকে ধ'রে আন্‌লে কেন?"

"তা' ত জানি না, মাসী-মা।"

"বিনা দোষে তোমাকে ধরলে?"

"রাজার চোখে হয় ত আমি দোষ ক'রে থাকব, কিন্তু আমি আজও তা বুঝতে পারি নি। কালেজে যেতাম, আর ঘরে ব'সে পড়া করতাম। এই ক'রেই আজ আমি একুশ বছর পূর্ণ করেছি। কারুর সঙ্গে মিশি নি, থিয়েটার-বায়স্কোপে যাই নি; বিকেলে শুধু একটু খেলা করতে যেতাম। সময় সময় ভাবি, কোন্ অপরাধে আমার এই দণ্ড।"

নিত্য ও বিন্নু নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। ললিত একটু জল চাহিল। নিত্য জল দিয়া কহিল, "তুমি অত বোকো না।"

ললি। জ্বর হ'লে বোক্‌তে ইচ্ছে করে। তোমরা আছ, তাই বোক্‌ছি, নইলে গান ধরতুম।

বিন্নু। ডাক্তার বলেছিলেন, জ্বর বেশী হ'লে মাথায় জলপটী দিতে; দেব?

ললি। দেও।

বিন্নু জলপটী কপালে লাগাইল। মাটীতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বাটিতে একটু জল লইয়া রোগীর মাথাটা বিন্নু দখল করিয়া বসিল। রোগী আরাম পাইল; কহিল, "তোমারই মত আমার একটি ছোট বোন্ আছে, বিন্নু। সে তোমার মত সুন্দর নয় বটে, কিন্তু—কিন্তু তোমারই মত অনাথা।"

নিত্য। তোমার ঘরে আর কে আছে, বাবা?

ললি। আছে বিধবা মা, বোন্, আমার চোখের মণি ছোট ভাই। তার বয়েস হবে সতর আঠার। পড়ছে আই এস সি, দৌলতপুরে। বাবা জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, কিছু রেখে যেতে পারেন নি। যা ছিল, তা' বেচে কিনে মা আমাদের তিন জনকে মানুষ করেছেন। মা আমারই ভরসা করতেন, তা' আমি ত এখানে।

নিত্য। তা হ'লে তাঁদের কি হবে?

ললি। কাকা হয় ত দেখবেন।

নিত্য। তিনি কোথায় থাকেন?

ললি। এলাহাবাদে। সেখানে তিনি এক জন বড় উকীল। জমীদারীও কিছু করেছেন। একটু জল, মাসী-মা।

নিত্য। বিন্নু ছুটে যা, কলসীতে জল নেই। আচ্ছা তুই বোস, আমি যাচ্ছি।

নিত্য কলসী লইয়া প্রস্থান করিল। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি খুব বেশী রকম জ্বর হয়েছে, বিন্নু?"

"এমন বেশী আর কি।"

"বড় এলোমেলো বোকছি না?"

"এলোমেলো ত একটুও নয়।"

"আমার বুকে একটু হাত দেও না বিন্নু, বুকটা কেমন করছে।"

বিন্নু হাত দিল। ললিত হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

স্থান ও বয়সের প্রভাবে ললিত ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হইল এবং দেহে বেশ বল পাইল। সে নিজে রাঁধিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিত্য বা বিন্নু তাহাকে সাহায্য করিত। ললিত রাঁধিতে জানিত না, নিত্য দেখাইয়া দিত। তরকারি কোন্ সময় চুলা হইতে নামাইতে হয়, ললিত তাহা জানিত না, বিন্নু পাশে দাঁড়াইয়া বলিয়া দিত। নিত্য বেতন লইত না, ললিতও মাসীকে বেতন দিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। সরকার হইতে ললিত যাহা মাসে মাসে খোরাকিস্বরূপ পাইত, তাহা বনমালী দারোগার কল্যাণে থাকিয়া যাইত—সামান্যই খরচ হইত। যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা সে ভাইকে পাঠাইয়া দিত।

নিত্যর ইচ্ছা করিত, সে-ও মাসে মাসে কিছু পাঠায়, কিন্তু তাহার যে পাঠাইবার মত কিছু নাই। ললিত একবার একজোড়া কাপড় কিনিয়া নিত্যকে দিয়াছিল। নিত্যর তাহাতে খুব রাগ। কহিয়াছিল, "পয়সাগুলো কেন এ রকম ক'রে নষ্ট কর বল দেখি?"

"মা-মাসীকে কাপড় দিলে কি পয়সা নষ্ট হয়, মাসীমা?"

"টাকা তিনটে থাকলে আমার বোন্‌পো-বোন্‌ঝির কত কাযে লাগত।"

"তোমার বোন্‌পো-বোন্‌ঝির চেয়ে আমার মা-মাসী বড়।"

নিত্য হার মানিয়া পলাইল।

এক দিন সকালে ললিত চুলায় ভাতের জল চড়াইতেছিল। অদূরে বসিয়া বিনু বাটনা বাটিতেছিল। জল চাপাইয়া ললিত বাঁশের খুঁটি ঠেস দিয়া চোখ বুজিল। বিনুর হাতে কয়েকখানি রূপার গহনা ছিল, হস্তান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ঝঙ্কার তুলিতেছিল। ললিত একাগ্রচিত্তে তাহাই শুনিতেছিল। এমন মধুর ধ্বনি ললিত পূর্ব্বে শুনে নাই। কত রকমের সুর, কত রকমের তাল। সপ্তসুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, ললিতের এমনই মনে হইল। বলয় কঙ্কণের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া কহিতেছিল, 'স'রে আয়'; কঙ্কণ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিতেছিল, 'তুমি কে গা ধনি!' এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ললিত তন্ময় হইল।

বিনু আড়নয়নে মাঝে মাঝে ললিতকে দেখিতেছিল। বুঝিল না, কেন সে চুপ করিয়া মুদ্রিত-নয়নে বসিয়া রহিয়াছে। নীরবতা তাহার অসহ্য হইল, নতমুখে কহিল, "এবার চাল ছেড়ে দিন, জল হয়ে গেছে।"

ললিত হাঁড়িতে চাল ছাড়িয়া দিল। বিনু জিজ্ঞাসা করিল, "জীরে-মরিচ বাট্‌ব?"

"তা তআমি জানি না।"

"কি রাঁধবেন?"

"তা' তুমি জান, বিনু।"

বিনু চক্ষু উঠাইয়া এই নিঃসহায় যুবকের পানে চাহিল। ললিত কহিল, "আশ্চর্য্য হবার ত কিছুই নেই, বিনু; মাসী-মা যা করতে বলেন, আমি তাই করি, যা খেতে বলেন, তাই খাই। আমি যে এ সব কিছু বুঝি না।"

বি। কলকাতায় কি করতেন?

ল। মা ব'লে দিয়েছিলেন, একমনে লেখাপড়া করতে, আমি তাই করতাম; হোটেলে থিয়েটারে যেতে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন, আমি কখন সেখানে যাইনি।

বি। আপনার দেখা-শুনা কে করত?

ল। আমার এক সহপাঠী ছিল, সে আমাকে বড় ভালবাসত। রোগ হ'লে দেখত, অভাব হ'লে টাকা ধার দিত, আমার জন্যে মেসের ঝি-চাকরদের সঙ্গে ঝগড়া করত, আরও কত কি সে করত।

বি। তিনি ত এখন আপনার খোঁজ নেন না—

ল। তাকেও যে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে। তার বাক্সে একখানি গীতা, একখানি চণ্ডী, তিলক—দেশবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জনের ছবি, এই রকম কি সব পাওয়া যায়। তাতে আমাতে এক ঘরে থাক্‌তাম, সেই জন্যে আমাকেও ছাড়ে নি, ধ'রে এনে এ-দেশ ও-দেশ ঘোরাচ্ছে।

বি। ও মা! বই রাখা দোষের না কি? আমাদের ঘরের যে রামায়ণ-মহাভারত আছে; সে দু'খানা কি ফেলে দেব?

ল। কি করা উচিত, তা আমি বলতে পারি না। হয় ত স্কুল-কালেজের বা ইংরাজী বই ছাড়া অন্য কেতাব রাখা দোষের।

বি। আমাদের ঘরে যে ছবিও আছে—

ল। কার ছবি।

বি। জগন্নাথদেবের ও মা কালীর—

ল। মা কালীর ছবি রাখা হয় ত দোষের—

বি। কেন?

ল। মায়ের হাতে যে খাঁড়া আছে, গলায় যে মুণ্ডমালা আছে; ওগুলো যে দোষের—

বি। তা মা কালী ত ও সব এখন ফেলে দিতে পারেন না।

নিত্য আসিয়া পড়িল; জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি কথা হচ্ছে?"

বি। মা, রামায়ণ-মহাভারত পুড়িয়ে ফেলতে হবে, মা কালীর ছবিখানাও লুকুতে হবে—

নি। কেন বল্ দেখি?

বি। ও সব ঘরে রাখ্‌লে পুলিসে না কি ধ'রে নিয়ে যাবে।

নি। দুর পাগ্‌লী! ঠাকুর-দেবতার ছবি রাখলে পুলিসে ধরবে কেন?

বি। মা যে জিব মেলে খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন—

নি। সকলেই ত মা কালীর ছবি ঘরে রাখে, আমাদের বেলাই দোষের হ'ল?

বি। শোন না—বাবুর বন্ধুকে এই জন্যে ধ'রে

নিয়ে গেল, বাবু তাঁর সঙ্গে এক ঘরে ছিলেন ব'লে বাবুকেও ছাড়ে নি।

নি। ও মা, সত্যি না কি! তবে বই দু'খানা তুই এখুনি সরিয়ে ফেল। তুই আবাগী মহাভারত না প'ড়ে যে থাকতে পারিস নে। ছবির কি করবি? রোজ সকালে উঠে ঠাকুরের চরণে পেরণাম করি, সে সুখও ঘুচল। কি যে পোড়া আইন করেছে!

বি। তুমি এক কায কর মা—বড়বাবুর কাছে গিয়ে সব বল গে; তিনি যা বলবেন, সেই মতই করা যাবে।

নি। সেই ভাল, আমি তবে চল্লুম। তুই এই ঝিঙে উচ্ছে ক'টা কুটে দে—কাঁচকলাটা—

বি। তুমি যাও না, আমি যা হয় করছি।

৪

কয়েক দিন পরে ছোট ভাই মোহিতের নিকট হইতে একখানা পত্র আসিল। থানা হইতে পাহারাওয়ালা খোলা চিঠি দিয়া গেল। ললিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেখানে তখন নিত্য ও বিনু বসিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। পড়িতে পড়িতে ললিতের মুখখানি মলিন হইয়া গেল। নিত্য ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর সকলে ভাল ত?"

ল। তা' এক রকম আছে।

নি। তবে আবার কি হ'ল?

ল। হয় নি কিছু। মোহিতের আই এস-সি পরীক্ষা কি না—

নি। সে ত ভাল কথা—

ল। পরীক্ষা দিতে হ'লে আগে টাকা জমা দেওয়া দরকার।

নি। কত টাকা?

ল। ত্রিশ।

নি। টাকা আর ফিরিয়ে দেবে না?

ল। না। ফেরাবে কেন?

নি। টাকাটা কে নেয়?

ল। সরকার।

নি। কেন, তাঁর কি টাকার এতই দুঃখু যে, গরীব ছেলেদের কাছ হ'তে টাকা না নিলে তাঁর চলবে না? স্কুলে মোটা মোটা বেতন নিচ্ছেন, আবার এতগুলো টাকা ছেলেদের কাছ হ'তে নেওয়া! এই বিনুর বাপ ত পাঠশালা করতেন, কে কি দিত? দু' চার আনা মাইনের উপর কখন-সখন মুলোটা বেগুনটা। শুনেছি, সেকালে ভট্‌চাজ্জিরা ঘরে পোড়ো রাখতেন, তাদের খেতে দিতেন, কখন একটা পয়সাও নিতেন না। এখন এ হ'ল কি! বিদ্যে বেচা! তাও আবার এতগুলো টাকা নিয়ে! ছি!

ললিত কোন উত্তর করিল না, বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনু কহিল, "সেখানে মায়ের হাতে হয় ত টাকা আছে—"

ল। না বিনু, কিছু নেই। যা পাঠাই, তাইতে কোন রকমে চলছে।

বি। কাকা কি কিছু দেবেন না?

ল। তার দেবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু কাকীমা দিতে দেন না।

বি। কাকার ছেলেদের লিখলে হয় না?

ল। তাঁর ছেলে-মেয়ে কিচ্ছু নেই। কাকীমা'র বোন্ ভাই, তাদের ছেলেপিলে—

বি। বুঝেছি; চিঠিপত্রও বোধ হয় কাকার হস্তগত হয় না?

ল। সময় সময় তাই মনে হয়।

বিনু একটু কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে টাকা জমা দিতে হবে?"

"দিন পনরোর মধ্যে দিতে হবে লিখেছে।"

বিনু ও তাহার মা কাযকর্ম্ম সারিয়া ঘুরে চলিয়া গেল। ললিত একাকী বসিয়া ত্রিশ টাকা কিরূপে পাওয়া যায়, তাহার চিন্তা করিতে লাগিল। যখন কোন উপায় তাহার মাথায় আসিল না, তখন ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া টাকার চিন্তাটা এক বারেই ছাড়িয়া দিল।

দুই দিন পরে ললিতের পাকঘরের পাশে বসিয়া বিনু যখন মসলা পিষিতেছিল, তখন তাহার হস্ত-তাড়নায় সপ্তসুর আর বাজিয়া উঠিল না। ল[illegible] বিস্মিত ও নিরাশ হইল! সে যে ঐ সময়টার প্রতীক্ষা প্রত্যহ করে। তাড়াতাড়ি নদীতে স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া দেখে, বিনু শিল নোড়া পাতিয়া বসিয়াছে কি না। আজ অনেকখানি আগ্রহ লইয়া ললিত যখন মধুর ঝঙ্কার শুনিতে চুলার সা[illegible] মুদ্রিতনয়নে বসিল, তখন আর সপ্তসুর বাজিয়া উঠিল না—নৈরাশ্যের তীক্ষ্ণ শল্যে আহত হইয়া সে চমকিয়া উঠিল—আঁখি মেলিয়া দেখিল, বীণার তার নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাট্‌না বাট্‌তে বস্‌লে যা' শুন্‌তে আমি ছুটে আসতাম, তা' আজ শুনতে পাচ্ছি না কেন, বিনু?"

বি। আপনি কি শুন্‌তে আস্‌তেন?

ল। তোমার বালা-চুড়ীর শব্দ।

বি। ও মা, আপনি বুঝি চোখ বুজে তাই শুনতেন?

ল। আমি চোখ বুজতাম না, শত চক্ষু খুলে দিতাম—শত চক্ষু দিয়ে সেই সঙ্গীতের মূর্ত্তি দেখতাম—

বিনু চুপ করিয়া গেল—মশলা আর বাটিতে পারিল না। উঠিয়া বাড়ী গেল; মাকে কহিল, "তুমি ওখানে যাও, রান্না-বান্নার ব্যবস্থা ক'রে দাও গে।"

"তুই তবে গরুর জাবটা দে।"

নিত্য হাত ধুইয়া প্রস্থান করিল। দণ্ডখানেক পরে ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল, বিনু জাব দেয় নাই—দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। মা কহিল, "ও মা, তুই চুপ ক'রে ব'সে আছিস। জাব দিলি নে?"

"ভুলে গেছি মা।"

"তুই কি ভাবছিস বল্ দেখি?"

"ভাবছি, হাতের গহনাগুলো কি ক'রে ফিরিয়ে আনা যায়।"

"এই ত বাঁধা দিলি, এর মধ্যে ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস?"

"আমার গোট ও মল বাঁধা রাখ্‌লে ত্রিশ টাকা হয় না, মা?"

"তা হয় বই কি।"

"তবে তাই কর না; হাতের গয়না ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

জননী তাহাই করিল।

৫

কয়েক দিন পরে একদা প্রভাতে বিনু দাওয়ায় বসিয়া মশলা বাটিতেছিল, আর চুলার পাশে বসিয়া ললিত মুদ্রিত-নয়নে কঙ্কণঝঙ্কার শুনিতেছিল। বাটা শেষ হইলে ললিত কহিল, "এমন মিষ্ট শব্দ আর কারুর হাতে হয় না কেন, বিনু? আমি গান শুনেছি, এস্রাজ, সেতার, হারমোনিয়াম শুনেছি, কিন্তু তাদের সুর ত' মূর্ত্তি ধ'রে আমার সামনে কখন দাঁড়াত না। তুমি আমাকে কি শোনাও, কি দেখাও, তা তোমাকে কি ব'লে বোঝাব, বিনু! আমার সমস্ত শিরা আনন্দে নেচে উঠে—আমি আত্মহারা হয়ে যাই।"

"আপনি কি যে বকছেন!"

"আমি বকছি অতি সামান্য—বুকে আছে অনেক—"

"আমি ত কাল হ'তে আর বাটনা বাটতে আসব না।"

"আমিও তবে আর রাঁধব না।"

পরদিবস বিনু ঠিক সময়ে আসিল। ললিত হাসিয়া কহিল, "আমি জানি, তুমি আসবে।"

"কি ক'রে জানলেন?"

"তুমি যে আমাকে ভালবাস, বিনু! আমি না খেলে তুমিও যে উপবাসী থাকতে।"

এমন সময় জনৈক সিপাহী আসিয়া একখানা খোলা চিঠি ললিতের হাতে দিল। ললিত কহিল, "এ ত দেখছি মোহিতের চিঠি। পড়তে ইচ্ছে করছে না। টাকা জমা দেওয়া হয় নি, পরীক্ষা দিতে পারলে না, এই সব লিখেছে। না, না, এ কি!—শোন, বিনু, আমি না কি তাকে টাকা পাঠিয়েছি; টাকা জমা দিয়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। এ কি জাল চিঠি! না, এ ত তারই হাতের লেখা। কিন্তু এ কি রকম হ'ল! শুনছ বিনু, আমি না কি তা'কে দশ দিন আগে টাকা পাঠিয়েছি! ত্রিশ পয়সা যা'র সম্বল নেই, সে না কি ত্রিশ টাকা পাঠিয়েছে! তোমরা দুধ দিচ্ছ, বনমালী-দা চাল-ডাল দিচ্ছেন, তাই কোন রকমে চ'লে যাচ্ছে।"

বিনু কোন উত্তর করিল না,—অধোমুখে বসিয়া রহিল। নিত্য আসিয়া কহিল, "তুই যে এখনও ব'সে বিনু, জলটল আন্‌তে হবে না?"

ললি। শুনছ মাসী-মা, আমি না কি মোহিতকে টাকা পাঠিয়েছি ফিজের জন্যে—

নিত্য। তাই লিখেছে না কি?

ললি। তবে আর বলছি কি?

বিনু। বড় বাবু আস্‌চেন,—

বনমালী আসিয়া কহিলেন, "আমি বদলী হয়ে যাচ্ছি ললিত—হুকুম এসেছে।"

ললিত স্তম্ভিত হইল। ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া কহিল, "এ দণ্ড আমারই মাথায় পড়ল। এত দিন বড় ভাইয়ের স্নেহ-যত্নের মধ্যে ছিলাম, সে সুখটুকুও বিধাতার সহ্য হ'ল না।"

বন। আমি সদরে বদলী হয়ে যাচ্ছি; সাহেবকে তোমার কথা বলব, তিনি যদি তোমার মুক্তির কোন উপায় করতে পারেন।

ললি। কাকাও না কি গভর্মেণ্টের সঙ্গে লেখালেখি করছেন।

বন। তা ত আমি মোহিতের চিঠিতে দেখছি। এখন টাকার কি হ'ল? কি টাকা টাকা লিখেছে, চিঠিখানা পড়বার অবসর হ'ল না।

ললি। লিখেছে, আমি না কি তাকে ফিজের জন্যে ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। অথচ আমি এক

পয়সাও তাকে এর মধ্যে পাঠাই নি। আপনি হয় ত পাঠিয়েছেন—

বন। আমি? আমি টাকা পাঠাব? আমরা পুলিসের লোক, টাকা আমরা কাউকে দিই না, টাকা নিই।

ললি। আপনি তবে আমাকে চাল-ডাল দিতেন কেন?

বন। প্রজারা দিয়ে যেত প্রচুর, আমি ত আর তা বেচতে পারি না, আমাদের খেয়ে দেয়ে যা থাকৃত, তোমাকে তা পাঠিয়ে দিতাম। আমি এখন যাই—অনেক কায আছে।

ললি। কবে যাবেন?

বন। কবে না কি! পুলিসের চাকরী আজই রাতে।

ললিত শুষ্কমুখে সজলনয়নে বসিয়া রহিল।

৬

ছোট বড় হইল—যতীন দারোগা থানার ভার পাইয়া হতভাগ্য ললিতকে কষ্ট দিতে লাগিল। পীড়কেরই ক্ষতি, পীড়িতের লাভ। এক জন পাপ আহরণ করে, অপরের পাপ ক্ষয় হয়! ইহা যেমন নিশ্চিত যে, উৎপীড়িত হিন্দু এক দিন পাপমুক্ত হইয়া অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় দীপ্যমান হইবে, ইহাও তেমনই নিশ্চিত, পীড়ক এক দিন পাপ-মলিন হইয়া অন্ধকারে আত্ম-গোপন করিবে। বিধাতার এ অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই, ঘটিবেও না। ক্ষুদ্র যতীন তাহা না বুঝিয়া ললিতকে আহারে, বিহারে, ভ্রমণে, শয়নে, পীড়া দিতে লাগিল। ললিত একবার একটু প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, "রাতে পাহারাওয়ালারা বার বার জাগালে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়।" একটিনি বড় দারোগা মুখবিকৃতি করিয়া কহিলেন, "ওরে আমার রাজপুত্তুর! এখানে বুঝি ঘুমুতে এসেছ? তোমাকে ঘুম পাড়াচ্ছি! থানার রোয়াকে রোজ রাত্তিরে দাঁড় করিয়ে রেখে দেব!"

ললিত। আইন তা' নয়, আমি সমস্ত দিনের ভিতর একবারমাত্র হাজির দেব—তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

যতীন। আ গেল যা, আমাকে আইন শেখাতে এয়েছে! তোমাকে আবার জলপাইগুড়ি পাঠাচ্ছি।

ললিত। সাধ্য থাকে, পাঠিও।

যতীন তখন গালাগালি আরম্ভ করিল। প্রতিদিনই গালি চলিত; তবে বিনু তথায় উপস্থিত থাকিলে গালির মাত্রাটা কিছু বাড়িত।—এ অপমান লাঞ্ছনা স্তব্ধ-হৃদয়ে সে দেখিত, ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিত। গালাগালির তীব্রতা যত বাড়িতে লাগিল, বিনুর হৃদয় ততই আকৃষ্ট হইয়া ললিতের আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল!

এক দিন বিনু ঘর হইতে একটু দুধ আনিতেছিল, যতীন তাহাকে পথের মধ্যে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি নিয়ে যাচ্ছ? দুধ? ঐ বেটার জন্যে বুঝি? আমি তোদের এ সব বন্ধ ক'রে দিচ্চি।"

বি। কেন, দোষটা কি হ'ল?"

য। আ মোলো যা, আমার কথার উপর কথা। সোন্দর মুখ ব'লে দেমাক দেখ।

হি। শুধু শুধু গাল দিচ্ছেন কেন? দোষটা কি, বুঝিয়ে দিন।

য। শীগ্‌গির বোঝাব।

দারোগা প্রস্থান করিল। বুঝাইলও কয়েক দিনের মধ্যে। এক দিন সন্ধ্যার পর এক সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল, "মদ নিয়ে বিনু আঁতকের কাছে যাচ্ছিল, আমি ধরেছি।" সিপাহীর এক হাতে বোতল, অপর হাতে বিনুর অঞ্চল। যতীন নিকটেই সাক্ষী সহ উপস্থিত ছিল, ছুটিয়া আসিল। একটা গোলমাল উঠিল। রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে বাবুরা ছুটিয়া আসিল। নিত্য আসিল, ললিত আসিল, অনেকেই আসিল; কিন্তু আসিলে কি হইবে? বাঘের হাতে পড়িলে মেষশাবকের পরিত্রাণ নাই। বিনু কৈফিয়ৎ দিল, "এইমাত্র আমি রেজেষ্টার বাবুর বাড়ী হ'তে আসছি—তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন।" ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার কহিল, "একটু আগে বোতলটা নিয়ে আসতে আমি এই সিপাইকে দেখেছি।" আরও দুই এক জন এই ভাবে সাক্ষ্য দিল।

যতীন দমিবার লোক নহে—কহিল, "আচ্ছা, কাল আমি তদন্ত করব, আজ আসামী হাজতে থাক।"

বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আসামী ও বোতল লইয়া সিপাহী পশ্চাতে চলিল। নিত্য প্রভৃতি দুই চারি জন অনুবর্ত্তী হইল। দারোগা জামীন লইল না। সকলে হতাশ হইয়া ফিরিল। ফিরিল না শুধু নিত্য—হাজতঘরের দ্বার চোখের উপর রাখিয়া একটা স্তম্ভে পৃষ্ঠ রক্ষা করত বারান্দায় বসিয়া রহিল।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়, তখন দুই ব্যক্তি অন্ধকার হইতে আসিয়া অফিস-ঘরে প্রবেশ করিল এবং বাতি জ্বালিয়া হাজতঘরের দ্বারপার্শ্বে

আসিয়া দাঁড়াইল। এক ব্যক্তির হাতে চাবি ছিল, সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সিপাহী বাতি হস্তে দ্বার-সমীপে দাঁড়াইল। নিত্যর প্রত্যেক লোমকূপ চক্ষু হইয়া ঘটনাটি দেখিতেছিল। যখন সে দেখিল, ভূপৃষ্ঠে শায়িতা বিনুর পার্শ্বে গিয়া যতীন বসিল, তখন সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না—চীৎকার করিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে সে চীৎকার অতি ভীষণ শুনাইল। যতীন ও সিপাহী ঘর ছাড়িয়া বাহিরের বারান্দায় আসিল। নিত্য তখনও চীৎকার করিতেছে, যতীন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। নিত্য গোঁ গোঁ করিয়া নিস্তব্ধ হইল।

অকস্মাৎ এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া যতীনকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল। সিপাহী যখন বুঝিল, লোক আসিয়া পড়িতেছে, তখন সে আত্মগোপনে সচেষ্ট হইল। হাজতঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া সে লুকাইয়া পড়িল। এ দিকে নিত্যর হাত ধরিয়া উঠাইয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "খুব লেগেছে মাসীমা?"

নিত্য একটু সামলাইয়া কহিল, "দারোগা বিনুর ঘরে ঢুকেছিল।"

ললিত বড় বেশী আশ্চর্য্য হইল না। যতীনের ব্যবহারে সন্দিহান হইয়া সে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিল এবং থানার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। চীৎকার শুনিবামাত্র ললিত বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া নিত্যকে রক্ষা করিল। বিনু ঘুমাইতেছিল, চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিলে সে উঠিয়া দেখিল, যতীন তাহার মাকে মারিতেছে, আর সিপাহী আলোকহস্তে অদূরে দাঁড়াইয়া নিঃসহায়কে গালি পাড়িতেছে। তদ্দৃষ্টে বিনু চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে দেখিল, ললিত আসিয়া যতীনকে পদাঘাতে দূরে ফেলিল। আর কিছু দেখিতে পাইল না—সিপাহী হাজতঘর বন্ধ করিয়া আলো লইয়া প্রস্থান করিল।

যতীন দেখিল, লোক আসিয়া পড়িতেছে, তখন সে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে প্রস্থান করিল। সে দিন কাহাকেও কিছু বলিল না, ঘরের বাহির হইল না। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বিনুকে ছাড়িয়া দিল, তাহার পর ললিত সম্বন্ধে তীব্র রিপোর্ট লিখিতে বসিল। কি লিখিবে, তাহা সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। হিংসাপরায়ণ ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তির অভাব হয় না। পুলিসের কোন কোন কর্ম্মচারী প্রয়োজন হইলে কখন এ অভাব অনুভব করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। যতীন অনেকগুলি মিথ্যা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রফুল্লমনে রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। অভিযোগগুলি সত্য কি না, তাহা তদন্ত করিয়া দেখা প্রয়োজন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মনে হইল না—তিনি অন্তরীণকে সরাসর রতুয়ায় বদলী করিলেন। রতুয়া এই জিলায়, তবে অন্য প্রান্তে—রাজমহলের নিকটে।

এই বদলীর হুকুমে তিনটি হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ চীৎকার করিয়া কাঁদিল না—বুকের কান্না তখনও চোখে উঠে নাই। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া ললিত কহিল, "মায়ের কোল ছিঁড়ে এনেছিল নিষ্ঠুর পুলিস বিনা অপরাধে, এখন আবার মাসীর কোল ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে বিনা অপরাধে। কর্ত্তৃপক্ষ একবার বিচার ক'রে দেখলেন না, আমি অপরাধী কি না। তিনি তাঁর চাকরকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু প্রজাকে বিশ্বাস করেন না, এই যা আমার দুঃখ।"

নিত্য কহিল, "বিধাতা আমাকে ছেলে দিলেন যদি, তবে আবার কেড়ে নিলেন কেন?"

বিনু কিছু কহিল না—নীরবে নদীপারে চাহিয়া রহিল। ললিত কহিল, "আচ্ছা মাসীমা, এরা শুধু শুধু এত দুঃখ দেয় কেন? আমি ত কখন এদের, হিংসা-দ্বেষ করি নি তবে, আমাকে কেন ঘর থেকে টেনে এনে এত কষ্ট দিচ্ছে? আমি একটা মাছি মারতেও পারি নি, একটা পিঁপড়েকেও মাড়িয়ে যেতে দুঃখ বোধ করেছি; তবে আজ কেন আমার বুকের ভেতর হিংসা জেগে উঠ্‌ছে? একটা কি যেন আমার বুকের ভেতর ঠেলে বলছে—অকারণ উৎপীড়ন যে সহ্য করে, সে মানুষ নয়—"

অদূরে দেখা গেল, যতীন সিপাহীসহ অগ্রসর হইতেছে। মেয়েরা কুটীর হইতে নামিয়া উঠানে দাঁড়াইল—যতীন নীরব ক্রন্দনের ভিতর বন্দীকে লইয়া নৌকায় উঠাইল।

৭

কিন্তু ললিতকে বেশী দিন রতুয়ায় থাকিতে হইল না—তাহার কাকার চেষ্টায় অচিরাৎ সে মুক্ত হইল। মুক্তি পাইয়া ললিত বাড়ী গেল না, বরাবর নিম-গাছিতে আসিল। আসিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইল। পথে জনৈক কৃষকের মুখে শুনিল, বিনু যতীন কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়াছে, আর নিত্য প্রহৃত হইয়া শয্যা লইয়াছে। ললিত পথে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে নিত্যর গৃহে আসিল। আসিয়া দেখিল, নিত্য বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর বিনু পাশে

বসিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতেছে। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। ললিতকে দেখিয়া নিত্য কাঁদিয়া উঠিল। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "যা শুনছি, তা সত্যি কি মাসী?"

"সত্যি বই কি বাবা।"

ললিত তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিল এবং থানা অভিমুখে দ্রুতপদে চলিল। আফিস-ঘরে আসিয়া দেখিল, রাইটার সাহেব একখানা চৌকীর উপর শুইয়া পড়িয়া বিশ্রাম লইতেছেন। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "যতীন দারোগা কোথা?"

রাইটার। কেন, তাকে মারতে এসেছ বুঝি? এই আসছ? বোস, বোস—ঠাণ্ডা হও। তুমি ছাড়া পেয়েছ শুনিছি। দু' চার দিন আগে আসতে পারলে ভাল হ'ত।

ল। এখন যতীন কোথা বল।

রা। সে এখন তোমার হাতের বাইরে। এখানে নেত্যর ঘরে এই কাণ্ড ক'রে সেই রাতেই মফঃস্বলে পালিয়েছিল। লাটগাঁয়ের প্রজারা আগে হ'তেই যতীনের উপর চটা ছিল, পথের উপর শেষ রাত্রে একা পেয়ে আচ্ছা ক'রে বাছাকে শিক্ষা দিয়েছে। বাছা শেষ রাতে গাঁয়ে যাচ্ছিলেন সাক্ষী রাখতে। সাক্ষীর আর দরকার হবে না—খোদা-তালা এ সব সাক্ষী একেবারে নেবেন না।

ল। ম'রে গেছে না কি?

রা। সে খবরটা এখনও সদর হাঁসপাতাল হ'তে আসে নি। এলেই জোড়া মোরগ—

ল। তুমি সত্যি বলছ?

রা। তোবা তোবা, আমি মিথ্যে বলি নি। পাঁচ বখৎ নেমাজ করি। তবে টাকাটা সিকেটা পেলে তখন যা' হয় করি।

ললিত নিরাশ হইয়া নিত্যর কুটীরে ফিরিল। নিত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা গিছলে বাবা?"

ল। থানায় যতীনকে খুন করতে।

নি। ছি, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না।

ল। আমি আর সে ললিত নই মাসীমা, আমার ভেতর কি একটা জেগে উঠেছে।

নিত্য শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ললিতকে কোলের উপর টানিয়া লইল। তাহাকে কত আদর করিল, কত সান্ত্বনা দিল; কবে মুক্ত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল, মাকে দেখা দিতে বাড়ী কেন যায় নাই, তাহার কৈফিয়ত লইল। ললিতের উত্তেজনা নিবিয়া গেল—স্নেহ-প্রীতি আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল, সে তখন কাঁদিয়া ভাসাইল—নিত্যর কোলে মাথা রাখিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল। কেন কাঁদিল, সে বুঝিল না।

বর্ষণের পর মেঘ যখন কাটিয়া গেল, তখন সে নিত্যর পায়ে হাত দিয়া কহিল, "আমাকে একটা জিনিস দেবে মা?"

মা বলিয়া ললিত পূর্ব্বে আর ডাকে নাই। এই চিরমধুর সম্বোধনে নিত্যর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। মোটা গলায় কহিল, "আমার যা' আছে, সকলই ত তোমার বাবা—পা ছাড়।"

"আগে বল দেবে।"

"এমন পাগল ত দেখি নি—কি চাই তাই বল না।"

"স্বীকার কর দেবে?"

"দেব।"

"ঠিক?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ।"

"আমি বিনুকে চাই।"

নিত্য বড় বিস্মিত হইল না। সে জানিত, উভয়ের মধ্যে প্রেম জন্মিয়াছে। জানিয়াছিল যখন, তখন সাবধান হইবার সময় ছিল না। বাধা দিতে গিয়া দেখিয়াছিল, বাধার দিন বহু পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। তখন নিরস্ত হইয়া বিনুকে বলিয়াছিল, 'ললিত আমার ছেলে, তাকে তোর দাদা মনে করবি।' এখন ললিতের ভিক্ষার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছিল, ললিত বিনুকেই চাহিতেছে। নিত্যর হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে এমন একটা বাসনা সুপ্ত ছিল যে, তাহার অস্তিত্ব সে সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। যখনই সে সাধ, সে বাসনা মাথা নাড়া দিয়া উঠিত, তখনই নিত্য তাহাকে ধিক্কার দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিত। সে সাধ যখন নিত্যর কানে কানে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া বলিত, 'চুলোয় যাক্ দেশাচার, জাতি, সমাজ, ললিতের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হ'লে সে ত সুখী হ'বে।' এই ঝঙ্কার ডুবাইয়া মেঘ গর্জ্জিয়া কহিত, 'তুমি হিন্দু হয়ে ধর্ম্ম, আচার ভুলছ? ছি!' নিত্যর বাসনা, ধর্ম্মের ধিক্কারে সঙ্কুচিত হইয়া আবার লুকাইয়া পড়িত। নিত্যর মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন ললিত স্পষ্ট ভাষায় বিনুকে চাহিল। পূর্ব্বে একবার চাহিয়াছিল গোলমেলে ভাষায়। বন্দী ললিতের ভাষাও তখন বন্দী ছিল, এখন মুক্ত ললিতের ভাষাও মুক্ত। এই মুক্ত ভাষার সম্মুখে নিত্য মূক হইল, কোন উত্তর করিতে পারিল না। ললিত কহিল, "বল মা, বিনুকে দেবে? আমার জীবন

ব্যর্থ করো না, আমাকে চিরদিনের মত অসুখী করো না।"

বিনু ঘর হইতে চলিয়া গেল। নিত্য কহিল, "বিনু যে বিধবা।"

ললিত উত্তর করিল, "সকল দেশেই ত বিধবার বিয়ে হচ্ছে ; তোমার মতে তারা কি সকলে পাপী, বিধবার নিশ্বাসে যে বাঙ্গালা জ্ব'লে যাচ্ছে, বাঙ্গালী মরণোন্মুখ হয়েছে—"

বাধা দিয়া নিত্য কহিল, "আচ্ছা, মেনে নিলাম বিধবা-বিবাহ খুব ভাল, কিন্তু—কিন্তু বিনুর নামে যে কলঙ্ক রটেছে, তা'তে—"

ললিত। সে কথা বুঝব আমি।

নিত্য কহিল, "যতীন দারোগা অত্যাচার বেশী কিছু করতে পারে নি—আমাদের চীৎকারে লোক এসে পড়েছিল।"

ল। শুনলুম—

নি। মন্দ লোকরা কলঙ্ক রটিয়েছে বটে, কিন্তু সে সব মিথ্যে। তুমি বিনুকে ব'লে গিছলে, মাথার শিয়রে অস্ত্র নিয়ে শুতে, সে তাই করে, সে জন্যে রক্ষেও পেয়েছিল। তার হাতে অস্ত্র দেখে যতীনটা ভয়ে স'রে এল আমার কাছে। এ দিকে লোকজনও এসে পড়ল।

ললিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিত্যর মনে হইল, এই নিশ্বাসের ঝড়ে ললিতের মন হইতে অনেক মেঘ উড়িয়া গেল। উড়িয়া গেল সত্যই। লোকের কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া দুই দণ্ড পূর্ব্বে ললিত ছুটিয়াছিল যতীনকে হত্যা করিতে। সে উন্মত্ততা কাটিতে না কাটিতে সংসারে আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, কিন্তু সে দারুণ কুয়াসার আবরণের মধ্যে থাকিয়া সে সদ্যোজাত আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে পাইতেছিল না। নিত্যর কথায় যখন সে মেঘ, সে কুয়াসা কাটিয়া গেল, তখন ললিত আবেগভরে সকাতরে তাহার প্রার্থনা পুনরায় জানাইল, "যা' চেয়েছি, তা' দেবে মা ?"

নিত্যর মনের কুয়াসাও ক্রমে কাটিয়া তাহাকে আশায় উৎফুল্ল করিতেছিল ; কিন্তু সম্পূর্ণ কাটে নাই। কহিল, "আমি দিতে চাইলে কি হবে, বাবা ? তোমরা হ'লে কায়স্থ, আর আমরা হলাম মাহিষ্য কৈবর্ত্ত—"

ল। বিধাতা ত আর জাতি সৃষ্টি করেন নি, জাতি সৃষ্টি করেছে মানুষে ; যার যা' পেশা, তাই ধ'রে শ্রেণীভাগ হয়েছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলেছেন, ভক্ত চণ্ডাল অভক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে বড়।

নি। আর এক কথা আছে, বাবা। বিনুকে দান করবার অধিকার আমার নেই ; তাকে একবার দান করেছি, আবার দান করব কিরূপে ?

ল। তবে এখন অধিকার কার ?

নি। বিনুর তিন কুলে কেউ নেই, এখন অধিকারী সে নিজে।

ললিত আর সেখানে দাঁড়াইল না, বাহিরে চলিয়া আসিল। দোরের পাশে দাওয়ায় বসিয়া বিনু মাটী খুঁটিতেছিল। ললিত কহিল, "সব শুনেছ ত বিনু, এখন বল, সম্মত আছ ত ?"

বিনু উত্তর করিল না ; দুই তিনবার জিজ্ঞাসিত হইবার পর বিনু কহিল, "না।"

"সে কি, বিনু ?"

"আর জিজ্ঞাসা করবেন না।"

"আর কিছু জিজ্ঞেস করব না বল্‌লেই হ'ল ! এত বড় কথার এইটুকু জবাব ? তা' হ'তেই পারে না—বল।"

"আর কিছু আমার বল্‌বার নেই—ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা নেই বিনু, ঘর জ্বালিয়ে স'রে দাঁড়ালে চলবে না—তার কৈফিয়ত দিতে হবে—বল।"

বিনু সে কথারও কোন উত্তর করিল না। ললিত ব্যথিত হইল ; ভিজা মাটীর উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "তা হ'লে তুমি আমার কথার উত্তর দেবে না ?" বিনু মুখ ফিরাইয়া লইল। ললিত কহিল, "আমি কি বোকা ! ভেবেছিলাম, বিনু আমাকে ভালবাসে। কখন ভাবি নি, বিনু এ বিয়েতে আপত্তি করবে। মুক্ত হবামাত্র বাড়ী না গিয়ে কত আশা—কত আনন্দ নিয়ে এখানে ছুটে এলুম। হায় হায়, আমার সব আশা গেল—আমি আবার পথের কাঙ্গাল হলাম !"

বিনু চোখের জল আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল। ললিত কহিল, "তোমাকে যেতে হবে না বিনোদিনি, আমিই যাচ্ছি। ভয় নেই, আর দেখা করতে আসব না।"

ঘরের ভিতর হইতে নিত্য কহিল, "কি যে বলছ ললিত, তার মাথামুণ্ডু নেই—"

ললিত। কেন মাসীমা, আমি কি অন্যায় বলেছি ? বিনু আমার জীবনটা শ্মশান ক'রে দিলে, আমি কোন্ সুখের আশায় এখানে আর আসব ? আমি চল্লুম এখন সদরে সাহেবের কাছে ; গিয়ে বলব, আমি ঘোর বিদ্রোহী, তোমাদের এক জন দারোগাকে খুন করবার মতলব করেছিলাম ;

আমাকে তোমরা ফাঁসী দেও, নয় দ্বীপান্তরে চালান দেও।

ললিত উঠিল। বিনু গোয়াল-ঘরের দিকে যাইতেছিল, পথিমধ্যে দাঁড়াইল। নিত্য দেওয়াল ধরিয়া কোন রকমে বাহিরে আসিতেছিল, দাওয়ায় পা বাড়াইবার সময় ঢলিয়া পড়িল। ললিত ধরিয়া ফেলিল—বিনু ছুটিয়া আসিল। ললিত তাহার কোলে নিত্যকে দিয়া উঠিয়া পড়িতেছিল, নিত্য তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "শোন, যেও না।"

"আর শুনব কি ?—সব শোনা হয়েছে—বিনোদিনী সব বলেছে। বড় তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিলাম, বিনুর মুখে 'না' শোনবার জন্যে। একটু কোথাও দাঁড়াই নি, সন্ধ্যাবেলা খালাস পেয়ে সমস্ত রাত ছুটে ভোরে মালদায় এসেছি, তার পর ষ্টীমার ধ'রে এখানে।"

"আহা, বাছার আমার কাল থেকে খাওয়া হয় নি। ওরে বিনু, চট্ ক'রে—"

"আর চট্ করতে হবে না ; যে মরতে যাচ্ছে, তার আবার খাবার দরকার কি ?"

বিনুর ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। নিত্য মনে করিল, বিনু বুঝি এইবার কাঁদিয়া ভাসাইবে ; তাড়াতাড়ি কহিল, "কাঁদিস নে বিনু, কার জন্যে কাঁদবি ? যে তোর কথা বোঝে না—মায়াহীন, গোঁয়ার, তার জন্যে কেন কাঁদবি ?"

ললিত বসিল ; জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কথাটা আমি বুঝি নি ?"

নি। বিনুর ছোট্ট কথাটি—যা' নিয়ে তুমি এত গোল করছ। আগে তুমি খাও, তার পর বোঝাব। ভাতে দুটা আলু ফেলে দিস, বিনু।

বিনু চঞ্চলচরণে উঠিয়া গেল। ললিত কহিল, "আগে বল, মাসীমা।"

নি। আচ্ছা, আগে ত তুমি এমন গোঁয়ার নিষ্ঠুর ছিলে না, এখন এমন হয়েছে কেন ?

ল। তোমরাই করেছ। যার কাছে যাই, সেই আমাকে নিরাশ করে। যত ঘর গড়ি, সব ভেঙ্গে যায়। সকল দিকে ব্যর্থ হয়ে এ আশাশূন্য নির্ব্বাসিত জীবনে তোমাদের অবলম্বন করেছিলাম, তোমরা আমার তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে জল না দিয়ে ছাই দিলে। এ বৃথা জীবন নিয়ে তুমি কি আশা কর, আমি হেসে নেচে বেড়াব ?

নি। তোমাকে কেউ ছাই দেয় নি, তোমার জীবনও বৃথা হয় নি। তুমি একটি বদ্ধ পাগল।

ল। পাগল করেছ তোমরা, যে মশা-মাছি মারতে পারত না, সে হয়েছে আজ খুনে—

নি। যে এমন গোঁয়ার, তার হাতে ত বিনুকে দেওয়া যেতে পারে না—তাকেই হয় ত কোন্ দিন খুন ক'রে বসবে।

ললিত স্তব্ধ হইল। বিস্ফারিত নয়নে নিত্যর পানে চাহিয়া রহিল। নিত্য অপাঙ্গদৃষ্টিতে ললিতের ভাব লক্ষ্য করিতে থাকিল, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিল না। অদৃশ্য বিনুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাত হয়ে গেলে ললিতকে ডাকিস্—নামিয়ে নেবে।"

নিত্য যে ফলের আশায় ললিতকে খোঁচা দিল, সে ফল পাইল না। ললিত কহিল, "ঠিক বলেছ মাসীমা, আমি বড় গোঁয়ার। বিনুর আমি যোগ্য নই, তাই বলতে চাচ্ছ—"

ললিতের খোঁচার ঘায়ে নিত্য একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তোমার যোগ্য ত বিনু কোন দিনই নয়। তুমি কেন এই গরীবের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবে ? তুমি বড় ঘরের ছেলে, বিদ্বান্, রূপবান্, কত বড় লোক টাকা ও মেয়ে নিয়ে তোমার পায়ে ধরবে, তুমি কোন্ দুঃখে এই ছোট ঘরের কালো মেয়েকে—"

ল। তুমি কি আমাকে পাগল না ক'রে ছাড়বে না, মাসী-মা ? আর যে আমি পারি না।

নি। কি করতে হবে বল ? কি করলে তুমি সুখী হও ?

ল। তুমি বেশ জান, বিনুকে ছেড়ে আমি রাজার মেয়েকেও বিয়ে করব না।

নি। তুমি বোকা, তাই বুঝ্‌তে পার নি, বিনু তোমাকে কতখানি ভালবাসে। তোমার অসুখ হ'লে তোমার জন্যে সে শরীরপাত করেছে, মোহিতের টাকার দরকার হ'লে সে গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা পাঠিয়েছে—

ল। বিনু সেই ত্রিশ টাকা পাঠিয়েছিল ? তাই বলি, আমার নাম দিয়ে অতগুলো টাকা কে পাঠালে ?

বলিতে বলিতে সে ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাওয়া হইতে নামিল ; রশুইঘরের দ্বারের দর্শন দিবামাত্র বিনু বলিয়া উঠিল, "টিপে দেখুন, ভাত হ'ল কি না।"

"চুলোয় যাক্ ভাত।" বলিয়া সেখান হইতে ফিরিল, দাওয়ায় উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। নিত্য কহিল, "তুমি আগে চান কর দেখি। বিনু এক কলসী জল আর তেলের বাটি আমার হাতের কাছে দিয়ে যা।

বিনু তাহাই করিল। নিত্য খানিকটা তেল ললিতের মাথায় ঢালিল, বুকে পিঠেও দিল। ললিত তখন স্নান করিয়া লইল। কিন্তু নিজে ভাত নামাইল না বা বাড়িয়া লইল না—বিনুকে সব করিতে হইল।

আহারান্তে মাথাটা একটু স্থির হইলে ললিত কহিল, "এইবার বল, মাসী-মা।"

"বলব আর কি? তুমি একটু ভেবে দেখলে সব বুঝতে পারবে। বিনু তোমাকে এতটা ভালবাসে যে, বিয়ে ক'রে তোমাকে সে জাতে সমাজে খাটো করতে চায় না—তোমার মা-ভাইয়ের সঙ্গে যে তুমি তার জন্যে ঝগড়া কর, ইহাও সে ইচ্ছা করে না। কয়েক মাস আগে হয় ত সে এতটা ভেবে দেখত না, কিন্তু এখন যে সে তার নিজের সুখের চেয়ে তোমার সুখশান্তি বড় মনে করে।"

এমন সময় কুটীরের অপর দিক্ হইতে কে ডাকিল, "দাদা, দাদা এখানে আছ?"

ললিতের কানে সে ডাক পৌঁছিল না। বিনু ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মোহিত—মোহিত বাবু এসেছেন।"

"মোহিত এয়েছে? তুমি তাকে কি ক'রে চিন্‌লে বিনু?"

বিনু উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল। ললিত ছুটিয়া গিয়া মোহিতকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল—প্রণাম করিতেও তাহাকে অবসর দিল না। হাত ধরিয়া নিত্যর কাছে আনিয়া, কহিল "এই মাসী-মা, প্রণাম কর।"

নিত্য বহু আপত্তি করিল, কিন্তু মোহিত ছাড়িল না।

মো। এই বুঝি বিনু?

ল। না, এ তোমার বউদি—প্রণাম কর।

বিনু ছুটিয়া পলাইল।

মোহিত। পালালে হবে না, বউদি—

ল। তা' তুই এ সময় এখানে এলি কেন?

মো। আমি গিছলাম রতুয়ায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে শুনলাম, তুমি এখানে এসেছ।

ল। আমার সঙ্গে দেখা করবার তোর এত কি দরকার পড়েছিল?

মো। দরকার একটু পড়েছিল বই কি। কাকীমা মারা গেছেন; কাকা তোমাকে ডেকেছেন তাঁর শ্রাদ্ধ করতে। মা'র নামে দু'শো টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছেন, তুমি খালাস পাবামাত্র যেন এলাহাবাদ চ'লে যাও।

ললিত উত্তর করিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মোহিত কহিল, "ভাবছ কি দাদা? কাকা বিধবা-বিবাহ করেছিলেন, তাই বুঝি তুমি ইতস্ততঃ করছ?"

ল। না রে, তা নয়, আমি এই নতুন কাকীকে কখন দেখি নি, সুতরাং তাঁর জন্যে প্রাণ কাঁদছে না; প্রাণ কাঁদছে কাকার জন্যে। তাঁকে এ বুড়ো বয়সে কে দেখবে?

মো। দেখবে তুমি, বউদি আর আমি। তাঁর মত লোকের সেবা করতে পেলে আমরা ত'রে যাব।

ল। আমি ত যেতে পারব না ভাই, তুই বরং যা।

মো। সে কি! তাঁর ছেলেপিলে নেই, তোমাকে বরাবর ছেলের মত ভালবাসেন, আর তুমি বলছ যাব না?

ল। আমি যে যেতে পারব না।

মো। কারণটা চ'ট ক'রে ব'লে ফেল দেখি।

ল। একটা মস্ত গোল আছে—

মো। আমার পরামর্শ শোন, তুমি বরাবর এলাহাবাদ চ'লে যাও। সেখানে কিছু দিন থেকে কাকার কাছ হ'তে ছুটী নিয়ে দেশে চ'লে এস। তার পর মা'র অনুমতি নিয়ে বিয়েটা ক'রে ফেল—

ল। মা কি বিনুকে গ্রহণ করবেন?

মো। নিশ্চয় করবেন। যখন তুমি আমি গ্রহণ করেছি, তখন তিনি গ্রহণ করেছেন জানবে। এরই মধ্যে মাকে ভুলে গেলে! বোন্‌টারও বিয়ে ঠিক করেছি, তুমি গেলেই হবে। তার পর সদলে প্রয়াগযাত্রা—

ল। তুই আমাকে বাঁচালি মোহিত; কিন্তু তুইও বিনুর সব পরিচয় জানিস নি—

মো। খুব জানি, আর জানবার দরকার নেই। বউদিদির পরিচয় বউদিদি।

নিত্যর চক্ষু সজল হইল। কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "ললিতের ভাই বটে!"

মোহি। ও সব বাজে কথা রেখে দাও, মাসী-মা। আমি এখন মহা চিন্তায় পড়েছি—

নিত্য। কেন বাবা?

মোহি। আমাকে দুই এক দিনের মধ্যে এ সব বেচে কিনে তোমাদের নিয়ে যেতে হবে।

নিত্য। আমরা কোথা যাব, বাবা?

মোহি। আপাততঃ আমাদের দেশে; বিয়ের পর প্রয়াগে, সেখানে খুব চান করবে মাসী-মা, কিন্তু তোমাকে মাথা ন্যাড়া করতে দেব না ব'লে রাখছি—

নিত্যর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল ; সে কহিল, "তুমি ত দেখছি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছ বাবা !"

মোহি। কৈ দাদা, তুমি এখনও রওনা হ'লে না ? চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়—এই নেও টাকা—দুর্গা দুর্গা—আমি এ দিকে সব গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—ভাল কথা, একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি ! আমি পরীক্ষায় পাশ হয়েছি, আর লিষ্টের মাথায় আমার নাম—

আনন্দে বিহ্বল হইয়া ললিত ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, এ স্নেহোচ্ছ্বাসে মোহিতের চক্ষু সজল হইলেও সে তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমিও দেখছি মা'র মত করলে, এখন ছাড়—যাত্রা কর।"

ল। তোর এই ফিজের টাকা কে পাঠিয়েছিল, জানিস ?

মো কেন, তুমি।

ল। না। পাঠিয়েছিল বিনু, তার গয়না বাঁধা রেখে।

মো। কথাটা আমার কাছে নূতন বটে, কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমি বরাবর জানি, যিনি আমার বউদিদি হবেন, তিনি এই কাজই করবেন।

নিত্য ও ললিত হাসিয়া উঠিল। মোহিত কহিল, "অ বউদি, তুমি কি সব বাজে কাজ করছ। আমাকে ভাত দেও না, ক্ষিদেতে নাড়ী জলছে—"

মোহিত আহারাদি শেষ করিয়া স্থির হইয়া বসিলে বিনু তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল, "মা, এ দেশ ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।"

মোহিত ও ললিত গোল করিয়া উঠিল। সে গোলমালে বিনু একটুও বিচলিত হইল না—গম্ভীর-বদনে বসিয়া রহিল। মোহিত কহিল, "বিয়ে হ'লে ত এখানে আর থাক্‌তে পাবে না বউদি।"

বিনু। ও সব কথা দয়া ক'রে আর তুলবেন না।

মো। সে কি! বিয়ে করবে না ?

বিনু। না।

মোহিত স্তম্ভিত হইল। ললিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আর থাকিতে পারিল না ; কহিল, "কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?"

বিনু। মা ত তা' বলেছেন।

বিনু উঠিল এবং কলসী হস্তে নদীর দিকে চলিয়া গেল।

সমাপ্ত

সরলা

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

"দেখ, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমায় উপদেশ দিবে, আমি শুনিব। কিন্তু আজ তোমাকে আমায় উপদেশ দিতে হইতেছে। ছিঃ—"

"তুমি যে আমার গুরুমশায়, উপদেশ দেবে বৈ কি। ছেলেবয়সে গুরুমশায়কে যত ভয় করি নি, তোমায় তত করি।"

"ঠাট্টা রাখ, কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখ।"

"কাজকর্ম্ম ত করছি, তোমার খোঁপা বাঁধা দেখলেই খুলে দিই—"

"আবার ঠাট্টা?"

"এইবার চুপ করেছি, গুরুমশায়।"

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী সোনাপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন চলিতেছিল। তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে—কোনও রকমে ভাতটা চলিয়া যায়—কাপড়টা ঠিক চলে না। স্ত্রী সরলার ইচ্ছা, স্বামী কোন চাকরী-বাকরী করে। তা শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ কোনমতেই বিদেশে যাইতে সম্মত নহেন। দেশে চাকরী পাওয়া সম্ভব নহে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র। সকলেই চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কে চাকরী দিবে? নগেন্দ্রনাথ জীবনের ৩০টি বৎসর নির্ব্বিকারচিত্তে কাটাইয়া দিলেন।

কিন্তু আর কাটে না। স্ত্রীর গহনাগুলি একে একে গিয়াছে; হালের জমীও বাঁধা পড়িয়াছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়—আলোকপরিশূন্য। চিন্তার ভার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিয়া স্বামী নিশ্চিন্ত।

গৃহে পোষ্যের মধ্যে চারিটি প্রাণী;—স্বামী, স্ত্রী, একটি টিয়া পাখী, আর একটি শুভ্রকায়া মার্জ্জারী। সরলা দিবারাত্রি কাজে ঘুরিয়া বেড়ায়; নগেন্দ্রনাথ তাহার নানা চিত্র দেখেন। পাখীটি "সরলা" "সরলা" ব'লে সময়ে অসময়ে চীৎকার করে; মর্জ্জারী আহারান্বেষণ ছাড়া আর কোনও কার্য্যে মনঃসংযোগ করে না।

"আমি যা' বলি, তাই শুন।"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "কি শুনব, সরলা? আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। আমার গৃহে কেউ নেই, পৃথিবীতে কেউ নেই; আমি কার কাছে আমার সর্ব্বস্বধনকে রেখে যাব?"

সরলার আঁখিপল্লব অশ্রুসিক্ত হইল। সরলা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমাদের নেই কে? মাথার উপর আমাদের দয়াময়ী মা আছেন—তোমার আমি আছি—আমার তুমি আছ, আবার চাই কি?"

নগেন্দ্র।—এখনও চাই অনেক, সরলা। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, নিয়তির উপাসক, আমার চাই অনেক।

সরলা।—যার চাই অনেক, তার পুরুষকারও থাকা চাই অনেক। নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরে ব'সে থাকলেই কি সব পাবে?

নগেন্দ্র।—আমার বিশ্বাস, ঘরে ব'সে থেকেই পাব—

এমন সময়ে দ্বারে একটা লোক হাঁকিল, "বাবু,

পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। সেখানি লিখিয়াছিলেন সরলার পিতা—জামাইকে। তিনি বহরমপুরে রাজষ্টেটে চাকরী করেন, একটি চাকরী যোগাড় করিয়া তিনি জামাইকে সত্বর আসিতে লিখিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ পত্রখানা পড়িয়া স্ত্রীকে পড়িতে দিলেন, স্ত্রী কহিল, "যাচ্ছ ত?"

"না।"

"কেন ?"

"ছি !"

"দেখ, তোমার অহঙ্কার আছে, কিন্তু পুরুষকার নেই। বাবার কাছ হ'তে একটু সাহায্য নিতে তোমার মাথাটা কি এমন হেঁট হয়ে যাবে ?"

"তুমি তা কি বুঝবে সরলে—?"

"অভিনয় রাখ—কার্য্যে ব্রতী হও।"

"তুমি কোথায় থাকবে ?"

"কেন, বাপের বাড়ী।"

"আর আমি ?"

"আপাততঃ সেইখানে—"

"আমার দ্বারা তা' হবে না। আমি ভিক্ষা ক'রে খাব, কিন্তু তোমার পিতার অন্ন খেতে পারব না।"

স্ত্রীর মন রোষে অভিমানে পূর্ণ হইল, একটু তেজের সহিত কহিল, "যার এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই, তার এতটা তেজ ভাল নয়।"

"ক্ষমতা আছে সরলা, পারি সব, কিন্তু তুমি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছ।"

স্ত্রী রাগিয়া গর-গর করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

২

সরলা অনেকক্ষণ নগেন্দ্রনাথের সহিত কথা কহিল না। নগেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন, যখন দেখিলেন, মান কিছুতেই ভাঙ্গে না, তখন বেহালা লইয়া আসিলেন। তারগুলা আঁটিয়া লইয়া তারে ছড়ির ঘা দিলেন। ক্ষুদ্র কুটীর শব্দতরঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

বেহালাখানি নগেন্দ্রনাথের হৃদয় অনেকটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। জগতে তাহার ভালবাসিবার জিনিস দুইটি ছিল;—একটি সরলা, দ্বিতীয়টি বেহালা। দুইটিই সচেতন; কেন না, সরলা বেহালাটিকে তাহার সতীন বলিয়া ডাকিত। বেহালা কখন কাঁদিত, হাসিত, কখন বা মান করিত, আবার কখন মানও ভাঙ্গাইত। বেহালারও হৃদয় নগেন্দ্রময়। নগেন্দ্র যখন সোহাগ করিয়া তাহার অঙ্গ-স্পর্শ করিতেন, তখন সে কত সুরে কত কথা কহিত; আবার নগেন্দ্র যখন তাহাকে রাখিয়া সরলাকে ধরিতেন, তখন বেহালা নীরবে পড়িয়া থাকিত। একটু অনুযোগও করিত না।

সরলার মান ভাঙ্গিতে না পারিয়া নগেন্দ্রনাথ বেহালাকে ধরিলেন। বেহালার হৃদয়-তন্ত্রী আনন্দে নাচিয়া উঠিল। নগেন্দ্র শব্দতরঙ্গে ঝঙ্কার তুলিয়া বেহালার সাহায্যে গান ধরিলেন :—

তারে দেখা হ'ল না।
জনম জনম একই দুঃখ রয়ে গেল
তারে দেখা হ'ল না।
নয়ন না পালটিতে
জীবন বহিয়া গেল;
(তারে) দেখিবার অবসর
এ জনমে হ'ল না।
কত যুগ-যুগান্তর বহে' গেল,
কত জনম জীবন চ'লে গেল,
তবু তারে দেখা হ'ল না।
দেখি দেখি ক'রে তারে
দেখা হ'ল না॥

গান থামিল, কিন্তু সুর থামিল না। সুর তখনও নগেন্দ্রনাথের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নগেন্দ্রনাথ কাঁপিতেছেন, বেহালা কাঁপিতেছে, চারিদিকে তখনও ঝঙ্কার উঠিতেছে,—'তারে দেখা হ'ল না'। সরলা ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, নগেন্দ্রনাথের অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন বহিয়া অশ্রু গড়াইতেছে। সরলা আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে ঝটিতি আসিয়া অঞ্চল দ্বারা নগেন্দ্রনাথের চক্ষু মুছাইয়া দিল। নগেন্দ্রনাথের চক্ষু দুইটি হাসিতে ভাসিয়া উঠিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বেহালা উঠাইয়া আবার গান ধরিলেন :—

"গিরি-সুতা গিয়েছিল, সাধনায় ভুলে
তাই পুনঃ ভিখারীরে—"

এমন সময় মার্জ্জারী ভীতকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। নিকটে একটা কুকুর শুইয়াছিল, সেও মহা কলরব করিয়া উঠিল। দূরে কতকগুলা শৃগাল এককালে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তখনও কিন্তু সন্ধ্যা হয় নাই—একটা অন্ধকারের সঞ্চার হইতেছিল মাত্র। আকাশে নিবিড় মেঘ—মেঘের উপর মেঘ—অচ্ছিদ্র অনন্ত মেঘ। দিগন্তে কেমন একটা করাল ছায়া—কেমন একটা অবগুণ্ঠনাবৃত অন্ধকার। কয়দিন হইতে সূর্য্যদেব অদৃশ্য। বৃষ্টিধারার বিরাম নাই। মাঠ-ঘাট জলে পূর্ণ। তার উপর আবার জল।

শৃগাল-কুকুরের চীৎকার-শব্দে চমকিত হইয়া নগেন্দ্রনাথ গান বন্ধ করিলেন। তিনি ঘরের দাবায় বসিয়াছিলেন, সেইখানে কুকুর বিড়াল—জানি না কেন—ভীত হইয়া উঠিয়া আসিল। নগেন্দ্রনাথও কেমন একটা অজ্ঞাত ভয়ে পিষ্ট হইয়া আকাশ পানে

চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সমস্ত আকাশে যেন একটা কিসের বিরাট ছায়া পড়িয়াছে—সমস্ত পৃথিবীতে কেমন একটা বিভীষিকার সঞ্চার হইতেছে। নগেন্দ্রনাথ একটু ভীত হইয়া বলিলেন, "সরলা, আলো জ্বালো।"

সরলা আলো জ্বালিল। নগেন্দ্রনাথ বেহালাখানি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর আসিলেন।

৩

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইতে না হইতে স্বামি-স্ত্রী আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। উভয়েরই হৃদয়ে কেমন একটা বিষাদ—কেমন একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় উভয়েই নিপীড়িত। উভয়ে দীপ নিবাইয়া শুইয়া রহিলেন। কাহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল না। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তার পর নগেন্দ্রনাথ শয্যার এক প্রান্ত হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরলা, ঘুমুলে?"

শয্যার অপর প্রান্ত হইতে সরলা উত্তর করিল, "না।"

নগেন্দ্র।—একটা শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছ?

সরলা।—পাচ্ছি।

নগেন্দ্র।—কিসের শব্দ বল্‌তে পার?

সরলা।—আমার মনে হয়, যেন দূরে—অনেক দূরে—কি একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার চীৎকার করছে।

নগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সরলা, আলো জ্বাল।"

সরলা আলো জ্বালিল। নগেন্দ্রনাথ পালঙ্ক হইতে নামিয়া মেঝের উপর শুইলেন এবং মাটীতে কাণ লাগাইয়া শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া সরলার মুখ পানে চাহিলেন। সরলা ভীত-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি শুনিলে?"

নগেন্দ্র সহসা উত্তর করিলেন না। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিতে পারি না, তবে—"

"তবে কি?"

"আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমাতে আমাতে আজিকার সাক্ষাৎই শেষ।"

সরলা লম্ফত্যাগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "বল্‌ছ কি?"

"আমার মনে হয়, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে—জলরাশি ছুটিয়া আসিতেছে; সরলা, আর রক্ষা নাই।"

"সর্ব্বনাশ! চল, আমরা পালিয়ে যাই।"

"কোথায় পালাব সরলা? অন্ধকার আকাশ, জলময় পৃথিবী, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, কোথায় যাব সরলা?"

"দামোদরকে পিছনে ক'রে চল না কেন আমরা দূরে ছুটে যাই।"

"আমরা গ্রাম ছাড়াতে না ছাড়াতে জলতরঙ্গ আমাদের উপর এসে পড়বে।"

"তবে উপায়?"

"উপায় নাই, সরলা।"

"উপায়হীনের উপায় যিনি, তিনি ত আছেন।" বলিয়া সরলা উঠিল এবং দ্বিতীয় দীপ জ্বালিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। সরলা প্রভাতে ভগবতীর পূজা করিয়াছিল। ফুল, বিল্বপত্র তখনও পড়িয়া রহিয়াছে। সরলা বসিল এবং নিমীলিতনয়নে ধ্যানস্থ হইল।

শয়নঘরের পাশেই ঠাকুরঘর, মধ্যে প্রাচীর। নগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল সরলার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। সরলা আসিল না। নগেন্দ্রনাথ পুনরায় ভূপৃষ্ঠে কর্ণ সংলগ্ন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই উঠিয়া ব্যস্ততাসহ ডাকিলেন, "সরলা!"

উত্তর নাই।

নগেন্দ্রনাথ ঘরের বাহিরে আসিলেন, ঠাকুরঘরের দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলেন, সরলা গললগ্নীকৃতবাসে যুক্তকরে বসিয়া আছে। সরলার ধ্যানে বাধা দিতে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন নগেন্দ্রনাথেরও কেমন একটু সঙ্কোচ হইল। তিনি মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "সরলা!"

সরলার দেহ নড়িয়া উঠিল। ক্রমে সে চাহিয়া দেখিল। পরে ঠাকুরের নির্ম্মাল্য লইয়া নগেন্দ্রনাথের সমীপস্থ হইল। নগেন্দ্রনাথ কি করেন, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সরলা সেই নির্ম্মাল্য স্বামীর মাথায় ঠেকাইয়া তাঁহার যজ্ঞোপবীতে বাঁধিয়া দিল এবং বলিল, "এই নির্ম্মাল্য তোমার অক্ষয় কবচ হউক।"

"আর তোমার কি হবে সরলা?"

"আমার? মায়ের ইচ্ছা হয়, আমাকে রক্ষা করবেন। আমি কেন তাঁর কাছে তুচ্ছ জীবন ভিক্ষা করতে যাব?"

নগেন্দ্রনাথ সরলার মুখ পানে ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া রহিলেন। সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "দেখছ কি?"

নগেন্দ্র।—দেখছি, সরলা, তোমাকে। তুমি যাঁর পূজা কর, উপাসনা কর, তিনিও কি তোমার মত?

সরলা।—আমি তাঁর চরণধুলা পাইবারও যোগ্য নহি।

নগেন্দ্র।—অত উঁচু আমি কল্পনা করতে পারি না; তুমিই আমার কল্পনার শেষ।

সরলা —ছি, ছি!

নগেন্দ্র।—সরলা, তোমার মা, তোমার ভগবতী যদি তোমার মত হন, তা হ'লে তাঁকে আমি ভালবাসতে পারি।

সরলা।—তাঁকে ভালবাস, দেখবে, তিনি কত সুন্দর, কত মধুর।

৪

দূরে ভীষণ গর্জ্জন শ্রুত হইল। উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন।

নগেন্দ্র বলিলেন, "সরলা, মৃত্যু আসছে—"

"তোমার মৃত্যু নাই।"

"মৃত্যু আসে আসুক, বিচ্ছেদ না আসে।"

মানুষের কোলাহল, জীব-জন্তুর আর্ত্তনাদ চারিদিকে উত্থিত হইল। নগেন্দ্র বলিলেন, "সরলা, আর সময় নেই—কাপড় শক্ত ক'রে পর।"

দ্বিতীয় বস্ত্র আনিয়া নগেন্দ্র সরলার কোমরে জড়াইয়া নিজের কোমরে বাঁধিবার উপক্রম করিলেন। সরলা বলিল, "একটু অপেক্ষা কর।"

সরলা দ্রুতপদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, এবং বেহালাখানি তুলিয়া লইয়া বুকের বস্ত্রের সঙ্গে উত্তমরূপে বাঁধিল। তখন বান আসিয়া পড়িয়াছে। জলের গর্জ্জন ডুবাইয়া নগেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "সরলা!"

সরলা টিয়া পাখীটিকে খাঁচার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চালের উপর উড়াইয়া দিল। সযত্নপালিত মার্জ্জারীর কাণ ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে চালের উপর বসাইয়া দিল। তার পর সরলা নগেন্দ্রনাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্র বলিলেন, "সরলা, চালের উপর উঠ।"

"আমি কেমন ক'রে উঠব?—তুমি উঠ।"

নগেন্দ্রনাথের গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রাচীর সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। উঠান জলে পরিপূর্ণ হইল।

নগেন্দ্রনাথ চালের উপর লাফাইয়া উঠিয়া সরলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইলেন। চালের উপর ভাল করিয়া বসিতে না বসিতে ঘরখানি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র ও সরলা ছিটকাইয়া প্রাঙ্গণে পড়িলেন। প্রাঙ্গণে তখন অনেক জল; তাঁহাদের বিশেষ আঘাত লাগিল না। নগেন্দ্র উঠিয়াই সরলাকে উঠাইলেন, এবং তাহাকে বক্ষোমধ্যে ধারণ করত ক্ষিপ্রতা সহকারে ভগ্ন চালের উপর উঠিলেন।

চাল তখনও ভাসে নাই, ভাসিবার উপযোগী জল পায় নাই। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই চাল নাচিয়া উঠিল, এবং ভাসিতে আরম্ভ করিল। নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, বন্যা বড় সহজ নহে, তাঁহার ঘর-দ্বার, প্রাচীর মুহূর্ত্তমধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। চারিদিকে ঘর-দ্বার-পতনের শব্দ। বড় বড় গাছ ঝপ্-ঝপ্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মানুষের চীৎকার, জীবজন্তুর আর্ত্তনাদ, জলের কল্লোল চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইয়া গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের সহিত মিশাইয়া যাইতেছে। নগেন্দ্রনাথ আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, কোথাও একটু আলো নাই; নক্ষত্র নাই। মাথার উপর নিবিড় অন্ধকারময় চন্দ্রাতপ। পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, চারিদিকে ঘনীভূত, স্তূপীকৃত অন্ধকার—আলো নাই—দীপ্তি নাই—শুধু একটা বিরাট বিশাল অন্ধকার। পৃথিবী, আকাশের কোন চিহ্নও পরিদৃষ্ট হইতেছে না;—কোথায় গাছ, কোথায় ঘর, কিছুই দেখা যাইতেছে না; স্থল, জল, ব্যোম সব বিলুপ্ত হইয়া শুধু একটা অচ্ছিদ্র অনন্ত অন্ধকারের সৃষ্টি হইয়াছে। দেখিবার কিছু নাই—শুনিবার সব আছে। নগেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "সরলা!"

সরলা চমকিয়া উঠিল—তাহার মনে হইল, নগেন্দ্রনাথ যেন কত দূর হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন। সরলা উত্তর না দিয়া নগেন্দ্রনাথের হাত একটু টিপিল। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সরলা, যে জীবনটাকে নিয়ে তোমায় নিত্য দেখতুম, সে জীবনটা বেশ ছিল।"

সরলা উত্তর না দিয়া নগেন্দ্রনাথকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিল। বাতাস চারিদিকে হুহু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। বাতাসের ভাষা শুনি নাই, কিন্তু নিশ্বাসের ভাষা শুনিয়াছি। দুই দিন পরে বাতাসের অস্তিত্ব থাকিবে না; কিন্তু নিশ্বাস অবিনশ্বর।

৫

চাল ভাসিয়া চলিতে লাগিল, নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সরলা, সত্যই কি জন্মান্তর আছে?"

"তুমি কি সত্যই ভাব, ভালবাসাটা সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে? আমি তোমার স্ত্রী বলিয়াই কি তুমি আমাকে ভালবাস? এ জন্মেই কি তোমার হৃদয়ে এ ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছে? জন্ম-জন্মান্তরের কি স্মৃতি নাই?"

নগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "কথাটা সত্য; এমন অনেক দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে না, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না; ছেলে বাপকে হত্যা করে, ভাই ভাইকে খুন করে। ঠিক বলেছ সরলা, জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি আছে।"

খড়ের চাল দ্রুতবেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সরলা বলিল, "তবে ভয় কি!"

নগেন্দ্র উত্তর করিলেন, "তবু এ জীবনটা বেশ ছিল, সরলা।"

গ্রাম ছাড়িয়া তাঁহারা মাঠে পড়িলেন, জলের বেগ বাড়িয়া উঠিল। আগে বাধা পাইতেছিল, এখন আর বাধা নাই। অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক তাড়িত হইয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহারা জলরাশির উপর ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা এ কোথায় কোন্ দিকে চলিয়াছি?"

"অজ্ঞাত রাজ্যে।"

"এ পথের কি শেষ নাই?"

"না।"

সহসা সজোরে চালে এক ধাক্কা লাগিল। নগেন্দ্রনাথ ও সরলা চালের উপর হইতে ছিটকাইয়া পড়িলেন। যেখানে পড়িলেন, সেখানে ডুব-জল নহে, গলা-জল। নগেন্দ্রনাথ সরলাকে ধরিয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইলেন না। যে বস্তুর ধাক্কা লাগিয়াছিল, সেটা একটা বড় বট-গাছ। নগেন্দ্রনাথ সহজেই গাছের সন্ধান পাইলেন, কিন্তু চালখানির সন্ধান পাইলেন না। সম্ভবতঃ স্রোতোমুখে ভাসিয়া গিয়া থাকিবে। নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, মাটীতে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব, জল ক্রমেই বাড়িতেছে। স্রোতও সাতিশয় প্রবল। নগেন্দ্রনাথ বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, "সরলা, সম্বল হারাইলাম, এখন এস গাছকে ধরি।"

"আমি কেমন ক'রে গাছে উঠব?"

"আমি তোমায় উঠিয়ে দিচ্ছি।"

"আমি পারব না, তুমি উঠ।"

তখন জল সরলার চিবুক পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "সরলা, এখন সঙ্কোচ ছাড়—গাছের উপর উঠ।"

"আচ্ছা, আগে তুমি উঠ, উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিও, আমি উঠিব।"

"তাই বেশ, আমি তোমায় টেনে তুলে নেব।"

নগেন্দ্রনাথ গাছের উপর উঠিলেন, উঠিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। অন্ধকারে গাছের কোন অংশই দেখা যাইতেছিল না। যাই হউক, কোন রকমে উঠিলেন। উঠিয়া ডাকিলেন, "সরলা, হাত দাও।"

উত্তর নাই।

"সরলা!"

উত্তর নাই।

"সরলা, সরলা!"

বায়ু কাঁদিতে কাঁদিতে কাণের কাছে মৃদু কণ্ঠে বলিয়া গেল, "সরলা নাই।"

নগেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং বৃক্ষের তলদেশ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন, চীৎকার করিয়া কত ডাকিলেন, কোথাও সরলা নাই। নগেন্দ্রনাথ ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন; পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "সরলা, সরলা!"

উত্তর নাই, সব সুপ্ত। আকাশ পৃথিবী কেহ উত্তর দিল না উপরে ছিদ্রশূন্য অনন্ত অন্ধকার—ধরাপৃষ্ঠে বিভীষিকাময় অসীম অন্ধকার। নগেন্দ্রনাথের সহসা মনে হইল, সরলা ত সাঁতার জানে না! তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি একটু স্থির হইয়া বুঝিয়া দেখিলেন, সরলার ভাসিয়া যাওয়াই সম্ভব। জল ক্রমে বাড়িতেছে, নগেন্দ্রনাথের চিবুক পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সে অবস্থায় সরলার চক্ষু পর্য্যন্ত জল উঠিয়া থাকাই সম্ভব! তাই বুঝি সরলা কথা কহিতে পারে নাই? তাই বুঝি সরলা আমায় ডাকিতে পারেন নাই? হায় হায়, কেন আমি তাহাকে ফেলিয়া গাছে উঠিলাম? সরলা, সরলা! শত সর্প-দংশনের জ্বালা তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। উন্মত্তপ্রায় নগেন্দ্রনাথ স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া সরলার অন্বেষণে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে পূর্ব্বদিক একটু পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের গাছ-পালা দেখা যায়। নগেন্দ্রনাথ সাঁতার দিয়া যাইতে লাগিলেন; সহসা তাঁহার অঙ্গে কি স্পৃষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন, বুঝি সরলা। আশাকুলিত হৃদয়ে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। দেখিলেন, একটা মৃত গাভী। তাহাকে ছাড়িয়া আবার চলিতে লাগিলেন। সহসা সম্মুখে একটা মনুষ্যদেহ দেখিলেন। তিনি সাগ্রহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দেখিলেন, একটি বালকের মৃতদেহ। তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সম্মুখে একটা বড় শিবমন্দির দেখিলেন। মন্দিরের ভিতর তখনও জল উঠে নাই। নগেন্দ্রনাথ মন্দিরের রোয়াকে

উঠিলেন এবং চারিদিকে ঘুরিয়া সরলার অন্বেষণ করিলেন, কোথাও সরলা নাই। অনেকগুলি সাপ নগেন্দ্রনাথের পায়ে ঠেকিল, কিন্তু তাহারা নির্জীব অবস্থায় পড়িয়া আছে। নগেন্দ্রনাথ একবার চীৎকার করিয়া সরলাকে ডাকিলেন, তার পর রোয়াক হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

নগেন্দ্রনাথের শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল; তাঁহার সে দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি পাগলের মত সরলার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথাও একটা মরা কাক দেখিয়া ভাবেন, সরলার চুল; কোথাও একটা মৃত গাভী দেখিয়া মনে করেন, সরলার বসন। কোন নর-দেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিলে ভাবেন, সরলা ভাসিয়া যাইতেছে; কোন ভগ্নমূল বৃক্ষকাণ্ড দেখিলে মনে করেন, সরলা বৃক্ষাশ্রয়ে ভাসিতেছে। অবশেষে নগেন্দ্রনাথের ভ্রান্তি সকল দ্রব্যেই হইতে লাগিল। সম্মুখে যাহা কিছু দেখেন, সেইটাকেই সরলা বলিয়া মনে করেন। ক্রমে জলে, আকাশে সকল স্থলেই সরলাকে দেখিতে লাগিলেন। বিশ্ব সরলাময় হইয়া উঠিল।

৬

আট বৎসর পরে একদা বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্রতপ্ত কঙ্করময় পথ বহিয়া একটি ছিন্নবসনা রমণী শ্রান্তচরণে দুবরাজপুরের দিকে চলিয়াছে। দুবরাজপুর গ্রাম সিউড়ি হইতে বড় বেশী দূরে নয়—সাত ক্রোশের মধ্যে হইবে। কিন্তু পথ বড় নির্জ্জন; মাঝে মাঝে দুই-চারখানা গ্রাম, এই যা; নতুবা পথের ভূরিভাগ প্রান্তর বা জঙ্গলের উপর দিয়াই গিয়াছে! ছিনপাই গ্রাম প্রত্যূষে ত্যাগ করিয়া হেতমপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে রমণীর মধ্যাহ্ন হইয়া গেল। তাহার চরণ আর চলিতে চাহিতেছিল না। পথিপার্শ্বে লোকালয় নাই যে, একটু জল চাহিয়া খাইবে; কোন বৃক্ষ নাই যে, তাহার ছায়ায় একটু বসিবে। কোন উপায় না দেখিয়া রমণী শ্রান্ত চরণ, ক্লান্ত দেহ টানিয়া লইয়া চলিল।

তাহার বয়স বড় বেশী নহে—ত্রিশ বত্রিশ হইবে। রমণী শীর্ণা, কিন্তু সুন্দরী। হাতে 'নোয়া', ললাটে ক্ষীণ সিন্দুরেরেখা। বসন ছিন্ন হইলেও একটা লজ্জা তাহার দেহকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

রমণী হেতমপুর বামে রাখিয়া দুবরাজপুর গ্রামপ্রান্তে যখন উপনীত হইল, তখন সে আর চলিতে পারিল না,—একটা ছায়ায় বসিয়া পড়িল। যেখানে বসিল, তাহার অনতিদূরে একখানি কুটীর ছিল। রমণী শুনিল, একটি ছোট ছেলে ডাকিতেছে, "বাবা, কাবে এছ—মা ডাকচে।" বাপ বোধ হয় ঘরের পাশে বাগানে কিছু কাজ করিতেছিলেন। তিনি কাজে বিরত না হইয়া উদ্যান হইতে কহিলেন, "এই জমীটুকু কেটে যাচ্ছি।"

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল—ছায়া ছাড়িয়া কুটীরের দিকে সরিয়া আসিল। শিশুকে দেখিল, শিশুর বাপকেও দেখিল। তাহার চোখের তেমন জোর নাই, ভাল দেখিতে পাইল না। আরও একটু অগ্রসর হইয়া কুটীর-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। শিশু তখন পিতাকে কহিতেছিল, "দেলি কলো না, বাবা!" তাহার পিতাকে দেখা যাইতেছিল না, তিনি গৃহের অপর পার্শ্বে ছিলেন। শিশুকে তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলেন। পিতা উত্তর করিলেন, "যাচ্ছি বাবা।"

রমণীকে দেখিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ভাত কাবে?"

"না, আমি তোমাকে দুটো চুমো খাব।"

"কাবে এছ।"

রমণী শিশুর দিকে আনন্দে অগ্রসর হইল। এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া শিশুর জননী স্বামীর উদ্দেশে কহিল, "তুমি কি আজ ভাত খাবে না?"

"এইটুকু কেটেই যাচ্ছি।"

"রোদ মাথার উপর এসেছে, এখনও বলছ, এইটুকু কেটে যাচ্ছি? আর কাটতে হবে না, চ'লে এস।"

"যাচ্ছি।"

"একে কি খাটুনি বলে! দিন-রাত একটু বিশ্রাম নেই—"

"না খাটলে চলবে কেন? ব'সে থাকলে খাব কি?"

"ভগবানের ইচ্ছা হয়, দয়া হয়, খেতে পাব—"

"পুরুষকার দেখলে তবে তিনি কৃপা করেন। তোমাকে বলব কি, ইচ্ছে করে, রাতে না ঘুমিয়ে মাঠে কাজ করি।"

"নিজে বাঁচলে, তবে জমী—"

"জীবনটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে না পারলে কিছুই হয় না। আমি যখন নিজেকে বিপন্ন ক'রে রাজা বাহাদুরের ক্ষিপ্ত ঘোড়ার সম্মুখে দাঁড়ালুম, তখন সিদ্ধি, আমার পুরুষকার দেখে আমাকে বরণ করলে। আমি ঘোড়া ধরলুম, রাজার আত্মীয়কে

বাঁচালুম, রাজা দয়াপরবশ হয়ে আমাকে পঞ্চাশ বিঘা জমী দান করলেন। এই পুরুষকার—"

"তোমাকে আর রোদে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হবে না—চ'লে এস।"

গৃহস্বামিনীর চক্ষু সহসা রমণীর উপর পড়িল। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন, কোন ভিখারিণী হইবে; পরে মুখের দিকে চাহিয়া মনে করিলেন, কোন ছদ্মবেশী রাজরাণী হইবে। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

"শিশুকে দুটো চুমো খেতে চাই।"

"তা' খেও এর পরে; এখন দুটো ভাত খাবে?"

"তোমরা ব্রাহ্মণ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে খেতে পারি—আজ দু'দিন পেটে কিছু পড়ে নি।"

"আহা! এস দিদি, দাওয়ায় এসে ব'স—আমি হাত-পা ধোবার জল আনি।"

অতিথি দাওয়ায় আসিয়া বসিল। তাহার পৃষ্ঠে একটা দীর্ঘ ঝুলি ছিল, তাহা দাওয়ায় রাখিল এবং একটু আরামের নিশ্বাস ফেলিল। গৃহস্বামিনী সত্বর জল ও গামছা আনিলেন। সেই সময়ে গৃহস্বামীও যন্ত্রাদি হস্তে দাওয়ার নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী তাঁহাকে দেখিল; দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিল—দাওয়ার নীচে নামিল এবং একটু একটু করিয়া গৃহস্বামীর সমীপস্থ হইল। তার পর চীৎকার করিয়া উঠিল, "এত দিনে তোমাকে পেয়েছি গো!"

"কে, সরলা?"

"এইবার প্রাণ, তুমি এ দেহ ছেড়ে যেতে পার, তোমার কায শেষ হয়েছে।"

সরলা নগেন্দ্রনাথের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। গৃহস্বামিনী মাঝে পড়িয়া সরলাকে উঠাইলেন এবং আনন্দকম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন "দিদি, দিদি!"

সরলা তাঁহার মুখপানে চাহিল। তিনি কহিলেন, "আমাকে চিনতে পারছ না, দিদি? আমি যে তোমার আদরের ছোট বোন্ বিমলা—বিলা।

"তুই সেই বিলা?"

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হাঁ, এই তোমার আদরের বিলা, যার কথা তুমি প্রতিদিন বলতে। আমি তোমাকে হারিয়ে তোমার যেটুকু কুড়ায়ে পাই, সেই লোভে—সেই আশায় বিলাকে বিয়ে করেছি।"

দাওয়া হইতে শিশু কহিল, "বাবা, তোমার বাজনাটার মত এই ঝুলির ভেতর একটা বাজনা রয়েচে।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, এটা তাঁরই সেই বেহালা।

বিমলা কহিল "দিদি, ওঠ, তোমার ঘরে তুমি এস।"

সমাপ্ত

বিল্বতনয়া

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা—সুন্দর বাড়ী—অন্তঃপুর—সুসজ্জিত কক্ষ।

গৃহ-স্বামী শৈলেন বিমর্ষমুখে আসিয়া স্ত্রী বিল্ব-তনয়াকে কহিল, "বেলু, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

"কি হয়েছে?"

"বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"

"তুমি আগে বসো।"

"আমাকে বসিয়েই দিয়েছে। আমার ময়ূরভঞ্জের বিস্তীর্ণ জঙ্গল পুড়ে গেছে; যে সব বড় বড় কাঠ চালানের জন্য মজুত ছিল, সে সবও পুড়ে গেছে।"

"ও মা, কি সর্ব্বনাশ! কি ক'রে পুড়ল?"

"তা' জানিনে।"

"কে খবর দিলে?"

"ম্যানেজার টেলিগ্রাম করেছে! লিখেছে, কিছুই আর নাই। আজ তিন পুরুষ আমরা—"

"কত টাকা লোকসান হ'ল?"

"সবই গেল, কত টাকা আর কি! তা' ছাড়া আবার এক বিপদ।"

"আবার কি?"

"ঝরিয়ার কয়লার খনিও গেল।"

"সে কি?"

"জল উঠে খনি ভাসিয়ে দিয়েছে একটা নষ্ট করলে আগুনে, আর একটা ধ্বংস করলে । এখন আমরা নিঃস্ব।"

বিল্বতনয়া ওরফে বেলু স্বামীর নিকট সরিয়া আসিয়া কহিল, "তুমি কেঁদো না, ভগবান্ আবার দেবেন।"

"আমার জন্যে আমি কাতর হইনি, বেলু, আমি ভাবছি তোমার কথা।"

"আমার কথা! ছি ছি! আমার জন্যে তুমি একটুও কাতর হয়ো না।"

"কেন কাতর হব না, বেলু? তুমি আজন্ম সুখে প্রতিপালিতা—ধনীর কন্যা, ধনীর পুত্রবধূ, আর আজ তুমি আমার হাতে প'ড়ে পথের ভিখারী।"

"ও রকম ক'রে তুমি বলো না, আমার বুক ফেটে যায়।"

"বুক থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে, বেলু।"

"আমি ভাবছি, মাকে কি ক'রে এ সংবাদ দেব।"

"তুমি মাকে এখন কিছু বলো না—যা' বলতে হয়, আমি পরে এক দিন তাঁকে বলব।"

প্রায় এক মাস পরে—

শৈলেন,—"এই ঘর-বাড়ী, কৌচ-কেদারা, দাস-দাসী এবার ছাড়তে হবে, বেলু।"

"জঙ্গল পুড়েছে, তা' ঘর-দোর ছাড়ব কেন?"

"পাওনাদাররা সব নীলেম ক'রে নিয়েছে।"

"তোমার কি দেনা ছিল?"

"কারবার করতে গেলেই অল্পবিস্তর দেনা হয়।"

"আমরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে কোথা যাব?"

"একটা ছোট বাড়ী বৌবাজার অঞ্চলে ঠিক করেছি।"

"মা'র সেখানে বড় কষ্ট হবে, কখনও ছোট বাড়ীতে থাকেন নি।"

"আমি ভাবছি, এই সময়ে মাকে কাশী পাঠিয়ে দি, মা তা' হ'লে কিছু জানতে পারবেন না।"

"তাই দেও; কিন্তু সেখানে কে তাঁকে দেখা-শুনা করবে?"

"পিসীমাকে সঙ্গে দেব; তা' ছাড়া সেখানেও ত আমাদের লোকজন আছে।"

"দুটো সংসারের খরচ যোগাতে পারবে?"

"না পারি যতীনের কাছে ধার নেব।"

"তোমার যতীনকে আমার একেবারে ভাল লাগে না।"

"কেন, সে ত বেশ ছেলে। বরাবর এক সঙ্গে প'ড়ে এসেছি, তার চরিত্রে বিশেষ কোন দোষ দেখি নি।"

"তুমি লোক চিনতে একটুও পার না।"

"আর তুমি বুঝি পার ?"

"পুরুষের চেয়ে মেয়েমানুষের সে শক্তিটা বেশী আছে।"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, যতীন বাবু আসিয়াছেন। তাহাকে উপরে আনিতে আদেশ দিয়া শৈলেন মায়ের কাছে চলিয়া গেলেন ; স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, "আমি এখনই আসছি, যতীনকে চা-টা দেও।"

যতীন আসিয়া কহিল, "কি বৌদি, তুমি যে বড় একা ?"

"তিনি মা'র কাছে গেছেন—বসো।"

"দেখ বৌদি, তোমাকে দেখলে আমার কেমন একটা আনন্দ হয়।"

"বউদিকে দেখলে সকলেরই আনন্দ হয়।"

"তা নয়—"

"তবে কি ?"

"তোমার মত সুন্দর আরও দু একটি দেখেছি, কিন্তু তোমাতে কি যে একটা আছে, তা অন্য কোথাও দেখা যায় না।"

"শুনে থাকবে ঠাকুরপো, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যাচ্ছি।"

"শৈলেনের মুখে তা শুনেছি! গলির ভেতর একটা ছোট বাড়ী তোমাদের জন্যে নিয়েছে। রামঃ, সে সব বাড়ীতে মানুষ বাস করে! আমি বল্লুম, আমার দমদমার বাগানবাড়ীটা ছেড়ে দিচ্ছি, তা সে কিছুতেই রাজী হ'ল না। তুমি যাবে বউদি ?"

"কোথা ?"

"আমার বাগান-বাড়ীতে ; চমৎকার বাড়ী, মস্ত বাগান—"

"না, আমি গলির ভিতরে ছোট বাড়ীতেই যাব।"

"তোমারও এমনি পছন্দ !"

"আমরা এখন গরীব হয়েছি ; গরীবের মত চালচলন অভ্যাস করা চাই ত।"

শৈলেন আসিয়া পড়িল ; কহিল, "যতীনকে চা জলখাবার দেও নি, বেলু ? ওরে যতি, কাল সকালে দুশো টাকা আমাকে পাঠিয়ে দিস ; মাকে কাশী পাঠিয়ে দেব।"

"টাকার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না শৈলেন। আমি বলি কি, বৌবাজারের বাড়ীতে না গিয়ে আমার বাগানবাড়ীতে চল।"

"আর সে কথা কেন তোল, ভাই ? এখন কিছু খা।"

২

বৌবাজারের বাটী—সন্ধ্যাকাল—যতীন ও বিল্বতনয়া।

"শৈলেন কোথা, বউ-দি ?"

"কি জানি কোথা ?"

"সে কোথা যায় ? আমি যখনি আসি, তখনি তা'কে দেখতে পাই না।"

"কাযের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"চাকরী করবে নাকি ?"

"না। বলছিলেন, একবার ময়ূরভঞ্জে যাবেন।"

"সেখানে গিয়ে আর কি হবে ? পোড়া কাঠ দেখে ত আর আনন্দ পাবে না। তা' যায় যাক্।"

"এত দিন কবে চ'লে যেতেন, আমি যেতে দিই নি।"

"কেন ?"

"আমি একা থাকব কি ক'রে ? এক বাড়ী লোক ছিল, তার পর হঠাৎ একা !"

"আমি আছি, তোমার ভয় কি, বউদি ? বল ত এইখানেই আমি প'ড়ে থাকি।"

"ভয়ের কথা আমি বলি নি—ঝি-চাকর আছে, ভয় কি ?"

"আচ্ছা বউদি, বাড়ীর ও-ধারে কে থাকে ? মাঝে দেখছি কাঠের পার্টিশন—"

"বাড়ীটা দু'ভাগ ক'রে ভাড়া দেওয়া হয় ; এখন ও-দিকে কেউ নেই।"

"আমার মনে হ'ল, ও-পাশে যেন একটা আলো দেখলাম।"

"আমারও ঐ রকম দু' একদিন ভুল হয়েছিল।"

"যাই হোক, তোমার এ ঘরটা বড় সুবিধাজনক নয়।"

"কেন ?"

"এ ঘরে কথা কইলে পাশের বাড়ীতে শুনা যায়—মাঝে কাঠের একটা বেড়া বই ত নয়।"

"এখন পাশের বাড়ীতে কেউ নেই।"

"ঠিক জান ?"

এমন সময় শৈলেন ব্যস্ততাসহ কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মুখের ভাব অতি বিকট। ঘরে আসিয়াই কহিল, "বেলু, বেলু—"

"অমন করছ কেন ? কি হয়েছে ?"

"আর বেলু, আমি সর্ব্বনাশ ক'রে বসেছি।"

"কি করেছ ?"

"বলব ? না, বলব না—বলতে পারব না। শুনলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে, হয় ত ত্যাগ করবে—"

"ছি, ও কথা বলো না—"

"এই যে যতীন, তুমিও এখানে আছ। তা' তোমাদের কাছে বলব না ত কা'র কাছে বলব ? আর আমার কে আছে ?"

যতীন। তোমার ভাব দেখে শৈলেন, আমার বড় ভয় হয়েছে—এ কি ! তোমার জামায় রক্ত কেন ?—

শৈলেন। আমি খুন করেছি, ভাই—

বেলু মূর্চ্ছিত-প্রায় হইল। যতীন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। শৈলেন বক্র-নেত্রে যতীনের কার্য্যাদি লক্ষ্য করিতে লাগিল। বেলু জ্ঞানলাভ করিয়া স্থির হইয়া বসিলে শৈলেন কহিল, "এখন কান্নাকাটি করবার সময় নেই, আমাকে পালাতে হবে।"

যতীন। তোর পিছন পিছন পুলিস আসছে না কি ?

বলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ভীতনয়নে দোরের দিকে চাহিতে লাগিল। শৈলেন কহিল,"পুলিস আসছে না, আমাকে সহজে এখন ধরতেও পারবে না।"

যতীন। ওরা যে কোন্ সূত্র নিয়ে আসামী ধরে, তা' বুঝে উঠা দায়। তুমি ভাই স'রে পড়, আর দেরী করো না।

শৈলেন। যাচ্ছি ; বেলুর একটা বন্দোবস্ত করতে হবে ত !

যতীন। তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমি যা' হয় করব। তুমি এখন স'রে পড়।

শৈলেন বেলুকে জিজ্ঞাসা করিল, "একলা থাকতে পারবে, বেলু ?"

কোন উত্তর নাই। কথাটা যে বেলুর কাণের মধ্য দিয়া মাথায় গেল, এমন মনে হইল না। যতীন ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তুমি এখন যাও না ভাই,আমাকে শুদ্ধ কি শেষকালে ফ্যাসাদে ফেলবে ? পুলিসকে আমার বড় ভয়।"

শৈলেন সরিয়া আসিয়া বেলুর মাথায় হাত দিয়া একটু আদর করিল, সান্ত্বনা দিল, অবশেষে বিদায় লইয়া ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

৩

তিন দিন পরে যতীন বেলুর ঘরে আসিয়া কহিল, "শৈলেন ধরা পড়েছে।"

বেলু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; অবশেষে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। যতীন কহিল, "এখন কাতর হ'ল চলবে না, বউদি !"

"তবে কি করব ?"

"শৈলেনকে রক্ষে করতে হবে।"

"আমাকে কি করতে হবে বল ?"

"মকর্দ্দমা করতে হবে,পুলিসের সঙ্গে লড়তে হবে। তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে সহজে যে ফাঁসি দেবে, তা আমি হ'তে দিচ্ছি নে—জোর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তা' এতে আমার যত টাকাই খরচ হো'ক।"

"তাঁকে কোথা ধরলে ?"

"মধুপুরে।"

"তিনি যে ময়ূরভঞ্জে যাবেন বলেছিলেন ?"

"পুলিস সে দিকে ছুটেছে দেখে হয় ত ভয়ে মধুপুরে পালিয়েছে।"

"এখন আমাদের কি করতে হবে ?"

"মধুপুরে গিয়ে মকর্দ্দমা করতে হবে, উকীল-মোক্তার দিতে হবে। তোমাকেও যেতে হবে, বউ-দি ; তোমাকে আমরা সাক্ষী মানব, তোমার সাক্ষ্যে হয় ত সে রক্ষা পাবে।"

"আমাকে কি বলতে হবে ?"

"উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তোমাকে তা শিখিয়ে দেব।"

"কবে যাব মধুপুরে ?"

"কাল রাতের গাড়ীতে।"

"আজ গেলে হয় না ?"

"কাল সকালে যে আমাকে উকীল-হাকিমের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, তা' নইলে আজই যেতাম।"

"যা ভাল বোঝ, কর।"

"তুমি তৈরী থেকো, কাল সন্ধ্যার পর এসে নিয়ে যাব।"

যতীন বিদায় হইল। দাসী মন্দা ক্ষণকাল পরে আসিয়া কহিল, "মা, কাঁদছ কেন ?"

দাসীর বয়স চল্লিশের কম নহে, বেলুর কাছে দুই তিন বৎসর আছে। মন্দা ইতর ঘরের মেয়ে নহে, কিছু লেখাপড়াও জানিত। দুরবস্থায় পড়িয়া চাকরী লইয়াছে ; সে বেলুকে বড় ভালবাসিত ; বেলু তাহাকে ইংরাজী শিখাইত, সে বেলুকে মহাভারতের গল্প শুনাইত।

বেলু উত্তর করিল, "বাবুর বড় বিপদ, মন্দা !"

"কি হয়েছে মা ?"

"তা' তুমি বুঝবে না। এখন আমরা মধুপুরে যাচ্ছি।"

"কেন, মা ?"

"বাবুকে রক্ষে করতে।"

"বাবুকে রক্ষে করতে ? তাঁর কি হয়েছে যে, তাঁকে রক্ষা করতে যাচ্ছ ?"

"তাঁকে পুলিসে ধরেছে।"

"মিছে কথা। অমন বাবু এমন কোন কাজ করতে পারেন না, যে জন্মে পুলিসে তাঁকে ধরবে।"

"আমার ত সেই বিশ্বাসই ছিল, মন্দা—"

"সেই বিশ্বাসই রেখো, মা।"

"কি ক'রে আর রাখি বল।"

"ঐ বাবুটি বুঝি তোমাকে এ সব কথা ব'লে গেল ?"

"হ্যাঁ, উনিও বলেছেন, আর—"

"ও লোকটাকে একবারেই বিশ্বাস করো না, মা —আমি ঢের ঢের মানুষ দেখেছি—"

"তবে শোন্ মন্দা, তোকে সকল কথা বলি।"

অতঃপর দুই জনে অনেক কথা হইল। দুঃখের কথার আর শেষ নাই। গল্প করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইল। বেলু উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। উভয়ে ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, যতীন আসিতেছে। তাহাকে এত রাত্রিতে পুনরায় আসিতে দেখিয়া বিষ্ণুতনয়া একটু বিরক্ত, একটু লজ্জিত হইল। যতীন কহিল, "আবার এসেছি বৌদি, তোমাকে একটা কথা বলতে—মন্দা, তুই স'রে যা।"

"আমি থাকি না কেন, বাবু !"

"না, না, তুই বাইরে যা।"

মন্দা অনিচ্ছায় বাহিরে গেল ; কিন্তু দ্বার হইতে বড় বেশী দূরে গেল না। যতীন মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বউদি, কথাটা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ; ভয় হচ্ছে, কথাটা শুনে পাছে তোমার অমন সুন্দর মুখখানি ম্লান হয়ে যায়।"

"কথাটা কি বল না ছাই।"

"শৈলেন কাকে খুন করেছে জান ?"

"কাকে ?"

"একটা বেশ্যাকে।"

বিষ্ণুতনয়া স্তম্ভিত। যতীন কহিল, "তোমাকে এত দিন কথাটা বলিনি বউদি, এখন লুকিয়ে রেখেই বা কি হবে। শৈলেনের স্বভাব-চরিত্র ইদানীং বড় খারাপ হয়েছিল—একটা বেশ্যা রেখেছিল ; তাকেই হতভাগা খুন করেছে।"

এবার বজ্রাঘাত। বিষ্ণুতনয়া পড়িয়া যাইতেছিল, যতীন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার করস্পর্শে পতিব্রতা সচেতন হইল এবং দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। যতীন কহিল, "পাশের বাড়ীতে একটা কি শব্দ হ'ল না ?"

সে কথার কোন উত্তর আসিল না। যতীন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বসিতে কেহ বলিল না। কি বলিবে, স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে দ্বারের দিকে ফিরিল। যাইতে যাইতে কহিল, "তা হ'লে কাল রাতের গাড়ীতে যাওয়া ঠিক ?"

"আমি যাব না, তুমি যাও।"

"ছি বউদি, এখন কি অভিমান করিবার সময় ? এ অপমানের প্রতিশোধ নেও, কিন্তু তাঁকে মরতে দিও না।"

"আমি সেখানে গিয়ে কি করব ?"

"তোমাকে হাকিমের কাছে বলতে হবে, শৈলেন অতি চরিত্রবান্, সন্ধ্যার পর কখনও ঘরের বাহিরে থাকে না ; ঘটনার দিন সে সমস্ত রাত্রি তোমার কাছে ছিল। এই সব কথা গুছিয়ে বলতে হবে। আরও যা বলতে হবে, তা উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

"আচ্ছা, আমি যাব।"

"বেশ ! আমি ঠিক সময়ে আসব। আর দেখ, ঝি-চাকরকে এ সব কথা বলো না। শুনলে তারা পালাবে।"

"বলি আর না বলি, আমাদের সঙ্গে কিন্তু মন্দা যাবে।"

"না, না, ও মাগীকে একেবারেই নয়। সঙ্গে যদি কোন স্ত্রীলোক নিতে হয়, তা হ'লে আমি তার ব্যবস্থা করব।"

"আচ্ছা, পরে তা দেখা যাবে।"

"দেখ, তুমি যদি মন্দাটাকে সঙ্গে নেও, তা হ'লে ওর ভাড়া আমি দেব না। বিনা টিকিটে গাড়ীতে শেষে ওকে পুলিসে ধরবে, তখন কিন্তু—"

"আচ্ছা, তুমি এখন যাও !"

যতীন বিদায় হইল।

৪

পরদিবস সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুতনয়া দাসীকে কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে, মন্দা।"

"বাবুটা যে কিছুতেই আমাকে নিতে চাচ্ছে না, মা !"

"ওর কথা যে শুনতে হবে, তা'র ত কোন মানে নেই।"

'শেষে কি আমাকে পুলিসে ধরবে ?"

"আমি তোমার টিকিট কিনে নেব, তুমি আমার সঙ্গে বরাবর থেকো।"

"আর তোমরা যদি সায়েবের কামরায় ওঠ ?"

"তুমিও উঠবে।"

"দেখ মা, তুমি যে ও লোকটার সঙ্গে যাও, তা' আমার একেবারেই ইচ্ছা নয়।"

"আমারই কি ইচ্ছা মন্দা ? কি করব, দায়ে ঠেকছি।"

"কাল রাতে তোমাকে ও যা' বললে, তা' তুমি একটুকুও বিশ্বাস করো না, মা ; আমার বাবা কখন মন্দ চরিত্রের লোক নয়।"

"আমিও তাই ভাবছি মন্দা, কিন্তু—"

"অন্তরের কোণে কিন্তু রেখো না ; তাঁর উপর বিশ্বাস হারিয়ে জ্ব'লে পুড়ে মরো না। এখন আমি যাই, তৈরী হই গে।"

ঘণ্টাখানেক পরে ভৃত্য আসিয়া একখানা খাম কর্ত্রীর হাতে দিল। খামটা খুলিয়া বেলু দেখিল, তাহার ভিতর একখানা রেলের টিকিট। আলোর কাছে সরিয়া পড়িয়া দেখিল, টিকিটখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর—হাওড়া হইতে মধুপুর। বেলু বিস্মিত হইল। কে এ টিকিট পাঠাইল ? নিশ্চয়ই যতীন নয় ; ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এখানা দিল ?"

"একটা লোক এসে আমাকে নাম ধ'রে ডাকলে। দোর খুলে দাঁড়াতেই সে আমার হাতে কাগজখানা দিয়ে বললে, তোমার মাকে দাও গে। বলেই সে চ'লে গেল।"

"লোকটা কি ভদ্রলোকের মত ?"

"তা ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না।"

সিঁড়িতে পদশব্দ হইল ; অচিরে যতীন আসিয়া দর্শন দিল। তাহার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক ছিল। তাহার বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হইলেও তাহাকে দেখিবামাত্র বেলুর অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। মাগীটা আসিয়াই একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল এবং শূন্যপানে চাহিয়া কহিল, "কৈ গো, পান-টান দেও না।"

বেলু কহিল, "আমি যাব না, তুমি একে নিয়ে চ'লে যাও।"

"তুমি যাবে না কি রকম বউদি ?"

"আমি যদি যাই, তা হ'লে আমার সঙ্গে মন্দা যাবে, আর কেউ নয়।"

"তাই যেও ; ওর আবার একখানা টিকিট চাই। ভ্যালা বিপদ্—"

"তোমাকে সে ভাবনা করতে হবে না—"

"শেষে কি পুলিসে ধরবে ? পুলিসকে আমার বড় ভয়।"

"ধরে ওকেই ধরবে, তোমাকে ত আর নয়।"

"তবে চলুক। কাতি, (স্ত্রীলোকটাকে উদ্দেশ করিয়া) তুই ফিরে যা। আমি তোকে একখানা গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসছি।"

বেলু কহিল, "আমরা মধুপুরে কখন্ গিয়ে পৌছব ?"

"বেলা আটটা ন'টার মধ্যে।"

"কোথা গিয়ে উঠব ?"

"সেখানে আমার এক বাড়ী আছে। সুন্দর বাড়ী, নাম যতী-কুঞ্জ। আমি হালে তৈরী করেছি—ষ্টেশনের নিকটেই—"

"আচ্ছা, তুমি একে একখানা গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে এস।"

যতীন তাহার কাতিকে লইয়া প্রস্থান করিল। যখন তাহাকে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তখন দেখিল, বেলুর ভৃত্য একখানা কাগজ লইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছ, মধু ?"

"তার করতে।"

বলিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল। যতীনের ইচ্ছা হইল, কাগজখানা একবার পড়িয়া দেখে ; কিন্তু চাহিয়া লইতে একটু ইতস্ততঃ করিল। ভৃত্য ইত্যবসরে অদৃশ্য হইল।

রাত্রি এক প্রহর হইতে না হইতে যতীন বেলু ও মন্দাকে লইয়া মোটরে উঠিল। তাহাদের মোটরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি ট্যাক্সি ছুটিল। অগ্রগামী গাড়ী পশ্চাতের যানকে লক্ষ্য করিল না, কিন্তু পশ্চাতের গাড়ী অগ্রগামীকে দৃষ্টির বহির্ভূত করিল না। হাওড়া ষ্টেসনে উভয় যানের আরোহী নামিল।

৫

যতী-কুঞ্জ বেশ বড় বাড়ী, চারিদিকে উঁচু পাঁচীল, ফল-ফুলের গাছও অনেক। এক জন দ্বারবান্ দেখাশুনা করিত, মালী গাছ-পালা রক্ষণাবেক্ষণ করিত ও ফলমূল উদরস্থ করিত। গৃহ-স্বামী কোন সংবাদ না দিয়া আসিয়া পড়ায় ভৃত্যরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। গোপনে তাহারা কিছু ফলমূল বিক্রয় করিতেছিল, গৃহস্বামীকে দেখিয়া তাহারা ক্রেতাদের উপর মহা তম্বী করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। যতীন সে দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া বেলুকে লইয়া গৃহে উঠিল।

বেলু কহিল, "থানায় যাবে কখন্ ?"

"আগে স্নান আহার ক'রে নেও।"

"ও সব এখন থাক্, আগে থানায় চল।"

"তোমাকে এখন যেতে হবে না; আমি আগে গিয়ে দেখে আসি, ব্যাপার কতদুর দাঁড়িয়েছে।"

"তুমি এখনই যাও।"

"অত ব্যস্ত হ'লে চলবে না। যদি থানাওয়ালাদের ঘুষ দিলে কার্য্যোদ্ধার হয়, সে চেষ্টা ত দেখতে হবে।"

"তাই চেষ্টা কর গে।"

"আমি নিজে তাদের কাছে সে প্রস্তাব করতে পারব না—অন্য লোক লাগাতে হবে। আমি এখনই সে লোকটাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।"

"আচ্ছা ঠাকুর-পো, আমি কি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পাই না?"

"দেখা করতে দেবে কি না বলতে পারি না। তবে আমি চেষ্টা দেখব; আচ্ছা বউদি, তুমি মন্দার টিকিট কোথা পেলে?"

"তুমি ওর ভাড়া দেবে না বললে, কাজেই মধুকে দিয়ে কিনে আন্‌তে হ'ল।"

"মধুকে তুমি তার করতে পাঠিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কাকে 'তার' করতে পাঠিয়েছিলে?"

"দাদাকে।"

"তিনি থাকেন কোথা?"

"পাটনায়।"

"সেখানে কি করেন?"

"পুলিসে চাকুরী করেন।"

"তাঁকে কি লিখলে?"

"আমি বিপদে প'ড়ে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি, তাই লিখলাম।"

"এখানে আসছ লিখেছ না কি?"

বেলু সহসা সে কথার উত্তর করিল না। তাহার অন্তরের মধ্যে যে অবিশ্বাস অবস্থান করিতেছিল, সে মাথা তুলিয়া উঠিল। বেলু সত্য গোপন করিল; কহিল, "না, তাঁকে আমি জানাই নি যে, আমি মধুপুরে তোমার সঙ্গে আসছি। কিন্তু জানালে ভাল হ'ত।"

"কেন?"

"তিনি এলে মকর্দ্দমার কোন উপায় করতে পারতেন।"

"তিনি আর আমার চেয়ে বেশী কি করবেন?"

"তবু তিনি পুলিসের লোক—"

"পুলিসকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না—ওরা সব পারে।"

বেলু একটু কি ভাবিল; তার পর এক পা অগ্রসর হইয়া যতীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে মিছিমিছি এখানে আন নি ত?"

"মিছামিছি কি রকম?"

"এই—এই হয় ত আমার এখানে আসবার কোন দরকার ছিল না, তুমি আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আন্‌লে—"

"তোমার এখানে আসবার দরকার কি, তা' তোমাকে বুঝিয়ে বলেছি—"

"এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, আমার আসা উচিত হয় নি, কিন্তু বিপদে প'ড়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে।"

"আমাকে যদি তোমার এতই অবিশ্বাস—"

"আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রেই এসেছি, তুমি এ বিশ্বাসের অপমান করো না—ভগবান্ সইবেন না।"

"দেখ বউদি, আমি তোমাদের জন্যে এত খরচপত্র করছি—"

"আমি শেষ পর্য্যন্ত দেখে তবে বিচার করব—এখন তুমি ওঠ—কোথা কাকে পাঠাবে, পাঠাও গে।"

৬

রাত্রি ৮টা। যতী-কুঞ্জের একটা ঘরে একাকী বসিয়া বেলু ভাবিতেছিল, এখানে আসিয়া সে ভাল করে নাই; যাহাকে কখন সে বিশ্বাস করে নাই, তাহাকে কেন সে বিশ্বাস করিল? অনুতাপে যখন দগ্ধ হইতেছিল, তখন মন্দা আসিয়া কহিল, "তুমি কার সঙ্গে নিজের ঘর-দোর ছেড়ে এলে, মা?"

নিজের আশঙ্কা অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে বেলু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে?"

"বাবুটা মদ খাচ্ছে, আর মালীটাকে চুপি চুপি কি বলছে।"

আতঙ্কে বেলুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "মা দুর্গা যা' করেন!"

"আমাদের গাঁয়ে এই রকম ক'রে একটা মেয়েকে ভুলিয়ে এনে একটা বাবু তা'র সর্ব্বনাশ করলে; কৈ, মা-দুর্গা ত তা'কে রক্ষে করলেন না।"

"আজ যদি আমরা কোন রকমে রক্ষে পাই মন্দা, তা হ'লে কাল সকালে—"

"আজ রক্ষে পাবে কি ক'রে মা?"

বেলু এবার কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "চল মন্দা, আমরা এখনই পালিয়ে যাই।"

"পালাবার পথ কৈ মা? ফটকে চাবি, চারিদিকে উঁচু পাঁচীল—"

"তবে কি করব মন্দা? আচ্ছা, আমাকে একখানা অস্ত্র দিতে পার?"

"এখানে অস্ত্র কোথা পাব? তোমার একখানা আনা উচিত ছিল।"

"আমি কি তখন জানতাম, হতভাগাটা এত বড় শয়তান!"

"জানতে হয় মা, বাক্স-পেঁটরায ত চাবি দিতে জান?"

"এখন কি করি মন্দা? আত্মহত্যা করব? প্রাণটাকে রেখেই বা কি হবে; তিনি যদি না বাঁচেন—"

এমন সময় যতীন মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিল। বেলু চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যতীনের হাতে একটা বোতল ছিল, সে তাহা সযত্নে টেবিলের উপর রাখিয়া অতি প্রসন্ন নয়নে বেলুর প্রতি চাহিল তাহার দৃষ্টি বেলুকে বলিতেছিল, "এইবার তুমি আমার।"

বেলু মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া দূরে সরিয়া গিয়া মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,"দারোগার কাছ থেকে লোকটা ফিরে এসেছে?"

"লোক? দারোগা? ওঃ—হ্যাঁ, ফিরে এসেছে।"

"দারোগা কি বললে?"

"কি আর বলবে? দারোগার হাতে মকর্দ্দমা নাই—জজ সাহেবের কাছে গেছে। এতক্ষণ হয় ত—"

"এতক্ষণ হয় ত কি?"

"সে কথা শুনে তোমার কাজ নেই।"

"বলই না কেন?"

"এতক্ষণ হয় ত তার ফাঁসি হয়ে গেছে—"

"মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যে নয়, সত্যি। ওরে মন্দা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস? আমি এতক্ষণ তোকে দেখি নি—বেরো এখান থেকে।"

"কেন বাবু? আমি কার কি করলুম?"

"আ গেল যা! মার খাবে, তার যোগাড় করছে!"

"আমি মাকে নিয়ে ও-ঘরে চ'লে যাচ্ছি।"

যতীন তখন তাহাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ঘরের বাহির করিয়া দিল। বেলু কাঁপিতে লাগিল; যে পথে মন্দা গিয়াছিল,সেই পথে যাইবার অভিপ্রায়ে পা বাড়াইল, কিন্তু সে পথের উপর দুর্জ্জন দণ্ডায়মান, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে বেলুর সাহস হইল না। যতীন অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, "হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলাম? শৈলেনের কথা! সে এতক্ষণ ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছে। আজ বুঝি ফাঁসির দিন ছিল। তা' তার জন্যে ভেবে কি হবে, বউ-দি? আমি ত আছি। সেটা অতি লক্ষ্মীছাড়া, বেঁচে থাকলেও সে আজ পথের ভিখারী! তোমাকে গয়না দেওয়া দূরে থাক, খেতে দেবে যে, এমন সঙ্গতি তার নেই। আমি তোমাকে রাজার হালে রাখব।"

"তুমি এত বড় শয়তান, বিশ্বাসঘাতক—"

"আমি তোমার কত বড় উপকার করছি, তা একটু ভেবে দেখলে না? ওরে মালী, গেলাস আর সোডা।"

বেলু সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, পারিল না। মালী আসিয়া সোডা দিয়া গেল। এক পাত্র সুরা উদরস্থ করিয়া মালীকে কহিল, "তোম্ যাও, ফটক পর্ খাড়া রও, দরওয়ানকো রশুই বানানে বোলো।"

মালী প্রস্থান করিলে যতীন কহিল, "দেখ বেলু, তোমার মুখখানা সকল অবস্থাতেই সুন্দর। এই যে তুমি মুখখানা বেঁকিয়ে ক্রোধদীপ্ত নয়নে আমার পানে চেয়ে রয়েছ, তোমার এ ভঙ্গীও সুন্দর। কিন্তু এ ভাবটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, তুমি ঐ হরিণ-নয়নে বিদ্যুৎ না এনে একটু হাসি আন—"

"পথ ছাড়, আমি যাই।"

"যাবে কোথা প্রিয়তমে? আজ বৎসরেক হ'তে আমার অন্তরে যে আগুন জ্বলছে, মা-কালীর কৃপায় এই মহাক্ষণে তাহা নিভাব। নিষ্ঠুর হয়ো না—

'ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে—'

বুঝে দেখ বেলু, তোমাকে আমি কতখানি ভালবাসি। যে কথা রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলেছিলেন, সেই কথা আমি তোমাকে বল্‌ছি।—ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং—"

"তোমার ঐ মুখ পুড়ে যাবে—"

"ছি বেলু, রাগ করতে আছে? আমার এ সুখের দিনে রাহুভয়ে ভীত-ত্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় মুখখানাকে ভয়ে ক্রোধে বিকৃত করো না—এস আমার দ্বিতীয় হৃদয়, আমার বক্ষে এস।"

বলিয়া বেলুকে ধরিতে উদ্যত হইল। বেলু টেবিলের অপর পার্শ্বে সরিয়া গেল। যতীন কহিল, "পালাবে কোথা, বেলু? আজ তুমি আমার, কেউ তোমাকে আজ কেড়ে নিতে পারবে না।"

বলিয়া বেলুর পশ্চাদ্ধাবন করিল। বেলু পাশের ঘরে মন্দার কাছে পলাইতে গিয়া একখানা চেয়ার বাধিয়া পড়িয়া গেল। যতীন হাসিয়া উঠিল।

কহিল, "আজ মা কালী আমার সহায়, কোথা পালাবে, বেলু?"

বলিয়া তাহার হাত ধরিল। লালসার স্পর্শে বেলু বিদ্যুদ্বৎ লাফাইয়া উঠিল এবং হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া চেয়ারখানা তুলিয়া আততায়ীকে মারিল।

৭

যতীন যত না আহত হইল, ক্রুদ্ধ হইল তদপেক্ষা বেশী। একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া মত্ত যতীন বেলুকে পুনরায় আক্রমণ করিল। ঠিক সেই সময় মন্দা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া যতীনের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার হাতে একখানা বঁটি; অস্ত্রখানা তুলিয়া কহিল, "মা'র গায়ে হাত দেবে ত তোমাকে কেটে দু'খানা করব।"

যতীন ভয়ে পিছাইয়া গেল। বেলু ইত্যবসরে টেবল হইতে সোডার বোতলটা উঠাইয়া লইয়া কহিল, "এক পা এগুবে যদি, তবে তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব।"

যতীন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। পালাইবার পথও উন্মুক্ত নাই—দুই পাশে দুই জনে মারাত্মক অস্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান। উপায়ান্তর না দেখিয়া কাপুরুষ ডাকিল, "দরওয়ান!" দ্বারবান্ ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ঘরের ভিতর আসিতে পারিল না—দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইল। ঘরের দুই দিকে দুইটা দ্বার। দুই দ্বারের নিকটে দুই রমণী দণ্ডায়মান; তাহাদের হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত। দরওয়ান মাইজীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া দ্বার-সমীপে থমকিয়া দাঁড়াইল। বেলু কহিল, "দেখ দরওয়ান, তুই যদি এক পা এগুবি, তা হ'লে বোতলের ঘায়ে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব।"

দর। নেহি মাইজী, হাম হিঁয়া খাড়া হ্যায়।

যতি। দরওয়ান!

দর। হুজুর।

যতি। ভিতর আও।

দর। কেসা যায়েঙ্গে হুজুর, মাইজী খাড়া হো কর—

যতি। আচ্ছা, একঠো লাঠি লে আও।

দর। লাঠিসে কেয়া করেগা হুজুর?

যতি। তোম্ লে আও আগাড়ি—

দর। আওরাৎ মারনে লাঠি! হমসে নেহি হোগা হুজুর।

যতি। দেখতা নেহি আওরৎ হামকো মারনে মাংতা।

দর। আপ কুছ নেহি বলিয়ে, মাইলোক আপকো কুছ নেহি বোলেংগে।

যতি। তুই ত বড় বেয়াড়া দরওয়ান দেখছি। তোর চেয়ে মালী ভাল। (উচ্চকণ্ঠে) মালী, মালী—

দর। মালী আপকা হুকুম মাফিক ফটক কা পাস খাড়া হ্যায়।

যতি। কি বিপদেই পড়লুম! এই রকম একটা ফ্যাসাদ আশঙ্কা ক'রেই চুলোমুখী মন্দাকে আনতে চাই নি।

বিল্বতনয়া। আচ্ছা যাও, তোমাকে পথ দিচ্ছি—পার ত লাঠি-সোটা নিয়ে আবার এসো। আমরা এখন দু'দিকের দোর বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।

বেলু সরিয়া আসিয়া পথ দিল। যতীন ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। ভিতর হইতে মন্দা তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দুই দিকের কপাট রুদ্ধ করিয়া মন্দা কহিল, "এইবার কতকটা নিশ্চিন্ত।"

বেলু।—মন্দা, মা, তুমি আমাকে রক্ষা করলে।

"আগে রক্ষা পাও, তার পর ও কথা বোলো।"

"আর ভয় কি, দোর ভেঙ্গে সহজে ঢুকতে পারবে না।"

"জানলা ক'টাকে আমি বিশ্বাস করি না। কোনটার গরাদ আছে, কোনটার বা ভেঙ্গে প'ড়ে গেছে। বার থেকে জানলা খুলে অল্প চেষ্টাতেই লোক ঘরে ঢুকতে পারে।"

"ঠিক বলেছ; তা' হ'লে কি করা যায়, মন্দা? জানলায় শব্দ হ'ল না?"

"হুঁ। এখানে আর থাকা ঠিক নয়—চল মা, আমরা দোর খুলে বেরিয়ে পড়ি।"

"কোথা যাব, মন্দা?"

"অন্ধকারে কোথাও এখন লুকুই গে ত, তার পর ভগবান্ যা' উপায় করেন।"

দুই জনে দ্বারের নিকট আসিয়া কাণ পাতিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইল; তার পর দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল। মন্দা বঁটিখানা ছাড়ে নাই, লইয়া চলিল, না মারিয়া মরিবে না, ইহাই তাহার সঙ্কল্প। যে দিকে ফটক ও দ্বারবানের ঘর, সে দিকে না গিয়া তাহারা বাড়ীর পিছন দিকে গেল। নিবিড় অন্ধকার, শীতও মন্দ নহে। পলাতকরা ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের প্রতীতি হইল, তাহাদের পশ্চাতে যেন কে আসিতেছে। শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ মাঝে মাঝে তাহাদের কাণে আসিতে লাগিল। তাহারা

ভয়ে ভয়ে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাচীরতলে আসিয়া মন্দা কহিল, "পাঁচীলটা ডিঙ্গাবার যদি কোন উপায় করতে পারা যায়—

"আচ্ছা মন্দা, এই গাছের ডালটা পাঁচীলের উপর গিয়ে পড়েছে না?"

"অন্ধকারে ত ভাল ঠাওর করতে পারছি নে মা।"

"চল মন্দা, আমরা গাছের উপর উঠি।"

"যদি প'ড়ে যাও?"

"প'ড়ে যাই, ম'রে যাই, সেও ভাল; তবু এ বিপদ্ হ'তে ত রক্ষা পাব।"

"আচ্ছা, ওঠ দেখি; আমি নীচে থেকে ঠেলে দিচ্ছি।"

এমন সময় বিজলী-বাতি (টর্চ) চমকাইয়া উঠিল। উভয়ে তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে লুকাইল। তাহারা বুঝিল, যতীন বিদ্যুতের মশাল লইয়া তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সঙ্গে লোকও ছিল বলিয়া মনে হইল। ঘন-বিন্যস্ত বৃক্ষের অন্তরাল হইয়াছিল বলিয়া ভাল দেখা গেল না। পুনরায় আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহারা যেখানটায় দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল, তাহারই চারি পাশে আলো পড়িল। বেলুর মনে হইল, তাহার সন্নিকট হইতে এক ব্যক্তি সরিয়া গিয়া বৃক্ষান্তরালে লুকাইল। কিন্তু তখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। যতীন তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার হাতে একটা লম্বা লাঠি, পশ্চাতে মালি ও দ্বারবান্। এক জনের হাতে টাঙ্গি, অপরের হাতে লণ্ঠন। বেলু দেখিল, এক্ষণে পলায়নের চেষ্টা বৃথা। মন্দাকে কহিল, "আর ত রক্ষা নেই, মন্দা।"

"না, আর রক্ষে নেই মা; হতভাগা এসেই আগে আমাকে লাঠি মারবে।"

বেলু গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় যতীন আসিয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "গাছের ডাল দিয়ে আমাকে মারবে, বেলু? এর পরে মেরো, আগে এই মন্দা মাগীটাকে এইখানে শেষ ক'রে দি।"

বলিয়া মন্দাকে মারিতে লাঠি উঠাইল। এমন সময় এক ভারি আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল; সম্মুখে সহসা এক বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল। দেহ বস্ত্রাবৃত, কিন্তু বদনমণ্ডল অনাবৃত। যতীন তাহাকে চিনিল; চিনিবামাত্র তাহার মুখের রক্ত সরিয়া গিয়া কোথায় লুকাইল, লাঠিও আর হাতের মুঠার মধ্যে থাকিল না—সশব্দে পড়িয়া গেল। যতীন কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শৈলেন, না?"

"কোন্ মূর্ত্তিতে আমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা কর, যতীন?"

বেলু স্বামীকে চিনিবামাত্র আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল; কহিল, "ওগো, তুমি এসেছ!"

"এসেছি বেলু। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। ক্ষমা কর।"

যতীন কহিল, "বটে! তুমি শৈলেন? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি? আচ্ছা, আর পালাতে হবে না, আমি এখনই তোমাকে পুলিসের জিম্মে ক'রে দিচ্ছি। দরওয়ান, একটা সিপাই বোলাও।"

"বনের পশুও তোমার চেয়ে ভাল, যতীন; বিশ্বাসঘাতকতায় তুমি সকলকে অতিক্রম করেছ। শুনে বোধ হয় তোমার দুঃখ হবে, আমি কখন কাউকে খুন করি নি, জঙ্গলটঙ্গলও আমার কখন পুড়ে যায় নি।"

"তবে—তবে তুমি যে বলেছিলে—"

"তোমাদের—বিশেষ তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে একটা গল্প সাজিয়ে কিছু দিনের জন্যে গা-ঢাকা দিয়েছিলাম; কিন্তু তোমাকে বড় একটা চোখের আড়াল করি নি।"

"চোখের অন্তরাল কর নি? আমাকে কি তুমি বোকা পেয়েছ? এই সব আজগুবি গল্প আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও?"

"যদি তুমি বোকা না হ'তে, তা হ'লে তুমি পাশের বাড়ীতে আলো দেখে, আর এক দিন শব্দ শুনে বুঝতে পারতে, সেখানে গোয়েন্দা কেউ লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে তোমার সয়তানীও দেখেছি, বেলুর কান্নাও শুনেছি। তার পর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছি, আর রাত্তির হ'তে না হ'তে তোমার জানলার তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"তুমি পালাবার মতলবে এ সব গল্প এখন তৈরী করছ, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না। তোমার জামায় আমি রক্তের দাগ দেখেছি। দরওয়ান, সিপাই বোলাও।"

এক ব্যক্তি প্রাচীরতল হইতে উত্তর করিল, "ডাক্‌তে যে'তে হবে না, আমি সন্ধান পেয়ে এসেছি।" বলিতে বলিতে বক্তা অগ্রসর হইল। মশালের আলোকে যতীন দেখিল, তাহার পরিধানে হ্যাট, কোট, বুট ইত্যাদি। বুঝিল, আগন্তুক এক জন বড় গোছের পুলিস কর্ম্মচারী। যতীন প্রথম যৌবনে একবার পুলিস কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তদবধি সে পুলিসকে ভয়-ভক্তি করিয়া থাকে। কর্ম্মচারীকে দেখিবামাত্র যতীন দুই পা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে

অভিবাদন বা সেলাম বা নমস্কার এইরকম একটা কিছু করিল। শৈলেন সেই সুযোগে স্ত্রীর কাণে কাণে কহিল, "তোমার দাদা—চুপ—মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও—জান্‌তে দিও না, তুমি ওঁকে চেন।"

বেলু (চুপি চুপি)।—তোমার সঙ্গে কোথা দেখা হ'ল?

শৈলেন।—সন্ধ্যার সময় এই পথের উপর। তোমার 'তার' পেয়ে এসেছেন। বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

যতীন পিছাইয়া আসিয়া কহিল, "পালাবার পরামর্শ বুঝি করছ? আর তা' হচ্ছে না—ইন্সপেক্টার-বাবু এসে পড়েছেন।"

পুলিস-কর্ম্মচারী একবার চারদিক্ দেখিয়া লইয়া কহিলেন, "এখানে বড় ঠাণ্ডা, ভিতরে চল—কেউ পালিও না।"

যতীন তাঁহাকে সসম্মানে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া একটা ঘরে বসাইল। শৈলেন ও বেলু আসন গ্রহণ করিলে কর্ম্মচারী প্রফুল্ল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীর মালিক কে?"

যতীন। আমি!

প্রফুল্ল। তোমার নাম যতীন্দ্রনাথ সেন?

যতীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পকেট হইতে একখানা নোটবুক বাহির করিয়া দেখিতে দেখিতে প্রফুল্ল কহিলেন, "তুমি শৈলেনকে চেন?"

"খুব চিনি—এই যে সে, খুন ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি ধ'রে নিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছিলুম।"

"চুপ কর, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তারই শুধু জবাব দেবে—বাজে ব'কো না।"

"বেশ, তাই করব।"

"তুমি শৈলেনের স্ত্রীকে কাল রাতের ট্রেণে কলকাতা হ'তে এনেছিলে?"

"আমি ঠিক আনি নি, সে আসতে চেয়েছিল।"

"...তাকে বলেছিলে কি না, তার স্বামী মধুপুরে ...

"এ্যাঁ—হ্যাঁ—?"

"তুমি তাকে বলেছি... ...লাম।"

... ...র মকর্দ্দমা তদ্বির করতে যেতে হবে?"

"তা—তা—বলেছিলাম।"

"তুমি তাকে বলেছিলে কি না, আজ শৈ... ফাঁসির দিন?"

"আমাকে কে যে ঐ রকম কি বললে।"

"তুমি তাকে এখানে ভুলিয়ে এনে তার উপর অত্যাচার করবার চেষ্টা করেছিলে?"

"তা ঠিক নয়; আমি তাকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলাম।"

"চুপ কর বদমায়েস! আমার গোয়েন্দা সব যায়গা ফেরে—সাক্ষী মজুদ আছে—সত্যি বল।"

যতীন কাঁপিয়া উঠিল; তাহার যেটুকু নেশা জমিয়াছিল, তাহা ছুটিয়া গেল। অনেক আশা করিয়া নাট্যশালা সাজাইয়াছিল, সহসা ঘর পুড়িয়া গেল। সে কোন উত্তর করিতে পারিল না। প্রফুল্ল, দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাইজীকে মারবার জন্যে বাবু তোমাকে লাঠি আন্‌তে বলেছিলেন?"

"হাঁ হুজুর; হাম ঝুটা নেই বোলেগা।"

যতীনের পানে ফিরিয়া প্রফুল্ল কহিলেন, "তোমার নামে বড় কঠিন চার্জ্জ—কলকাতা হ'তে 'তার' পেয়ে আমি তোমার সন্ধানে এসেছি। এবার তোমার কিছুতেই রক্ষে নেই—সাত বছর জেল অনিবার্য্য—দরওয়ান, বাহারমে মেরা সিপাহী খাড়া হ্যায়, উস্‌কো বোলো, থানাসে হাতকড়ি তুরন্ত লে আনা—"

যতীন। দারোগা বাবু, আমাকে রক্ষে করুন। দরওয়ান, তুমি যেও না, দাঁড়াও।"

প্রফুল্ল। আমি দারোগা নই, আমি ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

"হ্যাঁ বাবু, আপনি তাই। আমি চিরদিন পুলিসকে মান্য করি, দারোগা দেখলেই সেলাম করি, পাহারাওলাদের পাণ খেতে কিছু কিছু দিয়ে থাকি; আমার উপর আপনি কঠিন হবেন না,—দয়া করুন—আমি আপনার পায়ে ধরছি।"

"আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে পারব ...; তুমি যেমন বিশ্বাসঘাতক, তেমনই বদমা...

প্রফুল্লর চরণতলে পড়িয়া জুতা... ...র মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে যতীন কহিল, "আ...নাকে রক্ষে করতেই হবে—জেলে গেলে আমি ব... না।"

"আমার পায়ে পড়লে কি হবে? ... মহা-অপরাধ করেছ, তার পায়ে পড় গে।"

যতীন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেলুর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

প্রফুল্ল কহিলেন, "বল, 'মা, তোমার ছেলে... ...র'!"

"বল, ...মা করিতে প্রস্তুত। ... তখন আনন্দে কহিল, ...ই তোমার মা।"

যতীন বসিল। মন্দাকে দেখাইয়া প্রফুল্ল কহিলেন, "এই স্ত্রীলোকটির কাছেও তুমি ক্ষমা চাও, একে তুমি মেরেছিলে।"

যতীন মন্দার সম্মুখে বসিয়া করযোড়ে কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর, মন্দা।"

প্রফুল্ল নোট-বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিলেন, "তোমাকে ছেড়ে দেব কি না ভাবছি; তুমি একটা পাকা বদমায়েস।"

"আমি আপনার গোলাম—আমাকে রক্ষা করুন।"

শৈলেনের প্রতি প্রফুল্ল।—এ জানোয়ারটাকে ছেড়ে দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে, শৈলেন বাবু?

শৈলেন। যতীনকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করতাম। আজ এক বৎসর হ'তে দেখছি—

প্রফুল্ল। আপনার ঘরের খবর শুনতে আমি এখানে আসি নি। আমার সময় বড় মূল্যবান্, আসামীকে এখনই চালান দিতে হবে—

যতীন। দোহাই দারোগা বাবু—

প্রফুল্ল। ফের দারোগা!

যতীন। আজ্ঞে না, এই আমি কাণ মলছি। আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবেন না—মারতে হয়, এইখানেই মারুন।

প্রফুল্ল। শৈলেন বাবু যদি তোমার উপর চার্জ্জ না আনেন, তা হ'লে তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি।

যতীন শৈলেনের পায়ের উপর পড়িল, জুতায় মাথা কুটিতে লাগিল।

শৈলেন কহিলেন, "তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম বটে, কিন্তু ধর্ম্ম তোমাকে নিষ্কৃতি দেবেন না। এত স্নেহের এই প্রতিদান!"

প্রফুল্ল বাবু তখন উঠিলেন। পশ্চাৎ পশ্চা শৈলেন, বেলু ও মন্দা চলিল; দ্বারবান্ ছুটিয়া গি ফটক খুলিয়া দিল, মালি আলো দেখাইয়া আগে আগে চলিল।

যতীন নাট্যশালার ভস্ম-স্তূপের মধ্যে পড়িয়া রহিল।

সমাপ্ত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির